পুঁথি-পরিচয়

তৃতীয় খণ্ড

Presented to

Librarian, Central Library. V. B.

With the compliments
of
The Upacharya
(Vice-Chancellor)

Visva Bharati
Santiniketan P. O., West Bengal
India

পুঁথি-পরিচয়

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত

বিদ্যাভবন। বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

॥ রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ-সম্পূর্তি উপলক্ষ্যে
শত শত বর্ষ পূর্বের কবিকৃতিসমূহের
এই তৃতীয় সম্ভার
কবিগুরুর উদ্দেশ্যে
নিবেদিত
হইল ॥

॥ মুখবন্ধ ॥

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় পত্তন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হস্তলিখিত পুরাতন গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্যোগ করেছিলেন। তাঁর মনে আশা ছিল, বিশ্বভারতীতে সেকালের ও একালের বিশ্বসংস্কৃতির চর্চা হবে। সেকালের সংস্কৃতি পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যেই মুখ্যতঃ নিহিত আছে, তা তিনি ভালোভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। বিদ্যাভবনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের আমলে, ত্রিবেন্দ্রামের পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর সহায়তায়, বিশ্বভারতীতে তখন নানা ভাষার বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। আরও অনেকে তখন সে প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেছিলেন। পুণা-সংস্করণের সংস্কৃত মহাভারত সম্পাদনার কাজে এখান থেকে বিশেষ উপকরণ যোগানো হয়েছিল। অতঃপর কিছুকাল এই বিষয়ে সর্বাত্মক উদ্যোগ স্তিমিত থাকে।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল ১৯৪৬ সালে পূর্বোক্ত পুঁথি-সংগ্রহাদি কাজের ভার গ্রহণ করেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ধীরে ধীরে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা- পুঁথি-বিভাগ গড়ে উঠেছে। আজ আমাদের পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ ও পুঁথি-সংখ্যা অনেক। ডক্টর শ্রীমান্ পঞ্চাননের কুশল সম্পাদনায় বাঙ্গালা পুঁথির পরিচয় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংকলন-গ্রন্থ দেশে বিদেশে সমাদর লাভ করেছে। আশা করি পুঁথি-পরিচয় তৃতীয় খণ্ডও অনুরূপ সমাদর লাভ করবে।

শান্তিনিকেতন,
মাঘ ১১, ১৩৬৯

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস
উপাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

বিশ্বভারতী ১৩৫৮ ও ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে 'পুঁথি-পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে যথাক্রমে ৫০০ করিয়া দুই দফায়, ১০০০ বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। প্রস্তুত খণ্ডে তৃতীয় পর্যায়ে ১০০১ হইতে ১৫০০ অবধি ৫০০ পুঁথির পরিচয় বর্তমান বর্ষে (১৩৬৯) প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে ১৫৯ জনেরও বেশী কবি-মনীষীর ২৫১ খানি রচনা স্থানলাভ করিয়াছে। পূর্বপ্রকাশিত দুই খণ্ডে, একুনে, ৩৯১ জনেরও অধিক লেখকবর্গের ৪৩৪টির অধিক রচনা বা তদংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর 'পুঁথি-পরিচয়'-গ্রন্থমালার পূর্বের দুই খণ্ডের মতো এই খণ্ডখানিও বিদগ্ধসমাজে সমাদৃত হইবে প্রত্যাশা করা যায়।

পুরাতন পুঁথির বিবরণ-সংকলন সম্পর্কে আমাদের দেশে এখনও সুনির্দিষ্ট কোনও আদর্শ স্থাপিত হয় নাই। পুঁথি-আলোচনার বিধি-নিষেধহীন এই নৈরাজ্য যুগে, বিচারবুদ্ধিকে যথাসম্ভব অতন্দ্র রাখিয়া, কবিগুরুর প্রতিষ্ঠান হইতে পুরাতন কবিকৃতি-সমূহকে যথাযোগ্যভাবে তৌলন বিশ্লেষণে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এযাবৎকাল প্রকাশিত পুঁথিবিবরণীগুলি যান্ত্রিক ধরণের এবং প্রায়শঃই হাস্যকর বিকৃত পাঠপরিপূর্ণ। পূর্বগামী মনীষিগণের প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাঙ্গালা পুঁথি-মুদ্রণের আদি যুগ হইতে অদ্যাবধি সম্পাদিত ও প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থই সন্দেহাতীতরূপে নির্ভরযোগ্য নহে। উপরন্তু, বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে বঙ্গাক্ষরে বা প্রতিবেশী কোনও ভিন্ন-লিপিতে লিখিত সমুদয় বাঙ্গালা পুঁথি, অভিজ্ঞ সংগ্রাহকের দ্বারা নিঃশেষে ও নির্বিচারে সংগৃহীত না-হওয়া পর্যন্ত, প্রাগাধুনিক কোনও বাঙ্গালী লেখকের সাহিত্যকর্ম কখনই নিঃসংশয়িত অথবা প্রামাণ্যরূপে সম্পাদন করা যাইতে পারে না। এমন-কি, গ্রন্থকারের স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি পাওয়া গেলেও বাধা আছে। কারণ, সেকালের 'ভাষা'-প্রবাহের গতিপ্রকৃতির শৈথিল্যহেতু সমকালীন লেখকদের রচনাতেও সুষম বৈয়াকরণ-পদ্ধতির অনুসরণ[১] প্রায় দেখা যায় না।

এই পরিস্থিতিতে, বিশ্বভারতীর কোনও পুঁথির মুদ্রণ-ব্যাপারে প্রথমে চেষ্টা করা হয়, প্রাপ্ত পুঁথির পাঠ যথাযথভাবে উদ্ধার করিতে। বিশেষতঃ, অন্যত্র মুদ্রিত পুঁথির ভিন্নতর পাঠ হস্তগত হইলে, এই চেষ্টা অবশ্য তুলনামূলকভাবেই করা হইয়া থাকে। তবে যেহেতু ইতঃপূর্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুঁথিসমূহ প্রায়শঃই প্রামাদিক,

---

১ বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য সাহিত্যপ্রকাশিকা, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা পৃষ্ঠা ৪-৬

সেই কারণেই 'পুঁথি-পরিচয়ে' প্রকাশের সময়, বিশ্বভারতার ধৃত পাঠের সহিত পূর্বমুদ্রিত পাঠের মিল-অমিল দেখাইতে যাওয়া পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করি। প্রায়শঃই সে প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর পুনঃসম্পাদনের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের নূতন পুঁথিসমূহের আলোচনার কাজেই বর্তমানে সমূহ উত্তম ব্যাপৃত রাখা হইয়াছে। বিচক্ষণ গবেষকগণ এই উপস্থাপনার রীতি-পদ্ধতি অনুধাবন করিলেই ইহা হইতে তাঁহাদের আলোচনার পথ সুগম করিয়া লইবার সুযোগ পাইবেন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ পুঁথির অথবা পুঁথির সার-সংকলন[১] হইতে মূল গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। অন্ততঃপক্ষে, তাঁহাদিগকে পুঁথির সেকেলে 'আদি' 'মধ্য' 'অন্ত' -উদ্ধৃতির ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া, পুঁথি-বিবরণীর 'সংকীর্ণ-নালে' হাবুডুবু খাইতে হইবে না।

প্রস্তুত গ্রন্থে প্রত্যেক দফায় আলোচিত পুঁথিগুলির বর্ণানুক্রমে বিন্যাস করা হইয়াছে। ফলে, যান্ত্রিকভাবেই পুঁথিগুলি বিষয়ানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে একই বিষয়ের পুঁথির অপ্রত্যাশিতরূপে নামের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে[২] ইহার ব্যতিক্রম ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট হইতে পারে। সেক্ষেত্রে মূল পুঁথিতে লিখিত মূল গ্রন্থনামের প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া, ভূমিকায় একসঙ্গে বিষয়ানুসারে আলোচনা করা হইয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে, বিষয়-নামের আদ্যক্ষরে মিল থাকিলে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে; তবে তাহাতে মূল রীতির কোনও গুরুতর বিপর্যয় হয় না।

দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েকখানি পুঁথির অবশিষ্ট-পরিচয়-সম্বলিত 'পরিশিষ্ট' প্রকাশের প্রতিশ্রুতি ছিল; প্রথম খণ্ডের কিছু অনবধানতার বিষয় শোধরাইবার কথাও ছিল:— সে-দায় অনিবার্যকারণে প্রস্তুত খণ্ডেও পরিশোধ করা সম্ভবপর হইল না। পুরাতন পুঁথি-পত্রাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'দশ-দফা কর্মক্রম'-সম্বলিত একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত খণ্ডে প্রকাশ করা হইবে, বলা হইয়াছিল। তাহা[৩] স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র প্রকাশ করা হইতেছে।

পূর্বপ্রকাশিত দুই খণ্ডে আলোচিত ও অনালোচিত নূতন বা সাধারণ পুঁথিবিশেষ

---

১ দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২৭-৩১, ইত্যাদি।

২ দ্রষ্টব্য ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ১১৩, ইত্যাদি। প্রস্তুত খণ্ডের গ্রন্থাংশে, বামদিকে ও নির্ঘণ্টাংশে, দক্ষিণ পার্শ্বে তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির নাম মৎপ্রদত্ত।

৩ দ্রষ্টব্য গত ১৬-৮-১৯৬২ তারিখে চতুর্দশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষ্যে কাটোয়া মহাবিদ্যালয়ে প্রদত্ত মদীয় ভাষণ: 'বঙ্গ-সংস্কৃতির উৎস-সন্ধানে দশ-দফা কর্মক্রম' (শারদীয়া 'নবদ্বীপ বার্তা' ১৩৬৯); এবং 'জীবন-পল্লী' (মুদ্রাপ্যমান, মুকুলিকা প্রেস, বর্ধমান)।

সম্পর্কে কাহারও কিছু জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। বিদ্বদ্‌বর্গের কেহ কেহ এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বা সাক্ষাৎ-আলোচনায় অনুগৃহীত করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দুই একটি কথা বলা যাইতেছে।

—বিশ্বভারতী বর্তমানে পুঁথি-সংগ্রহের নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সংগৃহীত পুঁথিস্তূপের সহিত অসংখ্য দলিলদস্ত ও পুরাতন চিঠিপত্র পাওয়া যাইতেছে। ৬৩২ খানি চিঠিপত্রের একখানি সংকলন-গ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন প্রাপ্ত পুরাতন পত্রাবলী, দলিলদস্ত, ভার্ষ, হিসাবাদির আলোচনাসম্বলিত ইহার প্রথম খণ্ড গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। সেইজন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র না-হইলে, 'পুঁথি-পরিচয়'-গ্রন্থাবলীতে তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয় না।

পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থে রামায়ণের একখানি পুঁথির[১] ও 'পদমেরু-গ্রন্থের' যে সূচীপত্র[২] মুদ্রিত হইয়াছে তাহা মূল পুঁথি হইতেই গৃহীত। রামায়ণের বিষয় ও পদমেরুর পদাবলী বর্ণানুক্রমে সাজানো হয় নাই। বিশেষতঃ, পদাবলীর বিন্যাস করা হইয়াছে রসপর্যায় অনুসারে। এই পর্যায়-বিভাগ অবশ্য মূল প্রতিলিপি-বিধৃত সূচীরই অনুসারী। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দোহাই দিয়া, এই শাস্ত্রসম্মত রসপর্যায়ে বিপর্যয় ঘটাইলে, বোধ হয়, অমার্জনীয় অপরাধ হইত। রামায়ণ মহাভারতাদি অন্য যে-সকল খণ্ডিত ও অখণ্ডিত পুঁথির সূচীপত্র মূলে না-থাকায়, মুদ্রিত হয় নাই, সেগুলির সুপরিচিত আখ্যায়িকাবলীর সূচীপত্র প্রস্তুত করা এখনই জরুরী বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ বিষয়বিশেষে গবেষকের অপেক্ষায় আপাততঃ ইহা স্বচ্ছন্দে মুলতবী রাখা যাইতে পারে।

পুঁথির লিপিকর, মালিক, লিপির তারিখাদির পরিচয় অর্থাৎ 'পুষ্পিকা'-অংশ, বর্তমান খণ্ডে, মূল পুঁথির সহিত,[৩] এবং 'পুনশ্চ'-অংশে[৪] স্বতন্ত্র মর্যাদায় মুদ্রিত হইল। বিশেষত্বপূর্ণ পুষ্পিকাসমূহের আলোচনা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়[৫] কিছু কিছু করা হইয়াছে; বর্তমান খণ্ডের পুষ্পিকাসমূহের এবং এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা গ্রন্থান্তরের[৬] অপেক্ষায় রহিল। পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ে আলোচিত পুঁথির আনুমানিক

---

১ পৃষ্ঠা ৩২৬-২৭ ২ পৃষ্ঠা ১৫৫-২১০ ৩ পৃষ্ঠা ৩০, ৩৬, ৪৩, ৪৬, ৯২, ৯৪, ১০৩, ১৫১, ১৭৯, ১৮৪, ১৮৯, ১৯২, ১৯৭, ২১৫, ২২১, ২৪৭, ২৫৩, ২৫৩, ৩০৩, ৩০৭, ৩১৫, ৩২৫

৪ পৃষ্ঠা ৩৩৮-৩৩৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৭-৫২, ৩৫৪, ৩৬০-৬১, ৩৬৪-৬৫, ৩৭০-৭১, ৩৭৩-৭৬, ৩৮২-৮৫, ৩৯৫, ৩৯৭-৪০৫, ৪০৯, ৪১৮

৫ প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা *৭-*১১; দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

৬ চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড (মুদ্রাপ্যমান)

বয়স-নির্ধারণের চেষ্টা, বিশেষ বিবেচনায় বর্তমান খণ্ডে বর্জন করা গেল। কারণ, খণ্ডিত পুঁথির আধার—পত্র ও কাগজাদি অথবা পুঁথির অক্ষর দেখিয়া তাহার বয়স-নির্ধারণ প্রায়ক্ষেত্রেই নির্ভুল হয় না। অঞ্চলভেদে পুঁথির কাল-ব্যতিরেক রূপভেদও প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং, আনুমানিক বয়স যোজনার দ্বারা, উত্তরকালীন পুঁথিপরিচারকদের ভিক্ষা কম্বল ভারী করিবার দায় উর্সানো অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি। পূর্বখণ্ডের পুঁথিগুলি সংখ্যা বা বর্ণানুক্রমে বা বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত হওয়ায়, ভূমিকাতেও তদনুরূপ আলোচনার অবকাশ মিলিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাটি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য যাচাই করিতে পারা যাইবে। বর্তমান সংকলনের ফল যাহাতে সকলে সানন্দে উপভোগ করিতে সমর্থ হন, তাহার জন্য পূর্বে প্রভূত চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই চেষ্টা বর্তমান খণ্ডে আরও সুষ্ঠুভাবে করা গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে কিছু নূতন উপকরণ যোগাইবে, এবং পরিচিত কয়েকটি পুরাতন মতবাদ, নূতন তথ্যের আলোকে বিচারের সুযোগও ইহার সাহায্যে মিলিয়া যাইবে। যাঁহারা অজ্ঞাতপূর্ব সুবৃহৎ সমগ্র মূল পুঁথিগুলির আলোচনা করিতে চাহিবেন, তাঁহারাও পূর্বাহ্নেই সে-পুঁথির বৈশিষ্ট্যের আভাস পাইবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষ বা বিশদ আলোচনায় নূতন তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে, অনুগ্রহপূর্বক পুঁথিঘরে পদার্পণ না-করিয়া, কেবল 'হস্তবশের' কৌশল প্রয়োগ ব্যতীত, এই গ্রন্থাবলীর অপরিহার্যতা অস্বীকার করিবার উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিশ্বভারতী-সংগ্রহে খাস বিশ্বভারতীর পূর্ব-সংগৃহীত, বিন্যস্ত ও অবিন্যস্ত পুঁথি-সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার। সিউড়ীর 'রতন লাইব্রেরী' হইতে ক্রীত পুঁথি-সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের বেশী[১]। বিভিন্ন গুণিজন তাঁহাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত বা নব-সংগৃহীত বহু পুঁথি এখানে উপহার দিতেছেন। পুঁথির পরিচয়-প্রকাশের শর্তাধীনে কেহ কেহ পুঁথি দানও করিতেছেন। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর তরফে ব্যাপকভাবে পুঁথি ক্রয় করাও চলিতেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ-সহায়ক মহাশয়দের মাধ্যমে প্রতি বৎসর বহু পুঁথি যথাযোগ্য কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করা হইতেছে। সাকল্যে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুঁথি-সংখ্যা এখন ছয় হাজারের অধিক ; দলিল-

---

১ দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা *৪-*৭। এতদ্ব্যতীত, 'রতন লাইব্রেরী'-তে রক্ষিত মুদ্রিত প্রায় তিন হাজার পুরাতন দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা শ্রীমান্ অমলেন্দু মিত্র এম্. এ., বি. টি. গত ১৫-৮-১৯৬২ তারিখে মদীয় 'পল্লীশ্রী'-সংগ্রহে দান করিয়াছেন।

দণ্ডের সংখ্যা আরও ছয় হাজার হইবে। বিশ্বভারতীর পুঁথি-সংগ্রহের পশ্চাৎপট-সমেত পূর্ণ বিবরণ পরে প্রকাশ করা যাইবে। বর্তমানে পুঁথি-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধিহেতু, সমস্ত পুঁথি একসঙ্গে নাড়াচাড়া করা অসম্ভব বিধায়, বাঙ্গালা পুঁথি-সংগ্রহের একজায় জাবেদা-তালিকা (*Hand-list*) হইতে বিশদ-তালিকা- (*Descriptive Catalogue*) প্রস্তুতির মূল পরিকল্পনায়, প্রতি পাঁচ শত পুঁথির বিবরণ-সম্বলিত এক একটি খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা ১৯৪৯ সালে গৃহীত হইয়াছিল[১]। তদনুসারেই পুঁথি-বিবরণী-প্রকাশের বর্তমান কর্মধারা পরিচালিত হইতেছে। আগত, আগম্যমান ও অনাগত সমগ্র পুঁথির এককালীন নির্বাচনাদিক্রমে বিশদ-তালিকা-প্রস্তুতির চিন্তা বর্তমানে সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতামৃত বা চৈতন্যচরিতামৃতাদির মতো জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহের রাশি রাশি পুঁথি, 'পুঁথি-পরিচয়'-জাতীয় গ্রন্থের খণ্ডবিশেষে পুঞ্জীভূত করিয়া বিবৃত করাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এইরূপ খণ্ড গ্রন্থসমূহ বিষয়বিশেষে অভিজ্ঞ বা গবেষণারত ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত অন্যের নিকটে যান্ত্রিক পুঁথি-বিবরণীমাত্রে প্রতীয়মান হইতে বাধ্য। সেইজন্য নীরস বিষয়কে সরস করিবার উদ্দেশ্যে, একাধারে পুঁথি-বিবরণী-সংকলন ও প্রাচীন-বঙ্গসাহিত্য-সার সমাহরণ করিয়া এই গ্রন্থাবলীকে 'ইতিহাসে ও সংকলনে' বিচিত্র রূপ দানের[২] এই রীতি অনুসরণ করা হইতেছে।

বিশ্বভারতীর পূর্বকালীন সংগ্রহ ব্যতীত, প্রস্তুত খণ্ডে যাঁহাদের উপহৃত পুঁথির পরিচয় সংকলিত হইল, সাধুবাদ-নিবেদনের মানসে তাঁহাদের নামাবলী একত্র গাঁথিয়া দিলাম।— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,[৩] শ্রীপশুপতি বাড়ই,[৪] শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত,[৫] শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী,[৬] শ্রীশিবদাস রায়,[৭] শ্রীতারকদাস মোহান্ত,[৮] শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,[৯] শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়,[১০] শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী,[১১] ডক্টর ৺প্রবোধচন্দ্র বাগচী,[১২] শ্রীকালিদাস দত্ত ও শ্রীবিমলকুমার দত্ত,[১৩] শ্রীমতী নীলিমা

---

১ দ্রষ্টব্য গোর্খ-বিজয়, ভূমিকা, পৃষ্ঠা জ-৬

২ আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড, ভূমিকা পৃষ্ঠা *৩-*৪ ; দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

৩ পুঁথিসংখ্যা ১১২০ ৪ ঐ ১১৮২, ১২৩৩, ১৩৫৯, ১৩৯৯, ১৪০০-৩ ৫ ঐ ১১৩৩, ১৩১২

৬ ঐ ১৩৫৩ ৭ ঐ ১৪৪৬, ১৪৪৭ ৮ ঐ ১১৫০ ৯ ঐ ১০৪৪

১০ ঐ ১০০২, ১০০৬, ১০১২, ১০১৬, ১০১৭, ১০২৮, ১০৩৬, ১০৪১, ১০৪২, ১০৫৪, ১০৭৫, ১০৯২, ১০৯৩, ১১৩৩ ১১৭০, ১১৮০, ১২০৬, ১৪৮১ ক, খ, ১৪৮৪, ১৪৯০

১১ ঐ ১২২৪, ১২২৬ ১২ ঐ ১৪৬৮ ১৩ ঐ ১৩১৫, ১৩১৬

বিশ্বাস,[১] শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,[২] ৺নীরদভূষণ রায়,[৩] শ্রীরামরতন রায়[৪] ও শ্রীবগলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য[৫]।

॥ গ্রন্থ-নির্দেশ ॥

প্রস্তুত গ্রন্থে ১৫৯ জনেরও অধিক গ্রন্থকারের ২৫১ খানি রচনার অল্প-বিস্তর পরিচয় মুদ্রিত হইল। এই লেখককুলের মধ্যে চেনা অচেনা অনেক মুখ দেখা যাইবে। অচেনা-মুখের রচনা অবশ্যই অচেনা হইবে; কিন্তু চেনা-মুখের অচেনা রচনার রূপবৈশিষ্ট্যে, সেই চেনা-মুখগুলিকেও নূতন করিয়া চেনার প্রয়োজন অনুভূত হইবে। আলোচনার এই স্বল্প-পরিসরে বিস্তৃত বিশ্লেষণে প্রবিষ্ট হইবার অবকাশ নাই। মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট তথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রকীর্ণ নূতন রচনাগুলি অভিজ্ঞ পাঠকের এক-নজরেই চোখে পড়িবে; পূর্বমুদ্রিত সুপরিচিত পুঁথি-সমূহের পুনর্মুদ্রণের হেতু যে নূতন[৬] পাঠ-পাঠান্তর, তাহাও বুঝিতে পারিবেন।

এই পর্যায়ে আলোচিত পুঁথি-গুচ্ছের মধ্যে 'গৌরীমঙ্গল'-কাব্য[৭] ও তাহার রচয়িতা কবিচন্দ্র মিশ্রের 'আত্ম-পরিচয়'[৮]-অংশ সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য বলিয়া মনে করি। এই আত্ম-কাহিনীর শকাঙ্ক পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের হোসেনশাহী আমল নির্দেশ করে। কাব্যখানি সমকালীন আধারে রক্ষিত হইলে, অবশ্যই আমরা পঞ্চদশ শতকের একটি দুর্লভতম সাহিত্যিক নিদর্শন পাইতাম। তবে রচনাপদ্ধতি, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনাদি পরীক্ষা করিয়া, আত্ম-পরিচয়ে বিধৃত সময়-নিরূপণে আমরা কিছুমাত্র সন্দেহ পোষণ করি না। উপরন্তু, এই কাল-নির্ধারণের সহায়ক একটি বিশেষ তথ্য সম্প্রতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে।

বিশ্বভারতীর এই আবিষ্কার ব্যতীত, 'মঘী' সাল-তারিখযুক্ত, কবিচন্দ্র মিশ্রের

---

১ পুঁথিসংখ্যা ১১৭৩, ১১৮১, ১৩৬৪, ১৪৬২, ১৪৭০, ১৪৮২, ১৪৮৫, ১৪৮৯, ১৪৯২

২ ঐ ১১০৭, ১২০৫, ১২৫২ ৩ ঐ ১০২৬ ক, খ

৪ ঐ ১৪২৮ ৫ ঐ ১৪৯৩ ক, খ ৬ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১-২

৭ প্রস্তুত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৪৭-৭৫, ৪০৯-১১ (পূর্বে দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৫, ২২৬; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০-৯১। এই মূল্যবান্ পুঁথিখানি শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত)।

৮ পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯

রচিত 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের একখানি সম্পূর্ণ ও পুরাতন প্রতিলিপি[১] বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, একদা এই কাব্যখানির সারা দেশব্যাপী প্রচার ছিল; এবং এই প্রচার দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল—পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে।

বিশ্বভারতীর পুঁথিধৃত গ্রন্থরচনাকাল হইতেছে—'নব শশী সুর ইন্দ্র' শক, অর্থাৎ নব = ৯, শশী = ১, সুর = ৪,[২] ইন্দ্র = ১; সর্বএকুন ৯১৪১ বা ১৪১৯ শকাব্দ + ৭৮ = খৃষ্টাব্দ ১৪৯৭[৩]। কবির নিজের উক্তি অনুসারে, পঞ্চ-গৌড়ের অধিপতি হোসেন শাহের রাজ্যকালে (খৃ ১৪৯৩-১৫১৯) তিনি গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত বিশ্বভারতীর প্রতিলিপিখানি শেষাংশে খণ্ডিত; ফলতঃ, পুষ্পিকাহীন। তবে, বিশেষ পর্যালোচনায়, পুঁথিখানির বয়স দুই শত বৎসরেরও বেশী

---

১ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের সৌজন্যে মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী-সংকলিত বাঙ্গালা পুঁথির তালিকাধৃত, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে রক্ষিত এই পুঁথিখানির বিবরণ ৮-৪-১৯৬২ তারিখে পাইয়াছি। পূর্ণ বিবরণ এইরূপ :—শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ-সংকলিত 'বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুথির তালিকা' (১৯৫৬)। পৃষ্ঠা ১০৬, গৌরীমঙ্গল, দ্বিজ কবিচন্দ্র মিশ্র, ১-৫২ সম্পূর্ণ, সন ১১৯৬ মঘি। (পাদটী কায়) ১০৬ সংখ্যক প্রথম পত্রে 'গৌরীমঙ্গল গীত করিমু প্রচার। মহরে প্রসন্ন হও গৌরিকুমার॥ কাঅমনবাক্যে বোলম করিয়া প্রণতি। কবিচন্দ্র মিশ্রে বলে বন্দি গণপতি॥' পরমেশ্বর দাসের আদেশানুসারে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরীমঙ্গল লিখিয়াছেন :—দ্বিতীয় পত্রে, 'সুবুদ্ধি গম্ভির ধির তাহান তনএ। শ্রীপরমেশ্বর দাস মহাশএ॥ '৩ পত্র', চণ্ডির চরিত্র ছারি আন নাহি চিত। পুরাণ ভারতে যুনে দেবির চরিত্র॥ একদিন সভামধ্যে বসি মহাসএ। কবিচন্দ্র মিশ্র আনি বলিল বিনএ॥ পাঞ্চালি পবন্ধে রচ চণ্ডির চরিত। তোমার কবিত্ব যেন ভ্রমে পৃথিমিত॥'—কবিচন্দ্র মিশ্র প্রায় সকল ভনিতায় পরমেশ্বরের নাম করিয়াছেন— (ক) 'কবিচন্দ্র মিশ্র এহু গানে।' চিন্তিআ চণ্ডির চরণে॥ শ্রীপরমেশ্বর দাসে। সতত পুরাউক অভিলাসে॥' (খ) 'শ্রীপরমেশ্বর দাস গুনিবর। শ্রীকবিচন্দ্র মিশ্রো বোলে গৌরিমঙ্গল॥'—এই পুস্তকের মালিক শ্রীপিতাম্বর গুহ জানিবা। কেহ জানে দাবি না করিবা। এই পুস্তক জেবা চুরি করে। কুম্ভিপাকে সেই জন থাকে।'—পৃষ্ঠা ৬৩।

তালিকাতে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, কুমার শরৎকুমার রায়, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডঃ এনামুল হক কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথিগুলি, পৃথক্-পৃথক্-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'গৌরীমঙ্গল' করিম সাহেবের সংগৃহীত।

২ সূর্য (পূর্ব), হনুমন্ত (দক্ষিণ), চন্দ্র (পশ্চিম) ও গড়ুর (উত্তর)— ধর্মপূজা-বিধান, পৃষ্ঠা ১৫৭-৫৮; শূন্যপুরাণ, পৃষ্ঠা ৬১-৬৪

৩ অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ২৩-৪-১৯৬২ তারিখে লিখিত একখানি পত্রে আমার এই তারিখ-নিরূপণে সমর্থন জানাইয়াছেন।

বলিয়াই অনুমান হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির পুঁথিখানি ১-৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। লিপিকাল সন ১১৯৬ মঘী সাল, অর্থাৎ ১১৯৬—৪৫=১১৫১ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ উভয় প্রতিলিপি প্রায় সমকালে বাঙ্গালা দেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত হইতে লিপিকৃত হইয়াছিল। ইহা অবশ্যই গ্রন্থকারের বয়সের প্রাচীনত্ব-নির্দেশক।

গ্রন্থের নাম—'গৌরীমঙ্গল'। দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গের কাহিনী-অবলম্বনে গ্রথিত। ভাষায় মধ্য যুগের বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ছত্র-বিন্যাসে ও পদাংশে প্রাচীনতর কৃত্তিবাসের রচনার আদল ও মুকুন্দরামের রচনার জড় লক্ষিত হয়। বন্দনায় চৈতন্যদেবের উল্লেখ নাই। অধ্যায়-ভেদ করা হইয়াছে—রাগ-রাগিণীর বিন্যাসে। বর্ণনাভঙ্গীতে প্রৌঢ়ী পাণ্ডিত্যের ও প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের ব্যঞ্জনা দুর্লক্ষ্য নহে।

গৌরীমঙ্গলের ভনিতায় 'শ্রীকবি শঙ্কর',[১] 'কবিচন্দ্র মিশ্র', 'কবিচন্দ্র', 'শঙ্করকিঙ্কর' —এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। 'শঙ্করকিঙ্কর' নাম নহে,—উপাধি। কোথাও কোথাও 'মিশ্র'—এই পদবীহীন ভনিতা থাকিলেও, কবির নাম 'কবিচন্দ্র মিশ্র'; সোপাধিক গ্রন্থকারের পুরা নাম— 'শঙ্করকিঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্র'। কাব্যখানির সর্বাত্মক বিচার করিয়া, ইহাকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচিত 'অভয়ামঙ্গলে'র প্রথমাংশে সংকলিত 'দেবখণ্ড' বা 'গৌরীমঙ্গলে'র আদর্শ বলিয়া মনে করা যায়। উপরন্তু, আমার স্থির ধারণা, গৌরীমঙ্গলকার এই কবিচন্দ্র মিশ্র, গৌরীমঙ্গলকার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অগ্রজ।

কাব্যারম্ভে সংক্ষিপ্ত[২] দেবদেবী-বন্দনার[৩] পরেই, গ্রন্থকার আত্ম-পরিচয়[৩] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিচন্দ্র মিশ্রের মাতার নাম— 'লীলাবতী'। পিতার নামের উল্লেখ নাই; কিন্তু তিনি 'গুণের নিধান', সর্বশাস্ত্রে নিপুণ এবং 'সশিষ্য' অর্থাৎ শিষ্য-পরিবেষ্টিত পণ্ডিত, অর্থাৎ তাঁহার টোল ছিল। পঞ্চ-গৌড়েশ্বর নৃপতি হোসেন শাহকে[৪] কবি প্রশংসা করিয়াছেন[৪] কলিযুগে রামাবতার[৪] রূপে। হোসেন শাহ ছিলেন 'খাণ্ডাএ প্রচণ্ড' অর্থাৎ মহাযোদ্ধা এবং 'প্রতাপে তপন' অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী। তাঁহার ভয়ে সামন্ত নৃপতিগণ সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

গৌড়-রাজ্যের ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের অন্তর্গত 'বালাণ্ডা'[৫] গ্রামে আসিয়া কবিচন্দ্র

---

১ পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৫ ২ প্রাচীনতাদ্যোতক ৩ প্রস্তুত খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮-৯

৪ ঐ, ঐ। এই বর্ণনা পরমেশ্বর দাসের বর্ণনার অনুরূপ (দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীসুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৪-২৫)।

৫ অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বালান্দা বা বালাণ্ডা পরগণার কথা তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। 'বালান্দা' একদা উৎকৃষ্ট মাদুরের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা ছাড়া, মুদ্রিত বিবরণ :— বালাণ্ডা ২৪ পরগণা জেলার পরগণা-বিশেষ। বর্তমান সপ্তগ্রামের পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানে একদা বৌদ্ধবিহার ছিল। এখানকার পণ্ডিতেরা প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চা করিতেন। এই অঞ্চল মাদুরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখন সে মাদুর বুনেন মুসলমানগণ (দ্রষ্টব্য 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী, প্রথম সম্ভার' পৃষ্ঠা ২১৫)।

বসবাস করিয়াছিলেন। বালাণ্ডার পূর্বে যমুনা, পশ্চিমে গঙ্গা এবং দক্ষিণে বিদ্যাধরী প্রবাহিত হইত ; উত্তরে ছিল 'দেবচক্রপাণি'-অধিষ্ঠিত 'চক্রতীর্থ'[১]-নামক পুণ্যভূমি। বালাণ্ডায় পণ্ডিত মহাজন শাস্ত্রজ্ঞ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং নিজবৃত্তি-অনুসরণকারী[২] ক্ষত্রিয় বৈদ্য বৈশ্য ও শূদ্রগণের নিবাস[২]। অর্থাৎ সেকালের ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম[৩]-বালাণ্ডা ছিল গুণিজন-অধ্যুষিত মহাসামাজিক গ্রাম।

বালাণ্ডার গুণিজন 'সমাজ' করিয়া অর্থাৎ সভা ডাকিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া, কবিচন্দ্রকে স্বগ্রাম[৪] হইতে আনাইয়া 'কাজ' বাৎলাইলেন। কবিকে গন্ধমাল্য দ্বারা সম্মান করিয়া, সকলে মিলিয়া বিধিবদ্ধ পাঁচালী রচনা করিতে বলিলেন। সে পাঁচালী প্রবন্ধের নাম হইবে — 'গৌরীমঙ্গল'। পুরাণ-বচনকে সর্বলোকবোধ্যরূপে প্রামাণ্য 'ভাষায়' প্রচার করিয়া, কবি যেন সকলের শ্রদ্ধা ও অক্ষয় মহিমা লাভের অধিকারী হন।—এই ঘটনা হইল—'নব শশী সুর ইন্দ্র' শকাব্দে[৫] অর্থাৎ ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে।

বরেন্দ্র-রিসার্চ-সোসাইটির পুঁথিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে: পরমেশ্বর দাসের আদেশে কবিচন্দ্র মিশ্র 'গৌরীমঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে 'পরমেশ্বর দাস' একাধিক আছেন। তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবিচন্দ্রের উল্লিখিত, সুতরাং সমকালীন পরমেশ্বর দাস 'কবীন্দ্র'-উপাধিক, 'পাণ্ডববিজয়-পঞ্চালিকা'-কার, এবং হোসেন শাহার সেনাপতি পরাগল খানের সভাকবি। কবিচন্দ্রের উক্তি অনুধাবন করিলে বোঝা যায়, এই রাজকীয় সভাকবির সভাপতিত্বেই গুণিজন 'সমাজ' আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সুমহান্ গ্রন্থরচনার আদেশ দিয়াছিলেন। প্রতিলিপিতে 'মঘী' সালের উল্লেখ থাকায় বলিতে হয়, পুঁথিখানি আরাকান অঞ্চলে লিপীকৃত ও সেখান হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং, সেকালের চাটিগ্রামের রাজদরবারেই ছিল পরমেশ্বর দাস কবীন্দ্রের প্রধান কর্মভূমি।

আলোচ্য গ্রন্থের বন্দনা-অংশ প্রাচীনতর ঐতিহ্যগত ও সংক্ষিপ্ত। সম্ভাবিত পঞ্চদশ শতকের কৃত্তিবাসী অনুকরণে বাল্মীকি-বন্দনা[৬] আছে। ধর্ম-গোসাঞি কর্তৃক সৃষ্টিপত্তন করিবার বর্ণনা[৭] ; পরে, রীতিগতভাবে ইহা মুকুন্দরামেরও আদর্শ

১ তুলনীয় 'চক্রাদিত্য' (মুকুন্দরাম)

২ ঐ 'নিজ বৃত্তি অনুপদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য' (ঐ)

৩ ঐতিহ্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৬-১১

৪ 'দামিন্থা' হওয়াই সম্ভব ৫ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৯

৬ পৃষ্ঠা ৪৮ 'বাল্মীকি [মুনি বন্দো] কবি মহামতি, জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী'

৭ পৃষ্ঠা ৫৭

হইয়াছে।—এই ভাবনা অনপেক্ষিত মনে হয় না। কবিচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীতে মিল দুর্লক্ষ্য নহে। মুকুন্দরামের 'চক্রাদিত্যের' উল্লেখে, কবিচন্দ্রের 'চক্রতীর্থে'র স্ফুট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

মুকুন্দরাম তাঁহার 'অভয়ামঙ্গল'-কাব্যের উপোদ্‌ঘাতকে 'গৌরীমঙ্গল গাথা' বা 'গৌরীমঙ্গলের সার'[১] বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, কবিচন্দ্রের মূল 'গৌরীমঙ্গল'-গ্রন্থ, মুকুন্দরামের 'দেবখণ্ড' বা 'গৌরীমঙ্গল'-রচনার আদর্শ ছিল। এই কবিচন্দ্র মিশ্র 'গুণিরাজ মিশ্রের' পুত্র, বা 'হৃদয়-নন্দন'; এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ইহাঁরই 'অনুজ ভাই'। বালাণ্ডা-প্রবাসী কবিচন্দ্র ছিলেন প্রাগ্‌-বালাণ্ডা পর্বে সম্ভবতঃ দামিন্যা নগরের[২] অধিবাসী। কবিচন্দ্র মাতার নাম বলিয়াছেন—'লীলাবতী'। মুকুন্দরামের মাতার নাম 'দৈবকী' কিনা সন্দেহ[৩] আছে। পক্ষান্তরে, 'লীলাবতী' নামটি মুকুন্দরামেরও প্রিয়। আসলে, ইহাই হয়তো মুকুন্দরামের মাতৃনাম। কবিচন্দ্র পিতার নামের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাকে কেবল 'গুণের নিধান' বলিয়াছেন। এদিকে, মুকুন্দরাম পিতাকে বলিয়াছেন 'গুণিরাজ'। এইরূপ নাম সমকালীন সুলতানী খেতাবের[৪] অনুকরণেই প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।— কবিচন্দ্র ও মুকুন্দরামের অর্থাৎ কবি-ভ্রাতৃদ্বয়ের ও তাঁহাদের রচনার তুলনামূলক আলোচনা[৫] অন্যত্র বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিতেছি। সুতরাং, ইঙ্গিতমাত্র দিয়াই এই প্রসঙ্গের আপাততঃ ইতি করা গেল।

চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাসাদির মতো 'কবিচন্দ্র' নামটিও পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে এক সমস্যাবিশেষ। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এই নামের, বা এই উপাধিযুক্ত, বিভিন্ন গ্রন্থকারের লিখিত নানা গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়াছে। কামতা-কামরূপ হইতে

---

১ দ্রষ্টব্য কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৪ ইত্যাদি)

২ বর্তমান দামিন্যায় মুকুন্দরামের উত্তরপুরুষদের বিশ্বাস, কবিচন্দ্র অবিবাহিত কিংবা অপুত্রক ছিলেন। ইহাতে অনুমান হয়, কবিখ্যাতির জন্য অল্পবয়সেই তাঁহাকে দামিন্যা হইতে বালাণ্ডায় আনানো হইয়াছিল। দামিন্যা ও বালাণ্ডার দূরত্ব ১৫।১৬ মাইলের বেশী হইবে না।

৩ দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীসুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা ৫১১। মুকুন্দরাম 'দৈবকীনন্দন'—এই উল্লেখ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল-সংগ্রহের পুঁথিতে আছে; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৫১৭-সংখ্যক পুঁথিতে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯৩-সংখ্যক পুঁথিতে আছে।—এগুলি একই আদর্শ ভুলের অনুবৃত্তি বলিয়াই মনে করি।

৪ গৌড়ের সুলতান রুকনু-দ্-দীন বার্‌-বক্ শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) -প্রদত্ত মালাধর বসুর 'গুণরাজ খান' উপাধি, ইত্যাদি। এই তথ্যটির প্রতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

৫ পঞ্চদশ শতকের কবি কবিচন্দ্র মিশ্রের 'গৌরীমঙ্গল'-নামক মদীয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আরাকান এবং বালাণ্ডা হইতে বনবিষ্ণুপুর অঞ্চলে 'কবিচন্দ্র'-ভনিতায় অসংখ্য পুঁথি মিলিতেছে। প্রাচীনতর 'কবিচন্দ্র'-গণের প্রবণতা দেখা যায় শাক্তসাহিত্য-রচনায়। রামায়ণ বা 'রাঘবকীর্তন',[১] মহাভারত, পুরাণ, ভাগবতাদি গ্রন্থের ভাষা-অনুবাদেও অনেকে কুশলতা দেখাইয়াছেন। শিব-ধর্ম-মনসা বা সত্যপীরের সাহিত্যেও ইঁহাদের অবদান সুপরিচিত। প্রস্তুত খণ্ডে মুদ্রিত 'গুরুদক্ষিণা'[২] গ্রন্থের লেখক শঙ্কর 'কুলচণ্ডা'-[৩] গ্রামনিবাসী 'শঙ্কর আচার্য'[৪] হইতে পারেন। প্রকাশিত গ্রন্থে[৫] ইঁহাকে পান্থয়া-নিবাসী 'কবিচন্দ্র' বলিয়া চালানো হইয়াছে। শঙ্করের রচনায় লগ্নী-শ্লোকাবলীর গ্রন্থনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুরানো রীতির অনুবর্তন দেখা যায়। শঙ্খাসুরবধ-প্রসঙ্গে, অষ্টাদশ শতকের কবি দ্বিজ হরিদেবের 'দক্ষিণরায়-মঙ্গলে'[৬] বিধৃত পুরাণ-কাহিনীর সাজাত্য আছে। কবিচন্দ্রের রামায়ণ[৭] হইতে 'শিবরামের যুদ্ধ'[৮] সম্ভবতঃ বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ইঁহার নামে 'অঙ্গদ-রায়বার'[৯] পুঁথিও আছে। মদনমোহন-বন্দনায়[১০] 'শ্রীকবি শঙ্করের' ভনিতা দেখা যাইবে। ইনি 'পান্থয়া'-বাসী কবিচন্দ্র— 'ব্রহ্মাবতীর' সেবক। 'একাদশী পাঁচালী'কার[১১] কবিচন্দ্রের উপাধি— 'মিশ্র'। সম্ভবতঃ তিনি

---

১ দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৫ ২ পৃষ্ঠা ৩৬-৪৩

৩ বর্ধমান জেলার ভাতাড় থানার ভাতাড়-ব্লকের নিকটে 'কুলচণ্ডা' নামক গ্রাম আছে। ইহা শঙ্করের বাসগ্রাম হইতে পারে। অথবা, 'কুলচণ্ডা', 'বালাণ্ডা' নামের অপপাঠ হওয়াও অসম্ভব নহে।

৪ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬১৭

৫ 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল'-নামে মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৪১) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৬ দ্রষ্টব্য সাহিত্যপ্রকাশিকা, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫-১৭

৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের গবেষণা-সহায়িকা শ্রীমতী পুষ্প দত্ত এম্‌-এ সম্প্রতি এখানে মদীয় তত্ত্বাবধানে কবিচন্দ্রের রামায়ণের কতকগুলি পুঁথি দেখিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন।

৮ পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪৭

৯ পৃষ্ঠা ৩৪৯, ৪৩১। পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪, পাদটীকা ৮ দ্রষ্টব্য। 'রায়বার' শব্দটি সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চলেই বিশেষভাবে প্রচলিত। মূল 'রায়বারিচ্‌' বা রায়বার অষ্ট্রিক শব্দ। 'রায়বার' পদবী বীরভূমে প্রচলিত আছে, শুনিয়াছি। ইঁহারা ব্রাহ্মণ, পেশা ঘটকালি। 'রায়'-দেবতা ঘটক—বিবাহের, সে বিবাহ, সমাজ হইতে কায়যোগ পর্যন্ত ঘটাইয়া তিনি 'কায়বারের' অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। মিশরে 'রা' সূর্যদেব। ঘটক ব্রাহ্মণগণ সূর্যোপাসক ও শাকদ্বীপী। সেই সূত্রে (রা+বরিচ্‌=) 'রায়বার'-পদবি আসিতে পারে কিনা বিবেচ্য। ১০ পৃষ্ঠা ৩৬১

১১ দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১২, পাদটীকা ১১। মল্লভূমবাসিরূপেও ইঁহার উল্লেখ আছে।

মল্লভূমবাসী। মনে হয়, এই কবিচন্দ্র-গুচ্ছে গৌরীমঙ্গলকার কবিচন্দ্র মিশ্রই প্রাচীনতম ব্যক্তি। পঞ্চদশ শতকে রচিত তাঁহার কাব্যকীর্তি ও আত্মপরিচয় আবিষ্কৃত হওয়ায় কবিচন্দ্র-সমস্যার জট ছাড়ানো মুস্কিল নহে বলিয়াই মনে করি।

বৈষ্ণব-সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সমাহরণ এবারে অনেক হইয়াছে। ইহাদের কতক আনকোরা; কিছু-বা নবরূপে দেখা দিবে। পরিচিতদের বিষয়ে বিশেষ বলার নাই; অপরিচিতদেরও উল্লেখমাত্র করা হইতেছে। অপরিচিত গুচ্ছে গোপালভট্ট দাসের প্রেমরসকথা বা শ্রীরসমঙ্গল,[১] দেবকীনন্দন কবিরাজের বৈষ্ণব অভিধান,[২] রঘুনাথ দাসের মূল হইতে, অজ্ঞাত লেখকের অনূদিত মনঃশিক্ষা,[৩] দ্বিজ কবি চণ্ডীর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল,[৪] অজ্ঞাত নিবন্ধকারের শ্রীরূপ-সনাতন-সংবাদে স্মরণটীকা,[৫] বিশ্বম্ভর দাসের সূচক বা শোচক,[৬] হরিরাম দাসের স্মরণমঙ্গল ও মনঃশিক্ষা-ভাষা,[৭] গোপীকৃষ্ণ দাসের হরিনামকবচ ও কুঞ্জসেবা-নির্ণয়,[৮] যুগলকিশোর ও ভুবনের শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলার্ণব,[৯] গোষ্ঠদাসের মহাপ্রভুমঙ্গল,[১০] দীন কৃষ্ণদাসাদির শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন[১১] ও নরোত্তম দাসের স্বরূপকল্পতরু[১২] প্রধান।

এতদ্ব্যতীত, বলরাম দাসের গুরুতত্ত্বসার,[১৩] গোবিন্দদাসের নিগমসার,[১৪] কৃষ্ণদাস-বিরচিত বৃন্দাবনজ্ঞান,[১৫] বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণবমাহাত্ম্য,[১৬] কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীরঘুনাথদাস-গুণলেশসূচক,[১৭] ইত্যাদি গ্রন্থের পরিচয়ও পূর্বে বিশেষ জানা ছিল না।

অষ্টোত্তরশতনাম-রচয়িতা দ্বিজ হরিদাস[১৮] শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বা অনুচর ছিলেন। যদুনন্দনের গোবিন্দলীলামৃত[১৯] সম্ভবতঃ ১৮৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হইয়াছিল। আলোচ্য পুঁথিসমূহে নামবৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ঘনশ্যাম দাসের গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী[২০] দুইবার ছাপা হইয়াছে খণ্ডিতভাবে। লোচন দাসের মুদ্রিত আত্ম-কাহিনীদ্বয়ে কিছু নূতন পাঠ[২১] দেখা যাইবে। নরোত্তমের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-[২২] গ্রন্থের ভোজপুরী কয়থী ও ভগ্ন-বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি[২২] সম্প্রতি সংগৃহীত

---

১ পৃষ্ঠা ১৫৩ ২ পৃ ১৭৯ ৩ পৃ ১৮৯ ৪ পৃ ২৭০ ৫ পৃ ২৯০ ৬ পৃ ৩০৮

৭ পৃ ৩১৬, ৩৯৭ ৮ পৃ ৩২৫ ৯ পৃ ৩৪৪ ১০ পৃ ৩৬৪ ১১ পৃ ৩৮৫

১২ পৃষ্ঠা ৩৮৮। এই গ্রন্থের খণ্ডিত পুথি বর্ধমান-সাহিত্যসভায়, এবং সম্পূর্ণ পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে।

১৩ পৃষ্ঠা ৩১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল-সংগ্রহে রক্ষিত ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপির তারিখ ১১৭৪ সাল।

১৪ পৃষ্ঠা ১০১ ১৫ পৃ ১৭৭ ১৬ পৃ ১৮২ ১৭ পৃ ২৮৭ ১৮ পৃ ৩ ১৯ পৃ ৪৩, ৪৬, ৪৭

২০ পৃষ্ঠা ৪৫। দ্রষ্টব্য বেণীমাধব দে ও হরিদাস দাস সংস্করণ ২১ পৃষ্ঠা ৮৯-৯০, ৯১-৯২

২২ পৃষ্ঠা ১৫৩। ডাক্তার শ্রীমান্ সর্ববন্ধু দে কর্তৃক রাঁচী জেলার তামাড় থানা-নিবাসী শ্রীসীতারাম সাহুর বাড়ী হইতে সংগৃহীত এবং মদীয় 'পল্লীশ্রী'-সংগ্রহে সংরক্ষিত।

হইয়াছে। বৈষ্ণব-অভিধানকার দৈবকীনন্দন কবিরাজ[১] গোপালবিজয়কার দৈবকীনন্দন সিংহ হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকার দ্বিজ কবি চণ্ডীর[২] স্বতন্ত্র বৈষ্ণবপদ অনেক পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থখানি[২] চণ্ডীদাস-সমস্যায় নঞর্থক আলোকপাত করিতে পারে। দ্বিজ কবি চণ্ডীর পোষ্টা ছিলেন 'বেতার' রাজা ছত্রসিংহ। রাজা 'ছত্রসিংহের' এই 'বেতা', 'গড়বেতা' কিংবা 'টিকরবেতা' তাহা স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি গ্রন্থের[৩] কোন-কোনও অংশ পূর্বে অন্যত্র মুদ্রিত[৩] হইয়াছে। কড়চা-লেখক দ্বিজ কৃষ্ণদাস,[৪] কবিরাজ গোস্বামী নহেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বরূপ-বর্ণনের পুঁথি[৫] অন্যত্রও[৫] সংগৃহীত আছে। ১৮২ সংখ্যক চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের পুরাতন প্রতিলিপিখানিতে আকবর শাহের মোহরের অধীন বঙ্গাব্দের (সনাব্দের) উল্লেখ,[৬] বাঙ্গালা সন-সালের উৎপত্তি-আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ২৩৮ সংখ্যায় বৈষ্ণব-কড়চার খাতাখানি[৭] মূল্যবান্। ২৪৪ সংখ্যায় পুঁথিখানি 'উপাসনা-পটলের' বোধ করি প্রাচীনতম প্রতিলিপি[৮]। ২৪৮ সংখ্যায় বৃন্দাবনদাসের আনন্দলহরী[৯] গ্রন্থখানি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয় নাই।

৩৩ সংখ্যক পুঁথিখানির পুষ্পিকা[১০]-অংশ বিশেষ মূল্যবান্। ১১৩৭ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত এই গ্রন্থের পুষ্পিকায়, অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে লিপিকরদের ঘরোয়া আলাপন জীবন্ত হইয়া নাটকীয় রূপ ধারণ করিয়াছে।

গোপালভট্ট দাসের[১১] 'প্রেমরস-কথার' বিষয়—মানুষভজন। বৈষ্ণব-কবির দৃষ্টিতে মানুষ-লক্ষণ : মানুষ সভার বড় বেদবিধিপার, ধর্ম কর্ম নাহি তার নাহিক আচার[১১]। আলোচ্য কবি[১১] শ্রীখণ্ড-নিবাসী বৈদ্য রামগোপাল দাস হইতে পারেন। 'বৃন্দাবন-জ্ঞানের' পুঁথিতে বৃন্দাবনের ভৌগোলিক বর্ণনা[১২] আছে। লেখক সম্ভবতঃ চৈতন্য-চরিতামৃতকার স্বয়ং। পুষ্পিকা-অংশ মূল্যবান্। লিপিকারিকা ও পুঁথির মালিক উভয়েই স্ত্রীলোক[১২]। ৭৩ সংখ্যক পুঁথির লিপি হইয়াছিল ১১৩৩ বঙ্গাব্দে। লিপিকর

---

১ পৃষ্ঠা ১৭৯

২ পৃ ২৭০; ২৭০-২৮১। শ্রীমতী ইলা ঘোষ এম্-এ এই বিষয়ে মদীয় তত্ত্বাবধানে থীসীস রচনা করিয়াছিলেন (১৯৫৫)।

৩ পৃ ২৮১। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন সাহিত্যশাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি। ৪ পৃ ৬

৫ পৃ ৩১০। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের সংগ্রহে আছে। দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,শ্রীসুকুমার সেন প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৪১৮-১৯

৬ পৃ ৩৭৫ ৭ পৃ ৪০৪ ৮ পৃ ৪০৮ ৯ পৃ ৪১৩ ১০ পৃ ৯২

১১ পৃ ১৫৩ ১২ পৃ ১৭৭-১৭৯

আনন্দীরাম দাস, লালদাস বৈষ্ণব ঠাকুরের[১] আদর্শ হইতে প্রতিলিপি করিয়াছিলেন। 'মোকা[ম] শ্রীশ্রীমন্দির',—অনুমান হয়, বীরভূম জেলার শ্রীপাট মুলুকের রামকানাই ঠাকুরের মন্দির। ৭৪ সংখ্যক পুঁথির লিপিকাল ১১৮৫ বঙ্গাব্দ। লিপিকর বাঞ্ছারাম দাস, পাঠক রাধারমণ ঘোষ। উভয়ের সাকিম বাতিকার। ইহাঁদের আদর্শ পুঁথি ছিল শ্রীযুৎ বিশ্বম্ভর ঠাকুর[২] মহাশয়ের। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মুলুক শ্রীপাটের বৈষ্ণব কবি বিশ্বম্ভর বলিয়া মনে করি। ইহাঁদের কুলজী সম্প্রতি[৩] আমার হাতে আসিয়াছে। 'মহাপ্রভুমঙ্গলে'র বন্দনা-অংশ[৪] মূল্যবান্। ইহাতে স্থানীয় কবি মুকুন্দরাম, ঘনরাম ও প্রাচীন নগর বিজয়গঞ্জের উল্লেখ লক্ষণীয়। এই 'বিজয়গঞ্জ' সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকে রামপালের সামন্ত নরপতি 'বিজয়রাজের' প্রতিষ্ঠিত[৪]।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি[৫] বা পদামৃতসমুদ্রের[৬] মুদ্রিত অংশগুলির কষ্টিপাথরে পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির পাঠ-পাঠান্তর যাচাই করিলেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভুলচুক ধরা পড়িবে। অপরিচিত পদাবলীকারদের রচনার মধ্যে লালনের[৭] ব্রজভাষার পদাবলী, তুলসীদাসের ও অজ্ঞাত-ভনিতার[৮] দোহাবলী অন্যতম। ৫৬ সংখ্যক পুঁথিতে গোবিন্দদাসের পদসংগ্রহখানি[৯] স্বতন্ত্র মর্যাদায় মুদ্রিত হওয়া উচিত। ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ২২২ সংখ্যক পদে 'প্রতাপআদিত্য'-নামযুক্ত একটি মূল্যবান্ ভনিতা। ইহা হইতে গোবিন্দদাসের কালজ্ঞাপক ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বারভূঞার অন্যতম 'প্রতাপআদিত্য' ও পূর্ব পদে 'রায় চম্পতি'—এই উভয়ের উল্লেখ, কবির সময়-নিরূপণের বিশিষ্ট ছোড়ান। প্রতাপাদিত্যের জীবৎকাল গণনা করিলে, গোবিন্দদাস কবিরাজ ষোড়শ শতকের শেষার্ধ হইতে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, বলা যাইতে পারে। পদাবলীকারদের মধ্যে বিশ্বম্ভর ঠাকুর,[১০] কাঙ্গাল অটল[১১] প্রভৃতি আরও অনেকে আছেন। ১৯১ সংখ্যায় পাতড়াখানি[১২] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের

---

১ পৃ ১৮৪

২ পৃ ১৮৯

৩ মুলুক শ্রীপাটের সেবাইত গোঁসাই ঠাকুর শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ইহাঁরা শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর পার্ষদ্ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর ও শিষ্য সঞ্জয়ের বংশধর।

৪ পৃ ৩৬৪। দ্রষ্টব্য বিশেষ আলোচনা— মদীয় ধারাবাহিক প্রবন্ধ : 'দক্ষিণ রাঢ়ে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান' (বর্ধমান বাণী, বর্ধমান ৩১-৮-১৯৬২) এবং প্রস্তূয়মান প্রবন্ধ : 'নিদ্রাবলীর বিজয়রাজের নলে-বিজয়-গঞ্জে মুকুন্দরাম-শিবরামের যোগসূত্র'।

৫ পৃ ৭ ৬ পৃ ১২৫ ৭ পৃ ৩৭৭ ৮ পৃ ১১২ ৯ পৃ ১১৩-১২৫

১০ পৃ ৩৫২ ১১ পৃ ৩৯৩ ১২ পৃ ৩৮০

ইঙ্গিতময়। ১৯২ সংখ্যায় চণ্ডীদাসের পদগুলি[১] চণ্ডীদাস-সমস্যায়[১] আরও অনাবশ্যক জট লাগাইতে পারে।

প্রস্তুত খণ্ডে অনেকগুলি পুরানো গান উদ্ধার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটির

১ পৃ ৩৮০-৮১। গত ৮-৪-১৯৬২ তারিখে শ্রীযুক্ত বন্ধুদাস উপাধ্যায় মহাশয়ের যোগাযোগে বীরভূম জেলার চণ্ডীদাস-নান্নুর ও কীর্ণাহার গ্রাম পরিদর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। নবাবিষ্কৃত পুঁথি ও প্রত্নতত্ত্বগত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করিয়া সম্প্রতি চণ্ডীদাস-সমস্যায় বলিবার মতো কিছু কথা জমিয়াছে।— 'ভাবচন্দ্রিকা' ও কাব্যপ্রকাশের ধ্বনি-প্রকরণের টীকা—'দীপিকা'-কার কেতুগ্রামবাসী 'শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ মধুব্রত' শ্রীচণ্ডীদাস আবিষ্কৃত হইয়াছেন (দ্রষ্টব্য বিশ্বকোষ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৯)। বিশ্বভারতীতে রক্ষিত একখানি খণ্ডিত পুঁথি (দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২) আছে—'প্রাকৃত [পাদ] দীপিকা'। ইহা সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা। লেখক—শ্রীচণ্ডী দেবশর্মা। ইনি সভাকর-কুলোদ্ভব। নানা প্রমাণ বলে, ইহাঁকে পূর্ব-আবিষ্কৃত চণ্ডীদাস হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইতেছে। 'দীপিকা'-কার শ্রীচণ্ডী দেবশর্মা ব্যাকরণের টীকা রচনা করিয়াছিলেন—'কৃষ্ণাখ্যং পরমাত্মানং তদীয় প্রীতিহেতবে' অর্থাৎ পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত। সুতরাং, এই চণ্ডীদাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব।—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই তথ্যটি পাইয়াছি)।

মূল সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ-রচয়িতা ক্রমদীশ্বর নিজেকে 'পূর্বগ্রামবাসী' বলিয়াছেন। বিশ্বভারতীর আবিষ্কৃত দ্বিজ চণ্ডীদাস-বিষয়ক ১১৮২ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত একটি পাতড়ায় (পুথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১) জনৈক 'কবি দ্বিজ চণ্ডিদাস'কে 'পুর্বেগ্রামেতে ছিলা' বলা হইয়াছে। এই 'পুর্বেগ্রাম' লিপিকরের নিবাস 'নালোরি', 'নানোরি' বা নান্নুর হইতে পারে। আবার কোনও 'পূর্বগ্রাম'কেও বুঝাইতে পারে। অষ্টাদশ শতকের এই পাতড়ামতে, দ্বিজ চণ্ডীদাস 'বিশালাক্ষীর' পূজক, 'রমণীর' কৃপা-প্রাপ্ত, 'পয়ার গ্রন্থ'-রচক এবং 'করিন্নাহার' গ্রামে তাঁহার 'নির্ব্বাস' হইয়াছিল। পাতড়া-প্রোক্ত 'পূর্বগ্রাম' কেতুগ্রাম হইতে পারে। এবং 'ভাবচন্দ্রিকা'কার চণ্ডীদাসের সহিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কার বা প্রাচীনতম পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাসের কোনও যোগসূত্র থাকাও অসম্ভব নহে। 'সভাকর-কুলোদ্ভব' দ্বিজ কবি চণ্ডী, ভট্টাচার্য ক্রমদীশ্বরের উত্তরপুরুষ হইতে পারেন।

নান্নুর গ্রামে 'চণ্ডীদাস মাউণ্ড' নামক স্তূপ-খননের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য The Calcutta Review, March, 1950) তাহার ভিত্তিতে, এবং পারিপার্শ্বিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া আমার ধারণা হইতেছে, অজয়-উপত্যকায় অবিচ্ছিন্ন সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-পরম্পরায় নান্নুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। 'চণ্ডীদাস মাউণ্ডে' আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শন-গুলির মধ্যে কয়েকটির বয়স মৌর্য-শুঙ্গ যুগের বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে এখনও নিম্নতর স্তরের খননকার্য সম্পূর্ণ করা হয় নাই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান নান্নুরে মৎকর্তৃক সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'হাজরাপোতা' নামক দুইটি স্তূপের পূর্ণ পরিচয়, ও পূর্বপরিচিত 'নলগড়ে'-স্তূপের নলরাজার প্রবাদ অস্বীকার করা চলিবে না। স্তূপময় নান্নুর-(বা 'নালোরি' ∠ নলপুরী) অঞ্চলের কিংবদন্তীর রাজা 'নল', কোন্ 'নলনৈষিধ' কে জানে? হয়তো-বা, এই

লেখক খ্যাতনামা এবং কয়েকজন অজ্ঞাতপূর্ব। শ্রীরামপ্রসাদ[১] বা কমলাকান্ত-[২] ভনিতাযুক্ত পদগুলি নূতন বা নূতনপাঠ-সম্বলিত। গোপীমোহন,[৩] রামকান্ত,[৪] দ্বিজ নরচন্দ্র,[৫] দ্বিজ ছকু,[৬] দ্বিজ পাঁচু,[৭] পদ্ম,[৮] দ্বিজ মগন,[৯] গোপীনাথ,[১০] দ্বিজ হরিনাথ,[১১] দুর্গাপ্রসাদ,[১২] দ্বিজরাজ[১৩] ও বাঞ্ছারাম[১৪]-নামাঙ্কিত সঙ্গীতগুচ্ছের অধিকাংশই নূতন আবিষ্কারের দাবী রাখে। অজ্ঞাত-ভনিতার[১৫] সঙ্গীতগুলিও সমপর্যায়ের। গিরিসংবাদ[১৬]-গ্রন্থ আগমনী-গানের বৃহত্তর কাব্যরূপ।

প্রবাদপরম্পরা এখানকার মৌর্য-শুঙ্গযুগের আরও সহস্রাব্দ পূর্বের অজ্ঞাতপরিচয় আদি বাঙ্গালী প্রোটো-অষ্ট্রাল বা কিরাত উপনিবেশের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে।

বাঙ্গালা মন্ত্রের বিষবিনাশিনী 'হাড়িঝি চণ্ডী' সম্ভবতঃ শবর 'হাজরা' হাড়ীদের কুলদেবী। 'ডোম্বচাণ্ডালী' (=শাবরোৎসব। তু. 'চোয়াড়ী-চণ্ডালী'—দক্ষিণ রাঢ়। ইহার অর্থ-ব্যত্যয়ে—গালাগালি)— তাঁহার পূজার অঙ্গ। মুচি বা রোহিতাশদের সাঙ্কেতিক ভাষায়, তেমাথা-মোড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'বাসুলী', মনে হয়, ইঁহারই প্রকারভেদ। 'বাসলী'—'মুচিমাগী' নিত্যা-মনসার সহচরী। ধর্ম-ঐতিহ্যে 'বাসলী' চামুণ্ডা; ও 'বিশালাক্ষী' ত্রিরূপা যোগিনী। চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ এই 'রমণী' বা 'নৈ-রামণি' বা 'রাম[ম]ণি'র 'কৃপা'-প্রাপ্ত।

এই অঞ্চলে আমরা দশম হইতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত স্থানীয় 'পাণ্ডুভূমি'-বিহার-নির্গত বৌদ্ধ-প্রভাবের সন্ধান পাইয়াছি (দ্রষ্টব্য শারদীয় 'বর্ধমান' ১৩৬৮)। নান্নুর-কীর্ণাহার হইতে কিছুদূর দক্ষিণে তান্ত্রিক যোগাদ্যা-পীঠ ক্ষীরগ্রাম এবং তাহার পূর্বদিকে কেতুগ্রাম। এই স্থানসমূহ অজয়-উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত। স্থানসান্নিধ্যহেতু, কেতুগ্রামনিবাসী বৈষ্ণব ও দ্বিজোত্তম মূল চণ্ডীদাসের নামের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, হয়তো কোনও 'রজকীকুল'-সাধক তথাকথিত চণ্ডীদাসের নামের গোলযোগ ঘটিয়া থাকিবে, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সহজিয়া প্লাবনের ডামাডোলে। অথবা, সম্ভবতঃ কাহারও সহিত গুরুশিষ্য-সম্পর্কহেতু কেতুগ্রামের চণ্ডীদাস, নান্নুরে আসিয়া বসবাস করিয়া থাকিবেন। শেষ বয়সে তাঁহার কীর্ণাহার-বাসও অসম্ভব নহে। যাহাই হউক, মনে হয়, 'চণ্ডীর দাস' এই নাম বা উপাধির অন্তরালে, কেতুগ্রাম নান্নুর কীর্ণাহার ইছাইগড় ছাতনা বেতা ইত্যাদি স্থানের খ্যাত অখ্যাত উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সুবহু বিস্মৃত কবির রচনাবলী 'চণ্ডীদাস' বা চণ্ডীদাস-গোষ্ঠীর নাম-ভনিতায় কালে কালে প্রচারিত হইতেছে। 'ভণ্ডী চণ্ডীদাস' নামে এই 'চণ্ডীদাস-ফ্যাশন' ওড়িষ্যাতেও গিয়া পৌঁছিয়াছে। (ডক্টর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন পটনায়ক সম্প্রতি 'ভণ্ডী চণ্ডীদাস'-ভনিতায় 'সংকীর্তন উজ্জ্বল' নামক একখানি পুঁথি তিগিরিআর (প্রাচীন গড়জাত) অন্তর্গত নুআপাটণা গ্রাম হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। পুঁথিখানির মালিক ছিলেন ওখানকার সরাক (জৈন শ্রাবক)-গণ; তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে)।— বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ: 'চণ্ডীদাস-সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত ও ঐতিহ্যময় নান্নুর'।

১ পৃষ্ঠা ২১ ২ পৃ ১৬, ১৭, ৩৪১ ৩ পৃ ১৬ ৪ পৃ ১৭ ৫ পৃ ১৮ ৬ পৃ ২০ ৭ পৃ ২০ ৮ পৃ ২১ ৯ পৃ ২১ ১০ পৃ ২২ ১১ পৃ ৩৪৩ ১২ পৃ ৩৪৩ ১৩ পৃ ৩৭০ ১৪ পৃ ৩৭০

১৫ পৃ ১৬, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৪৩, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৯৩

১৬ পৃষ্ঠা ২৫। দ্রষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ: 'দ্বিজ গোলোকচন্দ্রের গিরি-সংবাদ' (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৫)।

ক্ষীরগ্রামের আত্যাপীঠের দেবী যোগাত্যার বন্দনায়[১] প্রাচীন সংস্কৃতি-বিপর্যয়ের সুবহু আভাস[২] আত্মগোপন করিয়া আছে। রাজবল্লভী,[৩] সারদা,[৪] গণেশ,[৫] পঞ্চানন,[৬] মদনমোহন,[৭] গঙ্গা,[৮] লক্ষ্মী,[৯] সরস্বতী[৯] ও বৈষ্ণব[১০]-বন্দনাগুলি বিচ্ছিন্ন নহে; বৃহত্তর গ্রন্থাবলীর বন্দনাংশ। অন্য মঙ্গল-গ্রন্থাদির মধ্যে 'অন্নদামঙ্গলের' নাম 'কালীব্রত'[১১] পাওয়া গেল। বলরাম কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গল'-গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর[১২] মিলিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল-প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের খণ্ডিত আত্মকাহিনীটিতে কিছু পাঠবৈচিত্র্য[১৩] আছে। উপরন্তু, এই 'আত্মকাহিনী' 'গণেশ-বন্দনা'র আগে আছে; এবং আত্মকাহিনীর শেষে, 'আদি পালা সাঙ্গ'—এইরূপ লেখা হইয়াছে। এই উপস্থাপনা দেখিয়া মনে হয়, 'আত্মকাহিনী'-অংশ সমগ্র চণ্ডীকাব্য-রচনার পরে লেখা হইয়াছিল ও দেবখণ্ড বা 'আদি পালা' গৌরীমঙ্গল-গাথার প্রারম্ভে সংযোজিত ছিল; এবং 'গৌরীমঙ্গল' মুকুন্দরাম[১৪] সম্ভবতঃ দামিন্যায়[১৪] বসিয়া লিখিয়াছিলেন। ২৮-সংখ্যায় চণ্ডীমঙ্গলের 'অষ্টমঙ্গলার'[১৫] ও অন্য অংশের ভালো পাঠ দেখা যাইবে। মনসামঙ্গলেরও কিছু কিছু নূতন পাঠ[১৬] সংযোজন করা হইয়াছে। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের কয়েকখানি নূতন পুঁথি[১৭] এই খণ্ডে স্থানলাভ করিল। দুর্গারামের[১৮] ও দয়ালদাসের[১৯] 'পঞ্চানন-মঙ্গলের' পূর্বে অপ্রাপ্ত পত্রগুলি এই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। উপরন্তু, বল্লভ, দ্বিজ রামেশ্বর, শঙ্কর ও কঙ্কণের ভনিতাযুক্ত একখানি অভিনব 'পঞ্চানন মঙ্গল' এই খণ্ডে পাওয়া যাইবে[২০]। এইরূপ বিচিত্র ধরণের গ্রন্থ গায়নদের সংকলন বলিয়া অনুমান হয়। শীতলামঙ্গলের পুঁথিগুলি[২১] মূল্যবান্। কবি কর্ণের ও কবিবল্লভের কোনও-কোন সত্যপীর-পালার (যেমন, মর্দগাজী-পালা) বিশেষ সাদৃশ্য আছে; এবং উভয়েই নিজেকে 'গোপীনাথের সুত' বলিয়াছেন। গোপীনাথ[২২] ও গোপাল[২৩] একই ব্যক্তি হইতে পারেন। ৯৯ সংখ্যক পুঁথিতে 'বিরাটরাজার পালা' এই নামে[২৪] নিত্যানন্দেরও অমুদ্রিত একটি পালা আছে। যাদুনাথের ও যোগী কৃষ্ণদাসের

---

১ পৃষ্ঠা ২১৭ ২ পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩-৩৫ ৩ পৃ ২১৯, ৩৩৯ ৪ পৃ ৩০৭

৫ পৃ ১৫, ৩৩৯ ৬ পৃ ১০৩ ৭ পৃ ৩৬১, ৪১৩ ৮ পৃ ৩৫৪, ৩৭১ ৯ পৃ ৩০৬, ৩৩৯

১০ পৃ ১৮০ ১১ পৃ ৩৩৯

১২ পৃ ৩৩৫-৩৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল এম্-এ সংশ্লিষ্ট পুঁথিগুলির প্রকৃত পাঠ-পাঠান্তর কিছু কিছু মিলাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ১৩ পৃ ৭৫-৭৬

১৪ দামিন্যানিবাসী মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের বর্তমান বংশধর সাবর্ণগোত্রীয় ভট্টাচার্যগণেরও ইহা বিশ্বাস। ১৫ পৃ ৭৬-৭৮ ১৬ পৃ ১৯৩-৯৯, ৩৫৭-৩৫৯ ১৭ পৃ ৪৩৫-৩৬ ১৮ পৃ ১০৩

১৯ পৃ ১০৪ ২০ পৃ ৪১৪ ২১ পৃ ২৫৪-৭০ ২২ পৃ ২৫৭ ২৩ পৃ ২৬০ ২৪ পৃ ২৬১

হারানো পাতাখানি[১] মিলিয়াছে; ইহাতে মুদ্রিত গ্রন্থের[২] খণ্ডিত বিশেষ অংশ, সম্পূর্ণ হইল। হরিদেবের গ্রন্থাবলীর কয়েকখানি পাতা[৩] খুঁজিয়া পাওয়ার ফলে, মুদ্রিত গ্রন্থখানি[৪] পূর্ণতর হইয়াছে।

রামায়ণ,[৫] মহাভারত,[৬] সত্যপীর-পাঁচালী[৭] ইত্যাদির থোড়-বড়ি-খাড়াতেও নূতন আস্বাদ পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালায় অনূদিত সেকালের গদ্যের[৮] নমুনা, গুরুত্বপূর্ণ দলিলদস্ত[৯] ও বিষবিনাশন বাঙ্গালা মন্ত্রগুলির[১০] পুঁথিসমূহেরও বৈশিষ্ট্য অনেক।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে 'কৃত্তিবাস' একাধিক আছেন। কৃত্তিবাস ও তস্য কবিকৃতি ঘোলাইয়া সমস্যাও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। তবে ইহাও ঠিক, বিচক্ষণ ও ব্যাপক সন্ধান-সাপক্ষে এই সমস্যার সমাধান অনায়াসেই করা যাইতে পারে। 'চণ্ড'[১১] বা 'উগ্র'[১১] দেবী যোগাদ্যার[১২] বন্দনা[১৩]-রচয়িতা 'কৃত্তিবাস' পঞ্চদশ শতকের লোক কিনা, বিচারের বিষয় হইলেও, এই রচনার তথ্য[১৪] আলোচনা করিলে, ইহা যে পঞ্চদশ শতকেরও অনেক পূর্বের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত জড়াইয়া আছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। কৃত্তিবাসের ভনিতায় 'গুরুদক্ষিণা'র পুঁথি অন্যত্র[১৫] সংগৃহীত হইয়াছে। ৯০ সংখ্যক রচনাটি[১৬] কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর উপর কিছু আলোকপাত করে। অন্ততঃপক্ষে, ইহাতে কৃত্তিবাসের সহোদর-সমস্যার 'ভুল সিদ্ধান্ত'-এর জড়[১৭] মরিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ আমরা দেখিতেছি— কৃত্তিবাসেরা মূলেই 'ছয় সহোদর' নহেন; 'চারি সহদর'[১৮]-মাত্র। ৯২ সংখ্যক পুঁথির[১৯] গ্রন্থকর্তৃত্ব-নিরূপণের প্রয়োজন আছে। ৯৩ সংখ্যায় দেখা যাইবে, 'জৈমিনি ভারত' হইতে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অনুবাদ[২০] করিয়াছিলেন কেশব মিত্র। বিশ্বভারতী সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয়

---

১ পৃষ্ঠা ৪০৭ ২ সাহিত্যপ্রকাশিকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০। এতৎসম্পর্কে মদীয় সাম্প্রতিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: 'সপ্তদশ শতকের ধর্মপুরাণে বর্ধমান-রাজবংশের গৌরবকাহিনী' (শারদীয়া 'রাঙামাটী', বর্ধমান ১৩৬৯, পৃ ১-৮)। ৩ পৃ ৪০৫, ৪০৬ ৪ সাহিত্যপ্রকাশিকা, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭২ ৫ পৃ ৪৪৬-৪৭

৬ পৃ ৪৪১-৪৫ ৭ পৃ ৪৪৮-৪৯ ৮ পৃ ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৯৫ ৯ পৃ ৩৪০-১, ৪১১-১২ ১০ পৃ ৪৩৯

১১ দ্রষ্টব্য 'রামচরিত' (ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক-সম্পাদিত), পৃ ৪২-৩

১২ দক্ষিণরাঢ়ে বর্তমান 'উগ্র' বা 'আগরি'-জাতির কুলদেবী ১৩ পুঁথি-পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য ১৪ পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩-৩৫ ১৫ সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল

১৬ পৃ ২১৭-১৮ ১৭ দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীসুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৫ ১৮ পৃ ২১৮ ১৯ পৃ ২২০-২১

২০ পৃ ২২১-২৩৮। শ্রীমতী মণিকা ভট্টাচার্য এম্-এ, বি-এড্ এই বিষয়ে মদীয় তত্ত্বাবধানে তুলনামূলক থীসীস রচনা করিয়াছিলেন (১৯৫৭)।

প্রতিলিপি[১] সংগ্রহ করিয়াছেন। কবিচন্দ্রের ভনিতায় রামায়ণ,[২] বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচিত হওয়া উচিত। দ্বিজ লক্ষ্মণের রামায়ণের কিছু নূতন পালা[৩] মুদ্রিত হইল। 'কাণ্ড' ও 'খণ্ড'-ভেদে ইহার উপস্থাপনাতে[৩] বহির্বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য আছে। লক্ষ্মণের গ্রন্থ, দশরথকে বালির পিণ্ড-প্রদান পর্যন্ত অংশ, ছাপা হইয়াছিল। 'পরিশিষ্টে' কৃত্তিবাস ও দ্বিজ কবিচন্দ্রের রামায়ণে, ভনিতা ও পুষ্পিকাসমূহ[৪] লক্ষণীয়। ২০১ সংখ্যক পুঁথিতে কৃত্তিবাস ও মধুকণ্ঠের রামায়ণের 'উত্তরাকাণ্ডে', রূপরামের[৫] ভনিতা প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই রূপরামেরই জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। মুদ্রিত সূচী[৬] মূল্যবান্। ২২৬ সংখ্যক কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ[৭] আছে। ইহা প্রাচীনতার লক্ষণ।

৭৮-৮৫ সংখ্যায় বসু কৃষ্ণানন্দের[৮] মহাভারত। এগুলি শান্তিপর্বের পুঁথি। ভনিতায় কাশীরামের রচনাশৈলীর মিশ্রণ দেখা যায়।— 'শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার' ইত্যাদি অংশ[৯] লক্ষণীয়। গল্পাংশেও অনেক মিল আছে। মহাভারতকার দ্বিজ কবিচন্দ্র ও গৌরীমঙ্গলকার মিশ্র কবিচন্দ্র, ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। ১৫৩-৫৪ ও ২১৮-২২২ সংখ্যায় মুদ্রিত মহাভারতের পুষ্পিকাসমূহ[১০] নানা দিক্ দিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

'পীর-কীর্তন'-সাহিত্যের মধ্যেও অনেক নূতন কবির দর্শন মিলিবে। হরেকৃষ্ণদাস চক্রবর্তীর[১১] পীরমঙ্গল শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। রামভদ্র[১২] ও দ্বিজ রামপ্রসাদের[১৩] ভালো পাঠান্তর মিলিয়াছে। ১০৭ সংখ্যায় বল্লভদাসের সত্যপীর পালাটি[১৪] 'মনোহর ফাঁসিয়ারা' পালা হইতে পারে। খোকনরাম দাস[১৫] নূতন আমদানী। অযোধ্যারামের সত্যনারায়ণের পুঁথিখানি[১৬] দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা হইতে সংগৃহীত[১৭]। বাণিজ্যযাত্রাপথের বর্ণনার ভৌগোলিক ও প্রত্নৈতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। গ্রন্থরচনাকাল ১৬৪৮ শকাব্দ বা ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ।

বিবিধ-শীর্ষকে অনেক মূল্যবান্ পুঁথির সন্ধান দেওয়া হইল। কানুদাসের আত্ম-কাহিনীতে[১৮] লেখকের বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত লজ্জিত অপরাধীর অন্তরের আকুতি মিলিত হইয়া বাস্তব ও কুশলী পাণ্ডিত্যের ছোব লাগিয়াছে। ভবানী মিত্র[১৯] ও ভুবনের[২০] আর্যা এবং অজ্ঞাতের অষ্টশব্দী[২১] নূতন। খনার[২২] ব্যক্তিত্ব শুভঙ্করের অনুরূপ।

---

১ সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল ২ পৃ ৪৪৬-৪৭ ৩ পৃ ২৪৯ ৪ পৃ ৩৪৭, ৩৪৯-৫০, ৩৭৩-৭৪, ৩৮২-৮৪ ৫ পৃ ৩৮৩ ৬ পৃ ৩৮৩-৮৪ ৭ পৃ ৪০১ ৮ পৃ ১৯৯-২১৪ ৯ পৃ ২১০ ১০ পৃ ৩৬০, ৩৯৮-৯৯ ১১ পৃ ১৪১ ১২ পৃ ৩০৩, ৩৪০, ৩৪২ ১৩ পৃ ৩০৪ ১৪ পৃ ৩০৫ ১৫ পৃ ৩৫১ ১৬ পৃ ৩৯৬ ১৭ সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় ১৮ পৃ ৪ ১৯ পৃ ৫ ২০ পৃ ৩৯৫ ২১ পৃ ৪১৮ ২২ পৃ ১৩, ৩৭৬

'গান বা একাম্রপীঠের তত্ত্ব' পুঁথির শেষাংশে, প্রবাহিতা সরস্বতী নদীর বর্ণনা[১] আছে। গঙ্গাচরিত্র[২] কোনও অপ্রাপ্ত গ্রন্থের অংশবিশেষ। ২৯ সংখ্যায় বৈদ্যক গ্রন্থের নাম[৩] পূর্বে জানা ছিল না। বর্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র বাহাদুরের[৩] রাজ্যকালে কবি গঙ্গা-কিশোর এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার নিবাস ছিল গঙ্গাতীরের বহড়া গ্রামে; জাতিতে ব্রাহ্মণ। ৩১ সংখ্যায় ব্রজমোহনের ছড়া[৪]। ইহা সেকালের ঘরোয়া রসিকতার ও গ্রামীণ রীতিনীতির বিশেষ আভাসযুক্ত। গ্রামজীবনের সহজ সাহিত্যিক আলেখ্য-রূপেও ইহার মূল্য অনেক। দেহতত্ত্বের নিবন্ধখানি[৫] নাথযোগের দর্শন-পদ্ধতির দৃষ্টিতে আলোচ্য। বাঙ্গালা পুরাতন গদ্যেরও দুর্লভ নিদর্শন[৬] মিলিয়াছে অনেক। ৬৪ সংখ্যায় দিগ্‌বন্দনার[৭] পুঁথিখানি নানা দিক্ দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। পুঁথি-পরিচয় গ্রন্থমালায়[৮] মুদ্রিত দিগ্‌বন্দনার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এই বন্দনায় উল্লিখিত দেবস্থানসমূহের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনানিচয়ের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা হওয়া দরকার। বানের কবিতাটির[৯] ইংরাজ-অধ্যুষিত সেকালের কলি-কাতার ঐতিহাসিক চিত্ররূপে মূল্য আছে। বাণীকণ্ঠের মোহমোচন[১০] খণ্ডিত পুঁথি। রামকিশোর শিরোমণির যোগচিন্তামণি গ্রন্থ[১১] এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ দীননাথ এশাক প্রভৃতির রচিত যোগীর গান[১২] গোর্খ-বিজয় গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে পূর্বে মুদ্রিত[১৩] হইয়াছে। ৯৭ সংখ্যায় প্রাণবল্লভের পুঁথিখানি ১১৩৭ বঙ্গাব্দের প্রতিলিপি[১৪]। ইহা সম্ভবতঃ কোনও প্রাচীনতর অজ্ঞাতনামা 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থের পুঁথির শেষপত্র। মূল গ্রন্থের রচনাকাল 'বাণ ইন্দ্র ষোল[১৫] শশী' শকাব্দ অর্থাৎ ৫১৪১ বা ১৪১৫ + ৭৮ = ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ। ১২১ সংখ্যায় মুদ্রিত ও উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত সপ্তদশ শতকের দলিল দুইখানি,[১৬] মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামের মীর্জাপুর-আমলনামা-দলিলের[১৭] সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১২৬ সংখ্যায় খতিয়ান,[১৮] ১৬৪ সংখ্যার হিসাব[১৯]-খানিও মূল্যবান্। ১৫৫ সংখ্যায় অশ্লীল রচনা[২০] ভারতচন্দ্রের ছদ্মনামে কৌলিন্যকামী কোনও কবির লেখা। ১৫৭ সংখ্যায় মদনমোহন-বন্দনার[২১] রচনায় ঐতিহাসিক উপকরণ আছে। 'ছাতন্নার বাসিলি' দেবীর উল্লেখ[২১] চণ্ডীদাস-সমস্যায় কিছু আলোকপাত করিবে। ধলভূমের কালাচাঁদ ও বগড়ির কৃষ্ণরায়ের প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুরের 'বগধী' মল্ল সিংহ-রাজবংশের

---

১ পৃষ্ঠা ১৮ ২ পৃ ১৩ ৩ পৃ ৭৮-৭৯ ৪ পৃ ৮৭ ৫ পৃ ৯৫ ৬ পৃ ১৫২ ৭ পৃ ১৫৯

৮ পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৭ ৯ পৃ ১৭৬ ১০ পৃ ২১৫ ১১ পৃ ২১৬ ১২ পৃ ৪৪৫

১৩ গোর্খ-বিজয়, পৃষ্ঠা ২০৮-২৩৫, ১৪৮-১৭৮ ১৪ পৃ ২৫৩ ১৫ চারি পাদে পূর্ণ ১৬ পৃ ৩৪০-৪১

১৭ দ্রষ্টব্য চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৬, ঐ সংযোজন-সংশোধন, পৃষ্ঠা ৫৮৫-৯৩

১৮ পৃ ৩৪৪ ১৯ পৃ ৩৬৭ ২০ পৃ ৩৬০ ২১ পৃ ৩৬১

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস-আলোচনায় কাজে লাগিবে। রামজীর পুঁথি[১] সেকালের বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গে সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রবিশেষ। হনুমানচরিত্রের পুঁথির প্রতিলিপি[২] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে। ২৪৬ সংখ্যায় দলিলখানি[৩] বিশেষ মূল্যবান্। নাম: নরবিক্রয় পত্র। ভাষায় লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসনের ভাষার অনুসরণ লক্ষণীয়। দিল্লীর মহম্মদ শাহ ও মীরকাশিমের উল্লেখ ইহাকে ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা দান করিয়াছে। পাঁচ টাকা মূল্যে পিতা কর্তৃক কন্যাবিক্রয় প্রসঙ্গে সেকালের সমাজচিত্র-আলোচনায় ইহা অমূল্য ও অভিনব প্রমাণপত্র। পরবর্তী ভোগপ্রমাণ ভূমিদান-পত্রখানিতে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষর[৪] আছে। ২৪৯ সংখ্যায় মদনমোহন-বন্দনার পুঁথিতে[৫] বিষ্ণুপুরে বারগীর হাঙ্গামার উল্লেখ মিলিবে। ইহা বাঙ্গালাদেশে বারগীর অত্যাচারের সরকারী সময়-নিরূপণের প্রতি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ-[৬] বিশেষ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদখানি[৭] রাজা রামমোহন রায়ের হইতে পারে।

অবশেষে, বাঙ্গালা মন্ত্রের পুঁথিগুলির আলোচনায় একটি নূতন রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া আমাদের এই অধ্যায় শেষ করিব। প্রস্তুত খণ্ডে সংখ্যা ১৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ১৪৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৮, ১৭৬: বাঙ্গালা মন্ত্র। পরম্পরাগত এইরূপ গুহ্য বাঙ্গালা মন্ত্রগুলির সম্পর্কে এই গ্রন্থাবলীর প্রথম[৮] ও দ্বিতীয়[৯] খণ্ডের ভূমিকায় কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। 'গুণিন' 'রোজা' বা বাঙ্গালী বিষবৈদ্যবাহিত এই 'সর্প-বিদ্যার' ধারা অতি পুরাতন। বঙ্গভাষায় 'মন্ত্র' নামে স্বল্পায়তনের এই কবিতাগুচ্ছের নানা দিক্ দিয়া গুরুত্ব আছে। একদিকে ইহার গ্রন্থন-পদ্ধতিতে দেখা যায়, বৈদিক মন্ত্রের অনুসরণে বাঙ্গালা-ছড়ার ছন্দঃ-প্রবাহ; অন্যদিকে প্রাক্ ও পর-বৈদিক বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম-ভাবনাসমূহ লৌকিক খণ্ড চিত্রাবলীর সহিত একসূত্রে গাঁথা। এই প্রহেলিকানিচয় চর্যাগীতি[১০] ও সর্বভারতীয় নাথ-গীতিকার সহিত অভিন্ন এবং বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের আত্মকথারও ইঙ্গিত ইহারা বহন করে। প্রাত্যহিক জীবনচর্যার খুঁটিনাটিও এই মন্ত্রগুচ্ছের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। যাহাই হউক, বিশ্বভারতী-সংগ্রহের অসংখ্য মন্ত্রাবলীর বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে। এইরূপ অসংখ্য মন্ত্র বিভিন্ন সংগ্রহ হইতে একত্র সঙ্কলন করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

---

১ পৃষ্ঠা ৩৬৯ ২ পৃ ৩৮১ ৩ পৃ ৪১১ ৪ পৃ ৪১২ ৫ পৃ ৪১৩

৬ দ্রষ্টব্য চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড (মুদ্রাপ্যমান) ৭ পৃ ২৮৪

৮ ভূমিকা, পৃষ্ঠা *১৫, *২৬ ৯ ঐ, পৃষ্ঠা ১৯-২০

১০ দ্রষ্টব্য শ্রীসুকুমার সেন, চর্যাগীতি-পদাবলী, পৃষ্ঠা ১৬-১৭: 'সিতকুরুকুল্লাসাধন'-নিবন্ধধৃত বাঙ্গালা-অবহট্‌ঠ-সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষায় রচিত সাপের বিষ-ঝাড়ার মন্ত্র।

আমরা এখানে মাত্র ইহার ধারাবাহিকতা তুলনায় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। সমসৌত্রিক মনসা, ডোম্য-ধর্মনাথ, হাড়িঝি কামাখ্যা চণ্ডীর ও বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের ভাবরূপ-সমূহ, দেবপূজা-ব্যপদেশে রচিত সংস্কৃত মন্ত্রাবলীকে পাশ কাটাইয়া, আরও আগেকার হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন কায়যোগের হিন্দু-বৌদ্ধ নানা পরম্পরা বাহিয়া, বিষবিনাশন 'মন্ত্রজাত'রূপে কিভাবে আজও রাঢ়ের গ্রামে গ্রামে বহুব্যবহৃত হইয়া, তান্ত্রিক-দর্শনের দুর্লভ নিদর্শনরূপে আত্মগোপন করিয়া আছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হইবে। বাঙ্গালার বাহিরেও এই ধারার অপ্রতুলতা নাই।

প্রস্তুত গ্রন্থে প্রায় ত্রিশ প্রকারের মন্ত্র[১] স্থান পাইয়াছে। যথা, সর্পবিষ-বিনাশন, আত্মসার-সিদ্ধি, চুম্বক, গর্ভিণী-ঝাড়ন, তৈলপড়া, জলপড়া, পেট-বেদনা, পোড়া-ঘাএর জলপড়া, শিশুর জ্বর, রস-অম্বল, চুণপড়া, পালাজ্বর, আমাশয়, পদ্মল,[২] ছাড়ণ, ভারণ, কাটান, মনখারাপ-আরোগ্য, গরুর কাটি-ঘা[৩] ঝাড়ন, কানা-করা, বসন্ত-নিবারণ, মাথাব্যথা, আধ-কপালী, সান্নিপাত, বাণমারা, পীলে-নাশ, চোরনিবারণ ও কু-কাটা। এই মন্ত্রাবলীকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে বিভিন্নরূপে ইহাদের মূল্যায়ন করা যায়। ইহাদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক অথবা সামাজিক এবং সাহিত্যিক কোনও মূল্যই কম নহে। এই অপভ্রংশ-ভাঙ্গা বাঙ্গালা ছড়াগুচ্ছের সাহিত্যিক সৌগন্ধ্য মূল পড়িলেই পাওয়া যাইবে। আমি কেবল দ্বারপালের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ভাবের ঘরের চাবি খুলিয়া দিতেছি মাত্র।

১৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ১৬২ সংখ্যায় সর্পবিষ-বিনাশন মন্ত্র।—

১৩ সরস্বতী[৪] কার্ত্তিক[৪] মনসা[৪] মাতা পিতা ওস্তাদের চরণে প্রণাম। মেঘে-অন্ধকার[৫] রাত্রে সাপের জাতি জানা যায় না। ডাইনে খাইলে বামে[৬] ঝাড়িব। কালকূট[৭] বিষ পায়ের পূঁজে মারিব। বিষহরির[৪] আজ্ঞায় বিষ নাই।

৬৫ উরুটান[৮] সাপ। সাপকে টানিয়া বত্রিশ[৯] স্থান কাটিব। বত্রিশ নাড়ী[৯] কাটিব। সাপ বাহির করিয়া লইয়া জীবন সঞ্চারিব[১০]।

---

১ পৃষ্ঠা ১৮, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৪, ৩৫৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭১ ২ শ্বেত প্রদর ৩ সর্পাঘাত

৪ বৌদ্ধ মহাযান-মতের মহামায়ূরী দেবী বিষহরীর প্রতিরূপ (বা-সা-ই, ১খ, ৩য় সং. পূর্বার্ধ, পৃ ২১৬)। হিন্দু ও জৈন ঐতিহ্যে দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায় স্থলে স্থলে কুক্কুট ময়ূরের অনুবর্তী হইয়াছে।

৫ চর্যাগীতি-পদাবলী, ৩০ করুণ-মেহ নিরন্তর ফরিআ ৬ চ-প, *১ বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা

৭ সমুদ্রমন্থনজাত তীব্র বিষ ৮ তু. অথর্ব বেদোক্ত সর্পনাম: উরুগুলা ই. (দ্র. মহেঞ্জদড়োর লিপি ও সভ্যতা, শ্রীরাজমোহন নাথ, পৃ ৮৭-৮৮ ৯ চ., 'বত্তিস নালা সাধব নীরন্ধ্রী'

১০ সাহিত্যপ্রকাশিকা চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১ 'জীবন্যাস' দ্রষ্টব্য।

বিষবৈস্ত উর্দ্ধ[1] দিয়া ঢুকিয়া মুখ দিয়া বাহির হইলেন।... পদ্মপাতে পুঁটীমাছ[2] চরে। আমি বিষ মারিব। দৃষ্টিমাত্রে সাপ ধূলায় লটপট করিবে। উড়িয়া না পালাইলে বিষকে অঙ্গে বন্ধন করিব।...রক্তের উপর বিন্দু[3] ছাই হয়। মনসার দোহাইয়ে বিষ তিন ভুবনে[4] নাই। [জোড় ঠেটি ইত্যাদি নববস্ত্রের ফর্দ]।

৬৬ সরস্বতী শুক্লবর্ণা। কর্ণে ভীম অর্জুন কুণ্ডল[5]। গলায় গজমতি মুক্তার হার[6]।...সরস্বতী ও মনসা এক[7]।...দেবী রথে[8] যান।...পদ্মকুমারী বিষহরির আজ্ঞায় বিষ উড়ে।

৬৭ আড়াই[9] সর্পবিদ্যা। ও কুটকুট[10] অক্ষিমণি। চোটের বিষ পানি হইল। ও কুটকুট[10] তারামনি। দৃষ্টিমাত্রে বিষ পানি হইল। নূতন হাঁড়ি নূতন খোলার[11] স্মরণে বিষ উড়িয়া পালায়। শঙ্খ চক্র গদাধরের[12] নামে বিষ উড়াইয়া ঘর যাই। তুড়ক তুড়কি[13] ঘর করে। অঙ্গের বিষ থুতকুড়িতে মারা যায়। আল্লা মহম্মদের শিষ্যের[14] ধাক্কায় বিষ মরে।—ইহাই আড়াই সর্পবিদ্যা।...চৌসাপার[14] ঝাড়নে পর্বতে ডোমনাচিতির[15] বিষ নামে।...সারি সুয়া[16] কোথায় থাকে, আদা খায় জল খায়।

---

১ অধে উর্দ্ধে গুরুদেব তুলি ধর কাম (গোর্খ-বিজয়, পৃষ্ঠা ৯৪)

২ জীয়ক-কুণ্ডের কৈ-ঝাঁক ঝিকিমিকি করে (বা-সা-ই, ১খ, ২সং, পৃ ৪৮৯)। রেতঃ উধ্বর্গামী হইলে অমৃতসঞ্চারক, আর নিম্নগামী হইলে পদ্মনালস্থ বিষরূপ (বিশ্বভারতীর প্রবীণ কর্মী কৌল-তান্ত্রিক শ্রী পি. এস্. কে. শ্রীভারতী কৃত ব্যাখ্যা)। দ্র. মনসার জন্মকাহিনী (বা-সা-ই ১খ, ৩সং, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা ১৮৩)।

৩ দ্র. গোর্খ-বিজয়, পৃ ২৬১

৪ পদ হইতে কটি, কটি হইতে গ্রীবা, ও মস্তক—শরীরের এই তিন ভাগ (শ্রীভারতী)

৫ চ-প, পৃ ৬২ 'রবি-শশী কুণ্ডল'; ঐ, পৃ ৮৪ 'কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী'

৬ ঐ, পৃ ৬২ 'পরম মোখ লবএ মুত্তিহার' ৭ সাহিত্যপ্রকাশিকা, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা পৃ ৩৪

৮ ঐ পৃ ২২৬ ৯ 'আড়াই রায়'=ধর্মঠাকুর-বিশেষ। 'নিরঞ্জনকায়ভেদ' মনসা (বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়, সেন, পৃ ৩)। তু. আড়াইরাজ বন্ধ সর্প ধামাই (ঐ, পৃ ৩৯); দ্র. মদীয় প্রবন্ধ 'কবিকঙ্কণ ও দামিন্তা' (১৩৬৮, কার্ত্তিক, সংহতি, পৃ ৩৬৪); তু. ধামহু পইঠা বাজঠাবি কহেই (চ-প, পৃ ৭৮)

১০ =কুক্কুট। হিন্দু ও জৈন-ঐতিহ্যে কুক্কুট বাহন বা আয়ুধরূপে একাধিক বিষঘ্ন দেবতার সহিত সম্পৃক্ত। তু. সর্পবিষ নিরাময়ের জন্য ওঝাদের অনুষ্ঠিত 'মুরগী ঝাঁপ'। ১১ =আপোড়া মাটী বা কাঁচা ও পবিত্র মাটীর তৈয়ারী। ১২ গরুড়বাহন

১৩ দ্র. ম-বি, পৃ ৬৪। তু. 'এছলামীয় মন্ত্র' (প্রকাশক, ইব্রাহিম নুর মোহাম্মদ, মদিনা বুক ডিপো, ৯৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, সন ১৩৬৬ সাল), পৃ ১৩ 'ধর্মের এলাহির কিরে,' পৃ ৬৩ ই.

১৪ সর্পবিদ্যায়, রোগীকে চতুর্দিকে রক্ষাকারী চারিটি মন্ত্রের একত্র সমাবেশ (শ্রীভারতী)

১৫ দ্র. সা-প্র ৩, প্রবেশক, পৃষ্ঠা ৪। শীর্ষদেশে অর্থাৎ মস্তকে উত্থিত বিষ।

১৬ গো-বি., পৃ ১৯৭ 'সাতালী-পর্বতে আছে সাইল সুয়ার বাসা'। জীবন-মৃত্যু; প্রকৃতি-পুরুষ (শ্রীভারতী)

তাহাকে পানি[১] পান করাইও না। মনের বিষ মনে জানিবে। তিন চাপড়ে বিষ ক্ষয় হয়।...সত্যযুগে বিষ ধর্মঠাকুরের অবতার[২]। এই বিষ মন্দোদরীর,[৩] ত্রেতায় কৌশল্যার, দ্বাপরে দৈবকীর, কলিতে শচীদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া অবতারকুলের জন্ম দিয়াছিল। বিষ নাশ যাইবার জন্য এইরূপ গর্ভে সেঁদয়। বিষ গর্ভ ছাড়িয়া ঘা-মুখে[৪] মরে। মিতে[৫] ধোবানী মনপবনের ক্ষারে কাপড় কাচে। সে বেটী বনের সাপ জীবিত করে; কোলের ছেলেকে মারে। কোলের ছেলেকে মারিয়া সে চারিদিকে চায়। পুত্রকে উঠাইয়া নির্বিষ করিয়া ঘরকে লইয়া যায়। ঢোঁড়া লাফ দিয়া দাঁতে গরুকে খায়। তাহার বিষ[৬] ব্রহ্মচাপড়ে মারা হয়। ব্রহ্মবিদ্যা হিত করে। তিন চাপড়ে ঢোঁড়ার বিষ মরে।

মেঘ উড়িয়াছে। ঘা চাহিতে পানি[৭] হইল। মনসা জগদ্‌গৌরীর আজ্ঞায় বিষ নাই। হাই মুচিয়া হা দিতে বিষ নাই। ফুট[৮] চাহিয়া টুসকির শব্দে বিষ নাই। বাতাসে উড়িয়া বিষ ছাই হইয়া গেল। দেবীর মাথায় চাঁপার[৯] ফুল।...আস্তের কাঁদুনি[১০] শুনাইয়া কালীয় নাগের বিষ[১১] মনসার কৃপায় পানি করিলাম। গণে[১২] আসিতে ঘা হইল। বিষকে ধূল[১৩] খাওয়ানো হয়। সে ধূলার মতো উড়িয়া যাইবে। ধুকুড়ে কাঁক[১৪] উড়িয়া যায়[১৪]। তাহার পালক সাঞি সাঞি শব্দ করে। মনসা জগদ্‌গৌরীর আজ্ঞায় তিন চাপড়ে বিষ মরে। দেবী রথে[১৫] যান। পথে দেখা হয়। গামচায়[১৬] জলে বিষ উড়াইয়া তুলিব।...রথের উপর দেবী[১৫] খেলা করেন।—এই ফুকে বিষ উড়িয়া পালাইবে। ঝাঞি করিয়া[১৭] ঝাপড় মারা হইল। সূর্যের দিকে চাহিবামাত্র[১৮] বিষ

---

১ গো-বি, পৃ ৯৪ 'ইন্দ্রনালে শোধ গুরু আচাভুয়া পানি' ২ দ্র. পূর্বপৃষ্ঠা, পা-টী ৯

৩ মনসার নামান্তর (মনসা-বিজয়, পৃ ৩) ৪ দ্র. ঐ, পৃ ৩১

৫ মনসা-ঐতিহ্যের সুপ্রসিদ্ধ নেতা-রজকীর কাহিনী। মনসা-নেতো অভিন্না।

৬ নির্বিধ ঢোঁড়া গরুকে কামড়াইলে তীব্র বিষ হয়।

৭ মই অহারিল গঅণত পণিআঁ (চ-প, পৃ ৯২) ৮ স্ফোটক, দাঁত-ফোটানো ঘা (শ্রীভারতী)

৯ চাঁপাফুলে ধর্মঠাকুরের বিশেষ প্রীতি (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৪৬) ১০ =হাকন্দের কাহিনী

১১ অমিয়া আচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি (চ-প, পৃ ৯৮)

১২ গণ=পথ। পক্ষান্তরে, গঅণ=গগন ১৩ অভিমন্ত্রিত (পড়া) ধূলা

১৪ বা-সা-ই ১থ, ২সং পৃ ৪৮৮। তু. 'তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা' (চ-প, পৃ ৯৪)

১৫ সা-প্র ৪, পৃ ২২৬ ১৬ গামছা-বাণ। নূতন গামছা পাকাইয়া দড়ির মতো করিয়া ওঝারা বিষ ঝাড়িয়া থাকেন (শ্রীভারতী)। ১৭ ='বীরনাদে' (চ-প, পৃ ৬০)

১৮ ইরপাদ বা সর্পজাতীয় লোকেরা সূর্যপূজার বিরোধী ছিলেন (পত্রে আলোচনা, শ্রীরাজমোহন নাথ)। তু. 'সূর্যপদে শুদ্ধমন' (সা-প্র ৪, পৃ ১১০)

নির্বিষ হইল। বিষ[১] কোথায় যায়। যাকে খোঁজে সে এখানে[১]। বিষের বিষ (বিশ), বিষবৈদ্যের বত্রিশ[২]।—এই ফুঁকে[৩] মনসা জগদ্গৌরীর আজ্ঞায় বিষ নির্বিষ। স্ফটিকের[৪] ঝিকিমিকি, স্ফটিকের[৪] কায়। ভারে বাণে চাপড়ের ঘায়ে বিষ নাই।… কালিয়ার কমল বিষধর পদ্মনাল[৫]। গোর্খের[৫] মাথায় পানি ঢালিব, রাখাল খাইবে। বৈদ্যনাথের আজ্ঞায় বিষ সপ্ত পাতাল[৫] যাইবে।

গরুর কাটি-ঘা। কালিয়ার কমল[৬]। বিষ কোথায় চলিয়া যায়। গুণমন্ত[৭] ডাকে, চিয়াও না কেন। চাপড়ের চোটে কেন চিয়াইব। কপাট[৮] ভাঙ্গিব। কাঁচলি কুণ্ডলি ভাঙ্গিয়া[৯] বিষ ঘা-মুখে চাপড়ে মরে।

৬৮ ওঁ সিদ্ধি স্মরণ। একড়ি কোঠার লেকড়ি[১০] (কাঠ) জান। সাহিয়তের[১১] আঙ্গলি অর্থাৎ অঙ্গ-সম্বন্ধীয় ধ্যান। ফলনার অঙ্গে বিষ, বিষবৈদ্যের অঙ্গন্যাসী ধ্যান। ধান্যেশ্বর পৃথিবীশ্বর কুজ্ঞান বিজ্ঞান ধান্য[১২] খায়। কালিপাতা[১৩] ভারি মুখ্যী।… ওঁ হ্রাং হ্রীং স্বাহা॥ কাঙুরের কামিখ্যা দেবী চণ্ডী হাড়িঝির[১৪] দোহাই।… কেতকার পিতা ধর্মঠাকুর। বিষহরির জন্ম কমলবনে।…ফুলের সাজিতে[১৫]

---

১ শরীরস্থ তিন প্রধান সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্যে বামদিকে অমৃতধারাবাহী চন্দ্র-নাড়ী; ডানদিকে বিষধারাবাহী সূর্য-নাড়ী এবং মধ্যে সরস্বতী বা নৈরামণি বা মহাসুখাধার নাড়ী (দ্র. চ-প, পৃ ১৫৫)। পিঙ্গলা-নাড়ীস্থিত বিষের ইঙ্গিত। ২ বতিশ তান্তি-ধনি সএল বিআপিউ (চ-প, পৃ ৭০)

৩ 'ফোইরে বংশা' (চ-প, পৃ ১১৬) ৪ ধর্মঠাকুরের স্বরূপ (দ্র. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪৪)

৫ 'পাতালবাসিনী ডোম্বী আকাশে চড়াইল, গোর্খনাথ ভনে, তত্ত্ব মচ্ছীন্দ্র বলিল' (নাথগুরুবাণী ২, শ্রীরাজমোহন নাথ-অনূদিত, পৃ ৭৬) ৬ এক সো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী (চ-প, পৃ ৬০)। পরে দ্র. পৃ ২৭

৭ এখানে গুণিন-গুণার্ণব (দ্র. সা-প্র ৪, পৃ ৩৩৬) ৮ বিষনাশনান্তে বাঁধন (শ্রীভারতী); তু. 'সমাধি-কপাট' (চ-প, পৃ ১১৮) ৯ তু. 'কাঞ্চলি ফাড়িমু তোর খসামু কবরী' (গো-বি, পৃ ৬৩)

১০ তু. 'মুচুনী'-কাঠ (গো-বি, ভূ. পৃ খ-৫) ১১ (ফারসী) শাহিয়ত— দুনিয়ার মালিক বাদশাহ=ফকীর ধর্মঠাকুর (তু. 'সহিতে'র দানপতি—শূন্যপুরাণ, পৃ ৭৯)

১২ তু. 'কাল মুষা উহ ণ বাণ, গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ' (চ-প, পৃ ৭৪) ১৩ পালয়িত্রী কালী

১৪ রাঢ়ের কালিকা চণ্ডী=রাঢ় দেশে কালী কন্যারূপে প্রথমে হাড়ির ঘরে জন্ম লইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ (শ্রীভারতী)। হড্ডিপ শিবের কন্যা হাড়িঝি চণ্ডী। অনুরূপ ডোমের ঝি 'ডোম্বী' চণ্ডী। হাড়ি ও ডোম আদি-আর্য সম্ভবতঃ 'ব্রাত্য' বাঙ্গালী। অতি প্রাচীনত্বে এই জাতিদ্বয়ের সংস্কৃতি দেবায়িত হইয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেব 'লোকবর্য হাড়ির আসনে বসিয়া' মাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়াছিলেন (দ্র. বিশ্বভারতীর পুঁথি, সংখ্যা ৫৬১৫)। 'মুচিমাগী' নামে, দেবী মনসাও বিশেষিত হইয়াছেন (আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ: 'ঐতিহ্যময় উচালন-অঞ্চল', শারদীয় 'বর্ধমান', ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ১৩০, ১৩৬)।

১৫ মনসামঙ্গলের কাহিনী (দ্র. মনসা-বিজয়, পৃ ১৫, ই.)

বিষহরিকে আনিয়াছি।··· খোলাতে ফুটাইয়া বিষ মন্থনে সার[১] করিলাম। ভুমিতে হাত ঘসিতে বিষ নাই। স্বর্গের ধূল্ মর্তের মাটি ; সাপিনাকে দাঁতকপাটি লাগুক। সাপিনার ষোল,[২] বিষবৈদ্যের বত্রিশ। থুক দিয়া সাপের কালকূটী বিষ মারিব। নড়িলে, তুণ্ড নাড়িলে মহাদেবের মুণ্ড খাইবি। গাঁটি গেঠারি লোহার শিকল কাটিব। এক সহস্র[৩] গাঁটিমুটি ভাঙ্গিয়া বিষ ঘা-মুখে বাহির হ। আড়ে কাটিব, ফাঁড়ে কাটিব, মড়া রা কাড়িবে[৪]। এক সহস্র গাঁটিমুটি ভাঙ্গিয়া বিষ ঘা-মুখে বাহির হ। কাণ্ডুরে নেউলি[৫] চরে[৫]। পাঞ্জুরে[৬] বিষ রাখে। যখন নেউলি কর্ কর্ শব্দ করে তখন সাতালি পর্বতের[৭] বিষ[৮] থর থর করিয়া কাঁপে। ধর্মগুরু মহাদেব শিষ্য। ধর্মের আজ্ঞায় বিষ নাই। ঝোরে ঝোরে কাঙ্ক[৪] চরে। স্তরে স্তরে বিষ মারিব। কাঙ্ক যখন গা নাড়ে তখন সাতালি পর্বতের[৭] বিষ[৮] ওলান ধরে[৯]। ধর্মগুরু মহাদেব শিষ্য। ধর্মের আজ্ঞায় বিষ নাই। চালি পানিতে[১০] বগা[১১] চরে। চক্ষু চাইতে বিষ মরে। রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই একই সুত্রে গাঁথা। আস্তের কথা শুনিয়া কালকূটি বিষ উড়িবে।···চালি পানি[১০] ধর্মের[১০] পানি[১০]। ধর্মের হুঙ্কারে[১২] পানি খাইয়া বিষ পাতালে যাইবে। অকট্[১২] বিকট্ ঈশ্বরের নামে বিষ পানের[১৩] ভিতর আলায়[১৪] গুরু রঘুনাথের দোহাইয়ে। কাল পানি। কাল কাল জানি না। কাল পদ্মনাগের উপরে [অবস্থিত]। গরুড়[১৫]-ঝঙ্কারে বিষ পাতালে আসিয়া পৌছ। পর্ণ-দর্পণ[১৩]। খাল[১৬] ডোবা সমুদ্রে পানিতে[১৬] টান ধরে না।···কেহ কুজ্ঞান বিজ্ঞান করিলে তাহার গুরুকে ঘোড়া করিব। কুজ্ঞানীকে পালান করিব। তাহাতে চাপিয়া বীর হনুমান আসিবেন পিতা বীর নরসিংহের আজ্ঞায়। দুই স্কন্ধে[১৭] ফুঁক দিতে হয়।

১ নির্যাস বাহির করিলাম। তু. ধর্মপূজা-বিধান, পৃ ২৪ : 'সারি' লব টিকা ; ইহা মুদ্রিত গ্রন্থধৃত পাঠ 'সাধিন বটিকা' নহে। ২ ষোলকলায় পূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণশক্তিযুক্ত

৩ আলোচনা দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ জ ২ ৪ বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৪৮৮-৮৯

৫ সর্পবৈরী নেউলের নামে গুল্ম 'নেউল-কাঁটা'র শিকড় সর্পদংশনের অব্যর্থ মহৌষধ বা 'ঝাঁপ'-বিশেষ। ইহা ১০৮ 'ঝাঁপের' অন্যতম (শ্রীভারতী)। তু. ঘণ্টা-'নেউর' চরণে (চ-প, পৃ ৬২)

৬ অর্থাৎ বত্রিশ পাঞ্জরে ৭ দ্র. গো-বি, পৃ ২৭০ ; সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ১৮, পা-টী ৬। কুমারী বিষবিদ্যা পর্বতবাসিনী। (দ্র. বা-সা ই, ১খ, ২সং, পৃ ১১০-১১৩ ; ঐ, ৩সং, পূ, পৃ ২০৩)।

৮ দ্র. সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ৫৯, পা-টী ৮ ৯ অর্থাৎ নামিতে থাকে

১০ চলন্ত বা সঞ্চালিত রক্ত। 'মই অহারিল গঅণত পণিআঁ (চ-প, পৃ ৯২), তু. 'ইন্দ্রজল' সা-প্র ৩, প্রবেশক, পৃ ৪) ১১ বগা=বিষ (শ্রীভারতী) ১২ 'অকট হুঁ-ভব গঅণা' (চ-প, পৃ ৯৮)

১৩ *পান পড়া।* ='পর্ণমণি' ঔষধি-বি. (দ্র. বা-সা-ই, ১খ, ৩য় সং, পূর্বার্ধ, পৃ ২১৬)

১৪ অর্থাৎ মারা যায় ১৫ =গারুড়ী বিদ্যা

১৬ পঞ্চনালেঁ উঠি গেল পাণী (চ-প, পৃ ১০৮) ১৭ জীবন্যাসের জন্য (দ্র. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪৬)

১৬২ এক চম্পা সহস্র পাপড়ি। মনসার আজ্ঞায় ব্রহ্মচাপড়ে বিষ নাই। চাপড় মারিয়া বিষ বাহির করিলাম। শিবের আজ্ঞায় নির্বিষ হইল। বিষের রেশ পাইয়া রক্তের ইরিমিরি[১]। ব্রহ্মার বিশ্বে বিষ নাই। রক্তের ঘড়া[২] পবনে বহে। বিষ রাধার নয়নে[৩] মরুক। কংসের পরামর্শে তক্ষক কালকূট বিষ দধির[৪] ভিতরে রাখে। সেই দধিতে রাধা পসরা সাজাইবেন। রাধা পসরা তুলিয়া গমন করেন। নন্দনন্দন দানছলে ঘাহু[৫] বধ করেন। এক বল দুই বলে চারি হইল[৬]। সেই দধি কৃষ্ণচন্দ্র আপনি খাইলেন। গৌর কৃষ্ণচন্দ্র কাল হইলেন। রাধার[৩] মুখ শুখাইল। রাধা-বিনোদিনীর অনুরোধে ললিতা মন্ত্র জাগাইলেন। বিনোদিনী[৩] ঝাড়িতে লাগিলেন। বিষ বাতাসে উড়িল।

৬৭ আত্মসার মন্ত্র। ইঁটগুঁড় দিয়া গা বাঁধিলাম। যেন বাণের ঘা না ঠেকে। ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেত দানা দক্ষি বায়ু বাতাস যেন ফাটিয়া যায়।...হাত পদ মুখ পেট পিঠ চরণ বুক অষ্টাঙ্গ মনসার বরে সারিলাম[৭]। কাঁউরের কামিখ্যা দেবীর বরে বাওবন্দী[৮] রাজা[৮] অমর করেন। ঘর হইতে পা বাড়াইতে গা শিলা পাথর[৯] হয়। জাল[১০] মহাজাল গেঁঠে গুরু বিষম জাল। গা মাথা পা ঝাঁপিয়া জাল পড়ে।

১৭৬ মালাশুদ্ধি। আদি নিরঞ্জন শঙ্কর-শেষ তুলসী[১১] উপদেশ বলে। হনুমান-[১২]

---

১ চঞ্চলতা ২ এক ঘড়ুলী সরুই নাল (চ-প, পৃ ৫০) ; চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পসারা (চ-প, পৃ ঐ)

৩ তু. বিষালাখী=মনসা=রাধা। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের মতে (১১-৪-১৯৬২), ইহা নূতন কল্পনা। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে গোবিন্দদাসের একটি পদ আছে, 'কালিদমন দিন মাহ' ই.। অর্থাৎ কালিয়দমন দিনে কৃষ্ণের রাধাদর্শন হইয়াছিল ; এবং তখন হইতেই পূর্বরাগের সূত্রপাত। যেন, রাধার অমৃত-দৃষ্টিতেই কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে কালিয়নাগের দংশনজনিত বিষ অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইসলামী পরম্পরায়, ইহার নাম 'গোপীসার মন্ত্র' (দ্র 'সাপের মন্তর', পৃ ৪৯. মরহুম মীর খোররম আলী সাহেব প্রণীত, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৬)। ৪ (√দধ্ =ধারণ, অর্থাৎ ধারক) ৫ =অঘাসুর

৬ তু. দুই চারি, চারি দ্বিগুণ আট, অর্থাৎ অষ্টসখীপরিবৃতা রাধার (দ্র. বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য-সংসদ-প্রকাশিত, ১৩৬৮, সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত. পৃ ৫৭৯) শক্তি বৃদ্ধি হইল।

৭ রক্ষা করিলাম (শ্রীভারতী) ৮ ='বায়ু কর বন্দী' (গো-বি, পৃ ৯১)।

৯ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য সাহিত্যপ্রকাশিকা, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৬০ ৬২

১০ ইহা 'ব্রহ্মজাল' মন্ত্র (শ্রীভারতী)। মাআজাল পসরিউ রে বাধেলি মাআহরিণী (চ-প, পৃ ৭৬)। পক্ষান্তরে, মহাযানী বৌদ্ধদেবী 'কুরুকুল্লা' স্বয়ং 'মায়াজাল' নামে অভিহিতা হইতেন (দ্র. দৈনিক আনন্দ-বাজার পত্রিকা ৭-১১-১৯৬২)। তন্ত্রমতে, পঞ্চদশ শক্তির মধ্যে 'কুরুকুল্লা' অন্যতমা (শ্রীভারতী-সংগ্রহ)।

১১ সা-প্র ৪, পৃ ১৭-১৮ ১২ পবননন্দন। পুঁ-প ২, ভু. পৃ ২৯। ইহা আত্মসার বা রক্ষাবন্ধন-মন্ত্র।

গায়ত্রী। লোহার তুণ্ড লোহার মুণ্ড লোহার বজ্রকায়[১] ; লোহার সাঙ্গল[২] গায়ে দিয়া যত্র-তত্র যায়। সাঙ্গল গায়ে পরিয়া সাত রাত নয় দিন ভরিয়া থাক কালী চণ্ডীর আজ্ঞায়।

৬৭ তৈলপড়ার মন্ত্র। তিনবার গায়ত্রী জপিয়া: নিরহর কাঞ্চন তিনহর[৩] বর্ণ[৩]...ঠাকুর সহদেবের[৪] আজ্ঞা। তেলপড়াতে তিনবার ফুঁক দিতে হয়। রাম লক্ষ্মণ সীতার আজ্ঞায় ঘা ভাল হইবে।

৬৭ চুম্বক মন্ত্র[৫]। এই মন্ত্রের গ্রন্থক সম্ভবতঃ সমর[৬]। ব্রহ্মাণীকে[৬] বন্দনা করি। তিনি জরৎকারু-মুনিপত্নী আস্তীকজননী। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া সাগরমন্থনজাত সমুদয় কালকুট বিষ মহাদেব ভক্ষণ[৭] করিয়াছিলেন।

৬৭ জলপড়ার মন্ত্র। ইচল[৮] ঘাটে লিচল[৮] পানি চাপিয়া চৌষট্টি ডাকিনী[৯] আসিয়া পানি ফটিক[১০] করিল। ভালো ছাড়িয়া যে মন্দ করে তাহাকে খোদাতালা রাম লক্ষ্মণের দোহাই।

৬৭ পেটবেদনার মন্ত্র। রক্তে ডুবুডুবু হইয়া নাড়ী সঞ্চারিত[১১] হয়। তাহাতে পেটকামড়ি জন্মায়। পেটকামড়ির বিষে গরু মনুষ্য অস্থির হয়। তাহার বিষ জগদ্গৌরী মনসাকুমারীর আজ্ঞায় যায়।

সাত সমুদ্রের কুরল[১২] পাখী কুর্য মাছ খায়। কুরল পক্ষীর আজ্ঞায় পেটকামড়ি মুনজলে ভালো হয়।

১৭৬ রক্ত পুঁজে নাড়ী বাহে। তাহাতে পেটকামুড়ি জন্মিল। তাহার কামড়ে গরু মানুষ স্থির নহে। হাতে মারিব, নখে চিড়িব, তুড়ি[১৩] দিয়া দুর করিব। কাঙুরের কামিখ্যা চণ্ডী হাড়িঝির কৃপায় শীঘ্র ছাড়।

৬৭ পোড়া-ঘাএর জলপড়া। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন দেবতা একত্র হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলেন—তিনি জানেন না। পোড়া-ঘা জলপড়াতে ফুঁকে পানি হইল রাম লক্ষ্মণের দোহাইএ।

---

১ সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ১৬১-৬২ ২ =বম

৩ তু. হাকণ্ডের বর্ণভেদ (দ্র. সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ১৭) ৪ =দ্র. রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১খ, ১সং, ভূ. পৃ ।•-।/• ৫ ইহা চুমুক বা বিষ চুষিয়া লওয়ার মন্ত্র (শ্রীভারতী)। দ্র. প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ১৬৬

৬ সা-প্র ৪, পৃ ২২৯-২৩৪ ৭ ঐ, পৃ ২৯১-৯২

৮ দ্র. বা-সা-ই, ১খ, ৩সং, পূর্বার্ধ, পৃ ২১৬-১৭ : তু. 'ইল্লা বিল্লা' ও 'আলিগী বিলিগী'

৯ তু. 'বতিস জোইনী' (চ-প, পৃ ৮২) ১০ =নির্দোষ বা নির্বিষ (শ্রীভারতী)

১১ অর্থাৎ বিষক্রিয়া হেতু নাড়ীতে অতিরিক্ত পরিমাণ রক্ত চলাচল করে (শ্রীভারতী)।

১২ ম-বি, পৃ ৪৪; সা-প্র ৪, পৃ ১৭ ১৩ অর্থাৎ টুস্‌কি। দ্র. গো-বি, পৃ ১১৭

৬৭ ছেলের গা-বালসা[১]। ওর বোর বোর[ ]ক লাতি, তেঁতুলতলায়[২] উৎপত্তি। তেঁতুলতলার জরের[৩] নাম তোলগা বালসা হোঁতা ফোঁতা গোজর ফোজর সারিজর। ঠাকুর সহদেবের[৪] আজ্ঞায় শীঘ্র ছাড়িয়া পালাও।

৬৭ ছেলের রস-অম্বল। উত্তর[৫] হইতে চণ্ডী[৫] আসিলেন। হাতে রসের[৬] কলসী লইয়া রস পান করিয়া রসে ভর করিয়া অঙ্গের চৌষট্টি রস ভীম অর্জুনের আজ্ঞায় ফুঁকে মর।

…৬৭ মন-খারাপ। মা দুর্গা শরু সুতা[৭] কাটিতেছেন। মহাদেব হাট যাইতেছেন। আজ রানীর বিবাহ। নাগের মাথায় পা দিয়া মন যথেচ্ছ গমন করিতে পারে।

৬৭ ছড়া: লগ্ন-চাঁদা বেদ বাখানে অল্প পড়্যা বহুত জানে…

৬৭ ভেলকি লাগানো। বীজমন্ত্রে অনাদ্যের নাথের অধিষ্ঠান। খোলা হালি চোর ডাকাতকে ভেলকি লাগিল। চারি প্রহর এক দুপুরের বন্ধন। নবদুর্গা[৮] রাঢ়ের[৮] কালীর[৮] পা। ঈশ্বর গৌরী-বাপ ধর্মের স্মরণ। সাপ চোর বাগ তিন জন কানা[৯]। …পদ্মের কাঁটা খোঁচা পানের[১০] নাসা। পানির কুম্ভীর বনের বাসা[১১]।… চন্দ্র মুখ পাকাইল সূর্য গ্রাস করিল[১২]। মণ্ডল মুৎসুদ্দি তালুকদার চৌধুরী জগন্নাথের নামে কাথা[১৩] পাড়ে। আড়োলের[১৪] কালিকা[১৪] চণ্ডী[১৪] হাড়িঝির আজ্ঞায় শীঘ্র ভেলকি লাগে।

---

১ কফ-জ্বর ২ তু. 'রুখের তেন্তলি' (চ-প, পৃ ৪৮)

৩ তু. সা-প্র ৪, পৃ ৩৪১-৪২ ৪ ইনি দেববৈদ্যের পুত্র কনিষ্ঠ পাণ্ডব হইতে পারেন।

৫ গো-বি, ভূ. পৃ চ ৭ ৬ গো-বি, পৃ ২৬৪

৭ 'হাঁউ সে তান্তি সুতা অপনা' (চ-প, পৃ ৭৮)। কর্মফলে অদৃষ্টগতি (শ্রীভারতী)

৮ দুর্গার নামভেদ: শ্রী-, জয়-, নব- ও বন- (শ্রীভারতী)। এতদ্ব্যতীত, বিশ্বভারতীর পুঁথিতে (দ্র. পুঁ-প ২, পৃ ২ ও সংখ্যা ১৫২১) 'নবিদুর্গা' ও 'রাল দুর্গার' উল্লেখ আছে। (নবি=নব; রাল=রাঢ়)।

৯ তু নিদ্রামাটী বা ইন্দ্রমাটী=ইন্দামাট্যা (দ্র. রা-ধ, ১খ, ১সং, পৃ ১২৯)।

১০ =পর্ণমণি ১১ রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ (চ-প, পৃ ৪৮)

১২ চান্দসুজ বেণি পথা ফাল (চ-প, পৃ ৫২)

১৩ পুঁ-প ২, পৃ ১২৯ 'রজকের বাড়ি জার কাথা কথা কয়'

১৪ বীরভূমের বর্তমানে ফৌতি (দ্র. Census 1951, W. B., D. H., Birbhum, 1954, p. 166) একটি গ্রামের একদা-প্রখ্যাত দেবীপীঠ-বি.। নামটি অস্ট্রিকগন্ধী। ছোটনাগপুরের 'বিরহোর' জাতির বিশ্বাস, লঙ্কার রাবণ-রাজা ভোগরাগে 'কালীমাই'র পূজা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, রামের আদেশে পৃথিবীতে কালীপূজা প্রবর্তিত হয় (দ্র. The Birhors, Sarat Chandra Roy, p. 424)।

১৪৯ বসন্ত-আরোগ্য। বসন্ত ঘুমে মন দিয়াছ। চেতনা লাভ কর। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জনে ডাকিতেছে। ব্রহ্মার বচনে বসন্ত ব্রহ্মজাল ছাড়িবে। বিষ্ণুর স্মরণে বসন্ত আর নাই।...ঘা বাত জরাসুর স্মরণ করিয়া ডাক ছাড়িতেছি। শীতলা-স্মরণে বসন্ত শীতল[১] হইয়া ছাড়ে।... তেত্রিশ কোটী দেবতার সমুদ্রমন্থনে শীতলার মন্থনে বসন্তের জন্ম[২]। ভবানী ব্রহ্মাস্ত্র বাণ মারিলেন। শূলপাণি অষ্টবাণ আনিয়া দিলেন। সেই অষ্টবাণে অঙ্গের জ্বর জাড়ি মাথাব্যথা ঘাত অবঘাত টান টঙ্কার... সান্নিপাত ছাড়ে।...চারি দিকে চারি কাল বেকাল[৩]... পোকা-মাকোড়ি অঙ্গের গাঁটমুট ছাড়িয়া শীঘ্র ভাটি[৪] যাও। বঙ্কানালির[৫] লঙ্কা[৫] হইতে হাড়িঝি আসিলেন[৫]। হাতে করিয়া খেয়ানড়ি[৬] লইলেন। অঙ্গের চৌষট্টি সান্নিপাত গুড়িগুড়ি পলাইল। কোন্ কোন্ সান্নিপাত লঙ্কার নড়ি। উৎপাগলী জল খেলাইয়া ষোলখানা[৭] করিয়া ফেলে। পাগলে তাহাকে ফেলে আঠার[৪]খানা করিয়া। শ্রীশ্রী নালি[৫] কাটিয়া ত্রয়োদশ সান্নিপাত রাম-সীতার আজ্ঞায় সন্থ পাতাল যায়।...সমুদ্রের মাঝে সিংহল চটি[৫] গিয়াছে। হনুমান চৌষট্টি অঙ্গের চৌষট্টি স্থানে পাক-নাড়া দিয়া বসিয়াছে। সান্নিপাতদলে সাড়া পড়িল। কালা নীলে হাড়জালি... এ দশ পাগলী... কালা হাড়িঝির সান্নিপাত সকলে সন্থ পাতাল যায়। হুঙ্কারে রাম-সীতার আজ্ঞায় ছাড়।...

১৬১... হাকণ্ডে[৮] ষোলআনা জীবন ছিল।...মুণ্ডের[৯] বাণী। দ্বাদশ[১০] যোগিনী। ব্রহ্মা পানি।...অগ্নিশ্বর বাণে পিলা পুড়াইয়া মার।

১৬৮...গ্রাম বাড়ী শোবার ঘর রাখা হয় কালীয়-নাগে সহস্র তালি[১১] দিয়া, লঙ্কার[৫] মা হাড়িঝি চণ্ডীর আজ্ঞায়। সাপ বাঘ চোর নিবারণ। মা কাণ্ডারী[১২] পুত্র লকাই[১৩]। দেহের পঞ্চ কোষ[১৪] ছাড়িয়া অন্য ঠাঁই যাও। লঙ্কায়[৫] মা হাড়িঝি[১২]

---

১ সা-প্র ৪, পৃ ৩৬৬-৬৮। দেবী 'সাত বোন': সাম্য, যোগিন্, বিগিন্, কালী, কংকালী, শীতলা (=জ্বালামুখী) ও ফুলমতী (শ্রীভারতী)। দেবী 'সাত ভগিনীর' মধ্যে 'শীতলা' অন্যতমা।

২ সা-প্র ৪, পৃ ২৩২ ৩ ম-বি, পৃ ৭৫, সা-প্র ৩, পৃ ১৪৩

৪ সা-প্র ৪, পৃ ৩৫৯ ৫ গো-বি, ভূ. পৃ ঙ ৫-৬

৬ =লগি ৭ তু. ষোল 'শঙ্খ' ৮ =আনন্দস্কন্ধ (সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪৬; ঐ ৪, ভূ. পৃ ১৭-১৮)

৯ সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ১৩৫-৩৮ ১০ =বার=শরীর=বারে-বাউরে (গো-বি, পৃ ৯১)

১১ তু. কোঞ্চা তাল (চ-প, পৃ ৫২)। গো-বি, পৃ ২৫২-৫৩

১২ =কাণ্ডার ঘরের মাতা চণ্ডী (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৯৯)। ইসলামী পরম্পরায়, এই প্রসঙ্গে 'হিঙ্গলাজ জ্বালামুখী মাও'-কে স্মরণ করা হইয়াছে (দ্র. 'সাপের মন্তর', পৃ ৫১, খোররম আলী সাহেব প্রণীত)। বাঙ্গালা মন্ত্রের মুদ্রিত এই সঙ্কলন-গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্। ১৩ লখিন্দর ১৪ অন্নময়াদি।

চণ্ডীর আজ্ঞা। ভাই-ভাতারী[1] চণ্ডী[1] জাগে। খড়্গ ব্রহ্মত্রিশূল জাগে। বাড়ি বেড়িয়া লোহার বাড়[2] পড়ে। চোর ডাকাত পরিষ্কার হয়। কাঙুরের কামাখ্যা মাতা লঙ্কার হাড়িঝি[3] চণ্ডীর আজ্ঞায়।

১৭৬ কু-কাটা। করত করত মহাকরত আসিতে যাইতে কাটিব। ডান ডাকিনী ভূত প্রেত চৌষট্টি যোগিনী আশী হাজার ভূত প্রেত কাটিব।...লঙ্কাপুরীর[4] ঈশ্বর মহাদেব।...হনুমানকে[5] যেখানে পাঠানো হয় সেখানে যায়। সাত পানের বিড়া[6] খায়। হনুমান লৌহের কোট[4] ভাঙ্গে। বজ্র তালাতে[7] বসে। রাখাল সব বীরকে লেজে বাঁধে। পেট পিঠ ঘাট বাট বান্ধে। কচি ঘোর মশান বান্ধে। বাচা ত্রিবাচা চুকে। কুম্ভ-নরকে পড়ে। অঞ্জনী মায়ের ক্ষীর[8] খাইয়া 'হা রাম' করে। লঙ্কা হইতে কোট সমুদ্র[4] সিধা। তপ্ত-জ্বর সেখানে যায় না হনুমান যতির দোহাইয়ে। তিন তালি[7] পথে শুইয়া বা পড়িয়া...মহাবীরের অঙ্গ বজ্রের[9]। বজ্রের লেঙ্গুটি। লোহার চৌটি।...অজরের আসন। বজ্রের[9] কপাট। অজয়-জোড়ের[10] দশ দুয়ার[11]। যে জড়ির থালে[12] ঘা দেয়, উল্টা[13] বিজলী তাকে খায়। হনুমন্তের মুখে বসে হরদেব, হৃদয়ে বসে দেবদত্ত,[14] তাকে রক্ষা[15] করে[15] ভগবান্[14]।—

---

১ তু. ম-বি, পৃ ১৬ 'বাপভাতারি'; গো-বি, ভূ. পৃ ১-গ ৩-৪: ধর্মঠাকুরের সমপিতৃত্বে শিব ও চণ্ডী, সম্পর্কে ভ্রাতা ও ভগিনী। কাজ নিষ্ফল হইলে ইহা গালি-বি. ২ =বেষ্টনী

৩ ইনি মূলতঃ বোধ হয়, অথর্ববেদোক্ত সর্পসম্পৃক্ত 'কৈরাত' বা সিদ্ধ-হাড়মালা ও উপবীতধারী ব্রাত্য হড্ডিপ বা হাড়ি (চণ্ডাল) জাতির পূজিতা দেবী চণ্ডী। প্রসঙ্গতঃ যোগিনীতন্ত্রের শ্লোক দ্রষ্টব্য: 'সিদ্ধেশি! যোগিনী-পীঠে ধর্মঃ কৈরাতজো মতঃ—অর্থাৎ হে সিদ্ধাগণের ঈশ্বরি, যোগিনী-পীঠের ধর্ম কিরাত-জাতির ধর্ম হইতে উদ্ভূত (দ্র. Kirāta-Jana-Kṛti, Suniti Kumar Chatterji, p. 21-22)। পক্ষান্তরে, জগদ্গৌরী মনসাও 'সিদ্ধযোগিনী'। 'জরৎকারুর্জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী। বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা॥ (দ্র. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৫।১৪)। সম্ভবতঃ কামরূপের যোগিনী-পীঠের অনুকরণেই চব্বিশ পরগণা জেলায় 'হাড়িঝি চণ্ডীর থান' স্থাপিত হইয়াছে প্রাচীনকাল হইতেই। ইনি ওখানকার গ্রামদেবী (শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের ২৩-১২-১৩৬৮ তারিখে ও পরে আমাকে লিখিত পত্রাবলী দ্রষ্টব্য)।

৪ গো-বি, ভূ. পৃ ঙ ৫-৬ ৫ মহাবীর ৬ =২০ গণ্ডা বা /০ পণ

৭ তু. 'কোঙ্কা তাল' (চ-প, পৃ ৫২); গো-বি, পৃ ২৫২-৫৩

৮ কপিলার ক্ষীর বা দুগ্ধ ৯ বজ্র কী কোঠড়ী (গো-বি, পৃ ২৪৫)

১০ তু. 'ভেদিয়া দশমী দ্বার থাল জোড় ঘর' (ঐ, পৃ ৮৮) ১১ ঐ পৃ ২৫৪

১২ থাল-বিথলা (চ-প, পৃ ১৬২) ১৩ গো-বি, পৃ ২৬১

১৪ 'ভগদত্ত' (দ্র. Kirāta-Jana-Kṛti, Suniti Kumar Chatterji, p. 34, 93)

১৫ সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ১৫

এই মন্ত্র তিন বার পড়িয়া, তিন তালি দিয়া, আসন শুদ্ধি করিয়া তাহাতে বসিয়া জপ যজ্ঞ করিতে হয়।—ইহাই হইল, প্রস্তুত খণ্ডে সংকলিত বাঙ্গালা মন্ত্রাবলীর বস্তু-সংক্ষেপ।

॥ বহির্বঙ্গীয় সূত্রানুসন্ধান ॥

নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় একদা রাঁচি জেলার বুণ্ডু পরগণা হইতে কিছু পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন[১]। তন্মধ্যে বঙ্গাক্ষরে লেখা বৃন্দাবনদাসের 'তত্ত্ববিলাস', কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার', কাশীরামদাসের মহাভারত ও সম্ভবতঃ[২] জগৎরামী রামায়ণের পুঁথি ছিল। সেকালের তাম্রশাসনের অনুরূপ পিতলের একটি পাট্টা তিনি পাইয়াছিলেন নাগবংশী 'ঠাকুর'-উপাধিক জমিদার-বাড়ি হইতে। বুণ্ডু ও তামাড় পরগণায় তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পুরীধাম হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইবার পুরাতন রাস্তা রাঁচি জেলার বুণ্ডু ও তামাড় পরগণার মধ্য দিয়া বিস্তৃত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে সে-রাস্তার নিদর্শন আছে। স্থানীয় প্রবাদ[৩], চৈতন্যদেব ঝাড়খণ্ডের এই রাস্তা দিয়াই মথুরা গমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝাড়খণ্ডে[৪] 'ভিল্লপ্রায় লোক'দের মধ্যে চৈতন্যলীলার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার জের রায় মহাশয়ের সংগৃহীত বৈষ্ণব পুঁথির মধ্যেই পাওয়া যায়।

তামাড় থানা হইতে ১৯৫৯ সালে ডাক্তার শ্রীসর্ববন্ধু দে মহাশয় নরোত্তমদাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও জগৎরামী রামায়ণের পুঁথি[৫] সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই সহায়তায় সম্প্রতি[৬] রাঁচি শহরের সন্নিহিত 'উবারিয়া' গ্রাম হইতে আমরা অনেক-গুলি প্রাচীন পুঁথি[৭] সংগ্রহ করিয়াছি। পুঁথিগুলি কয়থী অক্ষরে লিখিত। তুলসীদাসের দোহা-চৌপাঈ-এর সহিত একসূত্রে বাঁধা, কাশীরাম কৃত্তিবাস দুর্গাপ্রসাদ জগৎরামাদির রচনা মিলিয়াছে সুবহু। এতদ্ব্যতীত, সাপের বিষঝাড়া মন্ত্র এবং নানাবিষয়ক

---

১ দ্রষ্টব্য প্রবাসী, ১৩৪১, পৃ ৪৬৩-৭০, ৬৫৩-৬৫

২ সংগ্রাহক রায় মহাশয়ের মতে, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে' (দ্র ঐ, পৃ ৬৫৯)। পক্ষান্তরে, রাঁচি জেলার বহুস্থলেই আমরা জগৎরামের রামায়ণের পুঁথি পাইয়াছি।

৩ তামাড় হইতে শ্রীসীতারাম সাহু কর্তৃক পত্রে লিখিত ও কথিত। তু. প্র, ১৩৪১, পৃ ৬৫৬

৪ দ্র. প্র, ১৩৪১, পৃ ৬৫৬-৫৭ ৫ পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃ ১২, পা-টী ২২ ৬ অক্টোবর ১৯৬২

৭ মালিক ছিলেন শ্রীরামপ্রতাপ, শ্রীগোবিন্দরাম ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নায়েক কর্মকার। ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ একদা বাঁকুড়া-বর্ধমান হইতে গিয়া, ওখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও ইঁহাদের বিবাহাদি সামাজিক করণ-কারণ বাঙ্গালা দেশের সহিতও হইয়া থাকে।

লোকসঙ্গীত আমরা ওদেশের[১] আদিবাসীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি আড়াই শতাধিক। তাহার অধিকাংশের ভাষা মূলতঃ বাঙ্গালা। ইহাতে প্রমাণ হয়, বর্তমান ছোটনাগপুরের পার্বত্য মালভূমিতে সুপ্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের নানা জাতির নিবাস হইতে, বঙ্গীয়-সাহিত্যসেবার উপকরণ, সন্ধান করিলেই মিলিতে থাকিবে। বিশেষতঃ, ওখানে বাঙ্গালা-পুঁথি-সংগ্রহের বিপুল সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ঔৎসুক্যবশতঃ আরও অনুসন্ধানে দেখা গেল, বাঙ্গালার প্রতিবেশী পশ্চিম-দক্ষিণ আরণ্য এলাকাতে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-নিদর্শনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, নানা দেবদেবীর ও অপদেবতার বিচিত্র পূজাপদ্ধতি এবং পালপার্বণ ও তাহার অনুষঙ্গরূপে বাঙ্গালা লৌকিক 'মন্ত্রজাতে'র[২] ধারা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। এতৎসম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের ও অনুশীলনের আভাস দিয়া, তুলনায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।—

'ওজা', 'পাহান',[৩] 'পণ্ডিত', 'ভক্ত',[৪] 'গোঁসাই'[৫] বা 'পাদরী'[৬]-পরিচালিত ওরাওঁ-মুণ্ডাদের দেশে সর্পসাধনা অদ্যাপি সুপ্রচলিত। 'চুটিয়া'[৭]-নাগপুরের 'নাগবংশী'-গণের কুলকেতু (totem) হইতেছে—'নাগ'। রাঁচি জেলার 'রাঁতু'-গ্রামের 'নাথ সহি দেও' রাজন্যবর্গের দেবীমণ্ডপে ও প্রাসাদের সিংহতোরণশীর্ষে বা 'ডুমরি'-গ্রামের 'লাল সাহেব'দের খোলার বাড়ির পাকা দেওয়ালে রীতিমতো নাগমূর্তি দেখা যাইবে। 'সিদ'[৮]-গাছের ডালের প্রতীকে ও খই-দুধের ভোগরাগে ওখানে নিয়মিত সর্পপূজা[৯]

---

১ উল্লেখ্য দুই ভ্রমণসঙ্গী : দুর্গাপ্রসাদ কাহার (রামকৃষ্ণ স্যানাটোরিয়াম, রাঁচি) ও মহাদেও ঠাকুর (দেওগাঁই, সিরি, রাঁচি)।

২ তু. 'লৌকিক মন্ত্রেসি সাপের বিষ নাশে' (দ্র. 'গোপালবিজয়', সা-প্র ৬, পৃ ৭)। (বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মদীয় তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থখানির প্রাথমিকভাবে সম্পাদনা করিয়া বিশ্বভারতীর পি-এইচ-ডি. উপাধি লাভ করিয়াছেন (১৯৫৯)। গ্রন্থখানির ২০ ফর্মা পর্যন্ত মৎসম্পাদনায় মুদ্রিত হইয়াছে)। ৩ পুরোহিত। তু. 'পদন্ত' (দ্র. দ্বীপময় ভারত, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

৪ দ্র. প্রবাসী, ১৩৪১, পৃ ৬৫৭ ৫ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবপ্রভাবজাত (তু. ঐ, ঐ, পৃ ৬৫৬-৫৭)

৬ দ্র. The Mundas and their Country, by S. C. Roy, pp. 290-94

৭ দ্র. উরাঁও জীবনী, পৃ ৫ (লেখক মহেন্দ্র প্রসাদ পাণ্ডো, দিনেশ প্রসাদ পাণ্ডো, প্রকাশক শ্রীঅখিলেশ্বর প্রসাদ সিন্‌হা, বিজয়ী ভণ্ডার, রাঁচী)। ইন্দো-মোঙ্গোল 'ছুতিয়া' জাতির (দ্র. Kirāta-Jana-Kṛti, S. K. Chatterji, pp. 66-67) সহিত এই নামের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা অনুসন্ধিতব্য। ইহারা নরবলিপ্রিয় 'অসুর' জাতি হইতে পারে। ৮ ='সিজ মনসা'

৯ বর্ধমান জেলার ভাতাড় থানার নোতা অঞ্চলের 'পোষলা' গ্রামে অদ্যাপি জীবিত সর্প লইয়া মহাধুমধামে মনসার ঝাপান বা গাজন-পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

হইয়া থাকে নাগপঞ্চমী তিথিতে। রাঁতু[১]-রাজ আদিতে ছিলেন অঘোরপন্থী তান্ত্রিক; বর্তমানে গোরখনাথী 'রাউত' বা 'নাথ'-যোগী। বংশপরিচয়ে দেখা যায়, তাঁহাদের আদি-বংশপ্রবর্তক ওরাওঁ-মুণ্ডা-রাজ 'ফেণ[২] মটুক রায়ের' জন্মমুহূর্তে রক্ষক ছিল 'ফণা'-ধারী 'পুণ্ডরিক'[২] নাগ[২]। সেই কারণে তাঁহাদের কুলকেতু—সর্প; এবং তাঁহাদের আবাসভূমির নাম—'নাগ'-পুর। আদিম ধর্মমতের বিবর্তনে বাস্তব সর্প সম্ভবতঃ একদা বহুমানিত হইয়াছিল তান্ত্রিক গুরুগণের দেবভাবনায়—কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিরূপে। শাস্ত্রীয় ষোড়শ সংস্কার-আচরণকারী আদিবাসি-সমাজে; পরে, সহজেই ইহা নাথযোগের দেবী-প্রতীক 'সরুয়া শঙ্খিনী' বনিয়া গিয়া থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত, ঝাড়[৩]-খণ্ডের ওরাওঁ[৪] জাতির মধ্যে 'লাকড়া',[৫] 'হারো'[৬] বা 'কচ্ছপ' ('এক্কা'),[৬] 'তিরকী',[৭] 'তীগা',[৮] 'বে-ক'[৯] ইত্যাদি এই ধরণের নানা 'গোত্র' (totem) ও তজ্জাত পদবী আছে; তন্মধ্যে অন্যতম হইতেছে—'নাগ'[১০]। নাগগণ সাপ মারেন না, আহারও করেন না; নাগের পূজা করিয়া থাকেন কুলাচারে। কেহ কেহ মনে করেন,[২] নাগবংশীগণের আদিপুরুষ 'ফণিমুকুটরায়ের' রক্ষক 'পুণ্ডরিক নাগ', আসলে, মুণ্ডাদের 'পাণ্ডু বিং' বা শ্বেত পাণ্ডুনাগ। এবং নাগবংশী-রাজগণ মূলতঃ মুণ্ডাবংশোদ্ভব। পক্ষান্তরে, 'নাগ'-পদবীর নজির বাঙ্গালীসমাজেও দুর্লভ নহে। বর্তমান বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের বগধী-সম্পৃক্ত মল্লভূমি-রাজবংশের আদি-প্রবর্তক রাজা রঘুনাথ সিংহের বাল্যলীলাও নাগ-লাঞ্ছিত।

---

১ রাতু∠রাতুউ∠'রাউতু' ২ =ফেণা-মণি (দ্র. গোপালবিজয়, পৃ ১০১)। দ্র. The Mundas and their Country, Roy, p. 185 এবং আমার নিকট ডুম্‌রি গ্রামের নাগবংশী লালসাহেবগণ-প্রদত্ত বিবৃতি।

৩ =ঝাট=জঙ্গল (দ্র. Inscriptions of Bengal, Vol. III, Majumdar, pp 81-85); ঝাড়েশ্বর শিব বা 'ঝড়েশ্বর' ব্যক্তিনাম বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত (দ্র.সা-প্র ৪, ভু. পৃ ৮৪, পা-টী ৩; ঐ, ঐ, ভু. পৃ ৮৭, পা-টী ২)।

৪ দ্র. The Oraons of Chota Nagpur, S. C. Roy, pp. 324, 325, 326 etc.; কুড়ুখ-সইহা, পৃ ৯৮, আহ্লাদ তির্কী লিখিত ও প্রকাশিত, রাঁচী, সন্ ১৯৫০ ইশ্বী।

৫ অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ। ধ্বনিসাদৃশ্যে এদেশের বাদ্যযন্ত্রবিশেষের নাম 'কাড়া-নাকড়া'।

৬ মদীয় সংগ্রহ। কূর্ম-প্রতীক 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ইঙ্গিত লক্ষণীয় (দ্র. রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৫১), ভূ. পৃ ৸৶০)।

৭ =ক্ষেতের ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর। চর্যাকার ভুসুকুর পদবী বা নামান্তর পাওয়া যায় 'রাউতু'। তিনি চর্যা-রূপক-রচনায় মূষিক-প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন (দ্র. চ-প, পৃ ১০-১১, ৭৪-৭৫)।

৮ =বাঁদর। 'বান্দর লোক' প্রসঙ্গে কৌতূহলজনক বিবরণ দ্র. The Birhors, S. C. Roy, pp. 2-6, etc. ৯ =লবণ। মীনপন্থে 'আলুনি' কচুশাক খাইবার বিধি আছে (দ্র. গো-বি, পৃ ১০৫)।

১০ বা 'খেট্টা'। যমুনাদহ-নিবাসী (দ্র. সা-প্র ৪, ভু. পৃ ৫৯, পা-টী ৮)

সুবর্ণরেখা-উপত্যকায় হুঁড্রু-জোনা-অঞ্চলে বন্য হস্তিযূথ অতর্কিতে আদিবাসীদের সংবৎসরের ক্ষেতের ফসল খাইয়া গেলে, মান্য করা হইয়া থাকে—'গণেশ ঠাকুরের কৃপা' বলিয়া। উবারিয়া (বা 'লোহারিয়া') গ্রামের বর্ধিষ্ণু কর্মকারগণ তাঁহাদের 'বৈঠকের' মাটির দেওয়ালে গণেশ-ঠাকুরের প্রতীক হস্তিমুণ্ডের[১] ও জোড়া-সাপের[২] রিলিফের মূর্তি, অলঙ্করণ তথা গৃহদেবতা-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। আবার, মূলতঃ বাঙ্গালী হইয়াও, স্থানীয় দেবতা 'মহাবীর ঝাণ্ডা'কেও তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। যাহাই হউক, বাঙ্গালী-ঐতিহ্যে মনসা পরবৈদিক নাগ-লাঞ্ছন দেবী। 'নাগ' শব্দটি দুই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে—হাতী ও সাপ। বাঙ্গালাদেশে হস্তিবাহনা[৩] ও সর্পবিভূষিতা উভয়রূপেই মনসামূর্তি মিলিয়াছে।

ডুমরি গ্রামের 'দেবী মণ্ডপে',[৪] 'জলেশ্বর মহাদেও', 'বুড়ঢা মহাদেও',[৫] 'জাহের বুড়ী',[৫] 'নয়নাচেঁদি রানী-মা',[৬] মছিন্দর নাথের 'হহঙ্কার[৭] দেবী', 'নেতো ধোবিন'[৮] বা

১ তু. 'খেমারে অঙ্কুশ দেয় হস্তিয়ার মুণ্ড' (গো-বি, পৃ ৯১)

২ প্রাচীন ক্রীট ও সুমেরীয়দের মধ্যে 'ইরা' ও 'গি' নামক স্ত্রী ও পুরুষ সর্পযুগলের পূজা প্রচলিত ছিল (দ্র. মহেঞ্জোদড়োর লিপি ও সভ্যতা, নাথ, পৃ ৮৭)। বাঙ্গালার নাথধর্মে ইহা 'দুইমুখা সাপ' (দ্র. গো-বি, পৃ ৯০)।

৩ শান্তিনিকেতন-বোলপুরে 'ডাঙ্গলে-কালী'-তলার অদূরে মনসামন্দিরে দেবীর হস্তী-ছলন রহিয়াছে (দ্র. সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ৭৩, পা-টী ২)। স্থানীয় 'বীরবংশী'গণও ইঁহার পূজা করিয়া থাকেন। বাঁকুড়া-সিমলাপাল-অঞ্চলের আদিবাসী 'লোহার'গণ মহাধুমধামে মণ্ডপে মনসাপূজা করিয়া থাকেন হাতী ও ঘোড়ার ছলন সহযোগে।

৪ 'দেবী-মাই'-এর পূজার জন্য কোথাও নগণ্য মন্দির, সামান্য ছাউনি এবং অপর প্রধান গ্রামদেবতার জন্য শাল বা অন্য বৃক্ষরাজির নিভৃত বীথী বা কুঞ্জের মধ্যে বেদী বাঁধিবার বিধান (দ্র Oraon Religion and Customs, S. C. Roy, pp 10-11) দেখা যায়।

৫ তু. পশ্চিমবঙ্গের দেবদেবী : বুড়ো শিব, বুড়ো ধর্ম, আহের বুড়ী, কামার বুড়ী, পুইনে বুড়ী প্রভৃতি।

৬ ইনি নাথসম্প্রদায়ের 'রানী ময়নামতী' হইতে পারেন।

৭ 'হাঙ্কর বাই' (দ্র. Oraon Religion and Customs, Roy, p 16 etc.)। আমার মনে হয়, মৎস্যেন্দ্রনাথের 'সিদ্ধ হুঙ্কার' দেবায়িত হইয়া ইহার সহিত একীভূত হইয়াছে।

৮ তু. ভূ. পৃ ১৫-১৬, পা-টী ১ : রজকী মুচিমাগী মনসা। ইনি চণ্ডীদাসের আরাধ্যা নৈরামণি 'রমণী'। ওরাওঁ 'করম ডণ্ডির' বা 'করমা'-গীতের বয়ানে দেখা যায়, 'রুইদাস পাটনে' মনুষ্যের সৃজন এবং নাগপুরে তাহার জন্ম ('রুইদাস পটনে সিরিজলা রে মনোওা, নগাপুরে জনামা তোহারা…রে'—দ্র. কুড়ুখ-সইহা পৃ ১০৬, আহ্লাদ তির্কী লিখিত, রাঁচী)। আমার মনে হয়, এই রুইদাস-পাটনের সহিত রাঢ়ীয় 'রুইদাস' মুচিদের (দ্র. সা-প্র ৪, পৃ ৩৭৪) এবং মুচিমাগী মনসার কোনও বিশেষ ভাবসম্পর্ক আছে। পাটনা ও রোহিতাশ প্রদেশ হইতে মুসলমান কর্তৃক ওরাওঁদের উৎখাত হওয়ার ঐতিহাসিক কাহিনী ইহার পটভূমিমাত্র (তু. উ-জী. পৃ ২)।

'মনসা চামীন্', 'কামুর চাণ্ডী',[১] নিয়মিত পূজালাভ করিতেছেন—প্রস্তরখণ্ড[২] ধ্বজ-ত্রিশূল ও তান্ত্রিক নানা চক্র-প্রতীকে। আমাদের সংগৃহীত ও আলোচিত বাঙ্গালা মন্ত্রাবলীতে এই সকল দেবদেবী মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃরূপে সুপরিচিত।

রাজরোপ্পার দামোদর-তীরে দেবী রহিয়াছেন 'ছিন্নমস্তা'[৩]; তিনি শিলাময়ী ও মন্দিরবাসিনী। রাঁতুরাজের অর্চিত শাস্ত্রীয় নিখুঁত শারদীয়া দুর্গাপ্রতিমার গড়ন বর্তমান বাঙ্গালাদেশেও দুর্লভ। নরবলির ও গো-বলির বদলে ছাগ-মহিষ-বলি-প্রাপ্তিতেই বর্তমানে দেবীর তুষ্টি। 'তুপুদানা' গ্রামে জলেশ্বর শিবের 'আখড়া-চৌতারার[৪] পাটে,[৫] ও তাহার ঈশান কোণে অবস্থিত দেবী 'সাত বোহিনের'[৬] মণ্ডপে প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে বিষুব-চড়ক (গাজন) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে 'জাগরণ',[৭] 'অগ্নিঝাঁপ',[৮] 'লাফরা ভাঙ্গা',[৮] 'বাণ-ফোঁড়া'[৮] নিয়মিত সমারোহে সম্পন্ন করাইয়া থাকেন 'পৈতুণ্ডি'[৯] 'দেঘরিয়া'[১০] ও 'ভক্তা'গণ[১০]। 'টোন্‌কো' গ্রামে

১ ইনি হিন্দু ও ইসলামী (দ্র. 'সাপের মন্তর', পৃ ৪ ই., মরহুম মীর খোররম আলী সাহেব প্রণীত, গওসিয়া লাইব্রেরী, ৫৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা-১৬) বাঙ্গালা মন্ত্রের 'হাড়িঝি চণ্ডী'। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কল্পিত সপ্তরসের অধিকারিণী (আলোচনা দ্র. সা-প্র ৪, পৃ ৩৫৪-৫৫) দেবী চণ্ডীর আবাসের অনুরূপ নগরের কল্পনা ওরাওঁদের 'করমা'-ব্রতের কাহিনীতে আছে (দ্র, উ-জী, পৃ ২৫)।

২ শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় ছোটনাগপুরের প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর, তাম্র ও দগ্ধমৃত্তিকার নির্মিত প্রত্নবস্তুর কয়েকটি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন (দ্র. প্র., ১৩৪১, পৃ ৪৬৮)। তাঁহার প্রকাশিত চিত্রাবলী দেখিয়া, দেবদেবীর প্রতীক এই আলোচ্য প্রস্তরাদির খণ্ডগুলিকে আমি মূলতঃ প্রাগৈতিহাসিক ও বৈদিক (ঐ, ঐ, পৃ ৪৭০) যুগের প্রত্ননিদর্শন বলিয়াই অনুমান করি। ৩ সম্ভবতঃ 'মুণ্ডা'-হীন তান্ত্রিক অঞ্চলের তন্ত্রসম্মত পীঠদেবী। ৪ তু. 'দ্বারা গোতারা' (সা-প্র ৩, পৃ ১১৭)।

৫ লৌহশলাকাবিদ্ধ মনুষ্যাকৃতি কাঠের ছোট তক্তা। 'মুণ্ডা-গাজনে' ইহা লইয়া শোভাযাত্রা করা হয়। আদল দ্রষ্টব্য—শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু-অঙ্কিত চিত্র (রূ-ধ, ১খ, ১ম সং, পৃ ৯৮)।

৬ ইহাঁরা বৈদিক দেবী এবং রাঢ়ে সুপরিচিতা (দ্র. মদীয় প্রবন্ধ: 'পাণ্ডু-রাজার স্তূপের কথা ও কাহিনী', শারদীয় 'বর্ধমান' ১৩৬৮, পৃ ৩০-৩১)। ছোটনাগপুরে ইহাঁরা 'বাণ-কাটনি'-মন্ত্রের 'সাতো ধোবিন্'।

৭ স্থানান্তরে ইহাই সম্ভবতঃ 'জাগর'-দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছে। 'জাগরণ' শব্দ হইতে অক্ষর বিপর্যয়ে 'গাজরণ' বা 'গাজন' শব্দ আসিতে পারে।

৮ এই সকল কৃত্য রাঢ়দেশেও অজ্ঞাত নহে। রাঁচি জেলার 'উবারিয়া' গ্রামের শ্রীরামপ্রতাপ কর্মকার-বিরচিত এই প্রসঙ্গের একটি ছড়া এইরূপ: 'ইহ কলিকাল ঘোরে, সামান্য ভক্তির জোরে, চলিতেছে অগ্নির ওপর গো। হর হর ব্যোম॥ রামপ্রতাপ ভাষে, প্রতচ্ছ দেখুন এসে, গ্রাম উবারিয়া মণ্ডা পরব'॥—'মণ্ডা পরব' আদিম কালের মুণ্ড-বলিদানের পর্ব হইতে পারে। ইহা মুণ্ডা জাতির মৌলিক ধর্মকৃত্য হওয়াও অসম্ভব নহে। হয়তো, ইহাই পরে, ধর্মঠাকুরের নিকট 'হাকণ্ডসেবন'-কৃত্যে পর্যবসিত হইয়াছে।

৯ পতিতুণ্ডি: সম্ভবতঃ বাঙ্গালী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গাঁই-বিশেষ। বর্তমান পূজক শ্রীমোতীলাল পৈতুণ্ডির পূর্বপুরুষ একদা মানভূম জেলার অধিবাসী ছিলেন।

১০ বাঙ্গালার 'দেঘর্‌য়া' ও 'ভক্তা'। অর্থ—দেবগৃহবাসী পূজক ও গাজনের উপলক্ষ্য-সন্ন্যাসী।

পাহাড়ের পাদদেশে আম্রকাননে, গ্রামের 'জতরা' বা 'যাত্রামেলা'[১] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে প্রতি কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে। গ্রাম-গ্রামান্তরের ওরাওঁ-মুঁড়াদের বাদ্যভাণ্ড সহযোগে গোত্রদেবতা বহিয়া পতাকা-যাত্রা[২] ও সম্মিলিত উদ্দাম ছন্দোময় নৃত্যগীতের ভঙ্গিতে ও 'তামাসা'[৩]-নৃত্যে প্রধানতঃ ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ওরাওঁদের 'ধর্মে'-পূজা লক্ষণীয় ব্যাপার। শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়[৪] অনুমান করিয়াছেন, ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি যে 'ধর্মে' বা ধর্মদেবতার পূজা করেন, ভগবানের সেই নাম বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত। তাঁহার মতে, বিহার হইতে এই 'ধর্মে' নামটি আসিয়াছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার, বুদ্ধদেবের 'ধর্ম' নাম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাম্প্রতিক আবিষ্কার[৫] মাত্র। পক্ষান্তরে, দ্রবিড় ওরাওঁদের 'ধর্মে'-ঠাকুর—'বিড়ি বেলাস' বা নৈরাকার সূর্যদেবতা[৬] এবং পশ্চিমবঙ্গের সূর্য-ধর্মের পদ্ম-[৬] ও কূর্ম-পীঠের কল্পনা, নিঃসন্দেহে এদেশের আদিবাসিন্দা দ্রবিড়-কোলদের[৭] দান। রাঢ়ীয় ধর্মদেবতা-বিশেষের 'অনুকূল কোলা' নাম, এই দৃষ্টিতে তাৎপর্যময়। ওরাওঁদের[৮] ধর্মে-দেবতার স্ত্রী পার্বতী ও সীতা। শ্বেত ছাগ ও শ্বেত কুক্কুট তাঁহার প্রিয় বলি। মদ, দুধ, আতপ চাউল তাঁহার প্রিয় উপচার। অন্ধ কুষ্ঠ ক্ষত নিরাময় করেন ওরাওঁ-মুণ্ডাদের ধর্মঠাকুর। 'হারো'[৫] বা 'কচ্ছপ'-কুলের ওরাওঁদের মুণ্ডা-পাহানের পূজায় তাঁহার পরিতুষ্টি। তাঁহার পুরাণ-কাহিনী একদিকে যেমন সুপ্রাচীন তাম্র ও পুরাতন লৌহযুগের

১ অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রাম হইতে শোভাযাত্রা করিয়া একটি নির্দিষ্ট দেবস্থানে আসিয়া মিলিত হওয়া। প্রারম্ভে, স্থানীয় উলকী-পরা 'পাহান'-এর শ্বেতপতাকা ও আগত লাল-ডোরা পতাকাসমূহের ('বৈরাখ্‌স্'), তুমুল বাদ্যভাণ্ড সহযোগে অভিবাদন-বিনিময়, দর্শনীয় ব্যাপার।

২ বিস্তৃত বিবরণ দ্র. O. R. & C. Roy, pp. 83, 84 etc.। পশ্চিমবঙ্গের বার-উয়ারি পূজানুষ্ঠানে, পূজা লইয়া দেবমণ্ডপে যাওয়ার শোভাযাত্রায় বর্তমানে পতাকা বহন করা হয় না। পূর্বে হইত। ইহার আনুষঙ্গিক আদিম উদ্দাম নৃত্যগীত, বর্তমানে রাত্রি-'জাগরণ' করিয়া 'যাত্রা'-গানের অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে। কার্ত্তিকী শ্যামাপূজার উপলক্ষ্যে বলিপ্রদত্ত ছাগমুণ্ড লইয়া 'মুড়ি কাড়াকাড়ি'-অনুষ্ঠানে এদেশে আদিম উদ্দামতার অবশেষ রহিয়া গিয়াছে।

৩ বা, সং সাজিয়া নৃত্য করা। এদেশে গাজনের সং সুপরিচিত। ৪ দ্র. প্রবাসী ১৩৪১, পৃ ৬৫৩।

৫ দ্র. রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খ, ১ম সং, ভূ. পৃ ॥/০-৸/০। এবং পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ ৩৪, পা-টী ৬

৬ দ্র. Oraon Religion and Customs, Sarat Chandra Roy, pp. 19-26; The Birhors, Roy, pp. 398-405। তুলনামূলক আলোচনা অন্যত্র প্রকাশ করা হইবে।

৭ দ্র. The Mundas and their Country, Roy, Appx. p. V etc.। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা আবশ্যক, 'সিং-বোঙ্গা' বা সূর্যদেবতা মুণ্ডা জাতির প্রধান দেবতা (দ্র. ঐ, ঐ, পৃ ১৩৮ ই.)।

৮ দ্র. O. R. & C., Roy, pp. 19-26, 289 etc.

লৌহজীবী বা বৈদিক ব্রাত্য অসুর-বিনাশনের স্মৃতিমণ্ডিত, অন্যদিকে, 'দিকুডাক'সমেত তাঁহার পূজাপদ্ধতি ও মৌলিক ভাবরূপেও যথেষ্ট ক্রমবিবতন লক্ষিত হয়। এমন-কি, তাহাতে ঔপনিষদ প্রতিধ্বনি[১] অতি সুস্পষ্ট।—'বাবা বাবা বাদর হারো ভৈরো, বাবাস্ নামহাই, জিয়াহুম্ রাদস্ হারো, ভৈরো, বাবাস্ নামহাই কায়াহুম্ রাদস্, 'বাবা বাবা' বাদর হারো, ধর্মে বাবাস জিয়াহুম রাদস।—অর্থাৎ হে ভাই, তুমি মুখে ভগবান্‌কে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া থাক; কিন্তু সেই 'বাবা' তোমার প্রাণের ভিতরেই আছেন, [কূর্মরূপী] 'ধর্মে বাবা' তোমার শরীরের ভিতরেই আছেন'[২]। বলা বাহুল্য, এই 'ধর্মে বাবা' বুদ্ধদেব কদাচ নহেন। ইনি পরমেশ্বর,[৩] এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জনক[৩]—দীপক বাঘ[৩] ও অজগর নাগ[৩]বাহন আদিদেব ধর্মদেবতা[৩]। পক্ষধর ঘোড়া, মহিস, বাঘ, সাপ, মশা, শ্বেতমাছি পরিবৃত, 'নওয়া-চৈতি'-পূজায় পরিতৃপ্ত, ধানচাষী শিব-ধর্মের স্বরূপ রাঢ়ীয় কোল-দ্রবিড় সভ্যতার বিবর্তনের মধ্যেই নিহিত আছে। ইহাতে 'বোধি ধর্মের'[৪] প্রলেপ-লেপন, কল্পনাবিলাসমাত্র।

ওখানকার ওজাদের ভূত-তাড়ানোর ও সাপের বিষ-ঝাড়ার মন্ত্রের ভাষায় দেখা যায়, বাঙ্গালার সঙ্গে কুড়ুখ ও দেহাতি হিন্দীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এদিকে সুপরিকল্পিত গবেষণা[৫] চালাইলে ভাষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নানা নূতন দিক্ আবিষ্কৃত হইতে পারে। রাঁচি জেলার পাঁচ-পরগণার[৬] এবং মানভূম জেলার[৬] কুর্মী জাতির ব্যবহৃত বিকৃত বাঙ্গালা-বুলির নাম 'কুরমালি বাঙ্গালা' বা 'খোট্টা বাঙ্গালা'। গ্রীয়ার্সন সাহেবের নমুনা উদ্ধৃতি হইতে ইহাকে বাঙ্গালা-অপভ্রংশ বলিয়া সহজেই চেনা যায়। হাজারিবাগ জেলার গোলা রামগড় ইত্যাদি[৬] অঞ্চলে যে বুলি প্রচলিত তাহার নাম 'হেটগোলা'-বাঙ্গালা। কিন্তু সেন্‌সাস্ রিপোর্টে এই সকল বুলিকে হিন্দী বা বিকৃত মগাহি হিন্দী বলিয়া চালানো[৬] হইয়াছে।

বুণ্ডু, শিল্লি ইত্যাদি পাঁচ পরগণার কুর্মী ইত্যাদি জাতির মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বাঙ্গালা ঝুমুর-গীত[৭] শোনা যায়। ওদেশে অন্যত্রও ইহার বহুল প্রচলন আছে। সম্প্রতি সংগৃহীত[৮] একটি ঝুমুর গানের নমুনা এইরূপ : 'ভোরমে উঠিয়ে রানী ক'লমে কানাই,

১ তু. গো-বি, ভূ. পৃ ক-৮। ২ দ্র. প্র, ১৩৪১, পৃ ৬৬৫।

৩ দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১১৮ ই.; ভূ. পৃ ৪৪-৪৬; রা-ধ ১খ, ১ম সং, পৃ ২৫।

৪ দ্র. ও তু. Indian Pandits in the Land of Snow, S. C. Das, pp. 34-37

৫ সম্প্রতি ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার করণ ও ডক্টর শ্রীনন্দকিশোর সিংহ এই বিষয়ে কিছু কাজ করিয়াছেন।

৬ দ্র. প্র, ১৩৪১, পৃ ৬৬০-৬২। পাঁচ পরগণা : শিল্লি, বারাণ্ডা, রাহে, বুণ্ডু ও তামাড়।

৭ প্র, ১৩৪১, পৃ ৬৫৭। মদীয় সংগ্রহে প্রায় শতাধিক নমুনা আছে।

৮ ডাক্তার শ্রীসর্ববন্ধু দে লিখিত ২৬-১১ এবং ৮-১২-১৯৬২ তারিখের পত্র। সংগ্রাহক শ্রীভজরাই ওরাওঁ।

চিনি ফেনি মাখন লিয়ে তাঁহি খেলাই। নাচ রে গোপাল মেরে বোলোত তোমাই' ॥ —এদিকে বাঁকুড়া-ছাতনার ভগবতী নিত্যা-বাসলী[১] ঝুমুরপ্রিয়া[২] দেবী। 'ঝাড়খণ্ডী'-কীর্তন-পদ্ধতি বাঙ্গালা-মুলুকে প্রামাণ্য ও সুপরিচিত। এই সকল যোগাযোগের উৎস সযত্নে অনুসন্ধিতব্য। কুড়ুখ[৩] বা ওরাওঁ 'সরহুল[৪] গীত', 'জতরা'[৫], 'ঝুমৈর',[৬] 'করম ডণ্ডি'[৭] বা 'করমা[৮] গীত' 'বেঞ্জা ডণ্ডি'[৭] বা 'বিবাহ গীত', 'চালি বে-চনা'[৯] বা 'আঙ্গন খেল' ইত্যাদি ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক গীতাবলি বা বোলচালের[১০] তুলনামূলক আলোচনা[১১] ভারতীয় জাতীয় সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে অবশ্য-আলোচ্য বলিয়া মনে করি।

---

১ দ্র. প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩৬১। ২ দ্র. বঙ্গভাষার লেখক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃ ৩।

৩ =কুরুক্‌ (বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ৩য় সং, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১২২)। কোল অথবা মুণ্ডা ভাষা-গোষ্ঠীর সান্তাল, হো, শবর, মুণ্ডারী ও কুরুক্‌ ই. ভাষা অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীর এবং গোণ্ড, ওরাওঁ ই. দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (দ্র. ঐ, ঐ, ঐ)। ৪ বা 'খদ্দি ডণ্ডি' (দ্র. কু-স, পৃ ১০২)।

৫ =যাত্রা। (লুঝরি ও লহসুআ—এই দুই প্রকার সুরে গাহিবার নির্দেশ আছে (দ্র. ঐ, পৃ ১০৪)।

৬ =ঝুমুর। ইহা বিশেষ প্রকার সুরের নাম (দ্র. ঐ, পৃ ১০৫)। ডাক্তার দে-সংগৃহীত ওরাওঁ-মুণ্ডাদের গেয় একটি 'করম-ঝুমুরের' নমুনা: 'ডালে আছে মুলো নাই বাঙ্গা গাছে ফুলো নাহি. বেনা ফুলে ফল কেমন হয়, গিয়ো (এই) কুথা পণ্ডিত্‌ তো ভাভি। স্বর্গে পঞ্ছি উড়ে, সামনা সুড়া (সিধা) খুটা বাম্নি, তোরো মন্দির বনায়, ই কুথা পণ্ডিত ভাবে' ॥—ইহার সহিত তুলনীয় 'কোন সরাবরা পানি বিনো. কোন মুল বিনো ডাল' ই. (গো-বি, পৃ ২০৫)।

৭ ওরাওঁ ভাষায় 'ডণ্ডি'—পর্বোপলক্ষ্যে গেয় যে-কোনও প্রকারের গীত। গোণ্ডদের মধ্যে ইহার সমার্থক শব্দ 'ডাণ্ডা'। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম স্বীয় গীতপদ্ধতির পরম্পরা-প্রাপ্তির জন্য মানিকদত্তের 'ডাণ্ডা'র প্রতি ঋণ স্বীকার করিয়াছেন (আলোচনা দ্র. সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ৮, পা-টী ৪)।

৮ বৃক্ষবিশেষ (Naucleaparvifolia)। ইহার ডালে লোকাচারে এই পূজা হইয়া থাকে। পূজার পর ভাঙ্গা ধামা, কুলা, ধুচনি ইত্যাদি পুকুরপাড়ে নিক্ষেপ করা হয়। দামোদর-উপত্যকার 'ফেঁতাই চণ্ডী' অনুরূপ দেবতা। শাস্ত্রীয় 'শ্রীকর্মা একাদশী বা ঝুরপূজন-পদ্ধতি' 'কর্ম' ও 'ধর্ম' নামক দুই ভাইয়ের ব্রতকৃত্য প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র ব্যাপার (দ্র. 'শ্রীকর্মা একাদশী ব্রতকথা, গংগাদয়াল পাণ্ডো-বিরচিত, বাবু ঠাকুরপ্রসাদ গুপ্ত বুকসেলর, বনারস সিটী, প্রকাশিত)। ডক্টর শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস তাঁহার 'ওড়িয়া লোকগীত ও কাহাণী' গ্রন্থে (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮) ওড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত করম দেবতার পূজাবিধি ও আখ্যায়িকা প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়, রাঁচি জেলা হইতে ওড়িয়া ভাষায় 'করম কথা' বা করম-ধরমের কাহিনীর পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন (দ্র. প্র, ১৩৪১, পৃ ৬৬০)। 'উরাঁও জীবনী' গ্রন্থে বিবৃত করম-কথার কাহিনী বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বাঙ্গালাদেশের চণ্ডীমঙ্গল-গ্রন্থের ধনপতি-শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রা-কাহিনীর সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্যযুক্ত (দ্র. উ-জী., পৃ ২২-২৬)। কুড়ুখ-সইহা গ্রন্থ-ধৃত (পৃ ১০৫-১০৭) ছড়া-কাহিনীটিও লক্ষণীয়।—এই কাহিনীগুলির তুলনামূলক আলোচনা আবশ্যক।

৯ তু. 'অথ চনা-পাবন' (শূন্য-পুরাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌-প্রকাশিত, পৃ ৪০-৪১)।

১০ দ্র. কু-স, পৃ ১০২-১১১।

১১ দ্র. নমুনা: কু-স, পৃ ১০৬ (করম ডণ্ডি বা করমা গীত): নগপুরিয়া চেঁড়া পেল্লো (ছোটনাগপুরের যুবতী কন্যা), বোঙ্গা বোঙ্গা ভোটঙ্গ কাদি…হো (হাওয়া হ'য়ে ভোটান যাচ্ছ কেন)। ইসানিম অয়ো,

সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীর হইতে বিষ-নামানোর প্রক্রিয়ায় বাঙ্গালা দেশে 'মোরগ ঝাঁপ' করার কৃত্য করিয়া থাকেন রোজাগণ। ওদেশে আদিবাসীদের মধ্যে নানা পূজাপার্বণে দেবতার নিকট বিশেষ বলি দিতে হয় মোরগ। ওরাওঁ-মুণ্ডাগণ চৈত্রমাসে শালফুলে 'সরহুল'[১] পূজা, আষাঢ় মাসে সবুজ ধান্যচারায় 'হড়িয়ারি' পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে কাটা-ধান্যে 'খড়িহানি' পূজাদি করিয়া থাকেন।—এই সকল পূজা ও অন্য নানা অনুষ্ঠানে এখানে মোরগ-পূজা ও মোরগ-বলিদানের বিধি সুপ্রচলিত। মোরগরক্ত ব্যতীত আদিম দেবতাদের যেন তৃপ্তি হয় না। কুক্কুট-রক্তে তুষ্ট হইয়া ওদেশের দেবতা উপাসককে প্রচুর ফসল ও সর্বমঙ্গল দান করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের নিকট মোরগ-বলি দিবার বিধি আছে। হিন্দু ও জৈন ঐতিহ্যে চণ্ডী মনসা কার্ত্তিক কুক্কুটসম্পৃক্ত দেবদেবী। বৈদিক সাহিত্যে হংস জীবাত্মার প্রতীক। প্রাগ্-বৈদিক ধর্মে সম্ভবতঃ এই প্রতীক ছিল বিষবৈরী কুক্কুট। ভ্রমবশতঃ ইহা ইসলামী[২] অবদান বলিয়া অনুমান[২] করা হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ, এই প্রথা প্রাগার্য সভ্যতার নিদর্শনবিশেষ বলিয়াই মনে করি।

বঙ্গে ও বৃহত্তর বঙ্গে পল্লীসমাজের, উপর ও নীচের তলায়, আর্য ও আদিম ধর্ম-সংস্কৃতির শাশ্বত ফল্গুপ্রবাহ, এই 'ভারী-শিল্প'-যুগের অবসর্পিত পরিস্থিতিতে এখনও স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই। 'রাজা-ডেরা'-র 'শংখ'-নদীর 'হীরা দহ'[৩] আজিও বর্তমান। তবে, ঈশাহী ও বৌদ্ধ মিশনারীগণের আলোকদানের নবীন প্রযত্ন, আদিবাসী-সমাজ হইতে কিছু কিছু অন্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ

ইসানিম বাবা (এখানে তোমার মা, এখানে তোমার বাবা), বোঙ্গা বোঙ্গা ভোটঙ্গ কাদি···হো (হাওয়া হ'য়ে ভোটান যাচ্ছ কেন)। ইসানিম সিঙ্গার, ইসানিম পতার (এখানে তোমার লাসবেশ, এখানে তোমার অলঙ্কার), বোঙ্গা বোঙ্গা ভোটঙ্গ কাদি···হো (হাওয়া হ'য়ে ভোটান যাচ্ছ কেন)।—প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, চর্যাগীতির বাঙ্গালী 'বউড়ী'গণ 'রাতি ভইলে কামরু জাঅ' অর্থাৎ রাত্রি হইলে 'কাঁউর-কামিখ্যা' বা কামরূপ যায় (দ্র. চ-প, পৃ ৫০-৫১)। উপরন্তু, মনে রাখা দরকার, নাথযোগের ও বাঙ্গালা মন্ত্রজাতের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'কামরূপে' অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে, 'নাট' উপজাতির অস্থি-দেবতা 'নাট' 'নাটিন' 'কোউনরু' বা আসামের কামরূপে অধিষ্ঠান করেন (দ্র. O. R. & C., Roy, pp. 273-74)।

১ বাঙ্গালাদেশে শালবন-বেষ্টিত 'সুরুল' (বা 'সুরুলিয়া')—এই গ্রামনামের উৎপত্তি, অনুরূপ পূজাপার্বণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার নাম হইতে হওয়া সম্ভব। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য গ্রামনাম দেখা যায় অষ্ট্রিক ও দ্রবিড় মূল। দক্ষিণ রাঢ়ের দামোদর-মুণ্ডেশ্বরী উপত্যকায় অসুর ও মুণ্ডাদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করা যায় অসংখ্য। বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমে অসুর-অধ্যুষিত প্রাগৈতিহাসিক গ্রামনামের অপ্রতুলতা নাই।

২ ধর্মঠাকুরের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরাও পূর্বে ইহা মনে করিতাম।

৩ দ্র. ছোটানাগপুর কা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ ৪, প্রকাশক সিনহা প্রেস, রাঁচী।

হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে স্থলবিশেষে দেশের পরম্পরাগত পরিচয় একেবারে মুছিয়া যাওয়ায়, অবশ্যই ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্যের দিক্ হইতে কিছু কিছু জাতীয় অপচয় ঘটিতেছে। এক্ষেত্রে, আশার কথা এই যে, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি অতীব দৃঢ়মূল। ফলে, আদিবাসী ওরাওঁ-মুণ্ডাদের 'গোঁয়ো'[১] মুণ্ডা-পাহানগণ, তাঁহাদের জাতভাই খৃষ্টান হইতেছে বলিয়া, 'ধর্ম দিয়াছে'—এ-কথা এখনও স্বীকার করেন না। স্থানীয় 'ডোম্মন[২] মাহাতো'গণও[২] নববৌদ্ধ পরিবেশে কৌলিক ব্রাহ্মণত্ব ভুলেন নাই।

সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, রাঁচি জেলার 'জোনা'[৩]-ঝর্ণার 'গৌতমধারা'[৩]—এই নাম দেওয়া হইয়াছে। সেখানে পর্বতশীর্ষে গৌতম-বুদ্ধের নামে মঠ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে নয়নাভিরাম পরিবেশে। কিন্তু, আসলে, তাহা-যে ছোটনাগপুরের গঙ্গা[৪] যমুনা[৩] ও রাঢ়্[৫] নদীর মুক্ত ত্রিবেণীতীর্থ[৬]—সে-পরিচয় ভুলিলে, জাতীয় সংস্কৃতির উপর অবহেলা করা হইবে। এই পরিবর্তন-প্রচেষ্টায় মনে হয়, যেন, উত্তর বিহারের একদাতন বৌদ্ধ প্রবাহ,[৭] ছোটনাগপুরের গভীর পার্বত্য অরণ্যভূমিতে প্রবাহিত করার ব্যপদেশে,[৭] গৌতম-বুদ্ধের নামে, ঝাড়খণ্ড হইতে সর্পযোগের মনসা-সাধনা[৮] বা সুপ্রাচীন শৈব নাথ-[৮] তান্ত্রিকতা, হয়তো অজ্ঞানিতভাবেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে। তথাপি, ভৌগোলিক, কিংবা সেকালের অর্থাৎ গুপ্ত, পাল, সেন যুগে অথবা ইসলামী[৯] বা ইংরাজ আমলে,[১০] রাজনৈতিক বা যে-কোন সূত্রে, এক কালের অষ্টাদশ আটবিক

---

১ রাঁচি জেলার 'গড় থটঙ্গা' গ্রামের অধিবাসী জনৈক পাহানের নাম। 'গোয়ো' নামটি আমাদের 'গোয়ী' বা 'গুয়ী' স্মরণ করায়। 'থটঙ্গা' নামে গ্রাম বীরভূমে আছে।

২ 'জোনা'-ঝর্ণা বা বর্তমান 'গৌতমধারায়' বিড়লা-প্রতিষ্ঠিত গৌতমবুদ্ধের মঠের বর্তমান দেওড়া। অহিভূষণ শিববাচক 'ডোম্মন' নামটি লক্ষণীয়। বাঙ্গালাদেশে 'ডোমন' (*ডোম্মন), 'ডোম্না' (*ডোম্ম-না), 'ডোম্মারা' বা 'ডোম্মরা' (*ডোম্ম-রা), 'ডোম্মালা' (*ডোম্ম-লা)—এইরূপ নাম হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ব্যক্তির, সর্পবিশেষের এবং দক্ষিণ রাঢ়ে বিভিন্ন স্থানের ও অতি পুরাতন মজা জলাশয়াদির আছে, দেখা যায়।

৩ রাঁচি জেলার ও বিহারের মানচিত্রে যথাক্রমে বানান আছে: Jonah, Jaunah (জোনাহ্ বা জউনাহ্)।—ইহা হইতে সহজেই ও স্পষ্টতঃই 'জবুনা' বা 'যমুনা' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। অথচ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের জোনা-সন্নিহিত ষ্টেশনটিরও সম্প্রতি 'গৌতমধারা' নামকরণ হইয়াছে।

৪ এই নদীটির স্থানীয় নাম 'গুঙ্গা'। কিন্তু সন্নিহিত রেলষ্টেশনের নাম 'গঙ্গাঘাট'।

৫ রাঢ়ীয় অথবা রাঢ়দেশগামী। উভয় অর্থেই ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

৬ পূর্বাভিমুখী 'গঙ্গা'-নদীর ধারায় 'যমুনা'-নদী ও ঝর্ণা মিলিত হইয়া 'রাঢ়্'-নদী—এই নামে প্রবাহিত হইতেছে। ৭ দ্র. প্রবাসী, ১৩৪১, পৃ ৬৫৩।

৮ আলোচনা দ্র. মহেঞ্জোদড়োর লিপি ও সভ্যতা, শ্রীরাজমোহন নাথ, পৃ ৮৩-৯১। তু. 'নাট-নাটিন' (O. R. & C., Roy, pp. 273-4)। ৯ দ্র. প্রবাসী, ১৩৪১, পৃ ৬৭৫

১০ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 'জেলা জঙ্গলমহল' সম্পর্কে (বেগুনকোদর, পাতকুম, থটঙ্গা, কোচাগারা, ই. গ্রামনামাদির প্রসঙ্গে) আলোচনা দ্র. 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থের মুদ্রাপ্যমান প্রথম খণ্ড।

রাজ্যসমন্বিত এই 'তোসলী'[১] মহারাজ্যে পরিব্যাপ্ত, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের[২] আদি-বাঙ্গালীর সমাজ-মন্থনের ঐতিহাসিক অন্তস্তর (Substratum), কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই মিলিয়া যাইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদঞ্চল হইতে বঙ্গসংস্কৃতি-সম্পুটিত হস্তলিখিত গ্রন্থাবলী, দন্তকথা ও লোকসঙ্গীতাদি নিঃশেষে সংগৃহীত হইলে, বৃহৎবঙ্গের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা ও রীতি-নীতির পুরাতন নিদর্শনসম্বলিত সাহিত্যসেবার কোন্-সে বিস্ময়কর উপকরণ আমাদের অধিগত হইবে, কে জানে।

যাহাই হউক, ছোটনাগপুরের এই আরণ্য পরিবেশে, বাঙ্গালা পুঁথির সহিত, ওখানকার আদিবাসী ওজা-মঁতী[৩] এবং দেওঁড়াদের নিকট হইতে সম্প্রতি সংগৃহীত বাঙ্গালা অজস্র মন্ত্রাবলীর অধিকাংশই হইতেছে—'ত্রিবেণী-ঘাটে মন-পবনের ক্ষারে নেতা-ধোবানীর কাপড়-কাচা'র কাহিনী[৪]-সম্বলিত। তাহার বিস্তৃত ও তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ করিবার অবকাশ এখানে নাই। তন্মধ্যে, মাত্র সাপ-খেলানো মন্ত্রের কয়েকটি ছত্র[৫] উদ্ধার করিয়া এই প্রসঙ্গের আপাততঃ ইতি করা যাইতেছে। এই ছড়া-মন্ত্রগুলিকে পশ্চিম বিহারের ভোজপুরী ভাষায় লেখা 'বিহুলা কথা'-কাব্য-[৬] ধারার[৭] অভিনব 'বাঙ্গালী'-সংস্করণরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূর্বভারতের প্রাচীন ও নবীন অখণ্ড জাতীয় সংস্কৃতির ছিন্নসূত্রে ইহা যেন বহুদিনের বিস্মৃত গ্রন্থিযোগের একটি সপ্রশ্ন ঝলকানি :—

---

১ আলোচনা দ্র. সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ৮৬-৮৭, পা-টী ১০

২ দ্র. The Mundas and their Country, Roy, p. 363 : মুণ্ডাগণ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসিন্দা (Dr. A. C. Haddon)। তু. বাঙ্গালার ইতিহাস, ১, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮-৯

৩ ওরাওঁ 'নাগ-মাতি' (দ্র. Oraon Religion and Customs, S. C. Roy, pp. 302-3, 263)। মন্ত্রবেত্তা (মঁতী ∠ মন্তী ∠ মন্ত্রী)—এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। 'রোজা' বা 'ওজা' (Ojas) শব্দটি আদি-ভারতীয় আর্যভাষায়, ল্যাটিনে ও ইন্দো-য়ুরোপীয় বিশেষ্য শব্দরূপে পাওয়া যায় (দ্র. B. O. I., 8, no. 110, C. S. S., Varanasi)।

৪ অর্থাৎ মনসামঙ্গলের কাহিনী। (তু. ওরাওঁদের অপদেবতা-'সুমিরাণা'-গীতে বিধৃত 'ছাপ্পান কোটি লখনদর-নাথ'—O. R. & C., Roy, p. 290। ইহা ধর্মপূজাপদ্ধতির 'দিক্‌ডাকের' অনুরূপ)।

৫ রাঁচি জেলার 'ডুমরি' গ্রামের 'ওজা-মঁতী' শ্রীঅঘনু নায়েক ঘাসী কর্তৃক গীত ও কথিত।

৬ মুন্সী গমগুলামলাল সংশোধিত ও প্রহ্লাদদাস প্রকাশিত সচিত্র 'বিহুলাকথা' অর্থাৎ বিষহরী চরিত্র (পাটনা সত্যসুধাকর প্রেস)। সম্প্রতি আমরা 'বিহুলা বিষহরী' গ্রন্থের মুদ্রিত দুইটি স্বতন্ত্র ভোজপুরী পাঠ পাইয়াছি। প্রথমটি সচিত্র। লেখক মহাদেব প্রসাদ সিংহ, আরা। দ্বিতীয়টির প্রকাশক ঠাকুরপ্রসাদ এণ্ড সন্স বুকসেলর, বারাণসী।

৭ আলোচনা দ্র. বা-সা-ই, ১খ, ২সং, সেন, পৃ ১১৩-১৬ ; ঐ ৩য় সং, পূর্বার্ধ, পৃ ২১৮-২১

কোথাসে আলে মনসা কুথা তোমার ঘর।
কালীদহে ঝাঁপ দিয়ে কোথা তুমার ঘর বাড়ী ॥
পূরুব দেশসে আলে মনসা পছিমে উপ্ দেশ।
ওরে কালীদহে ঝাঁপ দিয়ে কোথা তুমার ঘর ॥[১]

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
বিদ্যাভবন, শান্তিনিকেতন,
পৌষ ৭, ১৩৬৯ : ডিসেম্বর ২৩, ১৯৬২

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল,
অধ্যাপক, বাঙ্গালা পুঁথির সম্পাদক ও অবেক্ষক

---

১ বাঙ্গালা 'মন্ত্রজাতের' উৎপত্তি ও প্রসার নির্ণয়-প্রসঙ্গে ছোটনাগপুর হইতে সম্প্রতি সংগৃহীত বিভিন্ন মন্ত্রাবলী ও লোকগীতির মধ্যে এইরূপ ছত্রগুলি একটি বিশেষ দিগ্-নির্দেশক। রাঢ়ের অসংখ্য গ্রামনাম, জাতি, ব্যক্তি ও পদবীর নাম, সামাজিক রীতিনীতি, দেবদেবীর নাম ও পূজাপদ্ধতি কোল- বা দ্রবিড়গন্ধী। বর্তমান বর্ধমান-হুগলী-সীমান্তে মুণ্ডেশ্বরী-উপত্যকায় 'কাইতি' (=*কয়থী) নামক গ্রাম আছে। তাহার পুরাতন নাম পাইতেছি 'বানরপুর' (সা-প্র ৫, পৃ ৮)। লোকবিশ্বাসে, ইহা 'বাণ অসুরের' রাজধানী। আমার মনে হয়, এই 'বানরপুর'-অঞ্চলে 'বিরহোড়' বা 'ছুতিয়া' জাতির একটি প্রধান আবাসকেন্দ্র ছিল। তাহাদের জীবিকা ছিল সম্ভবতঃ লোহা-গলানো। কাইতির পার্শ্ববর্তী 'ছট'- বা ছোট-বৈনান (গ্রামনাম, দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৫৭২, ৫৫৪, ই.), 'ছাতা'- বা 'সতা'- (∠-ছতা)-দীঘি (বিশাল জলাশয়), আকনে-'লোহাই' (গ্রামনাম) এবং লোহকারদের পদবী 'কাইতি', বেনেদের পদবী 'রোম' প্রসঙ্গতঃ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনুসন্ধানে দেখা গেল, এখানকার মাটীতে রহিয়াছে প্রচুর লৌহমল (iron-ore) এবং ফসিল-প্রতীক শিবলিঙ্গগুলির নাম 'বুড়ো শিব' বা ঝাড়খণ্ডের 'বুঢ্ঢা মহাদেও'। ভঞ্জপুরের স্তূপে আছেন 'ভঞ্জেশ্বরী কালী'; আলমপুর-মাধবডিহিতে আছে 'আহের চণ্ডী', 'ডোম্বরা', 'বারাসত' (অর্থাৎ কোষাগার) ও রণক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ বিশাল চটানডাঙ্গা।—এই পরিবেশে, কোনও সময়ে আর্যীভবনের উদ্দেশ্যে বাণ-অসুরের সহিত উষা-অনিরুদ্ধের পুরাণ-কাহিনীটি জোড়া হইয়া থাকিবে। মরা-নদী মুণ্ডেশ্বরীর তীরে 'ব্রাহ্মণডাঙ্গা'-গ্রাম, 'উষা-পোতা'-স্তূপ, 'নন্দাবাড়ী-জোল', 'জাঙ্গাল'-পথ, 'বারাসত'-ডাঙ্গা এবং 'শ্বেতগঙ্গা', 'ঘোড়াদীঘি', 'কলিঙ্গা', 'ধেৎকুঁড়' (=জীয়ৎকুণ্ড) ইত্যাদি পুষ্করিণীনিচয় ও অগ্নিগড়-সীমিত স্থানের (দ্র. মদীয় প্রবন্ধ 'কাইতির শ্বেতগঙ্গা,' শারদীয় বর্ধমান, ১৩৬৭) ভূগর্ভস্থ প্রত্যাশিত বিশাল মৃত-নগরবিশেষের ধ্বংসস্তূপ প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

আমার অনুমান, এতদঞ্চলে দ্রবিড়-অসুরদের সহিত কোল-মুণ্ডা জাতির সংঘর্ষ ও সহাবস্থান ঘটিয়াছিল। নদী মুণ্ডেশ্বরীর নামটি মুণ্ডা-ঈশ্বরী অর্থাৎ মুণ্ডা জাতির পূজিতা দেবীর নামজাত হইতে পারে। আঞ্চলিক অধিবাসী অতি প্রাচীন মুণ্ডা জাতির স্মৃতি হইতে, পরে ইনি লোকবিশ্বাসে 'মুণ্ড'-সম্পৃক্তা মুণ্ডেশ্বরী, বা মুণ্ডাগণের চাণ্ডী-ঈশ্বরী বা 'মুণ্ড'মালিনী, 'অসুর'বিনাশিনী চণ্ডমুণ্ডেশ্বরীরূপে দেবায়িতা হইয়াছেন, হিন্দুতান্ত্রিক-তার জারকরসে। ধর্মঠাকুরের 'মুণ্ডা-গাজনে' মুণ্ড-বলিদান-কৃত্য ('হাকণ্ড সেবন'), বা দেবীর নিকট নরবলি (দ্র. K-J-K, p. 66) তাহারই জের। লক্ষণীয় যে, ধর্মঠাকুরের নিকট মুণ্ড-বলিদান-কৃত্যের প্রধান 'আমিনী' বা সহায়িকা 'ডোম্ব-চাণ্ডালী'-প্রিয়া যোগাদ্যা বাসলী চণ্ডী।—যাহাই হউক, এতদঞ্চল হইতে পুঁথিপত্র, স্থাননাম, কথা-কাহিনী ও প্রবাদ-পরম্পরাদি সংগৃহীত, সংকলিত ও আলোচিত হইলে এবং সেই আলোকে এই সুবিস্তৃত অঞ্চলের সুবিখ্যাত স্তূপগুলি খনন করা হইলে, বাঙ্গালার প্রাগৈতিহাসিক বা আদি-ঐতিহাসিক অন্ধকার যুগ অনেকাংশে আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মনে হয়, বাঙ্গালার মোড়-অজয়-দামুদা-দাড়িকেশী-শিলাই-কাঁসাই-উপত্যকার শস্যশ্যামলা সমতলভূমি হইতে তাহার আদিবাসিন্দাগণ, এদেশে আর্যসভ্যতার বিবর্তনের স্তরে স্তরে উদ্বাস্তু হইয়া ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য অরণ্যভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিল। অস্ট্রো-দ্রবিড়-কিরাত-কৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের অর্থাৎ ভাগীরথীসীমিত পশ্চিমবঙ্গ ও ছোটনাগপুরের ভৌগোলিক, সাহিত্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক রূপান্তরের তুলনামূলক আলোচনা, মুদ্রাপ্যমান সাহিত্য-প্রকাশিকা পঞ্চম খণ্ড গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ প্রকাশ করা হইবে।

'বিশ্বভারতীর আর কিছু থাকুক না থাকুক, উহাতে যে বই ও পুথি সংগ্রহ হইয়াছে তাহার মত সংগ্রহ ভারতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ'।

২০।৭। [১৯]২৭

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পুঁথি-পরিচয়

তৃতীয় খণ্ড

১ অষ্টোত্তরশত-নাম

দ্বিজ হরি[দাস]

পুঁথিসংখ্যা ১১২১ ; পত্র ২ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩৷৷০"×১০", ১৩৷৷০"×৫"।

৺৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শ্বরনঃ—

অথ সত নাম লিক্ষতে ॥

হরে নারায়ন গোব্যান্ধে গোপাল বুনমালি   শ্রীকৃষ্ণচন্দ কর দয়া করুনাসাগর।

শ্রীরাধিকার প্রাণ কৈল গোবিন্দ মুরারি   নন্দের নন্দন নাম নিকুঞ্জবেহারি।

বংসিবদন স্যামসুন্দর গোবর্দ্ধনধারি।

হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে   বিফলে মানবজন্ম জায় দিনে দিনে।

দিন জায় মিছে কাজে রাত্রে জায় নিদ্রে   না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণর চরনারবিন্দে।

কৃষ্ণ ভজিবারে জিব সংস্বারেতে আইলা   মিছে মআয় লুধ্ব হইএ বিক্ষসম হইলা।

জখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দৈবকি-উদরে   পুস্পুবিষ্ঠি দেবগন মথুরাতে করে।

বাসুদেব থুঞে আল নন্দ ঘোসের ঘরে   নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে।

নন্দ থুইল নাম নন্দের নন্দন   জসদা থুইল নাম জাদু বাছাধন।

উপানন্দ নাম থুলা সুন্দরগোপাল   ব্রজবালক থুলা নাম ঠাকুর রাখাল।

সুভলচন্দ নাম থুলা ব্রজের রাখাল   ছিদাম থুইল নাম রাখালের রাজা।

মুনিচুরা নাম থুইলা জতেক গোপীনি   কেলেশোনা নাম থুইল রাধাবিনোদিনী।

কুবুজা থুইল নাম পতিতপাবন হরি   চন্দাবলি নাম থুইল মোহন বংসিধারি।

অনন্ত থুইলা নাম অন্ত না পেঞে   কৃষ্ণ নাম থুইল্যা গর্গ্যাগ মুনি ধেন জানিঞে।

কর্ম্মনি নাম থুইলা দেব চক্রপানি   বনমালি নাম থুইল বনের হরিনী।

গজহস্তি নাম থুইলা শ্রীমধুসুদন   অজামিন নাম থুইল দেব নারায়ন।

পুরন্দর নাম থুইলা নাম জে গোবিন্দ   দ্রিপদি থুইলা নাম দেব দিনবন্ধু।

সুদাম থুইলা [নাম] দারিদ্রভঞ্জন   ব্রজবাসি নাম থুইলা বেজের জিবন।

দর্পহারি নাম থুইলা অর্জ্জুন মহাবির   পসুপতি নাম থুইলা গরূড় মহাবির।

জুধিষ্টীর নাম থুইলা জজ্ঞসুর   বিদুর থুইলা নাম কানাঞের ঠাকুর।

বাসক থুইলা নাম ছিষ্টীর শ্রীপতি   দ্রিবলুকে নাম থুইলা ধিবের সারথি।

নারদ থুইল নাম ভক্তের পেল ধুন   ভিস্মদেব নাম থুইল লক্ষি নারায়ন।

ব্রহ্মা নাম থুইল সত্রের সাক্ষতি   জামবতি নাম থুইলা দেব জুর্ধ্যাপতি।

বিস্যামিত্র নাম থুইলা সংসারের সার   অহল্যা থুইলা নাম পাসান উধ্বার।
ভিগুমনি নাম থুলা জগতের হরি   পঞ্চমুখে রাম নাম থুইলা তিপুরারি।···
দিজ হরি···

শ্রীকৃষ্ণ সত অষ্টত্তর নাম···সন ১২৫০ সাল—

২ *আত্মকাহিনী

কানুদাস

পুঁথিসংখ্যা ১১৪১; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১১″×৬″।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণসহায় ॥

মনে মনে ভেব্যা দেখ   সভাকার প্রান এক   কণ্টক ফুটীলে নহে স্থির
নিজ পরিবার ইর্চ্ছা   অবলা জনের বাছা   কিবা দোসে কাট তার সির।
মিছা পুতী স্থত জায়া   সকলি য়নিত্য মাআ   পরিনামে কেহ নহে কার
স্থরত নৃপতি ছিল   [দি]নে লক্ষ বলি দিল   কোথা গেল তার পরিবার।
কাননে নিসেদ রাজা   করিতে দেবির পুজা   বলি দিত্যে আনে সাধুজনে
ফাটিয়া দেবির কায়   [বুঝা]ইত নিসেদ রায়   সবংষে হইলে নিপাতনে।
সিবংসে বিবৃকাস্থর   অচীরেতে হইল চুর   দেবি সেবি ইন্দ্রজিত কোথা
জে মহিরাবন ছিল   বহু পস্থ বলী দিল   সেই দেবি কাটায় তাহার মাথা।
পস্থ-অঙ্গ বলিদান   করি দষানন বান   অচিরাতে তন্থ কৈল নাষ
পরপুত্রে দিয়া দুখে   কেবা কোথা আছে স্থখে   না স্থন পুরান ইতিহাষ।
পঞ্চ বৎসরের সিস্থ   জ্ঞান ধ্যান নাঞী কিছু   কৃষ্ণসেবা কৈল মাস ছয়
ভব ইন্দ্র আদি-জম   কেহ নহে তার সম   সর্ব্বোপরি বৈষে মহাসয়।
নারদ দাসির স্থত   সেবিয়া কৃষ্ণের দুত   তিন লোকে করে জার পুজা
অলস আ···মার্কাণ্ড রিসি কৃষ্ণে···পসী···নি হইলা রাজা।
কৃষ্ণকর্ম্ম করি হন্থ   অবিনাসী জাব তন্থ   বিভিসন জিনি মৃত্তুভয়
সিশুপাল কৃপাচার্য্য   সাধিঞা কৃষ্ণের কার্য্য   অজয় হইলা মহাসয়।
পাণ্ডবের রাজরানি   সভামধ্যে ধরি আনি   বিবস্ত্র করিলা দুর্য্যোধন
সেকালে দ্রোপদি দেবি   কৃষ্ণ স্মোঙরিলা জদি   তাঁর কৈলা লজ্জা নিবেরন।
বিগুমান দুই পথ   জাহা জেই অভিমত   সেই জন করুক তার আষ।
ভেব্যা দেখ নিত্যানিত্য   কিসে দড়াইবে চিত্ত   অনুভবে কহে কানুদাস ॥

দুস্কর্ম্ম করিলাম [আমি] কাটয়া ভিতর   এই হেতু মোনে মোর লর্জ্জিত অন্তর।
মোনে ছিল কাটআয় না দেখাইব মুখ   ভগবত গৃহস্ত জায় ফাটে মোর বুক।
নন্দকিসোর বাবা মোর ধর্ম্ম অবতার   বুঝিআ আমার ভাগ্যে করিলা বিচার।
মোনে ছিল কাটয়ায় করিবারে বাষ   বিধাতা লাগীল মোরে হইলাম নৈরাষ।
হইল নৈরাষ মোরে নিদারুন বিধি   কুটিনাটী হইল বহু গ্রামে হইল বাদি।
সবে দেখি নন্দকিশোর বাবা মোর ধর্ম্ম য়বতার   দেখিয়া ভরষা মোর বাড়িল আপার।
কিঞ্চিত কহিল মাত্র কি কহিব আর   তোমার তনয় হউক আশীর্ব্বাদ আমার।...

৩ আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা

কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩১৮; পত্র ৪; অখণ্ডিত; আকার ৮″×৩॥০″; পুঁথির আকারে মুদ্রিত।

প্রভুর সুখের সুখি হৈয়া করয়ে ভজন   তাহার গোচর হয় নিত্যবৃন্দাবন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ   আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

৪ *আর্য্যা

ভবানী মিত্র, শুভঙ্কর

পুঁথিসংখ্যা ১০১৮; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৩″×১০″।

...অবধান করো সভে আমার ভকতি: চারি ঋসে ধান্য হঅ: সোল ঋসে রতি: চারি ধান্য রতি হয় দস রতিতে মাসা: নঅ মাসায় তোলা হয় স্থন সত্ত ভাসা: চারি তোয় ছটাক হঅ সোল ছটাকে সের: ছত্তিস মাসায় ছাটাক কিছু নাহি ফের: সোল মাসায় ঢেপ হয়: পাচ ঢেপ দুই তোলাতে পল: সওয়া দুই ঢেপতে ছটাক বুঝহ সকল: চৌসষ্টী তোলাঅ সের চারি সেরে রিসা: পাচ সেরে পুসরি হয়: চল্লি সেরে মোন: চারি মোনে তঙ্গী হয় সংক্ষেপ বচন: শুভঙ্কর ভাবিআ ভবানি মিত্তি কয়: গন্ধবনিকার লেখা এই মত হয়:—

...মোনের সেরেকে টাকায় ৮ অষ্ট গণ্ডা আনায় ৻৷ দুই কড়া মোনের ছটাকে টাকায় ৻৷ দুই কড়া আনায় দস তিল: মোনের কেপাকে টাকায় ৻৮ আট দন্তি আনায় অর্দ্ধ দন্তি মোনে তোলাকে টাকায় ৻৪ চারি দন্তি আনায় দন্তির চারি ছটাক মোনের মাসাকে টাকায় অর্দ্ধ দন্তি আনায় দন্তির অদ্ধ ছটাক সুভঙ্কর ভাবিআ ভবানি মিত্তি কঅ: গন্ধ বনিকের লেখা এই মত হঅ:॥

সেরের ছটাকে টাকায় ৴ এক আনা আনায় ৻১। পাচ কড়া সেরের ঢেপকে টাকায় ৻৮৵৫ আট গোণ্ডা তিন কড়া পাচ দন্তি আনায় ৻।॥২ দুই কড়া দুই দন্তি : সেরের তোলাকে টাকায় ৻৪।৭ সতের কড়া সাত দন্তি আনায় ৻।১ এক [ক]ড়া এক দন্তি: সেরের মাসাকে টাকায় ৻।॥২ দুই কড়া দুই দন্তি আনায় ২৴ দুই দন্তি দন্তির দুই আনা সুভঙ্কর ভাবিআ ভবানি মিত্রী কয় গন্ধ বনিকের লেখা এই মত হঅ :—

…নানা সাস্ত্রং দিতং বক্ষে রাজনিতি সম হয় সর্ব্ববিজং মিদং সাস্ত্র চানুর্কেন সার সংগ্রহং ॥

সকল সাস্ত্রের ফল কহিল নিছয় আরম্ভে রাজগনে ব্রবহার হয় চানুর্ক্য নামেতে গ্রন্থ সকলের সার সকলের বিজ এই সাস্ত্র সুবিস্তার ॥১॥—

মুলসুত্ত পৃবিক্ষামি চানুর্ক্যেন জতোদিতং জস্থ বিজ্ঞানমাত্তেন মুক্ষ ভবতি পণ্ডিত :—

আপুনি চানুক্য জেই মতে কার্জ্য আছে তার মর্দ্ধে মুলসুত্ত কহি সুন মুক্ষ হঅ। জানে জদি ইহার অর্থ তখনি পণ্ডিত হয় জনিহ অবেথ ।২

বিদ্যাতঞ্চ নিপতঞ্চ নৈবতুল্য কদাচন সদেসে পূর্জ্যতে রাজা বিদ্যা সর্ব্বাথে পূর্জ্যতে :

বিদ্যাবান আর রাজা না হয় সমান জে করে সমান জ্ঞান সে বড় অজ্ঞান কেবল আপন দেসে রাজা পুজ্যবান সদেসে বিদেসে বিদ্যাবানের সম্মান ।৩

৫ *কড়চা

দ্বিজ কৃষ্ণদাস

পুথিসংখ্যা ১২৪২ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৭॥০″×৫॥০″।

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—

শ্রীগুরু শ্বরণং

শ্রীগুরুবে নম

উ কে বটে রে জাহ্নবিতিরে কপিন দণ্ডধারি   কাচা শোনা ডগমগ বদনে হরি হরি
অরুন বশন শোভে বদনে বলে হরি   আজানুলম্বিত ভুজ দুই বাহু তুলি।
রাধা রাধা রাধা বলে আনন্দে কুতুহলি   দিজ কৃষ্ণদাস মন হইল পাগলি ॥১॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে   ভাশএ নয়ানজলে   উ কে জায় রে কপীন দণ্ডধারি।
আজানুলম্বিত ভুজ   রাতুল চরণযুগ   উ কে জায় রে কপীন দণ্ডধারি।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ   কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা বলে   উ কে জায় রে কপীন দণ্ডধারি
গলেতে পুষ্পের মালা   ব্রজভূম করেছে আলা ঃ উ কে
শ্রীরাধে জয় রাধে বলে   ভাসএ নয়ানজলে ঃ উ কে
ললাটে চন্দনফোটা   দেখিএ চান্দের ঘটা ঃ উ কে
৭শ্রীকৃষ্ণ ॥

অজ্ঞান তিমির নাশে   ভক্তি জ্ঞান পরকাশে   ভজ মন শ্রীগুরুচরন।
চক্ষুদান দিল জেই   প্রতি জন্মে প্রভু সেই   দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশন।
জে পদ ভরশা মনে   মাআবন্ধবিমোচনে   কর মন শুদিড় নিশ্চয়।
শ্রীগুরুচরণে রতি   হইলে উত্তম গতি   জয় জয় শ্রীগুরু মহাশয়।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে   রাধাকৃষ্ণ জানাইতে   এ কলিতে কৈল অবতার।
সব অবতার শার   ভক্তরূপে অবতার   শ্রীভাগবতে জাহার প্রচার।

এ রসস্বাদ কৈল জে জে ভক্তজন   যে সব চরণধুলি মো করি প্রার্থন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি জাহার হইল   তাহার চরনে মতি শে শাধ করিল।
সে বলে হইল গ্রন্থ মনে বিচারিল   কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তির মুল হেতু হৈল।
আমি নাহি জানি ভক্তি অতি দুরাচার   সভে মোরে কর কৃপা ভাবিঞাছি শার ॥

৬ ক্ষণদাগীতচিন্তামণি

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

পুঁথিসংখ্যা ১২৭১ ; পত্র ৪ ; খণ্ডিত ; আকার ১১"×৪"।

......দূতী প্রাহ ॥
ধানশী ॥
এ কানু এ কানু তোহারি দোহাই   বড় অপরূপ আজু পেখলু রাই ॥
পীন পয়োধর দুবরী গাতা   সুমেরু উপর জনু কনকলতা।
মুখ মনোহর অধর সুরঙ্গ   ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।
ভাঙক ভঙ্গিম পুছসি জনু   কাজরে সাজল মদনধনু।
নয়ানযুগল ভৃঙ্গার আকার   মধুএ মাতল কিয়ে উড়ই না পার ॥৪॥

শ্রীগান্ধার ॥
কি কহব মাধব কি কহব কাজে   পেখলুঁ কলবতী সখিগণমাঝে।
আছইতে আছয়ে কাঞ্চন পুতলা   ভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা।
এবে ভেল বিপরিত ঝামর দেহা   দিবসে মলিন য়ৈছে চান্দক রেহা।
বাম করে কপোল লুলিত কেশভার   খিতি নখ লিখই নয়ানে জলধার ॥৫॥
কামোদ ॥
সুখময় কাননে ফুটল পাণ্ডরি পরিমলে ভরল দিগন্ত
দূতীক মধুর বচন সুখ মারুত মধুকরে কহল একন্ত।
মধুশূদন রস রঙ্গ   চলি চলি বিপিন [উচ] গিরি গহ্বরে পায়ল মাধবি সঙ্গ।
রস দরসাই জবহুঁ বহু বারণ চঞ্চল মন্দর হাথে
নহি নহি বচন রচন সমুঝায়ল পবন ঢুলায়ত মাথে।
বহু গুঞ্জাবলি নতি নতি করি করি মাধবি মধুপ মানাই
তব মধুপানে মনোরথ পুরল হরিবল্লভ সুখদাই ॥৬॥
ভুপাল ॥
হরিগলে লাগল চম্পক মালা   পুলকিত বাহু বিহসি রহু বালা।
কানু রহল···কমল লাগাই   ওহি কমলমুখি মুখ ন পটাই।
হসি হরি নখ দেই গেড়ুয়া বিদার   ধনি কুচ চাপি রচই শীতকার ॥৭॥
কেদার ॥
দৃঢ় পরিরম্ভন করু কতবার   বিগলিত কুন্তল টুটল হার।
ঝন ঝন কিঙ্কিনি নুপূর শান   আনন্দে পূরল সহচরি গান।
উছলল সৌরভ মধুকরগাণ   শ্রমজলে দুহুঁ তনু করল সিনান।
কহে হরিবল্লভ এ সুখরাতি   মনমথ শাগরে ডুবল মাতি ॥৮॥
ইতি শ্রীগীতচিন্তামনৌ পূর্ব্ব বিভাগে শোড়শী ক্ষণদা ॥১৬॥···

ভাব ভরে গর গর চীত   খেনে উঠে খেনে বৈসে না পায় শম্বীত।
অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ   শোঙরি শোঙরি কান্দে নব গুরু বশে লেহ।
নাচে পহুঁ গোরা নটরাজ   কি লাগি গোলোকপতি সংকীর্ত্তন মাঝ।
প্রিয় গদাধরের করে কর ধরি   মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি।
ডগমগ আনন্দ হিলোলে   লুলিয়া লুলিয়া পড়ে পণ্ডিতের কোলে।
গোরারসে সব রসম[য়]   নাদরবে বলরাম পাসান দ্রবয় ॥১॥

শ্রীরাগ ॥

নিতাই গুণমনি আমার নিতাই গুণমনি   অমিয় প্রেমের রসে ভাসাল্য অবনি।
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আল্যা গৌড়দেশে   ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে।
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে   ব্রহ্মার দুল্লভ প্রেম সভাকারে জাচে।
অবান্ধব করুণ নিতাই কাটিয়া মোহান   ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান।
লোচন বোলে আমার নিতাই যে বা নাহি মানে
আনল জালিয়া দিব তার ··· মুখখানে ॥২॥

···শ্রমজলে পুরীত দুহুঁ ভেল এক   জনু রতিমঙ্গল জয় অভিসেক।
কুচপর বিদগদ পানি বিরাজে   কনক কলসে জনু কিশলয় সাজে।
সব কানন ভরি পরিমল ভান   হরিবল্লভ অলিকুল গুণ গান ॥৮॥

শ্রীরাগ ॥

কিবা সে দোঁহার রূপ   কিশোর কিশোর[ী] পসরা পসারি রভস রসের কুপ।
রবির কিরণে মলিন ইন্দু কুমুদ মুদিত লাজে
চান্দের ভরমে চকোর মাতল ইন্দিবর হাসে মাঝে।
চান্দের উপর এক বিধুবর ইন্দুর উপরে শশি
চকোর উপরে পিএ সুধাকর খঞ্জন উপরে বসি।
যমুনাতরঙ্গে অরুণ উদয় তারার পসার তথা
অরুণ চাপিয়া তিমির রহল কি না অদভুত কথা।
তড়িত উপর সুমেরুশিখর ঘনের জনম তায়
কনকলতায়ে মুকুত ফলল কেবা পরতিত জায়।
রাধামাধব আরতি এ সব কহিতে ভরশা কায়
রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবিল শেখর রায় ॥৯॥

কামোদ ॥

করতলে কুমকুমে সো মুখ মাজল অলক তিলক···
জাবক চিত্র চরণ পরিখই মদন পরাজয় পাত
গোবিন্দদাস কহইতে···সিখইতে···কত হাথ ॥১০॥

প্রার্থনা ॥ বরাড়ী ॥
প্রাণধন রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এ …করে।
তুহুঁ তুহুঁ রসময় করু…অবধান কর নাথ মোরে ॥ ধ্রু॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র গোপীজনবল্লভ হে কৃষ্ণ প্রেয়সিশিরোমনি
হেম গৌরি…ঠাম গাএ শ্রবণ পরশমাত্র গুণ শুনি যুড়ায় পরানী।
অধম দুর্গতজনে কেবল করুণা মনে ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি
শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনুঁ সুখে উপেখিলে নাহি মোর গতি।
জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় রাধে
অঞ্জলি মস্তকে ধরি নরোত্তম ভুমে পড়ি কহে পহুঁ পুর মোর সাধে ॥১১॥

পুরুব ॥
তুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব উপমা কুবলয় চান্দ মিলল একঠামা।
সামর নাগর নাগরি গোরি নীলমনি কাঞ্চনে লাগলি জোরি।
নিবিড় আলিঙ্গনে পিরিতি রসাল কনকলতা যেছে বেড়ল তমাল।
রাইপয়োধরে পিয় কর সাজ কুবলয় শম্ভু পুজল কামরাজ।
রায়শেখরে কহে নয়ান হুলাশ নবঘনে স্থীর বিজুরি পরকাশ ॥১২॥
ইতি শ্রীগীতচিন্তামনৌ পূর্ব্ব বিভাগে প্রগল্‌ভাবর্ন্নে সপ্তদশী ক্ষণদা ॥১৭॥

সিন্ধুড়া ॥
গোরা করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজগুণ গাথিয়া নামচিন্তামনি জগতে পরায়ল হার ॥ ধ্রু ॥
কলি তিমিরাকুল অখিল লোক হেরি বদনচান্দ পরকাশ
লোচন প্রেম সুধারস বরিখনে জগজন তাপবিনাশ ॥
ভকত কলপতরু অন্তরে অন্তরু রোপল ঠামহি ঠাম
তছু পদতলে অবলম্বন পথিক পুরল নিজ নিজ কাম ॥
ভাবগজেন্দ্র চঢ়ায়ল অকিঞ্চনে ঐছন পহুঁক বিলাশ
সংশারকুটে বিষে তনু দগধল একলি গোবিন্দদাস ॥১॥
॥ শ্রীরাগ ॥
…রাই করুণাময় অবতার।
দেখি দীনহীন করএ প্রেমদান আগম নিগম সার ॥ ধ্রু ॥

সহজে সরল নিরমল কমল জিনিয়া আঁখের শোভা
বদনমণ্ডল কোটি শশোধর জিনিয়া জগমনলোভা ॥
অঙ্গ সুচিক্কন মদ[নমো]হন কণ্ঠে শোভে মনিময় হার
বচন রচন শ্রবণে তুরে গেল পাতকীর মন আন্ধিয়ার ॥
নবিন করিকর জিনিয়া ভুজবর ···　　　হেমময় দণ্ড
হেরিয়া সব লোক পাসরে তুখ শোক খণ্ডয়ে হৃদয়পাষণ্ড ॥
নিতাইর করুণায় অবনি ভাসল পুরল···
ও প্রেম নব লেশ পরশ না পাইয়া কান্দয়ে হরিরাম দাস ॥২॥
নায়ক প্রাহ ॥
ভুপালি ॥
···তহি মুখ মনোহর ঝলমল করে　কাম চামর করে স্বর্ন গলে ধরে।
তহি বিরাজই শ্রমঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু　মুকুতভূষিত জেন পুর্নমিক ইন্দু।
কুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে　অচল গিরিমাঝে [২৫খ জনু নবজ···
উর আধ পর লোলে মুকুতার হারে　সুমেরুশিখরে জনু সুরধনিধারে।
মঝু মন রহি তহি করত সিনান　গোবিন্দদাস কহে　···　　মান ॥৩॥
···খনে অঙ্গভঙ্গি তনু মোড়ই কহত ভরমময় বাণী
স্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই গোবিন্দদাস কিএ জানি ॥৪॥
সুই। দেশা।
সহজে সুনিক পুতলি গোরি　জারল বিরহ আনলে তোরি।
সুন সুন মাধব কি কহব তোয়　সুমতি না দেই দিন জামিনি রোয়।
বরণ কাঞ্চন এ দশ বান　স্মঙরি শ্চামরি তোহারি নাম।
অধর সুরঙ্গ বান্ধুলি ফুল　পাণ্ডর ভৈ গেল ধুতুর তুল।
ফুয়ল কবরী উরহি লোল　সুমেরু উপরে চামর ডোল।
গলাএ এ গজমোতিম হার　বসন বহিতে গুরুয়া ভার।
অঙ্গুল অঙ্গুরি বলয়া ভেল　জ্ঞানদাস কহে তুখ মদন দেল ॥ ৫ ॥
কামোদ ॥
শুনি বর নাগর　সব গুণে আগর　সুতনু বিসম শরজালা।
মুখ বিধু ঝামর　তপত শ্বাষ ঝর　ধূসর ভেল বনমালা।
অনুপম প্রেমক দামা।
গিরিধর বান্ধল জাহে মহাবল আনল জাহাঁ কুলরামা ॥ ধ্রু ॥

তাহা পহুঁ পেখল কুসুম তলপতল সুতলি অতিখিনদেহা···

··· তারাপতি হেরি লাজে লুকায়ল দিনমনিকাঁতি।
গোবিন্দদাস পহুঁ জগমনমোহন বিছুরিতে ভেল কমলসম রাতি ॥৮॥
তুড়ি ॥
কুঞ্জভবন মন্দ পবন কুসমগন্ধ মাধুরি
মদনরাজন বনমাঝ ভ্রমরা ভ্রমরি চাতুরি।
আজু দেখবি সখী শ্যামরু চন্দ ইন্দুবদনি রাধিকা
বিবিধ জন্ত্র যুবতিবৃন্দ গায়ত রাগমালিকা।
তরল তাল গতি দুলাল নাচে নটিনি নটন সুর
প্রাননাথ ধরত হাত রাই তাহে অধিক পুর।
অঙ্গে অঙ্গে পরসি ভোর কেহুঁ রহত কাহুক কোর
জ্ঞানদাষ গায়ত রাস জৈছে জলদে বিজুরি জোর ॥৯॥
কর্ন্নাট ॥
মণ্ডিত হর্ম্নিস কমণ্ডলাং নটযন্ত্রা ধাঞ্চন কুণ্ডলাং ॥
নিখিল কলাসং পদি পরিচয়ী প্রিয়সখা পশ্য নটতি মুরজয়ী ॥
মুহুরান্দোলিত রত্নবলয়ং সলজ্জঞ্জনয়ন করকিশলয়ং ॥
গতিভঙ্গিভির বসিকৃত সসি স্থগিত সনাতন শঙ্করবশী ॥১০॥
কেদার।
রাধাকানু নিকুঞ্জমন্দিরমাঝ
চৌদিগে ব্রজবধু মঙ্গল গায়ত তেজি কুল ভয় লাজ।
সরদ জামিনি ও কুলকামিনি তেরছা নয়ানে চায়
মদন ভুজঙ্গমে রাইরে দংশল হেলি পড়য়ে শ্যামর গায়।
কানু ধন্বন্তরি রাই কোলে করি ঔসধ চুম্বন দান
নাগর নাগরি ও রসে আগরি রাইকানু য়েকই পরান।
সারি সুক পিক মঙ্গল গায়···অতি সে সুললিত তান
বৃক্ষগণ ভরি রসের বাদক তুলসিদাস গুন গান ॥১১॥
ইতি শ্রীগীতচিন্তামনৌ পুর্ব্ব বিভাগে একোনত্রিংশ ক্ষণদা ॥২৯॥

৭ খনার বচন

*খনা

পুঁথিসংখ্যা ১২৫৫ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪″×৩″ ।

॥ অথ গর্ব্ভে স্ত্রী পুং জ্ঞানং ॥ খনাবাক্যং ॥
বাপের জন্মমাস মায়ের গর্ভধারণ মাস গণিয়া কর সার ॥
সমে পুত্র বিষমে কন্যা যদি না হয় জার ॥ অন্যমতে ॥
জননীর নাম গন্যা জত অক্ষর পাই জত মাস গর্ভাঙ্কি তাহাতে মিসাই ।
একত্র করিয়া সাতে হরিয়া
থাকে যদি ১ এক ৩ তিন বাণ ৫ অবশ্য হয় তার পুরুষসন্তান ॥
দুই চারি থাকে ছয় তবে জানিহ কন্যা হয় ।
তবে যদি থাকে সাত অবশ্য জানিহ গর্ভপাত ॥
তিথি প্রহর সংযুক্তং তারকা বার সংযুতং
একোনং সপ্তভির্হত্বা সমে স্ত্রী বিষমে পুমান্ ॥
॥ অন্য ভাষা ॥

জেদিন প্রশ্ন করে সেই তিথি এবং প্রহর নক্ষত্র বার এই সকল একত্র করিয়া এক-উণ করিয়া সাতে হরিলে সম বিষমে স্ত্রী পুং জ্ঞানং॥ অথ গর্ভে শুভাশুভ কথনং ॥ আদৌ শুক্র দ্বয়ে ভৌম ত্রয়ে গুরু রবি বেদকে পঞ্চমে শশি ষষ্ঠে ষষ্ঠে কি সপ্তাষ্টে বুধলগ্ন পৌ। বন্ধে শশি দশে চার্ক মাসাধিপঃ ক্রমক্রমাৎ। এতেষাং গর্ভাধানাৎ দশমাস প্রভৃতীনাং মাসাধিপৈঃ পাপগ্রহযুক্তে গর্ভস্তপী ভাস্যাৎ তৈ মুক্তে দৃষ্টৈস্তদাগর্ভ…

৮ গঙ্গাচরিত্র

রামেশ্বরচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ১২৬১ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪″×৫″।

…নিজ পরিচয় দিয়া ভগিরথে জিজ্ঞাসিয়া স্তব কর কিসের কারন ।
আমি দেব ইন্দ্ররাজ কহিবে কি তব কাজ সাক্ষাত হইলাম তোমারে
ইন্দ্রবাক্য শুনিএত ভগিরথ হৃষ্টচিত্ত স্তব করে বিবিধ প্রকারে ।
শুন প্রভু সচিপতি আমি নরাধম জাতি তপস্যা করিনু তব আশে
আমার ভাগের ফলে আপুনি সদয় হৈলে গঙ্গাদেবি মাগি তুয়া পাশে ।

তবে গঙ্গাদেবি লয়্যা উর্দ্ধার করিব জায়্যা জথা আছে পিতামহগন
এতেক মুনিঞা বানি কহে তবে বর্জ্জপানি গঙ্গার না জানি অন্যসন।
আমার বচন ধর চতুর্ম্মুখে স্তব কর তবে গঙ্গা পাবে আনায়াসে
এত কহি পুরন্দর গেলা আপনার ঘর ভগিরথে কহে ত উদেসে।
গঙ্গার মহিমা জত আমি মুর্খ জানি কত বর্ণিআছে ব্যাষ তপোধন
তাহার চরন সেবি পূর্ব্ব অনুক্রম ভাবি রামেশ্বর চন্দ্র বিরচন ॥

গঙ্গার চরিত্রকথা অপূর্ব্ব য়্যক্ষান স্থনিলে গোলকে জায় চাপিয়্যা বিমানে।
আমি নরাধম জাতি না জানি মহিমা চারি বেদে কহিল·········সিমা।
রাজা পরিক্ষিত বলে কহ মুনিবর স্থনিলে সন্দেহ নাই জুড়ায় অন্তর।
ইন্দ্রদেব গেলা জদি কহিয়্যা বিধান তবে কি করিল ভগিরথ পুনুব···।
···কহে ইন্দ্রস্থানে পায়্যা উপদেশ পুনু তপ আরম্ভিল ব্রহ্ম্মার উর্দ্দিসে।
নিরবধি কঠোর থাকএ য়নাহারে এইরূপে স্তব করে সহশ্রা বৎসরে।
ভাবয়ে একান্তচির্ত্তে ব্রহ্ম্মার চরন তবে য়াসি চতুর্ম্মুখ দিল দরসন।
বরদাতা পদ্মোজোনি হইলা ভগিরথে তথাপি না পাইল গঙ্গা এতেক ক···।
···বলেন ভগিরথ স্থনহ বচন বিষ্টু বিনে না পাইবে গঙ্গাদরসন।
ভগিরথ বলে প্রভু স্থন শ্রীষ্টিপতি তোমা বিনে অধমের অন্য নাহি গতি।
···দেখিয়্যা মোরে হও কৃপাকান উপদেষ পাইলাম গঙ্গা আছে তব স্থান।
ব্রহ্মা বলেন ভগিরথ না হইয় কাতর পাইবে গঙ্গার তর্ত্ত বিষ্টুসেবা কর।
···পদ্ম্মাসন গেলা তথা হইতে হেথা ভগিরথ রাজা লাগি[ল] চিন্তিতে।
এতকাল তপস্যা করিনু তপোবনে তথাপি না হইল মোর গঙ্গাদরসনে।
আমি মুখু নরাধম জনমিল সংসারে ভাগ্যহিনজনার তপেতে কিবা করে।
এত বলি ভগিরথ করোয়ে রোদন পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে দিল মোন।
বিষ্টুরে করিল স্তব সহশ্রা বৎসর তবে আসি দয় হইলা দামোদর।
ভগিরথের নিকটে আইলা নারায়ন ভগিরথে কহে স্থন আমার বচন।
কি লাগি তপস্যা কর মোর অগ্রে কহ জে থাকে বাসনা বর সিগৃ মাগ্যা লহ।
বিষ্টু বিনে গতি নাহি এ ভব সংসারে নারায়নে দেখিয়্যা অনেক স্তব করে।
নমো নমো নারায়ন লর্ক্ষিকান্তপতি নমো বিষ্টু রূপ সোনাতন জগতপতি।
নমোহ বামনরূপ নমো ছিষ্টিপতি নমো নমো বরাহমুর্ত্তি নমো অখিলের পতি।
তুমি চন্দ্র তুমি সুয্য তুমি দিবাকর কি বর্ণিতে পারি প্রভু আমি তুর্চ্ছ নর।

নমোহয় গুর নমো মৎস অবতার   নমোহ নৃসিংহরূপ নমো গিরিধর ।
...পুরে সক্র তুমি তুমি ধনেস্বর   তুমি বৃষ্টি তুমি ব্রহ্মা তুমি মহেস্বর ।
আকাস পাতাল তুমি তুমি ছিষ্টিপতি   তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য সংহারমুরতি । ..

৯ গণেশবন্দনা

দ্বিজ রঘুনাথ

পুঁথিসংখ্যা ১১৭০, পত্র ১; অখণ্ডিত, আকার ১২"×৪"।

৺শ্রীদুর্গা সরণং
সন ১২৮০ সাল—
ওঁ নম গণেসেই নমঃ ।
বন্দ দেব গনোপতি   সুন্দরে মুণ্ডিতি   শ্রীগৌরমুতো   বিগিনি বিনাসোন
ভজো সো রাজন দেব কে জানে তোমারো শম্ভব   উরো প্রভু গজান্দবদন ।
প্রভু জনম মেলে জবে   দেবতা মমুর সবে   তোমারে দেখিতে কৈলই মন
তোমারো জনম মুনি   গমন করি[ল] সনি   মণ্ড গালো সনিদরসোনে ।
দেক্ষিয়ে তোমার কন্দ   দেবগনে লাগে ধন্ধ   রূদন করেন হৈমবতি
গৌরি কন্দন মুনি   কৃপামই পদ্রজনি   পবন আদেসে ষিগ্রগতি ।
না দেখি গনেসমণ্ড   আনি গজমুণ্ড   জুড়িলেন গনেশের কন্দদে ।
কুঞ্জরে মুণ্ড শতি   সোবা করে গনপতি   দেকি দেবগনে লাগে ধন্ধ ।
ত্রগুণ বিরাজিত মুত্তি   বাতা বাতো শচিপোতি   তুমি দেব মতুলসম্ভব
গলে সৈভে জোগপাটা   কপালে জগের [ফটা]   দেবতাই কী রিবে স্তব ।
রবি হোর তনুখানি   কনক কমলজোনি   বাহুমুলে সোবে তাড়বালা
চরণপঙ্কররাজে   কনক নপুর বাজে   কে বুজিতে পারে তবো নিলা ।
উর প্রভু গনপতি   কে জানে তো স্তুতি   সংখ্যেপে করিলাম নিবেদন
গনেসের চরণ সার   মেহা বেনে নাহি স্মার   দ্বিজো রঘুনাথ বিরচন ॥

১০ গান

কমলাকান্ত, গোপীমোহন

পুঁথিসংখ্যা ১০১০ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২″×৩″।

৭॰শ্রীশ্রীহরি :—
তাল খয়রা রাগিনী মুলত্তান।
আমার সময় গো তারা কে আছে করুনাময়ি।ধু।
ও পদে বিপদ নাশে নিতান্ত ভরসা ওই।প॥
কখন কখন মোনে ভাবি ধন পরিজনে কোথা রবে কোথা রব সে ভাব থাকয়ে কই।
মজিয়ে বিশয় বিশে কাল জায় মা রিপুবশে আমার কর্ম্মের দোষে অশেষ জাতনা সই।
সুকৃতি জেজন সে সাধনে পাবে শ্রীচরণ অকৃতি অধমে প্রতি কি গতি তারিনী বই।
কোমলাকান্তের আসো হোতে চায় মা নিজ দাস কেন হবে মন বস আ···নই।১॥
॥ তাল আড়া ॥
আধ আধ বানি সরদ কমলমুখে।
মায়ের কোলেতে বসি মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি ভবের ভাবনা সুখ ভনয়ে ভবানি।
কে বলে ভিকারি হর রতনে কে জানে কখন দিবা কখন জামিনি।
কে বলে সতিনের ভয় সে সব কথা কিছু নয় তোমার অধিক ভালবাসে সুলপানি।
হর মোরে হৃদে রাখে জটা···কাহারে আছয়ে এমন সুখের সতিনি ॥২॥
॥ তাল তেয়ট।
কে রে সবাসোওনা।
লোলরসোনা ভীষনা দীগবসনা রুধিরে মগনা।
লর্জ্জারূপ···হইয়ে রণসর্জ্জা ইকি বিবচোনা ॥
কোহিছে গোপিমোহন সেইরূপ পরে মোনে কালী তিলোচোওনা ॥৩॥

১১ গান

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১০১৩ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৯″×৩″।

॰৭শ্রীদুর্গা।
ত্রিলোকের নাথ আমার দেব ত্রিলোচন হর বিনা হৈমবতীর কি আছে আর ধন।
পুর্ব্বজন্মের কথা কিছু সুন বিবরণ তোমরা সোন দিয়ে মন।

হৈয়ে ছিল দৈক্ষ রাজার যজ্ঞ আরম্ভন
মম পিতা ছিলেন দৈক্ষ ব্রহ্মার ব্রহ্মার নন্দন বিপরীৎ বুর্দ্ধি হৈল বিনাশকারন।
ত্রিলোক হলো নিমর্তন বিনা পঞ্চানন সেই কথা স্থনি যজ্ঞে করিলাম গমন।
যজ্ঞস্থলে শিবনিন্দা করিলাম শ্রবন সেইক্ষণে দণ্ড করিবার হলো আমার মন।
শিবনিন্দা স্থনে কর্ণে বোসিলাম যোগাসনে দক্ষকৃত দেহ আমি করিলাম বর্জন।
এসেছি তব উদরে আবার নিন্দা বারে বারে
ত্যজিব জীবন আমি তোমারি সাক্ষাতে তুমি কী বোঝনা মনেতে ॥

১২ গান (একান্ন পীঠের তত্ত্ব)

রামকান্ত, কমলাকান্ত

পুঁথিসংখ্যা ১০৪১, পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৩"×৫"।

অসঙ্খে তোমার গুন জনার কালিকা অনন্তোরুপিনি কালি বেদে জায় লেকা।
তবে এক সির্দ্ধপিট জোগাদ্ধ্য বলে নাম পাতাল হইতে মাকে আনিলা হনুমান।
শ্রীরাম লক্ষ্ম[ণ] কোলে তুমি হনুর মাতে হরিদর্ত্তে করি দআ ঐই খিরগ্রামেতে।
তোমার মহিমা কিবা না জানি গ সিমা অজা মেষ নরবলি হরিদর্ত্তে পুজে তোমা।
তবে সক্তি মহাঁমাআ রাজবলহাটে নির্ত্ত গিত আনন্দিত পুজে জোড়পুটে।
দেখিবারে গেল মাতা রাঞ্জিত দিগির পাড়ে পদোভরে উর্ত্তর পাড় ভাঙ্গে ধষে পড়ে।
যুনে দেখে রঞ্জিত রায় লাগে চমৎকার সাদ করে রাজবলহটে হইলেন অবতার।
নির্ত্ত্যগিত আনন্দিত মেষ মহিষ কাটে বাদ্দ্যো ভাণ্ড পুজার ঘটা পুজে জোড়পুটে।
সানিহাটে রক্ত´বিমলা মাআছলে মুণ্ডু´মালা সোবা করে সিবপদোতলে।
গঙ্গাজলে সতোদলে পুজে সর্বজোনে অপার মহিমা গুন এ তিন ভুবনে।
রাম কান্তো মনভ্রান্তো হই অল্পজ্জ্যানি একান্ন্য পিটের তর্ত্ত´ দিলেন৺মা ভবানি ॥

আর কিছু ধোন চাই না সামা কিবল চাই মাএর চরণ রাঙ্গা
তায়ো তো নেচেন ত্রিপুরারি অতেব হলেম আষয় ভাঙ্গা।
মাগ : ভাই বন্ধু দারা যুত সভে হইল ধোনে রতো :
ধোন পেলে সকলের মাগ :
ভাই বন্ধু যুতো দারা খাবার কুটুম জে সবাই তারা
অন্তোকালে কেহ কার নয় সার করে দেয় সথান ডেঙ্গা। আর কিছু।

কমলাকান্তের কথা আমি মাকে বলিব মনের কথা
য় মা জপের মালা ছিড়ে কাথা জপের ঘরে রইল টাঙ্গা ॥

মাকড়দহে মাকড়চণ্ডি রুপ। সোলচনা সরেশ্বতির ধারে বাধ মনের বাষনা।
না জানে তোমার তত্ব রিসিমনিগনে অচলচণ্ডিকা হইলা ব্যক্তিত পুরাণে।
সরস্বতি বলমস্তো অতিষয় বড় ডিঙ্গা বাহে সদাগর বাহে দড়বড়।
সারি গায় বাঙ্গালেতে মনের কুতুহলে ষুনিতে করিলেন মা কতো মাআছলে।
যুনে মনে ডিঙ্গা পানে দিষ্ট দিআ চায় ডুবিল সাধুর ডিঙ্গা মাএর পচ্ছাতে তো রয়।
প্রিতক্ষ্য প্রতা[প] মাএর মা[ক]ড়দহেতে গিত বার্দ্ধ্যে বলি সতো পুজে জোড়হাতে।
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি আপনার মহিমা মাতা তাই বলিব আমি।
ভাণ্ডাদহে ভাণ্ডেশ্বরি জগতোব্যক্ষ্যতো জানিঞা তোমার পোজে কতো সতো সতো।
সির্দ্ধ্যপিট নাম মাএর স্তিতি ভাণ্ডারদহে মাআরুপে লহো পুজা ভাণ্ডেস্বরি কহে ॥

১৬ গান, বাঙ্গালা মন্ত্র

দ্বিজ নরচন্দ্র, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১৪০ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩"×৩।০"।

৭ শ্রীরাম—

এত ডাকি বারে বার না স্বণ সুনিয়া জেগে কি মা ঘুমা গো জেমন উমন্দ জাজর মেয়া ।১।
এ তন্থ তোমারে দিয়া রআছি মা পাস্থিরিয়া আগেতে না জানি এমন মেয়া।
তরাইতে পার কি মা জবাব দে মা কয়া বিমাতায়ে সুরধনির সরম [ল]তাম গিয়া ।২।
এখন সুদাই গো সিবে তারিবে কি মা তারিবে এমন মেয়া মা পারি সাধিতে।
দ্বিজ নরচন্দ্রের বাসা ভাঙ্গলে আসা দিয়া তবে মা হয়ে জন্মা দায় শিবকে দিব কয়ে ।৩॥

৭ শ্রীদুর্গাস্বরনং

নম নম বধম সরসতী চরনে কার্ত্তিক ভুসন কুণ্ডল করনে অবল কি ধবল কি গজমতি হার এস মা সরসতী অমুকের জিভ্যা নাগাহি গুমে হত্যা মে করি এমতি অমুকের জিভ্যা বস মা সরসতি মা সরসতিচরণে কোটি কোটি প্রনাম মা মনোগুর চরনে কোটি কোটি প্রাণাম মাতা পিতার চরনে কোটি কোটি প্রাণাম গুস্তাদের চরনে কোটি কোটি প্রাণাম ॥১॥

মেঘ আঁধারি গৌরা বাত্তি না জানি সাপা কোন কোন জাতি। জানে খেজো বাঁএ ঝারম কালকুটে বিষ পাএর পুঞমে মারম নাই বিষ বিসহরির আজ্ঞা ॥২॥

১৪ গান

অজ্ঞাত

পুথিসংখ্যা ১১৪৫, পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৪"×৪।০"।

ভজ মনমোহন কি: আরে বাঁসরি আরে বাঁসরি ॥
জোর হল চাঁদনি: চটক গুয়ালিনি বন্নঠে মধুবন:
করে বাঁসরি ভজ মনমোহনকি।
আরে গুয়ালিনি: সের গুয়ালিনি আরে ঝারে রহতি।
তেরে ঠুনর ভিজে গেয়ো সজরি তেরে অন্তর ভিজে গেয়ো গাগরি।
তেরে অন্তর কা গুন গাএরি বাথানে ঝুরে করে বাঁসরি ভজ মনমোহন কি ॥১॥
বুঝি আমার জতন রেথা হয় সদত আছে তার কলঙ্ক জাতনা ভয়।
আমি জেমন তেমন সে নহে দুজনে দুই মত ইথে কি এ প্রেম রয় ॥১॥…
…সুখের সায়রে ভাসি হেরিলে বদন।
…জদি রাখিতে নাগে প্রেম কেন করেছিলে কামিনিবধের হেতু…
অনেক বহু জতনে পিরিতি বাড়ালে হে কি দোস দেখিয়া পিয়া এখনি তেজিলে।
জানি হে তোমার মন নিপট কটিন তেখন এমন করে এখন মজালে ॥১॥

আর ভাবিলে কি হবে আর ভাবিলে কি হবে তনু জাবে
ভাব্যনা ভাবিবার উচিত নয় প্রাণ করে কেবা ভাবে।
এমন সুন্দর দেহ ভাবে কি খুয়াবে প্রাণ না থাকিলে পুন মিলিবে…।

গোরা ধবলায় বলিঞা গোরাহরি নামটি জাচে উর্দ্ধবাহু কর্য়ো গোরা নাচে।
নাম দিতেছে অবদ বালকে তারা হরি বল্যে ডাকে
রাধা বল্যে গোরা পড়ে ভুমিতলে সঙ্কীর্ত্তনের মাজে গোরা হরি হরি বোলে
রাধা বল্যে নাচে গোউর দুটি বাহু তুলি ধন্য ধন্য নদিআ নিরাসে আমার।
গোউর উদয় সোসি রস প্রকাশিতে গোউর ভাসে নয়ানজলে।
তড়িৎ বুধামিনি গোরা জড়িৎ অঙ্গখানি কত সসি উদয়ে আসি পুর্ন্নিত মুখখানি।

সদানন্দ মনে গোরা হরি হরি বলে খেনে নাচে জান্নবির কুলে।
বলে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্বাম বলে হরে রাম হরে রাম সর্গ্যানে।
তেমনক্ষু বার্হ্যর্গ্যান জা ভুলে হরিনামে অবেস অঙ্গ মর্গ্য হইর্ল্য গোরা।
মোধুপান করো্যে জেন মর্ত্তত ভমরা রাধাগুন বাহভাব প্রকট সন্নাসি।

১৫ গান

দ্বিজ ছকু, দ্বিজ পাঁচু

পুঁথিসংখ্যা ১১৫৫ ; পত্র ২ ; খণ্ডিত ; আকার ১২″×৪।০″।

মরি রাম : এ গুন ঘোশোনা : রেখে কোথায় গেলি রে।
মায়ে মুখ রাম না চাহিয়ে শব জ্জলানজ্জলি দীয়ে
কোথা রোইলি নিশ্চিন্দে হয়ে
আজিকার গত নিশি শ্রীরাম সিঅরে বসি বোন তেজি ঘরে আইশ রাম।
নিদ্রায় বিভোল হয়্যো ক্ষুজি রামকে হাতাড়িয়া কোলে নাই মর নবঘনেস্বাম।
অন্তরে অনল উঠে ক্ষির ভরে মাএর স্তন ফাটে রাম নাই স্তন [খা]ব কার বক্ষে॥
খুজিলাম অজুর্দ্ধেপুরি কে না রাম[কে কৈল] চুরি
দারুন সেল রহিল মাঅের বুক্ষে।
[কে] এমন ব্যাথিতো আছে লয়া জায় সেই রামের কাছে
দেখি রাম ত্যাজএ কেমনে।
পুক্রু হইয়্যা ছেড়ে গেলো পুত্র নাই আর দেখা হলো
সঙ্গে ল্যোহ দ্বিজ ছকু ভনে॥

রাম ছ্যাড়্যা জাবে মায়ে॥ রাম ছ্যেড়ে জাবে মাএর পরাণ
শকালা উঠিয়া নৃপতি হইয়্যা উলাসিত হইল গ্রাম
রাজসিংহাসন পড়িয়া রহিল বোনবাশ জাবে রাম।
শ্রীরাম লক্ষন ধোহে জাবে বোন ধরিয়া ধনুকবান।
মা মা বলিয়া কে আর ডাকিবে কে করিবে স্তনপান।
শ্রীরাম লক্ষণ ধোহে জাবে বোন স্নুর্ন্যা হইল ধাম।
দারুণ ক্যাকুএর আশা পুর্ণ্য হইল জগতে জগতে ডুবিল নাম।
ও কোমতে জিয়া তাতা বালি দিয়া কেমনে জাইবে রাম।

একে সিতার অংঙ্গ জেন কাচ নোনি রোদ্রে হয়ো শাবধান।
সত্যের কারণে দ্বোহে জাবে বনে বিধাতা হইল বাম।
দ্বিজ পাচু ভনে ও রাজা চরণে জুগল পদ মাগি দান॥

১৬ গান

শ্রীরামপ্রসাদ, পদ্ম, দ্বিজ মগন

পুঁথিসংখ্যা ১১৬৯; পত্র ১; অথণ্ডিত; আকার ১২"×৪"।

৭ঁশ্রীশ্রীত্বর্গা শ্রীশ্রীনারায়ণ
রঙ্গে মজেচো রে মন রঙ্গে মজেচো রে মন॥
দুর্গা নাম মুক্ত‍র্ধাম তাও ভুলেছো।
গুপনে ভাসাএ তরি তাএ চ্যাপেচো।
মাজি থাক্তে ডাড়ি সোনে বিবাদ করিচো।
সুজনেরে নিন্দ্যা করে কুজনে মজেচো।
মাকড়সার ফাঁদে পড়ে বন্দি হএচো।
শ্রীরামপ্রসাদে বলে গুরু না ভজেচো।
যা হক প্রমার্ত্থপথে কাঁটা দিয়েচো॥

আমার আর পারাপার শরীরেতে না দেখি
আমার প্রাণ হএচে খিন্ন তেই মা দুর্গ্যা বলে ডাকি।
কার তপিল ভাঙ্গি না মা আমাএ কল্লি জোর
য়াটকোচোলে হিস্তব নিতে য়ামাএ কল্লে চোর।
পদ্ম বলে দুখে দুখি দুখে নাঞিক ওর
দুগ্যা নামে ফাস বানাঞে গলে নিব ডোর॥২॥

ও তরি ডুবল আমার রাখ মা ধরে।
আইলেম বানিজ্জ আসে ফেলাইলে বি[স]ম ফাসে
পাপেতে ভরিলেম ভরা দিগুন করে।
আমার করম ফেরে জদি ক্রপা না করি[স] মোরে
ডোবে তো ডুবাএ দে মা জাহ্নবির নিরে।

দ্বিজ মগনের বানি তারো মরে ও তারিনি
আসায়ে নৈরাসা হএ জাই মা ফিরে ॥৩॥

কেনো এক নয়ানে আমার পানে ফিরে কেন চাইলিনি মা।
আমার বেলা হইচো কানা চাইতে চক্ষের মাথা খালি।
জর্ম্মেচো পাসানের কুলে তেঁ ডাকি মা তারা বলে।
তোরো বাপের ধারা রাখবি তারা [দেখি এ] ভাল করে।
ও চরনো কাথে দিলি তার নাগে মা কিছু বলি
ভেব্যচো ডুবাবি মোরে খ্যালিতে এসেছি সামার তনয়
তবে জাবো সামা মাএর জোরে
হালি ছ্যাড়না গুপন দেখে গড়ে লইবুবো গলুই রেখে
জয় কালি নামে মারঝিক্য য়নাথা সে জাবে পারে
হেলের গাও ব্যাধে দড়ি কসে ধর যুগ বাড়ি
জয় কালি মারঝিক্য দুর্গা নামে দুস্ক হরে ॥

১৭ গান

গোপীনাথ

পুঁথিসংখ্যা ১১৭৩; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ২২৷৷০"×১৬"।

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥—
য়ুন কমলিনি : দুখ কারে জানাএ তুমি আপনি
বেদেতে ব্যাক্ষীতো তুমি ব্রহ্ম্ররুপিনি
গকুলে গোপিকা তুমি রাধিকা কৈলাসেতে হরমোনমোহিনি ॥১॥
নিজ গুণাগুন কিসোরি য়ুন আমি গো সকলি জানি
রাজো রাজেস্বরি তুমি গো প্রারি তুমি ত্রিজগতের দুঃর্খনাসিনি ॥১॥
রাই গোলকেতে লক্ষিরুপেতে বেহারো কৃষ্ণবামেতে
জনকোদুহিতা তুমি গো সিতা অজধ্যাধামেতে
বধিতে কংসেরে মথুরাপুরে হলে কৃষ্ণ স্বহাগিনি
অষ্টভুজাবেসে রহিলে সেযে বিন্দে ছলে হয়্যা বিন্দুবাসিনি ॥১॥
রাই নানা ধামে বিভিন্ন্র নামে বেহারো মহিমুণ্ডলে
অন্ন্যপুন্ন্যরুপে তুমি কাসিতে অন্ন দান কলে

অগতিরো গতি তুমি শ্রীমতি হএ বিপর্ত্ত ভুজিনি
আছ কালিক্ষেত্রে ক[া]লিরূপেতে কামিক্ষাতে হয়্যা কামরূপিনি ॥২॥
রাই তবো নিলা এই গকুলে অন্নে কে পারে বুঝিতে।
জুগে জুগে হরি রাধা গো প্রারি তোমারো প্রেমেতে
শ্রীষ্টীস্থিতিকারি তুমি কিসোরি গুপিনাথ কহে বাণি।
শ্রীকৃষ্ণ কারণ তুমি এখনো ব্রজে হলে ব্রকোভানুনন্দিনি ॥৩॥

ভুলাবে কি প্রারি : আমি জানি তুমি জগতোইস্বরি
তব গুণাগুন কহি যুন গো কিসোরি
নিসম্ভু বধিলে ক্ষিতি রাখিলে মুক্তকেসিরূপ ধারন করি ॥১॥
সামান্ন নারির প্রায় আমারো মোনো বুঝিবে কিসোরি।
জেকালে জে নিলা তুমি করিলে সে সকলি আমি কহিতে পারি ॥১॥
রাই শ্রিষ্টীস্থিতিকালে শ্রীমতি বেদো বিধি প্রসবিলে
আদ্যাসক্তি তুমি যুন্যেচি আমি রাধাতন্ত্রে বলে।
দেবোতা সকোলে অভয় দিলে তুমি গো ব্রজেস্বরি
দুর্গা নাম ধারন করিলে জখন দুর্গাযুরে রাধে বিনোসো করি ১॥
রাই কখনো গো কিরূপে থাকো তাহা কে কহিতে পারে।
ব্রহ্মকুমণ্ডলে সর্গেতে ছিলে গঙ্গারূপ ধর্য্যা
ব্রজে ব্রজঙ্গনা তুমি প্রধানা কৃষ্ণপ্রমোনিলাকারি
নারায়ণ বামে রুক্মি নামে বেহারো করিচো দ্বোরিকাপুরি ॥২॥
রাই বারে বারে করো না আরো প্রতাড়না গো আমারে
স্যামেরো কারণ তুমি এখন অবত্তারো দ্বাপরে
গুপিনাথে কেনো ভুলাও অকারন যুন যুন গো কিসোরি
তব গুনাগুন আছে প্রমানো লিখেচেন ব্যাসো প্রকাসো করি ॥৩॥

জদি প্রেমতরু তুমি রুপেচো করো সখি তারো জতন
প্রানপোনে তারো মোন তুসো চিরদিন
নিতি নিতি তবে তাহাতে হইবে সুখফল উপর্জ্জন।
লাজে জলাঞ্জলি দিএ সই এ পত আশ্চিতে হলে

পরান পরে সপিলে রেখ সমাদরে
স্বরল বেভারে কখন ভেব না ভিন ১॥
সই প্রেমের এই প্রথম অংকর হতেচে নব পর্ল্লব
মান অপমান করিলে সমান তবে হবে স্নুখলাভ
এই জে কহিলাম সারের্দ্ধার সজনি লো তোমারে
বোজ না বিচারো করে
ইহা মোনে জেন জতনের ধন অজতনে হারান ১॥
সই : সে জদি তোমায় আপন ভেবে কুবচন কিছু বলে
সয়নে সপনে তুমি সে জনে বিরুপ ভেবো না ভুলে
পুরুস পরেস বিসেষ রসিক রমনি মাজে সদত রসে বিরাজে
তুমি লো সজনি হএ অভিমানি করো না তার অপমান ॥২॥
সই তপন হতে দিগুন তাপ মদনের পঞ্চবান
গুপিনাথ ভনে প্রমতরু বিনে জুড়াতে নাহি স্থান
পিরিতি পর্দ্মেরের হিল্ল র্ল জদি লাগে জুবতির অঙ্গেতে
তবে কি ভয় অনঙ্গে সজনি লো স্নুন
মদনেরো বান অনাসে হয় নির্ব্বান ॥৩॥

১৮ গান

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২০৮; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ৮"×৩"।

৺৭শ্রীশ্রীদুর্গা—
প্রান গেলে কি প্রান বাঁচাবে প্রাণ আমারে দিএ দেখা
জলন্ত আনল জেমন আমার হৃদএ রেখা।
তোমা জেমন ভালোবাসা য়ামার কেবল মনো রাখা ॥
প্রান দিএ প্রান পেলাম না ক প্রান গেল মোর ঐ খেদে।
প্রাণাধিক ভেবে ভেবে মন দহে প্রান কাদে।
প্রান দিএ প্রানান্ত হএ পরের লাগে ভাবিএ
তবু তারে না চাহিএ প্রাণবেছাদে মনো কাদে ॥

বারে বারে বল রাণি গৌরি আনিবারে ॥

জান তো জামাতার গুন অশেষ প্রকারে।
বরঞ্চ তেজি এমনি খনেক বাচএ ফনি ততধিক স্থলপানি বাসে উমা মারে ॥…

১৯ গিরিসংবাদ

দ্বিজ গোলোকচন্দ্র ভট্টাচার্য

পুঁথিসংখ্যা ১০৭৫ ; পত্র ৭ ; অখণ্ডিত ; কীটদষ্ট ; আকার ১৫½"×৫½"।

[১খ ৭শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়—
৭ঁশ্রীশ্রীগণেষজী।
শ্রীচরনভরসা ॥
অথো গিরিসংবাদ লিক্ষতে।
সর্ব্ব আগে বন্দিলাম গজাননের চরন   গিরিসুতা লম্বদর গৌরির নন্দন।
তার পর বন্দ মাতা দেবি স্বরস্বিতি   নিরবধি কণ্টে জার করেন বসতি।
জার কণ্টে বাকদেবি স্থির নাহি হন   সেই জন বাকরোদ ব্যাসের লিখন।
তার পর বন্দ মাতা পিতার চরন   জাহার প্রসাদে দেখি এ তিন ভুবন।
মাতা পিত্যা সম গুরু নাহি ত্রিভুবনে   সহশ্রু প্রনাম মাতা পিত্যার চরনে।
একে একে বন্দিতে হইবে অনক্ষন   একবারে বন্দিলাম জতো দেবগন।
মুনি ঋসি ব্রাহ্মাবল জোড় করি পানি   তার পরে বন্দিব বৈষ্টব চুড়ামুনি।
একে একে সকলের চরন বন্দিয়া   রচিলা গিরিসংবাদ অভয়া ভাবিয়া ॥

প্রভাতে উঠিয়া রানি হিমালয়ে কয়   মুখে নাহি স্বরে বানি চক্ষে ধারা বয়।
কেমন কঠিন তুমি বুঝিতে না পারি   একবার মোনে না কি করহ সঙ্করী।
পাসানে হ্রিদয় তব যুন হিমালয়   সঙ্করি বলিয়া তবো মোনে নাহি হয়।
এক বৎসর উমা গিয়াছেন কৈলাসে   কেমনে আছেন উমা ভিকারির বাসে।
যুনেচি লোকের মুখে বাউল জামাই   সসানেতে বাস করে ঘর দ্বার নাঞি।
ধুতুরার ফল খায় ভুসন মাখে গায়   পরিধান বাগছাল ফনি আঁটা তায়।
মস্তকে জটার ভার নল্লাটে অগ্নি জলে   আরোহন দিব্য ব্রেসে সদা ফিরে বোলে

[২ক···॥ পয়ার ॥

হিমালয়ে কৈল জাত্রা কন্যা সম্ভাসিতে ···
খলি খন্দ সতো সতো যুমুদ্র জে আদি পার হৈল হিমালয় রুধিরের নদি।···
সমুদ্রের কুলে এক রাত্রি কৈল বাস আছে আর কতোদূর না জানি কৈলাস।···
[৪ক···কেবা তাঁর পিত্যা তিনি কাহার নন্দীনি এই কথা জিজ্ঞাসিয়া আসিবা আপুনি।
পদ্মা বলে এই স্থানে থাকোহ বসিয়া পুনুর্ব্বার আসিব জলে কথা জিজ্ঞাসিয়া।
এত বলি পর্দ্মা সখি হইল বিদায় দসভুজা ভাবি দ্বিজ গোলকচন্দ্রে কয়॥

॥ ত্রিপদী ॥

মুখে দুর্গা দুর্গা বলি চলিলা সকলে মিলি রাজহংস সমান গমোনে
সর্ব্বঅগ্রে পর্দ্মাবতি চলিলেন দ্রুতোগতি উপনিত পার্ব্বতিভুবনে।
পার্ব্বতি বলেন সখি এতো জে বিলম্ব দেখি হৈলো তব কিসের কারন
কহো মোরে সর্ত্ত করি আগে পর্দ্মা সহচরি মোন মোর কেন উচাটন।
এতো যুনি পর্দ্মাবতি কহেন করি মিনতি যুন তবে হরের গ্রিহিনি
সর্ত্ত করি কহো মোরে জিজ্ঞাসা করি তোমারে কহো তুমি কাহার নন্দিনি।
পার্ব্বতি বলেন কেন জিজ্ঞাসিলে এ বচন পিত্যা মোর রাজা হিমালয়
জননি মেনকারানি যুনো পর্দ্মা সজনি কেনো জিজ্ঞাসিলা পরিচয়।
পর্দ্মা বলে যুন মাতা কহি আমি সব কথা গিয়া আজি দেখি স্বরবরে
বিদিসি তপসি আজি রএছে ঘাটেতে বসি দিবেনিসি তব নাম করে।
পার্ব্বতি বদনে কয় চক্ষে সতো ধারা বয় একবার ধুলায় লুটায়
আর বার উঠে বলে পার্ব্বতি কোথায় গেলে এই বলে কান্দে উভুরায়।
পার্ব্বতি বলেন যুনো পর্দ্মা তুমি জাহো পুনো আনো তারে মোর বির্দ্যমানে
বেলমুড়ি গ্রামে বাস কালিপদো করে আস দ্বিজ গোলোকচন্দ্রে ইহা বলে॥

॥ পয়ার ॥

পার্ব্বতির আজ্ঞা পাইয়া পর্দ্মা সহচরি চলিলেন পুনুর্ব্বার কম্ভু কক্ষে করি।
সরবরতিরে পর্দ্মা হৈল উপনিত দেখি হিমালয় বড় হৈল হরসিত।
হিমালয় বলে পর্দ্মা যুনোহ বচন পার্ব্বতির কাছে তুমি কৈলে নিবেদন।৪ক]
[৪খ হিমালয় রাজার কন্যা মেনোকা জননী এই নিজ পরিচয় দিলেন ভবানি।
তোমারে জাইতে আজ্ঞা দিলেন পার্ব্বতি লইতে এসেছি আমী চল সিঘ্রগতি।

এতো যুনি হিমালয় হএ তুষ্টুমতি   মন্ত্রিগনে আজ্ঞা দিল সাজো সিগ্রগতি।
লইয়া সকল দির্ব্য সাজো সিগ্র করি   চলো সভে সিগ্র করি দেখিগে সঙ্করি।
এতো বলি চলিলেন রাজা গিরিপতি   অগ্রেতে চলিল সহচরি পর্দ্মাবতি।
প্রথোম দুয়ারে দেখে গনেষ দুয়ারি   কহিলেন পর্দ্মা তারে স্তুতি স্তব করি।
গনেস দুয়ারি তবে দ্বার চাড়ি দিল   আনন্দিত হএ রাজা পুরি প্রেবেসিল।
পার্ব্বতির গ্রেহে গেলা রাজা হিমালয়   কন্যারে দেখিয়া চক্ষে সতো ধারা বয়।
রত্ন সিংহাসনে বসি ছিলেন ভাবানী   আইস আইস পিত্যা বলি দাণ্ডাইল তখনি।
পার্ব্বতি রোদন করে পিত্যারে দেখিয়া   সান্তনা করেন গিরি মুখে জল দিয়া।
গিরিরাজে পার্ব্বতিরে সব জিজ্ঞাসে বারোতা   হিমালয় কেমন আছে কহ তবে পিত্যা।
কেমোনে আছেন মোর মেনোকা জননি   কেমনে আছে সব সখি শ্রীমন্তিনি।
কেমনে আছেন সব হিমালয়বাসি   কে কেমন আছে পিত্যা তোমারে জিজ্ঞাসি।
পার্ব্বতিরে গিরিরাজ কহিচে বচন   তোমারে না দেখে রানি করিচে রোদন।
হিমালয়বাসি আছে পথ নিরক্ষিয়া   অনাহারে পক্ষগন রএছে বসিয়া।
খেলিবার সঙ্গি জতো করে হাহার্কার   তোমা বিনে হিমালয়পুরি অর্ন্ধকার।
পার্ব্বতি কহেন পিত্যা কহি গো তোমারে   মেনকা জননী মোর কি দিয়াছে মোরে।
এতেক বলিয়া দুটি হস্ত পাতেন পার্ব্বতি   বস্ত্র অভরন সব দেন গিরিপতি।
মিষ্টী অর্ন্ন আদি সব দিলেন রাজন   সংঙ্করি সন্তুষ্টু বড় পাইয়া মাতার ধন।
নাম জার অর্ন্নপূর্ন্ন কুবির ভাণ্ডারি ৪খ]   [৫ক সে জন পিত্যার কাছে হইল ভিকারি।
কন্যার পিয়াস বড় হয় পিত্যার ধোনে   এই ভাবি গিরিরাজ হাসে মোনে মোনে।
হিমালয় বলে মাতা যুনো গো জনোনি   তোমারে লইতে মাতা আসিআছি আমী।
তোমারে লইয়া জাবো হিমালয়পুরি   আসিআছি কৈলাসেতে এই বাঞ্চা করি।
হাঁসি হিমালয়ে তবে বলেন পার্ব্বতি   তবো জামতার আগে লহো অনুমতি।
এতো যুনি হিমালয় করিল গমন   জে স্থানে আছেন বসি দেব ত্রিলোচন।
হরের স্বমুখে গিরি দাণ্ডাইল গিয়া   জোড়হস্তে কহেন গিরি স্তবন করিয়া।
স্তবে তুষ্টু হৈল হর কহিছেন বানি   কি নিমির্ত্তে আগোমোন কহো দেখি যুনি।
তবো স্তবে তুষ্টু আমী হৈনু অতিসয়   জে আজ্ঞা করিবে অনুমতি দীবো তায়।
জোড়হস্ত করি তবে বলে গিরিপতি   তিন দিবোসের জন্যা পাঠাও পার্ব্বতি।
এই নিবেদন করি নিকটে তোমার   রাখিয়া জাইব আমি আসি পুনুর্ব্বার।
তথাস্ত বলিয়া বর আজ্ঞা দিলো ত্রিলোচন   আনন্দিত হএ তবে হিমালয় রাজন।
নন্দিরে ডাকিয়া কহেন দেব পষুপতি   ত্রসোসজ্জা করি নন্দী আন সিগ্রগতি।

পার্ব্বতি জাবেন আজু পিত্যার ভুবন   সংঙ্গেতে উমার সব করহ গমন।
জে আজ্ঞা বলিয়া নন্দি হইল বিদায়   তুরিতগমনে ব্রসো সাজাইতে জায়।
জয়া বিজয়া সাজে মহিনির বেস   কি কব রুপের কথা দিপ্ত করে দেস।
পট্টবস্ত পরিধান অঙ্গে অভরন   করেতে চামর ধরি দাণ্ডায় দুজন।
ব্রসকে সাজাএ নন্দি হৈল উপনিত   কি কব ব্রেসের কথা অতি চমৎকিত।
সন্নের ঘাঘরি তায় গলে সোভা পায়   তেত্তিস বর্ন্নের ঝাঁপা সোভা করে তায়।
সর্ন্নে বাঁধা সিংহ দুই মুণ্ডমালা তায়   মানিকের ধুকধুকি লল্লাটে সোভা পায়।
পিষ্টে সোভা আছে ভালো রত্ন সিংহাসন   কি কব বৃেসের রুপ অতি সুভক্ষন।
কার্ত্তিক গণেস দুই ৫ক] [৫খ পুত্র কোলে করি   স্বভদিনে জাত্রা কৈলা দেবি মহেশ্বরি।
হরের নিকটে পুস্থ নয়্যা অনুমতি   ব্রসো আরোহনো তবে হইল পার্ব্বতি।
আনন্দেতে পার্ব্বতি চলিলা পিতার বাসে   আকোস্মাঁত চমৎকার পড়িল কৈলাসে।
মুনি ঋসি তপস্বে করিছে হাহাকার   দিবসে কৈলাসপুরি হৈল অন্ধকার।
বেলমুড়ি গ্রামে বাস গোলকচন্দ্র দ্বিজ   রচিল নৌতন গিত ভাবি দসভুজো॥

॥ ত্রিপদী ॥

চলিল তারিনি   সঙ্গেতে সঙ্গিনি   অসংঙ্খ জগিনি আর সঙ্গে
কেহো নাচে গায়   কেহ আগে ধায়   ভাসিলা অতি প্রেমতরঙ্গে।
আনন্দে গমন   হইয়া রাজন   চলিলেন কন্যারে লইয়া
হএ স্রোতগতি   চলিল ভূপতি   উপনিত আসি হিমালয়ে।
হিমালয়বাসি   সকলেতে আসি   জিজ্ঞাসা করিচে রাজারে
সুনো গিরিপতি   কহো সিত্রগতি   উমা আর কতো দুরে।
গুবাক কদলি   রোপে সারি সারি   স্থানে স্থানে মোহশ্ছব করি
দির্ব্ব অলঙ্কার   নানা মুক্তাহার   বেস করে জতো নারি।
কুসম চর্ন্নন   করিয়া ভূসন   দাণ্ডাইল রাজপথে
সঙ্খ বিনা বেনী   বাজে আর সেনি   আনন্দ গিরির পুরেতে।
জতেক অবলা   হইল উজ্জলা   উমাআগোমন সুনি
কুলবধু জতো   হয় আনন্দিত   আর জতো সখি শ্রীমন্ত্রীনি।
জতেক জুবতি   করিয়া জুকতি   রানির নিকটে সভে জায়
বলে ওগো রানি   কি [আজ] সুনি   উমা আইল হোর দেখ গিয়া।

॥ পয়ার ॥

উমা আইল যুনি রানি হৈল হরসিত   আনন্দগমনে রানি চলেন তুরিত।
হেলাহেলি কোলাকুলি করে জতো নারি   ....চক্ষে বহে প্রেমবারি।
উমা আসি উপনিত হৈল হিমালয়ে   বদন চুম্বিয়া রানি কোলেতে করিয়ে।
উমারে পাইয়া রানি হইল সন্তস   কাঙ্গালে পাইল জেন ধনের কলষ।
জলঝারা দিয়া রানি গ্রেহে লয়ে জায়   হিমালয়বাসি জত আগে পিছে ধায়।
মেনকা অভয়া লয়্যা বসায় সিংহাসনে   বরন করিতে ৫খ] [৬ক রানি ডাকে সখিগনে।
অইস অইস আমার উমারে দেখো সিয়্যা   বরন করিছে রানি সখিগনে লয়্যা।
সখি শ্রীমন্ত্রীনি সব কহিছে উমারে   কেমোনে তেজিয়া ছিলে আমা সভাকারে।
ইসত হাসিয়া আর কোনো সখি কয়   পাসাননন্দিনি উমার পাসান হৃদয়।
তা না হলে এক বৎসর ছিলেন পাসরি   পাসানেতে মোন এখন ব্যাধেছেন সংকরি।
আর সখি বলে সব যুন শ্রীমন্ত্রিনি   দিগাম্বর পতি পায়ে ভুলেছেন ভবানি।
কোনো সখি বলে সব যুনহ যুবতি   কৈলাসেতে গিয়া সব ভুলিলা পার্ব্বতি।
এই মত কথা সব কহি সখিগনে   এই সব কথা যুনি হাসেন বদনে।
মিষ্টী অন্ন আদি করিল ভোজন   কপূর্র তাম্বুল কৈল মুখের সোধন।
বসিলা মেনকারানি উমা কোলে করি   জিজ্ঞাসি কৈলাসের কহো মা সংকরি।
যুনেছি নারদমুখে হরের নাহি ঘর   সসানে মসানে না কি ফিরে নিরন্তর।
তোমার দুখের কথা স্থনিয়া শ্রবনে   দিবেনিসি ধারা মোর পড়িছে নয়ানে।
সস্থর সাস্থড়ি তব নাহি কেহ সেথা   বসো বলে কে তোমারে করিতো মোমোতা।
দিবে নিসি ভিক্ষা করে ফিরে নাকি হর   গলেতে হাড়ের মালা পরে বাগাম্বর।
কেমোনেতে ছিলে তার হইয়া গ্রিহিনি   সত্য করি মোর কাছে কহো গো জননি।
মেনকারানির উমা যুনিয়া বচন   সিবনীন্দা হৈল বলি ঢাকেন শ্রবন।
পার্ব্বতি বলেন মাতা নিন্দা না করি   কি কব অসর্জ্যা তার কুবের ভাণ্ডারি।
সিবের কৈলাস জত সব সর্ন্নময়   দেখিয়া এসেছেন সব পিত্যা হিমালয়।
উমার বচন যুনি রানি হরসিত   অভয়া ভাবিয়া দ্বিজ গাইল সঙ্গিত॥

অষ্টমির রাত্রে রানি...   আছেন মেনকারানি সয়ন করিয়া।
অষ্টমির নিষাভাগে হয় সন্ধার্ক্চেন   সর্গে মর্ত্তে জত লোক উমা করে ধ্যান।
দেবলোক নরলোক পূজে ৬ক] [৬খ একমোনে   দিতেছে সকল পুষ্প উমার চরনে।
নিদ্রা জায় মেনকা হইয়া অচেতনে   জগতে পুজিছে দুর্গা মেনকা না জানে।

নিসিসেসে মেনকার নিদ্রা ভঙ্গ হৈল   দেখে উমার পাদপদ্ম পুষ্প সতদল।
আতব তণ্ডুল রম্ভা অম্ব্র দেখি সিরে   তাহা দেখি গিরিজায়া ভাবেন অন্তরে।
উমার পাদপদ্মে পুষ্প কেবা দিয়া গেল   [না জানি] উমার কতো অপরাধ হৈল।
সচিন্তিত হএ রানি জিজ্ঞাসে উমারে   কোন জন পুষ্প অম্ব্র দিলেক তোমারে।
ইসদ হাসিয়া দুর্গা কহিছে বচন   পশ্চাতে···   করে নিবেদন।
ষুখেতে আছেন রানি সত্তুমি অষ্টমি   উদয় হইল আসি নিষ্টুর নবনি।
নবমি প্রভাত হৈলে আসিবেন হর   এই ভাবি মলিন উমা কান্দিছে অন্তর।
হিমালয়ে ডাকিএ বাত্রা কহিছেন রানি   ষুখি মুখ মলিন কেন করেন ভবানি।
আকস্মাত অমঙ্গল গিরিপুরে দেখি   কি নিমিত্তে নিত্য মোর করে সর্ব্ব আঁকি।
দরসেনের সেনা মোর করিছে ছেদন   প্রান কেনো কান্দি উঠে স্থির নাহি মোন।
রোদন করিয়া রাজা কহেন বারতা   নবমি প্রভাত হৈলে আসিবে জামতা।
এই জন্নে অমঙ্গল দেখি দিবে নিসি   মেনোকা বলেন জেন না পুহায় নিসি।
এই বলে রাজোরানি করিছে রোদোন   প্রভাত হইল তথা আইল ত্রিলোচন।
ব্রসো আরহন চাপি নন্দি সংঙ্গে করি   আইলেন দ্রতোগতি দেব ত্রিপুরারি।
হিমালয়োভুবনে আসি হৈল উপনিত   দ্বিজো গোলকচন্দ্রে এই গান রস গিত ॥

হিমালয়ে ডাক দিয়া কহে ত্রিলোচন   পার্ব্বতিরে লৈতে আমি এসেছি রাজোন।
পার্ব্বতিরে হিমালয় পাঠাও সিঘ্র করি   পার্ব্বতি বিহনে মোর অন্ধকার পুরি।
তিন দিন জন্যা তুমি আনিলে পার্ব্বতি   মোর জ্ঞান তিন যুগ ষুন নরোপতি।
এতো ষুনি রাজরানি করেন রোদন   পার্ব্বতি বুজান দিয়া প্রবোধ বচন।
রোদন করো না মাতা ষুন মোন দিয়া ৬খ] [৭ক এসেছেন আপুনি শূলী দেহ পাঠাইয়া।
কতো বার হিমালয়ে আসিবো জননী গো মাতা   এর মর্ধ্যা একবার জান জেন পীতা।
এই বলি মহামায়া করেন রোদন   মেনকা অঞ্চল দিয়া মুছায় বদন।
সবাকার গলা ধরে কান্দেন পার্ব্বতি   উমার ক্রোন্দনে কান্দে জতেক যুবতি।
চলিলেন মহামায়া হরের সহিত   দ্বিজ গোলোকচন্দ্রে এই গাইলো রসগিত ॥
এই করো মিত্তুকালে কুল দিয় কালি   সমোনের কালে জেন তোমা নাই ভুলি।

ইতি গিরিসংবাদ সামপ্ত হইল ॥ ইতি তাং ৩০ ভাদ্র বেলা আড়াই দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হৈল এই পুষ্তক শ্রীযুত দুর্গাচরন ধর নিজ হস্তের অক্ষর ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং ॥ লিক্ষক দোষ নাস্তিঃ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চঃ মতিভ্রম ॥ এই পুস্তক মোঃ কলিকাতার সেখারি টোলার শ্রীযুত হরেক্লষ্ণ আগুরির বাটিতে বসিয়া···৭ক]

২০ গুরুতত্ত্বসার

বলরামদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩১৫ ; পত্র ৪ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩"×৪১/২"।

[১ক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণা নম ॥

অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানঞ্জন সলাকয়া চক্ষুরমিল্মিতং জেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নম ॥
প্রথমে বন্দিলাম গুরু বাঞ্ছা কলপতরু কৃষ্ণপ্রাপ্তির জেবা মুল
অজ্ঞান তিমির নাস দিপ্ত করি পরকাস বন্দ সেই চরন রাতুল।
জারে গুরুক্রপা হয় কৃষ্ণপদ সেই পায় সেই হএ ভবনদি পার
গুরুদেবে জত ভক্তি রাধাকৃষ্ণে তত রতি এই তর্ত্ত সর্ব্ববেদসার ॥

তথাহি ॥ জো হরি সো গুরুরৌ সাক্ষাত জো গুরু সো হরি স্বয়ং ॥ গুরু জস্য ভবেৎ তুষ্টং তস্য তুষ্টে হরি সয়ং ॥১॥
কৃষ্ণের সরূপ কৃষ্ণ গুরুদেহে করি কৃষ্ণ তবে সে পাইবে ইহ জন
সত্য লিলা জত ইতি গুরুদেবে করি স্তুতি প্রকাসিয়া করিব সেবন।
গুরুস্থানে প্রমকথা আরপিএ সর্ব্বথা ইথে না করিহ কীছু অন্য
শ্রীআচার্য্য প্রভু মরে নিত্য জানি দয়া করে তবে বলরাম হএ ধন্য।
সাধুমুখে কথা ষুনি হৃিদয় কম্পিত মানি তরিবার না দেখি উপায়
হরি গুরু চরন ধরি তবে এড়াইতে পারি ঘোর সিন্ধু সমনের দায়।
পুরানসাস্ত্রেতে দেখি সাধুমুখে পাই সাক্ষি দয়া কর বৈষ্ণব গোসাঞি
চৈতর্ন্যভকত জত লিখিলেন নিজ তর্ত্ত তার সেস লিখি দোস নাঞি।
বৈষ্ণবেরে গুরু করি কৃষ্ণমন্ত্র হৃিদে ধরি রাধাকৃষ্ণ সেব অনুক্ষন
জাতি কুল অভিমানে সাধুসঙ্গ নাহি জানে চৈতর্ন্য না মেলে সেই জনে ॥

তথাহি। জস্য গর্ত্তে বৈষ্ণব জাতঃ তস্য ব্রজেনারা সতি তস্য জাতি চ বৈকুণ্ঠে পুরুসানং সতং ॥২॥ ১ক]
[১খ ধন্য মাতা পিতা তার কৃষ্ণ ভজে পুত্র জার সপ্ত পুরুস পাইল নিস্তার
জমের জাতনা ছিল এবে দুঃখ দুরে গেল সভে কৈল বৈকুণ্ঠে গমন।
লভিয়া মানুসদেহ বির্ফলে গোঙাইল সেহ জার নাহি কৃষ্ণ উপসনা
রহে গ্রামপষু হেন পুরিসের কুপে হিন সদা তার অসেস ভাবনা ॥

তথাহি ॥ অদিক্ষিতালচনং দেবানঃ কুর্ব্বান্তির্চ্য কদাচনঃ কর্ম্মের্ন্যেনঃ বৃতাতস্য দদিক্ষা পুরুস পষু ॥৩॥

তির্থজাত্রা পরিক্রম কেবল মনের ভ্রম জান সভে বৃথা অন্য ক্রিয়া
মরিলে চৌরাসি কুণ্ডে পেলিয়া করিবে দণ্ডে জমদুতে সক্রধ হইয়া।
তার মর্দ্ধ্যে নানা জন্মে ভ্রমি বোনে নানা কন্মে সাস্ত্রে কহে এই অন্য নয়
কীছু পুর্ন্ন্য ক্রমে জবে মনুস্য জনম লভে পুনরূপি আছএ প্রলয় ॥

তথাহি ॥ অদিক্ষিতঃ পুরূস পষুনাং অন্নবিষ্টা পয়োমুত্রং গোকন্ন তুলসিদলং বৃথা তির্থক্রিয়াদিকং মৈথনং জননিবতঃ ॥৪॥

অদিক্ষিতের অন্ন পুরূস প্রক্রিতি জন খায় জদি অদিক্ষিতের জল
এ দুহের ধন্ম কন্ম অপর ভজনমন্ম সেইক্ষেনে বিনাস সকল।
কৃষ্ণতর্ত্ত ব্রত জথা অতি জত্নে গিয়া তথা লহ সভে তাহার সরন
গুরূ অনুগত হয়্যা কৃষ্ণমন্ত্র দিক্ষা লয়্যা সদা কর গুরূর সেবন।
তার আজ্ঞা মত লইয়া ভজ কৃষ্ণ মন দিয়া তবে ঘুচে সমন দমন।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিক্ষা তবে হএ সর্ব্ব সিক্ষা ১খ] [২ক অন্য মন্ত্রে মুক্ষ নাহি দেখি
বলরামদাস কহে ইথে কীছু অন্য নহে সর্ব্বসাস্ত্রে তাহে আছে সাক্ষি ॥২॥

ষুন রে রসিক ভাই অতি গুড় কথা কহি যুর্দ্ধভাবে ভজ গুরূদেবে
জানিবে সে নিষ্টা ধন্ম সির্দ্ধি হবে সর্ব্ব কন্ম অনাআসে সর্ব্ব সির্দ্ধি পাবে।
গুরূ সব্দ অর্থ ষুন পুরানেতে মুনিগন জে সভ করিল নিরপন
গকারে গোবিন্দ বুঝ রূকারেতে অগ্নিবিজ তবে রূপ বিষ্ণু অনুক্রম।
অকার অক্ষর জেই সর্ব্ব সির্দ্ধি দেই সেই সর্ব্ব পাপ পুড়য় রূকার
অদিষ্টাতা দুহাকার এই তর্ত্তবিজ সার প্রভাতে ঘোচএ অন্ধকার।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র সর্ব্ববেদসার তন্ত্র সর্ব্ব সির্দ্ধি তাহার শ্রুবনে
আগে গুরূপদ সেব তবে পুজ ইষ্টদেব এই তর্ত্ত বুঝহ পুরানে।
উঠিয়া প্রভাতকালে গুরূকে সহশ্রদলে মস্তকে রাখিয়া করি পুজা
তাঁর আজ্ঞা সিরে রাখি তবে সে গোবিন্দ দেখি অনাহেতু কমলের রাজ[া]।
পর্দ্যমার্ল্য পুষ্প অর্ঘ্য অপর অপুর্ব্ব দির্ব্য দিয়া পুজীব যুর্দ্ধাসয়
তবে ত হৃদয় ভাবি গোবিন্দের পদ সেবি এই কথা সর্ব্ব সাস্ত্রে কয়।
জে জন এমত করে ভবার্ন্নব সেই তরে অনাআসে সর্ব্ব সির্দ্ধি পায়
গুরূ ছাড়ি গোবিন্দ ভজে সপ্ত জন্ম নরকে মজে তার ক্লেস কভু নাহি জায়।
গুরূ জ্ঞান গুরূ ধ্যান গুরূ তর্ত্ত বির্ত্ত জ্ঞান গুরূ গোসাঞি সর্ব্বসির্দ্ধিময়
গুরূসেবা তর্ত্তময় ২ক] [২খ সর্ব্বসির্দ্ধি রূপ হয় এই সভ কহিনু নিশ্চয়।

দম্ভ কথা না কহিবে   অসম্ভবে না থাকীবে   না করিবে অথেষ্ট আসন
বালিসে আলিস নাই   সবিনয় সদা চাই   না করিবে পাদপ্রসারন ॥

তথাহি ॥ গুরু সমাগ্রের্বল চোশ্চাসনে বসেত। আজ্ঞা ছায়া ন লংঘেতেঃ সদা প্রসনিচবতঃড়ি ॥৫॥

গুরুসেবাতর্ত্ত বই   আর কোন ধম্ম নাই   প্রান সর্পিবে গুরুস্থানে
ভবার্ন্নবে জত করে   ধম্মধম্মা অবিচারে   নিবেদন করিবে চরনে।
সংসারে এমত কই   অপুর্ব্ব দির্ব্যেকে ভাই   গুরুকে না কৈলে নিবেদন
সেই ভক্ষ মর্ধ্যে নয়   কহিলাম ষুনিশ্চয়   গুরুপদ জানহ পরম।
ধন ধম্ম জাতি প্রান   সমর্পিব গুরুস্থান   এই কথা সর্ব্বস্থানে কয়
জদি হবে ভব পার   গুরুপদ কর সার   সির্দ্ধিবস্তু ভাবহ হৃদয়।
গুরুদেব স্থাই জাতে   গুরুবুর্দ্ধি করি তাথে   সাধুসেবা ভকতিলক্ষন
গুরু আগে না চলিবে   তাঁর আজ্ঞা না লঙ্গিবে   না কহিবে চাঞ্চর্ল্য বচন।
অতি দুরে না থাকীবে   অন্য কথা না কহিবে   না বসিবে কাষ্টের আসনে।
পুছিলে উর্ত্তর দিবে   উঃছস্থানে না বসিবে   মির্থা কথা ইথে না কহিবে
পরম ভকত জেই   সদা ষুর্দ্ধবুর্দ্ধি সেই   অশ্চনা করএ গুরুদেবে।
জতেক সাধন সিদ্ধি   গুরু সেবি ষুর্দ্ধবুর্দ্ধি   অশ্চনাএ সেই কৃষ্ণ পায়
কৃষ্ণসেবা জেবা করে   সে জন জীয়ন্তে মরে   তার জম্ম অধোৎপাতে জায়।
গোবিন্দপুজার বেলে   উপস্থিত সেই কালে   জদি হএ গুরুর নন্দন
ছাড়িয়া পুজার য়ুয়া ২খ] [৩ক সভ্রমেতে তথা গিয়া   করিবেক চরনবন্ধন।
গুরুআজ্ঞা লংহনে   ব্রহ্মহত্যা সেই জনে   মহাপাপি সেই ত সংসারে
ক্রধদৃষ্টি জদি চায়   তার সর্ব্ব ধম্ম জায়   ধেনুবধ নাগএ তাহারে।
শ্রীগুরুকে দরসিয়া   অপিক্ষাতে মর্ত্ত হইয়া   জদি সির্স্য না নঙাএ মুণ্ড
ভাগবত পুরানে দেখ   সত্য সত্য মুনিবার্ক্য   কুম্ভপাকে তারে জমদণ্ড।
দণ্ডবতের কালে   না থাকীবে উশ্চস্থলে   প্রনাম করিবে অষ্টাঙ্গে
স্থানের অভাব জবে   আপনি বিনয় করে   প্রনাম করিবে পঞ্চাঙ্গে।
গুরুআজ্ঞা লংঘিব জেই   গুরুকে লঙ্গিব সেই   মহাপাপি সেইজন মরে
জতেক নরক আছে   ভোগ ভোঞ্জয় পাছে   কুম্ভিপাকে জমদণ্ড করে ॥

তথাহি ॥ হেনপি বৈষ্ণবে দৃষ্টা সম্ভমেন পুটাঞ্জলি। নমস্কার ন কুয্যাৎ কুম্ভিপাকে স গশ্চতি ॥৬॥

কৃষ্ণভজনের জাতি   কুলের নাহিক প্রাতি   প্রেমকথা আশ্চাদন সার

ক্রষ্ণক্রপা পাএ জেই   আদরের মুল সেই   অন্যবুদ্ধি করে দুরাচার।
উর্দ্ধবেরে ভগবান   জে কহিলা পরমান   সে কথা সভারে কহি য়ুন
উশ্চ কীবা নিচ জাতি   ভজে জেই মম প্রতি   মর অঙ্গে মিশ্রিত সে জন।
শ্রীগুরু আচরন   কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহন   গুরুসেবা সেই মুল পুজা
গুরু হরি এক দেহ   সন্ধে না করিহ কেহ   নারকীর মনে দুহে দুজা।
গুরু সর্ব্ব তপময়   গুরু সর্ব্ব অঙ্গ হয়   সর্ব্বসির্দ্ধি ৩ক] [৩খ গুরুপদ যুকে
গুরুপদে জার মতি   গুরু তার করে গতি   ভার্গ্যবান সেই সভলোকে ॥

তথাহি ॥ বিষ্ণুপুরানোহরোক্ত ॥ হরৌ রুষ্টে গুরৌ ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চনঃ। তস্মা‍ৎ সর্ব্ব প্রজত্নেনং গুরুমেব প্রসন্নয়েৎ ॥৭॥

হরি জদি রুষ্ট হন   গুরু করে পরিত্রান   গুরুদেব রুষ্ট হন জারে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবে   আর জত তির্থ সেবে   কেহ তারে নিস্তারিতে নারে।
গুরু জারে ক্রপা করে   অনাআসে সে জন তরে   গুরুগত গোবিন্দচরন
চৈতন্য প্রসন্য জারে   বৈষ্ণব জানিহ তারে   সেই পাএ কৃষ্ণের চরন।
একাদস্কন্ধে স্থান   জে কহিলা ভগবান   গুরু আমি একই স্বরির।
গুরু আগে মির্থা কয়   মির্থা আর হএ তায়   গুরুস্থানে কপট সে জন
অনিয়ত কথা কয়   কথনে না করে ভয়   কৃষ্ণপদে বৈমুখ সে জন ॥

তথাহি ॥ দেবাচিষ্টং অথেদিব্যং শ্রর্দ্ধান্নতথেবচং ন ভক্ষেৎ বৈষ্ণবেৎ জ্ঞানি কদাচিৎ হে নারদ ॥৮॥

গুরুর নিকটে থাকে   অন্য দেবে মতি রাখে   সে জনার নরকে গমন
কাএক্লেসমাত্র সার   লোকদৃষ্টি ব্যাবহার   নিরর্ত্তক করএ ভজন।
বৈষ্ণব হইয়া জেই   শ্রার্দ্ধের দির্ব্য নেই   তিহ মর না পাএ চরন
য়ুনহ নারদরিসি   নৈষ্টিক ভজন দিসি   কহিনু তোমার বির্ধমান।
হেন নিষ্টা নাহি জার   অসতির ব্যাবহার   হএ সেই জনমে জনমে
জোগ জজ্ঞ ব্রত আদি   ছাড়ি আর বেদবিধি ৩খ]   [৪ক তবে পায় দাস বলরামে ॥

তথাহি ॥ হ্বিদে রূপং মুখে নামং নৈবির্দ্যমন্নুরে হরে। পাদদকঞ্চ নৃন্মার্ল্যং মস্তকে··· ॥৯॥

কৃষ্ণের অধরাম্রত   নাম রূপ চরনাম্রত   পান গান করে সদা জেই
অশ্চুত গোবিন্দ সেবা   সদা করে মনলোভা   তারে স্যামপদ··· দেই।
গিরিধারি পুষ্পমালা   সাধুসঙ্গে করে মেলা   পবিত্র করিবা জদি মনে
আক্ষ্যায় অব্যায় ভক্তি   গুরুপদে হএ গতি   মন জার শ্রীগুরুচরনে।

গুরুপরিবাদকথা নিন্দা আদি হএ জথা তথা হইতে কর্ন্নে হাথ দিয়া
সভ্রেমে অর্ন্ন জাবে কাবা তারে প্রহারিবে কান্দিবে মস্তকে হাথ দিয়া।
এমত না করে জবে জমের কীঙ্কর তবে অগ্নিতুর্ল্য লোহার মুদ্গরে
প্রবেস করএ কানে রাখিতে না পারে আনে নরকভুঞ্জয় নিরান্তরে।
পাসণ্ডের সঙ্গ ছাড়ি গুরুর চরনে পড়ি ত্রানবার্ক্য জীজ্ঞাস সর্ব্বথা
হেন গুরু ছাড়ে জেই মহাত পাতকী সেই জদি বা গুরুর দোস নয়
তপ্ত রৌরব নামে নকরে তাহার ধামে এই কথা সর্ব্বসাস্ত্রে কয়।
হেন গুরু করে হেলা জমসনে তার মেলা তার সির্দ্ধি নহে কোন কালে
শ্রীগুরু করুনাসিন্ধু অধম জনের বন্ধু মুঞি জীব পড়িনু পাতারে।
হেন প্রভু কর দয়া আর না করিহ মায়া অধমেরে এবে কর রক্ষা
তুমি সর্ব্বজনপ্রান জীবে কর পরিত্রান সাস্ত্রে কহে তোমার জে ব্যাক্ষ্যা।
পারাসর ব্যাসবর সনাক অনাস্থি আর গুরু সেবি সর্ব্বসির্দ্ধি পাবে
মুনিগন আজ্ঞা কৈল সাবধানে…৪ক] [৪খ পালিল ত্রিভুবনে ধর্ন্ম সে হইবে।
আর্ন্যকাণ্ড রামায়ন জে কহিল তাহা যুন কল্প নামে ছিল এক মুনি
তপস্মি বিপিনবাসে বসএ তপস্মিবেসে পতিসঙ্গে তথা তপস্মিনি।
একদিন তার প্রভু দিগাম্বর বেসে গুরু ক্রপা করি কৈলা আগমন
আগে দেখি ব্রাহ্মনি আসিয়া কহেন বানি অতিসি[গ্র] গুরুর গমনে।
তেজীয়া তপস্যাকাজ সভ্রমেতে দ্বিজরাজ চলে সিগ্র গুরুর বন্ধনে
ডাকীয়া ব্রাহ্মনি কয় গুরু আগমন হয় দুহে মেলি বন্দিল চ[রনে]।
গুরু হইছে দিগাম্বর জদি হাস্যা হএ মর তবে মর নাহি অব্যাহতি
আমার বচন যুন মুদি দুই লোচন গুরুপদে করহ প্রনতি।
যুনিয়া ত ব্রাহ্মন মুদি দুই লোচন গুরুপদে দণ্ডবত করে
প্রনামি উঠেন জবে দুহে অন্ধ হইল তবে দেখিয়া মুহিত দিগাম্বরে।
দিগাম্বর চলি গেলা দুহে অন্ধ হইলা তপস্যাদি বিসিষ্ট অন্তরে
কান্দিতে কান্দিতে দুহে চলি গেলা নিজ গ্রহে এক ভাবি গুরুদেবে।
একচির্ত্তে যুন ভাই গুরুসেবা পর নাই মনে আর না করিহ সন্ধে
বির্দ্যমানে বেগ্রমানে চলে গুরুর বন্ধনে কন্দর্প হইল দুই অন্ধে।
ইহার বিসেস কথা আছএ অনেক পোতা কে আছে এমন তাহা কহে
যুকরজনম তার পুরিসের গর্ত্ত সার দন্ধকথা গুরুকে জে কহে।
শ্রীগুরুমহিমাকথা পড়ে যুনে জে সর্ব্বথা তারে হএ কৃষ্ণপদে ভক্তি

শ্রীগুরুচরনবিন্থ   অধরাম্রত ভক্ষন   তবে হএ অনাআসে প্রাপ্তি।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব [জার]   অকর্থ বিস্বাস তার   শ্রীবৃন্দাবনে স্থান অভিলাসে
রাধাক্লষ্ণলিলাদৃষ্টি   গুরু সেবি হএ নৈষ্টি   তর্ত্ত কহে বলরামদাসে॥

ইতি॥ ইতি গুরুতর্ত্তসার সমাপ্ত॥ হস্তি টলস্তি পাদেন জীভ্যা টলস্তি পণ্ডিতঃ। ভিমস্যাপি রনে ভ[ঙ্গ] মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ সকাব্দা ১৬৮৩॥ সন ১১৬৮ সাল… ৪খ]

২১ গুরুদক্ষিণা

শঙ্কর

পুঁথিসংখ্যা ১২২০, পত্র ৯; খণ্ডিত, আকার ১৩"×৪½"।

[১খ শ্রীশ্রীরামক্লষ্ণ॥
য়থ গুরুদখিনা লিক্ষতে॥
কংস ধ্বংস করি ক্লষ্ণ মোথ্রা নগরে   ভক্তজন লয়া কিঞ্চ য়ানন্দ বিহরে।
একদিন ক্লষ্ণচন্দ্র ভাবিল্যা য়স্তরে   বিদ্যা য়নুসিল ধম্ম জানাতে সংসারে।
য়বস্তিনগরে জাব পঠন কারন   গুরুপুত্র ছলে সংখা করিব নিধন।
বরুনে দরসন দিব লব শংখাবর   পাপি উদ্ধারিব জমজাঁতার ভিতর।
এত বিচারিয়া মনে দৈবকিনন্দন   রতন পালঙ্ক পরে করিলা শয়ন।
রামরাত্রি পুহাইল পৃর্ত্তুস বিহান   সোভা করি বসিলা হরি কমলনয়ান।
মোথুরার লোক বৈস্তে ছিলয় পসর   য়নেক পণ্ডিত বৈসে সোভার ভিতর।
মোথুরার লোক বৈসে য়তি বিচক্ষন   পড়িয়া স্থনিয়া সভার য়মৃত বচন।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমুস্যা পুরিয়া   মুর্খ নাহি বুঝ্যা থাকে জন জন চাহিয়া।
পণ্ডিতসভাতে মুর্খ বসিতে না পারে   হংসমোর্দ্ধে বক জেন সভা নাহি করে।
পণ্ডিতসোভাতে ক্লষ্ণ নাহি কহে কথা   খ্নদ স্থনি বাসুদেবের মনে বড় বেথা।
সপ্তঘোটি বেলা হৈল দিতিয় প্রহর   সোভা ভাঙ্গি গেলা হরি নিজ বাসঘর।
ঘরে গিয়া বাপ মাকে সকলি কহিল   সোভাতে বসিয়া য়াজি বড় লজ্জা পাইল্যা।
পাট নাহি পড়ি মোরা মোরা মথুরা নগরে   গোধন রাখিতে গেলা এ বার বছরে।
ইবে সে জানিল মোরা মোথু ১খ]…
[৫ক হেন বিদ্যা নাহি পড়ে জেই দুরাচার   চক্ষু স্থিতে য়ন্ধকার এই জে সংসার।
হেন বিদ্যা জানিলে লোক ধম্মাধম্ম জানি   মর্খ সে কুলের ছাই পোণ্ড স্থর গননি।
পুত্রে পড়াইতে ব্যাধে জেই মাতা পিতা   বন্ধু নহে কাল তারে জানিহ সর্ব্বথা।

রূপবন্ত ধনবন্ত গুনবন্ত জনে   বিদ্যা বিনে জান মাতা সব য়কারনে ॥

কোকিলানাং স্বররূপং নারিরূপং প্রতিব্রতা বিদ্যারূপং কুরূপানাং ক্ষেমারূপং তপসিনি ॥

কুরূপকে কিনি মাতা জিনি সর্ব্ব দেখি   নিরন্তর ক্রোধিত বরন দুটি য়াখি।
বচন সুধার সম সভে বলে ভাল   যকল গুনে উর্ত্তম তারে বলয়ে এ সকল।
পতিব্রতা নারি জদি হয় কুরূপিনি   পর্দ্মিনি সমান তারে জানিহ জননি।
য়জ্ঞান নয় সুন্দর য়ল্পজ্ঞানি জাত   কানা খড়া হয় জদি নাই মিলে ভাত।
বিদ্যাবন্ত হইলে সভে মান্য করে তারে   এ সকল য়পগুন কেহ নাহি ধরে।
তপস্বিজনার হঅ ক্ষেমাতে উজ্জল   ক্ষেমা না থাকিলে তার সকলি নিস্ফল।
বিদ্যা বিনে ধন মাতা য়ার নাই কিছু   জে মুড় কহ হেলা সেই মুড় সিসু। ৫ক]
[৫খ ন চ বিদ্যা সম বন্ধু ন চ ব্যাধি সম রিপু ন চ সত্যা সমন্ধিহানচরি দৈবাৎ পরং বল॥
বিদ্যা বিনে ধন মাতা নাহি ত্রিভুবনে   ব্যাধির সমান রিপু নাহিক গগনে।
য়পতস্যদ্রিসিন্ধেহায়ন্য´নাহি য়ান   সকল দৈবের পর দৈব বলবান।
এ স[ব] জানিয়া জেই বুদ্ধিমন্ত জন   জতন করিয়াক পুত্রে করাব পঠন।
জেজ্জন হেলায় বিদ্যা না করে পঠন   জিবন জোবন তার স[ব] য়কারন।
প্রসন্ন হইয়া মাতা য়াজ্ঞা কর মোরে   বিদেসে বিদ্যান্ত হইয়া পুন য়াসি ঘরে॥

ভাত্রেভি বণ্টনেনৈব চোরেণ নাপি ন নিয়তে দানেনাপি ক্ষয়ং জান্তি বিদ্যারত্ন মহাধনং॥

য়র্থ হেতু ভাই ভাই জদি দন্ত করে   সর্ব্ব ধন বাটি লয় বিদ্যা নিতে নারে।
য়গ্নিদাহে গৃহ মাতা সব ভর্ষ্ম্য হয়   মহারত্ন বিদ্যা সেই নাহি কোন ভয়।
সকল সঞ্চএ ধন ব্যএ হয় উুন   বিদ্যা ব্যায় করিলে মাতা হয় দশগুন।
য়সাধ্যের ৫খ] [৬ক ধন মাতা বিদ্যা গুননিধি   জে জন বৈমুখ তারে বাম হন বিধি।
বিদ্যাহিন জনে জদি করে কন্যা দান   য়পজস সংসারমাঝে নহে সে প্রমান॥

পুত্রপি মুর্খ বিধবা চ কন্যা   কুগ্রামবাসি কুপথি চ ভাজ্জ্যা য়ন্ধস্য´ মাতাপিতরোপি বৃর্দ্ধ বিনা য়গ্নি দগ্ধ পুরূস কুলিন॥

পুত্র মুর্খ হয় জদি বিধবা তনয়া   কুগ্রামবসতি য়ার মন্দমতি জায়[া]।
মাতা য়ন্ধ পিত্যা বির্দ্ধ গৃহেতে জাহার   বিনা য়গ্নিতে দহে সদা স্ব´রির তাহার।
উর্ত্তম লোকেরে মাতা য়েই বোড় তাপ   ইতর লোকের কিছু নাহি মনস্তাপ।
সাধু সপণ্ডিত জত য়াছয়ে সংসারে   পরম জতনে বিদ্যা সিখাব পুত্রেরে।
সিসুকালে পাট জদি না পড়ে বালকে   নিজ কুল মজাইতে সেই সে য়ন্তকে।

মুর্খ হৈলে সদাই নিন্দিত কর্ম্ম করে   লোক নষ্ট কুল লজ্জ্যা জন্মে নাহি জারে।
কুকর্ম্ম কুপথি হয়্যা কুল করে নাস   মরিলে রোরব ঘোরে হয় তার বাস।
মুর্খ পুত্রের য়পজস কি বলিব য়ার   মরিলে নিস্‌চিন্দি হয় মাতা পিতা তার।
মায়ার সাগর হরি কত মায়া জানে   য়াপুনি করিয়া স্রম জানান সর্ব্বজনে।
কৃষ্ণের মহিমা এই জ্ঞানের প্রকাশ ৬ক]   [৬খ শঙ্কর রচন জার কুলচণ্ডায় বাস॥

কৃষ্ণের এতেক নিত্য কাকুতি বচন   বসুদেব দৈবকি শুনি য়ানন্দিত মন।
মনমর্ত্ত হৈয়া দুহে ছাড়েন নিশ্বাস   সর্ব্ব বিদ্যানিত ভব কৈল য়াসিব্যাদ।
হেনকালে [হ]ইল য়াসি জাত্রার সময়   রামকৃষ্ণ চাহি তবে মাতাপিতা কয়।
দৈবকি বলেন তবে স্থন দুইজন   ত্রিতিয় প্রহরে কালি দিন স্থভক্ষন।
সেইকালে স্থভজাত্রা কর কৃষ্ণ রাম   য়ল্প দিন প্রসর্ন্ন্য হইব সর্ব্বকাম।
সকল গুনের সিন্ধু জেই নারায়ন   জার নামে শ্বরনে পুজই ত্রিভুবন।
সিব য়াদি দেবগন জারে করে ধ্যান   হেন প্রভু নরবেসে পড়িবারে জান।
পাপমতি দুস্‌য্জনা বুঝাবার তরে   য়াপনি এ সব নিল্যা করিল্যা প্রচারে।
প্রভাতে জাইব কিষ্ণ য়বন্তিনগর   তাহা শুনি ব্যাস্ত জত নগরের নর।
রাজদারে হইল য়াসি মনুস্যের মেলা   কৃষ্ণদরসনে সভে হইল বিভোলা।
কেহ এসে কেহ জায় কেহ থাকে বসি   কৃষ্ণসংঙ্গে জার স্নেহ প্রেমে জায় ভাসি।
হেনকালে হইল আসি জাত্রার সময়   রামকৃষ্ণ চাহি তবে মাতাপিত্যা কয়।
সন রাম জাদুমনি মাএর বচন   সদাই একয়ে কথা ভাই দুই জন।
এক মাস পজ্জন্ত থাকিব মির্ত্তুপ্রায়   বিলম্বে তেজিব প্রান কোহিনু তোমায়। ৬খ]
[৭ক বাপু রাম সুনির পুত্তলি নিলমনি   রাম হস্তে সমপ্রিয়া পড়িল ধরনি।
কৃষ্ণমোহে য়ধজ্জ হইল কোলেবর   প্রনমিয়া প্রবোধিলা দেব গদাধর।
বাপ মাকে প্রবোধিয়া দেব গদাধর   পড়িবারে জান কৃষ্ণ য়বন্তিনগর।
য়বন্তিনগরে রিসি য়াছে পুন্ন্য স্থিতি   গুনের সাগর রিসি য়নেক খিয়াতি।
বৃর্দ্ধ বএসে রিসি গুনের য়াপার   রিসির প্রসাদে স্থখি সকল সংসার।
তপ জপ জজ্ঞ দান করে মুনিবর   সর্ব্ব শাস্ত্র জানে রিসি গুনের সাগর।
বড় দয়াশিল রিসি নাহি কোপ রাগ   সকলে সমান দয়া জিতিন্দ্রিয় ভাব।
সাবধান হয়্যা রিসি পড়ান শিশুগন   বিদ্যালাভ হোকু বলি করেন কল্যান।
দেখি হরসিত হইল কৃষ্ণ বলরাম   রিসির চরনে দোহে করিলা প্রনাম।
য়াসিস্য করিয়া রিসি বলেন বচন   কোথা হৈতে য়াইলে তমরা ভাই দুই জন।

বসুদেবসুত মোরা কানাই বলাই   পঠনকারন গোসাঞি য়াইনু তব ঠাই।
রিসি বলে শুন ওহে হরি বলরাম   চন্দ্র সুজ্জ সম দেখি দুহে বলবান।
কোন দেবতা তোমরা য়াইলে মায়ারূপে   সর্ব্ব সাস্ত্র পড় বাপু য়াপনার সুখে।
গুরুকে বন্দিয়া পাট পড়েন হরিসে   ছয় মাসে ৭ক] [৭খ র পাট পড়ে একুই দিবসে।
ক খ য়াঠার ফলা পড়িলা ভগবান   য়াঙ্ক য়াঙ্ক সির্দ্ধি ফলা পড়িলা বানান।
য়ষ্ট ধাতু য়ষ্ট সন্ধি পড়িলা সুবন্ত   টিকান্ত সুবন্ত পড়ি হইল বৃদ্ধিমন্ত।
য়ক্ষর চিনিলা হরি পড়ি য়বিধান   সর্ব্বসাস্থ পড়ি দুহে হৈল্যা বুর্দ্ধিমান।
কথাকল্য পড়ি হরি সকলি জানিল   চারি বেদ জানি দুহাঁর জ্ঞান উপজিল।
চোসট্টি দিবসে হরি চোসট্টি বিদ্যা সিখিল   বিদ্যা পড়া দেখি গুরু ত্রাস উপজিল।
বাক্য য়লঙ্কার পড়ে নটক নাটিকা   পুরান ভারথ পড়ে য়াওড়ায়্যা টিকা।
নানা রস কলা হরি সিখিল নির্ত্ত গিত   বহুবিদ্যা সিখিলা হরি শৃগালচরিত্র।
রামায়ন পড়ি হরি বড় পাইল দুখ   রতিসাস্থ পড়ি হরি বড় পাইলা সুখ।
জোতিস্যা পড়িয়া হরি কাকচরিত্র পড়ি   তকর্ক সাইলা বিদ্যা শিখিলা গারড়ি।
খেত্রিবিদ্যা শিখিলা হরি খাণ্ডব সকল   চুরিবিদ্যা সিখিলা হরি বেসুকার বল।
ভোজোবিদ্যা সিখিলা হরি হইয়া সুজান   গদাবিদ্যা সিখি হরি হৈলা বুর্দ্ধিমান।
সর্ব্ববিদ্যা সিখি দোঁহে হৈলা বুর্দ্ধিমান   বিদ্যা পড়া দেখি গুরু দেহে কম্পবান।
রামকানু পড়াইতে মুনি য়ার নারে   দিলেন জতেক ৭খ] [৮ক বিদ্যা জে ছিল য়ন্তরে।
বিদ্যা ত সিখিয় দোঁহে বোড় রিষ্ট হইল্য   দক্ষিন মাগহ বলি গুরুকে বলিল।
জাহা ত মাগিবে গোসাঞি তাহা য়ামি দিব   তোমাকে দক্ষিনা দিয়্যা মোথুরাকে জাব।
এতেক উর্ত্তর জদি কানাঞি বলিল   পুত্র স্মরিয়া রিসি কান্দিতে লাগিল।
এক চক্ষে বহে রিসি ঘন বরিসন   য়ার চক্ষে বহে জেন ধারা শ্রবন।
একেস্বর মুকুতা দোসর নাহি থোপ   নাক দাড়ি ব্যায় লোহ পড়ে টোপে টোপ।
কি বল বলিলে বাপু কানাই বলাই   কার তরে ধন নিব পুত্র মোর নাই।
এক পুত্র ছিল মোর পরম সুন্দর   ডুবিয়া মরিল পুত্র সমুদ্রভিতর।
জজ্ঞা নিমন্তনে মুঞি গেনু পরবাসে   পুত্র হারাইয়া মুঞি হইনু নৈরাসে।
গুনের সাগর পুত্র কত মায়া জানে   স্মঙরিতে পুত্রের গুন বিদরে পরানে।
পুর্ব্ব জনমেতে কত মহাপাপ কৈনু   তাহার কারনে মুঞি য়েত [দু]স্খ পাইনুঁ।
কত গো ব্রহ্মনে য়ামি মনে দুখ দিল   গুনের সাগর পুত্র ডুবিয়া মরিল।
য়াঁটকুড়া রিসি মুঞি লোকমুখে লাজ   মরন হউক মোর ধনে পড়ুক বাজ।
এতেক উর্ত্তর জদি গুরু ত বলিল   তাহা সুনি রামকৃষ্ণ পরিবোধ দিল।

য়স্থখ তেজাহ গোসাঞি স্থনহ বচন   সফল করিয়া দিব তোমার বদন ।৮ক]
[৮খ জেই ত মাগিবে গোসাঞি তাহা য়ামি দিব   তোমাকে দক্ষিনা দিয়া মোথুরাকে জাব।
গুরুকে দক্ষিনা দিব না ক[রি] য়ন্য র্থা   দক্ষিনা না দিলে মোর সব হব ব্রথা।
এতেক উর্ত্তর জদি কানাই বলিল   সয়ং বিষ্টু বলি রিসি তথনি জানিল।
খানিক বিলম্ব কর দিব চক্রপানি   ঘরে হৈতে য়াসি য়ামি শুধায়্যা ব্রাহ্মনি।
ব্রাহ্মনি লইয়া য়ামি এখনি য়াসিব   তবে ত তোমার ঠাঞি দক্ষিনা মাগিব।
কানাঞি রাখিয়া রিসি ঘরকে য়াইল   ঘরে য়াসি ব্রাহ্মনিকে সকল কহিল।
য়াস্য গো প্রানের পৃয়া স্থন গো ব্রাহ্মনি   হরি বলরাম দুঁহে মাগিল মেলানি।
য়াকান্দ কান্দিয়া মুনির চোক্ষে পড়ে লোহ   কেমনে পাসরিব পুত্রের মায়া মোহ।
কানের সনার পুত্র মোর য়ান্ধয়ার নড়ি   সে পুত্র বিহনে য়ামি হৈলাম য়াঁটকুড়ি।
তুমি ব্রাহ্মনি জাহ য়াকান্দ কান্দিয়া   কানাইকে দক্ষিনা মাগ য়াসিস্য করিয়া।
এতেক উর্ত্তর জদি রিসি ত বলিল   শুনিঞা ব্রাহ্মনি তবে তথারে চলিল।
কৃষ্ণের সমুখে গিয়া কান্দিতে লাগিল   নয়ানের জলে তার বসন ভিজিল।
গুরুদক্ষিনা দিবে জদি কানাই বলাই   সমুদ্রে ডুবিল পুত্র মাগিল তব ঠাঞি।
এক পুত্র বিনে মোর দোসর নাই য়ার   কঙ্কের দোসেতে পুত্র হইল সংহার ।৮খ]
[৯ক কেমনে ধরিব প্রান য়ামি দুস্থমতি   স্মরন য়াছয়ে পুত্রের পাঞ্জি য়ার পুঁথি।
সদাই পড়িথ পুত্র এেই পাটসালে   লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিথাম বদনকমলে।
শুন্য হৈয়্যাছে মোর সনার বাসঘর   কোথা সে মরিল পুত্র সমুদ্রভিতর।
এতেক বলিলা জদি ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনি   তাহা স্থনি পোরিবোধ দিলা জদুমনি।
না কান্দ না কান্দ মাতা স্থন ঠাকুরানি   তোমার পুত্র য়ানি দিব দেব চক্রপানি।
সর্গ মর্ত্ত পাতাল য়ামার য়ধিকার   ওস্থর মারিতে হৈল কৃষ্ণ য়বতার।
তবে ত গপালে হঙ বস্থদেবের কুমার   এখনি য়ানিয়া দিব পুত্র জে তোমার।
জে মারিল তোমার পুত্র সাধিব তার মান   প্রানেতে মারিব তারে জদি হঙ কান।
ব্রাহ্মনিরে কৃষ্ণচন্দ্র প্রবোধ করিয়া   সমুদ্রের কুলে হরি দাণ্ডাইল সিয়া।
কোপমন হয়্যা হরি সর জে জুড়িল   য়াসিয়া বরুন রাজা পায়েতে পড়িল।
প্রানভয়ে বরুনরাজা কাঁপে থরহর   বিনি য়পরাধে প্রভু কেন যুড় শর।
তুমি রাজা কৈলে গোসাঞি গমুদ্রভিতর   ওস্থর মারিতে হৈল তোমার য়বতার।
ব্রাহ্মনের পুত্র য়ামি না মারিল   পঞ্চজন্য সংখাস্থর হরিয়া য়ানিল।
বরুনের বোল স্থনি কমললোচন   গহির গম্ভির জলে করিল্যা গমন।
লক্ষ জোজন জল য়লংহবিস্তার   মগধ কুম্ভির মৎস য়াছএ য়াপার।

জলজন্তু য়াছে বোহু পর্ব্বত য়াকার   বুহিত্র ভাঙ্গিয়া তারা করএ য়াহার।
গোবিন্দে ৯ক] [৯খ র ডরে তারা পালাইল দুরে চাহিয়া   বেড়ান হরি দুষ্ট সংখাসুরে।
খুজিয়া বেড়ান বোহু কানাই বলাই   কোথা য়াছে য়ারে সংখা লাগ নাই পাই।
সমুদ্রভিতরে সংখা য়াছ লুকাএ নিভয়   তথা গিয়া দেখিল শ্রীকৃষ্ণ মহাসয়।
য়ারে য়ারে সংখাসুর রিসিপুত্র খায়্যা   সমদ্রভিতরে কেন য়াছ লুকাইয়া।
এতেক উর্ত্তর জদি কানাঞি বলিল   তাহা সুনি সংখাসুর তেজ বাড়াইল।
য়াজিকার দিন মোর সফল হইল   সমুদ্রভিতরে মোর য়াহার মিলিল।
বাহুড়িয়া য়াইসে সংখা হরি মারে চড়   চড় খায়্যা সংখাসুর করে ধড়পড়।
য়ারে য়ারে সংখাসুর রিসিপুত্র খায়্যা   এখনি মারিব কেন জাহ পালাইয়া।
ধরা নাহি জায় সংখা পালাইয়া জায়   নন্দের নন্দন পাছু পাছুতে গোড়ায়।
পিঙ্গলি পড়িছে গায় পিছুলিয়া জায়   নন্দের নন্দন হরি ধরিতে না পায়।
মহাতেজাসুর বড় পালাইল দুর   জলের হিল্লোল ঘোর পায় সংখাসুর।
বলহিন হৈল্য সংখা সমদ্রভিতর   খেদাড়িয়া ধরিলা তারে দেব গদাধর।
প্রান ছাড়িবার কালে ক[রিল] উর্ত্তর   রিসিপুত্র য়াছে জমজাতার ভিতর।
তাহারে মারিলে গোসাঞি বড় কষ্ঠ হয় ওসুরের ক্ষয় কর দেবতা ৯খ][১০ক র জয়।
এতেক বলিয়া সংখা হরিল গেয়ান   মুটকির ঘাএ তোর বধিব পরান।
সংখাসুর বধ হৈল্যা গাইলা সংঙ্কর   এ ভবসাগরে পার কর দামুদর॥

সোমুদ্রভিতরে হরি বধি সঙ্খাসুর   সংখধ্বনি করি হরি গেলা জমপুর।
বসিয়াছে জমরাজা সোভা ত করিয়া   জমের সদনে হরি দাণ্ডাইল গিয়া।
কেসবে [দে]খিয়া জম হরিসয়ন্তর   চরনে ধরিয়া বলে করুন উর্ত্তর।
সিংহাসনে বৈস গোসাঞি দেবের দেবরাজ   কেন য়াগমন গোসাঞি কহ কোন কাজ।
কেসব বলেন জম সুন সমাচার   কোথা য়াছে য়ানি দেহ মুনির কুমার।
য়াজ্ঞা পায়া গেলা জম জাতার ভিতর   রিসিপুত্র য়ানি দিল শ্রীকৃষ্ণগোচরে।
রিসিপুত্র লঞা জান মোকুন্দ মুরারি   সেই বেলা পাপিলোকে কোরিলা গোহারি।
একাদসি মোরা সভে না ভজিলাম হরি   তেকারনে এত দুর্খ পাই জমপুরি।
নিদয়া নিষ্টুর বড় জম মহাশয়   জম জত দুঃর্খ দেই কহনে না জায়।
জমের দুই বেটা য়াছে কাল বেকাল   তার ডরে পাপিলোক কাঁপে হানেহাল।
কেহ মারে কেহ ধরে কেহ নঞা টাঙ্গে   লোহার সাবল তাতাইয়া দেই কার য়ঙ্গে।
মাথায় করাত দিয়া রাখিয়াছে কারে   তপ্ত তৈল্য দিয়া কার মুখ চাপে ধরে।

জদি য়ন্ন খাইতে চাহে জ ১০ক] [১০খ মের সদনে   জমদুত বিষ্টা দেই তাহার বদনে
কার মুণ্ডে বসি কাক দুই চেক্ষু খায়   নরকের কুণ্ডে কারে উঠায় ডুবায়।
কৃমিগন খায় পাপিকে নরকের কুণ্ডে   মাথা তুলিলে দুত মুদ্গর মারে মুণ্ডে।
কার নাক কান কাটে কার কাটে পা   ছুরি দিয়া মাংস কাটে কাড়ে বিপরিত রা।
কত না কহিব জমপুরের কাহিনি   খুদাতে না দেই য়ন্ন তিষ্টায় না দেই পানি।
এবে সে জানিলাম গোসাঞি য়ার নাহি গতি   এবার করহ রক্ষা কমলার পতি।
পাপিলোকের দুষ্খ দিখি কমললোচন   সকল পাপির পাপ করিল্যা মোচন।
রথে চড়ি পাপিলোক সর্গপুরি জায়   সেই ক্রোধে জমরাজা উদিগে না চায়।
য়াজি হৈতে ছাড়িলাম জময়ধিকার   পাপিলোক সর্গ জায় বড় য়বিচার।
চিত্রগুপ্ত কাএস্ত রাখিল পাঞ্জি খড়ি   পাপিলোক সর্গ জায় ব্রথা লিখি পড়ি।
শ্রীকৃষ্ণচরনে মন দিয়া ত সংস্কর   এ ভবসাগরে পার কর দামোদর॥

জমের প্রবোধিয়া হরি চলিলেন বেগে   গুরূপুত্র য়ানি দিল ব্রাহ্মনির য়াগে।
পুত্র পুত্র বলি ঋষি কোলেতে করিল   শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে য়ামি মরাপুত্র
পা ১০খ] [১১ক ইল্য।
ব্যালিস বাজনা বাজে ঋিসির দুয়ারে   য়নেক য়ানন্দ হৈল প্রিতি ঘরে ঘরে
মচ্ছাব করিয়া মুনি হৈলা জানাজানি   মুনিপুত্র য়ানি দিলা দেব চক্রপাণি।
দেখিতে য়াইল লোক সকল সংসার   য়ানন্দই হৈয়া তারা কহে পরস্পর।
মুনুস্য নহেন এই কানাই বলাই   জাহার প্রসাদে য়ামি মরাপুত্র পাই।
ধন্য ধন্য রূপ গুণ ধন্য হে শ্রীপতি   সকল সংসারে গোসাঞি রাখিলে খিয়াতি।
গুরূপুত্র য়ানি দিল গাইল সংস্কর   এ শোকসাগরে পার কর দামোদর॥

হরি বলরাম জান মোথুরানগরে   কানাঞি বলেন ঘর য়াছে কত দুরে।
কি বুর্দ্ধি করিব বলি ভাবেন মুরারি   খুধাতে বুর্দ্ধিহারা হৈল চলিতে না পারি
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ভাই স্বুন বলরাম   মোথুরানগরে বাদ্য স্বুনি য়নুপাম।
মোথুরা নিকট হৈল বলরাম ভাই   ঘরে গেলে স্বুখে দুখ য়ন্ন জল খাই।
গুপ্তে সান্ডাইব গিয়া মোথুরানগরে   ভাল মন্দ স্বুনিব গিয়া প্রিতি ঘরে ঘরে। ১১ক]
জে পড়িবেক সে সাস্বুড়্যা হইবেক॥
[১১খ প্রহরেক রাত্রিকালে দেখি সর্ব্বজন   কেহ বা ভোজন করে কেহ বা সয়ন।
লজ্জার কারনে কৃষ্ণ বলাই পাছে স্বুনে   ধিরে ধিরে কথা কহে মরূয়ার সনে।

ফিরিয়া জাহ মন্নুয়া বলাই দেখিব   কেহ না জানিব য়ামি এখনি য়াসিব।
য়াসিয়া মন্নুয়া কহে স্নেহ বচন   এখনি য়াসিয়া রাধা দিব দরসন।
কানাঞের ঠাঞি মন্নুয়া বিদায় হইয়া   রাধিকার ঠাঞি মন্নুয়া মিলিল য়াসিয়া।
মনদুখ তেজ রাধা মন্নুয়া বলিল   কানাইকে ঘর জাত্যে এখনি দেখিল।
রাধিকা বলেন মন্নুয়া য়ার কি বলিসি   হেনকালে মন্নুয়া পেলিয়া দিল বাঁসি।
বাঁসি কোলে করি রাধা হরসিত হৈয়া   কানাঞের ঠাঞি মন্নুয়া বাঁসি গেল নঞা।
রাধিকার ঠাঞি মন্নুয়া মিলিল য়াসিয়া   কানাঞের মুখ চায়্যা পালঙ্কে বসিয়া।
রাধার নিগুড় প্রেম বুঝি নারায়ন   য়ানন্দ হইয়া ঘর গেলা নারায়ন।
বাপ মাকে নমস্কার কৈলা দেবরাজ   য়াপুনি দৈবকি কৈলা রন্ধনের সাজ।
সবর্ন্নের থালে য়ন্ন সো১১খ] [১২ক ড়স বেঞ্জন   হরি বলরাম দুঁহে করিলা ভোজন।
তাম্বুল কপুর কৈলা মুখের সোদন   রতন পালঙ্ক পর করিলা সয়ন॥

ইতি॥ গুরুদক্ষিনা সমপ্তং॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখিতং শ্রীকাসিনাথ মণ্ডল॥ সাঃ ধুল্যাপুর পরগনে সিমিল্যাপাল পঠনতে শ্রীজজ্ঞেশ্বর ঘোসাল॥

মনিব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ সেবক শ্রীজজ্ঞেস্বর ঘোসাল প্রানামা নিবেদঞ্চ য়াগে মহাসএর শ্রীচরন য়াসিব্যাদে এ জনার প্রান গোতিক সমস্ত মঙ্গল হঅ বিসিষ্ঠ॥১২খ]

২২ গোবিন্দচরিতামৃত

যতুনাথদাস

পুঁথিসংখ্যা ১২২২; পত্র ১৭৯; খণ্ডিত; আকার: ১৩½"×৪½"।

[২খ আমি অতি   তুচ্ছমতি   না জানিএ স্থান স্থিতি   ভাল মন্দ বিচার উদ্দেশে
শুনি কৃষ্ণগুণ তথী   বিভোর হইল মতি   দাস যতুনন্দন হরিষে॥১৪॥
[৩খ পতিততারণ কাজে   সভে আইলা খেতিমাঝে   সভে মহা দয়ার সাগরে
সংসারসাগরানলে   পড়িয়া কাকুতি করে   দাস জতুনাথে কর পারে॥১২॥
[৫ক রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা অভিলাষে   গোবিন্দচরিত্র কহে যতুনাথ দাসে॥

প্রথম সর্গ॥১॥

[৯খ নহি নহি করে ধনি   আনন্দে গদগদ বানি   মুচকি মুচকি হাসে তায়
দেখিয়া সখির আঁখি   হইল পরম সুখি   এ জতুনন্দনদাসে গায়॥১৭॥১॥
[১৩খ নিকুঞ্জ নিসান্ত কেলি মধুর বিলাস   সংক্ষেপে কহএ কিছু জতুনাথদাস॥
গোবিন্দচরিতামৃতকথা অনুপাম   অপূর্ব্ব রহস্য শুনি জুড়ায় মন কান।...

দ্বিতিয় স্বর্গ॥২॥

[২১ক, খ রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাষে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ত্রিতিয় স্বর্গ ॥

[২৮খ রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাষে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
চতুর্থ স্বর্গ ॥৪॥

[৩৩খ রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে ভোজনবিলাসোনামঃ পঞ্চম স্বর্গ ॥৫॥

[৩৯খ রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাষে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে গোষ্ঠগমনং নাম ষষ্টম স্বর্গঃ ॥৬॥

[৪৬ক রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাষে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে শ্রীবৃন্দাবনপ্রবেসো নামঃ সপ্তমঃ স্বর্গ ॥৭॥

[৫৫ক রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে শ্রীরাধাকুণ্ডবর্ন্নর্নং নামাষ্টম সর্গ ॥৮॥

[৬৪ক রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে রাধাক্লষ্ণমিলনং নাম নবম স্বর্গঃ ॥৯॥

[৭০খ,৭১ক রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে শ্রীরাধাক্লষ্ণবাককৌশলং নাম দশম স্বর্গঃ ॥১০॥

[৮১ক রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে মধ্যাহ্নলীলাবর্ন্নর্নে বংশীহরণবিলাসো নাম
একাদশ স্বর্গঃ ॥১১॥

[৯২খ রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে শ্রীরাধাপ্রত্যঙ্গং বর্ন্নর্নং নাম দ্বাদশ স্বর্গ ॥১২॥

[১০০খ রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে তৃতীয়ঋতুবর্ন্নর্নং নাম ত্রয়োদশ স্বর্গঃ ॥১৩॥

[১০৭খ রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে মধ্যাহ্নলীলাবিহারবর্ন্নর্নং নাম চতুর্দ্দশ স্বর্গঃ ॥১৪॥

[১১৬ক রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে দোলালীলামধুপানাদিবর্ন্নর্নং নাম পঞ্চদশ স্বর্গঃ ॥১৫॥

[১২৬খ রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাষে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে জললীলাবিহারবর্ন্নর্নং নামঃ ষষ্টদশ স্বর্গঃ ॥১৬॥

[১৪২খ রাধাক্লষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে শ্রীক্লষ্ণগুণবর্ন্নর্নোনামাষ্টাদশ স্বর্গঃ ॥১৮॥

[১৪৩খ কহ কৃষ্ণ সুধাসার সর্ব্ব সুখময় সার ব্রজনারীগণপ্রাণ সম
এ যদুনন্দন মনে বিচার করিয়া গণে যে লাগি তোমার এত ভ্রম ॥ রাগ পাহিড়া ॥
[১৪৬খ নানা প্রবন্ধ করি পাশা খেলে বাঞ্ছা ভরি পরম প্রেয়সি করি সঙ্গে
হাস পরিহাস রসে অমৃতসাগরে ভাষে এ যদুনন্দন গায় রঙ্গে ॥
[১৪৯খ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে পাশাখেলাসূর্য্যপূজাদিবর্ন্নং নাম
উনবিংশতি স্বর্গঃ ॥১৯॥
[১৫৮খ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে অপরাহ্নলীলাবর্ন্নং নাম বিংশতি স্বর্গঃ ॥২০॥
[১৬৩খ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে সায়াহ্নলীলাবর্ন্নং নাম একবিংশতি স্বর্গঃ ॥২১॥
[১৭৩খ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে নিশামিলনং নাম দ্বাবিংশতি স্বর্গঃ ॥২২॥
[১৭৯খ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাষে গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথদাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে রাসলীলাবর্ন্নং নাম ত্রয়োবিংশতি স্বর্গঃ ॥২৩॥

২৩ গোবিন্দরতিমঞ্জরী

ঘনশ্যামদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৬৫ ; পত্র সংখ্যা ২১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪½" × ৫½"।

আরম্ভ ও ভনিতা,

আরম্ভ,

[১খ ৭ঁশ্রীগোবিন্দো জয়তি ॥

সশ্রেয়ানিহ দিব্য যদগুণয় জামদ্বৈত নাম প্রভুনির্ত্যানন্দ রস প্রবর্ষুক ঘনশ্যামান্ত-রুন্দাসকঃ। গান্ধর্ব্বীয় কলাবিলাস বসতির্গাণ প্রবীণঃ স্বয়ং শ্রীগোবিন্দগতির্ভবন্মব নব প্রেম্নাং জয়ত্যাশ্রয়ঃ ॥১॥ গোবিন্দঃ শ্রুতিবর্ত্ম্না বিশত্বদ্ধিদ্গোবিন্দমীক্ষেনমুদা গোবিন্দেন সুখং লভেয় ন পর দাতাস্তি গোবিন্দতঃ।...

ভনিতা,

[২ক নামহিঁ যাক তাপ সব মীঠই তাহে কি চাঁদ উপাম।
কহ ঘনশ্যামদাস নাহি হোয়ত কোটি কোটি এক ঠাম ॥১॥

[২ক, খ যার পাষাণ সমান হিয়া সেহো যায় মিলাইয়া যার গুণ গাইতে শুনিতে
কহে ঘনশ্যামদাস যার নাহি বিশ্বাস সেই সে পাষণ্ডি অবনিতে ॥২॥
[৩ক… ইতি শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং গোবিন্দরত্যঙ্কুরো নাম **প্রথমঃ স্তবকঃ** ॥১॥

২৪ গোবিন্দলীলামৃত (ভাষা)

যদুনন্দনদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৬১; পত্রসংখ্যা ১৮২, অখণ্ডিত; আকার ১৬½" × ৪½"।

আরম্ভ ও ভনিতা

[১খ ৭ঁশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং সন্দোহামন্দ মন্দিরং। বৃন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গ-নন্দিতং ॥১॥ যো জ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপাম্বুরুদ্ধাঘয়ননপ্য করোৎ প্রমত্তং। সব প্রেমসম্পৎ শুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মধুং প্রপদ্যে ॥২॥ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশে-ষাদ্যগম্যা য়াসাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাচ নৌন্যৈকলভ্যা-।…

ভনিতা,

[২ক আমি অতি তুচ্ছমতি না জানি [২খ এ স্থানস্থিতি ভালমন্দ বিচার উদ্দেশে
শুনি কৃষ্ণগুণ অতি বিভোর হইল মতি দাস যদুনন্দন হরিষে ॥১৫॥
[৩ক পতিততারণ কাজে সভে আইলা ক্ষিতিমাঝে সভে কৃপাশাগর শোষঁরে
সংশারশাগরানলে পড়িঞা কাকুতি বোলে এ যদুনন্দনে কর পারে ॥১৫॥
[১৮২ক…শ্রীগুরুশ্রীপদদ্বন্দ্ব বন্দনা করিঞা লিখিল গোবিন্দলীলা আনন্দিত হঞা।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের পদে পরণাম করিঞা গাইল কিছু কৃষ্ণগুণগাম।
গোবিন্দচরিতামৃত রসসরোবরে রাধাকৃষ্ণ প্রেমভক্ত চকোর বিহরে।
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাশে গোবিন্দচ৷রত কহে যদুনাথদাসে ॥২৩॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥ শূর্য্য সপ্তেন্দু শাকে চ সিত পক্ষে চ আশ্বিনে। গোবিন্দ-লীলামৃতমপি রাধানাথেন লিখ্যতে ॥ সন ১১৯৭ এগার সও সাতানর্ব্বই সাল ॥… ত্রয়োবিংসতি সর্গঃ ॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥ শ্রীরাধারমন দাস ঘোষেণ লিখিতমিদং পুস্তকং ॥ সন ১২১২ চৈত্র ॥

২৫ গোবিন্দলীলামৃত (মূল)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

পুঁথিসংখ্যা ১৪৮০ ; পত্রসংখ্যা ১২৭ ; খণ্ডিত ; আকার ১২½"×৫"।

[১খ ৭শ্রীরাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ॥

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দসন্দোহামন্দমন্দিরং। বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতং॥১॥

[১২৮ক···ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিতং শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নাম মহাকাব্যং সমাপ্তং॥ শাকে গতে এ বসু পক্ষ বাণ চন্দ্রে মার্গে সিত প্রতিপদি স্বমানাবথাপ্যৈ। গোবিন্দলীলামৃতসিন্ধুজাং সুধাং মুদ্রা চকাবেতি ন বিস্ময়াস্পদং যত॥ মুহুঃ পীতমপি প্রতিক্ষণং কৃষ্ণাচ্চয়ং প্রত্যুত সন্তলোমে। পরিমল বাসিত ভুবনং স্বরসামোদিত রসঙ্গ বোলম্বং। গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুং॥১২৮ক]

২৬ গৌরীমঙ্গল

কবিচন্দ্র মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ১০২৮ ; পত্রসংখ্যা ২১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"।

ভনিতা,

[২খ ভকতি করিয়া জেন সর্ব্বলোকে পুজে পুরাণবচন জেন সর্ব্বলোকে বুঝে।
নব সসি ষুর ইন্দ্র সক পরিমিত কবীচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডির চরিত॥

[৩ক জেই বর মাগ পাইবে সকল সাবধানে হইআ ষুন গৌরিমঙ্গল।
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভকতি রহুক হরগৌরির চরণে॥ মালব রাগ॥

[৬ক সচি অরুন্ধুতি তুহে গায়ন্তি মঙ্গল বিভাহ করিব সতি চন্দ্রসেখর।
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরণে॥ গুর্জ্জরি রাগ॥

[৭ক ভকত নরেরে বর দেহ গঙ্গাধর কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল॥ জমক ছন্দ॥

[৮ক গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরনে॥ আহির রাগ॥

[৯ক গৌরীমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে ভকতি রহুক হরগৌরীর চরনে॥ মহারাটি রাগ॥

[১০ক গৌরিমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরনে॥ পঠমঞ্জরি রাগ॥

[১১ক কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল ষুনে আপদ খণ্ডে পাই ঈষ্টফল॥ নাট রাগ॥

[১১খ গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রে বিরচিত ষুনিলে সকল দুখ হরে
ধনে পুত্রে বহুমান ষুখে ষুরপুরিস্থান বর দেউ উমা মহেস্বর॥ জমক ছন্দ॥

[১২খ দাণ্ডাইআ বলে দেবি সিবের বিদ্যমান বাপঘরে জাব গোসাঞি কর সম্বিধান।
গৌরীমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরির চরনে ॥ মালসি রাগ ॥
[১৭ক পরম ভকতি দ্রঢ় একমতি সঙ্কর কিঙ্কর ভনে
গৌরিমঙ্গল দেই ইষ্টফল কবিচন্দ্র মিশ্র সুরচনে ॥
[১৯খ দস দিগ প্রসন্ন কুশুম বরিসন সকল লোক উল্লসিত
শুভ সকল প্রসবমঙ্গল সমএ ভেল উপনিত।
সঙ্কর কিঙ্কর ভক্তি তৎপর সুন লোক একমনে
গৌরিমঙ্গল দেই ইষ্টফল কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে ॥ শ্রী রাগ ॥
[২১ক হরগৌরিচরনে কমল মধুকর কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল ॥ কামদ রাগ ॥
[১খ ৭ঁশ্রীরামঃ ॥
বৃষভবাহনে বন্দো দেব মহেশ্বর সিরে গঙ্গা বহে জার নয়নে আনল।
দসদিকপাল বন্দো হাত করি জোড়া দিনকরনাথ বন্দো রথের সপ্ত ঘোড়া।
গ্রহগন বন্দো আর বন্দো সির্দ্ধাগন একে একে বন্দো অষ্ট বসুর চরন।
ব্রহ্মার সাবিত্রি [ব]ন্দো হরি[র] কমলা হরের গৌরি বন্দো অর্দ্ধঅঙ্গে মেলা।
রক্ত অভরণ দেবির রক্ত পরিধান ব্রহ্মা বিষ্ণু স্তুতি করেন হইয়া ভজমান।
তীনলোকের মাতা দেবী আদ্যাসকতি জোগ মুক্তি পাএ করএ ভকতি।
পরম ভক্তি বন্দো দেবী সরস্বতি তাহার প্রসাদে করি চরণ বিভূতি।
ধবল আসন দেবির ধবল পরিধান পঞ্চাস অক্ষরে জার সরির নির্ম্মান।
মুক্তিপদ বন্দো মাতা গঙ্গা ভাগিরথি জাহার প্রসাদে হএ বিষ্ণুলোকে গতি।
যমুনা বন্দিমু মুঞি জমের ভগিনী [জল পরসি]লে যমকর নাহি চিনি।
সরস্বতি আদি বন্দো নদির প্রধান পুন্যতির্থ আদি বন্দো জার জথা স্থান।
বাল্মীকি [মুনি বন্দো] কবি মহামতি জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতি।
ব্যাস মহাঋষি বন্দো হৃদয় সতত জাহা[র প্রসাদে হইল পুরান] ভারত।
নর নারায়ণ বন্দো পুরাণ তপস্বী জার তপে স্রষ্টি ধরএ সপ্তরিষি।
পরাসর ১খ] [২ক মুনি বন্দো যত বিপ্রজন জাহার দক্ষিন পাএ বৈসে তীর্থগণ।
দেব দ্বিজ গুরু বন্দো করিআ ভকতি ধরনি লোটাইআ বন্দো মাতা নিলাবতি।
বাপের চরন বন্দো গুণের নিধান সর্ব্বসাস্ত্রে পণ্ডিত ভারথি অধিষ্ঠান।
সসিষ্য পণ্ডিত নাম অতি সুচরিত জাহার বিমল জস জগতবিদিত।
দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু বন্দিমু একেবারে চরণে পড়িআ মুঞি বলো পরিহারে।
চণ্ডির চরিত্র কিছু কবিচন্দ্র ভনে ভকতি রহুক হরগৌরির চরনে ॥

মুঞি মন্দমতি তুআ মহিমা অপার   মহোদধি জলে যেন এড়িমু সাতার।
সর্ব্বদেবে দয়া জবে হও দেববানী   তবে কিছু বলিমু তুয়া পদবন্ধ জানি।
পৃথিবির সার রাজ্যে পঞ্চগৌড় নাম   নৃপতি হুষেন সাহা কলিজুগে রাম।
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজা প্রতাপে তপন   জার ভয় কপিত সকল নৃপগণ।
গৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম মহাপুণ্যস্থান   ত্রিবিনির তিরে সপ্তঋষির বিশ্রাম।
তথা সপ্ত মুনি তপ কৈল মুখে   তে কারনে সপ্তগ্রাম বলে লোকমুখে।
সেই সপ্তগ্রাম মধ্যে বালাণ্ডা নামে পুরি   পুবে জার যমুনা পশ্চিমে মুরেস্বরি।
উতরেত চক্রতির্থ নাম পুণ্যস্থান   দেব চক্রপানি তথা নিত্য অধিষ্ঠান।
দক্ষিনে পবিত্র জল নাম বিদ্যাধরি   জার জল পরসিলে সকল পাপে তরী।
অনেক পণ্ডিত [ত]থা অনেক মহাজন   কুলে সিলে তপের নিধান দ্বিজগন।
সর্ব্বসাস্ত্রে পণ্ডিত নৃপতি পুজিত   স্কেত্রি বৈদ্য বৈসে য়তি মুচারী বৈস্য। ২ক]
[২খ মুদ্রগন বৈসে দ্বিজসেবাএ তৎপর   নৃপগন হিতকারি মুবুদ্ধিসাগর।
তথা গুনিজন সভে করিয়া সমাজ   কবিচন্দ্র মিশ্র আনিঞা বলিলে কাজ॥
গন্ধ মাল্য দিয়া তবে করিল সন্মান   সভে মিলিআ বলিলেন পাচালি বিধান।
পাচালি প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙ্গল   তোমার মহিমা জেন ভ্রমে মহিতল।
ভকতি করিয়া জেন সর্ব্বলোকে পুজে   পুরাণবচন জেন সর্ব্বলোকে বুঝে।
নব সসি মুর ইন্দ্র সক পরিমিত   কবীচন্দ্র মিশ্র বলে চণ্ডির চরিত॥

প্রথমে কহিব দক্ষের উৎপতি   কহিব জেনমতে উপজিল সতি।
বৈশ্রবণ জেনমতে হইলা কুবের   এক আখি পিঙ্গল হইল আর আখি টের।
কহিব ব্রহ্মার জজ্ঞে দক্ষের কন্দল   সরির ছাড়িলা দেবি দেবের ভিতর।
সরির ছাড়ি উপজিল হেমন্তসদনে   কহিব সকল কথা জত বিবরনে।
কহিব সঙ্কর জেন কাম পঞ্চসরে   পুড়িয়া ভস্ম কৈল নয়ন আনলে।
কহিব কঠোর তপ করিলা পার্ব্বতি   জেনমতে বর তাঁরে দিলা পশুপতি।
তবে ত কহিব হরের বিবাহমঙ্গল   জেন বারানসিপুরি হইল সকল।
কহিব মুরথরাজা মেধার উর্ত্তর   জথা মধুকৈটভ মারিলা গদাধর।
জেনমতে মহিস মারিলা মহাবল   ধুর্ম্মলোচনবধ কহিব সকল।
কহিব জেনমতে মারিল চণ্ডমুণ্ড   রক্তবির্য্য বধ আর চামুণ্ডার তুণ্ড।
অমুর মারিয়া দেবী হইল কুতুহলি ২খ] [৩ক জেনমতে শুম্ভ নিশুম্ভ মারিলা মহাকালি।
দেবগণ স্তুতি করে পাইআ নিজ কাজ   জেনমতে রার্য্য পাইল সুরথ মহারাজ।

অন্ধ কুষ্ঠ দারিদ্র হরে ধন পুত্র পাই   সক্রুক্ষিয় মিত্রি জয় দীর্ঘ পরমাই।
রাজঘরে সন্মান বাড়ে ঠাকুরাল   লোকের জস উর্জ্জল সম্পদে জাএ কাল।
রনে বনে প্রান্তরে খাণ্ডাএ অখণ্ডিত   সাবধান হইয়া যুন চণ্ডির চরিত।
জেই বর মাগে পাইবে সকল   সাবধানে হইআ যুন গৌরিমঙ্গল।
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে   ভকতি রহুক হরগৌরির চরনে ॥

॥ মালব রাগ ॥

আদিসকতি দেবি ঘটে হও অধিষ্টান   ভকতি করিআ বলো তোমার চরন।
আসরে উরহ দেবী সিবপুরি ছাড়ি   ভকতসম্পদদাতা সর্ব্বঅধিকারি।
তোমার মহিমা দেবি কে বলিতে পারে   তোমারে সোঙরি মুঞি অসেষ প্রকারে।
স্রজিয়া অমর নর দিলে অধিকার   পঞ্চভূত আদি সুর নর অবতার।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে ভক্তি য়ভিলাস   ভকত জনেরে দেবী পুর অভিলাস ॥

॥ জমক জমক ছন্দ ॥

অজয় অমর গোসাঞি পুরুসপ্রধান   স্রষ্টি করিবারে তার হইল অনুমান।
আপনি সরির হইতে নিরম্মানন্তর   ধ্যানে থাকিলা গোঞা জলের ভিতর।
সেই জলে শ্রজিল কনকময় দণ্ড   অধো উর্দ্ধ বুঝিআ করিলা তুই খণ্ড। ৩ক]
[৩খ একাদস কারণে করিল নিবন্ধ   সবদ সরুপ আর রূপ অনুবন্ধ।
গগন পবন আর তেজ বসুমতি   একে একে নিরমিল আপন সকতি।
এতেক শ্রজিআ গৌসাঞি বসিলেন জলে   ব্রহ্মা উপজিলা গোঞা নাভিকমলে।
তুই বাহু চারি মুখ অষ্ঠ লুচন   করে জাপ্যমালা ধরে কমল আসন।
চারিদিগ চাহে ব্রহ্মা করেন অনুমতি   কোলে ত কুমার দেখে নিললোহিত।
প্রধান পুরুস সেই ধরে সিযুমাআ   কাদিয়া ব্রহ্মার ঠাই চাহেলাম জায়া।
রুদ্র নামা থুইল ব্রহ্মা বেদবানি দেখী   স্ত্রী করিআ দিলা তারে সতি চন্দ্রমুখি।
ইহা ত জানিঞা ব্রহ্মা উঠিলা গগনে   বৎসর সহশ্র ছিলা পরম ধেআনে।
সৃষ্ঠি করএ ব্রহ্মা স্থির করি মন   স্বর্গ মর্ত্য পাতল শ্রজিলা ত্রিভুবন।
জলে হইতে তুলিলা উপায় ধরনি   মারিচ আদি করিআ শ্রজিলা সপ্ত মুনি।
সপ্ত মুনি শ্রজিয়া ধর্ম্মের কইল লক্ষ   দক্ষিণ অঙ্গুষ্ট হইতে বাহির হইলা দক্ষি।
বাম য়ঙ্গুষ্ট হইতে বাহিরল এক নারি   দক্ষেরে বিবা দিব সেই নারি।
পড়াইআ চারিবেদ বুঝাইল আচার   দক্ষেরে বলিল ব্রহ্মা শ্রজিতে সংসার।

ব্রহ্মার বচনে দক্ষ হইলা প্রজাপতি দক্ষঘরে উপজিল চন্দ্রমুখি সতি।
উপজিল গোঞাই উল্লষিত দসদিগে পুষ্পবৃষ্টি দুন্দুভি বাজে অন্তরিক্ষে।
ত্রিভুবন সন্তোষ পবন বহে মন্দ সুখদ সিতল পরম সুগন্ধ। ৩খ]
[৪ক সেই দেবি মহামায়া জগতজননী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিনি সনাতনি।
ইহা ত জানিঞা নাম থুইলা সতী আনিঞা সপ্ত রিষি ব্রহ্মার জুগতি।
দিনে দিনে আন ঠান আন লিলা ধরে দ্বিতিআর চন্দ্র জেন জেন ভরে।
স্থলনল জিনিঞা চরনের জুতি দুগ্ধের আলতা জেন দেহের দিপতি।
শ্রীরামকদলি জীনিঞা উরভার নিতুম্বে হরিল রথচক্রঅহংস্কার।
তার গতিলিলা দেখি রাজহংসী সিখে করএ ব্রহ্মার সেবা হহা মনদুখে।
মাঝাখানি গোসানির ত্রিবলি সুঠান এ নব জৌবন গোসানির হইল সোপান।
হেম কঠোর দেবির হৃদয় উপর কেস বেস চারু দেখিতে সুন্দর।
বাহু সুবলিত লতা কর কীসলয় শুসঞ্চ অঙ্গুলি নবমুঞ্জরি নিশ্চয়।
নখের দিপতি রঞ্জে অঙ্গুলের ধারে দুগ্ধে পাখলিআ জেন তুলিল পুরানে।
কম্ভ কণ্টে গোসানির বদনে সুধা ঝরে তাহার উপমা দিতে কুন জ[ন] পারে।
তাহার মুখ দেখিআ বিধি চাদ মাসে ভাঁগিয়া ভাঁগিয়া পঠে তুলনার আসে।
ভ্রুভঙ্গ কটাক্ষ কমল করে সে বৈসে হাস্য লাবন্য জত নিকটে ত আইসে।
অধর না ধরে বিম্বফলের তুলনা চারু বসন অঙ্গে বিচিত্রবলনা।
হাস্য পরিহাস্য দ্বিগুন হইআ সোভে ত্রিভুবনের ঈশ্বর উন্মত জার লোভে।
জিনিঞা সিখরমতি দসনের জুতি কেহ বলে সিন্দুরে লুটিত গজমুতি।
নাসা তিলফুল জিনি সুগন্ধি নিশ্বাষ মধুগন্ধে মধুকর নাহি ছাড়ে পাস।
ইষত অরুনকান্তি নয়ন বিমল রবির কিরণ জেন ফুটি ৪ক][৪খ ল কমল।
চঞ্চল মেচক দেবির জেন সোভে তারা আতি মধুপানে জেন চঞ্চল ভ্রমরা।
ভ্রূভঙ্গভঙ্গিমা বিচিত্র লিলা ধরে ভ্রমর খেদান দেবি হাথের মলে।
শ্রুতিজুগ দেখিআ বিধির বুঝে আস হরমন বন্দি করি বারে মায়াপাস।
সুন্দর ললাট গৌ[রী] কান্তি কলেবর সিরিষ কুসুম জেন আতি সুকোমল।
কালমেঘ হেন দেখি দেবি অট্টহাস লজ্জাএ চামরি গেল বনবাস।
দিব্য অভরন দেবির দিব্য পরিধান তপস্যা জাব বাপে বলিল বিধান।
সিতকালে জলে থাকিয়া পোহায় রজনি বরিসায় বাহিরে তিতেন গাএ পড়ে পানি।
গোঙান নিদাঘকাল অগ্নি সন্বিধানে রজনি দিবস থাকে পরম ধেয়ানে।
ধরনি সয়নে জটাভার হইল মাথা বৎসরে আহার এক শ্রীফলের পাতা।

কুসের কাচুলি বক্ষস্থলে আছাদন মৃগচর্ম্ম পরিধান তেজিয়া বসন।
জপ হোম সমাধি সতত দিল মন সিব সিব স্মরনে গোঙাএ রাত্রি দিন।
চিরদিন তপে দুর্ব্বলি হইল বালা কৃষ্ণাচতুর্দ্দসী জেন ক্ষএ ইন্দ্রকলা।
সহজে পাতলি অঙ্গ হেলে জেন বাএ সিরিষ কুশুম জেন রৌদ্রে মিলাএ।
ব্রহ্মলোকে তপের কথা কহিল বিজয়া মুনিঞা ব্রহ্মার মনে উপজিল দয়া।
দেবমুনিগন [ল]ইআ ব্রহ্মা করিয়া জগতি সর্ত্তরে আইলা জথা তপ করে সতি।
ব্রহ্মা দেখিয়া সর্ত্তরে উঠিলা ভবানি পাদ্য অঘ্য আচমনী ৪খ][৫ক দিলা ত আপনী।
আসনে বসিয়া ব্রহ্মা আর মুনিগন দেবি সম্বোধিআ কিছু বলেন বচন।
গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রে ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরির চরনে॥

॥ গুর্জ্জরি রাগ ॥

ননির পুতলি তনু তোর তপ বড় বিষম কঠোর।
অরুণকিরন জে নাহি সহে সে আনলে কতক্ষন রহে।
আল সতি এত তপ কর কোন দুখে বর মাগ আপনার সুখে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মুকতি সির্দ্ধি জস আহার সকতি।
ইথে জদি সরির বিকল জত কিছু সকল বিফল।
জপ তপ [ক]রিলে সুন্দরি এত তপ আমি নাহি করি।
সংসার শ্রজন জাহার কোন বরে প্রবধে তোমার।
কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে চিন্তিআ চণ্ডির চরনে।
ভকত নরেরে দেহ বর ধন পুত্র সন্মান বিস্তর॥

॥ শ্রী রাগ ॥

ব্রহ্মার বচনে সতি হইল অধোমুখি হরিষ প্রসন্ন আখি চাহে প্রিয় সখি।
ইঙ্গিত বুঝিআ তবে বিজয়া তখনি ব্রহ্মারে কহিল দেবি মনের কাহিনি।
হে কমলাসন প্রজাপতি তুমি কি না জা[ন] জে বর মাগে সতি।
তুমি সুরলোকে আপনি বিধাতা সুক দুখ নিবন্ধ আর বিভার কর্ত্তা।
ধানে জানহ গোসাঞি সভার অন্তর স্বামিবর মাগে দেবি দেব গঙ্গাধ[র]।
বিজয়ার বোলে ব্রহ্মা কইল অঙ্গিকার গৌরীপতি মহাদেব প্রতিজ্ঞা আমার।
ইহা ত সুনিঞা দেবি গেলা বাপঘর সর্ত্তরে চলিলা ব্রহ্মা হংসে করি ভর।

বাপ মা দোখআ দেবি পুছিল বার্ত্তা   কহিল জতেক তপের কথা।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল   যুনিলে ৫ক] [৫খ আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল॥

॥ জমক ছন্দ ॥

বাপঘরে পাঠাইআ গৌরি গোঁসানি   দেবগন লইআ ব্রহ্মা চলিলা আপনি।
হংসের প্রষ্ঠে চাপিআ বৈসে কালসাপের ছুড়ি   কুসের আসন সাজাইল শ্রূপের তড়বড়ি।
জার জে বাহনে দেবতা কৈল ভর   অন্তরিক্ষে গেলা জথা দেব মহেস্বর।
গগনমণ্ডলে ব্রহ্মলোকের উপর   তথা তপ করে গোসাঞি চন্দ্রসেখর।
কি করিতে তপ তার বলিতে না পারি   আপনি তপের ফল বর অধিকারি।
অক্ষয় অমর গোসাঞি পুরুস পুরাণ   না জানি সরির তার কিসের ধেয়ান।
মাথাএ বন্দিলা সভে সিবের চরন   ব্রহ্মা বিষ্ণু দাণ্ডাইলা জত দেবগন।
হাতজোড়ে স্তুতি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি   সকল দেবতা তথা করন্তি ভকতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস এই তিন জন   তিনজনের প্রধান তুমি ত্রিলোচন।
বিনে ত প্রধান বসিতে নাহি জানি   কাণ্ডারি বিহনে জেন বিফল তরনি।
অবগতি কর গোসাঞি দেব ত্রিলোচন   সদয় হইয়া যুন দেবের বচন।
আপনি সংসার তুমি আপনি বিধাতা   জগতজননি তুমি জগতের পিতা।
অর্দ্ধ অঙ্গে পুরুস তুমি অর্দ্ধ অঙ্গে নারি   তোমার রূপ গোসাঞি বলিতে না পারি।
চৌর্দ্ধ ইন্দ্র পাত হএ ব্রহ্মার এক দিসে   হেন ব্রহ্মলোক টলে তোমার এক নিমিসে।
কালের বস কাল তুমি তোমার বস কাল   তোমা ছাড়ি মহেস্বর কোন দেব আছে আর।
মরে সহস সতি দক্ষের কুমারি   আপনি ত বিভা কর আমার বাক্য ধরি।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল   হাসিআ সর্ম্মতি দিল দেব গঙ্গাধর।৫খ]

[৬ক ॥ জমক ছন্দ ॥

সিবের সন্মতি পাইআ হরসিত মন   আপনি বিধাতা গেলা দক্ষের সদন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দক্ষ দিলেন আসন   কুসল জিজ্ঞাষিআ বৈল আইলে কি কারণ।
চারিমুখে কহেন ব্রহ্মা জতেক উর্ত্তর   রাউল গঙ্গাধর সপ্তলোকের ঈস্বর।
পরম যুন্দরি সতি তোমার দুহিতা   নিবন্ধ করিআ দিল সিবেরে দেহ বিভা।
সিবেরে বিভা দেহ নানা রত্ন দিয়া   আপনা পবিত্র কর কন্যা পাত্রে দিয়া।
এহা ত যুনিঞা দক্ষ হইলা হরসিত   পরম জত্নে কইল বিভার সমিহিত।
একে একে আনাইল দেবদেবিগণে   পরম উৎসাহ সভে হরসিত মন।

ছান্দলা বান্ধিল বিশ্বকর্ম্ম আপনি মানিকের স্থম্ভ মউরপাখের ছায়নি।
চন্দনের আলিপনা কনকের বারা নেতের পতকা গজমুক্তার ঝারা।
আপনি ত অগ্নি আসি হইলা উপনিত দক্ষিন সিখাএ বিনে কাষ্ঠে প্রজলিত।
সচি অরুন্ধুতি দুহে গায়ন্তি মঙ্গল বিভাহ করিব সতি চন্দ্রসেখর।
গৌরিমঙ্গল গিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরনে॥

॥ গুর্জ্জরি রাগ ॥

রজতের পুখরি সুবর্ন্নের ঘাট বসিতে সাজাইল রত্নষিলাপাট।
নানা তির্থের জল লইআ আইলা নদনদীগন স্নান সমএ সতি হইল শুভক্ষন।
মঙ্গল সুসঙ্খ বাজে নাচে বিদ্যাধর বিভাই করিব সতি চন্দ্রসেখর।
কারো হাথে দুর্ব্বা ধান্য কারো হাথে দীপ পতিপুত্রবতি সব আইলা সমিপ।
কেহ দেই গন্ধ তৈল কেহ ঢালে জল কাহার হাথে সঙ্খ বাজে বিভাহমঙ্গল।
বৃষে চড়িআ আইলা ত্রিদসের নাথ দক্ষ বরমালা দিল পুষ্প পারিজাত।
হাথেতে মহনমালা বৃষ চড়ি জান সখি সত সঙ্গে সতি আইলা সেই স্থান।
হর প্রদক্ষিণ করি হইলা নমস্কার সিবের মুকুটে দিলা কুষমসম্ভার।৬ক]
[৬খ ভিক্ষা ভক্ত নরেরে বর দেহ গঙ্গাধর কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল॥

॥ মালিনি ছন্দ ॥

পতিপুত্রবতি সোআগিনি সর্ব্ব আইয়গণ আনি বাটিআ সাজাইল মহৌষধি
হাথে হাত সাজাইআ জত মহৌসধি দিয়া সভে মিলি কইল বেদবিধি।
দুহার প্রথম নেহা দুহে পুলকিতদেহা হাথে হাথে সাজিল সুন্দরি
নিকটে বসন্তকাল কুশুমে লুইল ডাল পাইআ জেন অশোকমঞ্জরি।
দক্ষে দিল কন্যাদান সর্ব্বলোক বিদ্যমান হাথে কুসে পুছুলন্তি উর্ত্তর
কার পো কার নাতি কার তুমি পড়িনাতি কেবা তুমি দেব গঙ্গাধর।
সুনিঞা দক্ষের কথা লাজে সিব হেটমাথা হাসিআ ব্রহ্মা বলিলা উর্ত্তর
বেদকণ্ঠ উগ্রকণ্ঠ তবে হইলা শ্রীকণ্ঠ নিলকণ্ঠ নামে মহেস্বর।
সুনিঞা ব্রহ্মার বানি কন্যা দিল দক্ষমুনি হরসিত সকল ভুবন
কৈল সর্ব্ব কুলাচার বেদবিধি অনুসার প্রদক্ষিন হইলা হুতাসন।
গৌরীর পাটসাড়ি সঙ্করের বাঘ্রছড়ি গাটিছড়া করএ বন্ধন
জত বান্ধে তত খসে দেখি আইয়গণ হাসে মুখে দিয়া উর্ত্তরি বসন।

নানা রত্ন দিয়া সতি আপনি ত প্রজাপতি বৈল তারে বিনয় বচন
অনুচরি সত দিয়া সংহতি বিজয়া জয়া নিজোজিস সখি দুই জন।
বিভাহ অনন্তর দেবতা গন্ধর্ব্ব নর সভে হইআ একমন
মুনি সভে একে একে মহেস্বর অভিসেকে সঙ্করে কৈল শুভক্ষণ।
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র বিরচিত যুনিলে সকল দুখ হরে
ধনে পুত্রে রহুক মান সুখে যুরপুরি স্থান বর দেহ উমা মহেশ্বরে ॥

॥ নাট রাগ ॥

নদ নদি লইআ আইল সপ্ত সাগর ব্রহ্মা বেদ উস্চারে বরুন ঢালে জল।
সঙ্খ পুরেন ভগবান ৬খ] [৭ক আপন লক্ষিপতি সাক্ষাতে মহেন্দ্র তুলিআ ধরে ছাতি।
বিজয় বাদ্য বাজে নাচে বিদ্যাধরি মহেস্বর আসনে বসি ত্রিপুরারি।
বাযুকী সহস্রফনা মুনিদিপ জলে হেমগিরী যুমেরু দুহে চামর ঢুলে।
দেবী অভিসেক করিল দক্ষের কুমারি সহজে সপ্তলোকের অধিকারি।
ভৈরবা ভৈরবি নাচে দিয়া জয়নাদ বাজায় ডমরু মুখে পুরে জয়নাদ।
সনক সানন্দ আর দেব মুনিগন ভকতি করিআ বন্দে সিবের চরন।
হাথে হেমদণ্ড লইয়া নন্দি মহাবল পাসে নিঞা জোগাইল বাহন বৃষবর।
ভকত নরেরে বর দেহ গঙ্গাধর কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল ॥

॥ জমক ছন্দ ॥

মহেস্বর আসনে বসিলা ত্রিলোচন সমুখে দাণ্ডাইল ইন্দ্র লইয়া দেবগণ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর নাছে বিদ্যাধর যক্ষ রাক্ষস জত অপ্সর কিন্নর।
গরু[ড়] অরুন আইলা পক্ষের প্রধান সিংহ আদি করিআ পশু আইলা বিদ্যমান।
নাগলোক দাণ্ডাইলা অনন্ত বাযুকী জন্ম জন্ম মহেস তাহারে বড় যুখি।
জত লোক দাণ্ডাইল ব্রহ্মার স্রজনা কাহার বাপে কহিতে পারে সিবের তুলনা।
বলিতে লাগিলা ব্রহ্মা বিনয় করিআ কার কোন অধিকার দেহ নিজোজিয়া।
ইহা ত যুনিঞা বলেন দেব যুলপানি বুঝাইআ তোমারে পুরু[ব]র বেদবানি।
ছোট বড় কেহ নহে তপস্যা প্রধান অধিকার দেহ তপ অনুমান।
ইন্দ্র জম বরুন তিন লোকপাল উর্ত্তরের অধিকা[র] জুক্তি আমার।
বিস্বশ্রবার পুত্র সে পৌলস্তের নাতি করিল কঠোর তপ আমার সংহতি।
দানে ধর্ম্মে ৭ক] [৭খ অখিণ্ডিত অতি যুচরিত বৈশ্রবন দেখিআ য়াপনি বৈর মিত।

বৈশ্রবনে কর তুমি চতুর্দ্দিকপাল   সঙ্খ পদ্ম নিধি দেহ ধন অধিকার।
ইহা ত স্বুনিঞা ব্রহ্মা বলিলা বিনয়   জে বলে গোসাঞি এই সে জোগ্য হয়।
বলিআ ছিলা আমারে পৌলস্থ্য তপোধন   বড় উৎকট তপ কৈল বৈশ্রবন।
সেই তপের ফলে এই জোগ্য বর   মিত্র করিয়া বলেন সপ্তলোকের ইশ্বর।
তোমার বচন কভু লংহিতে না পারি   তোমার সন্মতি পথ সভে অন্নুসারি।
তবে তথা দেবাসুর গন্ধর্ব্ব সমাজ   বৈশ্রবন আনিঞা করিল রাজকাজ।
উর্ত্তরের রাজা করিআ করি দীকপাল   সঙ্খ পদ্ম নিধি দিল ধনের অধিকার।
গন্ধ মার্ল্য বস্ত্র দিআ করিল সন্মান   পুস্পকরথ দিল দেবঅধিষ্ঠান।
লঙ্কা নামে পুরি দিল সমূদ্রের মাঝে   তারে ক্রিড়া করিতে দিল ধনরাজ।
বৈশ্রবনেরে বর দিয়া ব্রহ্মা দেবগণ   জার জে রথে গেলা আপ[ন] সদন।
পাইআ সন্মান বর ধনের ইশ্বর   প্রনাম করিতে জায় ভবানি সঙ্কর।
বৈশ্রবনে দেখিআ সঙ্কর হরষিত   সিরে রাজপ্রসাদ দিল চন্দ্রবিরচিত।
বৈশ্রবন ধরিল গিয়া সিবের চরন   প্রেমে মিত্র বলিআ দিলেন আলিঙ্গন।
বিসেষ সন্তোষ করি বলে ত্রিলোচন   তুই মিত আজী এথা করিব ভোজন।
তপ উপবাসে বড় পাইআছি জন্ত্রনা ৭খ] [৮ক জাইহ আপন স্বুখে করিআ পারনা।
রন্ধন করিতে গেলা দেবী ত পার্ব্বতি   ভুঞ্জিবারে বসিলা সঙ্কর ধনপতি।
হাথে করি নিল দেবি কনকের কাসি   অন্ন লইআ বাহির হইলা পরম রূপসি।
দেবীর দেখিআ রূপ ভুবন উর্জ্জনল   ধনদেবের মন হইল ঈসত চঞ্চল।
কাম উপস্থিত মতি হইল বিচলিত   দেবির বদনে দ্রষ্টি করিল য়লক্ষিত।
বুঝিআ পাপিষ্ট তার কুটিল আসন   সরির করিল দেবি সর্ব্বতেজোময়।
ভুবন দুসহ তেজ আতি দুর্দ্ধরিষ   নিরক্ষিতে ধনদেবের নাহি বিমরিষ।
নয়ন ঠিকরিআ গাএ জলিল আনল   পুড়িআ ছটফট করে ধনের ঈশ্বর।
কাতর হইআ ধরিল গিআ সিবের চরন   প্রান রাখ প্রান রাখ [বলে বৈশ্রবন]।
গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে   ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরনে॥

॥ আহির রাগ ॥

মুঞি নাহি জানো গোসাঞি দেবীর মহিমা   রূপ নিরখিতে মোর বাড়িল ঝলিনা
ইসত্ চাহিতে গাএ জলিল আনল   আখি ঠিকরিআ জাএ রাখ গঙ্গাধর।
প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ দেব ত্রিলোচন   বিপদে সহাএ তোমার চরন।
রাজরাজেস্বর করি দেবের দিকপাল   ধনের অধিকার দিলে সকল সংসার।

আপনি বর দিয়া টুটাতে বড় পাপ   একই দেব সে গোসাঞি হইল বর সাঁপ। ৮ক]
[৮খ ধনদেবের বচনে সিবের হইল দয়া   আপনি বুঝিএ গোসাঞি দেবী মহামায়া।
তপে জস ধনদেব আমার হএ মিত   উহার অপমান কর নহে ত উচিত।
পরম ভকতি বলো দেব মহেস্বর   ধন পুত্র সন্মান রাখিহ নিরন্তর।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল   যুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল॥

তোমার মহিমা দেবি কেহ নাহি জানে   আদিসকতি দেবী আগম পুরাণে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমার শ্রজনা   আছিলাঙ এক জন করিলা তি[ন]জনা।
ধর আমার বচন মিতেরে কর দয়া   ক্ষমহ মিতের দোষ দেবী মহামাআ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ জত বির হএ   জন্মর্ত্ত করিয়া পাড়িলে মাআ মোহ।
বিনে দোসে কেহ নাহি এ তিন ভুবনে   অবুধজনের দোষ না ধরিবে মনে।
সিবের বোল যুনিঞা বৈল দেবি পার্ব্বতি   অধিকার সন্মানে রহুক ধনপতি।
এক আখি পিঙ্গল [আর] আখি টের   দগধ শহির নাম বলাএ কুবের।
হরগৌরিচরনে বন্দিআ ধনের ইস্বর   বর পাই গেলা লঙ্কাপুরির ভীতর।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল   যুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল॥

ব্রহ্মাএ করিব যজ্ঞ সতেক বৎসর   তথা উপনিত হইলা দেব মহেস্বর।
আপনি বৈ[ক]ণ্ঠ হইতে আইলা জনার্দ্দন ৮খ][৯ক সর্গুরে আইলা ইন্দ্র লইআ দেবগণ।
মরিচি আদি করিআ জতে[ক] মুনিগণ   সভে একে একে আইলা ব্রহ্মার সদন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর নাগ বিদ্যাধর   পষু পক্ষ আদি শ্রষ্টি আইলা সকল।
ব্রহ্মার আদেসে সভে বসিলা সভায়   পাছে দক্ষ প্রজাপতি আইলা তথায়।
ভ্রগু আদি করিআ জতেক মুনিগণ   দক্ষ অনুসরি আইলা ব্রহ্মার সদন।
কার মাতামহ দক্ষ কার সশুর   সম্ভ্রমে উঠিলা সভে দক্ষ দেখি দুর।
আগু বাড়িআ সভে করিলা প্রনাম   আসির্ব্বাদ করিলা দক্ষ জার জেবা নাম।
কেহ কেহ জাণ্ডোঞাঞি কেহ হয় নাতি   আদরে করেন সভে দক্ষেরে ভকতি।
মরিচি আদি করিআ জতেক মুনিগন   সভামাঝে বসাইআছে দেব ত্রিলোচন।
দক্ষ দেখিআ না উঠিলা দেব মহেস্বর   না করিলা প্রনাম না পুছিলা কুসল।
ইঙ্গিতে বুঝিলা দক্ষ তাহার অবিনয়   অরুন নয়ান করি কম্পিত হৃদয়।
একে একে নিরক্ষণ করিল সকল দেবগণ   তবে কেহ না বলিল উচিত বচন।

কোপে জলিআ দক্ষ বলে উচ্চ্যবানি দেবসভা নিন্দিয়া বলিল ষুলপানি।
গৌরীমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে ভকতি রহুক হরগৌরীর চরণে॥

॥ মহারাটি রাগ ॥

হর ভূত পিসা ৯ক] [৯খ চ তোমার মেলা গুরুজন পাইআ কর অবহেলা।
সঙ্কর কুচরিত জনমভিখারি কোন গুণে হইলে অহঙ্কারি।
অতি উনমত জড়মতি আপনা না চিন পশুপতি।
গলাএ অষুচি হাড়ের মালা করতলে জপ ব্রহ্মকপালা।
বামদেব তোমার খেআতি কোন জাতি কথা উতপতি।
সর্ব্ব দোস লইমু উড়িআ আপন কুমারি দেমু বিভা।
দেবের দেব হইলা অধিপতি আমা দেখি না কর প্রনতি।
কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে চিন্তিআ চণ্ডির চরণে॥
ভকতজনেরে হর দেহ বর ধনে পুত্রে সন্মান বিস্তর॥

দক্ষের বচনে হর না দিলা উর্ত্তর মন্দ পবনে··· অচল।
কিছু বলীবারে নন্দি বিমরিআ রহে প্রভুর চরিত্রনিন্দা কোন জনে সহে।
না বল না বল দক্ষ বচন কঠোর নিন্দিষ ত্রিপুর হর সাহস বড় তোর।
জগতের অধিপতি বিধির বিধাতা ভকতবৎসল হর দেবের দেবতা।
জাহার নিমিখে ভব উপজিলি পুজে হেন জন নিন্দিষি বসি দেবতাসমাজে।
মহাদেব নিন্দিয়া পাইবে বড় দুখ ভুঞ্জিবে ইহার ফল হইবে পশুমুখ।
দক্ষেরে সাপিল নন্দি সেই যজ্ঞস্থানে ভ্রগুরিষি রুসিল দক্ষের অপমানে।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল যুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল॥

॥ জমক ছন্দ ॥

ভ্রগুরিষি রুষিল আগুন হেন জলে নন্দি আক্ষেপিআ অহঙ্কার কিছু বলে।
আরে নন্দি পিসাচ পাষণ্ড মহাপাপ ত্রিভুবনের গুরু দক্ষ তারে দিস ষাপ।
ব্রহ্মার শ্রজন লোকপাল ৯খ] [১০ক প্রজাপতি ইন্দ্র আদি দীকপাল জাহার সন্ততি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর নাগ বিদ্যাধর পশু পক্ষ আদি শ্রষ্টি দক্ষের সকল।
শ্রষ্টির প্রধান দক্ষ গুনের সাগর হেন দক্ষ আক্ষেপ সিব সভার ভীতর।
পাগলের সেবা কর পিসাচ আপনি যজ্ঞকালে কে কোথাএ ডাক দি আনি।

লাঙ্গট উন্মত্ত সিব ষসানে নিবাস   ভিক্ষা না মাগিলে হএ নিসি উপবাস।
গলাএ হাড়ের মালা অতি অমঙ্গল   সর্পে জড়িত গাএ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
কেবা জানে কুল সিল কথায় উতপতি   দক্ষ দয়া করিআ বিভা দিল সতি।
বিষ খাইআ ঢলিআ ছিলা অমৃতমথনে   সভে মিলি জিআইল দক্ষের কারণে।
বামদেব নাম নিন্দিত আচার   তার অনুরূপ নন্দি তোমার ব্যবহার।
সিবলোক নিন্দিআ করিলে বড় পাপ   জিবিকা জজাইহ দিহু তোরে সাপ।
দুহাকা ক্রোধ বাড়ে বচনে বচন   ব্রহ্মা আসিআ করিলা দুহে নিবারন।
অন্তরে ক্রোধ বড় দেব মহেস্বর   সমুদ্রসলিলে জেন বাড়ব আনল।
ক্রোধ সম্বরিআ তথা দেব মহেস্বর   জজ্ঞ সমাপিআ গেলা কৈলাসসিখর।
জজ্ঞস্থলে উপজিল অনেক উর্ত্তর   একে একে কহিলেন দেবীরে সকল।
গৌরিমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে   ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরনে॥

॥ পঠমঞ্জরি রাগ॥

একত্র অমর সুর   না[গ]গন বিদ্যাধর   গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ্যা মুনি
জজ্ঞ অনুবন্ধ করিআ   কমলাসন আরভা   আসি নিলেন আপনি।
করএ যজ্ঞ   চতুরানন   আমাএ পুজিল বিধিমতে
তোমার বাপ তথি   আমা দেখী ১০ক] [১০খ অপীরিতি   ভর্চিল কুবচন সভে সভে।
সুন সুন দক্ষের কুমারি   জত মন্দ বৈল   তোমার বাপে
দেবতাসমাজমাঝে   মুখ নাহি তুলি লাজে   হৃদয় জলিল পরিতাপে।
উর্দ্ধত বাচা[ল] বড়ু   এক ভ্রগু নামে   আতি অহঙ্কারি
সদাসিব লোক   নিন্দিআ নন্দিরে   বলে আনাচারি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আমুখি   দুই জন ইন্দ্র   কটাক্ষ দিয়া হাসে
দিনকর চন্দ্র   বরুণ পবন জম   আদিদেব লইআ পাসে।
দুর্জ্জন বচন   হৃদয় লাগে সকল   কলেবর দহে
দক্ষ সমাক্ষ রুধিরজলে   ডুবাঙা জদি   ব্রহ্মার জজ্ঞ নহে।
স্বহৃদ ভঙ্গ বিষম   ভয় পাঞা তোমার   মন কিবা সুচে সিশু।
সস্থুর কুটুম্ব   বধিলে তোমার   হৃদয় কী বা বুঝে।
সঙ্করের বচনে   বিরষমুখি ভবানি-   সুনিঞা বাপের কুমতি
সময় বিসেষে   বলেন কিছু বিনয়   করজোড়ে করিআ ভকতী।
হরগৌরির চরনে   কমল মধুকর   কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল॥

॥ পঠমঞ্জরি ॥

তুমি সর্ব্বময় গোসাঞি পুরুষপ্রধান   তুমি সভাএ জান তোমা নাহি জানে আন।
আমি কি বলিব গোসাঞি তুমি জান ভালে   বীজ অনুরুপ গাছ ফলিবেক কালে।
আমি তোমা ভালে জানি আর জানেন হরি   জানে কি না জানেন ব্রহ্মা
বলিতে না পারি। ১০খ]
[১১ক পরম ভক্তি বলো দেব মহেস্বর   ধন পুত্র সন্মান রাখিহ স্বর্ব্ব নর।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল   যুনে আপদ খণ্ডে পাই ঈষ্টফল ॥

॥ নাট রাগ ॥

কৈলাসসিখর   অতি রম্যতর   নানা রত্ন নিরমান
ভবানি সঙ্কর   হরিষ অন্তর   কৌতুকবেহারের স্থান।
নানা তরুবর   ধরে পুষ্পফল   লোকমন উপজোগ
নাহি ভয় ভঙ্গ   কুমতি কুসঙ্গ   নাহি দুখ সোক রোগ।
যুন্দর কন্দর   সুধাময় জল   কনক কমল ফুটে
পুন্য´পরিমল   জাহার পাইআ ফল   নবজৌবন নাহি টুটে।
আতি শুসোভন   নানা পুষ্পবন   স্থল যুসিতল ছায়া
জথা মধুমর্ত্ত   ভ্রমে অভিরত   দেববিদ্যাধরীআ।
সর্ব্বরিতুমুখ   নিত্য অতি যুখ   জখন জে লএ মনে
রজনি দিবস   সম পরকাস   হইল মুনির কারন।
সিংহ সাদ্রূ´ল   মৃগ অনুকুল   কাহে কেহ নাহি হিংসে
নাহি ভোক সোক   সতত সন্তোষ   কিছু নাহি অবসেষে।
গুহা রত্নময়   বিচিত্র নিলয়   নিরঞ্জন যুখস্থান
যথাএ সির্দ্ধাগন   করএ উপাসন   পরম ব্রহ্ম ধেআন।
জক্ষ কিন্নর   যুন্দরি যুন্দর   যুর আদি সব জোগ
চামরি চামর   কেলি নিরন্তর   শ্রমজল অপনোদ।
রজতের স্থলপদ্ম   রাগদল   রচিত তরঙ্গ সানু
কিরনে কিরণ   অনুকুলয়ন   একত্র সসি ভানু।
নিঝরে সিখর   পরসে পরস্পর   পুষ্পরেনু অঙ্গরাগ
ধিরে ধিরে তহি   পবন দোলই   জুবতি বসন্তের আগ।

গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধা সত সত বেতাল ১১ক] [১১খ ভৈরবগন
স্তুতি নৃত্য গীত সদাএ আনন্দিত সেবএ সম্ভুর চরন।
সেই গিরিশ্রঙ্গে পাইআ বহুরঙ্গে লইআ প্রিয়সখিজন
পুষ্প তোলে সতি জগতের পতি আরাধিতে দেব ত্রিলোচন।
গগনমণ্ডলে দেবের রথ চলে ঘায়র কিঙ্কিণি বাজে
যুনিঞা সুভধনি কৌতুকে ভবানী চাহিল অরুন মাঝে।
দেখিল ভবানি জতেক ভগিনি আর ভগিনীর পতি
আর জত জত ভগিনীর যুত দেবতা গন্ধর্ব্ব জাতি।
দক্ষের নিয়ত জজ্ঞ বিধিমত তুথাএ সভে নিমন্ত্রিত
জার জেন রথে হাসিতে খেলিতে চলিলা [হ]ইআ সমীহিত।
গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রে বিরচিত যুনিলে সকল দুখ হরে
ধনে পুত্রে বহুমান যুখে যুরপুরিস্থান বর দেউ উমা মহেস্বর॥

॥ জমক ছন্দ ॥

দিতি অদিতি আর অবিষ্টা যুরসা যুকেসি বনিতা আর ঐরাক্রোধজুষা।
এক সামনি ত্রিভুবনে জানি তের বহিনে আইলা কস্যপের ব্রাহ্মনি।
রস্তলা মুলতা ভানুমতি অরুন্ধুতি সঙ্কসা শুভদ্রা সাধ্যা মহাসতি।
দস বহিনে আইলা ধর্ম্মের বনিতা তার গর্ব্ভে বযুরিস্য সাধ্য দেবতা।
চন্দ্রের [ব]নিতা আইলা রোহিনি প্রধান সাতাসি বহিনি চলিলা জজ্ঞস্থান।
সচি আদি করিআ জতে দেবনারি সর্ত্তরে চলিলা সভে দক্ষে১১খ] [১২ক]র নগরি।
বিদ্যাধরিগন জাএ রথে দিআ ভর নৃত্য গিত কৌতুকে চলিল অপ্সরা।
আপনি বৈকুণ্ঠে হইতে আইলা জনার্দ্দন গরুরের পাকসাট কাপে ত্রিভুবন।
সিন্ধুরে মণ্ডিত করি ঐরাবত হাতি দেবগন লইআ চলিলা যুরপতি।
মরিচি আদি করিআ জতেক মুনিগণ সভে একত্রে আইলা পাই নিমন্ত্রন।
ব্রহ্মার প্রজ[ন] জেই জেই দেব হএ সভে জজ্ঞস্থানে জাএ কেহ নাহি রএ।
আকাস জুড়িইআ রথ চলে নিরন্তর ঘণ্টা উরুমান [বা]জে কিঙ্কিনি ঘাঘর।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাজে ভেউর বিসাল . যুবর্ন্নের জাতলি হাথে সারথি ঝঙ্কার।
[ঘ]রে থাকিআ দেখিল দেবী সকল বহিনি আগু বাড়িআ পুছে দেবি কুসলকাহিনি।
কোথায় চলিআছ সভে পরম হরিসে আজি তোমা সভা দেখিলাম অনেক দিবসে।
একু ঠাই আছিলাঙ গেলাঙ নানা দেস আছুক সম্ভাষকাজ্ঝ্য দেখিতে সন্দেষ।

গোসানির বোলে সভে দিলেন উৰ্ত্তর   বাপঘরে জজ্ঞ তথা জাইব সর্ত্তর।
সেই মহাযজ্ঞ তিন লোকে অদভূত   জজ্ঞের বিচিত্র কথা কহিলেন দুত।
অন্নের পর্ব্বত দুগ্ধের নদি বহে   জত জত ব্যক্যী করি উন নাহি হএ।
ইন্দ্র আপনি আনিঞা দিলা পুষ্প উপবন   জে জাহার ভাগে তাহা পাএ সর্ব্বজন।
বস্ত্র মাল্য অলঙ্কার ১২ক][১২খ জত মনে দেখে   মাগিলে সকল পাই কাহো না উপেক্ষ।
দেবতা জোগাএ দ্রব্য দেবে বহে জল   বজ্রহাথে জজ্ঞ´ রাখে দেব পুরন্দর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জন জজ্ঞে´ অধিষ্টাতা   বৃহস্পতি বিধি বলে ভ্রগুঋসি হোতা।
আর জত মুনি বেদে বুঝি সার   সভাএ বরিল দক্ষ করিআ বিচার।
হেন অদ্ভুত জজ্ঞ´ কেহ নাহি করে   দেখিতে কৌতুক থাকে আসহ সর্ত্তরে।
এতেক বলিআ গেলা জজ্ঞ´স্থান   পুষ্পা লইআ দেবী গেলা সিববিদ্যমান।
প্রদক্ষিণ করিআ করিলা নমস্কার   সিবের মুকুটে দিলা কুশুমসম্ভার।
দাণ্ডাইআ বলে দেবি সিবের বিদ্যমান   বাপঘরে জাব গোসাঞি কর সম্বিধান।
গৌরীমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে   ভক্তি রহুক হরগৌরির চরণে॥

॥ মালসি রাগ ॥

আতি অদভূত জজ্ঞ´ সর্ব্বলোকে কহে   দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা মিলিল সভায়।
কুটুম্ব সোদর তথা হইআ একের্ত্তর   দেখিবারে সন্নিধান দেহ গঙ্গাধর।
হর দেহ না মেলানি জাই জজ্ঞ´স্থান   দেখিব বহিনি সব বহিনপো পান।
পর্ব্বতসিখরে বসি কিরাট পড়সি   হেন জন নাহি জাএ ডাকীআ সম্ভাসী।
তোমার ঘরের গোসাঞি কি কহিব দুখ   সাথুড়ি ননদি থাকে বলাই সমুখ।
একু ঠাই দেখিব সকল বন্ধুজন   যুনিঞা বিচিত্র কথা জুড়াএ শ্রবন।
পুন্য কর্ম্ম দেখিতে পুন্যরে জাএ মন   এতেক বুঝিআ জজ্ঞ জাএ মহাজন।
তোমার নাহিক কুটুম্ব সোদর ভাই বাপ   তুমি কি জানিবে গোসাঞি
আমার পরিতাপ
পরম ভকতি বলো একচির্ত্ত মনে   কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌ ১২খ] রিমঙ্গলে ॥…

[১৪ক ॥ মহারাটি রাগ ॥

জগতপুজিত তুমি জগতের মা   ব্রহ্মাআদি দেবগন পুজে তোর পা।
অবুদ দক্ষ তোর কই[ল] অপমান   অভাগি রূদ্রসিলে কেবা পাব পরিত্রান।
উঠ উঠ আগ মা রাখ অনুরোদ   অভাগিনী মান্দে করহ প্রবোদ।

এ তনু সুন্দর তোর তথি লাগে ধুলা স্বর্গের খষিল জেন নবসষিকলা।
হেমনিরমিত তনু পড়িল বিথানে মৃনাল চামর জেন রবির কিরনে।
সহস্র পুত্রের সোকে জত পাইনু দুখ সকল তাপ পাসরিনু দেখি তোর মুখ।
এ সোকসাগরে মোরে [করিহ] উদ্ধার দারুন দক্ষের পাকে কিবা হএ আর।
দক্ষেরে কহিল কথা জত পুরজনে সুনিঞা [বিমস হ]ইলা দেবমুনিগনে।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল সুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল॥

॥ জমক ছন্দ ॥···

···দক্ষ মারিবারে জায় পুরিআ সন্ধান তরাসে দক্ষের হেদ উড়িল পরান।
দক্ষ রাখি ১৪ক] [১৪খ বারে আইলা দেবসুরেশ্বর বজ্র তুলিআ মারিলে নন্দির উপর।
তন্ত্রে মন্ত্রে বজ্রমুখে জালিল আগুন আকাস পুরিআ নিল বিসম দারুন।
বাম হাথে পর্ব্বত ডাহিন হাথে সুল নন্দির বিক্রম দেখি ইন্দ্র ব্যাকুল।
এড়িলেক পর্ব্বত চলিল পাকে পাকে ত্রিভুবন আন্দোলিত পর্ব্বতের ডাকে।
রথ চুর আমার হইল পর্ব্বতের চোটে মুছিত সারথি ধরনিতলে লুটে।
হাথে সুলে ধাইআ আইসে মহাবল নন্দি বিরথি সারথি সনে ইন্দ্র হইলা বন্দি।
পরাভব রন দেখিআ চাপাচাপি পলায় বরুন সাগরে ঝাপাঝাপি।
পালাএ দানব ভএতে ব্যাকুল হাথে অস্ত্র নাহি ধরে নাহি বান্ধে চুল।
ইহা ত দেখিআ দক্ষে চিন্তিত উপায় জজ্ঞের আচার্য্য ভ্রগু করিল সহায়।
আগুনেত ভ্রগুঋষি হুনন্তি আহুতি কুটি কুটি বির উঠে আনল বিভূতি।
অগ্নিময় ধনুক অগ্নিময় বান ধাইআ উঠে সভে পুরিআ সন্ধান।
মেঘ অস্ত্র এড়ে নন্দি বরিষএ জল অধিক পুড়িআ আইসে বিষম আনল।
অস্ত্রেনালে ওটে··· হেন বির নাহি তার হএ ত নিকটে।
পলাএ প্রথম ঘড় জাএ রাড়ারড়ি পুড়িল মাথার জটা পোড়ে ব্যাঘ্রচড়ি।
আপনা রাখিতে নারি পোড়ে সর্ব্ব অঙ্গ বুঝিআ পড়িয়া নন্দি রনে দিল ভঙ্গ।
জিনিলেক দক্ষ রণ নন্দি জাএ হারি দেবগন ১৪খ] [১৫ক লইআ ভ্রগু দিল টিটিকারি।
রড়ারড়ি জাএ নন্দি পাছু না[হি] চায় কান্দিআ পড়িল গিআ সঙ্করের পায়।
কহিল জতেক হইল যজ্ঞের উত্তর সুনিঞা ক্রোধেত হইলা দেব মহেস্বর।
গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরিচরনে॥

॥ মহারাট ॥

তোমার বচনে পেলি জজ্ঞভূমি গেলা দেবি দাণ্ডাইলা বাপের সমুখে
বাপে না পুছিল তাহে কোলে করি লএ ভূমিতে বসিলা মনদুখে
যুনহ সঙ্কর যুলপানি আজি তনু তেজিলা ভবানি।
বেঅসে বহিনিগন ধ্যানে মজি মন কারে কিছু নাহি বলেন বোল
নাড়ি ঝাড়ি সভে চাহি সরিরে চৈতন্ন নাহি তথনে উঠিল গণ্ডগোল।
অনেক করিনু রণ জিনিনু দেবতাগন দক্ষ মারিবারে গেনু ধাইআ
ভ্রগুর মন্ত্রের বর কহিতে বাসিএ ডর সংসয় আইনু প্রান লইআ।
দক্ষের কর যজ্ঞ নাস যুন গোসাঞি কৃত্তিবাস মুখ নাঞি তুলি উপহাসে॥
কুপিল নন্দির বোলে দেব মহেস্বর মাথার জটা ছিণ্ডিআ পেলে পৃথিবি উপর।
জজ্ঞনাস করিআ মার দক্ষ প্রজাপতি একে একে দেবতার করহ দুর্গতি।
এতেক বলিআ রহে দেব মহেস্বর কেতু উপজি[ল] জটে জলন্ত আনল।
কুড়ি জোজন উভে বির পাচ জোজন আড়ে দুই ভিতের গাছ পনু বলি স্বাষে উপড়ে
সমুদ্রের ঢেউ যেন হাথের বলনা মাথার জটাভার জেন বড়ের নামনা।
মুখা নাম নিল জেন সেচিল পুখরি ঝঞ্জনা মড়া ডান দন্ত সারি সারি।
কোটরে সাঁভা ১৫ক][১৫খ য় আখি চাকা হেন ঘুরে অরুন কিরন জেন দেখিএ ভিতরে।
পর্ব্বতের গুহা জেন দুই নাকের পুড়া দাড়ি গোপ দেক্ষি জেন উলুখাকড়া।
পাএর ভরে বসুমতি টলমল করে সহস্রেক ফনায় বাসুকী খিতি ধরে।
ভৈরবা ভৈরবি নড়ে আতি ভয়ঙ্কর…
উর্দ্ধ জটাভার জেন জলন্ত আনল বনদেব প্রষ্টে বৈসে হাথে ত্রিসুল।
বিকট দসন মুখ বিকৃতি আকার ক্ষনে ক্ষনে নানা মুর্ত্তি অসেষ প্রকার।
বাম হাথে খর্প্পর কাটারি দক্ষিন হাথে রজনি দিবসে পিএ পুরিআ রকতে।
ডাকিনি জোগিনি আর নড়ে ভদ্রকালি দসনে কড়মড়ি কর্ন্নে লাগে তালি।
ভর সহিবারে না পারে মেদনি দিগদন্তি সভে দেন দন্তের ঠেকনি।
জাগাজাগি করিআ জান করিআ হুড়াহুড়ি ধুলায় উড়িআ লাগে বিষম কুহুড়ি।
কেতু উপজিল লড়ে সুল লইআ হাথে একখান পা পড়ে জো[জ]নেক পথে।
বেড়িলেক গিআ সভে দক্ষের নগরি কপাট ভাঙ্গিআ সাভায় মারিআ দুআরি।
ডাক দিয়া বলে কেতু আজি জাবে কোথা সিবের অপমান কইলি জানিবে [বা]রতা।
তুঞি অপমান কইলি মরিল ভবানি তোর মাসে ভুঞ্জোইব সিআল সগুনি।

দুআরে থাকিআ কেতু বলে অন্তর্দ্ধর   হাথে বজ্র করিআ উঠে দেব পুরন্দর।
বজ্র লইআ দেবরাজ উঠে ঐরাবতে   সকল দেবতা উঠে আপনার রথে।
ডাক দিআ বলে কেতু যুন দেবরাজ   ওষরিআ জাও জদি না পাইবে লাজ।
মোর দোষ নাহি আজি পাড়ি ১৫খ] [১৬ক মু বিথানে সহশ্র নয়নে তোর আজি
করিমু জে কানে।
ইহা ত যুনিঞা ক্রুর্দ্ধ হইল দেবগনে   কেতুর উপর করে অস্ত্র বরিসনে।
আকাস পুরিল অস্ত্র নাহি অগাস   কেন অস্ত্র কেতুর নাহি গোড়াএ পাস।
তন্ত্রে মন্ত্রে দেবগন জত অস্ত্র এড়ে   কেতুর হুঙ্কারে সক[ল] অস্ত্র পোড়ে।
ইহা ত দেখিআ জম রুসিল আপনি   কালদণ্ড লইআ কৈল কেতুরে উঠানি।
এড়িলেক কালদণ্ড কেতুর উর্দ্দিসে   উলটিয়া কা[ল]দণ্ড জমের ভীতে আইসে।
কা[ল]দণ্ড বাজিল পড়িল জম গোদ   কোআজরে আলুথালু নাহিক প্রবোদ।
যম রাখিবারে আইলা দেব যুরেস্বর   বজ্র তুলিয়া মারিলেক কেতুর উপর।
তন্ত্রে মন্ত্রে বজ্রমুখে জলিল আগুন   আকাস পুরিআ য়াইসে বিষম দারুন।
বেগে আইসে ইন্দ্রের অস্ত্র কেতু নাহি চোকে   আখি নাহী পাছাড়িতে আইল সমুখে।
দেখিআ বজ্রের ঠান হাসে কেতু বির   গিলিলেক বজ্র কেতু অমর স্বরির।
বজ্র গিলিলেক কেতু রুদ্রগন হাসে   ধনুক পেলিআ ইন্দ্র পলাএ তরাসে।
পলাইআ জাএ ইন্দ্র নন্দি পাইল বাটে   সহশ্র নয়ান উপাড়ে গোটে গোটে।
বাম হাথে কেতু বির দক্ষ ধরি আনে   নখে মুণ্ড ছিণ্ডিআ পেলে জলন্ত আগুনে।
মুতিআ ভরিল কুণ্ড নিভাইল আনল   প্রান লইআ পলাইল ব্রাহ্মন সকল।
শ্রপ পেলিআ ভ্রগু জায় রড়ারড়ি   ধরিআ আনিঞা তার উপাড়ে গোপ দাড়ি।
এই সব দেখিআ করস্তি অপমান   কাপড় কাড়ি ১৬ক] [১৬খ আ লএ কাটিআ
নাক কান।
পিঠা নাড়ু খাইআ কেতু গাএ করে বল   অষ্ট বষুর দন্ত ভাঙ্গে মুখে মারিআ চড়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব জক্ষ কেহ নাহি রহে   ভদ্রকালি সভাকার মুচড়িআ রক্ত পিএ।
হাসে নাচে জোগিনি যুসঞ্চে ধরে তাল   ভুতগন গিত গাএ নাচে রে বেতাল।
সিআলা সিআলি কন্ধ লইআ টানাটানি   মহামাংস লইআ রাক্ষসে হানাহানি।
গিধিনি সগুনি উড়ে পুরিআ আকাস   পিসাচ ভ্রুকুটি ভৈরবের অট্ট অট্ট হাস।
মহানদি বহে জত পড়িল রুধির   হাথি ঘোড়া ভাসে জেন মকর কুম্ভির।
মাথার পাগ ভাসে জেন রাজহংসী চলে   দেবতার বদনকমল সোভা করে।
মজিল দক্ষের পুরি মহাদেবের কোপে   রানি ভাগ বেড়িআ কান্দে হৃদয়সন্তাপে।

গলিত কর্জ্জল লোহে আল্লাইল্‌ কেসভার   গলার ছিণ্ডিআ পেলে গজমুতি হার।
দেবতা দানবের কন্যা বুক নাহি বান্ধে   মজিল সংসার সব দক্ষের অপরাধে।
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রে ভনে   ভক্তি রহুক হরগৌরীচরণে॥

॥ মহারাটি॥

তুমি প্রজাপতি   সুবুদ্ধি সুমতি   এ তিন ভুবনে জানি
বিচক্ষণ হইআ   বুঝি পড়িআ   সঙ্করে নিন্দিলে কেনি।
আইলা গোসানি   জগতজননি   জর্জ্ঞে না পুছিলে তুমি
তাহার ফল জত   পাইলে হাথে হাত   লোটাএ অসুচি ভুমি।
প্রভু হে বারেক ফিরিআ চায়
দুহে একমতি   নিবড় পিরিতি   কোন দোসে এড়ি জায়।
দস দিগ সুন্য   জিবনে কোন গুন   এ সোকসাগরে পসি
সুরাসুর জত   তোমাএ নিয়ত   তুমি গেলে সভে গেলা।
জেন দিবাকর   চলিতে চলিল   সকল কিরণ মান।১৬খ]
[১৭ক দিপ নিভাইলে   দিপতি না রহে   মুঞি কোন সুখে জিঙ
একেস্বরি নারি   দগধকপালি   হাথে তুলি বিষ পিঙো।
জেন তরুগন   ছাআ অনুক্ষণ   তেন পুরুস নারি
পতির বিহনে   জাহার জিবনে   কেবা তাহারে বলে ভালি।
পরম ভকতি   দ্রঢ় একমতি   সঙ্কর কিঙ্কর ভনে
গৌরিমঙ্গল   দেই ইষ্টফল   কবিচন্দ্র মিশ্র সুরচনে॥

বিষ খাইআ মরিব কাটারি করি ভর   সান্তাইআ আগুনে তেজিব কলেবর।
পুত্র কন্যা নাহি মোর নাতি পড়িনাতি   নাহি আই ভাই মোর সোদর জ্ঞাতি।
কার সাপ ফলিল মোরে কেবা দিল গালি   বংসে কেহ না থাকিল দিতে জলাঞ্জলি।
খাট সিংহাসন সুন্য সুন্য হইল পুরি   হাথের মানিক মোর দেখাদেখি চুরি।
জজ্ঞ নাস হইল মোর পুর্ন্য হইল ক্ষয়   তোমা লইআ হইল প্রভু অকালপ্রলয়।
দেবতার গুরু দক্ষ ব্রহ্মার নন্দন   আতপের ছায়া মোর হৃদয়র চন্দন।
অঙ্গরাগ খসিল রক্তে তিতে পাস   ধুলাএ মলিন হইল পরিধান বাস।
আখি মেলি চাহ প্রভু দেহ সত সর্ম্মতি   অভাগিনি নারি কান্দে করহ সংহতি।
তোমার বিহনে মোর দগদে হৃদয়   কঠিন হৃদয় তোমা ছাড়ি নাই রয়।

কান্দিয়া বিকল কন্যা চাহে চারি ভিত   হংসবাহনে ব্রহ্মা দেখেন আশ্চম্বিত।
ব্রহ্মায় দেখিআ বলে বিনএ বচন   নয়নের নিরে ভাসিল বগন।
আপনি বিধাতা তুমি শ্রষ্টির প্রধান   আজি শ্রষ্টি মজে তোমার বিদ্যমান।
খাট পাট যুন্য´যুন্য হইল পুরি   হাথের মানিক মোর দেখাদেখি চুরি।
বেদ পুরান হইল পুরান বচন   আটকুড়ি রানি ১৭ক] [১৭খ] মোরে দেহ হুতাসন।
চরনে পড়িআ বলো দয়া কর মোকে   আনল সাজাইআ দেহ জাই পতিলোকে।
তুমি মোর সযুর তুমি আমার বাপ   আনল সাজাইআ দেহ খণ্ডুক সন্তাপ।
ইহা ত যুনিঞা ব্রহ্মা সন্তাপিত দুখে   দক্ষনারি আসাসিল আপনার যুখে।
জত্নে রাখিহ তুমি সভাকার কায়   জিআইতে জাব আমি কহিল উপায়।
এতেক বলিআ ব্রহ্মা হংসে কৈল ভর   অন্তরিক্ষে গেলা জথা দেব গঙ্গাধর।
গৌরির বিছেদদুখে ছাড়িআ কৈলাস   হিমগিরি বৈসেন গোসাঞি করিআ হুতাস।
তথা উপনিত হইলা কমলআসন   প্রনাম করিআ সিবে বলেন বচন।
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে   ভক্তি রহুক হরগৌরিচরণে॥

॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

তুমি দেব নিরঞ্জন   তুমি অহঙ্কার মন   তুমি দেব পুরুস পুরাণ
আর কত অধিকার   পরম কারণ সার   তুমি দেব ব্রহ্মজ্ঞান।
স্থাপর জঙ্গম মএ   তোমা বিনে কেহ নয়   সংসার জুড়িআ তুমি এক
একই আকার জেন   ঘটে ঘটে দেখি ভিন   জড়মতি বুঝাএ অনেক।
যুন গঙ্গাধর যুলপানি
তেজহ দারুন রোষ   ক্ষমহ সকল দোস   অকালে প্রলয় কর কেনি।
অনাদি অনন্ত সিব   তুমি বুদ্ধিময় জিব   আপনারে শ্রজসি আপনি
গগন পবন তেজ জত   বযুমতি চারি বেদ   তোমায় বাখানি।
শ্রজিআ অন্তবর   দক্ষ পুরুসবর   মহাতিমিরে দিলে বেড়া
ভাগিআ গঠসি তোমি   গঠিআ ভাগসি রে   ছাআলে পাতিল জেন খেলা।
তোমার মহর্ত্ত জত   বলিএে বৎসর সত   তভু কি বা বলিবারে পারি ১৭খ]
[১৮ক আতি জড়মতি   দক্ষ প্রজাপতি   মাআ মোহে অহঙ্কারি।
হাতজোড়ে মাগি বর   জিআহ অমর নর   বারেক দক্ষেরে কর দয়া।
ব্রহ্মার বচন যুনি   বলে দেব যুলপানি   তোমার বচনে হইলাঙ যুখি
জিবেক অম[র] নর   সেই দক্ষ পুরুষবর   উপজিব দেবী চন্দ্রমুখি।

গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রবিরচিত যুনিলে সকল দুখ হরে
ভকতি প্রনতি স্তুতি করেন প্রজাপতি বর দেই উমা মহেশ্বরে ॥

॥ জমক ছন্দ ॥

ব্রহ্মার বচন যুনি সিবের হইল যুখ বলিতে লাগিলা গোসাঞি জত মনদুখ।
তুমি কি না জান ব্রহ্মা দক্ষের চরিত জত উর্চ্চ্য নিবেদন তোমাএ বিদিত।
বারে বারে সহি তোমার মুখ লাজে না দিলেক জজ্ঞ ভাগ দেবতাসমাজে।
বাপঘর বলি আনি আপনি গেলা সতি পাদ্য অর্ঘ্য না দিলেক পাপিষ্ট দুর্ম্মতি।
জজ্ঞস্থানে বসিবারে মাগিল আসন সেই অপমানে দেবি তেজিল জিবন।
বড় পরিতাপ পাইল দেবীর মরনে রনে খণ্ডিল সকল দোস তোমার কারনে।
এতেক বচন বৈল দেব মহেশ্বর ব্রহ্মার সংহতি গেলা দক্ষের নগর।
দক্ষ জিআইতে জাএ দেব গঙ্গাধর নন্দি আনিঞা দিল বাহন বৃষবর।
চারি পাএ বান্ধিল ঘাঘর উরুমাল প্রষ্টে পাতিল কেন্দুআ বাঘের ছাল।
বসিলা বৃষের প্রষ্টে দেব ত্রিপুরারি হিমগিরিসিখরে জেন উঠিল কেসরি।
বাযুকি সহস্রফনা রাউলসিরে ধরে অন্তরিক্ষে সিদ্ধাগন মঙ্গল উচ্চ্যরে।
ডাহেনে চলিলা নন্দি বামে মহাকাল আগু পাছু ঘুড়ি আছে প্রথম বেতাল।
দক্ষের সদনে গেলা দেব ত্রিলুচন প্রসন্ন ১৮ক] [১৮খ বদন গোসাঞি মুক্তির কারন।
পুরিখণ্ড দেখিল অঙ্গা[র] অস্তিময় দেখিআ হইলা গোসাঞি দক্ষেরে সদয়।
জপমালাকে গোসাঞি বসিলা ধেআনে প্রাণসঞ্চারিনি বিদ্যা জপে মনে মনে।
জার জেই হাড়ে হাড়ে লাগিল সঞ্চে সঞ্চে গাএ উপজিল মাংস পড়িল লোমাঞ্চে।
আপনার আক্রিতি উঠে জত দেবগণ জেন মত আসন বসন ভূষন।
দক্ষ জিআবারে গোসাঞি করিলা অনুবন্ধ মুণ্ড বিনে কেবল নাচিআ বুলে কন্ধ।
ক্ষনে উঠে ক্ষনে বৈসে ক্ষনে জাএ রড়ে আসে পাসে ঠেকিআ ঘুরিআ ঘুরিআ পড়ে।
দক্ষের দুর্গতি দেখিআ সকল লোক হাসে করজোড়ে বলে ব্রহ্মা সঙ্করের পাসে।
তোমার সশুর দক্ষ হএ গুরুজনা দোস ঘুচাইআ কেন কর বিড়ম্বনা।
নাহিক শ্রবণ গোসাঞি নাহি নাক মুখ বিনে মুণ্ডে গোসাঞি জিবনে কিবা যুখ।
ইহা ত যুনিঞা বলে দেব চন্দ্রচুড় দক্ষের স্বরিরে জোড় ছাগলের মুড়।
পুর্ব্বে সাঁপিল নন্দি ব্রহ্মার সভায় দক্ষ পশুমুখ হবে খণ্ডন না জায়।
নন্দির বচন কভু নহিবেক আন আর কিছু না বলিহ করিনু স্ববিধান।
কাটা ছাগলের মুণ্ড ছি[ল] জজ্ঞঘরে লাগিল দক্ষের কন্ধে সঙ্করের বরে।

সেই অধিকার দক্ষের সেই ত ষন্মান   দেবতা দানব জিআ উঠে জার জেবা ঠান।
ভ্রুগু আদি করিআ জতেক মুনিগন   গন্ধ পুষ্প দিয়া সিবে করিলা অর্চ্চন।
আকাসে দুন্ধবি বাজে পুষ্প বরিসন   রত্নময় পুরিখান হইল ততক্ষন।
দিতি অদিতি আদি জতেক দেবনারি   অক্ষয় জৌবন ১৮খ] [১৯ক বর দিল ত্রিপুরারি।
সচিরে বিসেষ বর দিলা ষুলপানি   জেই জেই ইন্দ্র হএ তাহার ইন্দ্রানি।
বর দিলা দক্ষেরে সপুর্ন্ন জজ্ঞফল   স্থাপিল রুদ্রের জজ্ঞের উপর।
রুদ্রে ভাগ না দিআ জে জন যজ্ঞ করে   পিসাচ বেতালে তার যজ্ঞ হরে।
আকাসে দুন্ধভি বাজে পুষ্প বরিষন   বলিতে লাগিলা ব্রহ্মা সিব বিদ্যমান।
এই যজ্ঞে সতি দেবি ছাড়িল স্বরির   তাহার বিহনে হইল সংসার অস্থির।
ইহা ত ষুনিঞা বলে দেব ত্রিলোচন   আসরে প্রসরে জেন চাঁদের কীরন।
ততক্ষনে উপজিল অন্তরিক্ষ বানি   হেমন্তের ঘরে জন্ম লভিল ভবানি।
জেই জেই ষুনে দক্ষের কাহিনি   সিবলোকে স্থল তারে দেই ষুলপানি।
সকল উৎপাত খণ্ডে ষুখে জাএ কাল   দোলা ঘোড়া সম্পদ হএ অবিসাল।
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে   দক্ষযজ্ঞকথা লোক ষুন একমনে॥

॥ কামদ ॥

সপনে উপসর্ন্ন   আসিআ এক দিন   আপনি দেবি মহামাআ
তোমার উদরে   মা গ মেনকা   আমারে দেহ ষুখছাআ।
বাপের অপমানে স্বরির ছাড়িআ আইলা তোমার পাস
জত্ন করিআ আমাএ ধরিহ দস দিন দস মাস।
দুন্ধভি বাদ্য বাজে নাচে ইন্দ্র বিদ্যাধরি
মেনকাজঠরে জন্ম লভিলা উমা মাহেস্বরী।
দেখিআ সপন   উঠিলা ততক্ষণ   কহিলা প্রিয়সখি জেন
সমএ বিসেষে   বেকত হইআ আইসে   আন দিন আন ঠান।
পাণ্ডুর গণ্ডস্থল   কুচের আগকল   ঘুমে ব্যাকুল আখি
আর গুরুতর   গমন মন্থর   অনেক কলেবর সাক্ষি।
আসিআ ষুরপতি   খরাএ ধরে ছাতি   আপনি মেনকার সিরে
সকল অমর ১৯ক]   [১৯খ হাথে চামর   বাতাস দেই ধিরে ধিরে।
ব্রহ্মা নারায়ন   আসিআ দুই জন   স্তবন করে অনুক্ষন
জগতজননি   জঠরে ধরিলে   তুমি গুরুর গুরুজন।

দস দিগ প্রসন্ন   কুশুম বরিসন   সকল লোক উল্লসিত
শুভ সকল   প্রসবমঙ্গল   সমএ ভেল উপনিত।
সঙ্কর কিঙ্কর   ভক্তি তৎপর   সুন লোক একমনে
গৌরিমঙ্গল   দেই ইষ্টফল   কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে॥

॥ শ্রী রাগ ॥

মুদিত নয়ন ঝামরি মুখ   অন্তরে গুরুতর পরম দুখ।
ক্ষনে ক্ষনে বলই সব লোক   রহি রহি বলই ধর মোক।
প্রসবসমএ মেনকা রহি গেলী   সম্ভ্রম সভে হইল সুভ বেলি।
মনিময় মন্দির মনিময় দিপ   সুর নর কামিনি রহিলা সমীপ
বরিষএ কুশুম গগনে সঙ্কনাদ   উপজিআ ভবানি রজনি জাএ আদ।
কোলে ত কুমারি মেনকারে সাজে   আনলসিখা জেন কনকের মাঝে।
আজি ধনি ধনি গিরিরাজে   গগনে রয়িআ দেখে দেবতাসমাজে।
সিতল সুগন্ধি পবন বহে মন্দ   অমৃতে সিঞ্চিল জেন লোকের আনন্দ।
পরম ভকতি জেনো একচিত্তমনে   সিবের চরনে কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে॥

উপজেন গোসানি উল্লষিত দস দিকে   পুষ্পবৃষ্টী দুন্দুভি সবদ অন্তরিক্ষে।
নর নারি উল্লষিত হেদন্ত ওআরি   বিদ্যাধরি গীত গাএ নাচে অপছরি।
স্তুতি করে মুনিগন পঠিআ চারি বেদ   সুবন্ন কাটারি লইআ নাভি করিল ছেদ।
দেখিআ কুমারিমুখ রাজা হিমালয়   পরম সন্তোষ হইল রাজার হৃদয়।
বাপ বাপে গুনে হেমন্তের জতেক সন্ততি   গৌরী দেখিআ তার অধিক পিরিতি।
দিনে দিনে আন ঠান আন লিলা ধরে   দ্বিতিয়ার চন্দ্র জেন কলা কলা ভরে।
দেব মুনির কন্যা জত লইআ সংহতি   পুতলি খেলাএ দেবি প্রথমে দিল মতি।
দেব মুনি মন্দিরে দিআ আলিপানা ১৯খ]   [২০ক সঙ্খ পদ্ম লিখে দেখি বিচিত্র রচনা।
হাথে ফলের গেণ্ডু মিলি সখি পুরে জনে   কৌতুকে খেলান দেবি সিবের পুষ্পবনে।
সিষুকাল নিবড়িল জৌবন [প্র]বেস   কালে কালে উপস্থিত নিতম্ব বিসেষ।
বিনি অভরণে রুচির কলেবর   অঙ্গে অঙ্গে বরিখে মদন খর সর।
অরুন কিরন জিনি বরন বিমল   ভূমি অধমুখি লাজে স্থলকমল।
রতনরঞ্জিত মুনি চরনে ত জলে   মুকুতার নিলা জেন পদ্মরাগদলে।

সুন্দর চরনে সোভে রত্ন নুপুর   মর্ত্ত গজ গতি অহঙ্কার করে চুর।
নানা রত্ন অঙ্গে হেম বিরচিত   উরু রামকদলি জিনিঞা বিপরিত।
এক মন চির্ত্তে জবে বলি করজোড়ে   তভু ত তাহার উপমা দিতে নাহি পারে।
নিতম্ব বিপুল জঘন গুরুভার   ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা গমন ম[ন]হর।
মনিময় কিঙ্কিনি মধুর ধ্বনি পুরে   ত্রিভুবনের সুন্দরি দেখিআ দর্প হরে।
নাভিনাল্ল´সরবর মনোহর   ত্রিবলি সোপান বিমলরুচিতর।
অসেষ বিসেষ সুন্দর লোমপাতী   বিধাতা নির্ম্মান জেন আখর সন্ততি।
মুষ্টিতে লুকাএ মাঝা বাএ জেন হেলে   হরের ডম্বরু জেন দেখিল মধ্যস্থলে।
অতি নব কঠিন সুছন্দ উর্চ্চর   দুই কুচ কনক ঘট গুরুতর।
তথি সুবলিত লতা কর কিসলয়   সুন্দর অঙ্গুলি নব মঞ্জরি নিশ্চয়।
অঙ্গদ বলআ মনি রচিত অঙ্গুটি   বিচিত্র কুশুম জেন ফুটি।
দসন মাজিল দেবি জেন করতলে   চাঁদের কিরন জেন পদ্মরাগদলে।
তিন রেখা উর্জ্জল সুন্দর কণ্ঠাতল   স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে উপমা নাহি তার।
মুনিময় অভরন বিচিত্র জোতির্ম্ময়   তার কম্বুকণ্ঠ জুতি বিভূতির ময়।
বিসঞ্চ সুসঞ্চ বলি অতি ভাল ২০ক] [২০খ তার সুসঞ্চ সুনিঞা কোকিলী হএ কাল।
তার মুখ দেখিআ বিধি চাঁদ মাসে মাসে   ভাগিআ ভাগিআ গঠে তুলনার হাসে।
ভ্রুভঙ্গ কটাক্ষ কমল করে বৈসে   হাস্য লাবন্য জত বৈসে তার পাসে।
অধর না ধরে বিম্বফলের তুলনা   দসন দাড়িমবিজ বিচিত্র বলনা।
হাস্য পরিহাস্য দ্বিগুন হইআ সোভে   ত্রিভুবনের ঈশ্বর উন্মর্ত্ত জাহার লোভে।
জিনিঞা সিখর মুতি দসনের জুতি   কেহ বলে সিন্দুরে লুটিত গজমুতি।
নাসা তিলফুল বহে সুগন্ধি নিস্বাষ   মধুগন্ধে মধুক নাহি ছাড়ে পাষ।
দিব্য বস্ত্র পরিধান দিব্য অলঙ্কার   হৃদএর কাঁচুলি পরে ত্রিভুবনের সার।
সরিরের সুগন্ধি যোজন পথ চলে   ভ্রমর খেদায় দেবি হাথের কমলে।
তাহার রুপ লিলা বলে কাহার সকতি   বিধির শ্রজন না তাহার জিনিঞা পার্ব্বতি।
মোহন রুপ দেবির দিব্য লিলা ঠান   মহাদেব বিনে দেবী নাহি জানে আন।
সতত সিবেব কথা সিবের মন্ত্র জপে   রজনি দিবসে সিব সিব বলে মুখে।
বুঝিআ দেবীর মন রাজা হিমালয়   সিবে সমর্পিল কন্যা হরিস হৃদয়।
করজোড়ে বলে রাজা সুন নরপতি   আজি হইতে দাসি তোমার হইলা পার্ব্বতি।
তোমার সেবা করিবেন একচির্ত্ত মনে   হাথে হাথে সমর্পিলাঙ তোমার চরনে।
কন্যা সমর্পিআ গেলা রাজা হিমালয়   সিবের সেবা করে দেবী জেনমত হএ।

ফুল তোলে ফুল বাছে সাজায় রচনা   স্বর্গগঙ্গাজলে করে স্থান মার্জ্জনা ॥
কুস কাষ্ট আনিঞা দেবি সাজাএ আগুনি   জজ্ঞের ধুঙাএ দেবি লোহিতলোচনি।
নিত্য নিত্য সেবা করে পরম ভকতি   জন্মে জন্মে দেবীর সেই সিব পতি।
সেবা পরিশ্রম দুঃখ নাহি লাগে গাএ   সিবের মুকুট চন্দ্রে সতত জুড়াএ।
সেইকালে মহাদৈত্য তারকাক্ষ নাম ২০খ] [২১ক বাড়িল ব্রহ্মার বরে পাইআ বরদান।
বড় বড় লোকপাল কাহা নাহি মানে   বিক্রমে জিনিঞা সভাএ ধরিআ আনে।
তার ভএ দেবতা স্বর্গে নহে স্থির   পৃথিবি বেড়ান সভে মনুস্য স্বরি[র]।
দেবগন লইআ ইন্দ্র পলাএ তরাসে   কাদিআ পড়িলা গিআ ব্রহ্মার সমুখে।
হরগৌরিচরনে কমল মধুকর   কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল ॥

॥ কামদ রাগ ॥

তারকাক্ষ নাম অসুর বলবন্ত   জিনিলেক ত্রিভুবন পরম দুরন্ত।
সুরপুরিলোভে দেবনারি হরে   দেবতা বান্ধিআ আনি খাটায় দুআরে।
অবগতি কর গোসাঞি দেবতার বচনে   বর দিআ বাড়াইলে দারুন দুর্জ্জনে।
সভাএ সম্ভ্রমে ইন্দ্র অমরার নাথ   আপনি আনিআ জোগাএ পুষ্প পারিজাত।
মুনি রত্নে দিআ সেবা করে মহদধি···
চন্দ্র দিবাকর আদি বরুন পবন   তাহার সেবাএ সতত দিল মন।
তভু অপমান করে লইআ অধিকার   জানাইনু তোমারে করহ প্র[তি]কার
করহ অসুর বধ চিন্তহ উপাএ   রাখহ আপন শ্রষ্টি হও ত সহাএ।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল   সুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল ॥

সুনিঞা ইন্দ্রের কথা   অন্তরে পাইল ব্যথা   বলে ব্রহ্মা ইন্দ্রের সমুখে
আমার বচন ধর   উপায় বিসেষ কর   পরিহর হৃদয়ের দুখে।
আমি তারে বর দিল   ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর হইল   আপনি বধিতে না জুআএ
গাছ আরোপিআ পথে   না কাটি আপন হাথে   জদি সে বিসের বৃক্ষ হএ।
সংগ্রামে তাহারে জিনে   হেন নাহি ত্রিভুবনে   সংসার অধিকার নএ
উৎকট তপফলে   স্বর্গ ভুঞ্জি নিরন্তরে   তার তাপে ত্রিভুবন মোহে।
বরুন পবন জম   কেহ নহে তার সম   বিষ্ণুচক্রে নাহি জায় ক্ষএ
সঙ্করে২১ক] [২১খ র পুত্র জবে   অস্ত্র ধরে মহাবলে   তবে তার মরন নিশ্চয়।
সেই দেব পশুপতি   তপস্বি পরম জাতি   আখি মেলি নাহি চাহে নারি

সঙ্করের তেজ সহে   হেন নারি কথাএ   বিনে দেবি হেমন্তকুমারি।
চলহ দেবরাজ   সাবধানে সাধ কাজ   দেবি আছে সন্ন সন্নিধানে
করহ ধান ভঙ্গ   দুহে জেন রঙ্গ   নিজোজহ দেব পুষ্পবানে।
যুনি বৃহ্মার বানি   হরসিত বজ্রপানি   দেবসভা করি ততক্ষনে
চিন্তিআ জে মনে মনে   আনিবারে পঞ্চবানে   দুত করি পাঠাইল পবনে।
পবন তুরিতগতি   যাথা আছে রতিপতি   জানাইল ইন্দ্রের সম্বাদ
আমার বচন ধর   হাথে পুষ্পবান কর   দেবতার ঘুচায় বিসাদ।
তোমার বিলম্ব চাহিআ   সর্ব্বদেবগন লইআ   বসি আছেন দেব পুরন্দর
উঠহ সর্ত্তরে নড়   কাজকথা আছে বড়   তোমা বই নাহি ধনুর্দ্ধধর।
যুনিঞা পবনমুখে   উপেন্দ্রনন্দন যুখে   চলি গেলা ইন্দ্র বরাবরে
সংহতি বসন্ত লইআ   হাথে পুষ্পবান থুইআ   ধনুক ছাদিআ কণ্ঠতলে।
প্রনাম করিআ খিতি   হাতজোড়ে রতি   দাণ্ডাইলা ইন্দ্রের সমুখে
আদরে বজ্রপানি   পুছন্তি কুসলবানি   সহশ্রনয়নে নিরক্ষে।
পাইআ প্রসাদ মান   হরসিত পঞ্চবান   তবে গোঙাএ ইন্দ্রের সভাএ
দেবসভা পরিসরে   আপন বিক্রম করে   প্রবহিত্ত বিসেষ বিনয়।
গৌরিমঙ্গলগিত   কবিচন্দ্রে বিরচিত   যুনিলে সকল দুখ হরে
ধনে পুত্রে রহু মান   যুখে যুরপুরি স্থান   বর দেই উমা মহেস্বরে॥

॥ ধানসি ॥

কোন দৈত্যরাজ বহে অহঙ্কার   আপনার বলে লংহে আদেস তোমার।
বিদগধ কামিনি কটাক্ষ কামবানে   ফুটিআ পড়ুক আজি তোর চরনে।
অবগতি ক[র] গোসাঞি ২১খ] [২২ক যুন দেবরাজ   আদেস হউক তোমার সাধিব কোন কাজ।
কোন রাজবতি সতি অপরাধে   তোমার হৃদয় অভিমত যুখ বাধে।
কোন রাজবতী সতি অভিমানমনে   তোমাএ মাগুক রতি পড়িআ চরনে।
এই ধনুক ই ফুলস্বরে   কামিনির দাস করিতে পাসে হরে।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল   যুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল॥

॥ আহিরী ॥

ষুনিঞা কামদেবের এ সব বচন   বাখানিতে লাগিলা জতেক দেবগণ।
আপনি দিলেন ইন্দ্র পারিজাতমালা   সম্ভাসিআ বাড়াএ বিক্রমের কলা।
ভাল ধন্নুর্দ্ধর তুমি ষুন হে মদন   তোমার বিক্রম পুজে সপ্ত ভুবন।
বিধি দিল আমারে সহায় দুই জন   করগত বজ্র আর মকরকেতন।
বজ্র জতি তপস্বির উপরে নাহি চলে   দস দিগ জিনিল তোমার এক সং ।
তোমারে কহিল সার কর অবগতি   তারকাক্ষ বধেরে পড়ে সেনাপতি।
গৌরী সঙ্করে জেন হএ ত সম্ভোগ   ব্রহ্মা কহিল মোরে ইহার উপজোগ।
আগুদল কর বসন্ত রিতুরাজ   সর্ত্তরে চলহ বাপু সাধি দেহ কাজ।
ভনে করিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল   ষুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল॥

॥ জমক ছন্দ ॥

হাথে ধরি বলে ইন্দ্র ষুন রতিপতি   দেবতার হিত কর আমার পিরিতি।
কামবানে সিবের চঞ্চল কর মন   গৌরি দেখিআ জেন মাগে আলিঙ্গন।
এই ত বসন্ত দিন তোমারে অনুবল   জার জার অধিকার লই ত সকল।
বিলম্ব না কর আ[র] বলে দেবরাজ   তোমার বিক্রম ঘুষুক দেবতাসমাজ।
ইহা ত ষুনিঞা বলে কামদেব মহাবির   প্রনাম করিআ ইন্দ্রে হইলা বাহির।
হাতাহাতি করিআ ২২ক] [২২খ বসন্ত রতিপতি দুই মিতে চলি গেলা যথা আছে রতি
কহিলেন গিআ ইন্দ্রের জত কথা   ষুনিঞ বিরস রতি [হেট ক]রে মাথা।
মনে কিছু অনুমানি বলিল উর্ত্তর   আন হেন না দেখিহ দেব মহেস্বর।
জাহার তিলেক রোসে সংহারে সংসার   তাহার উপরে প্রভু অস্ত্রের অবতার।
সাবধান হইআ ধনুকে দিহ ভরা   দেখিতে না পাএ জেন গঙ্গাধর।
বিরের ভিতর বির সেই সভায় বাখানি   নেউটিআ না চান এতেক উঠানি।
রাজঘরে গেলা প্রভু মানিলে আরতি   কাজ নিবড়িল আর কিসের জুগতি।
না জাইহ অহঙ্কারে করিহ জুগতি   আজী আমি জাব প্রভু তোমার সংহতি।
ইহা ত ষুনিঞা বলে দেব কামেস্বর   দেখীবে বিক্রম মোর সিবের উপর।
সর্ত্তরে চলহ সভে গিরি হেমন্ত   আগুস্বরি উপনিত হউক বসন্ত।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল   ষুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল॥

॥ বসন্ত রাগ ॥

ফুটিল অসোক বন উল্লসিত মলয়াপবন বহে মন্দ
চৌদিগ চাপিআ কুশুমরেনু পরিযর মঞ্জরি ঝরে মকরন্দ।
বসন্ত আগুদলে মদনবিলাস বিরহিনি নারি সঘন হুতাস
ভ্রমরা ভ্রমরি মধুলোভই গুঞ্জই রঞ্জিআ দুরে
স্বরস রসালডালে বসি কুকীল কুহরে পঞ্চম নাদ পুরে।
কুশুমে মুবাসিত··· কুশুমে সজ্যা সজাই
তরুনিজন কুঞ্জে বসি ঝুরই পিআ পাসে দুতি পাঠাই।
জল স্থল মুসোভিত··· দেখিআ মানীনি হরে মান
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র তুঞি গুরিসরে রতিপতি করসে পআন॥

অকালে বসন্ত হইল ফুলেল্ল···

২৭ চণ্ডীমঙ্গল

মুকুন্দরাম

পুঁথিসংখ্যা ১৩৫৩; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৪½"।

[২ক··· গদাই খাঁ তার সঙ্গে করিল যুকতি
মুন হে পণ্ডিতবর জত লাগে দিব কর বিদেসে না জাত্যে করা মতি।
শ্বহায় [শ্রী]মন্ত খাঁ কৃষ্ণবাটি জার গাঁ যুক্তি কৈল গম্ভির খাঁ সনে
দামিন্যা ছাড়িয়া জাই সঙ্গে রমানাথ ভাই পথে চণ্ডি দিল দরসনে।
ভাল্যায়েত্তে উপনিত রূপরাম নিল বির্ত্ত জদুকুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা
দিয়া আপনার ঘর নিবারন কৈল ডর তিন দিবসের দিল বিক্ষা।
বাহিয়া মুড়াই নদি সদাই স্মঙরি বিধি ভেঙট্যায় হৈলাম উপনিত
দারিকেশ্বর তরি পাইল পাতুলি পুরি গঙ্গাদাষ বহু কৈল হিত।
নৌকা বাহে পরাসর পার হৈলাম আমুদর উপনিত গুচুড়্যা নগরে
তৈল বিনে কৈল স্নান করিল উদক পান সিষু কান্দে উদনের তরে।
খুধায়েতে পরিশ্রমে নিদ্রা জাই সেই ধামে সিয়রে বসিলা ভগবতি
আমারে করিয়া দয়া দিয়া চরনের ছায়া আজ্ঞা মোরে করিলা পার্ব্বতি।
পড়্যাছি অনেক তন্ত্র নহি সঙ্গিতের পন্থ আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গিত

হাথে করি পত্র মসী   আপুনি কলমে বসি   নানা ছাঁদে লিখিল কবির্ত্ত।
রসড়া পুস্কন্নীআড়া   নৈবিদ্ধ সালুকনাড়া   পুজা কৈল কুমুদ প্রসন্নে
চণ্ডির আদেষ পাই   সিলাই পারিয়া জাই   আরড়াতে হল্যাম উপসন্নে।
আরড়া ব্রাহ্মনভূমি   ব্রাহ্মন জাহার শ্মামি ২ক] [২খ নরপতি ব্যাসের সমান
পড়িয়া কবির্ত্তবানি   সম্ভাসিল নৃপমনি   রাজা দিল পাঁচ বিসি ধান।
ষুধন্ন্য বাকুড়ারায়   আঙ্গিল সকল দায়   ষুতে পাটে কৈল নিজজিত
তাঁর ষুত রঘুনাথ   দ্বিজকুলে অবদাত   গুরু বল্যা করিল পুজিত।
সঙ্গে ছিল ডামাল নন্দি   সে জানে সকল সন্ধি   অনুদিন করিল জতন
রঘুনাথ নরপতি   নিত্য দেন অনুমতি   গায়নেরে দিলেন ভূসন।
বিরমাধবের ষুত   রুপে গুনে অদভুত   বিরবাকুড়া ভাগ্যবান
তাঁর ষুত রঘুনাথ   রুপে গুনে অবদাত   শ্রিকবিকঙ্কন রস গান ॥

॥ আদি পালা সাঙ্গ ॥

॥ অথ গনেষবন্দনারম্ভ ॥

বেদান্ত দরসনে   ব্রহ্ম জারে বাখানে ইত্যাদি

২৮ চণ্ডীমঙ্গল

মুকুন্দরাম

পুঁথিসংখ্যা ১৩৫৪, পত্র ১০৮; খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৪½"।

[২৭৮ক··· ॥ অথ অষ্টমঙ্গলা ॥

শ্রবনমঙ্গলকথা   দেবির মঙ্গলগাঁথা   ষুনিলে পরম প্রতিকার
এই ব্রত ইতিহাস   ষুনিলে কলুস নাস   কলিকালে হইল প্রচার।
নাঞি ছিল ত্রিভুবন   ছিলা একা নারায়ন   অন্ধকার পারে ভগবান
তাঁর পায়্যা কৃপাদৃষ্টি   হইল ভুবনশৃষ্টি   ত্রিভুবন হইল নির্ম্মান।
পাসণ্ড জনের পক্ষ   বি[রি]ঞ্চিনন্দন দক্ষ   তার আমি হইলাঙ দুহিতা
তথা নাম হৈল সতি   বিভা কৈল পষুপতি   ষুরলোকে হইলাঙ পুজিতা।
পিতৃমুখে পতিকুছ্যা   ষুনি তেজিলাঙ ইচ্ছা   পিতৃকুলে বিপদদাইনি ২৭৮ক]
[২৭৮খ তজিলাঙ রসে ই অঙ্গ   কৈল তার মখভঙ্গ   দক্ষযজ্ঞ বিনাসকারিনি।
মেনকাউদরে জাতা   হইলাঙ সিখরিষুতা   তপস্যা করিলাঙ হর হেতু
মোর বিভাহের তরে   ইন্দ্র পাঠাইলা সরে   হরকোপে মৈল মিনকেতু।

কংস নদির কুলে তমাল তরুর মুলে বিশ্বকর্ম্মা দেহারা নির্ম্মানে
মঙ্গলচণ্ডীকারূপে সপন কহিয়া ভুপে পুজা লৈলাঙ নৃপতিসদনে।
পুজা লয়্যা জাই বাস পষু কৈল আদ্দাস তার পুজা নিল বিযুবনে
লইয়া পষুর পুজা সিংহেরে করিয়া রাজা স্থাপিলাঙ দণ্ডককাননে।
ইন্দ্র পুজা করে হর ফুল তোলে নিলাম্বর ছল্যা আনি মরতাভুবনে
নাম হৈল কালকেতু সম্বল উপায় হেতু প্রতিদিন পষু বধে বনে।
পষু কৈল গোহারি নানা মত বিধি করি ভয় দুর কৈল সেই বনে
আপনি গোধিকাবেসে অবতরি বনদেসে মহাবিরে দিল দরসনে।
গোধিকা হইয়া বনে আছিলাঙ সেইক্ষনে কোপে বির বান্ধে চারি পদে...
মোর সত্যে দিয়া মন কাটাল্য গহন বন বসাল্য নগর গুযুরাটে
নগরচত্তর মাটে নাট গিত গুযুরাটে চৌরাসি বাজার গোলাহাটে।
দুর গেল সাঁপকাল বন্দি কৈল মহিপাল ২৭৮খ] [২৭৯ক সপন কথিল নৃপবরে
বসাইয়্যা আপন পাটে রাজা কৈল গুজরাটে পুজা করি গেল যুরপুরে।
ইন্দ্রের নৃত্তকি বালা তোর নাম রত্নমালা তাল ভঙ্গে আনাইল খিতি
কৈল তোর উপধাম খুল্লনা হইল নাম মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি।
দ্বাদস বৎসর বেলা সখাগন সঙ্গে মেলা পায়রা উড়ায় ধনপতি
সয়চান দিলেন হানা নিজগৃহে পথকানা তোমার আঁচলে কৈল স্থিতি।
বিভা হেতু কৈল মন সঙ্গে ওঝা জনার্দ্দন গেল লক্ষপতির ভবনে
তোমারে বিবাহ করি আল্য সাধু নিজপুরি পাছু গেল রাজসম্ভাসনে।
রাজা পাল্য সারি যুয়া পঞ্জর গড়াইতে গুয়া গেল সাধু গৌড় পাটনে
ছাগল রাখিলে বনে অসোন্তস পাইলে মনে আন্যা দিল সাধুনিকেতনে।
ছলিয়া আনিলু পুর্ব্বে জন্মাইল তোর গর্ত্তে মালাধর দেবতানন্দন
ছাগরক্ষনের তরে জ্ঞাতি বন্ধু ছল ধরে তাহে আমি করিল রক্ষন।
নাজ্ঞি লয় নিমন্তন সাধু অসন্তোষ মন তুমি মোরে করিলে স্মঙরনে
আমা সনে কৈল হট চরনে লজ্ঘিল ঘট তোমা দিখি কৈল প ২৭৯ক] রিত্রানে।
সিংহলে চলিল পতি হৈল ফুট গর্ত্তবতি তার তরে ভয় কর মনে
দৈবদোসে ধনপতি মোর ঘটে মাল্য লাথি তোমা দেখি দিল জিউদানে।
উপনিত মগরায় ঝড় বৃষ্টি ছয় নায় কালিদহে হৈল উপনিত
বিকচ কমলদলে কন্যা হয়্যা গজ গেলে দেখে সাধু অতি বিপরিত।
গেল সাধু রাজধানি কহিল সকল বানি রাজা গেল সেই কালীদহে

না দেখি কমলবন নৃপতি ক্রোধিতমন বন্দি করি রাখিলেক তাহে।
দ্বাদস বৎসর বন্দি স্বরাইলাঙ নিরানন্দি আমি সব করিল যুসার
ব্রতদাসি প্রিয় আমা ছাড়িতে না পারি তোমা দিল পুত্র শ্রীপতি কুমার।
দিয়া বহুতর বৃর্ত্ত জানাইলে বিদ্যার তত্ত জতনে রাখিয়া সুপণ্ডিত
গুরুসনে কৈল দন্দ গুরু তারে বৈল মন্দ সিংহলে চলিল আচম্বিত।
উপনিত মগরায় ঝড় বৃষ্টি হৈল তায় বিপত্যে করিল হব্যাহতি
কালিদহে অবতরি কমলে কামিনি করি দেখিলেক কুমার শ্রীপতি।
চলে সাধু রাজধানি কহিল সকল বানি রাজা সনে আল্য কালিদহে
না দেখি কমলবন নৃপতি কুদ্ধিত মন হানিবা ২৭৯খ] [২৮০ক রে লইলেক তাহে।
সাধু কৈল সঙরন উরি আমি ততক্ষন তোমার পোয়েরে করি রক্ষা
রাজার সমরস্থলে জতেক যৌগিনি মেলে যুদ্ধ কৈল তোমা ঝিয়ে দেখ্যা।
তোর পোকে দিতে বর ভিক্ষা কৈল বন্দিঘর পিতা পুত্রে কৈল পরিচয়
ত্রিভুবনে একধন্যা বিভা দিল রাজকন্যা নানা ধন ডিঙ্গার সঞ্চয়।
উপনিত মগরায় তুল্যা দিল সাত নায় আন্যা দিল সুত বধু ঘরে
যুন গো বান্যার ঝি অবশেষ আছে কি কন্যা দিল বিক্রোমকেসরে।
অষ্টমঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কন গায় সাধু আল্য আপন মন্দিরে
চারি প্রহর রাতি জালিয়া রত্নের বাতি গায়নেরে প্রসাদ আদরে॥

২৯ চিকিৎসার্ণব

গঙ্গাকিশোর

পুঁথিসংখ্যা ১০৩১ ; পত্র ৭ ; খণ্ডিত ; অসমাপ্ত ; আকার ১২২/১" × ৬"।

৭ঁশ্রীনমো গনেশায়॥
[১খ গুরুপদে রাখি মতি বন্দো দেব গনপতি
তুষ্ট হন ভগবতী তবে অতি শীঘ্রগতি পুরে অভিলাস।
জগৎ জননী যারে তুষ্টা হন এ সংসারে
সে জন সকল পারে অনাআসে করিতে প্রকাশ॥
চিকীৎসান ব নাম গ্রন্থ অতি গুণধাম
চিন্তা করো অবিরাম দেখি চিত্ত হবে চমকিৎ।
ভাষায় কোমল মিষ্টি গ্রন্থয়ে নূতন সৃষ্টি
কিছুদিন করি দৃষ্টি মূর্খ বৈদ্য হইবে পণ্ডিত॥

নাড়িপ্রকাশানুসারে   যদি নারি বোধ করে
চিকীৎসা করিতে পারে   এ কারণে নাড়িজ্ঞান আছে নিরপিৎ
না থাকিলে নাড়িবোধ   হবে কেন রোগবোধ
মুর্খ বৈদ্য করে ক্রোধ   বিষ বড়ি দিয়ে করে হিতে বিপরীৎ ॥
ব্যাধিতে পীড়িত লোক   নানামতে পায় শোক
তার কিছু করি যোগ   উপায় কারণ।
বৈদ্যকের শাস্ত্র মত   পাঁচনাদি আছে কত
তার মধ্যে সার যত   এই গ্রন্থ করি নিরূপন ॥
যে জ্বরে যে অধিকার   বিস্তারিয়া কব তার
সভাকার উপকার   হবে অতিশয়।
ঔষধি নানা মত   বিস্তারিআ কব কত
অল্পে ধরে গুণ শত শাস্ত্রমত ক ১খ] [২ক রিল নির্নয় ॥
সুরধনিতীরে ধাম   ধন্য সে বহরা গ্রাম
গঙ্গাকিশোর নাম   দ্বিজ দিন অতি।
চন্দ্রতেজে করি চুর   তেজচন্দ্র বাহাদুর
ভুবনে দ্বিতীয় শুর   মহারাজা তাঁর অধিকারেতে বসতী ॥
গ্রন্থে কোন থাকে ভুল   গুনিগন দিবে কুল
দোষ ছাড়া নাহি মুল   সাধুজনে আছয়ে প্রকাশ।
অল্প দোষে সুধাকরে   কি করিতে পারে তারে
গঙ্গাধর ধরে শীরে   অন্ধকার ঘোরতরে   অনায়াসে করয়ে বিনাশ ॥

॥ অথ নাড়ীজ্ঞাননিরূপণং ॥

সর্ব্বেষঙ্গেষু য়ানাড্যস্তিষ্ঠন্তি য়াঃ ত্রিমূলিকা তাসাং মুখ্যা সুসুম্নেয়া ইড়য়া পিঙ্গলান্বিতা তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুসুম্না পরিকীর্ত্তিতা ॥ অস্যার্থ।
নারিতে বেষ্টিৎ অঙ্গ জীবের শরীর   সবে বটে ত্রিমুলিকা কহিলেন ধীর।
তার মধ্যে সুসুম্না সে মুখ্য নাড়ি জানি   ইড়াতে পিঙ্গলাতে বেষ্টিতরূপে মানি।
বাম ভাগে ইড়ায়ে দক্ষিণেতে পিঙ্গলা   তার মধ্যে গতা নাড়ি সুসুম্না কহিলা ॥১॥

পত্রলেখা নিভ্রাভিন্নাঃ সুস্মাব পুরুপস্থিতা মৃনালনালিকারূপা স্রোতসঃ সর্ব্বদেহগাঃ। তথাপি দেহে প্রাণস্য জীবিতাস্ত নিদর্শকাঃ ॥ অস্যার্থ।

পত্রলেখা ভিন্না সুক্ষ্মা সুসুম্না শরীর   মৃণাল নালিকারূ ২ক] [২খ পা কহিলেন ধীর।
শ্রোতরূপে গতি সর্ব্বদেহে শাস্ত্রে বটে   জীবন মরণ জীবের নিদর্শক বটে ॥২॥

নাড্যাষ্টৌপানিপাদৎকণ্ঠ নাসোপান্তে সমাশ্রিতা একৈকং পাদয়োঃ পাণ্যোঃ দ্বে কণ্ঠোপান্তমাশ্রিতে। নাসামূলে স্থিতে দ্বে চ নাড্যষ্টৌ শাস্ত্রবেদিতাঃ ॥ অস্যার্থ।
হস্ত পাদ কণ্ঠ নাসার অষ্টম প্রকার   একে একে কহি সুন তাহার বিস্তার।
দুই হাতে নাড়িস্থানে পায়ে ঐমত   কণ্ঠদেশে দুই দিগে নাড়ি অনুগত।
নাসামূলে দ্বিধা নাড়ি হইবে বিদিৎ   অষ্টম প্রকার এই শাস্ত্রেতে কথিত ॥৩॥

পাদয়োর্নাড়ীকাস্থানং গুল্ফ মধ্যেহঙ্গুলিদ্বয়ং হস্ত যোস্ত কোষ্ঠান্তে মনিবন্ধে-হঙ্গুলীত্রয়ং কণ্ঠমূলেহঙ্গুলী দ্বন্দং নাসামূলেহঙ্গুলিদ্বয়ং স্থানান্যেতানি নাড়ীনাং তাসু প্রাণো ব্যবস্থিতঃ ॥ অস্যার্থ।
পায়েতে নাড়ীর স্থান গুল্ম মধ্যে জানি   দুই অঙ্গুল পরিমাণ আছে নাড়ী মানি।
হস্তের কোষ্ঠান্তে মনিবন্ধে এই রীত   তিন অঙ্গুল পরিমান শাস্ত্রেতে বিদিৎ।
নাসামূলে অঙ্গুলিদ্বয় কণ্ঠে ঐমত   কহিলাম নাড়ীস্থান হইবে অবগত ॥৪॥

যদ্যস্তি নাড়ী সর্ব্বত্র শরীরে ধাতুবাহিনী তথাপ্যঙ্গুষ্ঠমূলস্থা করস্য সর্ব্বশোভিনী যস্যা গতিবশাৎ বিদ্যাৎ সুখং দুখঞ্চ দেহিনাং ॥ অস্যার্থ।
যদ্যপি ২খ] [৩ক থাকয়ে নাড়ী সকল শরীরে   ধাতুবাহিনীরূপে কহে মুনিবরে।
করস্থা অঙ্গুষ্ঠমূলে সর্ব্বত্রশোভিনী   সে নাড়ীর গতি করে সুখ দুঃখ জানি ॥৫॥

নাড়ীগতিং লয়ো বেত্তি শুভাশুভফলপ্রদাং সচিকীৎসাপটুকস্মাৎ পূজ্যো বা রাজ-সংশদি ॥ অস্যার্থ।
শুভাশুভফলপ্রদা নাড়ীর যে গতি   না জানিলে চিকীৎসায় পটু নয় অতি।
অজ্ঞানী বলিয়া তারে শাস্ত্রমত কয়   রাজার সভাতে মান্য কিরূপে সে হয় ॥৬॥

নারীনাং বামভাগে তু দক্ষিণে পুরুষস্য চ লক্ষণং লক্ষতে সর্ব্বং শুভাশুভফলপ্রদং। সদ্যস্নাতস্য ভুক্তস্য ক্ষুৎ তৃষ্ণা তপসে বিনঃ। ব্যায়ামক্লান্ত দেহস্য সম্যগ্নারী ন বুধ্যতে তৈলাভ্যঙ্গে প্রসুপ্তে চ ভোজনান্তে তথৈব চ তথা ন জ্ঞায়তে নাড়ী যথা চ দুর্গমা নদী অঙ্গুষ্ঠ মূলমধি পশ্চিম বাম ভাগে মধ্যে নাড়ী প্রভঞ্জনগতিং সততং পরীক্ষেৎ ॥ অস্যার্থ।

পুরুষের দক্ষিণে নারীর বাম ভাগে   লক্ষণালক্ষণ শুভাশুভ দেখি আগে।
স্নাত কিম্বা ভুক্ত কিম্বা ক্ষুধাযুক্ত হয়   ঐ কালেতে নাড়ী দেখা কোন ম ৩ক] [৩খ তে নয়।
তৃষ্ণাতে কাতর কিম্বা আতবসেবিত   শ্রম করি দেহ যার শ্রান্ত অবিরত।
এ কালেতে নাড়ী যদি দেখয়ে পণ্ডিৎ   সম্যক প্রকারে নাড়ী [না] হয় বিদিৎ।
ভোজনান্তে শয়নান্তে তৈলভ্যঙ্গে জানি   দুর্গমা নদীর ন্যায় নাড়ীশাস্ত্র মানি।
এ কারণ সেকালেতে নাড়ী স্থির নয়   নাড়ীর বিশেষ বোধ কখন না হয়।
শতত পরিক্ষা নাড়ী করিবে পণ্ডিত   অঙ্গুষ্ঠ পশ্চিম বাম ভাগে এই রীৎ ॥৭॥

কুটিলা কুটিলা রম্ভা তন্নতী কুটিলাং গতিং বাতাত্মিকা গতিং ধর্ত্তে জলৌকা শপয়োরিব ॥ অস্যার্থ।
কুটিলা কুটিলা নাড়ী যদি দেখি গতি   তন্নতী কুটিল যদি দেখ মহামতি।
বাতাত্মিকা নাড়ীর গতি এই নিরূপণ   জলৌকা সর্পের ন্যায় নাড়ীর গমন ॥৮॥

দাহং দধানা সর্ব্বাঙ্গে বিশেষে হস্তপাদয়োঃ পিত্তপ্রকোপে সা নাড়ী কাক-মণ্ডুকয়োরিব। হংসস্যেব গতিং ধত্তে গতিং পারাবতস্য চ। বাতাত্মিকাং স্তম্ভরূপাং গতিং স্তম্ভাং বিতন্নতীং গতিং ধর্ত্তে ত্রিদোষাত্মা নাড়ী পিত্ত বলাবয়োঃ। বাতেন নাড়ী বক্রস্যাৎ পিত্তে নাড্যষ্ট চঞ্চলা। শ্লেস্মনাত্ত স্থিরা মন্দা সংসর্গান্মিশ্রলক্ষণা। নিত্যং স্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলীং। সংস্পৃশেদ্বাভা বৈরেবং বহুবিধ বিধৈঃ সন্নিপাতা দশাধ্যাঃ ॥ অস্যার্থ ৩খ]
[৪ক সকল অঙ্গেতে দেখ যদি দাহ হয়   বিশেষত হস্ত আর পায়ে অতিশয়।
পিত্তের প্রকোপে এই কহে মহামতি   কাক আর ভেকের ন্যায় হয় নাড়ীগতি।
হংস কিম্বা পারাবতের ন্যায় গতি ধরে   বাতাত্মিকা স্তম্ভরূপা ত্রিদোষ বলি তারে।
কেবল বাতিকে নাড়ী হয় বক্রগতি   পিত্তিতে চঞ্চলা হয় কহে মহামতি।
শ্লেস্মাতে নাড়ী হয় স্থিরা মন্দা জানি   এরূপ নাড়ীর বোধ কর ওহে জ্ঞানি।
মূলস্থান ত্যাগ করে পুন মূলে জায়   এই মত বহুবিধ স্থলে বড় দায়।
শাস্ত্রমত এ সকল কহিলে পণ্ডিৎ   সন্নিপাৎ অসাধ্য সে জানিবে নিশ্চিত ॥৯॥

মন্দমন্দং কুটিলকুটিলং স্পন্দতে যস্য নাড়ী তস্যাবশ্যং ভবতি মরণং পঞ্চসপ্তাহতো বা অঙ্গুষ্ঠমুলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলাদ্ যদি নাড়ীকা। প্রহরাদ্ধাৎ বহির্মৃত্যুং বিজানীয়া-

দ্বিচক্ষণঃ। সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলদ্বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়ীকা। প্রহরৈকাদ্বহির্মৃত্যু জানিয়াৎ কুশলো ভিষক ॥ অস্যার্থ।
মন্দ মন্দ কুটীল নাড়ীর গতি জার পঞ্চম সপ্তম দিনে মৃত্যু হয় তার।
অঙ্গুষ্ঠের মূল হইতে দুই অঙ্গুল ছাড়ি সেই স্থানে অনুভব হয় যার নাড়ী।
শাস্ত্রমত এই তায় আছে নিরূপন অর্দ্ধ প্রহরে মৃত্যু জেনো বিচক্ষণ। ৪ক]
[৪খ আরাই অঙ্গুল মধ্যে নাড়ী যদি রয় এক প্রহর পরে মৃত্যু শাস্ত্রমত কয় ॥১০॥

সার্দ্ধাঙ্গুল গতা নাড়ী বক্রগা যদি তিষ্ঠতি চতুর্ভিঃ প্রহরে মৃত্যু যায়তে নাত্র সংশয়। সপাদাঙ্গুল তো গা নাড়ী বক্রগা যদি তিষ্ঠতি। পঞ্চভিঃ প্রহরৈর্মৃত্যু বিজ্ঞেয়ো মুনিপুঙ্গবৈঃ। সপাদাঙ্গুলো তে নাড়ী সমাতিষ্ঠতি নিশ্চলা। ঋতুভিঃ প্রহরৈস্তস্য মৃত্যুর্জ্ঞে-য়ো বিচক্ষনৈঃ। অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী বক্রগা যদি তিষ্ঠতি। মরণং যায়তে তস্য সপ্তভি প্রহরৈর্দ্ধ্রুবং ॥ অস্যার্থ।
অর্দ্ধ অঙ্গুল বাহ্যে নাড়ী বক্র হইয়া থাকে চারি প্রহরে মৃত্যু হয় শাস্ত্রে এই লেখে।
এক পাদাঙ্গুলাগা নাড়ী বক্রা যদি হয় পাঁচ প্রহরে মৃত্যু তার মনিগনে কয়।
সপাদাঙ্গুলতো নাড়ী সমাতিষ্ঠন্তি নিশ্চলা ছয় প্রহরে মৃত্যু তার শাস্ত্রেতে কহিলা।
অঙ্গুলের অন্তরে নাড়ী বক্রা হইয়া থাকে সপ্তম প্রহরে মৃত্যু শাস্ত্রে মুনি লেখে ॥১১॥

আগচ্ছেষ্ট স্বকং স্থানং পুনরেব প্রজাতি চ সাতু মৃত্যুমতী নাড়ী নাএকার্য্যা বিচারণা ॥ অস্যার্থ।
ক্ষনে নাড়ী ছাড়ে ক্ষনে মুলস্থানে রয় মৃত্যুনাড়ী বলি তাকে জানিবে নিশ্চয় ॥১২॥

অজীর্ণে বাতরোগে চ ৪খ] [৫ক ব্যায়ামে মৈথুন শ্রমে তপ্তাঙ্গ ভাবমাক্রান্তে নাড্যব্যক্তান মৃত্যবে ॥ অস্যার্থ।
অতিশয় অজীর্ণ কিম্বা বাত রোগ হয় ব্যায়াম মৈথুন শ্রম হয় অতিশয়।
তপ্ত অঙ্গ ভাবেতে আক্রান্ত দেহ যার এ কালেতে নাড়ী অনুভব নাহি তার।
এ কালেতে বিবেচনা করিবে পণ্ডিৎ মৃত্যুনাড়ী নয় সে জানিবে কদাচিৎ ॥১৩॥

ন মুঞ্চতি স্বকং স্থানং নাড়ী সুক্ষ্মা বিভাব্যতে। তস্য মৃত্যুভয়ং নাস্তি ব্যাধি-রপ্যাতি সাম্যতি। জ্বরকোপেন ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ। অজীর্ণে চ ভবেন্নাড়ী কঠিনা বিলগামিনী। প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ীঃ মধ্যাহ্নে চোষ্ণতাং ব্রজেত। সায়াহ্নে ধাবমানা চ রাত্রৌ বেগবিবর্জ্জিতা ॥ অস্যার্থ।

স্বস্থান না ত্যাগ করে নাড়ী সুক্ষ্মা হয়   মৃত্যুভয় নাই তার জানিবে নিশ্চয়।
শুভপ্রদা সেই নাড়ী কহিলা পণ্ডিৎ   ব্যাধি হৈতে মুক্ত করে এই তার রীৎ।
জ্বরের কোপেতে নাড়ী উষ্ণা বেগবতী   অজীর্ণে কঠিনা নাড়ী মন্দমন্দ গতী।
প্রাতঃকালে নাড়ী জানি স্নিগ্ধময়ী হয়   মধ্যাহ্নে উষ্ণতা তার হয় অতিশয়।
সায়াহ্নেতে ধাবমানা শাস্ত্রেতে কহিৎ   রাত্রীতে জানিবে নাড়ী বেগেতে বর্জ্জিৎ॥
ইতি রত্নাবলাাং নাড়ীপরিক্ষাগুণলক্ষণং সমাপ্তং ॥১৪॥ ৫ক]

[৫খ অথ নিদানং। দেহীন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজোবলী জ্বরং প্রধানং রোগানা মুক্তো ভগবতাপুরা॥ অস্যার্থ।
পরিতাপ দেয় জীবে ইন্দ্রিয়াদি মনে   অগ্রজ জানিবে জ্বর যত রোগগনে।
সকল রোগের মধ্যে জ্বর যে প্রধান   বলি রূপে খ্যাত জ্বর কহেন ভগবান॥১॥

তস্য প্রানি সপত্নস্য ধ্রুবস্য প্রলয়োদয়ঃ দক্ষাপমান সংক্রুর্দ্ধ রুদ্রনিস্বাসসম্ভবঃ জ্বরোষ্টধা পৃথক দন্দ সংঘাতা গন্তুয়ঃ স্মৃতঃ ॥ অস্যার্থ।
তার জেনো প্রানির পতনেতে নিশ্চয়   যেমত জানিবে সেই প্রলয় উদয়।
দক্ষ্যপি মানেতে রুদ্র নিস্বাস তেজিল   মহাকাল নিস্বাসেতে জ্বর যে জন্মিল।
জ্বরের বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার   সংঘাতা গন্তুজ নাম অষ্টম প্রকার॥২॥

মিথ্যাহার বিহারস্য দোষাহ্যামাশয়াশ্রয়াঃ বহির্নিরস্য কোষ্টাগ্নিং জ্বরদাস্যু-রসানুগাঃ স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গং গ্রহণং তথা। যুগবদ্ যত্র রোগেষু স্বজ্বরোব্য প্রদৃশ্যতে॥ অস্যার্থ।
মিথ্যাহা ৫খ] [৬ক র বিহার দোষ আমাশ্রয়ে রত   অগ্নিমান্দ্য করে জ্বর রসের অনুগত।
সর্ব্ব অঙ্গ গ্রহ করে দেহে তাপ থাকে   এক কালে হইলে সব জ্বর বলি তাকে॥৩॥

শ্রমোশ্রমো রতিবিবণত্ব বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ ইচ্ছাদ্বে যৌ মুহুশ্চাপি শীত বাতাত-পাদিষু। জৃম্ভাগ্নো মন্ধোগুরুতা রোমহর্ষোহরুচিস্তমঃ অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবেত্যুৎ পিৎ-সতি জ্বর॥ অস্যার্থ।
অসমর্থ হয় কার্য্যে বিবর্ণ শরীর   বিরশ বদন হয় নয়ন শনীর।
ক্ষনে শিত ক্ষনে রৌদ্র করে তাড়াতাড়ি   ঘন হাঁই উঠে গাএ দেয় মড়মড়ি।
রোমহর্ষ অরুচি আহ্লাদশূন্য হয়   জ্বরের পূর্ব্বেতে জন্মে এ সব নিশ্চয়॥৪॥

সামান্যতো বিশেষেণ জৃম্ভাত্যর্থং সমীরনাৎ পিষ্টান্নয়নয়োর্দাহঃ কফাদন্না রুচিস্তথা॥
অস্যার্থ।
বায়ু প্রবলেতে জিহবা অতি শুস্ক হয় পিত্তাধিক্যে নয়নের দাহ অতিশয়।
কফাধিক্যে অতিশয় অরুচি হয় জানি সামান্যতে বিশেষ করিয়া এই মানি ॥৫॥

অথ বাতজ্বর ৬ক] [৬খ লক্ষণং।
বেবথু বিশমো বেগ কণ্ঠোষ্ঠ মুখোশোষণং নিদ্রানাশঃ খরস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষমেব চ।
শিরো হৃদগাত্র রুগবক্ত্রে বৈরস্যং গাঢ়বিটুকতা। শুনাধ্মনে জৃম্ভনঞ্চ ভবত্যনিলজ জ্বরে॥
অস্যার্থ।
অতিশয় শীতয়ে বিসম বেগ ধরে কণ্ঠওষ্ঠমুখোশোষ অতিশয় করে।
নিদ্রা নাস করে জিবহা হয় খরতর গাত্রের রুক্ষতা হয় কহে মুনিবর।
শিরহৃদগাত্র হয় বেদনার অধিন বিরস করয়ে মুখ মন যে কঠিন।
এ সকল লক্ষণ দেখিবে বাহে যার বাতজ্বর নিশ্চয় করয়ে জ্ঞানি তার ॥৬॥

অথ পিত্তজ্বরলক্ষণং।
বেগাস্তীক্ষোতি সারশ্চ নিদ্রাপ্লুত্বং তথা বমিঃ। কণ্ঠোষ্ঠ মুখনাশানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে প্রলাপ বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছাদাহো মদস্তৃষা। পিতবন্মূত্র নেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রমএ বচ॥ অস্যার্থ।
নিদ্রার অল্পতা তিব্রবেগ হয় মন কাষ্ঠবমি হয় মাত্র নাহি উঠে জল।
কণ্ঠ ওষ্ঠ নাশিকা মুখেতে বহে ঘাম মুখে হয় কটুতা প্রলাপ অবিরাম।
মুচ্ছা দাহ মত্ততা পিপাসা ভ্রম হয় পীতবর্ণ মল মুত্র নেত্র অতিশয়।
এ শকল লক্ষণ দেখিবে যার জ্বরে পিত্তজ্বর বলিয়া পণ্ডিৎ কবে তারে ॥৭॥

অথ কফজ্বরলক্ষণং॥
স্তৌমিত্যং স্তিমিতোবেগ আলিস্যং মধুরাস্যতা শুক্র মূত্র পুরীসানাং স্তম্ভস্তৃপ্তিরথাপি চ। গৌরবং শীতমুৎক্লেদো রোমহর্ষোঽতি নিদ্রতা। প্রতিসায়োঽরুচিকাশঃ কফজেঽক্ষোশ্চ শুক্লতা॥ অস্যার্থ।
অল্প ৬খ] [৭ক তাপ শরীরেতে নারির মৃদু গতি মুখের মিষ্টতা যে আলিস্য হয় অতি।
মল মূত্র শুভ্র হয় স্তম্ভ হইয়া থাকে শরীরেতে ক্ষীণ নাহি দেখা জায় তাকে।
রোম হর্ষ অতি নিদ্রা খেতে নাহি চায় চক্ষু শুভ্র হয় কাশ চক্ষু বোসে যায়।

এইরূপ জ্বরে জার দেখিবে লক্ষণ   কফজ্বর বলি তারে কর নিরূপণ।
দুই এক লক্ষণ যদি এতে নাহি থাকে   তথাপি সে কফজ্বর বলা জায় তাকে ॥৮॥

অথ বাতপিত্তজ্বরলক্ষণং।

তৃষ্ণা মুর্চ্ছা ভ্রম দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা। কণ্ঠাস্য শোষোবমথু রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ। পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ॥ অস্যার্থঃ।
তৃষ্ণা মুর্চ্ছা ভ্রম দাহ স্বপ্ননাশ হয়   শিরপীড়া কণ্ঠ মুখ শ্রোষ অতিশয়।
রোমহর্ষো অরুচি যে হয় পর্ব্বভেদ   বাতপিত্তজ্বরে জেনো এই পরিচ্ছেদ ॥৯॥

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বরলক্ষণং।

স্তৌমিত্যং পর্ব্বণাং ভেদো নিদ্রা গৌরব মেব চ। শিরোগ্রহঃ প্রতিস্যায়ঃ কাশঃ স্বেদ প্রবর্ত্তনং। সন্তাপৌমধ্যকোশ্চ বাত শ্লেষ্ম জ্বরাকৃতিঃ॥ অস্যার্থ।
পর্ব্বভেদ হয় আর নিদ্রা অতিশয়   শিরঃপীড়া কাশ ঘর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়।
পরিতাপ ৭ক] [৭খ অতিশয় মধ্য বেগ ধরে   বাতশ্লেষ্মজ্বরে এই উপদ্রব করে ॥১০॥

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরলক্ষণং।

লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাশোঽরুচিস্তৃষা। মুহুর্দাহো মুহুঃ শীতং পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বরাকৃতিঃ॥ অস্যার্থঃ।
লিপ্ততিক্তমুখ তন্দ্রা মোহ কাশ হয়   অরুচি পিপাশা তাহে জানি অতিশয়।
কখন বা দাহ হয় কখন বা শীৎ   পিত্তশ্লেষাজ্বরে এই জানিবেক রীত ॥১১॥

অথ শান্নিপাতিকজ্বরলক্ষণং।

ক্ষনে দাহ ক্ষনে শীতমস্থি সন্ধি শিরোরূজা। সাস্রাবে কলুসেবক্তে নিভূগ্নে চাপি লোচনে। সস্বনৌ সরূজৌ কনৌ কণ্ঠং শুকৈরিবাবৃতঃ। তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাশঃ স্বাসোঽরূচিভ্রমঃ। পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বাস্রস্তঙ্গতা পরং। ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ। স্বেদ মুত্র পুরীবানা চিরার্দ্ধর্শণমল্পশঃ। কৃশত্বং নাতি গাত্রানাং প্রততং কণ্ঠকুজনং। কোষ্ঠানাং স্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাং চ দর্শণং মূকত্বং শ্রোতসা পাকো গুরুত্ব মূদরস্য চ। চিরাৎ পাকশ্চ দোষণাং সন্নিপাত জ্বরাকৃতিঃ। দোষে বিরুদ্ধে নষ্টাগ্নৌ সর্ব্ব সংপূর্ণ লক্ষণং। সন্নিপাতজ্বরোঽসাধ্যঃ কৃচ্ছসাদ্ধস্ততোঽন্যতা। সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেপিবা। পুন ঘোর তরো ভূত্বা প্রশমং যাতিহন্তিবা

সপ্তমী দ্বিগুণা যাতু নবম্যেকাদশী তথা। এষা ত্রিদোষ মর্য্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ সন্নিপাত ৭খ]···

৩০ চৈতন্যমঙ্গল

লোচনদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৬৭; পত্র ১৬৭; অখণ্ডিত; আকার ১৩"×৪½"।

[অন্ত্যখণ্ড২৯ক সুত্রখণ্ডে আদিকথা অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে জন্মাদি রহস্যকথা কহিল মধ্যখণ্ডে।
সন্ন্যাসখণ্ডকথা কৈল করুণার ঘর শেষখণ্ডকথা এই তিন খণ্ডের পর।
চারিখণ্ড পুথি হৈল বৈষ্ণবকৃপায় সমাধান করিতে বেথা লাগএ হিআয়।
গৌরগুণকথা এই অমৃতসমুদ্র কহিতে না পারে ওর প্রজাপতি রুদ্র।
আমি কি কহিব গুণ কি জানি কতেক বৈষ্ণব কিরিপা বলে কহিল যতেক।
চারিখণ্ড পুথি শায় কহিল প্রকাস বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস।
মাতা সতী শুদ্ধমতী সদানন্দী নাম যাহার উদরে জন্ম করি কৃষ্ণকাম।
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা যাঁহার প্রসাদে কহি গৌরগুণগাঁথা।
সংসারে জনম দিল এই পিতা মাতা মাতা ২৯ক] [২৯খ মহকুলের মো কহোঁ কিছু কথা।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে রহে এক গ্রামে ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে।
মাতামহ নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত নানাতীর্থপূত তেহোঁ তপশ্যাএ তৃপ্ত।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একা মাত্র সহোদর নাহি মোর মাতামহের পুত্র।
যথা যাই তথা দ্বন্দীল করএ আমারে দ্বন্দীল লাগিয়া কেহো পঢ়াইতে নারে।
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত তাঁহার।
তাঁহার চরণে মুঞি করোঁ নমস্কার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ততপর প্রসাদ তাঁহার।
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিল মো কথা নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা।
তাঁহার প্রশাদে কিছু শুনিল প্রকাশ আনন্দে কহএ গুণ ত্রলোচনদাস॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ সমাপ্তঃ॥ অন্ত্যখণ্ড সংপূর্ণ ২৯খ]

৩১ ছড়া

ব্রজমোহন

পুঁথিসংখ্যা ১০০৪, পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ৯১/২"×৯১/২"।

৭ঁশ্রীদুর্গা শরণং—

একজন অল্পবুদ্ধি গিয়াছিল মাঠে খুধা পেয়ে ঘর এল হাত দিয়ে পেটে।
কচু বনাইয়ে ঘরে রেখেচে তার স্ত্রী হস্তে করিয়া বলে এটা বটে কি।
শাকর কোন্দা আলু হবে হলো তার মোন খুধাতে বিভোল হইয়ে করিল ভক্ষন।
আশীয়ে তাহার স্ত্রী হেঁষে হেঁষে বলে পেটের জালাতে জোলেকোচুগোলান খেলে।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে কোচু আপন গুন ধরে গলাতে জাইয়া কোচু কুটকুট করে।
কুটকুট করিছে গলা কার ঘরে জাব না জেনে খেয়েচি কোচু তেঁতুল কোতা পাব॥

একজন ভদ্রলোক করেছে গমন পথমধ্যে এক নারি সঙ্গে দরসন।
ভদ্রলোক কহে তোমায় দেখিচি কামীনি কোথাকারে জাবে তুমী হয়ে একাকিনি।
উয়্যাভাবে এলাম আমি কহিলেক নারি সস্থরের ঘরে থেকে জাব পিতার বারি।
এই মতে দুই জনে পথে চলে জায় আসীয়া তাহার পতি দেখিবারে পায়।
উয়্যানিত সেই জন বরই বর্ব্বর ভদ্রলোকের গালে গিয়ে দিল এক চর।
না জানি নারিসঙ্গে জাইতেছিলাম পথে কি করিব লাজের চড় নেলাম গাল পেথে॥

এক জন নারি ছিল কভু নাহিক হাঁসে বোদা পারা মুখ কোরে সদা থাকে বোসে।
সদাই থাকয়ে বোসে হেঁষ্ট কোরে মাথা তার গায়ে নাহি সহে অন্যজনার কথা।
অন্য গ্রামে হইতে এক এলো তার ভগ্নি দেখেমাত্র জোলে গেল গায়ে দিলে অগ্নি।
কি কোরিবে ছারিতে নারে অতেজ্য বস্ত সাধ্য নাহিক মোনের দুখে হয়ে থাকে শোস্ত।
এত দিন ঘরে আমি বেষ ছিলাম একা বোকে বোকে ছুরি আমার
মেলে কানের পোঁকা॥৩॥

তৃতীয় অক্ষরে নাম স্থন সর্ব্বজন মধ্য অক্ষর ঘুচাইলে হয় ত্রিলোচন।
অন্ত ঘুচাইলে পরে মান্যজনে দেয় বালকেরে দেয় কেউ সুখের সোময়।
আদ্য ঘুচাইলে পরে রহে রাজগৃহে রকার ঘুচায় গোসাই ব্রজমোহন কহে॥

এক জন তামুলি শেষরাত্রে উটে   বলদ বোলে পালান দিল গাই গরুর পিটে।
পাঁলান দেবা মাত্র গাই করে লম্পঝম্প   তা দেখিয়ে তামুলির হল হৃকম্প।
শব্দ শুনে ব্যাস্ত হইয়ে উটেলা তার স্ত্রী   হেঁষে হেঁষে বলে মুন্‌ষে কোরেচিস কি।
আত বয়েষ তোর এই বুদ্ধি নাই   লেঙ্গুর তুলে দেখনাক বলদ নাকি গাই।
স্ত্রীয়ের বচন স্থনে হাত দিল তার বাঁটে   হেঁশে হেঁশে বলে তখন গাই ত এটা বটে।
আইচিষ যদি জাসনাক আগে ডারাইয়ে র না জেনে ভিরেচি পালান ই মাই[য়া গো] ॥

৩২ দুর্লভসার

লোচনদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৭২; পত্র ২৮; খণ্ডিত; আকার ১৪"× ৪"।

[৭ক···প্রথমে কহিল নাম এই তপধর্ম্ম   আপনারে বেক্ত না করিব এই মর্ম্ম।
স্বহা স্থন্নদয় লোক ইঙ্গিতে বুঝিব   ইহা বুলি বেক্ত করি না করিল তব।
না বুঝিঞা লোকবার্হ্য তপস্যা আচরে   ফলভোগলোভে দেহে নানা ক্লেষ করে।
দেহে ক্লেষ দেই কত করি পরিশ্রম   ভুঞ্জিঞা না ভুঞ্জে এই তপস্যা বিসম।
কৃষ্ণ সমপ্প'না দেহের স্বভাব কেমনে   জলে নাম্বি না ভিজএ কতেক জতোনে।
ইহার বড় তপস্যা আছএ কোন দুঃখ   বাহিরে আচরে তপ না বুঝিঞা লোক।
এই ত কারনে ধর্ম্ম টুটিঞা সে জায়   অধর্ম্ম বাঢ়এ প্রভু বিস্বীত হিয়ায়।
তপ নামে না বুঝিল সে মুগধলোকে   জজ্ঞধর্ম্ম বুলি নাম কৈল ত্রেতাযুগে।
জজ্ঞ বলি বিধিকর্ম্ম আছে বেদমতে   অগ্নিমুখে দেবপূজা করএ তাহাতে।
অগ্নিতে হুলিলে যেন দেব পূজা পায়   ঐছন দেখিতে প্রভু সাদৃস্য ৭ক] [৭খ দেখায়।
আমি ষর্ব্বযন প্রান আর ষব মায়া   আমার ভযন কর নিয অঙ্গ দিঞা।
নিযভাবে মোর পূজা কর মহাঁজজ্ঞ   মায়ায় না ভুলিওয়ে জে হয় বিজ্ঞ।
তভু না বুঝিল কেহো প্রভুর অন্তর   জজ্ঞ করি বেদ মাগে ত্রবেদ ততপর।
প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপনা করে নিজ মনে   অধর্ম্ম বাঢ়এ লোক আপনার গুনে।
টুটিল দুই পোয়া ধর্ম্ম বাঢ়এ অধর্ম্ম   ধর্ম্মাধর্ম্ম যম ভেল সমান বিক্রম।
প্রভুর হৃদএ ভেল কল্পনা বিষেষে   দ্বাপরে পরিশ্চয্যাধর্ম্ম কৈল অবশেষে।
কৃষ্ণ আরাধন এই পরিশ্চর্য্যা নাম   ইন্দ্রীয় সুশ্রুষা করে যেবকের কাম।
বেকেত করিয়া প্রভু কৈল হেন ধর্ম্ম   তভু না বুঝিল কেহো মহাপ্রভুর মর্ম্ম।
কৃষ্ণের আরাধন করে আপনার তরে   পূজা করি বর মাঙ্গে ভোগ ভুঞ্জিবারে।

ফল মূল যল দেই বেদের বিধানে   দেহে ক্লেশ দেই করে ঈশ্বরে ধেয়ানে।
যেবা করে পুন বোলে নাহিক দুঃখ সোক   পূজাযেশে বর মাঙ্গে আপনার ভোগ।
এই মতে না বুঝিতে গেল তিন যুগ   অধর্ম্মে বাঢ়ল ধর্ম্ম ক্ষীন আতি সুক্ষঃ।
তিন যুগে গেল মাত্র একা আছে কলি   লোক বুঝাবারে প্রভু ভৈগেল বিকলি।
করুনা বাঢ়ল হিয়া পর্ব্বতআকার   প্রথম যৈন্ধায় কৈল কলি অবতার।
যত নিযজন সর্ব্ব একত্র করিঞা   আপনে বৈষ্ণব হৈঞা উভারএ দয়া।
নিজ নামে আরোপিঞা নিজ সর্ব্ব যক্তী   নিজ সংকীর্ত্তনে ধর্ম্ম আরোপিঞা ভক্তী।
আপুনি আপন নাম আর ভক্তি প্রেম   আপুনি আচরে যেন বস্তুভেদ হেম।
লোক নিস্তারিতে প্রভুর এত্তেক জ্জর্ত্তন   ঈস্বর হোইঞা বুলে যেন অকিঞ্চন।
না ভজিলে প্রেম জাচ্ছে নাহিঃ আত্ম পর   সর্ব্ব পর প্রেমভক্তি ভক্তীর ভিতর।
সভাকারে হেন ভক্তি দেই অবিরোধে   তভু না বুঝিল কেহো এ বড় প্রমাদে।
সিব সুক নারদ বিরিঞ্চী প্রহ্লাদ   ভক্তি না পাঞা তারা হৃদএ বিসাদ।
হেন ভক্তি প্রসারিল না বুঝিল কেহো   ঘুসিতে রহিল রে দারুন দুঃস্থ এহো।
কির্ত্তনবিগ্রহরস বিগ্রহ গোসাঞী   সভে বি ৭খ][৮ক লসএ এ মরম জানে নাঞী।
বৈষ্ণবপ্রসাদ কিংস্থ যে য়ালএ প্রকাস   প্রানের ঠাকুর মোর নরহরিদায।
তার পদ পরসাদে এ পথ প্রতিয়াস   গৌরগুন কহিবারে করো হিয়ায় আস।
মুরারি গুপ্তরে জা[ন] প্রভুর অস্তরিন   সকল জানএ সেই ভক্ত পরবিন।
লোক নিস্তারিতে কৈল গৌরাঙ্গচরিত্র   তাহার প্রষাদে হৈল যগত পবিত্র।
শ্লোক শ্লোক সঙ্গে কৈল গৌরগুন কবির্ত্ত   তাহার প্রসাদে মোর পরসন্ন চির্ত্ত।
পাচালি প্রবন্ধে আমি রচিল এখন   দোস না দেখিও কেহো মু য়াতি অধম।
য়ধিকারি নহি তভু করিহে সাহস   বৈষ্ণবকরুনা দেখি এই বড় ভরষ।
সুত্রখণ্ড আদিকথা অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে   জন্মাদি রহস্তকথা কহিল মর্দ্ধখণ্ডে।
কহিল সন্ন্যাষখণ্ডঃ করুনার ঘর   সেষখণ্ডকথা এই তিন খণ্ডের পর।
চারিখণ্ড পোথা হৈল বৈষ্ণব কৃপায়   সমাধান করিতে ব্যেথা লাগএ হিয়ায়।
গৌরগুন পোথা এই অমৃতের সমুদ্র   কহিতে না পারে তভুঃ প্রজাপতি রুদ্র।
য়ামি কি কহিব গুন কি জানি কতেক   বৈষ্ণবের কৃপাবলে কহিএ এতেক।
চারিখণ্ড পুথি সায় কথা কহিল প্রকায   বৈস্তকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস।
মাতা সতি সুক্ষমতি সদানন্দী নাম   জাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।
কমলাকর নামে পিতা জন্ম দাতা   জাহার প্রসাদে কহি সুনি গৌরগুনগাঁথা।
সংশারে যনম দিল এই পিতামাতা   নরহরিদায মোর বিষ্ণুভক্তিদাতা।

তাহার প্রসাদে যে স্থনিল পরকাষ   আনন্দে গাইল গুন ত্রলোচন দাষ ॥

মাতামহোকুল মোর কহোঁ স্থন কথা   মোর অতি প্রতীকুল অদ্ধাঅনকর্ত্তা।
মাতৃকুল পিতৃকুল বাষ এক গ্রামে   ধন্য মাতামহসিঃ অভয়াদাসী নামে।
মাতামহ নাম শ্রীপুরূসো-৮ক] [৮খ র্ত্তম গুপ্ত   নানাতীর্থপূত তেহো তপস্যাতে তৃপ্ত।
মাত্রীকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র   সহোদ[র] নাহি মোর মাতামহোর পুত্র।
জথা জাই তথাই দুল্লীল করে মোরে   দুল্লীল লাগিঞা কেহো পঢ়াবারে নারে।
মারিঞা ধরিঞা মোরে সিখাইল আখর   নরহরিদাস মোর প্রানের ৺স্বারো।
ধন্য পুরূসোর্ত্তমগুপ্তঃ চরিত্র তাঁহার   তাহার চরনে মোর কুটি নমস্কার।
চৈতন্যচরিত্রকথার রষ সন্ধানে   কহিল লোচনদাষ বুৰ্ধ্বি অনুমানে ॥ ···৮খ]

৩৩ দুর্লভসার

লোচনদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৮৭ ; পত্র ৩৪ ; অখণ্ডিত , আকার ১৪"×৫"।

[৫খ··· প্রথমে কহি সত্যে তপো নামে ধর্ম্ম   আপনাকে ব্যক্ত না করিব এই মর্ম্ম।
সত্যে স্থদ্ধি [বিজ্ঞ] লোক ইঙ্গিতে বুঝিবে   ইহা বলি ব্যক্ত করি না কহিল তারে।
না বুঝিঞা বাহ্য লোকে তপস্যা আচরে   ফলভোগলোভে দেহে নানা ক্লেশ করে।
দেহে ক্লেশ দেয় কেই করে পরিশ্রম   ভুঞ্জিঞা না ভুঞ্জে সেই তপস্যা বিসম।
কৃষ্ণে সমর্পণা দেহে স্বভাব কেমনে   জলে নামি না ভিজয়ে য়নেক যতনে।
ইহা বড় তপস্যা আছয়ে কোন দুখ   বাহিরে আচরে সব না বুঝয়ে লোক।
এই ত কারণে ধর্ম্ম টুটিঞা সে জায়   অধর্ম্ম বাঢ়য়ে প্রভু বিস্মিত হিয়ায়।
তপ নামে না বুঝিল সেই মুঢ়লোকে   যজ্ঞধর্ম্ম বলি নাম কৈল ত্রেতাযুগে।
জজ্ঞ বলি বিধিকর্ম্ম আছে বেদমতে   অগ্নিমুখে দেবপুজা করিএ তাহাতে।
অগ্নিতে আহুতি জেন দেব পুজা পায়   ঐছন করিতে প্রভু সাদৃষ দেখায়।
আমি সর্ব্বজনপ্রাণ আর সব মায়া   আমার ভজনা কর নিজ অঙ্গ দিঞা।
নিজভাবে মোর পূজা কর মহাজজ্ঞ   মায়ায়ে না ভুলিহ জে জন হএ বীজ্ঞ।
তভু না বুঝিল কেহো প্রভুর অন্তর ৫খ]   [৬ক যজ্ঞ করি বর মাগে ত্রবেদতৎপর।
প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপন করে নিজ মোনে   অধর্ম্ম বাঢ়ায়ে লোক আপনার গুণে।
টুটিল দু পোয়া ধর্ম্ম বাঢ়ে অধরম   ধর্ম্মাধর্ম্ম সম ভেল সমান বিক্রম।
প্রভুর হৃদয়ে ভেল করুণা বিশেষে   পরিচর্য্যা ধর্ম কৈল দ্বাপরের সেসে।

কৃষ্ণ আরাধন এই পরিচর্য্যা নাম   ইন্দ্রিয় সুশ্রূসা করে সেবকের কাম।
বেক্ত করিঞা প্রভু কহিল এই ধর্ম্ম   তভু না বুঝিল কেহো মহাপ্রভুর মর্ম্ম।
কৃষ্ণ আরাধনা করে আপনার তরে   পুজা করি বর মাগে ভোগ ভুঞ্জিবারে।
ফল মুল জল দেই বেদের বিধান   দেহে ক্লেশ দেই করে ঈশ্বর ধেয়ান।
সেবা করে পুন বলে নাহি দুখ সুখ   পুজা করি বর মাগে আপনার ভোগ।
এইমতে না বুঝিতে গেল তিন যুগ   অধর্ম্ম বাঢ়িল ধর্ম্ম ক্ষিণ অতি সুক্ষ্ম।
তিন যুগ গেল মাত্র আছে এক কলি   লোক বুঝাবে প্রভু ভৈগেল বিকলি।
করুণা বাড়ল হিআ পর্ব্বত আকার   প্রথম সন্ধ্যাতে কলীর কৈল অবতার।
নিজ সর্ব্ব পারিসদ সংহতি করিয়া   আপনে বৈষ্ণববেসে উভারয়ে দয়া।
নিজ নামে আরোপিয়া নিজ সব সক্তি   নিজ সংকীর্ত্তনধর্ম্ম আর প্রেমভক্তি।
আপুনি আপন নাম আর ভক্তি রতন   আপনে আচরে প্রভু নিঞা ভক্তগণ।
লোক নিস্তারিতে প্রভুর এতেক জতন   ঈশ্বর হইঞা বুলে জেন অকিঞ্চন।
না ভজিতে প্রেম জাতে নাহি আত্ম পর   সর্ব্বোপড়ি প্রেমভক্তি ভক্তির ভিতর।
সভাকারে হেন ভক্তি দেই অবিরোধে ৬ক] [৬খ তভু না বুঝিল কেহো এ বড় প্রামাদে।
সিব সুক নারদ বিরিঞ্চি প্রহ্লাদ   জে ভক্তি পাইআ তারা হৃদয়ে আহ্লাদ।
হেন ভক্তি প্রকাসিল না বুঝিল কেহো   ঘুসিতে রহিল রে দারুন দুঃখ য়েহো।
কীর্ত্তনবিগ্রহরস বিগ্রহ গোসাঁঞি   সভে বিলসএ সে মরম জানি নাঞি।
বৈষ্ণবপ্রসাদে কিছু জে জানি প্রকাস   প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস।
তাহার পদ পরসাদে প্রতিআসে আস   গৌরগুণ কহিবারে করো অভিলাসে।
মুরারি গুপত বেঝা প্রভুর অন্তরীন   সকল জানয়ে সেই ভক্ত পরবীন।
লোক নিস্তারিতে কৈল গৌরাঙ্গচরিত্র   তাঁহার প্রসাদে হৈল জগত পবিত্র।
স্লোকছন্দে গৌরগুন করিল কবিত্ত   তাহার প্রসাদে মোর পরসন্ন চিত্ত।
পাচালি প্রবন্ধে আমি রচিল এখন   দোষ না দেখিয় কেহো মো অতি অধম।
অধিকারি নহি তত্ত করিল সাহস   বৈষ্ণবকরুণা দেখি এই ত ভরস।
সুত্রখণ্ডে আদিকথা অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে   জন্মাদিরহস্যকথা কহিল মধ্যখণ্ডে।
সন্যাসখণ্ডকথা কহিল করুণার ঘর   সেসখণ্ডে কথা এই তিন খণ্ডের পর।
চারিখণ্ড পোথা হৈল বৈষ্ণবকৃপায়   সমাধান দিতে ব্যথা লাগএ হিয়ায়।
গৌরগুণগাথা এই অমৃতসমুদ্র   কহিতে না পারে ওর প্রজাপতি রুদ্র।
আমি কি কহিব গুন কি জানি কতেক   বৈষ্ণবের কৃপা বলে কহিএ জতেক।
চারি খণ্ড পোথা সায় করিল প্রকাস   বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোঃগ্রাম নিবাস।

মাতা সতি সুদ্ধমতি সদানন্দি না ৬খ] [৭ক ম জাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।
কমলাকরদাস নাম পীতা জন্মদাতা জাহার প্রসাদে সুনি গৌরগুণগাথা।
সংসারে জনম দিল এই পিতা মাতা মাতামহকুলের মো কহো কিছু কথা।
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈশ্যে এক গ্রামে ধন্য মাতামহি সে অভয়াদাসি নামে।
মাতামহ মোর শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত নানা তীর্থ কৈল তেহো তপস্যাএ তৃপ্ত।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র সহোদর নাহি নাহি মাতামহের পুত্র।
জথা জাই তথাই দুন্দিল করি মোরে দুন্দিল লাগিঞা কেহো পড়াবারে নারে।
মারিঞা ধরিঞা মোরে সিখাইল অক্ষর ধন্য পুরুষোত্তমগুপ্ত চরিত্র সুন্দর।
তাহার চরনে মোঞি করো নমস্কার চৈতন্যচন্দ্র তৎপর প্রসাদ তাহার।
মাতৃকুল পিতৃকুলের কহিলুঁ মো কথা শ্রীনরহরিদাস মোর বিষ্ণুভক্তিদাতা।
তাহার প্রসাদে জে শুনিল প্রকাস আনন্দে গাইল গুন ত্রলোচনদাস ॥···

পুষ্পিকা,

[৩৪খ সন ১১৩৭ সাল শকাব্দা ১৬৫২ মাহ মাঘ নাগাদি ২৮ রোজ শ্রীদুর্ল্লভসার গ্রন্থ সমাপ্তঃ। শ্রীকালীচরণ দেবশর্ম্মণঃ এবং শ্রীমস্তচরণ দেবশর্ম্মণ এই দুজনাতে পুস্তক সমাপ্ত করিলেন অনেক প্রয়াসে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। শ্রীরাখালদাস বৈরাগী ঠাকুর ধর্ম্মপূর নিবাসী তাহার পুত্রের কারণ গ্রন্থ হইল শ্রীধর্ম্মদাস মণ্ডলম শ্রীভাগবত সমাপ্ত ২৯ মকর ॥ বুধবার ২॥ আড়াই প্রহরের কালে গ্রন্থ পূর্ন্ন হইল শ্রীবিদ্যাদিগ ওর কবীত্ত পড়িতেছিলা তাহার সাক্ষী শ্রীনারায়ণ সরকার এবং শ্রীসিতাম মণ্ডল তামাকু তয়ার কারণ পত্রে কর্ণে লেখিব ॥ শ্রীবৈদ্যনাথ অরাঙ্গা ধুতি পরা ॥ শ্রীনিধিরাম মণ্ডল তামাকু ভক্ষন করেন ॥ ৩৪খ]

৩৪ দেবীর শঙ্খপরা

* কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩৭২; পত্র ২; খণ্ডিত; আকার ১৩$\frac{1}{2}$"×৫"।

[২ক ··· ছিল শুইয়া সপ্নেতে কহিল মাতা সিয়রে বসিয়া।
কতো নিদ্রা জাহ বাছা হৈয়া অচেতন কাঞ্চনা ছাড়িয়া [আল্যাম] তোমার কারন।
তোমারে প্রসন্ন আমি হৈলাম ভদ্রকালি মোর পুজা কর বাছা দিয়া নরবলি।
এতেক শুনিয়া রাজা তুলিলেন [গা]য় দেখিল সিয়রে বসি জগতের মা।
করজোড় করি রাজা করে কিতাঞ্জলি রাজা বলে নিত্যা কোথা পাব ন[র]বলি।

তুমি ভগবতি জদি দেহ প্রান দান আপনার পুত্র্‌ কাটি দিব বলিদান।
এতেক স্তুনিয়া দেবি বলেন বচনে [ত]ব পুত্র্‌ বলিদান লইবে কেমনে।
ইসত হাসিয়া বলে দেবি কাত্তিয়নি স্বুন বাছা পুজার নিঅমকথা বলি।
সমস্ত বৈসা[খ] গ্রামে হলিদ্রা না বাটি সমস্ত বৈসাখ গ্রামের অন্নে নাহি দিবে কাটি।
সমস্ত বৈসাখ গ্রামে বিত্তনি লাক্ষিবারে···
সমস্ত বৈসাখ গ্রা[মে না] বহিবে হাল সক্রান্তি দিবসেতে পুজিবে চিরকাল।
এতেক যুনিঞা রাজা উলসিত প্রান ছাগ মেস মহিস কাটিয়া দিল দান।
[নানা] উপহারে দিল দেবি বিদ্যমানে আপনার পুত্র্‌ কাটি দিল বলিদানে।
সাত দিন পুজিল রাজা দিয়া সাত বালা ২ক] [২খ [অবসে]সে খিরগ্রামে করা্যা দিল পালা।
সকল গ্রামের পালা নিবড়িয়া গেল পুজারি ব্রাহ্মনের পালা নিকট হইল।
এক পুত্র্‌ বিনে মোর [আর] পুত্র্‌ নাই কি দিয়া করিব পুজা য়ভয়ার ঠাঞি।
প্রাণ রক্ষা নাঞি পাই খিরগ্রামে রয়্যা স্ত্রী পুত্র্‌ লইয়া দ্বিজ জায় [পা]লাইয়া।
গন্তেরা বসিয়া দেখে জগতের মায়···
মোর ভয়ে দুষ্ট দিজ জায় পালাইয়া ব্রাহ্মনির বেসে পথ আগুলিল গিয়া।
এত রাত্রে দুষ্ট দিজ তুমি জাহ কোথা বুঝিয়া পালাইয়া জায় খেয়্যা মোর মাতা।
ব্রাহ্মনি বলেন জে কহিতে ভয় বাসি জোগর্দ্ধা নামেতে রাজা আনাছে রাক্ষসি।
আপনার পুত্র কাটি দেবিপুজা কৈল অবসেস খিরগ্রামের পালা করা্যা দিল।
সকল গ্রামের পালা নিবড়িয়া গেল অভাগ্যা ব্রাহ্মনের পালা প্রভাতে হইল।
প্রানরক্ষা নাই পাই খিরগ্রামে রয়্যা স্ত্রী পুত্র লইয়া আমি জাই পালাইয়া।
এতেক যুনিয়া বলে দেবি কাত্তিয়নি ব্রাহ্মনির রূপেতে হৈল মহিসমর্দ্দিনি।
বাম দিগে কাত্তিক দক্ষিনে গনপতি দুই পাসে সোভা করেন লক্ষি স্বরস্বতি।
সিংহপিষ্টে মহামায়া ২খ] [৩ক দসভুজারূপে যুলহস্তে বধে জেন অযুরের বুকে।
সর্ব্বাঙ্গে লোটায় দিজ করিল প্রনাম সহস্তে আমার মুণ্ড লে[হ] বলিদান।
এতেক যুনিয়া তবে দেবি মহেস্বরি যুন বাছা আমি ব্রহ্মহত্যা নাঞি করি।
আজি হৈতে দেসে দেসে নর জে আসিবে বত্সর আন্তর তারে বলিদান দিবে।
এতেক যুনিয়া মাতা চলিলেন ঘরে বসিলেন মহামায়া আপন মন্দিরে।
একদিন মহামায়া ধামাসের কুলে স্নান করি বসিলেন বটবিক্ষতলে।
অঙ্গ মাজনা করেন দেবি মহেস্বরি হেনকালে সংঙ্খ লয়্যা আইল সাখারি।
দেবি বলে সাখারি গো তোমারে নিবেদি মাথায় পসারা দেখি উথে তোমার কি।

সাখারি বলেন মাতা কহি বারে বারে সঙ্খ লয়্যা জাই আমি নগর ভিতরে।
দেবি বলে দুই বাহু সংঙ্খ পরি আমি সংঙ্খের উচিত মুল্যা কহ দেখি তুমি।
সংঙ্খের উচিত মুল্যা পাচ তঙ্কা হয় দুই বাহু সংঙ্খ আমা পরাইতে হয়।
সাখারি বলেন মাতা বস্যা আছ একা কেমনে পরাব সংঙ্খ করি আমি সংঙ্খা।
এতেক যু তক] [তথ নিঞা মাতা মন্দ মন্দ হাসে আপনার পরিচয় সাখারির পাসে।
যুন রে সাখারি আমি তোরে নিবেদি পুজারি ব্রাহ্মন জিনি আমি তার ঝি।
গম্ভিরাতে কোলঙ্গাতে পাচ তঙ্কা লয় দুই বাহু সংঙ্খ আমায় পরাইতে হয়।
এতেক যুনিঞা বেন্যা হাথ নিল মাথে একদৃষ্টে মায়ের প্রানে লাগিল চাহিতে।
একদৃষ্টে বন্নিক মায়ের প্রানে চায় মায়ের হস্তে পদ্মা দেখিবারে পায়।
সাখারি বলেন মাতা করি গো বিনয় কপট ছাড়িয়া মাতা দে গো পরিচয়।
ব্রহ্মবংসে জন্ম মোর নাম ভগবতি দুই পুত্র আমার কাত্তিক গনপতি।
দুই পুত্র লয়্যা আমি থাকি বাপঘরে দারিদ্র আমার স্বামি অন্ন দিতে নারে।
[ম]হামায়ার মায়া বেনে না পারে বুঝিতে তৈল হলিদ্রা দিয়া সংঙ্খ লাগিল পরাইতে।
সংঙ্খ পরাইয়া বেনে করিল পয়ান দিজের বাড়িতে গিয়া দিল দ[র]সন।
কিবা কর দ্বিজবর ঘরেতে বসিয়া তোমার কন্যাকে আইনু সংঙ্খ পরাইয়া। তথ]···

৩৫ দেবীর শঙ্খপরা

কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩৭৩; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ৯½" × ৩½"।

দ্বিজ বলে যুন বাপু কহি তব ঠাঞি সভে এক পুত্র মোর কন্যা আর নাঞি।
বেনে বলে দ্বিজবর কহি তোমার কাছে···
গম্ভিরার নামখানি জানিল নিস্‌ছায় মা পরেন সংঙ্খ মোর আর কেহ নয়।
ঘরে হইতে পাচ তঙ্কা আনিল তখন বেনেরে বিদায় [করি] করিল গমন।
গম্ভিরাতে হইতে দ্বিজ করিল গমন কেমন সংঙ্খ পরাচ মা দেখিব এখন।
এতেক যুনিয়া মাতা দেবি কাত্যয়নি অল্প কড়ির সংঙ্খ পিতা পরিআছি [আমি]।
কিত্তিবাস বলে জত জোগন্ধার মায়া কর গো কালিকা দেবি নাএকের দয়া॥

ইতি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভুম তিন পোহর বেলা সার মোদ্ধে পহলানপুর পরগণে সমরসাহি সন ১২৪৬ সাল॥ শ্রীরামধন দেবসম্মাঃ—শ্রীসোনাতন কুণ্ডু

৩৬ * দেহতত্ত্ব

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১৬৪ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৩"।

…রিতু [দুর্গা] সুর্য্য সোড়স …দিনে   গুহ্য লিঙ্গ নাভি বক্ষ কণ্ঠ গুরু স্থানে।
অধে কুণ্ডলিনী আদি উর্দ্ধে সদাসিবে   সুসন্মা নাড়িতে গাঁথা কহিল সংক্ষেপে ॥৩৭১॥
[ধ]র্ম্ম ব্রহ্ম [রূপী সে]সই সহস্রদলে বৈসে   সুক্লবর্ন্নে আত্মারূপে আনন্দে বিলসে।
বাহত্তরি সহস্র নাড়ির নিরমান   তার মধ্যে দস নাড়ি জানিবে প্রধান [॥৩৭২॥]
[ইঙ্গলা] পিঙ্গলা আর সুসন্মনা সঙ্গে বৈসে   দস দ্বারে মন প্রান সঞ্চরে বাতাসে।
প্রানের সঞ্চার দেহে হয়ে পঞ্চ মাঁসে   অধমুখে দস মাস উদরেতে বৈ[সে ॥৩৭৩॥
জ]ননি ভোজনরস নাড়িতে সঞ্চরে   সেই রসে জিয়ে দুঃখ সমুদ্র জঠরে।
সত সত জন্মের কথা পড়ে নিজ মনে   যুগসম এক পল আপনাকে জানে [॥৩৭৪॥]
জতেক জন্ত্রনা আছে জগত মাঝার   গর্ব্ভবাস অধিক জন্ত্রনা নাহি আর।
গর্ব্তে থাকি নানা দুঃখ উপভোগ করে   মনে আর্ত্তনাদ করে পলে পলে মরে ॥৩৭৫॥
ভুমিগত হয়ে দস মাসের অন্তরে   সংসার দেখিলে দুঃখ সকল পাসরে।
তবে মহামায়া জিবচিত আবরিঞা   উনবিংস অংসে দেই অঙ্গ বিভুঞ্জিঞা ॥৩৭৬॥
কটু কসা তিক্ত রস ক্ষার [অ]ম্ল জোগে   জিভবা বদ্ধ করি রহে সট আম্ল ভোগে।
অদৃষ্ট কুদৃষ্ট করে নয়ণ চঞ্চল   সুঘ্রান কুঘ্রানে করে নাসিকা বিকলে ॥৩৭৭॥
তিরস্কারে পুরস্কারে শ্রবন নিপাতে   সুপরসে কুপরসে চর্ম্মক আঘাতে।
রতিসুখে দুঃখ করে লিঙ্গের তাড়ন   কফ বাত পিত্তে করে কণ্ঠ আবরন ॥৩৭৮॥
সঙ্গধর্ম্মে বুদ্ধি জন্মে সঙ্গি ধর্ম্ম করে   বেদে জে কহিল তাহা কিছুই না ধরে।
লোভহেতু পতঙ্গ প্রদিপে ছাড়ে প্রান   সাবকির মোহে পক্ষ পাসে নহে ত্রান ॥৩৭৯॥
কামজোগে মত্ত হস্তি বন্দি কারাগারে   কোপহেতু চণ্ড সিংহ কুপে পসি মরে।
অহঙ্কারে নির্জ্জল কুলে পৈসে মিন   হিংসায়ে কুঃকুর যুর্দ্ধ করে রাত্রিদিন ॥৩৮০॥
সকল অনর্থ কাল বসতি জীবসঙ্গ   নিত্যরূপি করে নানা রসের তরঙ্গ।
জিবের স্বরিরে লিখি এই রার্য্যখণ্ড   মন নামে রাজা তাথে চঞ্চল প্রচণ্ড ॥৩৮১॥
রার্য্যে থাকে করে নানা দোসের সঞ্চার   কোন কার্য্য সাধিতে অসাধ্য নাহি তার।
সর্ব্বস্থানে গতি করে নৃপতি অদ্ভুত   অহঙ্কার বিনয় তাহার দুই পুত্র ॥৩৮২॥
জেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার [স]কল তরঙ্গি   লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ তার সঙ্গি।
কনিষ্ঠ বিনয় নামে অবল কুমার   ধৈর্য্য দয়া ক্ষেমা সান্তি সংহতি তাহার ॥৩৮৩॥

[মা]তৃভুমি লইতে দোঁহার অভিলাস   নিত্যরূপ করে দোঁহে বিবাদ প্রকাস।
কেহো কারো বস নহে অন্যোন্যে কন্দলে   পিতার দুল্লভ কেহো কাকো [বলে] ॥৩৮৪॥
[দু]ই সহোদরে যুদ্ধ করে দুই গনে   সেনাপতি সেনাপতি যুঝে জনে জনে।
অহঙ্কার সৈন্য লোভ পরম সরল   তাহার সংহতি নিত্য ত্যাগের [কন্দল ॥৩৮৫॥
সে]হ সঙ্গে বৈরাগ্যের সঘন বিবাদ   কামে ধর্ম্মে হিংসারসে নাহি অবসাদ।
সান্তিগনে সতত আঘাতে মহাক্রোধ   হিংসা সমতায়ে করে পরম বিরোধ ॥৩৮৬॥...

৩৭ ধর্মমঙ্গল

(জাগরণ-পালা)

রূপরাম

পুঁথিসংখ্যা ১৪৪৬; পত্র ৫৯; খণ্ডিত. আকার ১৪"×৫"।

[১খ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ শ্রীজাগরন লিক্ষতে॥
হাকণ্ডে...

...সের দেখ রঙ্গ   এক ঠাই ঘর করে নকুল ভুজঙ্গ।
সাদ্দূলের কোলে বস্যা ঘুমায় কেসরি   হরি হরি কৌতুকে হরির্ণ্য করে কেলি।
রাআটি পাথরে বান্ধা হাকণ্ডের ঘাট   সদাই পশ্চিম দিগে কিন্নরে করে নাট।
অমুর উর্ত্তর ঘাটে সিব করে পুজা   নিপাতকবজস্থত বলবন্ত রাজা।
দক্ষিনে দরিয়া গুরু জলে জাঙ্গাল   সিংহ ডাকে সমুখে সার্দ্দুল অগ্নিসাল।
কত দিনে পশ্চিমউদয় দিবেন নিরঞ্জন   কত দিনে [দু]র হবেক মাএর বন্ধন।
কোন রূপে মানা দিবেন করতার   জননির কত দিনে হইবেক উর্দ্ধার।
বিধাতা সম্ভব জার য়ন্ত নাহি পায়   কলিজুগে সে জনা কি গুনে বর পায়।
কান্দিতে কান্দিতে মুছে বআনের লো   কোলে নিল সামুলা য়ামিনী বনোপো।
কেনে কান্দ লাউসেনে পরান বাপধন   দস দিনে মানায়ই দেব নিরঞ্জন।
আগ্যের আমিনি আমি তোমার নিঅড়ে   সাত জনমের কথা মোর মনে পড়ে।
য়র্ব্ব মনি বর দিল য়ামি জার্তিস্মরা   প্রমান করিতে পারি গগনের তা[রা]।
কুম্ভেত মুদিতে পারি সমুদ্রের জল   বন হতে লখি গুন দেবতার বল।
মনে হরসিত হয়্যা পুজায় দেহ মতি   অন্তরে সাহস করে ময়নার পতি।
বলে ধর্ম্মপুজা য়ার মুক্ষবর কোনখানে   চিত্তলেখা সন্ন্যাসি রহি চারিপানে।
ইছারনা হাড়িকে দেহ পান ফুল   স্থল কর্য়া দেখ নদি হাকণ্ডের কুল।

সার্ঙ্গের প্রধান বাইতি আর ইছারনা   আজ্ঞা কর ঘাটেরে ঘুচাঞ দেক পানা।
দেহারা নিকটে ১খ] [২ক দেখ [বান্দিবেক] জগতি আনন্দে করিব পূজা ধর্ম গুননিধি।
এত যুনি লাউসেনে হইলা সাবধান   ইছারনা হাড়িকে ডাকিল বির্দ্যমান।
যুন ইছারনা হাড়ি তুমি ধর্ম্মভাই   তুমি মন দিলে আমি সেবিব গোসাঁইঞি।
ধর্ম্মের মায়া বুঝনে নাহি জাএ   মোউরভট্ট বন্দিঞে ধর্ম্মের দাসে গাএ॥

যুন ভাই ইছারনা   ঘাটের ঘুচায় পানা   পুজার করিঞে দেহ স্থল
অর্জ্জুন ধরিঞা দিজে   তুমী মুর্খ সরসিজে   তুমি মোর হবে পক্ষাবল।
পুরান দেহারার কাছে   ইসত কানন আছে   এইখানে পুজিব মায়াধর
আগু হঞা লেহ পান   কিবা মনে কর আন   জ[গ]তি বান্দিবেন মনহর।
লাউসেনে আজ্ঞা দিল   হাড়ি জোরহাত নিল   পান ফুল বাঁদিল মাথাএ
হাকণ্ড নদির তিরে   বন কাটে ধিরে ধিরে   লতা পাতা টানিঞা ফেলাএ।
কাটিলা বেতবোন   ধিরতি বাসকবনে   ঝাউ সরা রাম সিজু সাই
কেনা হাজি টিটাঙ্গ   একড়া তাকড়া সাঙ্গ   বিছাতি আকন্দ আর চাই।
বানেশ্বর কাটি নিমি   কালকোসন্দা বৌল সিমি   তেতলি আমড়া···

[১৩ক···সরস্যা ভাত খাই মোর্দ্রা হর্ল্য মানা   পাসানে লেখির্ল্য লাউসেনের ঘুসনা।
রাজার হুকুম লড়ে রার্জ্জের আপদ   পশ্চিমউদঅ হর্ল্যে খাআইব মদ।

[২৬খ বাম আখি নাচে কেন দক্ষিন নআন   রনে জাত্যে নারি আমি জান বড় ধন।
লখ্যা বোলে য়ারে বেটা তোঞি নাঞি মনি   হেন ছাঁর কথা মোখে কেনে বারি কলি।
এতকাল পালন করিলম ভোকে সোসে   কৌসল্যানন্দন রাম ঘোসে সর্বলোকে।
বোনে পাঠাইল রামে রাজা দসরথ   পুত্র হঞা পিতার রাখিল ধর্ম্মপথ।
বাপের পালিতে সর্ত্ত রাম গেলা বোন   কির্ত্তিবাস ঠাকুর রচিল রামাঅন।
তুমি বল হাথ্যার ধরিতে আমি নারি   মাএর বচন কাট এই তাপে মরি।
এমন সময়ে বল গায় আস্তে জর   তুর রে গোলামের বেটা গাধার জায়র।
মায়ের বচন সাথার রনে হল্য রিস   সাখা বলে মরমে বাজিল কালবিস।
রনে জাব সাজ্যা জগতে রহু জস   জত কিছু দেখি স্থনি সব দিনা দস।
আজি মরি কালি কিবা এক [ক]ল্প বই   জন্মিলে মরন আছে এড়াবার নোই।
তবে কেনে থাকিব মাএর বচন সঞ্যা   পাণ্ডব যুঝিল রনে কোন [বল] পাঞ্যা।

তবে কেনে সহিব মাএর বচন   তড়বড়ি ডোমের বেটা করিছে সাজন।
সাজন করিছে বির বাপের আড়তি   কোপাটের খিল ভাঙ্গে বাম পায়ের লাথি।
হাথিআর বাছিল চোখ চোখ বান   মাথার উপরে বান্ধে সাতবেড়া পাগ।
দোসোর পটুকা বান্ধে মালদয়্ খাসা ২৬খ]   ...

[৫৩ক...ধর্ম্মপুজা কর বাপু ধম্মে দেহ মোন   তবে য়াস্যা উদয় দিবেন নিরঞ্জন।
লাউসেন বলেন মাসি কিছু নহে সাচা   তোমার বচন জত সব হর্ল্য মিছা।
য়াপনি কহিঞাছিলে ময়না য়ালয় ৫৩ক]   [৫৩খ সাত দিনে দিব গিঞা পশ্চিমউদয়।
এ কথা বিফল হর্ল্য আর কথা কি   তোমি বড় ভাগ্‌গবতি বিরসেনের ঝি।
সামুলা বলেন বাপু বাকি য়াছে পুজা   তবে য়াস্যা দেখা দিবে সেই ধম্মরাজা।
আপনা কাটিঞা জদি দেহ তার পায়   তবে পিতামহ সহিত য়াসিবে ধম্মরায়।
লাউসেন বলে তবে কোন পুজা বাকি   এত দিন কাহার নিয়মে সভে থাকি।
কোন পুজা য়বসেস বলহ বচন   এত যুনি সামুলা বলেন বিচক্ষন।
আত্মপুজা বিধান কোমল ফুল চাই   না জানিঞা এত দিন মিছা দুখ পাই।
কসিত বসিত বড় চন্দন কুমকুম   ধম্মপুজা কর বাপু কোমল কুসুম।
এত যুনি লাউসেন লাজে হেষ্ট মাথা   বলো দেখি মাসি গো কোমল পাব কোথা।
এ কথা কহিথে জদি ময়নামণ্ডলে   লক্ষি ভার কমল ফুটে কালিন্দির জলে।
তবে জদি ইঙ্গিত করিথে একবার   য়ানিতে সকোতি ছিল তিন লক্ষ ভার।
কোড়া কর্য্যা কমল য়ামার দেসে বয়   সামুলা বলেন বাপু সেহ ফুল নয়।
কমলফুলের কথা শুন মোন দিঞা   আত্মফুল কোমল কনক মনি পাঞা।
সম্বেদ্ধনি কোমল য়ভেদবর্ন্ন বলি   ভেদবর্ন্ন কমল জাহাতে নাহি কালি।
পরম কমল য়াছে মোহাদেবের ঘরে   দিতিয়া কোমল থাকে ৫৩খ][৫৪ক ক্রষ্ণের মন্দিরে।
ত্রি[তি]য়া কোমল য়াছে যমুনার জলে   পরিপুর্ন্ন কমল তমাএ সভে বলে।
তোমি লাউসেন বট আত্মের সেবক   চোতুর্মুক [ক]মল বটে তোমার মস্তক।
যুগতনু কলেবর কমলের লতা   দুই হাত বটে তোমার কমলের পাতা।
তোমার চরন দুটি কোর্মলের মুল   তোমার মোস্তক বটে কোর্মলের ফুল।
মাথা কাটি জদি রাখ তেকাঠার উপর   তবে উদয়বর দিবেন মায়াধর।
এত যুনি বলে কিছু ময়নার রাজা   আপনা কাটিঞা কেবা করে ধম্মপুজা।
লোকে বলে মাকে চাঞা মাসি বড় ধন   এত দিনে জানিলাম মাসি তোমার জত মোন।

খণ্ডিত পুঁথির শেষাংশ,

উদয় দেখিতে আর্য্য সকল দেবতা   কলিযুগে পশ্চিমউদয় অসম্ভব কথা।
কলরব দেবতা অসুর মনিগন   অবতার পরিপুর্ন্ন দেখে নারায়ন।
কেহো বন্তে জোগ সাধে কেহো করে জপ   জোগে অনুসিল কেহো তরঙ্গ অলপ।
জোগি জপ করে জলে তামা তিল কুস   কেহো বলে উর্দ্ধারিব সতেক পুরুস।
কেহো বলে হাখণ্ডে উদয় কতখন   জোগহেতু বসিল জতেক জোগিগন।
কানাকানি যুক্তি করে দেবতা সকল   কেবা দিব পশ্চিমউদয় নিরমল।
মর‍্যাছিল সাঙ্গজাত দিল জিয়াইঞা   নাচিতে লাগিলা সভে জয় জয় দিঞা।
দেবতা সমুখে কিছু বলেন গোসাঞি   সকল দেবতা দেখি সুজ্জ কেনে নাঞি।
এত সুনি বলেন বিধাতা জোড়হাথে   নিবেদন করি গোসাঞি তোমার সাখ্যাতে।
পাতালভুবনে সুজ্জ আছে লোকাইঞা   পশ্চিমউ[দ]এ দিতে হবে ইহার লাগিঞা।
এত সুনি চিন্তা বড় দেবতাসোভায়   আপনি ঠাকুর তখন নারদে বুঝায়।
চল চল আপনি নারদ মুনিবর   ডাক দিঞা আন [আগে] ঠাকুর দিবাকর।
তোমায় হইতে হএ জেন পশ্চিমউদএ   বারমতি পরিপুর্ন্ন্য কলিযুগে রএ।
সরস··· বলিবে গঙ্গাজল   ঘরে ঘরে কলিযুগে পুজা সতদল।
এত সুনি নারদ বসিল গিঞা রথে   কৌতুকে [চলিল] মুনি পাতালের পথে।
দস মুখে নারদ মহীমাগুন গায়   খসিল বিক্ষের পাতা পাসান মিলায়।
কৃষ্ণগুন গাইঞা চলিল তোপোধন   সুজ্জের মন্দিরে গিঞা দিল দরসন।
একার্কার অনেক দেখিল দেবালয়   ফল ফুল বিকসিত কল্পতরুময়।
সুজ্জের সমুখে মুনি দরসন দিল   বিনয় বচনে বড় আনন্দ বাড়িল।
নারদ বলেন সুর্জ্জ যুন মোন দিঞা   উনকোটি দেবতা আছে তোর মুখ চাঞা।
হাখণ্ড নোদির ঘাটে দেবতা সকল   আপনি য়াছেন ধম্ম ভকতবৎসল।
তুমি দিবে পশ্রিমউদয় বার দণ্ড   দেবতা সকল শ্রান করিব হাখণ্ড।
তিন জনে উদয় কবিবে য়স্তগিরি   বলিতে বলিতে কত মিলাএ মাধুরি।
আগুন সজলে জোড়া নিল য়সিত   বচন বলিতে সুজ্জ হর্ল্য বিপরিত।
অশ্রগিরি উদয় অনেক পাব দুখ   বিসয় তেজিব গিঞা দেবতাসমুখ।
আজি হর্ত্তে আমার বিসএ নাহি কাজ   বিসএ তেজিব গিঞা দেবতাসমাঝ।
পাছু [পাছু] চলিল নারদ মহামুনি   বচন বলিতে খসে জলন্ত আগুনি।
হাখণ্ড নদির ঘাটে দরসন দিল   দেবোতা সকল দেখ্যা বিসএ পাইল।
দেবোতা সকল স্তব করে জোড়করে   জম ইন্দ্র পবন বরুন মহেশ্বরে।
কুবের কমলাপতি কোমলআসন   স্তব করে চরনকোমলে দেবগন।···

৩৮ ধর্ম্মমঙ্গল
(দিগ্‌বন্দনা)
রূপরাম

পুঁথিসংখ্যা ১৪৪৭ ; পত্র ৮ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"।

৭শ্রীশ্রী ঠাকুর গ[ণেস] সহায় ॥ অথ স্থাপনা আরম্ভ ॥ বন্দনা লিখ্যতে ॥
আদৌ গনেশ বন্দনা ॥
তুয়া পায়ে করি স্তুতি বন্দো দেব গণপতি একদন্ত কুঞ্জর কোমলে
অতি মনোহর তণু জিনি প্রভাতের ভানু পদ্মরুচি মকুটমণ্ডলে।
দেবের কেবল সান্তি নখ রূচিত কান্তি না জানি কলঙ্ক দ্বিজরাজ
মহা মহা জোগি জত সেবে জারে অবিরত আগে পুজে দেবতাসমাজ।
তপজ জোগ আগে তোমার চরন সেবে স্মরন করিলে বিঘ্ননাস
ব্যাস আদি মুনিবর সেবে জারে নিরন্তর নানা শাস্ত করিল প্রকাশ।
বিধি বিষ্ণু হরি হর কে আছে তোমার পর পরম পুরূশ করতার
পণ্ডিত পুরান লেখে মহামুনিগণ দেখে তুমি দেব সভাকার শার।
জোগ ধ্যান নিরবধি অশেস গুণের নিধী নিরন্তর মুসকউপরে
এক ধ্যান করি চিত নহে কভু পরাজিত স্মরণ করিলে বিঘ্নি হরে।
রাতুল চরণ রাজে সোনার নপুর বাজে কিঙ্কিনী বলয়া বিভূষিত
তরনি সরণি জাম প্রকাসিত মুনি রাম মধুলোভে অলি গায় গিত।
গনপতি দেবের প্রধান
ভজিয়া তোমার পাএ দ্বিজ রূপরাম গায় নাএকের চিন্তিয় কল্যান ॥

বন্দো প্রভু নিরঞ্জন···

দিগবন্দনা আরম্ভ ॥
আদ্য অনাদ্য বন্দো ধর্ম্মের চরন জাহার শৃজন বটে ই তিন ভুবন।
পবণ উলুক বন্দো করিয়া প্রকাস হেটে বশুমতি বন্দোঁ উপরে আকাস।
ব্রহ্মার জণণী বন্দো আদ্যের সকতি ইশ্বরের ঘরণী বন্দো লক্ষ্মি শ্বরশ্বতি।
ব্যাস মহামনি বন্দো সকল পুরান মর্ত্তের দেবোতা বন্দিব সাবধান।
চন্দ্র শুর্য্য বন্দিব আর দিবা রাত্তি সাতাসী নক্ষত্র বন্দো নবগ্রহজ্যোতি।

সিংহের উপরে বন্দো সিবের ঘরনী   যআ বিজয়া বন্দো চোসষ্ঠি যোগিনি।
সিবশুত বন্দিব কার্ত্তিক লম্বোদর   ঢেঁকিবাহনে বন্দিব নারদ মুনিবর।
সাস্তের ঘরনি বন্দো গঙ্গা শুরেশ্বরি   নাগের উপরে বন্দিব বিসহরি।
দেবলোক ধ্রুবলোক আর জত জিব   খিরসমুদ্র বন্দো আর কুশদ্বিপ।
স্বর্গনন্দিনি বন্দো আর বিদ্যাধর   গন্ধর্ব্ব কিন্নর বন্দো মানসরোবর।
গয়া বন্দিব প্রভু দেব গদাধর   পিণ্ড দান দিলে তোথা স্বর্গ জায় নর।
প্রয়াগের দেবোতা দেখিলে ঘুচে শোক   জাথে গিয়া মুণ্ডণ করেণ সর্ব্বলোক।
কাসির দেবতা বন্দিব বিশ্বনাথ   জাহার শ্বরনে পাপ জায় অচিরাত।
সকল তির্থের সার বন্দিব বরানসি   জিবজন্তু মল্যে তোথা হয় স্বর্গবাসি।
গোকুল মথুরার বন্দো শ্রীবৃন্দাবন   কৃষ্ণচন্দ্র বন্দিব জত গোপিগণ।
অসঙ্খ বন্দিব বলরামের চরন   ধবলি সামলি গাবী করিয়া বন্দন।
হিমালয় পর্ব্বত বন্দো আ[র] গোবর্দ্ধন   বাম হাথে জাথে ধরিলা নারায়ন।
দ্বারিকার নাথ বন্দো [জো]ড় করি পানি   জাহাতে করিল খেলা সোলো সত রমনি।
বন্দিব দ্বারকাপুরি কৃষ্ণের আলয়   ছর্পন কোটি জদুবংস জোথা হল্যা ক্ষয়।
য়জোধ্যার রাজা বন্দিব শ্রীরাম···

৩৯ নিগমসার

গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ১০৮৫; পত্র ৯; খণ্ডিত; আকার ১৪½"×৫"।

···   ···   ···নাহি জানে আন   কিসোর কিসোরি বিনে নাহি করে ধ্যান।
শ্রীবৃন্দাবন নাম সদা কিসোর কিসোরি   আনন্দে থাকিব তাহে রাসক্রিড়া করি।
নিরবধি দরসন শ্রীবৃন্দাবনস্থান   শ্রীরাধার নাম বিনে ভক্ত নাহি জানে আন।
শ্রীরাধাধ্যান রাধাপুজা রাধা সর্ব্বধন   ঐছে ধর্ম্ম জেই জন কৈল আচরন।
সভার দুল্লভ স্থান পায় বৃন্দাবন   এই কথা যুনহ নারদ তপোধন।
ভক্তবস হই আমি রহিতে না পারি   তে কারনে জাব আমি নবর্দ্বিপপুরি।
পুর্ব্বে ভক্তগনসঙ্গে না পুরিলা আস   তে কারনে নবদ্বিপে করিব প্রকাষ।
শ্রীবৃন্দাবনে ভক্তসঙ্গে করিল বিলাস   সেই ভক্ত লয়্যা নবর্দ্বিপে করিব প্রকাস।
এই কথা যুনিয়া নারদ তপোধন   দণ্ডবত কৈল কত ধরিয়া চরন।
পবিত্র করিলা মোরে যুন চুড়ামুনি   তোমার ভজন প্রভু আমি কিবা জানি।

জগতইশ্বর তুমি কে জানে মহিমা   হেন ভক্ত কে আছে করিতে পারে সিমা।
মহা প্রেমানন্দে মুনি দণ্ডবত কৈল   পুনরূপি প্রভু কিছু কহিতে লাগিল।
তুমিহ আমার ভক্ত নারদ ৬ক] [৬খ হৈলা নাম   চৌর্দ্ধ ভুবনে তুমি সভার অনুপাম।
তুমি মোর পৃয় বড় যুন তপোধন   আর পৃয় এক লিখি শ্রীবৃন্দাবন।
সখারে সঙ্গি করি সখি করি সখা   এ সব জতেক দেখ মোর সব লেখা।
যুনিয়া নারদমুনি উলসিত হয়্যা   পাড়য়ে চক্ষুর জলে তরঙ্গ বাহিয়া।
প্রভু বলেন যুনহ নারদ যুখময়   শ্রীনবদ্বিপে তুরিতে জাইতে যুক্ত হয়।
নারদ কহেন প্রভু যুন গদাধর   কোন মুর্ত্তি অবতির্ম্ন হবে নবদ্বিপ নগর।
প্রভু কহেন যুন হে নারদ তপোধন   গৌরমুর্ত্তি দেখি অবতারের লক্ষন।
নারদ কহেন প্রভু যুন জনার্দ্দন   কোন রূপ গৌর হবে কেমন লক্ষন।
প্রভু কহেন যুন হে নারদ যুখময়   রাধাঅঙ্গ পরসিতে গৌরমুর্ত্তি হয়।
নারদ কহেন মায়া লখিতে না পারি   অপরূপ মায়া জতো কহিবারে নারি।
তোমার মায়াতে প্রভু গৌড় ভুবন   সকালেতে মহাপ্রভু করহ গমন।
এহা যুনি প্রভু সব গোপালে ডাকিয়া   অবতার লাগি সব দিল পাঠাইয়া।
অগ্রেতে ৬খ][৭ক শ্রীবলরামের গমন হইল তাহার পশ্চাতে চৌসষ্টি সখি জে আইল। ..

শেষ অংশ,

[৯খ...শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জেবা জন বলে   তাঁর পাদপদ্ম আমি রাখি নিজ গলে।
সকলের সার গ্রন্থ নিগমবচন   হেন রসে আছে জেই পায় বৃন্দাবন।
কহেন গোবিন্দদাস হ্নিদয়ে আকুল   বৈষ্ণব গোসাঞিঃ চারি যুগে হন মুল।
বৈষ্ণব গোসাঞির পদ না সেবে জে জন   সংসারের মাঝে তার ধিক ধিক জিবন।
বৈষ্ণবের পদরেণু জেবা করে আসা   করেন গোবিন্দদাস তার ধূলির প্রত্যাসা।
বৈষ্ণবের পদধুলি জার আসা হয়   সেই নর মুক্ত হয় কহিনু নিশ্চয়।
বৈষ্ণবের পদধুলি লাগুক মোর অঙ্গে   জন্মে জন্মে থাকি ঠাকুর বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কহেন গোবিন্দদাস বৈষ্ণবচরনে   বৈষ্ণব ঠাকুর মোর স্মর্দ্ধ কর মনে।
সংসারবাসনা মোর নাহি জায় দুর   ভক্তিতে না পাল্যাম আমি চরন প্রভুর।
তিলার্দ্ধ না হয় মোর বিস্বাষ বচন   গৃহপাকে নিরন্তর থাকে মোর মন।
আপনার গুনে প্রভু মোরে কর দয়া   তবে সে পাইতে পারি সেই ৯খ][১০ক পদছায়া।
এই গৃহকারাগারে গতি মোর নাই   অপরাধ ক্ষেমা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
সংষারের মধ্যে ধন্য পদধুলি কবে পাব   পবিত্র হইয়া জেন বৈষ্ণব ভজিব।

কহেন গোবিন্দদাস ভজ না রে ভাই   কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাঞি।
দৃঢ় করি ভজ ভাই বৈষ্ণব গোসাঞি   সকল ভুবনের বড় আর কেহো নাঞি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে   কলিযুগে প্রেমদান দিল সভাকারে।
বৈষ্ণব গোসাঞির পাদপদ্ম করি আস   নিগমসারগ্রন্থ কহেন গোবিন্দদাস ॥

ইতি শ্রীনিগমসারগ্রন্থ সংপূর্ন্নং ॥ জথা দৃষ্টং ইত্যাদি ॥ সমাপ্তং ॥ ইতি সন ১২১০ সাল ॥ তারিখ ১ শ্রাবন ॥

৪০ পঞ্চাননবন্দনা

দুর্গারাম

পুঁথিসংখ্যা ১০১৭; পত্র ১; খণ্ডিত; অসমাপ্ত; আকার ১৩"×৫"।

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥
পঞ্চানন্দের বন্দনা লিক্ষতেঃ ॥
বাছা মামুদো রে তোরে ডাকে পঞ্চানন
ভঅঙ্কর মর্ত্তি দেখি···
বন্দো দেব পঞ্চানন মামুদবাহন   ভঅংঙ্কার মর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
সিরে জটা সুরোধনি তায়
শ্রাবোনে কুণ্ডল দ্বিপ্ত বিভা রবি জিনি
পাবকগভীর রূপ জিনি পঞ্চানন   কি বর্ন্নিব অঙ্গে সাজে নানা [অভরন]
সর্ত্ত রজ তম তিনে ভেদাভেদ নাই   তোমার মহর্ত্ত মনে ধিয়ানে না পাই।
তুমি মাআধারি কখন ব্রহ্মচারি [বে]স
জাহা অভিলাস ব্যাধিগন সংঙ্গে রঙ্গে ভুসন বিসেষ।
ঠিক দুফুর ব্যালা পঞ্চাননের খ্যোলা   সং[গে আ]ছে উধুম ধুম
সোআলিতলাতে থাকে ছেলেপুলে টাকে আঁচল ধরি ঘরকে গিয়া ঘাড়টি ভাঙ্গে রাখে।
[সনি] মঙ্গল বারে সোআলিতলাতে ফেরে
নাছে বাজো ভরে   জে পড়ে কহরে জে দুষ্টু বুর্দ্ধি করে।
ধরে তার ঘাড় [ভাঙ্গে]   [মে]ষ খটা আনিআ কুট জেন মাতে।
দন্ত কড়মড়ি   ধরে গোপ দাড়ি   চড় চড় চড়াতে ছিড়ি
ভুঞামুঞা ঘস[এ] ফাকে   ঘাড় ভ্যাঙ্গে রক্ত খ্যায়া পুতে জায় পাঁকে।

আঁতুড়ঘর পালে নাছে স্কুতুহলে পাঁচোখাঁচো ধায়
দুআরে জদ্বি নাই মানে প্রেবেসে নিধনে ছেলের রক্ত খাই
পোআতি উঠিয়া বলে বাছা আর নাই।
একুস বনের [ভাই] দেবগন কলিকালে জোর ডঙ্কা দেব পঞ্চানন।
ভ্রম স্থানে স্থান প্রসীদ্ধ বৈনান স্থান দসঘরা ··
পুজার বড় ঘটা কাঠে ছাগল পাঠা
মেস মহিস পড়ে দেখিতে লোক রড়ে জোর ডঙ্কা স্থনি সঙ্ক স্থ···
থাক চাঁদবাটি বলন্দিঘির ঘাটি জহুরা তথায় কত ম্যাএ ধায়।
আনরবাটি থানা কে করিবে মানা মথু···
বাছা ব্যাধি মানে জহুরা তথায় পঞ্চানন রায়
কদম্বের ডালে বসি পা দুটি দোলায়
একে একে জত বাপা[রি বাটি] আদ্বি কামারহাটি মুণ্ডুক্ষে অদ্বিষ্টি
পুজার বড় ঠাট নিত্য গিত নাট অশ্বদের তলা
গলায় গা[থা পঞ্চা]ননের পদ জেন কোকনদ
ভাবি রাত্র দ্বিনে দুর্গারাম ভনে আপদ পালাবে হরি বল সর্ব্ব[জনে] ॥

৪১ পঞ্চাননমঙ্গল

(রায়মঙ্গল)

দয়ালদাস

পুঁথিসংখ্যা ১০১৬; পত্র ৩; খণ্ডিত; আকার ১৪" × ৪½", ১৫" × ৫"।

[২ক পাত্র মিত্র সভা করি বসেচে রাজন তথায় ত্রিপদ ভূম মাগিল বাঙন।
এতো যুনি মহারাজা মনে মনে হাষ যুসক্র আচাজ্জ বলে হলো সর্ব্বনাষ।
একভূ বাঙন নয় ত্রিদসের হরি মায়া করি ছলিতে আইলো তব পুরি।
রাজা বলে সর্ব্বদা দিলাম ঐই দান তিন পায় তিন পদো রাখে ভগবান।
অর্দ্ধ পা রাক্ষিবো কোথা বলে মায়াধর বলি বলে রাখ মোর মাথার উপর।
সেই হতে পাতালে রহিল বলিরাজা ব্রহ্মচারি বেসে জান লইতে মহাপুজা॥
গিরুয়া বসন গায় দেব ভোলানাথে গলায় রুদ্রাক্ষ মালা দাণ্ডাইল পথে।
পাত্র চোয়ালে বলি ডাকে ঘনে ঘন শ্রীদয়াল বলেন জাত্রা কৈইল পঞ্চানন॥

পাত্র চোয়ারে বলে সুন মহাসয় ব্যধিগন ডাকিলে সকল ভালো হয়।
সঙ্গেতে করিয়া লহ জতো ব্যাধিগন তুরিত্ত সর্ব্বরে চলো কলিঙ্গভুবন।
সুনিয়ে হুঙ্কা[র] ছাড়ি প্রভু পঞ্চানন দিগে দিগে ধাইলো জতো বেধিগন।
সভা আগে চলে খিতি ব্যধের প্রধান জার ছিষ্টী আপনি করিল ত্রিনয়ান।
জয় জাড়ি মাথা ২ক][২খ -বেথা আইলো তুরিত্ত আসিয়া রায়ের কাছে হলো উপস্থিত।
চোরা সাম্নিপাত্ত আলো জথা ত্রিপুরারি প্রণাম করিলো য়েসে জোড়হাত্ত করি।
তারপর আলো ব্যধ ধনুকটঙ্কার জারে ধরে তারে মারে নাহিক নিস্তার।
চকতড়ঙ্কা বাঁকাচোকা আলো দুই জনে অবিলম্বে´ আইলো জেখানে পঞ্চাননে।
তরে পরে ঐমুনি আইলো বাতব্বল জারে ধরে তারে মারে ব্যধ বড় খল।
হোঁতা কোঁথা উইঙ্কনি ধাইলো দুই জন আসিয়ে [রায়ের] কাছে দিল দরসন।
তারপর ধায় ব্যধি ঝিমিনি ঝিমিনি জার ছিষ্টী করিলো মার্কণ্ট মহামুনি।
তারপর ধায় ব্যধ জরাসিন্ধু বেথা ছাড়িয়ে পালায় সেই কাইয়ে মুড়িঝাটা।
ফাপা ফুলো দুই জোনা ধায় দেকাদেকি জারে ধরে তারে মারে কার বাপে রাখি।
তারপর অইমুনি ধাইল ঘাড়বাঁকা হোতালি কোঁথালি চলে জার নাঞি লেখা।
পেটকামড়ি রসকামড়ি বাতোর্ব্বল বাত উপস্থিত হইলো গিয়ে জথা ব্যধনাথ।
পির্ত্তিসুল রক্তসুল জতো জতো ছিলো উলাউটা উদরভঙ্গ তারা সব আলো। ২খ]
[৩ক প্রত ভূত দানা কতো সতো লাখে লাখ কিটিকিটি অইমুনি বিসম জার ডাক।
জক্ষ´ রক্ষ´ পিচাষ গন্ধর্ব্ব জতো ছিল রায়ের অনুমতি পেয়ে সকলে আইল।
কিচিনি পেত্নিনি জতো ধায় লাখে লাখে ত্রিভুবন কম্পমান হলো জার ডাকে।
কি বলিব কি কহিব ব্যধের মহিমা দেবতা গন্ধর্ব্ব জার দিতে নারে সিমা।
ব্যধিগন ডাকিতে বিলম্ব বড় হয় পাত্র চোয়ালিয়া বলে সুন মহাসয়।
অবিলম্বে´ করো জাত্রা কলিঙ্গে নগর কাতোর হইয়া কান্দে [পা]ত্র হরিহর।
পাত্রের বচন সুনি প্রম্নর্ত্তর রায় কলিঙ্গনগর জাত্রা করিল তরায়।
পুরিল সকল ব্যধ ঝুলির ভিতর কহেন দয়াল কবি ভাবিয়ে সঙ্কর॥

॥ ত্রিপদি ॥

লয়ে জতো ব্যধিগন চলিলেন পঞ্চানন উপস্থিত কলিঙ্গনগরে
পাত্র চোয়ালিয়া সনে চলিলেন পঞ্চাননে উত্তরিল রাজার দরবারে।
আপনার পুরমাঝে বসিআছে মহারাজে চারিদিগে পাত্রমিত্রগন
পুর্ব্ব ঘটা অতিসয় দেকে বড় লাগে ভয় উপস্থিত হইলো ব্রাহ্মন।

সে[খ]ই খলিপা জতো   বসিয়াছে সতো সতো   দুপাসেতে বন্দুকি ধানুকি
রবির কিরন জেন   বিজলি ঝলকে ঘন ৩ক] [৩খ   অইরূপে খঞ্জে ঝকঝকি।
কার লেঙ্গা তরয়াল   কাহার পিষ্টেতে ঢাল   বড়সি ব্যহার হাতে লেজা
বন্দুকি ধানুকি সতো   চারিদিগে সতো সতো   নিসান পুতিয়া করে বেজা।
কার মুখ তামাহাড়ি   কটাগোপ চাঁপদাড়ি   সিরে কাথা কেতিকা গরদানা।
সোনালি পাগড়ি মাতে   সিকারি বহরি হাথে   সিকার খেলায় ক্ষালঝলা।
মনস্ত জিয় গিরি পায়   চৌধা মাহিনে খায়   পিআদারা দফা দফা ফজ
কেহো বা হারামজাদা   কোষবাতে গোলাদাগা   ভোয়বাতে বলে বেটিচোদ।
জেন ইন্দ্রপুরি মাঝে   বসিয়াছে মহারাজে   সাক্ষেতে দেক্ষিল পঞ্চানন
সারদার চরন সেবি   শ্রীদয়াল কহেন কবি   দয়া কর পতিতপাবন॥

বসিআছে দরবারে কলিঙ্গেরাজন   হেনকালে ব্রহ্মচারি দিল দরসন।
ব্রহ্মচারি দেখি রাজা প্রনাম করিল   বসিতে আসন দীয়া কহিতে লাগিল।
কহ প্রভু কি কাজে করিলে আগমন   গলায় বসন দিয়া জিজ্ঞাসে রাজন।
কিবা প্রিয়জোনে কহ আলে মোর বাড়ি   লহো সিদে সামিগ্রি রন্ধনপত্রো হাড়ি।
বিদায় করিবো দিয়ে ...   ৩খ]   ...

[১২ক গবিন্দের বুখস্থলে মেরেছিলো নাথি...
এমন দারুন কর্ম্ম করে কোথা কেবা   পুনুরুপি নারায়[ন]পদ কৈল সেবা।
ব্রহ্ম মন্ন্যে সগরবংস হইলো নৈরাস   ব্রহ্ম পুজিয়ে জে যু[ধি]ষ্টী[র] সর্গবাস।
ব্রহ্ম মন্ন্যে সর্পাঘাতে মলো পরিক্ষিত   যুন হে অবোধ রাজা হও [এ]কচিত।
মৃগয়া রাজার কথা যুনেচো পুরানে   সতো লক্ষ ধেনু দান দেলেক ব্রহ্মনে।
ধেনু লয়ে দ্বিজবর আ[ন]ন্দে চলিলো   হেনকালে এক ধেনু বাহড়িয়া আলো।
পুনুব্বার সেই ধেনু দেখিয়্যা রাজনে   সেই সে ধেনু দিলো এক অন্য ব্রহ্মনে।
হোতায় আকুল দ্বিজ ধেনু হারাইয়া   রাজার মন্দিরে পুনু চলেচে ধাইয়া।
ধেনু লয়ে দ্বিজবর চলে রাজপথে   দৈবজোগে জার ধেনু দেখি তার সাতে।
পথমর্দ্ধে কোন্দল করিল দুই জোনে   বিচার করিতে পুনু গেলো রাজস্থানে।
রাজা বলে পুনুব্বার সতো ধেনু দিব   ব্রহ্ম বলেন লক্ষ ধেনু নাঞি লব।
রাজধেনু সে লইয়া করিলা গমন   ক্রোধমনে সাঁপ তারে দিলেন ব্রহ্মন।
কেয়্য হইল রাজা অধম্মের ফলে...

এতেক যুনিয়া রাজা বড় ভয় মনে   হরিহর খালায করিয়া রাজা আনে।
রাজা রানি ধরি কান্দে ব্রাহ্মনের পায়   বহুমূল্যর ভুবরাজ দিলেক তাহায়।
দয লক্ষ্য টাকা দিয়ে করিল সম্মান ১২ক]   [১২খ দারিদ্রে দুস্ক তবে ঘুচান ভগবান।
রাজা বলে ওহে ব্রাহ্মন হরীহর   আনন্দে করহ পুজা প্রমর্থ ইস্বর।
জতো কষ্ট পেলে তুমি মনে দেহ ক্ষেমা   যুনিলেম বির্পের গুন অপার মহিমা।
ব্রাহ্মন এমন ধোন আমি নাহি জানি   উচ্ছর্স্বরে কান্দে রাজা চক্ষে পড়ে পানি।
এতো যুনি হরিহর করিলো গমন   আনন্দে করয়ে পুজা দেব পঞ্চানন।
সহরের লোকজোন সভে ভালো হলো   রাজবাড়ি মাথাবেথা সভার ঘুচিলো।
পাত্র মিত্র ভালো হলো দেখিল রাজন   সোড়স উপচারে পুজে রায়ের চরন।
পরম আ[ন]ন্দে পুজে প্রমর্থের ইস্বর   নাএকেরে কল্যেন রাখিহ মহেস্বর।
সদাই কল্যেনে রাক দুইটি ছাওাল   কহেন দয়াল কবি স্বহয় ক্ষেত্রপাল ॥

নম নম নম রায় প্রভু পঞ্চানন   সদাই ভরসা করি তোমারী চরন।
অপার মহিমা গুন কি বলিতে পারি   অজ্ঞান বালোকে রক্ষ্যে করো ত্রিপুরারি।
তুমি ক্রপা করিলে সকল ভালো হয়   অপার মহিমা গুন ভাগবতে কয়।
পাণ্ডবে করিলে রক্ষ্যে দুব্বসার পাকে   অর্দ্ধ্যপতি সে অবধি রাখো সে নরকে।
পাণ্ডবসারতি হরি পাণ্ডবের সখা   মায়ারূপে অর্যুনের রথে দিলে দেখা।
ঠাকুর বলেন রাজা যুন মন দিয়া   ভুরঙ্গপাটনে সাধু দেহ পাটাইয়্যা।
আপনি পাটা দেহন সাধু নিলেযুবর   এ বার [ব]ৎসর সেই নাএ আইলো ঘর।
মহাসংক্ষ আনিতে পাটায়ে দেলে তায়ে   বিদেসে বিসম দুস্ক সদাগর পায়।
দুই পায় বেড়ি তার লোহার তোক গলে   দু হাত বেন্ধেছে তার লোহার সিকলে।
গলায় তোক হাথে হাতোকড়ি   কোমোরে দিয়েছে তাঁর বড় কাছি দড়ি।
নাগপাসে বান্ধে জেন শ্রীরাম লক্ষ্মন   বিসম বন্ধানে রঘুনাথ অচেতোন।
ইন্দ্রজিত রাবনে সাক্ষ্যেতে কহে কথা   আজ্ঞা কর দু জনার কাটি লয়ে মাথা।
রাবন তাহারে কিছু বলে সাবধানে··· ১২খ]।

৪২ পদাবলী (প্রার্থনা)

নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ১০৮৮ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৪½"।

পদসূচী,

১ ···গুরুরূপা সখি নামে ত্রিভঙ্গ হইয়া বামে যুচামরের বাতাষ করিব ॥১৯॥

২ আরে ভাই ভজ আমার গৌরাঙ্গচরন ॥২০॥ ৭ক]

৪৩ পদাবলী

দ্বিজ চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, নরহরি, লোচন, বিদ্যাপতি

পুঁথিসংখ্যা ১১১২, পত্র ২ ; খণ্ডিত ; আকার ২০"×৬½"।

পদসূচী,

১ য়াপন য়াক্রিতি দেখিতে জবতির মন জদি উঠি ধায় (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ১খ]

২ কুলের বৈরি হইল মুরলি (চণ্ডীদাস) ১খ]

৩ শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর উদ্বভাব কোনো (নরহরি) ১খ]

৪ পিরিতি প্রিকিতি একেত্র হই থাকিব নিগম নিতি (নরহরি) ১খ]

৫ কেবা যে পুরুষ প্রিকিতি কেবা কে যে মাধব কারে কর সেবা (লোচন) ১খ]

৬ কহ কহ উর্দ্ধব বচন বিসেষ (বিদ্যাপতি) ২ক]

৭ মানুস মানুস সভাই কঅ (বিদ্যাপতি) ২ক]

৮ গৌর গুনমুনি নিজ মনে গনি (নরহরি) ২ক]

৯ সহজ দেহেতে সহজ ভজন জে জন সহজ হয়ে (বিদ্যাপতি) ২ক]

১০ সকী কী আর বলিব আর পিরিতি (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ২ক]

৪৪ পদাবলী

জ্ঞানদাস

পুঁথিসংখ্যা ১১৩০ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১০"×৩½"।

পদসূচী,

১ জমুনা জাইতে জলে সে কানু কদম্বতলে আড়নআনে নিরক্ষিতে (জ্ঞানদাস) ১ক]

১খ পৃষ্ঠায় বৈষ্ণব কড়চা আছে।

৪৫ পদাবলী

গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, অজ্ঞাত, চণ্ডীদাস, শশিশেখর

পুঁথিসংখ্যা ১১৩২, পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৪"×৩"।

পদসূচী, মাথুর,

১ পরিহরি নগর পুর পিট করি গনপতি (গোবিন্দদাস) ২২ক]
২ পুর বাহির জত দুরহি গেল রথ (গোবিন্দদাস) ২২ক]
৩ প্রেমকি অঙ্কুর আত জাত ভেল (বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস) ২২ক]
৪ কেহ ত না বলে আয়ব তোর প্রয়া (গোবিন্দদাস) ২২ক]
৫ অবহু পৃয়া মোর গমন করল (গোবিন্দদাস) ২২ক]
৬ না জানি গো হাম না জানি (অজ্ঞাত) ২২ক, খ]
৭ পরানপ্রয়া মোর জিবনপৃয়া (বিদ্যাপতি) ২২খ]
৮ ছায়া দেখি বসি জদি তরুলতা বলে (চণ্ডীদাস) ২২খ]
৯ আজু অঙ্গুলিতল বলি পরস লালসে (শশিশেখর) ২২খ]
১০ এতেক জুগতি করি মুরছিত ভৈ গেল...

৪৬ পদাবলী (শ্রীরসকল্পলতিকা)

জয়কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ১১৩৪; পত্র ৩; খণ্ডিত; আকার ১৪"×৪"।

পদসূচী,

১ ...জথোচিত সাস্তি দিয়া (জ[য়]কৃষ্ণদাস) ১১ক]
২ হেদে হে মদনরায় পার কর মোরে (জয়কৃষ্ণদাস) ১১ক]
৩ সখিগন উমত করল পয়ান (গোবিন্দদাস) ১১ক]
৪ সখিসঙ্গে হরি রঙ্গে খেলে রাধাস্যাম (জয়কৃষ্ণদাস) ১১ক, খ]
৫ ঝোলনা উপরে ঝুলে রসিক সুজান (গোবিন্দদাস) ১১খ]
৬ শ্যাম ধনি পাসা খেলে অতি মনুহর (গোবিন্দদাস) ১১খ, ১২ক]
৭ বৃন্দাবনে রাই স্যামের সনে কুঞ্জ (জয়কৃষ্ণদাস) ১২ক]
৮ সখিগন নাম পুছত বারে বার (গোবিন্দদাস) ১২ক]
৯ [সহ]চরি অনুচরি রামা (জয়কৃষ্ণদাস) ১২ক]
১০ আনন্দ নির...জলে হরি বারত অলক তিলক (গোবিন্দদাস) ১২ক, খ]

১১ আদরি আগুসারি রাই হৃদএ ধরি (গোবিন্দদাস) ১২খ]
১২ কথে কথে রঙ্গিনি সঙ্গহিঁ নাগর হেরি...
১৩ .. বেসর দেহত নটনহুঁ থোর (জয়কৃষ্ণদাস) ১৪ক]
১৪ সখিগন মেলি করত কত রঙ্গ (গোবিন্দদাস) ১৪ক]
১৫ কালা রমনির মন নাহি জানত (গোবিন্দদাস) ১৪ক]
১৬ রসি রস আলসে সুতি রহুঁ দুহু জনে (গোবিন্দদাস) ১৪ক]
১৭ কি পেখলুঁ রে সখি যুগল কিসোর (গোবিন্দদাস) ১৪ক, খ]
১৮ সকল গোপির সঙ্গে রাসবিলষ রঙ্গে (জয়কৃষ্ণদাস) ১৪খ]
১৯ কুসুমিত কুঞ্জ কুটি[র] মনোহর কুসুম সেজ (নরোত্তমদাস) ১৪খ]
২০ হেদে হে মহনরায় সদাই...

৪৭ পদাবলী

গোবিন্দদাস, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১৩৯ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১২"×৪½"।

পদসূচী,

১ ...প্রাথরে তুহো চলব মথুরাপুরে জবহু সুনল ব্রজনারি (গোবিন্দদাস) ১ক]
২ চল জাই স্যাম দরসন লাগী (অজ্ঞাত)

৪৮ পদাবলী

বৃন্দাবনদাস, শিখরদাস, নরহরি, শশিশেখর, কবিরঞ্জন, গোবিন্দদাস, অজ্ঞাত, চন্দ্রশিখর, যদুনন্দন, বিদ্যাপতি

পুঁথিসংখ্যা ১২৬৫ ; পত্র ৬ ; খণ্ডিত ; আকার ১০"×৪½"।

পদসূচী,

১ অলসে অরুন আখি কহ প্রিয়ে কি না দেখি (বৃন্দাবনদাস) ১খ]
২ রজনি প্রভাতে উঠি বর নাগররি তেজলি নাগরি পাষ (শিখরদাস) ১খ, ২ক]
৩ উমত ঝুমত চলত গিরত ধরনি ধরত থোর (নরহরি) ২ক]
৪ অরুন অরুন নয়নাম্বুজ আধ উদিত অলসে (শশিশিখর) ২ক,খ]
৫ চাতরি পরিহরি নাগর চোর সাখি দেঅসি সব অঙ্গহি তোর (কবিরঞ্জন) ২খ]
৬ নখ পদ হৃদয় তোহারি অন্তর জলত হামারি (গোবিন্দদাস) ২খ]

৭ কাহা নখচিহ্ন চিনলি সুন্দরি এহ নব কুমকুম রেহা (অজ্ঞাত) ২খ]…
৮ …এবে ভেলো সঙ্কট আমার (গোবিন্দদাস) ৪ক]
৯ ধনি কত সে বুঝায়ব তোয়ে (গোবিন্দদাস) ৪ক]
১০ একে তোহ সুন্দরি রুপে গুনে গাগরি (গোবিন্দদাস) ৪ক, খ]
১১ শুনইতে কানু মুরলিরব মাধুরি (গোবিন্দদাস) ৪খ]
১২ জাকর চরণনখররুচি হেরইতে মুরছিতো (গোবিন্দদাস) ৪খ, ৫ক]
১৩ চরণনখরমনি রঞ্জিত ছাদ (কবিরঞ্জন) ৫ক]
১৪ হরিবড়গরবি গুপিমাঝে বসই (গোবিন্দদাস) ৫ক, খ]
১৫ রাইক কাতর বানি সুনি সহচরি (চন্দ্রশিখর) ৫খ]
১৬ তবে জদি মাধব জাবে মোর সনে (গোবিন্দদাস) ৫খ, ৬ক]
১৭ দুতিক বচন সুনি নাগররাজ (জদুনন্দন) ৬ক]
১৮ তবে জদি মাধব চাহসি নেহ (বিদ্যাপতি) ৬ক, খ]
১৯ ইয়াদিকিন্ধ গুনসমুদ্র শত গাধু শ্রীরাধা (চন্দ্রশিখর) ৬খ]
২০ কি ছার দারুন মানের ল্যাগে বন্ধু হারাইয়েছিনু (গোবিন্দদাস) ৬খ, ৭ক]

৪৯ পদাবলী

বাসু, বিদ্যাপতি, রাধানাথ

পুঁথিসংখ্যা ১২৮৮ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২½"×১০½"।

পদসূচী, অথ মাথুর,

১ কহ সখি জিবন উপায় (বাসু) ১ক]
২ হাহা রে হেদে হে পরান নিবল জিয়া (বাসু)
৩ জে দিনে মাধব করল পয়ান (বাসু)
৪ কদম্বের ফুল দেখি (বিদ্যাপতি)
৫ প্রান দিয়া সখি (রাধানাথ) ১ক]

৫০ পদাবলী

যদুনন্দন

পুঁথিসংখ্যা ১২৯১ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১০১/২"×২১/২" ।

পদসূচী, পূর্বরাগ,

১ কদম্বের তলে হৈতে কিবা সব্দ অচম্বিতে (জদুনন্দনদাস) ১ক, খ]

৫১ পদাবলী, দোহাবলী

চণ্ডীদাস, তুলসীদাস, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২৯৮ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ৯"×৬" ।

পদসূচী,

১ সোই কি হল্য কালিয়া তনু উঠিতে বসিতে (চণ্ডীদাস) ১খ]

১ হংসা স্বরবরকো জপে বনকো জপে জো মৌর
হাম তুমকো যেঁসেঁ জপে জেয়সেঁ চন্দ্র চকোর ॥১॥ ১ক]

২ তুলসী মৈ কহ তত্ত সুনহো সান্ত শুজান
হেমদান গজদান স্মো বেড়্যাদান সনমান ॥১॥ ১ক]

৩ দীপ গড়িল কচ কচ মুখমে আঙ্কিয়ারী
এ তিন কুল ছন জাকো সো কেঁও না করে ঘটিআরি ॥১॥ ১ক]

আদিতে ও মধ্যে মধ্যে লক্ষণীয় সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকাবলী ও মন্ত্রাদি আছে।

৫২ পদাবলী

চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস

পুঁথিসংখ্যা ১২৯৯ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২"×১০" ।

পদসূচী,

১ দগদ কাঞ্চন জিনি সে ধনির বরনখানি (চণ্ডীদাস) ১ক]

২ শ্যামের মুরুলি প্রানের বৈইরি সকলি করিলে নাসে (চণ্ডীদাস) ১ক]

৩ তিন পুরুসে হইল রতি এক না হইল পরান (দ্বিজ চণ্ডীদাস) ১ক]

৫৩ পদাবলী

রাধাদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩০০ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১০"×৭"।

পদসূচী,

১ শরদ নির্ম্মল চান্দ ঝলমল উজরি শোভিত নিশী (রাধাদাস) ১ক]

২ কানু রাধার ধিয়ানে বশিয়া কাননে (রাধাদাস) ১ক]

৩ তোমার বাঁশীর স্বরে কোন গোপী ছিল ঘরে (রাধাদাস) ১ক]

সন ১২৪৩ সাল ৩১ জইষ্টী—

৫৪ পদাবলী

নরোত্তম

পুঁথিসংখ্যা ১৩০২ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৮"×৪½"।

পদসূচী, দোলযাত্রা,

১ সকল ভকত লৈয়া গোরা ফাগুয়া খেলায় (নরোত্তমদাস) ১ক]

৫৫ পদাবলী

রাধামোহন, গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩০৪ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১১"×৪½"।

পদসূচী, বাসকসজ্জা,

১ মন্দার ॥ সুরধনিতীরে তরুণ (রাধামোহন) ১ক]

২ বেলোয়ার ॥ কুবলয় নিল রতন দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ (গোবিন্দদাস) ১ক, খ]

৩ কামোদ ॥ বাসিত বারিক পূরিত তাম্বুল কুণ্ডমিত (গোবিন্দদাস) ১খ]

৫৬ পদাবলী

গোবিন্দদাস, নরোত্তম

পুঁথিসংখ্যা ১৪৬৮ ; পত্র ৪৮ ; খণ্ডিত ; আকার ১৫½"×৬"।

পদসূচী,

কলি কালিয় ভব খণ্ডন অবনি বিমণ্ডন…

১ দাক্ষিনায় ॥ চম্পক সোন কুসুম কনকাঞ্চল জিতল গৌরতনু লাবনি রে ॥১॥

২ সুহই ॥ কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি ॥২॥ ১খ]
৩ সিন্ধুড়া ॥ কলি তিমিরাকুল অখিল লোক ॥৩॥ ১খ, ২ক]
৪ বিভাস ॥ পুলক বলিত য়তি ॥৪॥
৫ কানড় ॥ নিরূপম হেমজোতি জিনি বরন ॥৫॥
৬ মাউর ॥ নিরদনয়নে নির ঘন সঞ্চরু পুলক মঙ্গল অবলম্ব ॥৬॥ ২ক]
৭ তুড়ি ॥ চিতচৌর গৌরঅঙ্গ রঙ্গে ফিরত ভকতবৃন্দসঙ্গ ॥৭॥ ২ক, খ]
৮ সুহই ॥ সহজই কাঞ্চন গোরা ॥৮॥
৯ তুড়ি ॥ দেখত বেকত গৌরচন্দ ॥৯॥ ২খ]
১০ সিন্ধুড়া ॥ পদতলে ভকত কলপতরু সঞ্চয় সিঞ্চিত প্রেমমকরন্দ ॥১০॥ ২খ, ৩ক]
১১ সিন্ধুড়া ॥ প্রেমে ঢর ঢর কনয়া কলেবর নটবর সে ভেল ভোর ॥১১॥
১২ গৌরি ॥ সামর গৌর গৌরিরসলালসে দিন রজনি নাহি জান ॥১২॥ ৩ক]
১৩ সুহই ॥ পতিত হেরি কান্দে স্থির নাহি বান্ধে ॥১৩॥ ৩ক, খ]
১৪ গান্ধার ॥ জাম্বুনদ তনু বদন অম্বুজে সঘন হরি হরি বোল ॥১৪॥
১৫ বসন্ত ॥ নিলাচলে কনকাঁচল গোরা ॥১৫॥

॥ অভিসেক ॥

১৬ গৌরি ॥ আজু সচিনন্দন লব অভিসেক ॥১৬॥ ৩খ]
১৭ মাউর ॥ সুরধনিতিরে রঙ্গে মহা বিহরহ সমবয় বালকসঙ্গ ॥১৭॥ ৩খ, ৪ক]
১৮ ধানসি ॥ অপরূপ হেমমনি ভাষ ॥১৮॥
১৯ শ্রীরাগ ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ॥১৯॥
২০ গান্ধার ॥ ভাবে ভরেল হেমতনু য়নুপাম রে ॥২০॥ ৪ক]
২১ বেলোয়ার ॥ ডগমগ লোচন কমল ॥২১॥ ৪ক, খ]
২২ শ্রীরাগ ॥ সুরধনিবারি ঝারি ভরি ঢারই পুন ভরি ভরি ॥২২॥
২৩ ভৈরবি ॥ অদ্বৈত ইস্বর হেমহ হিমগিরি ভুহুঁ তনু ॥২৩॥ ৪খ]
২৪ শ্রীরাগ ॥ অভিনব নিল জলদ তনু ঢল ঢল ॥২৪॥ ৪খ, ৫ক]
২৫ বেলোওার ॥ কুবলয় নিল রতন দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ জিনি ॥২৫॥
২৬ সিন্ধুড়া ॥ অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনি বরনা ॥২৬॥
২৭ বেলোয়ার ॥ অরুনিত চরনে বলিত মনিমঞ্জির ॥২৭॥ ৫ক, খ]
২৮ মাউর ॥ কুন্দন কুসম কোমল কাঁতি ॥২৮॥
২৯ কামোদ ॥ ও মুখমণ্ডল জিতি সরদ সুধাকর তনুরুচি তরুন তমাল ॥২৯॥

৩০ সারেঙ্গ ॥ মরকত মঞ্জু মকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরুলি বুজান ॥৩০॥ ৫খ]
৩১ তথা ॥ কুষুমিত কুঞ্জ কলপতরু কানন মনিময় মন্দির মাঝ ॥৮॥ ৫খ, ৬ক]
৩২ জতি শ্রী ॥ তনু ঘন গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন ॥১০॥
৩৩ সারঙ্গ ॥ স্যামরু অঙ্গ অনঙ্গতরঙ্গিম ললিত তৃভঙ্গিমধারি ॥১১॥
৩৪ শ্রীরাগ ॥ চাঁচর চিকুর চুড়ে বলিচন্দ্র ॥১২॥ ৬ক]
৩৫ মাউর ॥ কুবলয় কন্দল কুসুম কলেবর কালিম কাঁতি কলোল ॥১৩॥ ৬ক, খ]
৩৬ শ্রীকেদার ॥ বরন বারিদ বচন বন্ধুর বিযুরি বিলসিত বাস ॥১৪॥
৩৭ মাওর ॥ নিরদ নিল নয়ন নিন্দি ॥১৫॥ ৬খ]
৩৮ শ্রীরাগ ॥ মুখরিত মুরুলি মিলিত মুখ ॥১৬॥ ৬খ, ৭ক]
৩৯ কল্যান ॥ আয়ু বিপিনে আওত কান ॥১৭॥
৪০ সারঙ্গ ॥ কুন্দন কনক ললিত করকঙ্কন কালিন্দিকুলবেহারি ॥১৮॥ ৭ক, খ]
৪১ ধানসি ॥ মুদির মরকত মধুর মুরুতি মুগধি মোহন ছাঁন্দ ॥১৯॥
৪২ সুই ॥ স্যাম সুধাকর ভুবনমনোহর ॥২০॥
৪৩ মাউর ধানশ্রী ॥ একু অনেক একু পুন বাজসি ॥২১॥ ৭খ]
৪৪ শ্রীরাগ ॥ ধজ্ঞ বজ্রাঙ্কুস পদপঙ্কজকলিতং ॥২২॥ ৭খ, ৮ক]
৪৫ ধানশ্রী ॥ রাধারমন রমনিমোনমোহন ॥২৩॥
৪৬ শ্রীরাগ ॥ সুরপতি ধনুকী সিখণ্ডকচুড়ে ॥২৪॥ ৮ক]
৪৭ মল্লার ॥ কুটীল কুন্তল কুসুম কাছঁলি ॥২৫॥ ৮ক, খ]
৪৮ সুই রাগ ॥ জয় জয় জতুনন্দন কুলনিধিচন্দ্র ॥২৬॥ ৮খ]
৪৯ ধানসি ॥ নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ ॥২৭॥ ৮খ, ৯ক]
৫০ সারেঙ্গ ॥ ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন অভয়চরনারবিন্দু ॥২৮॥

॥ অথ গোষ্ঠ ॥

৫১ মাউর ॥ গোঠবিজই ব্রজরাজ কিসোর ॥২৯॥ ৯ক]
৫২ সারেঙ্গ ॥ গোঠে গোচারত গু[উ]ড় গোপাল ॥ ৯ক, খ]

॥ দক্ষিন উত্তর গোষ্ঠ ॥

৫৩ শ্রীরাগ ॥ গোখুরধুলি উছলি ভরু অম্বর ঘন হাম্বারব হৈ হৈ রাব ॥১॥
৫৪ ঘন ঘন সিঙ্গাবেনুরব যুনিএ উনমত ব্রজবধু ধায় ॥২॥ ৯খ, ১০ক]

॥ অথ কৃষ্ণস্য প্রিয়ানাং রূপং ॥

৫৫ দাক্ষিণা শ্রী ॥ কুঞ্চিতকেসিনি নিরুপমবেসিনি ॥১॥

৫৬ গৌরি ॥ মুরুতি শৃঙ্গারিনি রাসবিহারিনি ॥২॥
৫৭ তথা ॥ নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর লাবনি ॥৩॥ ১০ক, খ]
৫৮ সিন্ধুড়া ॥ সরদ সুধাকরমণ্ডল মণ্ডল খণ্ডন বদন বিকাস ॥৪॥
৫৯ জতিশ্রী ॥ আওএ কুসুমে বনি রাই রমনি ধনি ॥৫॥ ১০খ]
৬০ বেলোওার ॥ কুঞ্জ চরনযুগ জাবক রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন ॥৬॥ ১০খ, ১১ক]

॥ কৃষ্ণপৃয়ানাং পুর্ব্বরাগ ॥

৬১ বড়ারি ॥ নিসসি নেহারসি ফুটল কদম্ব ॥১॥
৬২ গান্ধার ॥ ঢল ঢল সজল জলদ তনু সোহন মোহন ॥২॥ ১১ক]
৬৩ বড়ারি ॥ মরকত দরপন বরন উজোর ॥৩॥ ১১ক, খ]
৬৪ শ্রীরাগ ॥ চুড়হিঁ উড়ে সিখি সিখণ্ডক মণ্ডিত মালতি মাল ॥৪॥
৬৫ তুড়ি ॥ সজল জলধর অঙ্গ মোনোহর ছটাএ চাহিল লহে ॥৫॥ ১১খ, ১২ক]
৬৬ শ্রীরাগ ॥ নিল রতন কিএ নব মেঘঘটা ॥৬॥
৬৭ সিন্ধুড়া ॥ মত্ত মউর সিখণ্ডক মণ্ডিত চুড়াএ মালতি মাল ॥৭॥ ১২ক]
৬৮ শ্রীরাগ ॥ কি রূপ দেখিনু কালিন্দিকুলে ছলিয়া নাগর কান ॥৮॥ ১২ক, খ]

॥ অথ কৃষ্ণস্য পুর্ব্বরাগ ॥

৬৯ গান্ধার ॥ কালিদমন দিন মাহ ॥১॥
৭০ বালা ধানশ্রী ॥ নিরমল বদন কমলবর মাধুরি হেরইতে ভৈ গেলু ॥২॥ ১২খ]
৭১ সহই ॥ রতনমন্দির মহা বৈঠলি সুন্দরি ॥৩॥
৭২ বরাড়ি ॥ কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল ঐছন বদন সুচারি ॥৪॥
৭৩ সুই ॥ হেরইতে হেরি না হেরি ॥৫॥ ১৩ক]
৭৪ বরাড়ি ॥ সহচরি মেলি চললী বররঙ্গিনি ॥৬॥
৭৫ গান্ধার ॥ রতন মন্দির ধনি লাবনি সায়নি ॥৭॥
৭৬ বরাড়ি ॥ জাহা জাহা নিকসই তনু তনুজোতি ॥৮॥ ১৩খ, ১৪ক]

॥ অথ কৃষ্ণপ্রিয়ানাং স্বয়ং[দৌ]ত্য ॥

৭৭ ধানশ্রী ॥ মুরুলি মিলিত অধর নবপল্লব ॥১॥
৭৮ বরাড়ি ॥ পতি রতি দুরমতি কুলবতি নারি ॥২॥ ১৪ক]
৭৯ ধানসি ॥ পাপি চকোর চান্দ বলি ধাওত মধুকর ॥৩॥ ১৪ক, খ]
৮০ সিন্ধুড়া ॥ মুখ দিজরাজ অলককুল সংযুত শ্রুতি ॥৪॥
৮১ সুই ॥ মঝু মুখ বিমল কমল ॥৫॥ ১৪খ]

৮২ বরাড়ি ॥ কাহাঁ কুমুদিনি কাঁহা উয়ল হিমকর ॥৭॥ ১৪খ, ১৫ক]

॥ অথ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং স্তুতি ॥

৮৩ কামোদ রাগ ॥ মনমথমকর ডরহিঁ ডরে কাতর মঝু মানস ॥১॥
৮৪ গৌরি নট ॥ কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি ॥২॥
৮৫ গান্ধার ॥ মদনকিরাত্ত কুসমসর দারুন ॥৩॥ ১৫ক]
৮৬ বরাড়ি ॥ মনমথমকর ডরহি ডরে কাতর ॥৪॥ ১৫ক, খ]
৮৭ সুহই ॥ সহজ অনঙ্গ ভুজঙ্গ মেদয়ল ॥৫॥
৮৮ গান্ধার ॥ কনকলতাএ কিএ বিকসল পদ্মঁমিনি ॥৬॥ ১৫খ, ১৬ক]

॥ অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ানাং আপ্তস্তুতি ॥

৮৯ জত্তি ॥ সুমইতে চমকই গৃহপতিরাব ॥১॥
৯০ শ্রীরাগ ॥ লোচনহিঁ স্যামরু বচনহুঁ স্যামরু ॥২॥ ১৬ক]
৯১ বিভাস ॥ তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দুর সঞে ॥৩॥ ১৬ক, খ]
৯২ সুহই ॥ কাঞ্চন গোরি ভোরি বৃন্দাবনে বিহরই সহচরি মেলি [॥৪॥]
৯৩ ধানসি ॥ রঙ্গিনি সঙ্গে তুঅ মনিমন্দিরে হেরইতে দস দিস রামা ॥৫॥ ১৬খ]
৯৪ গান্ধার ॥ আঁচরে মুখসসি গোই ॥৬॥ ১৬খ, ১৭ক]

॥ শ্রীকৃষ্ণস্য আপ্তস্তুতি ॥

৯৫ গান্ধার ॥ কাঞ্চন জোতি কুসমময় গোরি ॥৭॥
৯৬ তথা ॥ মঞ্জু বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে ॥৮॥ ১৭ক]
৯৭ সুহই ॥ গহন বিরহ দহন লাগি ॥৯॥ ১৭ক, খ]
৯৮ ধানসি ॥ রসবতি সরসে পরস মুখবঙ্কে ॥১০॥
৯৯ বরাড়ি ॥ চান্দ নিহারি চন্দনে তনু লেপই ॥১১॥ ১৭খ]
১০০ গান্ধার ॥ কিএ হিমকর কিএ নিঝরে ঝর ॥১২ ॥ ১৭খ, ১৮ক]
১০১ ধানসি ॥ কতএ কলাবতি যুবতি সুমুরুতি নিবসতি ॥১৩॥
১০২ সুহই ॥ জন্থু উরু উপর চিরদিন গিরিধর থির রহুঁ ॥১৪॥ ১৮ক]

॥ রূপোল্লাষ ॥

১০৩ কামদ ॥ ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে ॥১॥ ১৮ক, খ]
১০৪ কেদার ॥ মুখমণ্ডল কিএ সরদ সুধাকর ভালহিঁ অঠমিক চঁন্দ ॥২॥

১০৫ শ্রীরাগ ॥ সুন্দরি না কর রূপ পসাহন আন ॥৩॥ ১৮খ]
১০৬ শ্রীরাগ ॥ এ ধনি পদ্মিনি পড়ল অকাজ ॥৪॥ ১৮খ, ১৯ক]
১০৭ তথা ॥ তুয়া গুনে কুলবতি বরত সমাপন গুরু গৌরব ভয় ছোরি ॥৫॥

॥ অথ নব সম্ভোগ ॥

১০৮ জতি শ্রী ॥ ধরি সখি আচরে ভই উপচঙ্ক ॥৬॥ ১৯ক]
১০৯ বরাড়ি ॥ অভিনব গোরি বসতি পতিগেহ ॥৭॥ ১৯ক, খ]
১১০ বড়াড়ি ॥ সুরতিক আসে ধয়ল পহুঁ পানি ॥৮॥

॥ অথ সম্ভোগ ॥

১১১ শ্রী ॥ পেখহুঁ রে সখি জুগলকিসোর ॥৯॥ ১৯খ]
১১২ কেদার ॥ দরসনে নয়ন নয়ানসরে হানল ভুজে ভুজে ॥১০॥ ১৯খ, ২০ক]
১১৩ শ্রী ॥ পহিল সমাগম রাধা কান ॥১১॥
১১৪ কেদার ॥ সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি কনকলতা সম সাজ ॥১২॥
১১৫ তথা ॥ রতিরন রঙ্গভূমি বিরিন্দাবন বন ॥১৩॥ ২০ক]
১১৬ কামদ ॥ রাধামাধব নিকুঞ্জে পৈঠল ॥১৪॥ ২০ক, খ]

॥ অথ রাস ॥

১১৭ মাউর ॥ নবজৌবনি ধনি জগ জিনি লাবনি ॥১॥ ২০খ, ২১ক]
১১৮ কামোদ ॥ কাঞ্চনমনি গলে জনু নিরমায়ল ॥২॥
১১৯ বেলোওার ॥ বাজত ডম্ফ রবাব পাখা ॥৩॥ ২১ক]
১২০ কেদার ॥ কালিন্দিতির সুধির সমিরন কুন্দ কুমুদ ॥৪॥ ২১ক, খ]
১২১ মল্লার ॥ উ নবজলধর অঙ্গ ॥৫॥
১২২ ধানসি ॥ জলদহিঁ জলদ বিথুরি দিঠি তাপক মরকত কনয় কটোর ॥৬॥
১২৩ পটতাল ॥ কানড় ॥ সরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিন ভরল ॥৭॥ ২১খ, ২২ক]
১২৪ মল্লার ॥ বিপিনে মিলল গোপনারি হেরি হাসত ॥৮॥ ২২ক]
১২৫ তুড়ি ॥ অবনত আনন আচরে গোই ॥৯॥ ২২ক, খ]

॥ অথ রসালষ ॥

১২৬ বিভাষ ॥ রজনি উগারি নাগর নাগরি সুতি রহুঁ কিসলয় সেজে ॥১॥
১২৭ ললিত রাগ ॥ হিমকর মলিন লাল কান হাযই ॥২॥

১২৮ তথা ললিত রাগ ॥ কুসমিত কুঞ্জকুটীর মনমোহন (নরোত্তমদাস) ॥
১২৯ ললিত রাগ ॥ গগনহি মগন সগন রজনিকর ॥৩॥ ২২খ, ২৩ক]
১৩০ বেলোয়ার ॥ চললহি মন্দিরে নয়ল কিসোরি ॥৪॥
১৩১ স্যামগড়া ॥ রামকি নিল বসন কাহে পিন্ধ ॥৫॥ ২৩ক]

॥ অথ রসোদ্গার ॥

১৩২ বিভাষ ॥ চৌদিগে চকিত নয়ন ঘন হেরসি ॥১॥ ২৩ক, খ]
১৩৩ কামোদ ॥ বেহুক ফুক বুক মদনানলে ॥২॥
১৩৪ ধানশ্রী ॥ জাঁহার দরসনে তনু পুলকিলি ॥৩॥ ২৩খ]
১৩৫ গন্ধার ॥ দরসনে লোরে দুহুঁ দিঠি ঝাপ ॥৪॥ ২৩খ, ২৪ক]
১৩৬ ধানসি ॥ কুটীল কটাক্ষ বিসিখ ঘন বরিখনে ॥৫॥
১৩৭ তথা ॥ হৃদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমায়ল প্রেম পহরি ॥৬॥ ২৪ক]
১৩৮ তথা ॥ অবলা কি গুন জানি ধরে ॥৭॥ ২৪ক, খ]
১৩৯ তথা ॥ ঘন রসময় তনু অন্তর গহিন ॥৮॥
১৪০ কেদার ॥ যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চর ॥৯॥ ২৪খ]
১৪১ শ্রীরাগ ॥ জাকর ভ্রমর তিমির জনু তনুরুচি ॥১০॥ ২৪খ, ২৫ক]
১৪২ ধানশ্রী ॥ আধক আধ আধদিঠি অঞ্চলে ॥১১॥
১৪৩ তথা ॥ জব হরি পানি পরসে ঘন কাঁপসি ॥১২॥
১৪৪ ভূপালি ॥ কালি জবে পেখনু কালিম সাঁঝ ॥১৩॥ ২৫ক]
১৪৫ কেদার ॥ আদরে আগুসরি রাই হৃদয় ধরি জানু উপরে পুন রাখি ॥১৪॥

॥ অনুরাগ ॥

১৪৬ তুড়ী ॥ মুই জদি বলোঁ সই পাসরিব কান ॥১॥
১৪৭ সিন্ধুড়া ॥ সুনইতে অনুখন জছু নব নব গুন ॥২॥ ২৫খ]
১৪৮ গান্ধার ॥ নব নব গুনগন শ্রবন রসায়ন ॥৩॥
১৪৯ [সুহ ॥] সজনি অব কি করব উপদেস ॥৪॥
১৫০ গান্ধার ॥ সো কুলবতি অতি দুলহ গতাগতি ॥৫॥ ২৬ক]

॥ অথ দান ॥

১৫১ পাহিড়া ॥ চললি রাজপথে রাই সুনাগরি ॥১॥ ২৬ক, খ]
১৫২ গুঞ্জরি ॥ এই ত বৃন্দাবনপথে নিতি নিতি করি গতাগতি ॥২॥
১৫৩ শ্রীরাগ ॥ ত্রিভুবনবিজই মদন মহারাজ ॥৩॥ ২৬খ]

১৫৪ তথা রাগ ॥ সুন সুন সুজন কানাঞি তুমি সে ॥৪॥ ২৬খ, ২৭ক]

১৫৫ বড়ারি ॥ চিকুরে চোরায়সি চামরকাঁতি ॥৫॥

১৫৬ শ্রীগান্ধার ॥ কি করব গোরস দানে ॥৬॥ ২৭ক]

১৫৭ সারঙ্গ ॥ তোঁহারি হৃদয়ে বোল বদরিকাশ্রমে ॥৭॥ ২৭ক, খ]

॥ নৌকাখণ্ড ॥

১৫৮ ধানসি ॥ এ নব নাবিক শ্যামরচন্দ ॥১॥

১৫৯ ধানশ্রী ॥ জব লহ লহ হাঁসি মরমে মরমে পসি ॥২॥

১৬০ কামোদ ॥ বৃষভানুনন্দিনি নন্দনন্দন রতনমন্দির মাহ রে ॥১॥ ২৭খ, ২৮ক]

॥ ফাগুয়া ॥

১৬১ বসন্ত ॥ ঋতুপতি বিহরতি নাগর সাম ॥১॥

১৬২ তথা ॥ নটবরভঙ্গি রঙ্গে নাগর অভিনব নায়রি ॥২॥ ২৮ক]

॥ অথাভিসারোৎকণ্ঠা ॥

১৬৩ গান্ধার ॥ অম্বরে ডম্বরু করু নব মেহ ॥১॥

১৬৪ মন্দার ॥ কি করব মৃগমদলেপন তোর ॥২॥

১৬৫ সুই ॥ মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট ॥৩॥ ২৮খ]

১৬৬ ধানশ্রী ॥ কুলবতি কঠিন কপাট উদঘাটন ॥৪॥

১৬৭ কেদার ॥ কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল চিরহিঁ নুপুর ঝাপী ॥৫॥

॥ অথাভিসার ॥

১৬৮ কেদার ॥ মনিময় নুপুর জতনে আনি ধনি সো পহিরলি ॥৬॥ ২৯ক]

১৬৯ সিন্ধুড়া ॥ গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ ॥৭॥ ২৯ক, খ]

১৭০ কামোদ ॥ নিলম মৃগমদে তনু অনুরঞ্জলি ॥৮॥

॥ অভিসার ॥

১৭১ ধানসি ॥ কুন্দ কুসুমে ভরি কবরিক ভার ॥৯॥ ২৯খ]

১৭২ ভুপালি ॥ পোখলি রজনি পবন বহে মন্দ ॥১০॥ ২৯খ, ৩০ক]

॥ অভিসার ॥

১৭৩ বরাড়ি ॥ মাথহি তপন তপত পথ বালুক ॥১১॥

১৭৪ কামোদ ॥ সবহুঁ বধুজন চলু বৃন্দাবন গৌরি আরাধন লাগি ॥১২॥ ৩০ক]

১৭৫ ললিত ॥ হরি রহুঁ কাননে কামিনি লাগি ॥১৩॥ ৩০ক, খ]

১৭৬ শ্রীরাগ ॥ হিমঋতুজামিনি জামুনক তির ॥১৪॥
১৭৭ তথা ॥ গুরু দুরু বক্ষত উজোর বর চন্দ ॥১৫॥ ৩০খ]
১৭৮ কেদার ॥ ভিত চকিত ভুজগ হেরি জো ধনি চমকি ॥১৬॥ ৩০খ, ৩১ক]
১৭৯ গান্ধার ॥ জব ধনি ঘর সঞে ভেল বাহার ॥১৭॥
১৮০ ভুপালি ॥ অম্বরে ভরি নিজ নিরদ ঝাঁপি ॥১৮॥
১৮১ সুহই ॥ অজু কৈছে তেজলি গেহ ॥১৯॥ ৩১ক]
১৮২ সিন্ধুড়া ॥ গগনহি নিমগন দিনমনিকাঁতি ॥২০॥

॥ অথ বাসকসয্যা ॥

১৮৩ কামদ ॥ সাজল কুসুমসেজ পুন সাজই ॥১॥
১৮৪ ধানশ্রী ॥ বাসিত বারিক পুরিত তাম্বুল কুসুমিত মদন সয়ন ॥২॥ ৩১খ]
১৮৫ কেদার ॥ উজোর বাতি সেজ নব কিসলয়ে ॥৩॥ ৩১খ, ৩২ক]
১৮৬ গুঞ্জরি ॥ ঘন নীপ সমিপই সুনিএ সঙ্কেত মুরুলি নিসান ॥৪॥
১৮৭ জতি শ্রী ॥ হিমঋতু নিসি দিসি রহব ॥৫॥

॥ অথো উৎকণ্টা ॥

১৮৮ গান্ধার ॥ দেখ সখি অঠমিক রাতি ॥৩২ক]
১৮৯ তথা রাগ ॥ কামুক সন্দেস বেস বনিয়ায়লু সঙ্কেত কেলিনিকুঞ্জ ॥২॥ ৩২ক, খ]
১৯০ সোই রাগ ॥ মধুঋতুপতি রজনি উজোর নহি মকর মলয় সমিরন মন্দ ॥৩॥
১৯১ গুজ্জরি ॥ ভুজগে ভরল পথ কুলিসপাত সত কত ॥৪॥ ৩২খ]
১৯২ কপট কবন্ধ সোই নন্দনন্দন হামারি ॥৫॥ ৩২খ, ৩৩ক]
১৯৩ সোই রাগ ॥ তোঁহারি সম্বাদে জাগি মধুজামিনি ॥৬॥
১৯৪ গুর্জ্জর ॥ ঋতুপতিরাতি বিরহজরে জাগই ॥৭॥
১৯৫ সোই রাগ ॥ উজোর সসোধর দিপ উজারল মধুকর ॥৮॥ ৩৩ক]
১৯৬ গান্ধার ॥ কতহুঁ প্রেম ধনি হিয় মহা সাঁচি ॥৯॥ ৩৩ক, খ]
১৯৭ সুহই রাগ ॥ ঐছন কামুক সো রূপ গুন ॥১০॥

॥ অথ বিপ্রলব্ধা ॥

১৯৮ বিভাস ॥ জঙ্গমহিম লতাসম সো ধনি তুহুঁ ॥১॥
১৯৯ বিভাষ ॥ পন্থ নেহারি বারি ঝরুলো চলে ॥২॥
২০০ বরাড়ি ॥ চান্দনি রজনি উজাগরি নাগরি তোহারি ॥৩॥ ৩৩খ, ৩৪ক]
২০১ গুজ্জরি ॥ হরিনিনয়ানি তেজি নিজ মন্দির ॥৪॥

২০২ গান্ধার ॥ বিরহক বেদনে সো বরনারি ॥৫॥

২০৩ ধানসি রাগ ॥ ভানুকিরন জনু অঙ্গ না পরসই ॥৬॥

॥ অথ খণ্ডিতা ॥

২০৪ বিভাস রাগ ॥ আকুল চিকুর চুড়ে সিখিচন্দ্রক ॥১॥ ৩৪ক, খ]

২০৫ তথা রাগ ॥ সহজই গোরি রোখে তিনলোচন ॥২॥

২০৬ ভূপালি ॥ …রেখ হৃদয় তোহারি। অন্তর জলত হামারি ॥৩॥

২০৭ বামকীরি ॥ কাহাঁ নখচিহ্ন চিহ্নলি ॥৪॥ ৩৪খ]

২০৮ নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জিত নয়নহুঁ ॥৫॥ ৩৪খ, ৩৫ক]

২০৯ রামকেলি ॥ রতিরন পণ্ডিত বেস অখণ্ডিত ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ ॥৬॥

২১০ অম্বর অহু কিএ তিমির বিরাজ ॥৭॥ ৩৫ক]

২১১ ললিত রাগ ॥ এ ধনি কহ জিনি কানুক ॥৮॥ ৩৫ক, খ]

২১২ তথা রাগ ॥ জামিনি জাগি অলস দিঠিপঙ্কজ ॥৯॥

॥ অথ মানসিক্ষা ॥

২১৩ সোই রাগ ॥ তুর সঞে নয়নে নয়নে জানবি ॥১॥

২১৪ তথা রাগ ॥ বারত নয়নলোরে পরিপুরিত ॥২॥

॥ অথ মানভঞ্জন ॥

২১৫ বিভাশ রাগ ॥ নিজ তনু জারি দহনে সঞে ॥১॥ ৩৫খ, ৩৬ক]

২১৬ তথা রাগ ॥ সঙ্করবরতে আজু পরবেসলুঁ ॥২॥

॥ অথ মান ॥

২১৭ ভানুকিরন জনু অঙ্গে না পরসই অঙ্গন ॥১॥ ৩৬ক]

২১৮ ধানশ্রী ॥…কানু কহল কত মোহে ॥২॥ ৩৬ক, খ]

২১৯ মঙ্গল গুঞ্জরি ॥ পহুমিনি পুন পরবোধই তোই ॥৩॥

২২০ শ্রীরাগ ॥ বদন না কর মলিন ছান্দ ॥৪॥

॥ শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহ ॥

২২১ তেজহ দারুন মান মানিনি লাহ গাহ ॥১॥ ৩৬খ]

২২২ প্রেম আগুনি মনহি গুনি ॥২॥ ৩৬খ, ৩৭ক]

॥ অথ নিরহেতু মান ॥

২২৩ কাননকুঞ্জে কুসমসরে জর জর কানু হেরলি ॥৩॥

২২৪ তোহারি কেস কুসম তুল তাম্বুল ধরল ॥৪॥ ৩৭ক]

২২৫ রামকেলি ॥ কানু উপেখি রাই মহিনি ॥৫॥ ৩৭ক, খ]
২২৬ কত কত আদরে ধরি কন্ধ কোর ॥৬॥
২২৭ রসবতি রাই রসিকবর কান ॥৭॥ ৩৭খ]
২২৮ বরড়ি ॥ তুহুঁ বহুগরবিনি বাসক গেহ ॥৮॥ ৩৭খ, ৩৮ক]
২২৯ ধানসি ॥ মুঞি জানহু হরি রাইকে পরিহরি ॥৯॥
২৩০ গন্ধার ॥ আদর বাদর করি কত বরিখসি ॥১০॥
২৩১ তথা রাগ ॥ মধুর মুরলিসবদে করসি ॥১১॥ ৩৮ক, খ]

॥ অথ কলহন্তরিতা ॥

২৩২ রাই অনাদর হেরি রসিকবর ॥১॥
২৩৩ সুই রাগ ॥ আকুল প্রেম পহিলে নাহি হেরনু ॥২॥
২৩৪ ললিত রাগ ॥ কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই ॥৩॥ ৩৮খ]
২৩৫ ধানশি ॥ কহল মুখলঙ্গনে দোখলি কান ॥৪॥ ৩৮খ, ৩৯ক]
২৩৬ শ্রীরাগ ॥ সুনইতে কানু মুরলিরব মাধুরি ॥৫॥
২৩৭ সোই রাগ ॥ সো মুখচন্দ নয়নে নাহি হেরনুঁ অব নয়ন ॥৬॥ ৩৯ক]
২৩৮ সোই রাগ ॥ চরনো লাগি হরি হার পরায়ল জতনে ॥৭॥ ৩৯ক, খ]
২৩৯ ভূপালি ॥ গান্ধার ॥ সো বহুবল্লব সহজই ভোর ॥৮॥

॥ দূত্যুক্তি ॥

২৪০ সুন বহুবল্লব কান। ভালে তুহু চতুর সুজান ॥৯॥ ৩৯খ]
২৪১ সজলনয়নে রজনি জাগি ॥১০॥ ৩৯খ, ৪০ক]

॥ অথ প্রোসিতভত্তিকা ॥

২৪২ গান্ধার ॥ না জানিএ কোন মথুরা সঞে আয়ল ॥১॥
২৪৩ সুহই রাগ ॥ নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি ॥২॥
২৪৪ তথা রাগ ॥ তহুঁ প্রাতরেঁ চলব মথুরাপুর ॥৩॥ ৪০ক]
২৪৫ বরাড়ি ॥ জাহে লাগি গুরুগঞ্জনে মন রঞ্জিনু ॥৪॥ ৪০ক, খ]
২৪৬ শ্রীরাগ ॥ কালি হাম কুঞ্জে কানু জব ভেটব ॥৫॥ ৪০খ]

॥ অথ ভবনবিরহ ॥

২৪৭ সুই রাগ ॥ অথমিক জামিনিকান্ত ॥১॥
২৪৮ ধানসি রাগ ॥ হরি লহ নিরদয় রসময় দেহ ॥২॥ ৪১ক]
২৪৯ শ্রীগান্ধার ॥ কানু লহ নিরদয় চলব মথুরাপুর ॥৩॥ ৪১ক, খ]

২৫০ তথা রাগ ॥ শুনলহুঁ মাথুর চলব মুরারি ॥৪॥
২৫১ গান্ধার রাগ ॥ হৃদয় বিদারত মনমথ বাম ॥৫॥ ৪১খ]

॥ অথ মথুর ॥

২৫২ গান্ধার ॥ তুহু রহু নিকরুন ॥৬॥
২৫৩ বড়ারি ॥ অঙ্গে অনঙ্গজর মরমে বিসম সর ॥৭॥
২৫৪ গান্ধার ॥ নিসি দিসি জাগরি মধুপুর নাগরি ॥৮॥ ৪২ক]
২৫৫ তথা রাগ ॥ তুহুঁ বিছুরলি গোরি ॥৯॥ ৪২ক, খ]
২৫৬ ধানসি ॥ তোহারি বিছেদে ভরমে হাম ॥১০॥
২৫৭ বড়ারি ॥ করতলে চান্দবদন রহু থির ॥১১॥
২৫৮ তথা রাগ ॥ তুয়া পথ জোই রোই দিন জামিনি ১২॥ ৪২খ, ৪৩ক]
২৫৯ কেদার ॥ উয়ল নব নব মেহ ॥১৩॥
২৬০ গান্ধার ॥ এত দিনে গগনে অখিল ॥১৪॥
২৬১ সিন্ধুড়া ॥ নিরস সরসি ঝামরি বয়না ॥১৫॥ ৪৩ক]
২৬২ বরাড়ি ॥ অচপল চিত রতন তোহে সোপহুঁ ॥১৬॥ ৪৩ক, খ]
২৬৩ তথা ॥ রাধানাম আধ সুনিঞে ॥১৭॥
২৬৪ শ্রী গান্ধার ॥ জব তুহুঁ বাচাওলি নব নব ॥১৮॥
২৬৫ তথা রাগ ॥ জাহাঁ পহুঁ অরুন চরনে চলি জাত ॥১৯॥ ৪৩খ]
২৬৬ গান্ধার ॥ তরুন অরুন সিন্দুর বরন নিল গগন হেরি ॥২০॥
২৬৭ সিন্ধুড়া ॥ কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল সোকিল বৃন্দাবন ॥২১॥ ৪৪ক]
২৬৮ ধানসি ॥ ঘুমে আলাপসি কত পরবন্ধ ॥২২॥ ৪৪ক, খ]
২৬৯ সুই রাগ ॥ শুন শুন সামর চন্দ ॥২৩॥
২৭০ শ্রী গান্ধার ॥ ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহুঁ দুর ॥২৪॥ ৪৪খ]
২৭১ সিন্ধুড়া ॥ অতএ মধুঋতু মধুর জামিনি কামিনি ॥২৫॥ ৪৪খ, ৪৫ক]

॥ অথ বারমাসিয়া ॥

২৭২ আগন মাস রাসরসে সাগর নায়র ॥১॥ ৪৫ক, খ]

॥ অথ চিত্রগিত বিরহ ॥

২৭৩ সিন্ধুড়া ॥ কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখি ॥১॥
২৭৪ গুজ্জরি ॥ খিতিতলে সুতলি বালা ॥২॥
২৭৫ তথা গুর্জ্জরি রাগ ॥ গুরুজন গঞ্জন বোল ॥৩॥ ৪৫খ]

৫৭ পদামৃতসমুদ্র

রাধামোহন ঠাকুর

পুঁথিসংখ্যা ১০৫১ ; পত্র ৮১ ; খণ্ডিত ; আকার ১১½"×৫½"।

আরম্ভ,

[১খ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ অথ শ্রীপদামৃতসমুদ্র ॥

১ শ্রীযুতং জগদানন্দং বিধুং বন্দে মহাপ্রভু। তং চৈতন্যতনুং মূর্দ্ধ্না রাধিকাং কৃষ্ণ-বিগ্রহং ॥১॥ দয়োদ্ধৃত জগতজ্ঞানঃ স্ফুরদ মন্দ গৌরদ্যুতিঃ। স্বভক্ত নয়নোৎসব প্রবর ভক্তিদাতা প্রভুঃ ॥২॥ কলৌ কলিত বিগ্রহাকুল হৃদয়ভাবান্বিত। সনাতন-

তত্মুর্দ্দা জয়তি কোপিলোকাত্রয় ॥৩॥ পঙ্গুং ভ্রমতি ব্রহ্মাণ্ডং মূর্খো বেদার্থবিস্তবেৎ। কৃপালেশেন জন্যাহং বন্দে তং গুরুমীশ্বরং ॥৪॥ বন্দেহং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কং। পদ বেদার্থ বিস্তারে প্রবর্ত্তোহং কৃপাশয়া ॥৫॥ গুরো প্রকাশকং প্রাণকৃষ্ণাখ্যং সর্ব্ব-সিদ্ধিদং। প্রসাদা ভয়সংযুক্তং বন্দেহহংকরুণার্ণবং ॥৬॥ শ্রীগোবিন্দগীতং বন্দে বিদিতং লিখিলাখিলে। তৎপুত্রানন্ত সর্ব্বেষাং পাদপদ্ম মহার্নিশং ॥৭॥ শ্রীনিবাসাচার্য্যং-বরং সভক্তং সনরোত্তমং। রামচন্দ্রগোবিন্দাখ্য কবিন্দ্র মহমাশ্রয়ে ॥৮॥ শ্রীরূপ-সনাতনৌ বন্দে ভট্টযুগ্মং পুনঃপুনঃ। শ্রীজীবং রঘুনাথঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কং ॥৯॥ শ্রীচৈতন্যংমহং বন্দে সাবধৌতং প্রভুং বরং ।১খ] [২ক সাদ্বৈতং করুণাসিন্ধুং সগণং সস্বরূপকং ॥১০॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্র ললিতাদি সখীগণং বৃন্দাদেবীচ তৎস্থানং বন্দেতৎ-স্থানবাসিনং ॥১১॥ বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসৌ জয়দেব কবীশ্বরঃ। লীলাশুকং প্রেমযুক্তো রামানন্দস্য নন্দদঃ ॥১২॥ শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্রোহন্য সিদ্ধকৃষ্ণকবিলকঃ। পৃথিব্যাং ধন্য ধন্যার্ত্তি বর্ত্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ॥ এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকঃ। য়েষাং সংস্মৃতিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়তে ॥১৩॥ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদার্থংশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনঃ। সর্ব্বভাগবতান্বন্দে তৃণং দন্তে ধরাম্যহং ॥১৪॥ আচার্য্যপ্রভুবংশাংশ্চ বন্দে তে তৎ-কুলোদ্ভবঃ। কোপি দৃষ্ট পরিবারান্ তদেক গতমানসান্ ॥[১৫॥] ক্কাহং ধূলিসমঃ ক্কেদং স্পর্শনং রসবারিধেঃ। কিন্তু সম্ভাব্যতে তত্র মহদাজ্ঞাবরং বলং ॥১৬॥ আলোক্য গীতশাস্ত্রাণি সদ্ভক্তানাং কৃতান্নিত। সংগৃহ্যন্তে সুগীতানি বর্ণনং সানুসারত ॥১৭॥ পূর্ব্বোক্ত গীতকর্তৃণাং কদাচিৎ গানপোষকং। ন লভ্যতে সাত্রগীতং বিচিন্ত্য হৃদি তৎপদং ॥ দাস্যামি চরণং কৃত্বা তত্র তে ২ক] [২খ -সা কৃপাবলে। ক্ষম [ম]মপরাধং মে শ্রোতারোহদোষদর্শিনঃ ॥১৮॥ মৎকুলাসোধ্যানি গীতানি করুণার্ণবং। তদামন্নি ভবেদ্ব্যক্তা যুস্মাকমদয়ালুতা॥ পদামৃতসমুদ্রাখ্যাঃ সদ্ভক্তগীতসংগ্রহং। শ্রোত্রাণাং হৃদয়ানন্দং কুর্য্যাৎ তদনুভাবিত ॥১৯॥ জনোষনৌতি কাতরোহৃদয় দস্যুনমুচ্যতে। তবাপিবত জোষণা প্রবরকর্থ কুর্ব্বন্নহা॥ নিগৃহ্যতদিমং কৃপাপ্রবর লোকসজ্যো প্রভো। তথা কুরু য়থা ভগবদ্ভজন পদ্ম নিপ্রাণিমি ॥২০॥ লবাদ্ধমপিমানসং করুণ নৈব ভীতি ভজেৎ। কথং ভবতুপাষণা ভবন্ত মন্দভাগ্যস্য মে॥ তথা কুরু য়থা ভবশ্চরণপদ্ম সদ্বাসনাঃ ভবেদ নিসমত্রহি স্বগণ ভাগ্যসিদ্ধে প্রভো ॥২১॥ অমন্দ গরলাধিকং বিষয়পুঞ্জ মর্ত্যাশয়া সুখংবত ভবিষ্যতিত্যনিশমত্র মন্মানসং। ক্ষণং তব পদাম্বুজ স্মরতি নৈব পাপাশয়ং তথা কুরু জগদ্গুরো চরণপদ্মং লুব্ধং ভবেৎ ॥২২॥ অগণ্য কর পাপীনামপি গরিষ্ঠ পাপাত্মনঃ কুকর্ম্ম ভবেদোষত সমনদণ্ড পাত্রস্য মে। ত্বমেব করুণার্ণবেঃ শরণমাত্র সংসারিণঃ প্রকৃষ্ট করুণ প্রভো বিতর যাদবেন্দ্রপ্রিয় ॥২৩॥

প্রসাদ ময়ি পাময়ে স্বজন মূঢ় ২খ] [৩ক পাপাশয়ে সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ করুণ কর্ণধার প্রভো। সদেব পতিতং নিজ প্রবরদোষ সংঘৈরমুং জনং প্রিয় জনার্দ্দনশ্রিত পদাব্জনাবং তব ॥২৪॥ সন্তুষ্টমপি মাং জনং সুখয় ভক্তিবর্দ্ধং পর স্বকর্ম্মভবদৌ সতত্তুষিমত্র দুর্ব্বাসনং। ভবে ভবদুপাসনা ভবনভোগ্যদানাৎ প্রভো বদান্তবর সদগতে ব্রজবিনোদ ভক্তপ্রিয় ॥২৫॥ প্রভো নহি তবোজ্বল প্রমিতরঙ্গসীমামহং কদাপ্যগমমুৎপথ প্রসতিসীন পাটচ্চর। নম ভস্মদুর্ব্বর কৃত কুমতিরস্তি দেবা বনারমুকুরু জনং কৃপা প্রবল পাশ সংঘারতং ॥২৬॥ দয়া তব সুবিশ্রুতা পতিত-সংঘনিস্তারিণী জড়াচিত চিদময় প্রকর মুদ্ধহৃচ্ছোধনা। অতং প্রপতিতে ময়ি প্রবরদোষ মূঢ়ে জনে দয়াঙ্কুরু যথা প্রভো চরণপদ্ম ভক্তি ভবেৎ ॥২৭॥ ইদং হৃদয়বর্ত্তন প্রথিতমত্র পদ্যাষ্টকং গুরোশ্চরণমাধুরীশরণ বিক্রমোয়ঃ পঠেৎ। সতস্য করুণার্ণবকৃপণবৎসলোয়ৎ প্রভুঃ করোতি করুণাং বরাং কলিজগতাং বাধ্যস্তহি ॥২৮॥

২ ॥ মালব রাগে রূপক তালেন গীয়তে ॥

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১॥ধ্রু॥
ক্ষিতিরতি বিপুল তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ধরনিধরণ কিণ চক্র গরিষ্ঠে
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥২॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব ৩ক][৩খ লগ্না শশিনিকলঙ্ক কলেব নিমগ্না
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৩॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং দলিত হিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গং
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৪॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন পদনখনীরজনিত জনপাবন
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৫॥
ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগদপগত পাপং স্নপয়সি পয়সি শমিত ভব তাপং
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৬॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতি কমনীয়ং দশমুখমৌলি বলিং রমণীয়ং
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৭॥
রহসি বপুষি বিষদে বসনং জলদাভং হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভং
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৮॥
নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহশ্রুতিজাতং সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৯॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১০॥
শ্রীজয়দেব কবেরিদ মুদিত মুদারং শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥১১॥

৩ কেদার রাগ মণ্ডক তালো ॥ ইদং পদং সৌরভসেবিত পুষ্প ৩খ, ৪ক]
৪ ভৈরব ॥ অপঘন ঘটিত ঘুসৃণসার ৪ক]
৫ কেদার ॥ দামোদর রতিবর্দ্ধন বেশে ৪ক]
৬ মল্লার ॥ নিন্দিত শশধর নিরুপম নখরং (রাধামোহন) ৪ক, খ]
৭ গৌরী ॥ চম্পক সোন কুসুম কনকাচল (গোবিন্দদাস) ৪খ]
৮ মঙ্গল ॥ জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন (নয়নানন্দ) ৪খ, ৫ক]
৯ শ্রীবাসঅঙ্গনে বিবিধ বন্ধনে (বৃন্দাবনদাস) ৫ক]
১০ যথা রাগ ॥ বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে (বৃন্দাবনদাস) ৫ক, খ]
১১ সিন্ধুড়া ॥ গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার (গোবিন্দদাস) ৫খ]
১২ বিভাষ ॥ বন্দে বিশ্বম্ভরপদকমলং (রাধামোহন) ৫খ]
১৩ মণ্ডক তাল ॥ জয় জয় গৌরচন্দ্র দয়া কর মোরে (রাধামোহন) ৫খ, ৬ক]
১৪ বরাড়ি ॥ জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরভক্তবৃন্দ (রাধামোহন) ৬ক]
১৫ তোড়ি ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব অবতার সার (রাধামোহন) ৬ক]
১৬ খম্ভাবতি··· ॥ মধুকররঞ্জিত মালতিমণ্ডিত (রাধামোহন) ৬ক, খ]
১৭ নট ॥ মৃদুল মলয়জ পবন তরলিত (রামানন্দ) ৬খ]
১৮ ধানসী ॥ মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল (গোবিন্দদাস) ৬খ, ৭ক]
১৯ যথা ॥ মৃদুতর মারুত বন্দিব পল্লব (রামানন্দ রায়) ৭ক]
২০ সিন্ধুড়া ॥ অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন (গোবিন্দদাস) ৭ক]
২১ দশকোশী ॥ নিরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে (গোবিন্দদাস) ৭ক, খ]
২২ সুহই ॥ লাখ বাণ কাঞ্চন জিনি (গোবিন্দদাস) ৭খ]
২৩ কানড় ॥ পুন পুন গতাগতি কর ঘর পন্থ (রাধামোহন) ৭খ, ৮ক]
২৪ বেলোয়ার ॥ বরণি না হোয়ে রূপ বরণ চিকনিয়া (অনন্তদাস) ৮ক]
ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়ানাং পূর্ব্বরাগবোধক গীতানি ·· ৮ক, খ, ৯ক]
২৫ বরাড়ি ॥ নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব (গোবিন্দদাস) ৯ক]
২৬ যথা রাগ ॥ কি তুহুঁ ভাবসি রহসি একন্ত (রাধামোহন) ৯ক, খ]
২৭ ধানশী ॥ যো মেনে মনু মনু কি খেনে গৌরাঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৯খ]

২৮ শ্রীরাগ ॥ শচীর কোঙর গৌরাঙ্গসুন্দর (গোবিন্দদাস) ৯খ]
২৯ কানড় ॥ ঢর ঢর কাঁচা অঙ্গের লাবনি (গোবিন্দদাস) ৯খ, ১০ক]
৩০ শ্রীরাগ ॥ নীল রতন কিয়ে নবঘনঘটা (গোবিন্দদাস) ১০ক]
৩১ ধানসী ॥ মরকত রতন মুকুরবর লাবণি (যতুনন্দন) ১০ক, খ]
৩২ গান্ধার ॥ ইন্দীবরবর উদর সহোদর (যতুনন্দন) ১০খ]
৩৩ ধানসী ॥ চূড়হি চারু শিখণ্ডিত মণ্ডিত (গোবিন্দদাস) ১০খ]
৩৪ ধানশী ॥ মরকত দরপণ বরণ উজোর (গোবিন্দদাস) ১০খ, ১১ক]
৩৫ শ্রীগান্ধার ॥ ঢর ঢর সজল জলদ তনু সোহন (গোবিন্দদাস) ১১ক]
৩৬ ধানসী ॥ গোউরবরণ মণি অভরণ (বলরাম) ১১ক, খ]
৩৭ কামোদ ॥ কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন (রাধামোহন) ১১খ]
৩৮ সিন্ধুড়া ॥ কানড় কুসুম বন হেরি শচীনন্দন (রাধামোহন) ১১খ]
৩৯ ধানশী ॥ কাহে পুন গৌরকিশোর (রাধামোহন) ১২ক]
৪০ কেদার ॥ দেখ গৌরবর গুণধাম (রাধামোহন) ১২ক]
৪১ কর্ণাট ॥ আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজ পেখনু (রাধামোহন দাস) ১২খ]
৪২ শ্রীরাগ ॥ কাঞ্চন কমল নিন্দি সুন্দর মুখ (রাধামোহন) ১২খ]
৪৩ বরাড়ি ॥ লাখ বান হেম জিতি অপরূপ গৌরদ্যুতি (রাধামোহন) ১২খ, ১৩ক]
৪৪ মল্লার ॥ ভাবহি গদগদ কহত শচীসুত (রাধামোহন) ১৩ক]
৪৫ গুজ্জরী ॥ পুরুবহি শচীসুত ভাবহি উনমত (রাধামোহন) ১৩ক, খ]
৪৬ যথা রাগ ॥ য়ছু মুখলাবনি কত কুলকামিনী (রাধামোহন দাস) ১৩খ]
৪৭ কামোদ ॥ ও মুখমণ্ডল জিতি শরদ সুধাকর (গোবিন্দদাস) ১৩খ]
৪৮ বরাড়ি ॥ শুনইতে চমকই গৃহ পরিবার (গোবিন্দদাস) ১৩খ, ১৪ক]
৪৯ পাশ্চাত্য ধানশ্রী ॥ তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দুর সঞে (গোবিন্দদাস) ১৪ক]
৫০ পঠমঞ্জরী ॥ লোচনহুঁ শ্যামর বচনেহুঁ শ্যামর (গোবিন্দদাস) ১৪ক, খ]
৫১ গান্ধার ॥ সহজে মুনিক পুতলি গোরী (জ্ঞান) ১৪খ]
৫২ ধানসী ॥ থোরি বয়স ধনি ভাল মন্দ নাহি জানি(রাধামোহন) ১৪খ]
৫৩ যথা রাগ ॥ কাঞ্চন গৌরী ভোরি বৃন্দাবনে (গোবিন্দদাস) ১৪খ, ১৫ক]
৫৪ সুহই ॥ তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান (রাধামোহন) ১৫ক]
৫৫ বরাড়ি ॥ নিরমল কুল সীল কাঞ্চন গোরি (যতুনন্দন) ১৫ক, খ]
৫৬ মঙ্গল ॥ অদভুত রূপ দৈবে হেরি (রাধামোহন) ১৫খ]
৫৭ বরাড়ি ॥ মঝু হিয়া বিন্দসি করি তুহু রোষ (রাধামোহন) ১৫খ]

৫৮ শ্যামগুজ্জরী ॥ গোপকুমার সমাজমিমং সখী (রামানন্দ রায়) ১৫খ, ১৬ক]
৫৯ সুহই ॥ আচরে মুখশশি গোয় (গোবিন্দদাস) ১৬ক]
৬০ ধানশী ॥ অব তুয়া নয়ান মুরলী বিশে জারল (রাধামোহন দাস) ১৬ক, খ]
৬১ মল্লার ॥ রাইক রাগ কহলি বহু মোয় (রাধামোহন) ১৬খ]
৬২ পঠমঞ্জরী ॥ হামারি নিঠুর পন শুনইতে ইন্দুমুখী (রাধামোহন) ১৬খ]
৬৩ পঠমঞ্জরী। মিশ্রিত বরাড়ি ॥ বদন নিজ সখি হেরি (রাধামোহন) ১৬খ, ১৭ক]
৬৪ বরাড়ি ॥ মধুর মধুর তুয়া রূপ (গোবিন্দদাস) ১৭ক]
৬৫ ধানসী ॥ রাধানাম রসনদী বিহি নিরমান (রাধামোহন) ১৭ক, খ]
৬৬ মঙ্গল ॥ কানুক সঙ্কেতবচনে সুধামুখি (যদুনন্দন) ১৭খ]
৬৭ যথা রাগ ॥ শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ (বিদ্যাপতি) ১৭খ]
৬৮ মঙ্গল ॥ রাইক কুঞ্জগমন শুনি মাধব (রাধামোহন) ১৮ক]
৬৯ শ্রীগান্ধার ॥ থরহরি কাঁপয়ে গদগদ ভাষ (রাধামোহন দাস) ১৮ক]
৭০ ভূপালি ॥ পহিলহি রাধা মাধব মেলি (গোবিন্দদাস) ১৮ক, খ]
৭১ কেদার ॥ সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি (গোবিন্দদাস) ১৮খ]
৭২ ভূপালি ॥ সুরততেয়াসে ধয়ল পুন পাণি (গোবিন্দদাস) ১৮খ]

ইতি শ্রীপদামৃতসমুদ্রে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বর্ণনং ॥

অথো রসোদ্গার ॥ তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা ॥

৭৩ ললিত ॥ দেখ দেখ গৌর প্রেমরসধাম (রাধামোহন দাস) ১৯ক]
৭৪ কুহর ॥ জয় জয় গোকুলচন্দ্র (রাধামোহন দাস) ১৯ক]
৭৫ বিভাষ ॥ চৌদিশ চকিতনয়নে ঘন হেরসি (গোবিন্দদাস) ১৯ক, খ]
৭৬ সিন্ধুড়া ॥ যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু (গোবিন্দদাস) ১৯খ]
৭৭ তথা রাগ ॥ শুন সজনি কানু সে বরজভুজঙ্গ (গোবিন্দদাস) ১৯খ]
৭৮ সুহই ॥ কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি (গোবিন্দদাস) ২০ক]
৭৯ মঙ্গল ॥ দেখ সখি গৌর পরম অনুপাম (রাধামোহন দাস) ২০ক]
৮০ ধানসী ॥ অভিনব জলধর রুচির সুদেহ (রাধামোহন) ২০ক, খ]

॥ অথ শ্রীকৃষ্ণস্ত পূর্ব্বরাগ ॥

৮১ বালায়তি ॥ সখি রাধা নাম কি কহিলে (যদুনন্দন) ২০খ]
৮২ যথা রাগ ॥ রাধা নাম কি কহিলে আগে (রাধামোহন দাস) ২০খ]
৮৩ কদম্ব ॥ খেনে খেনে নয়নকোনে অনুসরই (বিদ্যাপতি) ২০খ, ২১ক]

৮৪ রঙ্গিনি ॥ শৈশব যৌবন দরশন ভেল (বিদ্যাপতি) ২১ক]
৮৫ যথা রাগ ॥ বালা না রহে গুরুজন মাঝে (বিদ্যাপতি) ২১ক]
৮৬ যথা রাগ ॥ রাধা বয়সি কহসি তুহুঁ থোর (রাধামোহন) ২১ক, খ]
৮৭ তথা রাগ ॥ দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন (বিদ্যাপতি) ২১খ]

॥ বয়সন্ধিবর্ণন ॥

৮৮ তথা রাগ ॥ নদীয়া নগরে ও না রূপ (বংশীবদন) ২১খ]
৮৯ জয়জয়ন্তি ॥ দেখ নটবর নাচে শচীর কোঙর হে (অজ্ঞাত) ২১খ, ২২ক]
৯০ যথা রাগ ॥ পৌগণ্ড বয়স শেষ গৌরাঙ্গ স্থন্দর (রাধামোহন) ২২ক]
৯১ জয় জয় গোকুলমঙ্গল শ্যাম (রাধামোহন) ২২ক]
৯২ নটবর ॥ চিকুর চামরি চামরচয় রুচি (রাধামোহন) ২২খ]
৯৩ শ্রীগান্ধার ॥ কালিদমন দিন মাহ (গোবিন্দদাস) ২২খ]
৯৪ তথা রাগ ॥ হেরইতে হেরি না হেরি (গোবিন্দদাস) ২২খ, ২৩ক]
৯৫ সহচরি মেলি চলই বররঙ্গিনী (গোবিন্দদাস) ২৩ক]
৯৬ বরাড়ি ॥ যাহাঁ যাহাঁ নিকসই তনু তনু জ্যোতি (গোবিন্দদাস) ২৩ক]
৯৭ পুরবী ॥ যাহাঁ যাহাঁ পদযুগ ধরই (বিদ্যাপতি) ২৩খ]
৯৮ শ্রী ॥ অপরূপ পেখলু রামা (বিদ্যাপতি) ২৩খ]
৯৯ যথা রাগ ॥ পেখনু অপরূপ রামা (বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস) ২৩খ, ২৪ক]
১০০ কামোদ ॥ রতন মঞ্জির ধনি লাবণি শাঙর (গোবিন্দদাস) ২৪ক]
১০১ গান্ধার ॥ কাঞ্চন কমল পবনে উলটাআল (গোবিন্দদাস) ২৪ক]
১০২ যথা রাগ ॥ নিরমল বদনকমলবর মাধুরী (গোবিন্দদাস) ২৪ক, খ]
১০৩ যব ধরি পেখনু সো মুখলাবনি (যদুনন্দন) ২৪খ]
১০৪ কল্যাণ ॥ মুরতি দামিনী দমন ধামিনী (অজ্ঞাত) ২৪খ, ২৫ক]
১০৫ পাহিড়া ॥ কি মধুর কি মধুর বয়স নব কৈশোর (হরেকৃষ্ণদাস) ২৫ক, খ]
১০৬ ধানসী ॥ নব কাম সুললিত দেহ অনুপম (রাধামোহন দাস) ২৫খ]
১০৭ মালসী ॥ জয় জয় বৃষভানুনন্দিনী (গোবিন্দদাস)২৫খ]
১০৮ নট রাগ ॥ বিদগদ শেখর ভুবন মনোহর (রাধামোহন) ২৫খ, ২৬ক]
১০৯ যথা রাগ ॥ এ ধনি কমলিনি শুন হিতবানী (বিদ্যাপতি) ২৬ক]
১১০ ভূপালি ॥ জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ (বিদ্যাপতি) ২৬ক]
১১১ যথা রাগ ॥ মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি (গোবিন্দদাস) ২৬ক, খ]

১১২ শ্রীরাগ ॥ কতএ কলাবতি যুবতি সুমুরুতি(গোবিন্দদাস) ২৬খ]
১১৩ ধানসী ॥ সুন্দরি রমণিজনম ধনি তোর (গোবিন্দদাস) ২৬খ, ২৭ক]
১১৪ শ্রীরাগ ॥ কিএ হিমকরকর কিএ নিঝর ঝর (গোবিন্দদাস) ২৭ক]
১১৫ ধানসী ॥ রসবতি সরস পরস সুখ রঙ্গে (গোবিন্দদাস) ২৭ক]
১১৬ অথ ॥ চম্পকদাম হেরি চিত অতি ঝম্পিত (গোবিন্দদাস) ২৭ক, খ]
১১৭ অথ রাগ ॥ সে জে নাগর গুণের ধাম (বড়ু চণ্ডিদাস) ২৭খ]
১১৮ অথ রাগ ॥ শুন শুন গুণবতি রাই (জ্ঞান) ২৭খ]
১১৯ সুহই ॥ ধনি ধনি গুণবতি রাধে (বিদ্যাপতি) ২৭খ, ২৮ক]
১২০ কাঞ্চনযুতি কমলময় গৌরি (গোবিন্দদাস) ২৮ক]
১২১ সুহই ॥ গহন বিরহ গহ লাগি (গোবিন্দদাস) ২৮ক]
১২২ অথ রাগ ॥ এ ধনি এ ধনি বচন শুন (চণ্ডীদাস) ২৮ক, খ]
১২৩ আজু এক অপরূপ শুনি নবদ্বীপে (রাধামোহন) ২৮খ]
১২৪ আকুল চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল (রাধামোহন) ২৮খ]
১২৫ যথা রাগ ॥ পরিহর এ সখি তোহে পরনাম (বিদ্যাপতি) ২৯ক]
১২৬ কানড় ॥ হাম শিখাঅব চরিত বিশেষ (বিদ্যাপতি) ২৯ক]
১২৭ শ্রীরাগ ॥ কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখসঙ্গ (বিদ্যাপতি) ২৯ক, খ]
১২৮ অথ রাগ ॥ নামহি জাকর মদনময় জগনারি (রাধামোহন দাস) ২৯খ]
১২৯ অথ ॥ সখিগণসঙ্গে চললু বররঙ্গিনী (রাধামোহন) ২৯খ, ৩০ক]
১৩০ যথা ॥ সকল সখীগণ পরবোধি কামিনী (অজ্ঞাত) ৩০ক]
১৩১ কামোদ ॥ বানি বিলাসিনী আকুল কান (অজ্ঞাত) ৩০ক]
১৩২ জতি শ্রী ॥ ধরি সখিআচরে ভই উপচঙ্ক (গোবিন্দদাস) ৩০ক, খ]

॥ রসোদগার ॥

১৩৩ বিভাষ ॥ হামে দরশাইতে কতহু বেশ করু (কবিশেখর) ৩০খ]
১৩৪ ধানসী ॥ করে কর ধরি য়ো কিছু কহল (বিদ্যাপতি) ৩০খ, ৩১ক]
১৩৫ কামোদ ॥ ব্রজ অভিসারিণী ভাব বিভাবিত (রাধামোহন) ৩১ক, খ]
১৩৬ কামোদ ॥ নন্দনন্দন চন্দ্রচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৩১খ]
১৩৭ ধানসী ॥ করিবর রাজহংস গতি গামিনী (অজ্ঞাত) ৩১খ, ৩২ক]
১৩৮ কামোদ ॥ দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই (রাধামোহন দাস) ৩২ক]
১৩৯ শ্রীরাগ ॥ নব অভিসারিণী কুঞ্জহি ভেটল (রাধামোহন দাস) ৩২ক, খ]

১৪০ ধানসী ॥ স্বং কুচবল্লিত মৌক্তিকমালা (সনাতন) ৩২খ]

১৪১ অথ রাগ ॥ কুন্দ কুসুমে ভরি কবরিক ভার (গোবিন্দদাস) ৩২খ]

১৪২ ভূপালি ॥ গুরু দুর বঞ্চউ উজোর চন্দ (গোবিন্দদাস) ৩২খ, ৩৩ক]

১৪৩ ষ্লতি রাগ ॥ হিমঋতুনিশি দিশি দিশি বহ বাত (গোবিন্দদাস) ৩৩ক]

১৪৪ ভূপালি ॥ পোখলি রজনি পবন বহ মন্দ (গোবিন্দদাস) ৩৩ক]

১৪৫ গুজ্জরী ॥ রতিসুখসারে গতমভিসারে (জয়দেব) ৩৩খ]

১৪৬ কামোদ ॥ নীলিম মৃগমদ তনু (গোবিন্দদাস) ৩৩খ, ৩৪ক]

১৪৭ বরাড়ি ॥ গুরুজন নয়ন [বিঘূর্ণদ] মন্দ (গোবিন্দদাস) ৩৪ক]

১৪৮ কেদার ॥ [ভীতচকীত] পুতলি হেরি (গোবিন্দদাস) ৩৪ক, খ]

১৪৯ বালা ধানসী ॥ অম্বরে [ডম্বর] ভরু নব মেহ (গোবিন্দদাস) ৩৪খ]

১৫০ মল্লার ॥ কি করব মৃগমদলেপন তোর (গোবিন্দদাস) ৩৪খ, ৩৫ক]

১৫১ ধানসী ॥ মন্দির বাহির কঠিন কপাট (গোবিন্দদাস) ৩৫ক]

১৫২ তথা রাগ ॥ কুলবতি কঠিন কপাট উদ্ঘাটলো (গোবিন্দদাস) ৩৫ক]

১৫৩ কামোদ ॥ মেঘযামিনি চলল কামিনী (গোবিন্দদাস) ৩৫খ]

১৫৪ কেদার ॥ মণিময় নূপুর যতনে আনি ধনি (গোবিন্দদাস) ৩৫খ]

১৫৫ কামোদ ॥ আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি (গোবিন্দদাস) ৩৫খ, ৩৬ক]

১৫৬ সুহই ॥ আজু কৈছনে তেজলি গেহ (গোবিন্দদাস) ৩৬ক]

১৫৭ শ্রীগান্ধার ॥ যব ধনি ঘর সঞে ভেল বাহার (গোবিন্দদাস) ৩৬ক, খ]

১৫৮ মল্লার ॥ সুরধনিতীর তরুণতর তরুতল (রাধামোহন) ৩৬খ]

১৫৯ বেলোয়ার ॥ কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন (গোবিন্দদাস) ৩৬খ, ৩৭ক]

১৬০ কল্যাণ ॥ কুসুমাবলিভিরু পুষ্ফ্‌ রুতল্পং (সনাতন) ৩৭ক]

১৬১ কামোদ ॥ বাসিত বারিক পূরিত তাম্বূল (গোবিন্দদাস) ৩৭ক]

১৬২ কেদার ॥ উজর রাতি সেজ নবকিশলয় (গোবিন্দদাস) ৩৭ক, খ]

১৬৩ কামোদ ॥ সাজল কুসুম সেজ পুন (গোবিন্দদাস) ৩৭খ]

১৬৪ গুজ্জরী ॥ পুন পুন নীপ সমীপহি শুনিএ (গোবিন্দদাস) ৩৭খ, ৩৮ক]

১৬৫ কেদার ॥ উজর শশোধর দীপ পজারল (গোবিন্দদাস) ৩৮ক]

১৬৬ পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং (জয়দেব) ৩৮ক]

১৬৭ কামোদ ॥ বাসক গেহ গমন শুনি শ্যামরু (রাধামোহন দাস) ॥১৭০॥৩৮ক, খ]

॥ অথোৎকণ্ঠিতা ॥

১৬৮ কেদার ॥ দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার (রাধামোহন) ৩৮ক]

১৬৯ বেলোয়ার ॥ অরুণিত চরণে বলিত মণিমঞ্জীর (গোবিন্দদাস) ৩৮খ, ৩৯ক]

১৭০ শ্রীরাগ ॥ কতহু প্রেমধন হিয়া মাহা সাচি (গোবিন্দদাস) ৩৯ক]

১৭১ গান্ধার ॥ দেখ সখি অটমিক রাত (গোবিন্দদাস) ৩৯ক, খ]

১৭২ মালব ॥ কথিত সময়েপি হরি রহ হনয় যৌবনং (জয়দেব কবি ভারতী) ৩৯খ]

১৭৩ কামোদ ॥ কাহুক সন্দেশে বেশ বনায়লেঁ। (গোবিন্দদাস) ৩৯খ, ৪০ক]

॥ অথ কালভেদোতকণ্ঠিতা ॥

১৭৪ কামোদ ॥ ভুজগে ভরল পথ কুলিশপাত শত (গোবিন্দদাস) ৪০ক]

১৭৫ গুজ্জরি ॥ ঋতুপতিরাতি বিরহজরে জাগরি (গোবিন্দদাস) ৪০ক, খ]

১৭৬ গান্ধার ॥ এ হরি সঙ্কেতকুঞ্জে কুসুম সব পুঞ্জে (যদুনন্দন) ৪০খ]

১৭৭ বালা দশকোশী ॥ সখীমুখে শুনইতে সুনয়ল দুখ (যদুনন্দন) ৪০খ]

॥ তত বিপ্রলব্ধা ॥

১৭৮ কেদার ॥ দেখ দেখ গৌরচন্দ্র অবতার (রাধামোহন) ৪১ক]

১৭৯ ধানসী ॥ কানড় কুসুম কোমল কাঁতি (গোবিন্দদাস) ৪১ক]

১৮০ গৌরী ॥ কোমল কুসুমাবলিব্ধত চ নয়নং (সনাতন) ৪১ক, খ]

১৮১ ধানসী ॥ পন্থ নেহারি বারিঝরু লোচন (গোবিন্দদাস) ৪১খ]

১৮২ কেদার ॥ হরিণনয়নী তেজি নিজ মন্দির (গোবিন্দদাস) ৪১খ]

১৮৩ ধানসী ॥ শুন মাধব বিদগদরাজ (নরোত্তমদাস) ৪১খ, ৪২ক]

১৮৪ তথা রাগ ॥ চলিলা নাগররাজ ধনি দেখিবারে (নরোত্তমদাস) ৪২ক]

॥ অথ খণ্ডিতা ॥

১৮৫ ভৈরব ॥ পশ্য শচীসুতমনুপমরূপং (রাধামোহন) ৪২ক]

১৮৬ শ্রীরাগ ॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং (গোবিন্দদাস) ৪২ক, খ]

॥ তত্র ধীরমধ্যা ॥

১৮৭ ললিত ॥ ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে (চণ্ডীদাস) ৪২খ]

১৮৮ রামকেরি ॥ কলধৌতকান্তি কলেবর গৌরী (রাধামোহন) ৪২খ]

১৮৯ বিভাষ ॥ আকুল চিকুর চারু শিখিচন্দ্রক (গোবিন্দদাস) ৪২খ, ৪৩ক]

১৯০ সুহই ॥ সহজই গোরি রোখ তিনলোচন (গোবিন্দদাস) ৪৩ক]

১৯১ বরাড়ি ॥ শঙ্করবরতে আজু পরবেশলো (গোবিন্দদাস) ৪৩ক, খ]

১৯২ গুজ্জরী ॥ কয়লি কঠিন মন কামরিপু কামহি (রাধামোহন) ৪৩খ]

১৯৩ গান্ধার ॥ আদরে বাদর করি কত বরিখসি (গোবিন্দদাস) ৪৩খ, ৪৪ক]

১৯৪ দহক ॥ সঙ্কেতকুঞ্জে ভরম ভয়ে জাগলুঁ (রাধামোহন) ৪৪ক]

১৯৫ সুহই ॥ নখ পদ হৃদয়ে তোহাঁরি (গোবিন্দদাস) ৪৪ক]

১৯৬ বিভাষ ॥ কাহাঁ নখচীন চিহ্নলি তুহু সুন্দরী (গোবিন্দদাস) ৪৪ক, খ]

১৯৭ সুহই ॥ মাধব কাহে কান্দায়সি হামে (রাধামোহন দাস) ৪৪খ]

১৯৮ ভৈরবী ॥ থার নয়নে ধনি তুয়া পথ হেরইতে (রাধামোহন) ৪৪খ, ৪৫ক]

১৯৯ সুহই ॥ যামিনি জাগি অলস দিঠিপঙ্কজে (গোবিন্দদাস) ৪৫ক]

২০০ ললিত ॥ কোপহৃদয়ে মঝু অঙ্গ না হেরসি (রাধামোহন) ৪৫ক]

২০১ ভৈরবী ॥ রজনিজনিত গুরু জাগর রাগকসাইত (শ্রীজয়দেব) ৪৫ক, খ]

॥ অথ কলহন্তরিতা ॥

২০২ বিভাষ ॥ মান বিরহ ভাবে প্রভু ভেল ভোর (রাধামোহন) ৪৫খ, ৪৬ক]

২০৩ মায়ুর ॥ মুখরিত মুরলী মিলিত মুখ মোদনে (গোবিন্দদাস) ৪৬ক]

২০৪ বরাড়ি ॥ চরণ নখ রমণিরঞ্জন চাঁদ (বিদ্যাপতি) ৪৬ক, খ]

২০৫ সুহই ॥ যাকর চরণনখরুচি হেরইতে (গোবিন্দদাস) ৪৬খ]

২০৬ তথা রাগ ॥ আধল প্রেম পহিলে নাহি হেরলু (গোবিন্দদাস) ৪৬খ]

২০৭ গান্ধার ॥ চরণে লাগি হরি হার পিন্ধাঅল (গোবিন্দদাস) ৪৬খ, ৪৭ক]

২০৮ সুহই ॥ সো মুখচন্দ্র নয়নে নাহি হেরলু (গোবিন্দদাস) ৪৭ক]

২০৯ সুহই ॥ কহল মখলজন দোখলি কান (গোবিন্দদাস) ৪৭ক]

২১০ তথা রাগ ॥ কুলাবতি কোই নয়নে জনি হেরই (গোবিন্দদাস) ৪৭খ]

২১১ শ্রীরাগ ॥ শুনইতে কানুমুরলীরব মাধুরী (গোবিন্দদাস) ৪৭খ]

২১২ ধানসী ॥ তিলে একু শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে (গোবিন্দদাস) ৪৭খ, ৪৮ক]

২১৩ বরাড়ি। পঠমঞ্জরী ॥ রাইক তাপ তপত তন শুনি সব (রাধামোহন) ৪৮ক]

২১৪ শ্রী গান্ধার ॥ সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর (গোবিন্দদাস) ৪৮খ]

২১৫ সুহই ॥ শুন বহুবল্লভ কান (গোবিন্দদাস) ৪৮খ]

২১৬ সুহই ॥ সজল নয়ানে রজনী জাগি (গোবিন্দদাস) ৪৮খ, ৪৯ক]

২১৭ ধানসী ॥ সখীক সম্বাদে লাজহি নাগর (রাধামোহন) ৪৯ক]

॥ পুনর্মান ॥

২১৮ দেশ বরাড়ি ॥ বদসি যদি কিঞ্চিদপি (জয়দেব কবি ভারতী) ৪৯ক, খ, ৫০ক]

২১৯ পঠমঞ্জরী ॥ দেখ রাধা মাধব প্রীতি (রাধামোহন) ৫০ক]

২২০ তথা রাগ ॥ দেখ রাধা মাধব ধারি (রাধামোহন) ৫০ক]
২২১ ধানসী ॥ রাইক মান বিরহে জানি সো সখি (গোবিন্দদাস) ৫০ক, খ]
২২২ ধানসী ॥ সো সখিবচনে নাগররাজ (গোবিন্দদাস) ৫০খ]
২২৩ কেদার ॥ তো বিনু সুখময় সেজ তেজিলুঁ (গোবিন্দদাস) ৫০খ, ৫১ক]
২২৪ গান্ধার ॥ তোহারি বিরহবেদন বাউর (বিদ্যাপতি) ৫১ক]
২২৫ কামোদ ॥ সো সব গঠন গুরুবর গুরুতর (চম্পতিপতি) ৫১ক]
২২৬ দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ ॥ অখিললোচন তমতাপবিমোচন (চম্পতিপতি) ৫১খ]
২২৭ কর্ণাট ॥ কি করবী জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠীক (চম্পতিপতি) ৫১খ, ৫২ক]
২২৮ ধানসী ॥ শুন মাধব রাধা সাধিনা ভেলা (বিদ্যাপতি) ৫২ক]
২২৯ তথা রাগ ॥ শুন সখি সো বচন অনুমান (জ্ঞানদাস) ৫২ক, খ]
২৩০ রামকেলি ॥ কানু উপেখি রাই মহি লেখই মানিনী (গোবিন্দদাস) ৫২খ]

॥ অথ প্রকারান্তরং ॥

২৩১ সুহই ॥ শুন ল রাজার ঝি (বড়ু চণ্ডিদাস) ৫২খ]
২৩২ ভৈরবী ॥ পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল (রামানন্দ রায়) ৫২খ, ৫৩ক]
২৩৩ ধানসী ॥ হৃদয়ক মান গোপসি তুহু গোরি (গোবিন্দদাস) ৫৩ক]
২৩৪ বরাড়ি ॥ ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ও সব জঞ্জাল (বংশীদাস) ৫৩ক]
২৩৫ নট রাগ ॥ শুন সুন্দরি আর কত মান বাঢ়ায়সী ভোর (রাধামোহন) ৫৩খ]
২৩৬ কামোদ ॥ প্রাণপ্রিয়া দুখ শুনিয়া শশিমুখি (গোবিন্দদাস) ৫৩খ]
২৩৭ সুহই ॥ মানিনি মিলনহি কুঞ্জক মাঝ (রাধামোহন) ৫৩খ, ৫৪ক]
২৩৮ শ্রী গান্ধার ॥ বদন না কর মলিন ছান্দ (অজ্ঞাত) ৫৪ক]
২৩৯ তথা রাগ ॥ দেখ সখি নাগর সুজান (গোবিন্দদাস) ৫৪ক]
২৪০ ধানসী ॥ বহুখনে পদতলে যব রহু কান (রাধামোহন) ৫৪ক, খ]
২৪১ দেশাগ রাগ ॥ মরকত মঞ্জুল কান্তি মনোহর (রাধামোহন) ৫৪খ]
২৪২ ভূপালি ॥ রসবতি রাধা রসময় কাহ্নু (গোবিন্দদাস) ৫৪খ]
২৪৩ কেদার ॥ ইহ মধুজামিনি মাহ (গোবিন্দদাস) ৫৫ক]
২৪৪ ঐসাল্য ভাটিয়ারি ॥ মো মেনে মৈছু মৈছু (গোবিন্দদাস) ৫৫ক]

॥ অথ সয়ংদৌত্য ॥

২৪৫ কামোদ ॥ দেখ দেখ গৌরচন্দ্রবর রঙ্গি (রাধামোহন দাস) ৫৫ক, খ]
২৪৬ বেলোয়ার ॥ অভিনব নীল জলদ তনু ঢরঢর (গোবিন্দদাস) ৫৫খ]

২৪৭ বেলোয়ার ॥ অতি অনুরাগে ভরল মনে উৎসুক (রাধামোহন দাস) ৫৫খ, ৫৬ক]

২৪৮ ধানসি ॥ মুরলী মিলিত অধর নবপল্লব (গোবিন্দদাস) ৫৬ক]

২৪৯ তথা রাগ ॥ রাগ তাল দুহু হৃদয়ে ধয়লি তহু (রাধামোহন) ৫৬ক, খ]

২৫০ বরাড়ি ॥ মনমথমকর তবহি ডর কাতর (গোবিন্দদাস) ৫৬খ]

২৫১ গান্ধার ॥ কনকলতা কিএ বিকসল পদুমিনী (গোবিন্দদাস) ৫৬খ]

২৫২ কেদার ॥ গিরিবর কুঞ্জে চললি দুহুঁ নিরজনে (রাধামোহন) ৫৬খ, ৫৭ক]

২৫৩ শ্রীরাগ ॥ সখি অনুমানে জানিয়ে কাজ (রাধামোহন) ৫৭ক]

২৫৪ দেশাগ রাগ ॥ রাধামাধব বৈঠলি সেজহিঁ (রাধামোহন দাস) ৫৭ক,খ]

২৫৫ বরাড়ি ॥ মঝু মুখ বিমল কমলবর পরিমল (গোবিন্দদাস) ৫৭খ]

২৫৬ ভূপালি ॥ পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারী (গোবিন্দদাস) ৫৭খ, ৫৮ক]

২৫৭ গান্ধার ॥ মদনকিরাত কুসুমসর দারুণ (গোবিন্দদাস) ৫৮ক]

২৫৮ ধানসী ॥ কাননকুসুম কাহে তোড়সি গোরি (গোবিন্দদাস) ৫৮ক, খ]

॥ অথ রাস ॥

২৫৯ কেদার ॥ দেখ দেখ গৌরবর রসরাজ (রাধামোহন) ৫৮খ]

২৬০ নট রাগ ॥ শ্যামর অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গিম (গোবিন্দদাস) ৫৮খ]

২৬১ বেলাবরি ॥ কুঞ্চিতকেশিনি নিরূপমবেশনি (গোবিন্দদাস) ৫৯ক]

২৬২ কানড় ॥ শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল (গোবিন্দদাস) ৫৯ক]

২৬৩ কেদার ॥ বলয়ানাং নূপুরানাং কিঙ্কিনী নাঞ্চয়োসিতাং (অজ্ঞাত) ৫৯খ]

২৬৪ তথা রাগ ॥ বাজে বাজে বলয়া (রাধামোহন) ৫৯খ]

২৬৫ তথা রাগ ॥ চৌদিগে চারু অঙ্গনা বেড়ি (রাধামোহন) ৫৯খ]

২৬৬ বিহাগড়া ॥ আগর তা তা দধি দম্বা উয়ারে (মাধব) ৫৯খ, ৬০ক]

২৬৭ ধানসী ॥ অঙ্গনা অঙ্গনা মন্তরী মাধবো মাধবং (মাধব) ৬০ক]

২৬৮ কামোদ ॥ কাঞ্চন মণিগণ জনু নিরমাওল (গোবিন্দদাস) ৬০ক, খ]

২৬৯ বেলোয়ার ॥ বাজত ডম্ফ ররাব পাখোয়াজ করতাল (গোবিন্দদাস) ৬০খ]

২৭০ কেদার ॥ [দেখবি] ইহ রাসসঙ্গ শ্যামসুখসাধিকা (রাধামোহন) ৬০খ, ৬১ক]

২৭১ কামোদ ॥ নিরুপম হেমজোতি জিতি বরণা (গোবিন্দদাস) ৬১ক]

২৭২ অথ রাগ ॥ নাচত গৌর রাস রস অন্তর (রাধামোহন) ৬১ক]

২৭৩ বেলোয়ার ॥ নীরদ নীল নয়ন নিন্দি (গোবিন্দদাস) ৬১ক, খ]

২৭৪ মাউর ॥ নবযৌবনি ধনি জগ জিনি লাবনি (গোবিন্দদাস) ৬১খ]

২৭৫ কেদার ॥ বৃন্দাবিপিনে বিহরই মাধবী (গোবিন্দদাস) ৬১খ]
২৭৬ কেদার ॥ কালিন্দীতীর ধীর সমীরণ কুন্দ কুমুদ (গোবিন্দদাস) ৬১খ, ৬২ক]
২৭৭ কানড় ॥ ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি (জ্ঞানদাস) ৬২ক]
২৭৮ কল্যাণ ॥ মন্দ পবন কুঞ্জভবন কুসুমগন্ধমাধুরী (জ্ঞানদাস) ৬২ক, খ]
২৭৯ কামোদ ॥ কদম্ব তরুর ডাল নামিয়াছে ভুমে ভাল (নরোত্তম) ৬২খ]
২৮০ মল্লার ॥ ও নবজলধর অঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৬২খ, ৬৩ক]
২৮১ ধানসী ॥ মঞ্জু পদ দংশল মদনভুজঙ্গ (গোবিন্দদাস) ৬৩ক]
২৮২ কামোদ ॥ রতিরস উচিত শয়নহি নাগর (রাধামোহন) ৬৩ক]
২৮৩ বেহাগড়া ॥ গৌরদেহ সুধারস সুবলী শ্যামসুন্দর (সিংহভূপতি) ৬৩খ]
২৮৪ ভুপালি ॥ বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল (বিদ্যাপতি) ৬৩খ]
২৮৫ দেশাগ ॥ সুন্দরি তিলে একু কর অবধান (রাধামোহন) ৬৩খ, ৬৪ক]
২৮৬ মল্লার ॥ রতি অবসানে বৈঠি শ্যামসুন্দর (রাধামোহন) ৬৪ক]
২৮৭ ললিত ॥ রাসজাগরণে নিকুঞ্জভবন আল্য (জগন্নাথদাস) ৬৪ক]
২৮৮ বিভাষ ॥ রজনি উজাগরি নাগর নাগরী (গোবিন্দদাস) ৬৪খ]
২৮৯ ললিত ॥ ধনি ধনি জাত ললিতা আলি (নরোত্তমদাস) ৬৪খ]
২৯০ বেলোয়ার ॥ চললহু মন্দিরে নওল কিশোরি (গোবিন্দদাস) ৬৪খ, ৬৫ক]

॥ অথ রসোদগার ॥

২৯১ কহুব ॥ কহ কহ সখি নিকুঞ্জমন্দিরে (বিদ্যাপতি) ৬৫ক]
২৯২ সুহই ॥ পিয়া সে পিরিতি জানে (রায় শেখর) ৬৫ক, খ]
২৯৩ কোউব ॥ অখিল ভুবন মাহা তুহু বরনারী (বিদ্যাপতি) ৬৫খ]
২৯৪ বিভাষ ॥ আজুক রজনি নিধুবনে আনি (রাধামোহন) ৬৫খ ৬৬ক]
২৯৫ যথা রাগ ॥ কি কহব রে সখি কেলিবিলাস (বিদ্যাপতি) ৬৬ক]
২৯৬ রামকেলি ॥ তড়িতলতাতলে জলদ সম্ভায়ল (বিদ্যাপতি) ৬৬ক, খ]
২৯৭ প্রাচীন সিন্ধুড়া ॥ কিবা সে কানুর প্রেম (জ্ঞানদাস) ৬৬খ]

॥ অনুরাগ ॥

২৯৮ বরাড়ি ॥ জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর (রাধামোহন) ৬৬খ, ৬৭ক]
২৯৯ সারঙ্গ ॥ সজনি অপরূপ গোকুলচাঁদ (রাধামোহন) ৬৭ক]
৩০০ সুহই ॥ তুমি কি না জান সই যত পরমাদ (জ্ঞানদাস) ৬৭ক]
৩০১ ভাট্টারি ॥ জিতে পাসরিতে নারি বন্ধুর পিরিতি (জ্ঞানদাস) ৬৭ক, খ]

॥ দানলীলা ॥

॥ অথ রূপোল্লাস ॥

৩২৯ ভাটিয়ারি। বরাড়ি ॥ এই মনে মনে দানি হইয়াছ (গোবিন্দদাস) ৭৩ক, খ]
৩৩০ ধানসী ॥ তোহারি হৃদয় বেনী বদরিকা আশ্রম (গোবিন্দদাস) ৭৩খ]
৩৩১ মায়ুর ॥ সখিগণ সমুহি কাতর কানু জব (রাধামোহন) ৭৩খ]
৩৩২ ধানসী ॥ পরশহি গদগদ নহি নহি বোল (রাধামোহন) ৭৪ক]

॥ অথ দিবাভিসার ॥

৩৩৩ সারঙ্গ ॥ লাখ বান হেম চম্পক জিনি গোরারূপ (রাধামোহন) ৭৪ক]
৩৩৪ সারঙ্গ ॥ ও মোর গৌরাঙ্গ পতিতপাবন অবতার (রাধামোহন) ৭৪ক, খ]
৩৩৫ ভূপালি ॥ রাধারমণ রমণিমনমোহন (গোবিন্দদাস) ৭৪খ]
৩৩৬ সারঙ্গ ॥ জয় জয় গোকুল মঙ্গলধাম (রাধামোহন) ৭৪খ, ৭৫ক]
৩৩৭ বরাড়ি ॥ নবীন কিশোর বয়স সুকোমল (যদুনন্দন দাস) ৭৫ক]
৩৩৮ সিন্ধুড়া ॥ গগনহি নিমগন দিনমণিকাঁতি (গোবিন্দদাস) ৭৫ক]
৩৩৯ সারঙ্গ ॥ ঝাপল দিনমনি পড়তহি নীর (রাধামোহন) ৭৫ক, খ]
৩৪০ ধানসী ॥ এ নব নাবিক শ্যামরু চন্দ (গোবিন্দদাস) ৭৫খ]
৩৪১ শ্রীরাগ ॥ জব লহু লহু হাসি মরমে মরমে পশি (গোবিন্দদাস) ৭৫খ]
৩৪২ ললিত ॥ হরি রহু কাননে কামিনী লাগি (গোবিন্দদাস) ৭৬ক]
৩৪৩ ধানসী ॥ সহজই শীত সময় অতি হীম (রাধামোহন) ৭৬ক]
৩৪৪ সুহই ॥ হিমঋতু দিনহি মিলন দুহুঁ কুঞ্জে (রাধামোহন) ৭৬ক, খ]
৩৪৫ বরাড়ি ॥ মাথহি তপন তপত পথ বালুক (গোবিন্দদাস) ৭৬খ]
৩৪৬ সুহই ॥ রাধা মাধব জব দুহুঁ মেলি (রাধামোহন) ৭৬খ]
৩৪৭ রামকিরি ॥ কি কহব রে সখি রাইক সোহাগ (গোবিন্দদাস) ৭৬খ, ৭৭ক]
৩৪৮ ধানসী ॥ জাতক সঙ্কেত আজু করিয়া হরি (রাধামোহন) ৭৭ক]
৩৪৯ বরাড়ি ॥ প্রাতর মিলনহি আনন্দ ভেলি (রাধামোহন) ৭৭ক]

॥ দিবা সম্ভোগ ॥

৩৫০ কামোদ। বরাড়ি ॥ সবহু বধূজন চলু বৃন্দাবন (গোবিন্দদাস) ৭৭খ]
৩৫১ সারঙ্গ ॥ সহচর সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন কত কত মত (রাধামোহন) ৭৭খ]
৩৫২ ধানসী ॥ দূরেহি দুহু হেরি দুহু পুলকাইত (রাধামোহন) ৭৭খ, ৭৮ক]
৩৫৩ সারঙ্গ ॥ ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরম্ভন (যদুনন্দন দাস) ৭৮ক]
৩৫৪ ধানসী ॥ বেলি অবসান বচন শুনি (যদুনন্দন দাস) ৭৮ক, খ]
৩৫৫ গৌরী ॥ বেলি অবসানে হেরি শচীনন্দন (রাধামোহন) ৭৮খ]

৩৫৬ সামতুড়ি ॥ মুদির মরকত মঞ্জু সুন্দর (রাধামোহন) ৭৮খ]

৩৫৭ গৌরী ॥ বিপিনবিহারি হারি বর মুকুলক (রাধামোহন) ৭৮খ, ৭৯ক]

॥ সুদূর প্রবাস ॥

৩৫৮ কামোদ ॥ সাঁজহি শচীসুত হেরিএ আনমত (রাধামোহন) ৭৯ক]

৩৫৯ যথা রাগ ॥ হের দেখ সাজহিঁ গৌরাঙ্গ বেয়াকুলি (রাধামোহন) ৭৯ক, খ]

৩৬০ জয়জয়ন্তি ॥ জয় জয় নন্দনন্দন চন্দ (রাধামোহন) ৭৯খ]

৩৬১ শ্রীগান্ধার ॥ না জানিএ কো মথুরা সঞে আঅল (গোবিন্দদাস) ৭৯খ, ৮০ক]

৩৬২ ধানসী ॥ ঝাপল উতপল লোরে নয়ান (গোবিন্দদাস) ৮০ক]

৩৬৩ [সু]হই ॥ নামহি অক্রূর কুর নাহি জা সম (গোবিন্দদাস) ৮০ক]

৩৬৪ বরাড়ি ॥ জাহে নাগরি গঞ্জনে মনুরঞ্জন (গোবিন্দদাস) ৮০ক, খ]

৩৬৫ দেশা ॥ কি করব কোথা জাব সোয়াথ না হয় (বিদ্যাপতি) ৮০খ]

৩৬৬ গান্ধার ॥ কামিনি করি কো বিধি নিরমাঅল (গোবিন্দদাস) ৮০খ, ৮১ক]

৩৬৭ ধানসী ॥ মরুছিত রাই হেরি সব সখিগণ (যদুনন্দনদাস) ৮১ক]

৩৬৮ শ্রীগান্ধার ॥ প্রাতরে তহু চলব মথুরাপুর (গোবিন্দদাস) ৮১ক, খ]

৩৬৯ ধানসী ॥ মাধব বিধুবদন (বিদ্যাপতি) ৮১খ]

॥ অথ ভবনবিরহ ॥

৩৭০ সুহই ॥ আজুক প্রাতর কান্দি শচীনন্দন (রাধামোহন) ৮১খ]

অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত।

৫৮ পীরমঙ্গল

হরেক্লেষ্ণ দাস চক্রবর্তী

পুঁথিসংখ্যা ১৩১২; পত্রসংখ্যা ৮; খণ্ডিত; আকার ৮½"×৪½"। দগ্ধাবশিষ্ট প্রতিলিপি হইতে শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত (বাঁকুড়া) কর্তৃক অনুলিখিত।

[১খ ... সিদ।

প্রনমিব প্রথমে পুরুস পুরাতন হেরম্ব হরজ হৈমবতির নন্দন।

বন্দিব বিরিঞ্চি ... ব ভক্তিভাবে।

বন্দিব গোরাঙ্গ গোপ গোপী গোবর্দ্ধন ব্রজবাসিবৃন্দকে বন্দিব বৃন্দাবন।

প্রণ ... হার জঠোরে জন্মি দেখিনু জগতে।

পদ্মাবতি স্বরস্বতি বহু স্তুতি করি দণ্ডবত তুহে জার প্রেমে ... ।

... মুক্তিপ্রদাইনী বন্দ পাদপদ্ম তাঁর স্কন্ধ করি মানি।

মৎস বন্দ্য বরাহ বামন তিন রাম ... ।
.. বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র জোড় করি পাণি লক্ষণ সহিত বন্দ সিতা ঠাকুরানি।
লব কুস ... ... সুন্যাছ পুরাণে।
বন্দিব বাল্মিক বেদব্যাস দুই জনে জাহার কবিত্ত লোক ... ।
... ... মঙ্গল শুনিলা সে জন অন্তি।
পিরের মঙ্গল শুন আনন্দিতমনে বদন ভরিয়া ... ।
... ... ॥

[২ক ... ...
... ভিকার ঘর বিষ্ণুসর্মা তপোধন
কৃষ্ণে অনুগত অনন্ত ভকত সুদামা সম লক্ষণ ।
... দারিদ্র বয়সে রমনী পুরুসে দুহে দুহ কলেবর।
এইরূপে দিন করেন জাপন সদত সেবএ হরি।
... ... রূপে করুণা করি।
দৈবে একদিন নাগরিক জন মায়াতে কৈল নির্দ্দয়
দ্বিজ বিড়ম্বিয়া ভকতি ... ।
... নগর দ্বিজ ঘরে ঘর ভিক্ষা করে হেন কালে
হইয়া নিষ্টুর কেহ বলে দুর কেহ কোপে কটু বলে।
.. প্রসব্যাছে ঘরে দ্বারা ।
নিত্য দিজবর আস্ত বারবার ধারি তোর ধারপারা।
দেখি দুষ্ট লোক ... ।
...[কৃ]ষ্ণ পদদ্বন্দ্ব ভাবিয়া স্বছন্দ হরেকৃষ্ণ বিরচন ॥২॥

এইরূপে নিবর্ত্ত হইয়া তপোধন কোথা না পাএা ভিক্ষা ভা ... ।
... বটের তলে এত দুখ পাই আমী কোন পাপ ফলে।
নানা উপভোগ লোক করএ বিলাপ মাগিলে না মি ... ।
... রি আছে উপবাসি কেহো বন্ধু নাই দুখ নিবারিব আসি।
... ইহকালে খিতিতলে জনম বিফল।
[২খ ... ... করি উপসম প্রাণ ত্যাগ হেতু দ্বিজ করিল উত্তম।
দিনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপা কর সোকে আয়সমে ... ।
... পির অন্তি হয়্যা কৃপাবান আচম্বিতে বর দিল করিল পয়ান ।

বিপ্রের বিপদ বিষ্ণু বুঝিয়া ধিয়ানে … … ।
জানাইতে জগতে হৈল জবনস্বরির কলিকালে কেরামত করিতে জাহির।
সিরে সোভে সাদা পাগ … কিল গায় আচ্ছাদিত।
ছাগলথালের থলি করি বামকক্ষে দিব্য সিনি মনিমালা জপে করদ …।
… নর জিঞ্জির এইরূপে গমন করিল সত্যাপির।
বিস্বনাথ বিপ্রের বিস্বাষ বুঝিবারে কাছে আ … ।
… পায়্যা স্তব্ধ হয়্যা চাহে চতুর্দ্দিগে দণ্ডপাণি দস্তগির দাণ্ডাল্যা সমুখে।
খোদা বলি খানা খেলা … পাকে।
সহর ফিরিয়া কর্ত্তেক না পাইয়া দানা অতএব প্রাণত্যাগে কর্য়াছি বাসনা।
… … করিবে আদর।
বুঝা কায়াবাত তে কহে পেগাম্বর তুঝে ধরমী দেখে আর … ।
… … ।
[৩ক … … ।
… ধর্ম্মদৃষ্টী নাঞি স্রষ্টী নষ্ট হৈল সব।
অতএব হয়্যা দেব হয়্যাছি ফকির … ।
দ্বিজ … … বিশ্বাস ইহকালে সম্পদন্তে বৈকুণ্ঠেতে বাস।
দ্বিজ বলে জদি দেব দৈবকীনন্দন দয়া করি নিজ … … ।
… … নিজ দাস তবে ত পূজাবিধি করিব প্রকাশ।
ভকতবৎসল বুঝি ভকতের পন নিজমূর্ত্তি দেখাবা··· … ।
… … ধরে অনাআশে হরেকৃষ্ণ বলে কৃপা কর কালীদাসে।
পীরের কৃপায় সভে আনন্দ হইয়া হরি হরি বল বন্ধু বদ[ন ভরিয়া]॥

স··· ব্রাহ্মনে সদয় হৈল পীর নিজমূর্ত্তি পির কৈল জাহির।
সঙ্খগদাপদ্মকরাঙ্গধারি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইলা হরি বিধি অগোচর··· ।
… দ্বিজের ভাগ্যের নাহি অবধি জেরূপে বাঞ্ছএ গিরিষ বিধি।
হেনরূপ দ্বিজ দেখেন নয়ানে আপন জনম সফল মানে।
… … … ···কমলে।
পুলকপুরিত নয়ান নির ব্রাহ্মনে উত্থান করিল পির।
সম্মুখে রহিল যুড়িয়া পানি হুকুম হৈল করিতে সিরিণি।
… … … … মার।

দ্বিজ বলে দয়া করিলে জদি কিরূপে করিব সিরিনি বিধি।
কহিবে বিশেষ কি আওজনে বিবরিয়া পির কহে ব্রাহ্মনে।
... ... [৩খ ... পির।
পুজা করি ঘটে পঞ্চদেবতা সুয়া সুয়া দব্য রাখিবে তথা।
বিসর্জ্জন পুজা সেসেতে দিয়া প্রনমিবে পিরে প্রসাদ...।
... ... নে হইলা অন্তধ্যান।
বিশ্রয় ব্রাহ্মন না দেখি পিরে উদ্দেশে প্রণমি চলিলা ঘরে।
কিনিল সিরিণি কোন প্রকারে আমন্ত্রিত লোকে... ।
... ... হ্মন আরম্ভিলা দ্বিজ পীর পুজন ।
ভাবিয়া পিরের চরণদ্বন্দ বিরোচিলা হরেকৃষ্ণ সুছন্দ ॥৪॥

॥ মঙ্গলরাগ ॥

... ... বসিলা আসনে।
কাণ্ড আরোপন ঘটে আরোহন পুজিল দেব গজাননে।
সবিতা বিষ্ণু শিবে পার্ব্বতি গ্রহদেবে পুজিল... ।
... ...।
... ... অনুচরে পুজিলা দ্বিজ সুর্দ্ধমতি।
সিরিনি জথাবিধি লইয়া আটা দধি পুজেন সত্য নারাঅন।
ষোড়শোপচারে পুজি... ... ... ।
... মর্পন করিআ ব্রাহ্মন করে করে কুরনিষ।
হুকুম অনুসারে সিরিনি দিলা পিরে পিরের পরম হরিষ।
পুজিতে দস্তগিরে... ... ।
......সকল পিরের মঙ্গল হুকুমে হরেকৃষ্ণ গান ॥৫॥

বিসর্জ্জন দিয়া ঘটে করিল প্রনতি প্রসাদ... ...।
... ... প্রসাদ লইয়া কেন হইব জবন।
হজরাত হুকুম হইল হিন্দুজনে কেরামত বিনে কন্ধ করিব কেমনে।
... ... ।
[৪ক... ... মহাসুখি...আনন্দে ... ।
নিবত্ত হইল সিখি দেখি দ্বিজবর ঘর হৈতে... ।

...: ... ধাম দ্বিজ মহাসয়।
দেখি আগু হইয়া কাতর সর্ব্বজন হয়্যা হ্রাস পায়্যা ত্রাস করএ বন্দন।
... ... পায়্যা ভক্তি বিভু··· ।
স্তুতিবানি দ্বিজ শুনি কহে সভাকারে ঘরে জায়্যা সিন্নি দিয়া পুজ দস্তগিরে।
চমকিত ... ... ইল জিবন ··· ।
পিরআজ্ঞা বিশ্বকর্ম্মা পায়্যা সিগ্রগতি ততক্ষণে ব্রাহ্মণের রচিল বশতি।
নিকেতন ধন পুন পাইলে··· ··· ।
···চন্দ্র পদর্দ্ধন্দ মনে করি আস বিরচিল দ্বিজকুল হরেকৃষ্ণদাস ॥৬॥
বিষ্ণুসর্ম্মা উপাক্ষান হৈল সমাপন··· ··· ।

···খে জায় পথে কাঠুড়িয়াগন কাননে কাটিতে কাষ্ট করিল গমন ।
পথশ্রান্ত তৃষাকায় জত কাঠুড়িয়া জল খাইতে জা···
··· ···খায়্যা সর্ব্বজন।
তরি [বহু] দেখিয়া তবে জিজ্ঞাসে কারণ করপুটে কাঠুড়িয়া করে নিবেদন।
বল বিপ্র বৈভব বাড়াল্য কে··· সতপিরে সিন্নি দিতে সম্পদ প্রচুর।
সত্যবানি সভে স্তুনি জত কাঠুড়িয়া গহনে গেলেন পিরে সিরিনি মানিয়া।
··· ··· হরির হুকুমে হৈল সমিন্দ চন্দন।
বিচ্যা কাষ্ঠ হৈয়্যা হৃিষ্ট পায়্যা কত ধন জানিল প্রত্যক্ষ বড় সত্যনারায়ণ।৪ক]
[৪খ··· ··· টে হরসিতে সিন্নি কিনে ত্ত্বরা পরে ··· ।
ঘরে আস্যা সভে বস্যা পুজে সত্যপিরে সিন্নিতে সভেই তুষ্ট কৈল দস্তগিরে।
··· ··· পরিপুর্ন্ন পরম সম্পদ ··· ।
কাষ্ঠবিত্তি গেল কিত্তি হইল অনেক দেখ্যা স্যুন্যা সিন্নি দিল গ্রামস্থ জতেক।
সিরিনিতে সভা··· ··· উপাক্ষান ··· ॥৭॥

সাধু সদানন্দ সত্যসিবপরাঅন কাষ্ঠ কিনিবারে তিহঁ করিলা গমন।
কাঠুড়িয়া··· ··· খিয়া লাগে ধন্দ।
জত্ন করি জিজ্ঞাসিল জানিবারে তর্ত্ত সাধুরে স্যুনাল্য সব সিরিনী মহর্ত্ত।
কন্যা পুত্র মোর সত্যপির··· ··· ।
সত্যপিরে সিরিনি মানিয়া সদাকর নিজকার্য্য নিযুক্ত করিয়া গেল ঘর।
দেখিতে দেখিতে দিন গেল দস বিস জন্মিল জায়ার··· ··· ।

…কালে প্রসবিল স্তুভক্ষনে সদাকর স্তুতারে দেখিল।
আনিলেন আয়্যগনে আমন্ত্রন দিয়া কন্যা কুলাচার কর্ম্ম করে মন…।
…লিলারসে বাড়য়ে অবলা।
চন্দ্রাবলি পানে চায়্যা চিন্তে সদাকর জগতে জানিঞা জজ্ঞ আনিলেন বর।
স্তুভক্ষনে… ।
স্নেহ করি জামাতারে রাখে নিজ ঘরে যুমরাজ সাস্ত্র জানাইল জামাতারে।
পড়ায়্যা স্তুন্যয়্যা তারে …
… …
[৫ক … নৃপ সম্ভাসিতে সাধু চলে ধিরে ধিরে উপনীত হৈল গিয়া নৃপতির দ্বারে।
… … ।
… সভা কর্‌্যা নরপতি বসিয়া আসনে পাত্রমিত্র জোড়হাথে তার সন্নিধানে।
তারাগন মধ্যে জেন সাজে …
… হুযুরে সাধু হৈল উপনিতি ভেটদব্য দিয়া ভব্য করিল প্রণতি।
সদাকরে সমাদরে জিজ্ঞাসে ভূপতি কহে তর্ত্ত পরিবর্ত্ত… ।
… সিরভূসা দিয়া বাসা করিল বিদায়।
দুই জন ভোজন করিল অন্ননির জলজানে সঅনে রহিল গুনধির।
সাধুর সন্তোশ … অবসেষে।
অহঙ্কার ছারখার করিব সাধুর চোর ছলে বন্দিসালে গর্ব্ব করিব চুর।
এত বলি চেলাগণে দিল অনুমতি রাজ… … ।
…গণ পিরআজ্ঞা পায়্যা নৃপধন তরনিতে রাখিল পুরিয়া।
ধনে পূর্ণ ডিঙ্গা দেখি পিরের আনন্দ হরেকৃষ্ণ চক্রবত্তি রচিল স্তুছন্দ॥

… প্রভাত উঠিলেন নরপতি ভাবি বিশ্রনাথ।
আপন ভূবনে রাজা ধন না দেখিয়া বিস্মিত হইল রাজা বৈশে [বার] দিয়া।
কোটাল বলি … করিল প্রনতি।
কোপে কম্পবান নৃপ লোহিত লোচন নিষাচরে নরপতি করএ তর্জ্জন।
আমার ভাণ্ডারে চোর টুট্যা নিল ধন আজি… ।
…তোরে সমুল সহিত এত বাক্য স্তুনিয়া কোটাল চমকিত।
জোড়হাথে বলে কোটাল আজ্ঞা কর তুমী ধনের সহিত চোর আন্যা দি[ব আমি]।
[৫খ … নিসাচর একে একে খুজে চোরে সকল নগর।

অবসেসে নদিতিরে আসিয়া কোটাল সাধুর ডিঙ্গাতে দেখে নৃপতির চাল।
··· স্কারে বলে কটালিয়া··· ··· ।
সাধুবেসে দেষে দেষে রঙ্গে নঞা তরি ভাণ্ডাইয়া ভুবনে ভাণ্ডারে কর চুরি ।
নিসাচরে সকাতরে বলে··· ··· নন্দ।
সহসা করিয়া যুক্তি রঞ্জনিরাজন সশুর জামাতা দুহে করিল বন্ধন।
অবিলম্বে দুত সর্ব্বে নঞা গেল চোরে নৃপ ··· ।
···চৌর ··নৃপবর হাসে মনে মনে আজ্ঞা করে কাট চোরে লইয়া মশানে।
সদাকর সমাদরে বলে মহারাজে হুকুমের··· ··· ।
বিনয় বচন সাধু বলে নৃপবরে কোপ দুর করি কৃপা করিবে নফরে।
সুধন্ন্য ধার্ম্মিক বির তুমি ধরাপতি অবিচারে··· ··· ।
··· ··· বুঝা নাঞি জায় কর মোর পিড়া জদি পড়ি পরিক্ষায়।
সাধুবাক্য সুনি সভাসদ নৃপে কয় হটাৎ সাধুর নাষ সমুচিত ··· ।
··· জা হয় উচিত কর্য্য সেষে বুঝা গেলে।
সাধুর বন্ধনে নৃপ দিলা অনুমতি দুই পুয়া চাল তারে দিল দিন প্রতি।
দৈবে ··· ··· ।
জখন জঠোরজালা জম্মে সদানন্দে নিবিড় করিয়া চিত্র অল্পএ গোবিন্দে।
কি করিলে দয়া ··· ··· ।
··· কে বন্দি জাব কার ঠাঞি তোমা বিনে তরাত্যে তারিতে কেহ নাঞি।

···

[৬ক···আজ্ঞা পায়্যা তরনি বাহিয়া চলিল পবনবেগে
মায়া করি পির হইয়া ফকির ডাঢ়াইল দক্ষিণভাগে।
পির কহে বাত···
···জেতা মার্ত্তা তোর এ সাত ডিঙ্গার আধা দেগা আজি মুঝে।
বাক্য অদভূত সুনি সাধুসুত তারে করে উপহাস
ডিঙ্গা ··· অভিলাস।
এত বলি পিরে সাধু গেলা দুরে বসি রহে পির কোপে
সাধুর ডিঙ্গার ধন ও সাঁঙ্গার হইল পিরের সাঁপে।
দুরে ··
দেখি ধন নাস সাধু পাল্য ত্রাষ কান্দএ ব্যাকুলি হয়্যা।
কহে সাধুশুত পির কেরামত তিহঁ দুস্থ দিলা ছলে

সাধু ... গোলে।
...আসি সদাকর দেখে পেগাম্বর বসিয়া আছএ তিরে
...পির পদর্দ্দন্ধ ধরি সদানন্দ বহু স্তুতি করে পিরে।
... ...
স্থতা হেতু সিন্নি মানিয়া অজ্ঞানি দিলে নাঞি কেন মোরে।
সেই পাপফলে ছিলে বন্দিসালে দুখ দিল ভূপ ...
... ভূপে।
সাধু কহে পির ক্ষেম এইবার ধন দেহ পুনর্ব্বার
ঘরে গিয়া আমি সনার সিরিনি স্থধিব সকল ধার।
... ...
...দণ্ডবত করি সাধুস্থত হরিসে চলিল ঘরে।
করি জয়র্দ্ধনি চালাল্য তরনি নিবাসী সকল অত্তি
... ...
... ... হয়্যা আগুয়ান শুভ সমাচার দিতে করিল পয়ান।
... ...
[৬খ ... ... বলেন সকল ...দেহ মনমথ ফল।
রামা অঞ্জলি করিয়া সিন্নি মানে ...
... ... সত্যপিরে দুঃখদসা দেখ্যা দয়া জন্মিল অন্তরে।
সদয় রিদয় পির শুনিয়া বীনয় ছাড়ন করিতে চলে নৃপতি।
... বসি দেখাল সপন।
ওরে দুরাচার দুষ্ট দাগাবাজ গিধি বারেক বাঁচাই বাক্য ধর মোর জদি।
নতুবা নাসিব ... ।
মিছা ফন্দি কর্য্যা বন্দি কর সাধুজনে জদি চৌর হত্য কেনে রহিত বিহানে।
সাধু পায় পড়িয়া আপন ... ।
বিবিসিকা বিবিধ দেখাল পির ভূপে দেখাইল সপন সাধুরে ঐরূপে।
মান্যা সিন্নি নাহি দিলে হয় এইরূপ ...
... ত্রিদসনাথ হৈল তিরোধান উরিলা তিমিরঅরি রজনি বিহান।
সচকিত নৃপাসনে বৈশে নরপতি সভালোক কহে সব ... ।
... ... ল খালাস বস্ত্র অলঙ্কারে তারে করিল আশ্বাস।
অপরাধ ক্ষেমা মোরে কর সদানন্দ ... ... ।

না জানি তুমারে আমি কর‍্যাছিলা ... ।
... দিলেন বিদায় তারে করি আলিঙ্গন।
নৃপ বলে সাধু তুমি করহ গমন অপমান কৈল আমি না জানি কারণ।
চক্রবর্ত্তি ... ।
... পীরের প্রবন্ধ ॥১১॥

নৃপতিচরনে সাধু দুই জনে সংভ্রমে করিল প্রণতি
পাত্রমিত্রগনে··· ··· ··· ।
[৭ক ··· ··· আসে
সাধু··· অবসেষে।
দৈবেতে মিশ্রিত মাটি আছিল প্রসাদে থুথু··· ।
··· যৌবনগরবে পেলে আমার সিরিনি।
ইহার করিতে দণ্ড হয় সমুচিত তখনে ডুবাল্য ডিঙ্গা জামাতা সহিত।
··· মারে সোকেতে কাতর।
দুখের উপর সুখ মনে ছিল আশ সুখেতে দারুন বিধি করিল নৈরাষ।
ধন্য রে অবোধ বিধি তোর··· ।
···ধনঘরে সুনি লোকমুখে দুহাঁকার দহে দেহ দাবানল সোকে।
পাইল দারুন দুঃখ পিরের কারণে হরেকৃষ্ণ চক্র··· ॥

··· ··· কান্দে সতি পতির বিরহে।
ধরিয়া মায়ের গলে সাধুসুতা সোকাকুলে কলেবর বন জেন দহে।
হেদে রে দারুন বিধি··· ··· তিকুল।
মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ কিবা তোর হৈল কাজ তোর কর্ম্ম সিন্থু সমতুল।
ভূমেতে লট্যায়া পড়ে কদলি জেমন ঝড়ে··· ।
···জত তার বন্ধুলোক কেহ তারে না পারে ধরিতে।
ঘর হৈল কারাগার তোমা বিনে অন্ধকার দিবস হৈল মোর নিসি।
অলঙ্কা ··· নিসি ব্রেথা বিনে সসি।
না জানি কাহার বোলে বেপার কহিতে গেলে পুন নাঞি দিলে দরসন।
এ তুমার নহে রিতি তেজি··· ।
সোকাবেসে কহে পিরে কোন অপরাধে মোরে কি বুঝিয়া কৈলে বিপরিত।

মোর প্রান না নইলে অন্য জনে ডুবাইলে এত··· ।
[৭খ ··· স্মরণ নঞাছি আমী রাখ মোর বারেক আম্বত
হরেকৃষ্ণ বলে বানী মূর্দ্ধচিত্রে চক্রপানি ভাবিলে পাইবে প্রাণনাথ ॥১৪॥

···

কুণ্ড দেহ জাব পতির সমিপে।
জত কিছু ধন জন জিবন জৌবন পতির বিহনে হয় সব অকারণ।
কহে সদাকর স্থনি স্থতার বচন··· ··· ।
···দুখযুত দেহ ধরিব কোন কাজে মুখ দেখাইব আমি লোকে কোন লাজে।
সাধুদেহ দহে এইরূপে সোকাকুলে গণক হইয়া পির ।
··· করেন গমন তোমার জামাতা জলে মৈল জে কারণ।
বলি আমি মন দিয়া শুন সাবধানে হইল প্রমাদ এই প্রসাদ লজ্যনে।
··· ··· বণ্য জামাতা তবে পাইবে এখনি।
সাধুস্থতা কহে সত্য এ সব কাহিনি পুন কুড়াইয়া খাল্য প্রসাদ সিরিনি।
প্রসাদ··· উঠে সিত্রগতি।
পিরের কৃপাতে ভাস্যা উঠে পুনর্ব্বার দেখিয়া বিস্ময় লোকে লাগে চমতকার।
ডিঙ্গাতে দেখিল সাধু··· ।
সোক দুরে গেল হৈল পরম আনন্দ আপন ভবনে চলে সাধু সদানন্দ।
হর্সজুতা সাধুস্থতা লয়্যা রামাগন··· ।
···করিল উর্থান পতিআসে নিজবেসে করিল পয়ান।
তবে সদাকর জত নঞা ভির্ত্তুগণ ঘরে লয়্যা··· ।
···গনে আমন্ত্রন··· ।
···পুরোহিতে আনে দুতে সাধুনিকেতন পিরপূজা মহাতেজা···।
[৮ক··· ··· পূজে বিশ্বনাথে।
পুজাবিধি সাঙ্গ জদি কৈল দ্বিজবরে হর্সজুত সাধুস্থত প্রনমিল পিরে।
··· ··· মনে।
পুরোহিতে ডাক্যা হাথে দিল কত সনা। হর্স হয়্যা সনা লয়্যা গেল সর্ব্বজনা।
এইমত সাধুস্থত করি ···
··· স্থতে কৃপা কৈল পির সাধুগুন ত্রিভুবন হইল জাহির।
কৃষ্ণচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব মনে করি আষ বিরচিল দ্বিজকুল ··· ।

... ... স্বপ্নে শুনে সাধুর সমুখে ভাসে সত্যনারাঅনে।
সনার সিরিনি সাধু স্থধিল কৌতুকে স্বয়া সের আটা দুগ্ধে পুজিবে...।
... ... পেগাম্বর পুজে পুন হইয়া আনন্দ।
পরদিনে পিরপূজা করিল তেমন পরম পবিত্র সাধু পিরপরায়ন।
দয়া করি দস্তগির দি... ... সম্পদ।
ধনজন নিকেতন পাইলেন সব বাহন বাঁরণ বাজি বাড়িল বৈভব।
সমাপ্ত হইল এই পিরের মঙ্গল ভক্ত নায়েকে পির করি... ।
... ধন পুত্র লক্ষি তার বাড়ে দিনে দিনে।
পিরপূজা অবহেলা করে জেই জনে ইহকালে লক্ষী ছাড়ে মরে অন্ন বিনে।
পিরপূজা করে জে... ... নারায়ণে।
নরোর্ত্তম চক্রবর্ত্তির অনুজ লক্ষণে তস্য পুত্র হরেকৃষ্ণ করিল রচনে।
পিরের মঙ্গল জে স্থনিলে সভাজনে হরি হরি... ॥
... ... সমাপ্ত ॥

সন ১২২৫ সাল তাঃ ৮ আসাড় রোজ রবিবার তিথি কৃষ্ণপক্ষ ত্রিতিয়া বেলা তিন প্রহরে সমাপ্ত লিখিতং শ্রীধরণিধ... ... ;

৫৯ পীরের পালা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১০৪ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; অসমাপ্ত ; আকার ১১"×৪"।

৭শ্রীশ্রীহরি—
পিরের পালা লিখ্যতে ॥
একদিন আস্মানে বসিয়ে খোদা দুনিয়ার তামাসা দেখিতে পির যায়।
জবরিল আসি বলে স্থন দাওয়ানজি কৃষ্টপলায়ন রাজা সেথা জাবে কি।
অভিমুন্যস্থত জেমন রাজা পরিক্ষিত কৃষ্টনামে বাড়ে তার পরম পিরিত।
তুমি সেফ কিরবেসে জাবে তার ঘরে ফকিরের বেস রাজা দেখিতে না পারে।
সাহেব বলেন জদি না মানে আমায় দেখা দিবে গিয়ে আমি রাণি বল্লবায়।
এত শুনি দুয়ারি ধাইল লব লড়ে নিবেদন করে গিয়ে রাজার হুজুরে।
ফকির দ্বাওায়ে রাজা দেখা করিবারে হুকুম হইলে রাজা আনি গিয়ে তারে।
রাজা বলে না কহিও হুজুরে আমার... ...।

৬০ পুরাতন গন্ত

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২১০ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৩"।

৭ঁ শ্রীহরি :—

গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বাগ্রে নারায়নে প্রণাম করি নরোত্তমে প্রণাম করি তদনন্তর দেবী সরস্বতী চরণোপান্তে প্রণামকে করি গ্রন্থকৃৎ য়ে বেদব্যাস তাঁর চরণেতে প্রণাকে কর‍্যা জয়াঙ্ক গ্রন্থয়ে শ্রীভাগবৎ তাকে কৈ: শ্রবণ কর মহারাজ ॥ রাজা পরীক্ষিত গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ট তুলশীমুঞ্জরী কর্ম্মেতে তুলশীদল মালা গলাতে বিরাজমানা কুশমুষ্টি কুশাঙ্গরী য়াবলম্বনে গদগদভাষণে হরিণামাঙ্কিত তিলক ললাটে বিরাজিত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গলবস্ত্রীকৃত শুকুদেব গোস্বামিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ প্রভো অন্যালাপেতে বৃথা পরমায়ু ক্ষয় হতেছে কৃষ্ণকথা কয় শ্রবন করি ॥

৬১ প্রার্থনার পদাবলী

নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ১০৯০ ; পত্র ৪ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪½"×৫"।

পদসূচী,

১ গোবিন্দ বলিতে কবে হবে পুলক শরির (নরোত্তমদাস) ১খ]
২ ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র (নরোত্তমদাস) ১খ]
৩ ঠাকুর বৈষ্ণবগন এই মোর নিবেদন (নরোত্তমদাস) ১খ, ২ক]
৪ শ্রীগোবিন্দ গোপিনাথ ক্রিপা করি রাখ নিজ সাথ (নরোত্তমদাস) ২ক, খ]
৫ হরি হরি কি মোর করম অভাগি (নরোত্তম) ২খ]
৬ হরি হরি আর কি এমোন দসা হব (নরোত্তমদাস) ২খ, ৩ক]
৭ হরি হরি কবে মোর পালটীব দসা (নরোত্তমদাস) ৩ক, খ]
৮ করঙ্গ কপিন নঞা ছেঁড়া [কাঁ]থা গায় দিঞা (নরোত্তমদাষ) ৩খ,৪ক]
৯ হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসি (নরোত্তমদাস) ৪ক]
১০ হরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ (নরোত্তমদাস) ৪ক, খ]
১১ হরি হরি আর কি এমন দসা হব (নরোত্তমদাস) ৪খ]
১২ হরি হরি আর কবে হেন দসা হইবে ৪খ…]

৬২ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৯৬; পত্র ৬; অখণ্ডিত; আকার ১১½"×৪½"।

শেষ ও পুষ্পিকা,

আপন ভজনকথা না কহিব জাথাতাথা ইহাতে হইব সাবধানে
না করিহ কেহো রোস না লইহ মোর দোস প্রণমহোঁ সভার চরনে।
শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে জে বোলায় বানি কোহিএ ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
শ্রীলোকনাথ পদ···ছন্দ হ্রিদয়ে বিলাস প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোর্ত্তমদাষ॥
ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা পুস্তক···সমাপ্ত।

৬৩ প্রেমরসকথা (শ্রীরসমঙ্গল)

গোপালভট্টদাস

পুঁথিসংখ্যা ১২৭৩; পত্র ৭; অখণ্ডিত; আকার ১৩½"×৫"।

[১খ ৭শ্রীকৃষ্ণ নম॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসোনাতন
শ্রীজিব শ্রীগোপাল শ্রীরঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামি নম॥
প্রথমে বন্দিব গুরু প্রভু গোররায় জাহার প্রসাদে ভক্তে চক্ষুদান পায়।
রসরাজ মহাভাব দুই এক হঞা প্রেমরস পিআইল বন্ধন ঘুচাইঞা।
রশের সমুদ্র প্রভু রস তার প্রান রশে তনু ডগমগ রশ সদা পান।
প্রভুর অন্তরকথা কোন জনা নাহি জানে য়রশিক মুরুক্ষজন ধরম বাখানে।
তাহার য়ন্তরকথা রূপমাত্র জানে স্বরূপ গোশাঞি আর রঘুনাথ বাখানে।
আর কার গোচর নহে সেই কথা এই তি[ন] জনে এত কহিল সর্ব্বতা।
চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায় মহাসয় জয়দেব কন্নামৃত্তে এ শব জানয়।
প্রাকৃতবস্তু যেই সব জানে পুর্ব্ব পুর দুই কহে জানে অনুমানে।
এই সব মানুশ হয় প্রাক্রতজন তাহার য়ন্তরকথা এবে কহি সুন।
শুন শুন য়হে ভাই মানুসলক্ষন মানুস সভার পর মানুস ভজন।
মানুস সভার বড় বেদবিধিপার ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি তরি নাহিক য়াচার।
মানুস মানুস সভাই বোলে মানু ১খ][২ক স কেমন জাহার আশ্রয় হৈলা শয়ং ভগবান।
প্রাকৃত হঞা যেই করএ আশ্রয় সেই ত মানুশ হয় জানিহ সত্তর।

অপ্রাকৃত বস্তু সেই নিত্যানন্দময় অপ্রাকৃত লিলা তার কারু বেদ্য নয়।
তাহার বসতি শুন য়পুর্ব্ব কথন নিত্যানন্দপুরি হয় নিত্যবৃন্দাবন।
সেই বৃন্দাবনের কথা স্থন মন দিঞা অপ্রাকৃত ধাম সেই মনেতে ভাবিঞা।
যে সকল ধাম দেখ সাস্ত্রমত হয় যে ধামে মানুস আছে সে বেদগোপ্য হয়।
সেই ধাম প্রকটকথা স্থন মন দিয়া অপ্রাকৃত হয় জান নিশ্চয় করিঞা।
ব্রহ্মণ্ডের মধ্যে হয় জান সেই পরি ব্রহ্মণ্ড ছাড়া সেই করিলুঁ বিবরি।
ব্রহ্মণ্ডের উদয় হয় কারনাব্ধ সাই তদুপরি আছে ব্রহ্মলোক স্থাই।
ব্রহ্মলোক পার হয় মায়ার বসতি ব্রহ্মলোক ভেদ হৈতে নাহিক সকতি।
সেই মায়া সর্ব্ব জিবে জান কারন জাহা হৈতে উপজিল তাহা পুন করন।
ব্রহ্মলোক উদ্ধেহ হয় পরব্যাম ধামে মহাবিষ্ণু আছেন জ্যানহ সেই ধামে।
সর্ব্বপুরি বৃন্দাবন স্থন সর্ব্বজন রসিকের সঙ্গ হইলে জানিবে কারন।
সেই বৃন্দাবনে সদা বিরাজে মানুস ২ক] [২খ তাহার আশ্রয় হয়া বিহরে পুরুস।
ব্রহ্মণ্ড আকার হয় মানুসশরির সরির ভিতর হয় জানএ একার।
সেই জনের মধ্যে তিন বস্তু হয় য়াদি বিষ্ণু মধ্যে য়স্তোর সব কয়।
আদি উদ্ধেহ হয় এক জলের আকার তাহার মধ্যেতে আছে কমল প্রকাশ।
সেই ত কমল হয় বিন্দাবন নাম তাহাতে বিরাজে দুই রশিক মদন।
সেই ত মানুশ হয় কহি বিবরন সেই শরিরে জার সেই মানুশ আকারন।
এ শরিরে জার সেই রহে বিরাজ মানুশ…
নিত্যাবস্তু শেই তবে জানিহ কারন নিশ্চয় জানিহ সেই ব্রজলোক নাম।
শয়ং ভগবান প্রভু তাহার আশ্চয় রসিক ভকতসঙ্গ যদি ভাগ্যে হয়।
মানুশভজনকথা সেই বুঝয়ে…
ইস্বরের মায়াএ সব জি[ব] ভুলি গেল তেকারনে মায়া তার গলে বান্ধি দিল।
মায়ায় ভুলিঞা জিব গতাগতি করে জির্ন্ন বস্ত্র তেজি যেন য়ন্য বস্ত্র পরে।
ভাগ্যিক্রমে তার জদি সাধুসঙ্গ হয় তার উপদেশমন্ত্রে পিচাসি পালায়।
ভক্তিলতা বিজ তার হৃিদয়ে রূপেন সর্ব্বত্রে নাম তার য়াদিক্ষ্যতা হেন।
স্মরন কির্ত্তন করি বহুজন দিয়া বাড়াইল দিবা নিসি জতন করিয়া।
দিনে দিনে সেই লতা উপজিয়া ২খ] [৩ক জায় ব্রহ্মলোক ভেদ করি কারন্নর্নব পায়।
কারনর্ন্নব ভেদ করি উপরে চড়িল ব্রহ্মলোক ভেদ করি পরব্যোম পায়[ল]।
তারপর সেই লতা জায় বৃন্দাবন তথা জাই পায়ে সেই মানুশচরন।
সেইজন মানুষ হয় য়ুনহ কারন তাহার বিচার এবে শুন হয় বচন।

সেই মানুশ জানিহ এহো হইব মানুশ   এই দেহসির্দ্ধি জান করিহ বিশেষ।
মানুসভজনে শেই মানুস হইব   য়স্তর বাহে মানুসের য়েবে কহিব।
কৃষ্ণনাম বিজমন্ত্র করিল শ্রবন   সেই শব বাহ্ হয় জানিহ কারন।
প্রেম পিরিত রস সরির ভিতরে   সরির কোন বস্ত করিয়ে [বি]চারে।
ব্রহ্মাণ্ড আকার জান এই বপু   স্বরিরে আছেএ জত অপ্রাকৃত রিপু।
ব্রহ্মা[ণ্ড] বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ··
পিরিতির নাম হয় জান বৃন্দাবন   সেখানে বিহরে রতি নবিন মদন।
মনরূপি ভৃঙ্গ তাহে করে অনুগতি   শদা শেবা করে তায় সেখানে বশতি।
তাই শেবা কর জিবে অপ্রাকৃত নয়   না জানিঞা করিলে তাহা প্রাকৃ[ত] হয়।
প্রাকৃত বলিঞা ভোগাভোগ আছে   ভোগপ্রাপ্তি হঞা তার জন্ম হয় পাছে।
জিবন মৃত্ত দুখ তার না হয় খণ্ডন   পুনঃপুন সর্ব্বভে্ব করয়ে গমন। ৩ক]
[৩খ মানুশের দেহ পায়া জদি মানুশ হৈল   নিশ্চয় জানিহ তারে বিধি বিড়ম্বিল।
অপ্রাকৃত বস্ত যই সেই হয় মেঅা   রসিক ভকত পিয়ে মর্ম্ম তার পায়া।
প্রেম পিরিতি রতি জাহার হৃিদয়ে   নিশ্চয় জানিহ তারে মানুশ যবে কহে।
ব্রজ অনুসার সেই নিশ্চয় হইল   রশিক ভকত তার ভ্রম ভাঙ্গি দিল।
মানুস হইল সেই শভাকার পার   বেদবিধি নাহি জানে না মানে আচার।
দয়াধর্ম্ম লোকধর্ম্ম সব তিয়াগিল   আশক করিঞা তার সঙ্গে চলি গেল।
দুই মন এক করি বিহার করয়ে   খাইতে যুইতে শদা রস কয়।
রশিক নাগর আর রশিক নাগরি   রস বিনে রৈহিতে নারে রশের চাতুরি।
য়েই রশে বস হঞা জগত আনন্দিত···
সেই রশের আশ্রয় হৈলা সয়ং ভগবান   সেই রশে রশ হইল রাধি জার নাম।
রশিক সকলে জানে তাহার মরম   যুস্কজ্ঞানি নাহি জানে [ইহা]র কারন।
রশভাব না জানিলে দুস্খমাত্র সার   এহোলোক পরলোক নাহি পারাপার।
পরকিয়াভাব করে না জানে মরম   কোথা হইতে হইল কেবা দিল না জানে কার[ণ]।
আপন হইতে হয় এই শব উদ্ভব   না করিলে কেমনে জানিবে এই সব।
রসিক ভকত যেই শেই মাত্র জানে   য়রশিক যেই শেই জ্ঞান বাখানে। ৩খ]
[৪ক রশিক সকলে কয় কেহ য়শিক নয়   বিচার করিঞা দেখ কোটিকে গোটিক হয়।
রশ রশ করে শভে রস বলিব কারে   তাহার বিচার য়েবে সুনহ বিচারে।
মধুর রস আস্বাদয়ে যেই ভাগ্যবান   মধুর রস আস্বাদএ [স্ব]য়ং ভগবান।
সেই ত মধুর রস যুন তার কথা   ব্রজলোক দিপ্তমান আছেএ সদা স্বাতা।

পরকিয়া রশ হয় নাম তার মেয়া কোথাএ জন্মিল তার মুল দিঞা কায়া।
প্রেমসাগর মধ্যে পিরিতি কমল তার মধ্যে হইল সেই রশের জনম।
এমন পিরিতি জেই নাহি যানে মনস্তজনম সেই যয়ে অকারনে।
গোপিভাব আশ্রিত হইঞা না জানে মরম অন্তরের মধ্যে শেই বাখানে ধরম।
রাধাকৃষ্ণ ভজন করে নাহি দেয় মুখ ধ্যানময় হঞা থাকে এই বড় দুখ।
রশ আস্বাদনে মাহাশুখ হয় আপনে আনন্দ হয় তার শুখময়।
আপনে করহ পাছে ইহা মনে কর স্বকিআ হইব পাছে এ কথা দড়।
দেহের ভিতরে আনে নবিন মদন রতিরস সহিতে শেহো করে বিলাশন।
নেত্র মুদি দেখ আপনে প্রকৃতি আকার রাধা কৃষ্ণ সেবা করে মনেতে বিচার।
পুনশ্চ দেহেতে গোপিভাব কেমনে হইব ৪ক] [৪খ লিঙ্গদেহ নাশ হইলে তবে গোপী হইব।
বুর্দ্ধি প্রান ইন্দ্রিয় সরিরে জড়িত তারে ত্যাগ করিতে কোটিক হয় ত গঠিত।
কুম্ভকারের চাকে জেন গড়এ চক্রকি তাহে মুল্য দিঞা লঞা জায় কোকে।
তাহাতে রন্ধ[ন] করি করএ ভোজন জথাকালে ফেলি তারে করএ গমন।
আর এক দেখ ভাই মিছা করি লোভ ত্রিষ্ণাএ পিড়িত যেন ধায় জেন খোপ।
দুরে হইতে মৃগি জে করে নিরক্ষন শিগ্রগতি জাঞা দেখে নহে বরিসন।
এমনি ভাবয়ে মনে গোপিভাব করি আপশির্দ্ধ নহে তার ঘুর্য্যা ঘুর্য্যা মরি।
চক্ষ মুদি দেখে জেন আপন আকার নিদ্রাভঙ্গ হইলে জেন নাহি দেখে আর।
ভাবযোগ্য নহে তার ণপুসক হয় চীন্তীত হইয়া শেই মহাদুখ পায়।
যুনহ রসিক সব করহ বিচার মহাবিষ্ণো ব্রহ্মাণ্ড শ্রিজিল আকার।
শ্রিলিঙ্গ পুলিঙ্গ দুই সর্ব্বসাস্ত্র কয়…
পুরূস [ছাড়ি] প্রকৃতি হইব অসম্ভব হয় কথা না হয় সম্ভব।
তবে শে আরপ করে মিথ্যা সব হয় বিচারিঞা দেখ ইহা অশম্ভব লয়।
জদি গোপিভাব মনে করএ [উ]দয় পু[ন]স্তু সরিরে যোনি হইতে পারয়।
তবে ভাবযোগ্য দেহ সেহো জানী ই নিশ্চয় গো ৪খ][৫ক পীদেহ পাঞা সেহো গোলকে ত জায়।
গোপিভাব মনে করি রস না জানীল ব্রথা ভাবনা সব মিথ্যা হইল তার।
সাক্ষি দেখেহ গোপি আপনে আপনে রস আস্বাদনে মুখ না পায় ভগবানে।
প্র[া]নমুখে অবতার করে ভগবান তাহার বিচার করে যহে ভাগ্যবান।
পরকীআ রস নাই গোলকভিতরে তেকারনে ভগবান মানুষদেহ ধরে।

মানুষ আকার ধরি মানুশের কায়া   পরকীয়া আশ্রাদয়ে আনন্দিত হঞা।
সম্যক প্রকার রস আস্বাদান না হইল   তেকারনে নবদ্বিপে অবতা কৈল।
মহাপ্রভুর য়[ব]তারে তথাপী না হইল   জীবতারন হেতু সন্ন্যাষ করিল।
অতএব ষুন ভাই পরকীআ ভাজন   রসীক হইঞা ভাই পরকীআ ভজ[ন]।
পরকীআ রশ জার সরিরে আছয়   সেই ত রসীক হয় জানী[হ] নিশ্চয়।
সকলে কহে আমি হইব রসের আশ্রয়   রস কোন বস্তু বটে কেহ ত না জানয়।
মনে ত ভাবনায় শ্রীকৃষ্ণ সহিত   রাধিকার কামিনিকুঞ্জে মনে আনন্দিত।
কেমনে মিলিল হয় না জানে কারন   দোহার আনন্দ রষ না জানে মরম।
মিলন হইলে দুরে ছাড়ি জায় দেখে   ষুখ কাষ্ট হইঞা যুখনিরিখে।
আপনে না জানিলে তার [মরম] না জানে   আপনি করিঞা তবে ৫ক]
[৫খ মরম না জানে।

আপনি করিঞা তবে জানাবে সকলে···
আপনি করিঞা তবে মরম জানিবে   দোঁহাকার রস দেখি তবে আনন্দিত হইবে।
ষুনহ রসিক ভাই ভুলি কেনে গেলা   চিন্তামনিবস্তু পাঞা জলে পেলাইলা।
জার লাগি ভগবান হইল আকুল   জার লাগি মহাদেব হইলা পাগল।
সেই পরকিআ হয় সব ব্রজলোকসার   বেদবিধিয়গোচর তিনলোকের পার।
পরকিআ রস হয় য়াপন সরিরে   য়ন্তর ভিতর হয় বেদে না প্রচারে।
পর পুরুস পর নারি এক যোগ হয়   তার নাম পরকিআ জানিহ নিশ্চয়।
দুই মন এক হইলে বড় ষুখ হয়   দুই মোন দুই হইলে রস নাহি কয়।
আপন আপন ষুখে করএ পিরিতি   পরকিআ নাহি হয় বিসেতে ঘটিত।
পরকিআ রস এই কহিল বিবরন   জানিঞা ষুনিঞা ভজ নিশ্চয় কর মন।
য়প্রাক্রিত বস্তু এই সদা করে পান   পিথিবিতে তাহার সম নহিক ভাগ্যবান।
সেই পুরুস রস জানে কহিল নিশ্চয় করি   সেই ত মানুস হয় জেনহ বিচারি।
সেই মানুষ ৫খ] [৬ক স্বির্দ্ধ জগত ভিতরে   তাহার আশ্রয় হঞা কৃষ্ণ য়বতরে।
প্রকীতি পুরুস দুই এক দেহ ধরি   য়ন্তে য়ন্তে বিলসএ রস আস্বাদন করি।
এক দেহ আস্বাদন রস নাহি হয়   দুই য়ঙ্গে আস্বাদএ পরকীয়া কয়।
সেই রসবস্তু জার হ্রিদএ উপজিল   এই সরির তার নিত্যবস্তু হইল।
সেই সব লোক হয় বেদবিধিপার   রসে মাত্র সদা থাকে না জানে আচার।
রস তার প্রানতুল্য রস তার জিবন   রস না পাইলে হয় তাহার মরন।
রস পাইলে জিএ সেই না পাইলে মরে   তেকারনে রসিকজন আরপসির্দ্ধি করে।

আরপসির্দ্ধি হইলে পুন দেহ ছাড়ি জান বঙ্কবগৃহেতে জাঞা হয় উপদান।
পুনপুন সেই রস করে আস্বাদন সেই রসের লোক হয় মানুস আক্ষান।
য়ক্ষয় অব্যয় তার ক্ষয় কভু নাঞি মহাকল্প হইতে আছে মানুস নাম যেই।
এমন মানুসের জন এই নাহি হইল ব্রথাই জনম সেই দেহ রহিল।
ছুল্লব মানসজন্ম আর না হইব এমন রসের তনু আর না পাইব।
এমন মানুসজন্ম ব্রথা মোর গেল আর কী এমন হবে কেহু না কহিল।
আর না পাইবে ভাই এহেন য়বতার আর না হইবে হেন রসের প্রচারন।
এই জন্মে ভজে যেই পুন পাবে তাই ৬ক] [৬খ পুন পুন আস্বাদয়ে রসবিলাস হয়।
রসিক সকলে জানে রসের মরম রসময় হঞা সদা রস বিলাসন।
এমন রসিকসংঙ্গ সদা জেন হয় রসিকের সঙ্গ বিন প্রান নাহি রয়।
রসিকের সঙ্গ হই প্রান মোর জিএ তাহার বিছেদে প্রান সদাই কান্দএ।
মানুশের সঙ্গ জেন জন্মে জন্মে হয় এই যোনের আসা রসিকে ত কয়।
রসিক ভকত সির্দ্ধ এই দেহে হয় এই দেহপ্রাপ্তি তার কহিলউ নিশ্চয়।
সর্ব্বগ্রন্থে কহে প্রাপ্তি রাগবস্তু হয় সেই রাগেবস্তু জব হ্রিদএ উপজয়।
রাগবস্তু হ্রিদএ জদি উদয় হইল নিত্যসির্দ্ধ সেই জন এই দেহে হৈল।
রাগবস্তুপ্রাতি বলিব ক[া]রে য়নুরাগ হইলে রাগ আপনি সঞ্চারে।
রতি সন্দে রস কহি তার য়নুগত প্রেম সম্বন্ধে গুরু কহিল য়ভিমত।
আরপ কাহারে বলিব রস জার নাম রসিকের গুরু কহিল য়নুপাম।
মানুসভজন আর কত না কহিব য়ল্প য়ক্ষরে কহি কিছু নাহি য়নুভব।
রসিক নাগর আর রসিক নাগরি ৬খ] [৭ক দোহার নিছুনি লঞা আমি জাই মরি।
সংক্ষেপে কহিল এই শ্রীরসমঙ্গল ইহা বহি আর নাহি রস বিকরসন।
যুনহ রসিকজন নিবেদন করি বেদের গোপিনিয় কথা কহিল বিবরি।
য়ন্তরের কথা কহিল প্রচারন হ্রিদয়ে রাখিহ কথা না করিহ প্রকরন।
যুগলচরনে করিআ [আ]লিস প্রেমরসকথা কহেন শ্রীগোপালভট্টদাস॥

ইতি প্রেমরস সংপুন্ন॥ ইতি সন ১১৯২ সাল—তাং ২২ ভাদ্র॥

৬৪ বন্দনা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১৬৩; পত্র ৫; অখণ্ডিত; আকার ১৩"×৪½"।

১শ্রীগনেসায় নম নম ॥

॥ দিগবন্দনা ॥

গআয় গদাধর বন্দ পৈরাগে মাধব   দ্বারিকার গবিন্দো বন্দো গকুলে জাদব।
প্রথমে বন্দিব দেব ধর্ম্ম নিরেঞ্জন   জলাস্বনে জর্জ্জপতি লর্কি নারায়ন।
হংঙসে ব্রহ্মা বন্দে গাব গড়ুড়ে গবিন্দো   বৃসেবেতে সিব বন্দো ঐরাবতে ইন্দ্র।
হিমরাজ বন্দে গাব উর্ত্তরবসতি   ভানু ভার্স্কর বন্দ করিয়া প্রনতি।
আড্ডুড়ের বন্দো নাথ বন্দ জোড়হাত   দক্ষিণ জলধিকুলে বন্দ জগন্নাথ।
মুভদ্র বলহি বন্দো জলধির কুলে   জার পুরি আমদিত হঅ দনাফুলে।
অপুর্ব্ব প্রভুর মাআ কহোনে না জাঅ   চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রম্ভনেতে খাঅ।
শ্রীরাম লক্ষ বন্দো অযুদ্ধে সোমাজ   ভরতো সক্রঘন বন্দো দসরথরাজ।
অষ্টকুলপাল বন্দ প্রভাতের ভানু   বিন্দাবোন সহিত বন্দিব রাধা কানু।
সোলো সো গুপিনি সঙ্গে প্রভু স্যমরাঅ   কদম্ব হিলন দিআ মুরারি বাজাঅ।
নদিআর চাদ বন্দো সচিনন্দন   হরিনাম দিএ কৈল জিব উর্দ্ধারন।
ঢিকিএ নারদ বন্দো ছয় হুতাসন   করঙ্গবাহনে বন্দ দেবতা পবন।
বাই বরুন বন্দো গুরে ক্ষেত্রপাল   গগনে পবন বন্দো নন্দি মহাকাল।
চন্দ্র যুজ্জ বন্দে গাব আর তারাগন   ডাকি জাগর বন্দ হআ একমন।
তিনি আমার ভগিনি হন আমি তার ভাই   তারে ঘা দেয় জদি ধর্ম্মের দোহাই।
তালে ঘা দিআ জেবা এড়াইআ জাঅ   ঘাড়বাঁকা বিআদ্ধি জেন ধরে গিআ তাঅ।
রাত্রে বন্দিএ গাব রাত্রো কপালিনি   উম্নকুটি ভৈরবি বন্দো চৌসষ্টি জগিনি।
মকরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগিরতি   হৃদয়ে কালিকা বন্দো যুর্ব্রাঅ স্বরস্বতি।
তাড়েস্বারে বন্দে গাব গোপ্তো বারানসি জেই স্থানে ১ক] [১খ বারমাস নিবাসে সন্ন্যেষি।
অপুর্ব্ব সিবের মাআ কে বুঝিতে পারে   জার মাথাঅ গঙ্গাজল ঢালে ভারে ভারে।
কলিকালে অবতিম্ন্য তারকব্রম্ভ নাম   ব্যধ জরা সাক্ষেত করহ পরিত্রান।
ঘণ্টেস্বরে মহাদেবের সথানেতে বাষ   বন্দিব তোমার চরন মনেতে উলাষ।
সির্দ্ধেশ্বরের মহাঁদেবের চরন বন্দিএয়ে   বালিতে কর্ষেনেস্বরের সরন লইএ।
বিষ্ণুপুরে বন্দিলেম মদনমহন   সন্ধ্যে দিতে তৈল লাগে সাড়ে সাত মন।

অপুর্ব্ব তোমার [মাআ] বুঝিতে না পারি বার সাঞ্জিনের কাট জার হাতের মুরারি।
একে একে বন্দে গাব জতো দেবগন হাঁসনহাটি বন্দো দেবি জটিলার চরন।
নেহালিআর পাড়া বন্দো নেতের বসতি সিজবোনে বন্দো জথা নিবাষ জগতি।
ত্রিভুবোনে সার মাতা বন্দো ভগবতি জম্মে জম্মে তবো পাঅ রহুক ভকতি।
বন্দিব মঙ্গলকোটে মঙ্গলচণ্ডিকা কালিঘাটে বন্দে গাব ভদ্রোকালিকা।
জঅ রাজবল্লভি বন্দো রাজবলহাটে প্রতক্ষেরুপেতে মাথা আছে গিত নাঠে।
কাওরে কামিক্ষ্য বন্দো মৌলার রঙ্কিনি সিঅেখালাঅ বন্দে গাব উর্দ্ধরবাহিনি।
সমুখে হুজলি তরু বাষাঘর তাথে কটাক্ষে করিলে মাথা দক্ষিন পস্‌ছতে।
যুজেস্বঅ বন্দো মাথা সি[ং]হবাহিনি সানিহাটে বন্দিলেম দেবি বিসাললচনি।১খ]...
[১ক গজার চামণ্ডা বন্দো কালিকা পাড়পুরে জেড়ুলের ভগবতি বন্দো জোড়করে।
আমতার মেলাই বন্দো পুরাসের ষেটু ঘুরালের মাথা বন্দো হাসোনে জার বটু।
তালপুরের সষ্টি বন্দ করি কৃতাঞ্জলি পাঞ্জিতালে গুমা বন্দো আর সাঁড়াপুলি।
সাদএরে চণ্ডিকা বন্দ বেতোড়ে বেতাই দেউলপুরের বন্দো নিকাসের মেলই।
খিরগ্রামে জোগর্দ্ধের বন্দিব চরন পাড়াআব কামারবুড়ি হবে যুবস্বর্ন।
দুহাতে সন্ন্যচুড়ি জান গুড়ি গুড়ি সাবাজারে বন্দে গাব দেবি কামারবুড়ি।
কিটখোলার বন্দে গাবো দেবি সির্দ্ধেশ্বরি ডাকসাড়া গ্রামেতে বন্দো চামণ্ড যুন্দরি।
সচনের মহামাআ বড়ের চণ্ডিকা বেলের ইস্বরি বন্দো জনার কালিকা।
চিত্রিস্বরি বন্দো তবে স্থান চিতপুরে সারি যুনিবারে সাদ মন্দির মাএর ফিরে।
ব[র্দ্ধো]মানে বন্দে গাব সর্ব্বমঙ্গলা তিনমুর্ত্তি হন মা গ ঠিক দুখুরবেলা।
তোমা সেবি বাআক্রর পরগানে হইল রাজা নানারুপে অসঙ্কে মাএর দেঅ পূজা।
বিক্রমপুরেতে বন্দো বিক্রম বাযুলি করঅ তোমায় পুজা ছাগ মেস মহি বলি।
শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দো জয় গৌড়েস্বরি অসঙ্কে মাএর গুন কে বুঝিতে পারি।
দসঘরা বিসালক্ষি দস অবতার তোমার [চরণে রহু] আমার পরিহার।
বারাসতের বিনদিনীর বন্দির চরন মহেস্বরি সর্ব্বজয়া হবে যুবর্স্বন।
সাকরালে বিস্বালক্ষি জানে ১ক] [১খ জগজোনে অবনি লুটাএ বন্দো তোমার চরন।
তমুলা বন্দো দেবি নাম বর্গ্যভিমে দেবতা গন্ধর্প্প জার দিতে নারে সিম্যা।
বিসলক্ষি দহ তবে বন্দো কোন্নগরে পুজা না পাই মাজির নৌকা জায় ঘুরে।
কাটোআর ঘাটে বন্দো চৈতর্ন্য নিতাই হরি বলি বাহু তুলি নাচে দুটি ভাই।
নিমিতির্থঘাট বন্দো জোড় করি পুটে নিমগাছে জাহাতে জবার [ফুল] ফুটে।
রাধাবল্লভ বন্দো করি জোড়হাতে মা[হে]সে জগবন্ধু বন্দ যুভদ্রা বলাই সার্থে।

খড়দহে সামসুন্দর করি প্রিনিপাত   বিরুতে মদন বন্দিব জোড়হাত।
দুধারি গঙ্গার ধারে জতো দেবগণ   উদ্দিসে বন্দোনা করি জার জথা স্থান।
বন্দোনা বন্দিব তবে মন করি স্থিরি   পাড়ুআ বন্দি গাব আসি হাজার পির।
সা সুভি পির বন্দো মস্তকের পাগে   কিবিতের ভাল মন্দো তুআ পাঅ লাগে।
সাহাআলাকুলি বন্দ বাবুর মকাম   রাসি চক্র বন্দে গাব লবগৃহগণ।
সাষিনি রাসিনি পক্ষ্য যুতি সুক সারন   ছাপর জঙ্গম বন্দো আছে জতো জোন।
তবে তো বন্দি গাব রাএর চরণ   জার অনুর্গ্যেতে হল গিতের পর্ত্তন।
স্থানে স্থানে পঞ্চাননে কতো কব নাম   উদ্দিসে বন্দিব আমি জার জথা স্থান।
ভক্তিভাবে বন্দে গাবো স্বরুপনারাণ   আসরের মর্দ্ধ্যে প্রভু হবে আদিষ্টান।
দিক্ষ্যগুরু সিক্ষ্যগুরু বন্দিব চরন   ব্রম্ভন বৈষ্টম বন্দো হঅা একমন।
জর্ম্মদাতা জনক জননি খোলাভাই   ভক্তিভাবে বন্দিব আপন জেষ্ট ভাই।
আসরের দেবতার··· ১খ]
[৩ক···   রাখিতে প্রতক্ষ্য নাম মন্দির মাএর ফিরে।
অসঙ্কে তোমার নাম করো নানা ছলা   সারি সুনিবারে নাম সর্ব্বমঙ্গলা।
অজা মেস নরবলি নির্ত্তপুজা করে   সির্দ্ধ্যপিট সর্ব্বমঙ্গলা স্তিতি চিতপুরে।
লবমেতে কালিঘাটে মাএর অঙ্গ জে অঙ্গুলি আর্দ্ধ্যগঙ্গার ধারে মাতা হইলে মাহাঁকালি।
অসঙ্কে তোমাঅ পুজে মেস মহিস কাটে   রক্তে নদি কুলকুলি জেন জবাফুল ফুটে।
অসঙ্কে মাএর পুজা না জায় গনন   নিরবধি চণ্ডিপাট পড়এ ব্রম্ভন।
১০ দসমে গআতে মাএর অঙ্গ পড়ে পদো   গআসুর স্তোব করে নিরবধি সতো সতো।
বাঅনরুপে নাভিপদো অসুরের মাথে   দেবাসুরা নর আদি পিণ্ডদান তাথে।
পঞ্চকোষ যুড়ে থাকে অসুরের মাথা   বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানে উদ্ধার করেন তথা।
বিধি বিষ্ণু ত্রিপুরারি ফলগ্যু গঙ্গার ধারে   কে জানে না জানে তর্ত্ত জানেন গঙ্গাধরে।
একাদষে রাড়ে পর্ব্বতে মাএর উরু অঙ্গ স্থিত রাড়েতে কালিকা চণ্ডি বিসাল বিক্রৃত্তো।
বিধি বিষ্ণুর পুজা মা গ মাআ করে ছলি   রিসি মুনি সুর নরে পুজে কৃতাঞ্জলি।
তন্ত্রো মন্ত্রো জিব জতো আর্জ্জ্যয় নিস্তার   কে জানে মহিমা তবো রাড়ে অবতার।
সুজেশ্বরে এক অস্তি সিংঙ্গবাহিনি   ছলনা করীলে রাজা অপুর্ব্ব কাহিনি।
১২ দ্বদষে ইন্দ্রদবন মহারাজা জগনারানে   সর্তে সত্ন্য ত্রোতা রজতো দ্বপর তাক্ষ্মেতে।
আজ্ঞে বিধি ইন্দ্রদবন বিমলা স্তাপান   জলধির কুলে পড়ে ততোক্ষ[ণ]।
লকনাথ [···বন্দিলাম] অক্ষ্যবটমুলে   জগবন্ধু অবোতার জলধির কুলে।

বিস্তকম্মর আজ্ঞে´পাষান দেউলি করয় নিম্মান   জগ[ব]ন্ধু বলরাম সুভদ্রা সহিত
বির হনুমান ।৩ক]

[৩খ তমলুকে পড়ে কঠি অঙ্গ ছলে   বর্গ্যভিমে বলে নাম দেবগনে বলে।
প্রতাপে কাঁপএ মহি পুজে সুর নর   বর্গ্যভিমে বিষ্ণুহরি তমুলুকে অবতার।
যুক্তেরস্বপ্নে একঅঙ্গং সিঙ্গবাহিনি   ছলনা করিলে রাজা এ অপুর্ব্ব কাহিনি।
দরবার করিতে জাঅ রাড়ি সভে কএ   প্রির্ত্যয় নিল তবে পাঅরা খাঁচাঅ করিএ।
হারিলে উড়িআ জদি ধেয়ে এবে কবুতর   জাতি নষ্ট করে আমার লবে বাড়ি ঘর।
এতো বলে চলে জাঅ অতি দড়বড়ে   দৈইবের নির্ব্বন্ধো জে পাঅরা এলো উড়ে।
চমৎকার পরিবারে পুখুরে ঝাপ দিল   দেক্কে তার তরাপরে নিবাযে আইল।
কিইল বলিআ তবে তেজিল পরানি   হা মাতা জা মাতা কোথা সিংহবাহিনি।
দআমই দআ করেন মনের উল্ল্যষ   সপরিবার রথে তুলে নিলেন মা কৈলাষ।
১৫ পঞ্চদযে পড়ে অঙ্গ কন্দর্প নগরে   বিসাললচনি নাম ত্রিদিত সংসারে।
কি কবো মহিমাএর পুজা জে অসংক্ষা   দেবতা গন্ধোপে পুজে মেষ মহিষ লক্ষ্যা।
জা বলাবে বলিব তাই আমি অল্পজ্ঞ্যনি   হৃদপদ্মে´কণ্ঠে বস সংঙ্কর ভবানি।
আর এক মাএর অঙ্গ আমতাঅ মালাইচাকি   মেলাইচণ্ডি বলে নাম পুরানেতে লিখি।
ভাবিআ তোমার তত্ত্ব মহিমা না জানে   প্রিতি বছর বৈষে জাত বৈসাক পুন্যমে।৩খ]...

[১খ শ্রীশ্রীহরিঃ॥
চৌত্রিস অক্করে স্তুতি এই
ক বলে কৃষ্ণকথা বড়ই মধুর   কৃষ্ণকতা শ্রবনেতে পাতোক জায় দুর।
কলিযুগে তারন কিবল হরিনাম   ভজিলে সে কৃষ্ণপদ পাঅ মথুর্ধাম।
খ বলে খিতিতলে মনুর্ষ্যদেহ পাএ   ক্ষেনে কথা কহো ভাই সাধুসঙ্গ লঞে।
ক্ষেনে ক্ষেনে পরোমাই খিন হঞে জাঅ   ক্ষেমা দিঞে ভজো ভাই গবিন্দ রাঙ্গা পাঅ।
গ বলে গবিন্দকথা বড়ই মধুর   জেই সে গবিন্দ ভজে সেই সে চতুর।
গবিন্দ না ভজে ভাই ব্রথা জন্ম জাঅ   গরস তেজিঞে সে গরল বিষ খাঅ।
ঘ বলে ঘোর বড় কলিযুগের মাআ   ঘুমাঞে রঅচো জিব অচৈন্ন´হআ।
ঘরে ঘরে মাআচোর ফেরে নিরান্তর   ঘুমাঞে ঘুমের কৃষ্ণ ভজো নর।
ঙ বলে ঙপতি ত্রিদেবের ইশ্বর   উলমত্ত হইঞে কৃষ্ণ ভজ নিরান্তর।
ও পদপঙ্কজ ভাই দিন জাঅ বৃঞে   ঐরিভাবে হিরন্ন´ক্ষ্য দক্ত মধু পাইলে।
চ বলে চিন্ত ভাই হরিরো চরন   চিরোজিবি লহে কহো অবস্য মরন।

চিত্রে স্থির করে দেখো ভেবে মনে মনে   চলে জাবে সমস্তো না হবে কার স্বনে।
ছ বলে হরি বিনে শ্বঙরন কর কার   সম্চন্ধে শ্বঙরন হরিগুনশার।
ছাড়িঅে সংস্বারমাআ কৃষ্ণ ভজ নর   মনুস্য তুল্লভজমন্ম না হইবে আর।
জ বলে জগন্নাথ ১খ] [২খ জাতি প্রাম ধন   জতো কিছু বল ভাই সব অকারন।
জিবনে মরনে তাই আর নাই গতি   জনম্মে জনম্মে হঅ জেন কৃষ্ণপদে মতি।
ঝ বলে ঝকড়া করে কেন [য]র মন   ঝঙ্কার করিঅে জখন বান্ধিবে স্বমন।
ঝাকে ঝাকে ব্রিষ্টি হবে অনলের কোনা   ঝঞ্জ ঝঞ্জনা করিঅে জখন পড়িবে ঝঞ্জঝঞ্জানা।
ঞ বলে অেহাস্থানে বল কিসে তরে   ইঙ্গিতে সকল কথা কহিলাম তোরে।
ইন্দ্র হেন নৃপতি হইঅেছে কতো স্বতো   ইন্দ্রপদ ক্ষেমা দিঅে কৃষ্ণে হও রত।
ট বলে টলেছে ভাই পর্দ্দপত্রের জল   টলিঅে পড়িলে প্রানি নাই পাঅ স্থল।
টলিলে পড়িলে কেহো রাখিতে না পারে   টঙ্কার করিলে দেহো ভজোহো কৃষ্ণেরে।
ঠ বলে ঠাকুর বড় পুভু জগর্ন্নাথ   ঠাকুর বাড়িতে গিঅে কিনে খাঅ ভাত।
ঠেকঠাক নাই ভাই পথ বড়ো দ্রতো   ঠুটোমুটো পথে চলে জাঅ কতো স্বতো।
ড বলে ডাকিঅে বলি সকলেতে শুনো   ডুবেচো মাআতে কৃষ্ণ না ভজিলে কেনো।
ঢ বলে ঢঙ্গপোনা করে জেও নাই   ডঙ্কা মেরে পথে চলো কার ভঅ নাই।
[৩খ ল বলে আনন্দে ভজো শ্রীহরির চরন   আনন্দে ভজিলে ভাই বৈকণ্ঠে গমন।
আপনাকে তরিতে উপাঅ সভে করে   আনন্দে ভজিলে ভাই ভবোসিন্ধু তরে।
ত বলে তরিতে আছঅে জার মন   তুরিতে আশ্র[য়] করো শ্রীগুরুচরন।
তুরিতে সংস্বারমাআ কৃষ্ণ ভজো নর   ত্রৈইলক্ষের নাথ কৃষ্ণ করিবেন উর্দ্ধার।
থ বলে স্থির হঅে বোঝো মোনে মোনে   থাকিবে সকল প্রানি জাইবে আপোনে।
স্থির লঅ কভু ভাই ছল ছল আক্ষি   স্থকিত হইঅে এখন মোনকে বুঝাও দেখি।
দ বলে দআ করো দেব দামুদর   দড়োচিত্রে ভজো ভাই না হঅো কাতর।
দিনে দিনে প্রমাই জাঅ ক্ষিন হঅে   দারুনো জোমের জালা কৃষ্ণ ভজো ভেঅে।
ধ বলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম সেই মাহাজ্ঞোন   ধির হঅে কৃষ্ণকথা করোহ শ্রবন।
ধরনিতে পড়ে জেবা দণ্ডবৎ করে   ধরোঅে ধার্ম্মিক নাম সাধু বলি তারে।
ন বলে নারাঅন অসের সাগর   নারাঅন নাম ভাই অজঅ অমর।
নারাঅন নাম জেবা সদা বলে মুখে   নদ নদি পার হঅে সেই জাঅ সুখে।৩খ]
[৪খ প বলে পরমানন্দে পৃভু নারাঅন   প্রমানন্দে হরি বলো দুরাচার [মনঃ]।
পারিলে না ভজে কৃষ্ণ দুরাচার বড়ো   পাইবে জোমের পিড়ে নরোকে জাবে দড়ো।
ফ বলে ফিরে প্রানি এসে আর জাঅ   ফাফোর হইএ বোলে কর্ম্ম না ফুরাঅ।

ফাকি ফুকি কর্ম্ম জতো নিরোবধি করে ফল ছেড়ে প্রানি দেখো ফুলের তরে মরে।
ব বলে বোনোমালি কৃপারো ঠাকুর বংসিধারি নাম ধরো দর্প্প করো চুর ॥৪॥
বলে বড়ো ভাই কলিযুগের মাঝা ব্রজোনাথ উর্দ্ধারিবে দিঝে পদোছাঝা।
বলোরাম নরোহরি বিনে নাই গতি সতোদল দিঝে পুজা করো নিতি নিতি।
ভ বলে ভালো তর্ত্ত কহিলে নিশ্চঝ ভুলিঝে বিস্বঅমদে কৃষ্ণ না ভজঝ।
ভেক জোনো ভিকিনির সঙ্গে সঙ্গে রহে না ভজিলি কৃষ্ণপদো সকল মিছে মোহে।
ম বলে মরোনোকথা বড়ো হইলো শ ছ্ঝ মরিলে না মরে জেবা শ্রীকৃষ্ণ ভজঝ।
মোরিলে না মরে জেবা সাধুসঙ্গে লঝ ... ...।

প্রথম পত্রের ভিতর পৃষ্ঠায় হরিনাম-মাহাত্ম্যসূচক ভনিতাহীন কিছু পাঠ আছে।

৬৫ বাঙ্গালা মন্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১২৮ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩"×৪½"।

৭ঁশ্রীহরি
শাপা উর্দ্ধ টান কাটিম শাপার বত্তিস থান
কাটিম বত্তিস নাড়ি বাহি করি নিলাম সাপা জিব সঞ্চারি
উর্দ্ধ্যে দিঞা ঢুকিলাম মুখু দিঞা বাহির হইলাম।
আমাকে দেখে নাড়িস টুণ্ডু খাস ইশ্বর মোহামুণ্ড দোহাই ॥১ক]
পদ্মাপাতে পুটী চরে মুই বিস মাঁরম [শাপার] দিয়্যে ধুলায় লটপটী
লটপটী বিশের জালা বাদিব অঙ্গে বিস উড়িঞা পালা
জে করে কু তাহার গুরুর মুঞে গু ॥
রক্তের উপর বিন্দু ছাঞি জেখানে খালি সেইখানে নাই
ই তিন ভূবনে নাই মোনসার দোহায়ি ॥

[১গ একজায় কাপড় —
একজোড় — ১৬ হাৎ
একখান ঠেটি — ৮ হাৎ
দুই ভাড়ি কাৎ ২০ হাৎ —

৬৬ বাঙ্গালা মন্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১৯৮ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×৩" ।

শ্রীশ্রীদুর্গা স্বরন—

স্বরেসতি স্বরেসতি শুক্লবর্ন্নে ভিম সিম অর্জ্জুন কুণ্ডল কর্ন্নে

গলায় গ[জ]মতি মুক্তার হার এই বিদ্যা মাগি মা ভার অসমভার

এস মা সরেস্বতি মরে দায় বর

ভরস্তি অভরস্তি বিদ্যা সোপন কর সরসতি

সরসতি মোনসা পা সিদ্বি গুরু সোম্‌কর জগৎগরী মা ॥

দেবি যান রতে গো তড়ে য়ান্ সিসষে ডাগ্‌ দ্বে বলে নে পদ্দমকুয়ারি ॥

আমকোর গায়ে নেইকো বিস বিস নেই গায় সকল বিস কেটে ছিড়ে উরন বায় ॥

দেবি যান রগরে বিস মারন সগরে নেই বিস বিসহরি আজ্ঞা ॥

৬৭ বাঙ্গালা মন্ত্র (এক তাড়া)

*সমর, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২০২ ; পত্র ১৭ ; অখণ্ডিত ; আকার ১০"×২", ১০২"×১০২" ই. ।

[১ক ওঁ নমঃ মনশায়ৈ নমঃ

অথ মন্ত্রাদি পুস্তকং—

[১খ ওঁ নমঃ দুর্গায়ৈ নমঃ ॥

ইঁটগুঁড় দিয়ে বাঁধলুম গা না ঠেকে যেন বানের ঘা

ডাঁইন যোগীন ভুত প্রেত দানা দক্ষি বায়ু বাতাস অমুকের অঙ্গে ফেটে যা

ফাট মোর পুত্র ফাট শীঘ্র ফাট শীঘ্র ফাট শীঘ্র ফাট ।

কোথায় যাইতে করিলাম পয়ান আপন সারিয়ে যাই হোয়ে সাবধান

হাত সারি পদ সারি আর সারি মুখ পেট পিট চরণ সারি আর সারি বুক

অষ্টাঙ্গ সারিলাম আমি মনসার বরে লক্ষ লক্ষ বানে মোর কি করিতে পারে

কাঁউরের কামিক্ষা দেবি দিয়ে গেছেন বর বাওবন্দি রাজা বলে অমুক অমর ॥

ঘরে হতে বাড়ালাম পা শিলে পাথর আমার গা

আমাকে রক্ষে করবেণ জয় দেবি দুর্গে কালিকে মা । ১খ]

[২ক জাল জাল মহাজাল   গেঁঠে গুরু বিষম জাল   পড়ে জাল ঝেঁপে
অমুকের অঙ্গের গা মাথা পা ভোড় ঝেঁপে ॥

ওঁ নমঃ মনসায়ৈ নমঃ ।
ও কুটকুট অক্কমনি   চোটের বিষ হোল পানি
ও কুটকুট তারামনি   চাইতে বিষ দৃষ্টি পানি
নুতন হাঁড়ি নুতন খলা   অমুকের অঙ্গের বিষ উড়িয়া পালা
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে ॥
শঙ্খ চক্র গদাধর   উড়াই বিষ যাই ঘর
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে ।
তুড়ুক তুড়কি ঘর করে   অমুকের অঙ্গের বিষ থুতকুড়িতে মরে ।
শোন আল্লা মহম্মদ শিষ   মার ধাক্কা নাই বিষ ॥
ইতি আড়াই সর্পবিদ্যা সমাপ্ত ॥ ২ক]

[২খ ওঁ নমঃ মনসায় নমঃ ।
অথ আপনসার ॥
হাতবারি   লোহা জারি   সব সাপিনি অধিন করি
চণ্ডির অঙ্গে করবি ঘা   কুয়া দেবির মাথা খা ॥

অথ চুম্বুক মন্ত্র ॥
ওঁ বন্দ দেবি ব্রহ্মানী   সম্পট করিয়ে পানি   উড় দেবী ছাড় নিজ বাস
মা জরৎকার মুনিপত্নি   অস্তকস্ত জননী   কৃপা কর সমর তব দাস ॥
মা যেই কালে শ্রীহরি   সাগর মথন করি   কালকূট যত উপজিল
তোমা নাম সমরিয়ে   মহাদেব করে ময়ে   যত বিষ সকলি ভুকিল
তখন বিষ খেয়ে মহাদেব প্রমাদে পড়িল
শিবি গিরি ২খ] [৩ক   ...সি সঙ্গে করি রঙ্গে আশি সেই স্থানে
চিয় বাপা   ...   এতেক বলিয়ে দেবী মেলে করাঘাত উঠিয়ে· ·
...   ...   তেমনি এখন দৃষ্টি কর ঐ অমুকের পানে
...   .   এ আহ্বানে
তুমি হবে গুরু মাতা আমি হব শিষ   ..   যাগ্ন কালকূট বিষ ॥
ইতি চুম্বুক মন্ত্র সমাপ্ত ॥ ৩ক]

[৩খ ... চৌসাপার ঝাড়ন মন্ত্র ॥
মেঘ আঁদারি গৌড়রাতি না জানি ... নাগ নয় বড়া বার বিছে
যোল চিতি কোন কোন চিতি... চিতি সোনাচিতি পর্ব্বতে ডেমনাচিতি
গাছের ... কালা খানিক খালা খানিক ডালা খানিক ...
লয় সারি সুয়া কাঁহা রয় আদা খায় জল জলায় ৩খ]
[৪ক না পিয়াও পানি মনের বিষ মনেই জানি
কোনও সর্পের বিষকে না কর ডর তিন চাপড়ে সকল বিষ হোল ক্ষয় ॥

গর্ভবতী কন্যার ঝাড়ন ॥
সত্য যুগের কথা বিষ ধর্ম্ম অবতার হেনকালে মন্দদরির হইল গর্ভের সঞ্চার।
হেন গর্ভে সেদেয় বিষ নাশ যাবার তরে গর্ভ ছাড়িয়া বিষ ঘামুখে মরে।
তেতাযুগের কথা বিষ রাম অবতার হেনকালে কৌশল্যার হইল গর্ভের সঞ্চার।৪ক]
[৪খ হেন গর্ভে সেঁদয় বিষ নাশ যাবার তরে গর্ভ ছাড়িয়া বিষ ঘামুখে মরে।
দাপর যুগের কথা বিষ কৃষ্ণ অবতার হেনকালে দৈবকির হইল গর্ভের সঞ্চার।
হেন গর্ভে সেঁদয় বিষ নাশ যাবার তরে গর্ভ ছাড়িয়া বিষ ঘামুখে মরে।
কলিযুগের কথা বিষ গৌরাঙ্গ অবতার হেন শচি দেবির হইল গর্ভের সঞ্চার।
হেন গর্ভে সেঁদয় বিষ নাশ যাবার তরে গর্ভ ছাড়িয়া বিষ ঘামুখে মরে। ৪খ]
[৫ক মিতে ধবানি কাপড় কাচে মন পবনের ক্ষারে
বনের সাপ জিয়ায় বেটি কোলের ছাওয়াল মারে
কোলের ছাওয়াল মারিয়ে বেটি চার দিকেতে চায়
ওট রে পুতো ঘরকে যাই বিষ নাই তোর গায় ॥

গরুর ঝাড়ন মন্ত্র ।
লাপ দিয়ে খেলি ঢোঁড়া গরু খেলি দাড়ে তোর বিষ মারি ব্রহ্মচাপড়ে।
ব্রহ্মবিদ্যা করে হিত তিন চাপড়ে নাই ঢোড়ার বিষ ॥ ৫ক]

[৫খ অথ তৈলপড়ার মন্ত্র ॥
গায়ত্রী তিন বার আগে।
নিরহর কাঞ্চন তিনহর বর্ণ
অমুকের অঙ্গের ঘা শুক রক্ত পুঁজ শুকাতি

কার আজ্ঞে ঠাকুর সহদেবের আজ্ঞে
তেলপড়াতে ফুঁয়ে শুক ॥ ত্রি ॥
রাম লক্ষন সিতা রাম বলে লক্ষন অমুকের অঙ্গের ঘা ভাল হবে কখ্‌খন এখ্‌খন
কার আজ্ঞে রাম লক্ষন সিতার আজ্ঞে ভাল হবে এক্ষন ॥

জলপড়ার মন্ত্র ॥
ইচল ঘাটে লিচন পানি তায় চেপে এল ৬৪ ডাকিনী
৬৪ ডাকিনীরে ফটিক পানি
দিয়ে ষা আমকাকে ভাল ছোড়কে বুরা করে হে ৫খ]
[৬ক খোদাতেলি কহর্মে পড়ে ॥ রাম লক্ষ[ণ] ইত্যাদিনা ॥

পেটবেদনার মন্ত্র যথা—
রক্তে ডুবুডুবু সঞ্চে নাড়ি তায় জন্মিল পেটকামড়ি
পেটকামড়ি পেটকামড়ি তোর বড় বিষ তোর কামড়ে গরু মনিষ্যি নাই স্থির
কার আজ্ঞে জয় জগৎগৌরি মা মনসাকুমারির আজ্ঞে ॥

পোড়াঘায়ের জলপড়ার মন্ত্র ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন দেবতা একত্তর
ব্রহ্মা বলে বিষ্ণু আমি নেই জানি
অমুকের অঙ্গের পোড়া ঘা জলপড়াতে ফুঁয়ে হোল পানি।
রাম লক্ষন ইত্যাদিনা ॥ ৬ক]

[৬খ ছেলে বালসার ঝাড়ন ॥
ওর বোর বোরক লাতি তেতুলতলায় উৎপাতি
তেতুলতলার তুলি না জ্বরের কি কি নাম
তোলসা বালসা হোঁতা ফোঁতা গোজ্বর ফোজ্বর সারিজ্বর সইতে ছে[ড়] পালা
কার আজ্ঞে ঠাকুর সহদেবের আজ্ঞে
শীঘ্র ছেড়ে পালা। ত্রি।

ছেলের রসঅম্বল মন্ত্র ॥
উত্তর থেকে এল চণ্ডী   হাতে লয়ে রসের কলসি
রস খায় রস পিয়য় ৬খ] [৭ক রসে করি ভর
অমুকের অঙ্গের ৬৪ রস আমকার ফুঁয়ে মর
কার আজ্ঞে   ভিম অর্জুনের আজ্ঞে
শীঘ্র ফুঁয়ে মর শীঘ্র ফুঁয়ে মর শীঘ্র ফুঁয়ে মর ॥

অথ চুনপড়া ॥
সাঁকচুণ গোদসাক ঘামুখে পড়ে বিষ মার
করযুড়ে মাগি মা মহাদেবের পায়
এই চুন পড়ে দিলে অমুকের অঙ্গের সকল বিষ উড়ে যায়।
রাম লক্ষণ ইত্যাদিনা ॥ ৭ক]

[৭খ একদিনছাড়া জ্বরের ঔষধ ॥

আটসেওড়ার পালার শির ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পাতাগুলির গুড়িয়া কানিতে বন্ধন শুঁকিবে ঐ শিকড় একখাদি লইয়া লাল সুতয় বাঁধিয়া পুরুষের ডান হাতে স্ত্রীলোকের বাম হস্তে বন্ধন করিয়া দিবে ॥

দুইদিনছাড়া জ্বরের ঔষধ ॥

বোনসনার পালার শির ফেলিয়া দিয়া লবন দিয়া শিলে ছিঁচিয়া শুঁকিতে দিবে ঐ শিকড় ঐ সুতয় বন্ধন করিয়া ঐ ডান হাত ঐ বাঁ হাতে ৭খ]

[৮ক রক্ত আমাশয়ের ঔষধ ॥

কুকশিমের লাল শিকড় লইয়া মধ্যমা অনামিকা অঙ্গুলি জলে ডুবাইয়া প্রাতঃকালে খুদের হাঁড়িতে হস্ত না পুঁচিয়া ডুবাইবে ডুবাইলে যতগুলি খুদ উঠিবে ততগুলি লইয়া কুকশিমের লাল শিকড় কোদালেকুড়ুলের শিকড় লইয়া ঐ খুদ দিয়া বাটীয়া কাঁচা খাইতে হইবে ॥

[৮খ শ্বেত আমাশয়ের ঔষধ ॥

ফটফটি গাছের শিকড় লইয়া আইবুড় মেয়ের হাতের দ্বারায় কর্ত্তিত যে সুত সেই সুত দিয়া পুঃ ডান হাতে মেয়ের বাম হস্তে বাঁধিয়া দিবে ॥

লাল পদ্মলের ঔষধ ॥

রক্তকম্বলের ফুল ডাঁটা সহিত একটি লইয়া আমানি দ্বারায় বাটিয়া আদ পুয়া আমানি দিয়া গুলিয়া চুমকাইয়া খাইবে ॥ অথবা। রক্তকর্ব্বরির শিকড় ও ফুল তিনটি ঐরূপ করিয়া খাইলায় খাইবে ॥

[*৯ক শ্বেত পদ্মলের ঔষধ ॥
শ্বেত কর্ব্বরীর তিনটি ফুল ও শিকড় লইয়া ঐ···

এক পায়ে গোদ নাবার ঔষধ ॥

রবিবারে একটি রম্ভাকে তিনখাদি ক······ চিরিয়া তাহার ভিতর বোনসোনার শরু শিকড় ও টিকটিকির লেজ······তাহাকে তিনখাদি উক্ত শিকড়কে তিন-খাদি করিয়া লেজ এবং শিকড়···খাদি লেজ একখাদি শিকড় দিয়া বেশ করিয়া বুড়িয়া অগ্রে গোড়ার খা···খাদি পরে শেষখাদি তিনটি না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবে ॥···

ওঁ নমঃ মনসায়ৈ নমঃ।
সরবর কাঞ্চন চার হর বর্ণানাং মস্তকে গাড়িনু শিক তাতে দিনু ঘা
এই ঘা দিতে হলে করি আশিতে হবে পা পা ॥ ছাড়ন ॥

অথ ভারণ মন্ত্র ॥
করাত করাত চতুর্গুন যুড়ে পৃথিবী শ্রীরামের করাত
যেতে কাটে আস্তে কাটে ছেদ কাটে ভেদ কাটে সু কাটে সুজ্ঞান কাটে
কার আজ্ঞে শ্রীরামের আজ্ঞে
শীঘ্র লাগ্‌গে শীঘ্র লাগ্‌গে শীঘ্র লাগ্‌গে ॥

অথ কাটান মন্ত্র ॥
করাত করাত চতুর্গুন যুড়ে পৃথিবী শ্রীরামের করাত
যেতে কাটে আস্তে কাটে ছেদ কাটে ভেদ কাটে কু কাটে কুজ্ঞান কাটে
কার আজ্ঞে শ্রীরামের আজ্ঞে
শীঘ্র লাগ্‌গে শীঘ্র লাগ গে শীঘ্র লাগ্‌গে ॥

মন খারাপ ॥
মা তুর্গা কাটচে শরু সুত মহাদেব যাচ্চেন হাট
এড়ে য় [আজ্ঞে বিয়ে] রানী
নাগের মাথায় দিয়ে পা অমুকের মন যাহা ইচ্ছা তাহা যা ॥

শ্রীশ্রীহরিঃ স্বরণং—
অরে ভাই মেগ উরেচে ঘা চাইতে পানি হইচে
নে বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যায় নাই ১।
হাঞি মোচে হা দিতে বিস নাই
নাই বিস মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ২।
ফুট চাঞি টুষকির সন্ধে বিস নাই
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ৩।
ওরে বিষ তাই আর বিষ তাই
বাতাসে উড়িয়ে বিষ হএ গেল ছাই
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ৪।
দেবির মাথায় চাঁপার ফুল মহাদেব বলচেন কি
হাসতে খেলতে বিষ উল্লো আমি করিব কি
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ৫।
সোন সোন অরে কেলে আস্তের কাহুনি
মনসা দেবির ক্রিপা তোর বিষ কলম পানি
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ৬।
গনে আসিতে হল ঘা অরে বিষ তুঞি ধুল খা
ধুলর মত্তন উড়ে জা
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ৭।
উড়ে জায় ধুকড়ে কাঁক পালক করে সাঞি
এই তিন চাপড়ে বিষ নাই
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ৮।
দেবি জায় রতে দাখা হল পথে
উড়ে তুলু বিষ গামচার বাড়িতে
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ৯।

হরি কর সার ভাই হরি কর সার
হরি স্মরনে বিষ নাই আর
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ১০।
ঘতের উপর দেবির খেলা এই ফুকে বিষ উড়িয়ে পালা
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞা ১১।
ঝাপড় ঝাঞি স্থজি পোনে চাইতে বিষ নাই
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ১২।
ওরে বিষ জাস কোতা জাকে খুজুস সেই হেতা
তোর বিষ আমার বত্তিষ এই ফুকে নিব্বিষ
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ॥

॥ ৭ শ্রী জয় মনসা ॥
ফর্টিক্যর ঝিকিমিকী ফটিকের কায়
ভারে বানে নাঞি বিষ চাপড়ের ঘায়
চাপড়ে মলি রাই চাপড়ে নাঞি
নাঞি বিস মনসার আজ্ঞা ॥

কালি কমল বিসধর পদনাল
গোর্কের মাতায় ঢালম পানি পিয়ন্তি রাখাল
জা বিস ষপ্ত পাতাল
কার আজ্ঞা সেই বর্দিনাথের আজ্ঞা ॥

গরুর কাটিঘাএর ॥
কালি কমল বিস কাঁহাঁ চলি জায় ডাকে গুনমন্ত কাহে না চিয়াঅ
কাহে চিয়াব চাপড়ের চোটে কপাট ভাঙ্গিব কাঁচলি কুণ্ডলি ভাঙ্গি বিস ঘামুখে
জা চাপড়ে মলি রাই চাপড়ে নাঞি ॥

সাত স্থমদ্র কুরল পাকি কুরল কুর্য্য মাচ খায়
আমকুয়ার পেটকামড়ি আঁউ জাউ এই মুনজলে ভাল হয়
কার আজ্ঞা সেই কুরল পর্থের আজ্ঞা ॥

লগ্নচাঁদা বেদবাখানে অল্পপড়্যা বহুত জানে
বিষয় করে চড়ে ঘোড়া এক দুষ্‌খে মাগু নোড়া।
কর্ম্মস্থানে থাকে জীব কাছা লম্পট পূজে শিব
কি বা ঘর কি বা বন কাছা ঝাড়ে পড়ে ধন।

লগ্নাচ্চতুর্থকঃ পাপোযদিস্যাদ্বলবত্তরঃ তদা মাতৃবধং কুর্য্যাৎ তৎকেন্দ্রে চাপরোয়দি॥ লগ্নে পাপগ্রহো রোগী দুর্বল: সত্রু পীড়িতঃ॥ লগ্নে চৌ চৌ চন্দ্রে চৌ চৌ চৌ চৌ গুরুসংযুক্তা তাকদ্বারে জগজন খাটৈ্য বান্ধে গজবর মাত্তা॥ ত্রিখে ত্রিকোণে ক বধে গৃহেন্দ্রাঃ পাদারবৃন্দিং পরিলোকয়ন্তি। ক্রমাৎ ত্রিখাদি ত্রিতয়েষু পূর্ণ্যং শনীজ্য ভৌমা চ মদনঞ্চ সর্বে॥

রাহু শনৈশ্চর একুই মেলা নিচের ভাব গাছের তলা
খোড়ার ঘরে বোড়ার মিলন গলায় দড়ি অবশ্য মরণং॥

/৭শ্রী৺ হ্‌্যাং হ্‌্যুঁ হ্‌্রাং স্বীং রামএ ফ্‌্ট
৭ শ্রীশ্রীহরিঃ।
ক খ ল খ সার এই মন্ত্রে আদিস্টান হয় আনাদের নাত
এেই মন্ত্রে মনে মখে সহা—

খোলা হালি চোর ডাকাতকে লাগল ভেলকি
আজিকের চার পর কালকের দুপুর
এ বন্ধে করি সম্মান হরিস লবদুর্গা রাড়ের কালির পাআ
বাসুকি খেলেন ইস্বর গৌরি বাপ ধর্ম্ম তোমার সোঙরন
সাপা চোরা বাগা তিন জোন কানা
কানা কারজ্জে না সেই রাম সিতু লেজ্জে
সিগ্র নাগে ৪।
পস্তের কাঁটাখোচা পানের নাসা পানির কুম্ভির বোনের বাসা
তোমরা পাঁজোনে ছেড়ে দেঔ পত
আমি আসিব…সর পত গুরুস্তাবা করে
আমকোর অঙ্গে আমকোর সঙ্গতি করিস ঘা

আস ত গুরু পণ্ডিতের মাতায় পাকালিস বাম পাঅ।
হুঁহুঁকারে করি নিঙ পস্কার
কারজ্জে সেই বড়ো বাপ ন[র]সিঙ ভেজ্জে সিগ্রিরি ছাড় ॥
চন্দ্র পাকাল্যা মুখ সুর্জ্য কইল গ্রস
মড়োল মুছুদি তালুক চৌহুরি পাকাগু দোজে
জগর্নাথের নামে পাড়ে কাথা তার জিভ্যা চেপে ধরে প্যাজা
আড়োলের কালক্যা চণ্ডী মাঅ।
কারজ্ঞ হাড়িঝি চণ্ডীরজ্ঞ সিগ্রি লাগ ॥৪

৬৮ বাঙ্গালা মন্ত্র

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২০৯ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৫½"×৩½" ।

ওঁ সিদ্ধিঃ ।
একড়ি কোঠা লেকড়ি জান সাহিয়ৎকা আঙ্গলি ধ্যান্
ফলানাকা আংকা বিষ হামারা আংলি ধ্যান
দোহাই শ্রীসাহিয়ৎকা ॥১॥
ওঁ ধান্যেশ্বর পৃথিবীচ্চর কুজ্ঞান বিজ্ঞান ধান্যৈ খায়
ওঁ কালিপাতা মুকি ভারি বাসুকির মাথায় দিয়া পা
পানি পাতিয়া দেখ ডঙ্খ কোন্ কোন্ নাগের ঘা
বিষ থাক্ত্যে না দেয় দেখা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মাথায় পাখালে বাম পা
ওঁ দ্রাঁ দ্রীঁ স্বাহা ॥১॥
আদি অনাদিরে বিষ জলে খালি স্থলে দেখ পানি পাতিয়া
দেখ ডঙ্খ কোন কোন নাগের ঘা বিষ থাকিতে না দেয় দেখা
বাসুকির মাথায় পাখালে বাম পা কার আজ্ঞা কাঙুরের কামিক্ষা মা
দেবী চণ্ডীর আজ্ঞা হাড়িঝিএর পা ॥২।

॥ আত্মসার ॥
হর বিষ কেতকি মর বিষ ডারে গরুড়সিংহনাথ তোকে হুহুঙ্কারে
মেঘ হরে পবন হরে জেত্যের বিষ জাতি সোঁড়োরে

তোঁ খালি ঘায়ে মোঁ পোছোম পায়ে মর বিষ তোঁ লাথির ঘায়ে
নাঞী বিষ বাপ ধর্ম্মের আজ্ঞা ।১।
কমলবোনে মা জনম তোমার তোমা সোঙোরনে বিষ নাঞী আমার
বিষ নাঞী বিষহরির আজ্ঞা ॥২॥
ফুলের সাজিতে আনিলাম তোমারে তোমা সোঙোরণে বিষ নাঞী আমারে
বিষ নাঞী বিষহরির আজ্ঞা ॥৩॥
খোলাতে ফুটাঞা বিষ মথনে কল্যাম সার ভূঞে হাত ঘসে ত বিষ নাঞী আর
বিষ নাঞী বিষহরির আজ্ঞা ॥৪॥
ধুল্ ধুল্ ধুল্ সর্গের ধুল্ মঞ্চের মাটি লাগ সাপিনাকে দন্তকপাটি
তোর সোল মোর বত্তিষ থুক দিয়া মারম সাপের কালকুটী বিষ
নড়িষ চড়িষ লাড়িষ তুণ্ডু খাসি ঈশ্বর মহাদেবের মুণ্ডু
কার আজ্ঞা মা মনসার আজ্ঞা ॥১।
গাটি কাটম গেঠারি কাটম কাটম লোহার সিকল
এক সহস্র গাটিমুটি ভেঙ্গ্যে বিষ তো ঘামুখে নিকল ॥১॥
আড়ে কাটম্ ফাঁড়ে কাটম্ মড়া কাড়ে রা
এক সহস্র গাটিমুটি ভেঙ্গ্যে বিষ তো ঘামুখে নিকল ॥২॥
নেউলি চরে কাঙুরে বিষ থুঞা পাঞুরে
জখন নেউলি কর্করায় সাতালি পর্ব্বতের বিষ থর্থরায়
ধরমগুরু মহাদেব সিষ, ধর্ম্মের আজ্ঞায় নাঞী বিষ ॥
কাঙ্কচরে ঝরে ঝরে বিষ মারম থরে থরে
জখন কাঙ্ক ১ক] গা নাড়ে সাতালি পর্ব্বতের বিষ গুলান ধরে
ধরমগুরু মহাদেব শিষ ধর্ম্মের আজ্ঞায় নাঞী বিষ ॥২॥ ফুঁ ॥
চালিপানিতে বগা চরে চক্ষ, চাইতে বিষ মরে
ধরমগুরু ইত্যাদি ॥৩ ॥
রাম লক্ষণ দুটি ভাই একুই সুতের গাথা ওড় রে কালকুটি বিষ সুন্যা আগ্যের কথা ।১।
রাম লক্ষণ দুটি ভাই জগতে সে জানি ওড় রে কালকুটি বিষ ফুঞে করম পানি ॥২॥
পানি পানি পানি জগতে সে জানি তোকে আইল ধর্ম্মের পানি
ধর্ম্মের হুহুঙ্কারে পানি খা অরে বিষ তো পাত্তাল জা ॥
অকট্ বিকট্ ঈশ্বরের সহায় পানের ভিতর আলাইও
দোহাই গুরু রঘুনাথকা ॥১॥

কাল পানি কাল কাল নাঞী জানি
কাল পদম নাগ উপরে গরুড় ঝমকারে বিষ পহুঁ পাতাল আয় ॥

নূতন হাড়িতে জলে সাত পাত তুলসী পড়িয়া দিবে ॥ আইবড় কন্যার হাথে পান পড়িয়া চিত করিয়া রাখিয়া সন্দেশ জল ঘটিতে রাখিবে পর্ন্ন দর্পন—

খালা ডোবা পানি সমুদ্রে না ধরে টান কোন সালা সালির বিটী করে কুজ্ঞান বিজ্ঞান
তার গুরুকে করম ঘোড়া তাকে করম পালান তাকে সেঁপে আসিচে বীর হনুমান
কার আজ্ঞা বাব বিল নরসিংগের আজ্ঞা ॥
দুই স্কন্ধে ফুঁ দিতে হয়—

৬৯ বানের কবিতা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৪৫৮; পত্র ১; চিত্রিত; খণ্ডিত; আকার ৯"×৩¾"।

[১খ ১] শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥
অথ বানের কবির্ত্ত লিক্ষতে ॥
সুন সুন সর্ব্বজন বন্যার কারন প্রথমে বন্দিব সম্ভূসু[তো] গজানন।
করজোড় হয়ে স্তুতি সরেস্বতির বন্দিব চরন ইন্দ্র বরুনআদি জত দেবগন।
কি মতে বন্যা হল সে সকল করহ শ্রবন ৮ আশ্বিনে দেবতা মেঘের গর্জ্জন।
ন দিনের বুধবারে রাত দুপ্রহরে মুসলধারে জল অনাছিষ্টী হয়ে বিষ্টী ভাসাল সকল।
সন ১২৩০ সালে ডুবল জলে দসই আশ্বিনে
পেয়ে বৃহস্পতিসেস ভাসল দেস নদিজল কলবলি
অমনি সিগরভুঞী ভাসে ষোল সুমুদ্র ভেসে ভাস্ত এল মল্লদেসে।
ডুবল কালকাটা বিসম লেঠা পাট পুর জায় ভেসে
সাহেব সুবা বন্না দেখে রাত্র দিবা বসি।
সাহেব ত বন্যা দেখে বিবিকে ডাকে…

৭০ বৃন্দাবনজ্ঞান

কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩৬৪ ; পত্র ৪ ; খণ্ডিত ; আকার ১০"×৪"।

শ্রীবিন্দাবনজ্ঞ্যান।—গ্রন্থ—

[৩ক বিন্দাবনের পস্চিমে অষ্টদস ক্রোস কাম্যবন অষ্টাদস ক্রোস সেই বিচিত্র কানন।
সেই বনে কৃষ্টচন্দ্র বোহু লিলা কৈলা মুরুলির ধ্বনিতে পাসান দ্রবাইলা।
কৃষ্টের চরনচিহ্ন রহিল সে বনে অদ্যাপি পর্ব্বতে চিহ্ন আছে বিদ্যমানে।
শ্রীবিন্দাবনের পস্চিমে পঞ্চ ক্রোষ মোধুবন নানা বিক্ষ নানা লতা বিচিত্র কানন।
বলরামসহ কৃষ্ট কৈল্য মোধুপানে মল্লযুর্দ্ধ জলকেলি কৈল সেই স্থানে।
বৈকুণ্ঠ জিনিঞা সেই হয় মধুপুরি মনি মানিক্য নিৰ্ম্মান সেই অতি চিত্রকারি।
বিন্দাবনের পস্চিম নয় ক্রোস রাধাকুণ্ড রাধাকুণ্ডের পুর্ব্বে অগ্নিকনে স্যামকুণ্ড।
দুইটী কুণ্ডের জল একত্রে মিলন রাধাকুণ্ডের চারি তটে বিচিত্র কানন।
পুর্ব্বতটে ৩ক] [৩খ রাসস্থলি শ্রীমনিমন্দির তোরুলতা নানা পক্ষ কুঞ্জ কুটির।
রাধাকুণ্ডের অষ্টদিগে অষ্টসখির কুঞ্জ সেই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ট লিলারসপুঞ্জ।
কুণ্ডের দক্ষিনে কুঞ্জ হয় ললিতার অতি বড় নিভৃত রামকেলি নাম তার।
নানাবিক্ষ নানালতা পুষ্প বিকসীত মলয় পবন বহে গন্ধে আমোদিত।
কুণ্ডের পুর্ব্বেতে কুঞ্জ হয় বিসাখার মনহর নাম তার পরম যুসার।
বোহুবিধি কেলি কৃষ্ট কৈল্য সেই কুঞ্জে নানা বিক্ষ তরু তাহে ফল ফুল পুঞ্জে।
কুণ্ডের দক্ষিনে কুঞ্জ চম্পকলতার অতি বড় নিভৃত রামকেলি নাম তার।
নানা বিক্ষ তরু লতা পুষ্প বিকসীত মলয় পবন বহে গন্ধে আমোদিত।
কুঞ্জের ৩খ][৪ক পশ্চিমে কুঞ্জ তুঙ্গ বিদ্যার অতি বড় বিচিত্র অরুনানন্দ নাম তার।
নানা পুষ্প ফুটে তাহে অরুন উদয় অতএব অরুনানন্দ নাম তার হয়।
কুণ্ডের অগ্নিকোনে ইন্দুরেখার কুঞ্জস্থান অতি যুসিতল কুঞ্জ সুখদ তার নাম।
নানা পুষ্প বিকসীত সেই কুঞ্জমাঝে পুর্ন্ন চন্দ্রোদয় কিবা এমনি বিরাজে।
কুণ্ডের নৈরিতে রঙ্গদেবির কুঞ্জস্থান যুখপ্রদর্সন নাম কৃষ্টের বিশ্রাম।
নানারসকেলি কৃষ্ণ কৈলা সেই কুঞ্জে রাধা লঞা রাত্রি দিন কৌতুক সে ব্রজে।
শ্রীকুণ্ডের বায়ুব্য কুঞ্জ হয় যুদেবির বসন্তযুখদা নাম মলয় বহে ধির।
নানা পক্ষ তরুলতা পুষ্প বিকসীত নানা পুষ্প গন্ধে কৃষ্ট ৪ক][৪খ হইলা মোহিত।
মোউর কোকিল ভৃঙ্গ পক্ষ যুক সারি নানা পুষ্প ফল আছে সেই কুঞ্জ ভোরি।

এই অষ্ট সখির হয় এই অষ্ট কুঞ্জ   এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ট লিলারসপুঞ্জ।
যুর্যপুজা ছলে রাধিকার সখিগনে   এই কুঞ্জে দিবারাস কৈল কৃষ্ণসনে।
কুণ্ডের দক্ষিনে এক ক্রোস গোবর্দ্ধন   দস ক্রোস বেষ্ঠিত উর্চ্চ তিন জে জোজন।
গোবিন্দকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড গোবর্দ্ধনের কাছে   সির্দ্ধকুণ্ড সঙ্করকুণ্ড সেই স্থানে আছে।
দানঘাট মানঘাট সেই গোবর্দ্ধনে   শ্রীরাধার ঠাঞী দান সাধিলা আপনে।
মানসগঙ্গা কৈলা কৃষ্ট সেই গোবর্দ্ধনে   আপনে কোরিলা পার সব গোপিগনে।
বিন্দাবনের অর্দ্ধক্রোস হয় নন্দিস্বর ৪খ]   [৫ক নন্দের আলয় সেই গোপের নগর।
সর্ন্নময় পুরি বিস্বকম্মার নিষ্মান   মনি মানিক্য নিষ্মান কৃষ্টের বাসস্থান।
শ্রীবিন্দাবন স্বোরুপ হয় সেই স্থান   তাহার মহিমা কিছু কহনে না জান।
নন্দিস্বর হইতে অর্দ্ধক্রোস জাবট গ্রাম   শ্রীরাধার নিজগৃহ হয় সেই স্থান।
সেই স্থানে আছে এক সির্দ্ধ স্বরোবর   জাবট আছেন তার তটের উপর।
জাবটের পুর্ব্বদিগে রাধার মন্দির   যুবন্নের পুরি সেই বিচিত্র পাঁচির।
মনি মানিক্য নিষ্মান সেই আয়েনের পুরি   নানাপুষ্প তরুলতা বিচিত্র নগরি।
নন্দিস্বরের দক্ষিনে সঙ্কেত হয় এক ক্রোস   নিভৃত নিকুঞ্জ কৃষ্ট রাসেতে সন্তোস।
যুবর্ন্নের তরুলতা নানা পুষ্প লতা   নানা পক্ষগন সব ক্রিড়া করে তথা। ৫ক]
[৫খ সঙ্কেতের দক্ষিন হয় কেলি স্বরোবর   রাধা কৃষ্ট জলকেলি কোরিলা বিস্তর।
সঙ্কেতের দক্ষিন এক ক্রোস বৃখপুর   শ্রীরাধার জন্মস্থান অতি যুমোধুর।
পর্ব্বত উপরে সেই যুবন্নের পুরি   মনি মানিক্য নিষ্মান সেই অতি চিত্রকারি।
বৃসভানুপুরের দক্ষিনে যুর্যকুণ্ড দুই ক্রোস   বৃসভানুযুতা যুর্জ্জ পুজিলা সন্তোস।
যুর্জ্জকুণ্ডের পস্চিম তটে যুর্জ্জের আলয়   যুবন্ন মন্দির তথি মনিরত্নময়।
যুর্জ্জকুণ্ডের দক্ষিন জসদাকুণ্ড দেখিতে যুন্দর   নানা বিক্ষ লতা সব অতি মনোহর।
নন্দিস্বরের উর্ত্তর জমুনা পার অষ্ট ক্রোস   রামঘাট বলরাম রাসেতে সন্তোস।
শ্রীকৃষ্ট রোহিলা জবে মথুরার পাটে   বলরাম পাঠাইলা গোপির নিকটে।
বলরাম রাস কৈলা ৫খ][৬ক গোপিকার সনে সেই ঘাটে খেলা লিলা কোরিলা কাননে
রামঘাটের পুর্ব্বে এক ক্রোস গোপীঘাট   গোপির বস্ত্র হরি কৃষ্ট কৈলা নিত্য নাট।
গোপীঘাটের পুর্ব্বে দুই ক্রোস নন্দঘাট   বোরুন হরিয়া নন্দে নিল নিজ পাট।
বিন্দাবনের পুর্ব্বে ছয় ক্রোস মানস্বরোবর   নানা বিক্ষ নানা লতা দেখিতে যুন্দর।
সং[ক্ষে]পে কোহিল এই বিন্দাবনস্থান   সাধক জে জন হয় ইহা করে জ্ঞান।
কে কহিতে পারে বিন্দাবনের মোহিমা   ভব ব্রহ্মা আদি জার না পাইল সিমা।
সাধক জে জন ইহা ভজ নিষ্টা কোরি   এই সব কৃষ্টলিলা সাধনেতে তরি।

চৌরাসি ক্রোস বেষ্টিত শ্রীব্রজমণ্ডল   তার মোর্দ্ধে সংক্ষেপে কোহিল এই স্থল।
সাধকের লাগী স্থান নির্ন্নয় কোরিএ ৬ক][৬খ মুঞী সে অধম জন কিছু না জানিএ।
শ্রীরূপরোঘুনাথপদে জার আস   শ্রীবিন্দাবনধ্যান কহে কৃষ্টদাস॥

ইতি শ্রীকোবিরাজ গোস্মাঁমি বিরচিতং শ্রীবিন্দাবনর্জ্জান সংপুর্ন॥ লিখিতং শ্রীনবু বেওস্থা পুস্তক শ্রীথোতাস দারুনি॥ যথাথা দিষ্টং তথা লি[খি]তং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং ভিমস্মাঁপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ ইতি সন ১২৪১ সাল—তারিখ ২৯ জোষ্টী ৬খ]

৭১ বৈষ্ণব অভিধান

দৈবকীনন্দন কবিরাজ

পুঁথিসংখ্যা ১১৮১; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১২"×৪"।

[২ক শ্রীল রঘুনন্দন এবচ॥ রঘুনাথদাস বৈষ্ণোপাধ্যায়ো মধুসূদনঃ। দেবানন্দ দ্বিজবরঃ শ্রীলাচার্য্য পুরন্দরঃ। শ্রীযুক্তাচার্য্য চন্দ্রশ্চ শ্রীকৃষ্ণদাস পণ্ডিত। সতীর্থ পরমানন্দঃ শ্রীমৎ শৃষ্টিধরস্তথা। গোবিন্দ মাধবানন্দো বাসুঘোষাভিধানভূৎ শ্রীল শ্রীরামদাসশ্চ সুন্দরানন্দ এবচ। শ্রীপরমেশ্বরঃ শ্রীমৎ পুরুষোত্তম এবচ। শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীগৌরীদাসঃ শ্রীকমলাকরঃ। শ্রীমতুর্দ্ধরণঃ শ্রীল দ্বিজ শ্রীপুরুষোত্তমঃ। কবিরাজবর্য্যো মধুসূদন পণ্ডিতঃ। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গোবিন্দাচার্য্য এবচ। শ্রীসার্ব্বভৌমঃ শ্রীযুক্তানন্দাচার্য্য মহাশয়ঃ। শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্রশ্চ শ্রীরঘুনাথ মাধবৌ। হরিদাসো দ্বিজ শ্রীল সারঙ্গমকরধ্বজৌ। প্রত্যুম্নমিশ্রস্তপনাচার্য্যঃ শ্রীভগবানেবচ। তদ্ভ্রজঃ শ্রীবিষ্ণুদাসঃ স্রষ্টঃ শ্রীবিষ্ণুদাসকঃ। বনমালীদাস বৈদ্যো হরিদাসো গদাধরঃ। তদ্ভ্রজঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীকাশীশ্বর প··॥ বটুরাম জগন্নাথদাসৌ শ্রীচন্দনেশ্বরঃ। সিংহেশ্বরঃ শিবানন্দো বলরাম মহোত্তমৌ। সুবুদ্ধিমিশ্রস্তুলশী মিশ্রঃ শ্রীনাথসজ্ঞকঃ। কাশীনাথো হরিভট্টঃ পট্টনায়ক মাধবঃ। রামানন্দ বসু ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তমঃ। শ্রীরামচন্দ্রাভূদেবং শ্রীমৎ শ্রীকরপণ্ডিত যদুনাথঃ কবিচন্দ্রঃ পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয়ঃ। আচার্য্য শ্রীজগন্নাথঃ শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতং। শ্রীযুক্ত লক্ষণাচার্য্যঃ ২ক][২খ শ্রীকৃষ্ণাচার্য্য এবচ। শ্রীচৈতন্যদাসঃ শ্রীপরমানন্দ ভিষগ্বরঃ। শ্রীজগন্নাথ কংশারী সেনৌ শ্রীযুক্ত ভাস্করঃ। কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দঃ শ্রীরাম সেন বল্লভ॥ শ্রীযুক্ত বলরামঃ শ্রীদাসো মহেশ পণ্ডিতঃ॥ শ্রীবৃন্দাবনদাসশ্চ শ্রীজগদীশ্বর পণ্ডিতঃ। শ্রীপরমানন্দ···শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতঃ। কবিরাজঃ শ্রীকুমদানন্দঃ শ্রীল চিরঞ্জীবঃ। শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীকৃষ্ণদাসাখ্যান করা[র্নকঃ]। যদুনাথদাসবর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণদাস পণ্ডিতঃ॥ রামতীর্থঃ কৃষ্ণতীর্থৌ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমঃ। শ্রীমজ্জর্গন্নাথ তীর্থো রঘুনাথ পুরী তথা। শ্রীমদ্বাসুদেব তীর্থো শ্রীগোপেন্দ্রাভিধাশ্রয়ঃ। অনন্তাভিধান পুরী হরিহরানন্দ ভারথা॥ নৃসিংহ

চৈতন্যদাসঃ শ্রীমদাচার্য্য মাধবঃ শঙ্করো মাধবানন্দাচার্য্যো দাস সনাতনঃ। শিবানন্দশ্চ-ক্রবর্ত্তী দ্বিজ নারায়ণাদয়ঃ। য এতান স্মরতি প্রাতঃ শৃনুতে বাপি ভক্তিতঃ॥ কস্মিন কালেঽপি স পুমান যাতনাং না ইতি ধ্রুবং॥ এতান সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যো নমস্কুরুতে নরঃ শ্রীবৈষ্ণবপদে তস্য নাপরাধঃ কদাচনঃ। লভতে বৈষ্ণবপদমেতেষাং স্মৃতিমাত্রতঃ। ভক্তিঞ্চ প্রেমপীযুষপ্রবাহাং দেবদুর্ল্লভং। সর্ব্বেষাং মপ্যুপাদেয়ঃ সর্ব্ববেদাদিকস্তথা॥ ইতি শ্রীদৈবকীনন্দন কবিরাজ বিরচিতং শ্রীবৈষ্ণবভিধানং সম্পূর্ন্নমিতি॥

…না বিদুযো ভবেৎ॥ ইতি শ্রীভাগবতশ্লোক॥ ২খ]

৭২ বৈষ্ণব চৌত্রিশা, বৈষ্ণববন্দনাসংকেত, *প্রহেলিকা

শ্রীবাস আচার্য, দৈবকীনন্দন, নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩০৫; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৪½"×৪½"।

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তাং॥—

ক বলে কলি ভব তরিতে কর কর্ম্ম করহ বৈষ্ণবসেবা জদি পাবি মর্ম্ম।
খ বলে খলের সঙ্গে না করিহ সঙ্গ খলের সঙ্গে সঙ্গ কৈলে বৈষ্ণবতা ভঙ্গ।
গ বলে গুরু ভজ অতি সাবধানে গোবিন্দগুনান শুন বৈষ্ণবের স্থানে।
ঘ বলে ঘর বাড়ী তবে জানি শার ঘরে বশী পার জদি বৈষ্ণব সেবিবার।
ঙ বলে উত্তম বুঝিলাম এতদিনে উদ্ধার হইব এই বৈষ্ণবসেবনে।
চ বলে চম্পকলতা নিদ্রা কর দুর চেতন হইয়া ভজ বৈষ্ণব ঠাকুর।
ছ বলে ছয়ে রিপু সরিরে দুর্য্যন ছাড়াইয়া ভজ গুরু বৈষ্ণব ঠাকুর।
জ বলে জমজালা এড়াইতে চাও [জত্ন] করি ভজ সদা বৈষ্ণবের পাও।
ঝ বলে ঝগড়া না করিহ কার সাতে ঝটীতে বৈষ্ণব শেব পরম পিরিতে।
ঞ বলে ইশদ হাঁশয় জমরায় ইঙ্গিতে করহ সেবা বৈষ্ণবের পায়।
ট বলে টাকা কোড়ীর কর অহঙ্কার টলিলে বৈষ্ণবসেবা নাহিক নিস্তার।
ঠ বলে ঠগের সঙ্গে না করিহ কাজ ঠেকিলে বৈষ্ণবস্থানে ড়ণ্ডে জমরাজ।
ড় বলে ড়াকু পিছু হও সাবধান ডুবিয়া বৈষ্ণবপদে মধু কর পান।
ঢ় বলে ঢ়াঙ্গাইতা আছে বহু সুর ঢ়াকাইয়া ভজ গুরু বৈষ্ণব ঠাকুর।
ণ বলে আন আগে এড়োর কোপিন আনন্দে জাইয়া হও বৈষ্ণব অধিন।
ত বলে তরিতে এক আছয়ে উপায় তনু সমর্প্পন কর বৈষ্ণবের পায়।
থ বলে স্থিররূপে করহ নিশ্চয় থাকিলে বৈষ্ণবপদে জমে নাহি ভয়।

দ বলে দিন গেল বশী অকারন   দৃঢ় করি ভজ সদা বৈষ্ণবচরন।
ধ বলে ধন জন আপনা করি লেখ   ধরহ বৈষ্ণবসেবা পরকাল দেখ।
ন বলে নরকে না জাবে সেইজনে   নামামৃত পান কর বৈষ্ণবের সনে।
প বলে পরকালে আছয়ে উপায়   প্রার্থ্যনা করহ সদা বৈষ্ণবের পায়।
ফ বলে ফলবাঞ্ছা কর কি কারন   ফল ফুল দিয়া ভজ বৈষ্ণবচরন।
ব বলে বল ভাই বৈষ্ণবের নাম   বদনে বলহ সদা বৈষ্ণবের গান।
ভ বলে ভক্তিভাবে আছয়ে উপায়   ভক্তি করি ভজ গুরু বৈষ্ণবর পায়।
ম বলে মিত্তুভয় না করিহ মনে   মিত্তু জয় কর কর সদা বৈষ্ণবভজনে।
য বলে জঞ্জাল সব রাখ বহুদুর   জঞ্জাল তেজিয়া ভজ বৈষ্ণব ঠাকুর।
র বলে রাইঘাটে রাত্রিদিনে জাও   রাইঘাটে জেঞা ভজ বৈষ্ণবের পাও।
ল বলে ললীত হইও নিজ মনে   ললীত হইঞা ভজ বৈষ্ণবচরনে।
শ বলে শহজ করহ ইন্দ্রগন   শহজ হইয়া ভজ বৈষ্ণবচরন।
ষ বলে ষদত করহ ষাধুসঙ্গ   সাধুমুখে শুন সদা বৈষ্ণবপ্রসঙ্গ।
স বলে সিদ্ধিবস্তু পাইবে জতনে   সকল সমাপ্পন কর বৈষ্ণবচরনে।
হ বলে হরিনাম কর সর্ব্ব ভাই   হরস হইঞা ভজ বৈষ্ণব গোশাঞী॥

ইতি শ্রীশ্রীবাস আচার্য্য বিরচিতং শ্রীবৈষ্ণব চৌত্রিসা সমাপ্ত মিতি—

শ্রীবৃন্দাবনবাশী জত বৈষ্ণবের গন   প্রথমে বন্দোনা করি তা সবার চরন।
নবদ্বিপবাশী জত মহাপ্রভুর ভক্ত   তা সবার চরন বন্দো হৈঞা অনুগত।
লীলাচলবাশী জত মহাপ্রভুর গন   ভুমিতে পড়িয়াঁ বন্দো তা সভার চরন।
মহাপ্রভুর ভক্ত জত গৌড়দেসে স্থিতি   তা সবার চরন বন্দো করিঞা প্রনতি।
জে দেসে বৈষ্ণব আছে মহাপ্রভুর গন   উদ্ধবাহু করি বন্দো তা সবার চরন।
হইয়াছে হইবে জত মহাপ্রভুর দাস   তা সভার চরন বন্দো দন্তে লৈঞা ঘাস।
চতুর্থ্য যুগের বৈষ্ণব করিয়ে গনন   তা সভার চরন বন্দো করিঞা স্তবন।
মহাপ্রভুর গুন জেবা শ্রেদ্ধা করি গায়   সহশ্র প্রনাম করি তা সবার পায়।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে সক্তি ধরে জনে জনে   ত্রবেদ পুরান গুন গায়ে জেবা জনে।
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর পতিতপাবন   এই লভে মুঞী পাপি লইনু স্বরন।
বন্দোনা করিতে মুঞী কত সক্তি ধরো   না জানি অবুদ্ধ দোসে দম্ভ মাত্র করো।
তথাপী মুক্ষের ভাগ্য মনের উল্লাষ   দোষ ক্ষমীয়া পাপিরে কর নিজ দাস।
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় বন্দোনা করিলে   জগতদুর্ল্লভ প্রেম জাহা হৈতে মিলে।

জমের জাতনা সব অচিরাতে জায়   দৈবকীনন্দন কহে এহি সব ভায় ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণববন্দোনাসংক্ষেত সংপুন্নং মিতিঃ ॥—তস্য প্রনাম ॥—নমস্তে বৈষ্ণব বিষ্ণু নমস্তে বৈষ্ণবপ্রাপ্ত নমস্তে বৈষ্ণবানন্দ সাধুবৃন্দায় নমস্তুতি ॥১॥—

শ্রীলিঙ্গ পুলিঙ্গ আর নবংসক   এই তিন লিঙ্গমধ্যে না হয় ভাবক ।
এই তিন লিঙ্গ ছাড়া লিঙ্গ আছে আর   বিধাতার শৃষ্ট নহে বেদান্তরের পার ।
বেদবিধিপার জেই তার পার জেই   তার পার জার বাস তার কর্ম্ম সেই ।
সপ্তম অক্ষর পরে বান ঘুচাইয়া   এ সব তাহার কর্ম্ম দেখ বিচারিয়া ।
রমনীর কোলে থাকে না করে রমন   কামে থাকে নিস্কামি বলাএ সর্ব্বক্ষন ।
গলাগলি কোলাকুলি রহে এক ঠাই   জন্ম সহিতে তার দেখাশুনা নাই ।
নরোত্তমদাসে কহে এহি রস গুড়   জানয় রসীকজন না জানয় মুড় ॥১॥

ভবসিন্ধু নামে এক শ্রেহ সরবর   দস দিগে দস ধারা তার পরিকর ।
তাহার তরঙ্গতিরে জাহার বসতি   সেই জল পরশীলে নাসে কৃষ্ণভক্তি ।
সেই জল নাশীতে এক আছে সুসিতল   সাধুগুরু কৃপা করি দিল সেই ফল ।
সেই ফল আশ্বাদনে বাড়ে পঞ্চ রস   পঞ্চ রস আশ্বাদনে কৃষ্ণ হএ বস ।
কৃষ্ণবস হৈলে তার ব্রজে হএ বাস   দস নদি লক্ষী জায় হএ কৃষ্ণদাস ।
নরোত্তমদাস কহে করি পরিহার   কৃপা করি ভবসিন্ধু মোরে কর পার ॥১॥

৭৩ বৈষ্ণবমাহাত্ম্য

বৃন্দাবনদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৮৯; পত্র ৯; খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৫"।

আরম্ভ,

[২ক···তস্মৈদেয়ং ততো গ্রাহ্য সত হ্যহো জথাহ্যহং ইতি ॥
পুজিলে বৈষ্ণবজন কৃষ্ণ পুজা পায়   কিছুই বিস্ময় ভাই নাহিক ইহায় ।
সতগুরুচরনাশ্রয় করে জেই জন   অদ্বয় ভজন তরি বুঝিবে সরির ।
ভজন সপুন্ন হৈলে বৈষ্ণ[ব]কে জানে   শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব গুরু সত্য করি মানে ।

ভনিতা,

[৩খ উপদেষ দেন গুরু হিতের কারণে   ভবরোগ নাস পায় দুদইব খণ্ডন ।
শ্রীচন্দ্রনিত্যানন্দপদে জার আস   বৈষ্ণবমাহাত্য কহে বৃন্দাবনদাস ॥

[৫খ বৈষ্ণবমাহাত্যকথা য়পুর্ব্ব সংসারে স্থনিলে সংসার বাড়ে ভবসিন্ধু তরে।
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ পদে জার য়াস বৈষ্ণবমাহাত্য কহে বৃন্দাবনদাষ॥

শেষাংশ,
[১১ক জন্মে জন্মে কৃত পাপি হঞা জদি থাকে জ্ঞান দিঞা কৃষ্ণ ভক্ত করে তাকে।
বৈষ্ণবচরনজলে সর্ব্ব পাপ হরে ভক্তিকলে ই জল সিরে জদি ধরে।
কোটি গঙ্গাস্থান ফল পায় দেই বর ধর্ম্ম কর্ম্ম করে জদি কৃষ্ণভক্তের অগুড়ে।
পাএ ত অক্ষয়পদ সাস্ত্রের সমত…
নিচ জাতি হঞা জদি কৃষ্ণভক্ত হয় জগত পবিত্র তার দরসনে হয়।
সর্ব্বদেব পুজা কৈলে না হয় জে কর্ম্ম বৈষ্ণব দেবায় নর পায় সব ধর্ম্ম।
এ মোর লল্লা মিথ্যা দুখের ভণ্ডার ইহাতে পড়িলে কারো নাহিক নিস্তার।
ইহা বুঝি জেই জন থাকএ সংসারে কৃষ্ণভক্তজনের সেবা সর্ব্বক্ষন করে।
সেই সেবা হইতে হএ ত নিস্তার জদি কোন দোস হএ তাহার।
বিষ্ণুভক্তিবান কভু নাহি পাএ ক্লেষ মন দিঞা স্থন সতেক প্রমাণ।
বিসেস সংসারে খিল মহাঘোরবে নানাদুখসমন্বিতে। ভগতভুক্ত পুরুষকাদা-বিস্বাসিদতি॥
সর্ব্বকাল থাকে কৃষ্ণ বৈষ্ণবসরিরে অতএব বৈষ্ণব সত্য হএ ত সংসারে।
কৃষ্ণ বলেন বৈষ্ণব আমার বান্ধব জন্মে জন্মে হএন বৈষ্ণব আমার দুল্লভ।
সংসারে দুর্বার জত বৈষ্ণব তার ধনি পরিনামে ১১ক] [১১খ বৈষ্ণবসরিরে লিন।
সভার আরাধ্য হএ কৃষ্ণভক্তজন ভক্ত ছাড়ি আমার গতি নাহি এক ক্ষণ।
ক্ষনমাত্রমপি বক্ষ বিহায় বৈষ্ণবজন। তিষ্ঠামি নহিয়্যমন্যত্র বৈষ্ণবোময়বান্ধবো॥
নারদ বলেন ব্যাষ অবধান কর বৈষ্ণবকরুনা হইব তোমার উপরে।
অনাআসে পাবে তুমি কৃষ্ণ সন্দরসন ভাগবত প্রভু তুমি করহ বচন।
কৃষ্ণ বৈষ্ণব তবে প্রকারে করিবে কৃষ্ণচরনারবিন্দ সদাহ চিন্তিবে।
এই ত কহিল তোরে সঙ্কেপ করিঞা কৃষ্ণ ভজন তবে জানিবে সির্দ্ধ হইঞা।
এতেক কহিঞা মুনি করিলা গমন প্রসন্ন হইব তবে ব্যাসদেবের মন।
অসতসঙ্গ না করে এই বৈষ্ণব আচার অসতজনের ঘরে না করিব ব্যবহার।
অসতের অন্ন জলে কৃষ্ণভক্তি নাষে ভজন জন জায় সত সম্ভাসে।
আলিগণ করিবে ব্যাষের সহিতে তভু ত অসতপর্স নহিব উচিত।
আলিঙ্গনবধমন্যেব্যালধ্যাম্রাজনোকসাং ইত্যাদি॥

কর্ম্ম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব সকল   কৃষ্ণ দরসনে হএ নানা ফল ।
গঙ্গাতে করিলে স্নান সব পাপ হরে   ঘরকে আইলে মাত্র সেই পাপ ধরে ।
বহুতকাল থাকে জদি তির্থবাসি হইঞা   জাবত জিবন রহে বিগ্রহ সেবিঞা ।
তবে তার মুক্ত করে অনেক দিবষে   সর্ব্ব মুক্তা হইঞা জাবে বৈষ্ণবপরষে ।
কুরুক্ষেত্র জায় জদি গয়া বারানসি   আজর্ম্ম হইতে হয় বৃন্দাবনবাসি ।
হরিদ্বার জাঞা জদি সর্ব্বকাল থাকে   বৈষ্ণবসেবন তভু প্রধান সভাকে ।
বৈষ্ণব দেখিঞা জদি না হএ সম্ভ্রম   স্রগার কুকুর সম তাহার জনম ।
বৈষ্ণবে নিন্দা করে তাহার জেই ক্ষনে   মহাপাপি সেই সাস্ত্রের প্রামানে ।

নিন্দারভগস্তব্যতৎপরষ্যজমন্ত্য বা ইত্যাদি ॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম বহি ১১খ] [১২ক ক্ষত হএ সে নর   সুনিঞা বৈষ্ণবনিন্দা না দেয় উর্ত্তর ।
কৃষ্ণ বৈষ্ণব নিন্দা ক[া]নে না সুনিবে   জদি বা জাইতে না পার কর্ন্নে হস্ত দিবে।
জেই জন বৈষ্ণবনিন্দা করে সর্ব্বক্ষন   সেই জনের সর্গবাষ না হয় কখন ।
নানা দুর্গতি তার জমদুতে করে   সর্ব্বকাল সেই পাপি থাকে জমঘরে ।
ইহকাল গেল ভাই পরকাল দেখ   সকল অনির্ত্য জানি সাধুসঙ্গে থাক ।
ধন জন গ্রিহ বিত্ত কেহো কারো নয়   অসার সংসার মিথ্যা সব বিসময় ।
কৃষ্ণ বৈষ্ণব গুরু লইঞা সরন   সকল জা[ত]না ভয় করহ খণ্ডন ।

বৈষ্ণব স্বহায় ॥

বৈষ্ণব জানিলে ভবমুখে তরি জাবে   জমের জতনা ভয় সব ডুবাইবে ।
বিসম বিসম ফনি দংওসে নিরন্তর   ইহাতে থাকিঞা কেনে মজাহ সকল ।
সত্য সত্য এই সাস্ত্রের প্রামান   বৃন্দাবনদাসবাক্যে করহ অবধান ।
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দপদে জার আস   বৈষ্ণবমহাত্য কহে বৃন্দাবনদাস ॥

পুষ্পিকা,

বৈষ্ণবমাহাত্য সমাপ্ত ইতি সন ১১৩৩ সাল মাহ অগ্রায়ন সোমবার দিবসে বিকালে পুস্ত লেখা সমাপ্ত মোকা শ্রীশ্রীমন্দির আদর শ্রীযুক্ত লালদাস বৈষ্ণব ঠাকুর লিতং শ্রীআনন্দীরামদাসঃ ॥ ১২ক]

৭৪ বৈষ্ণবামৃত

নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৯১ ; পত্র ৫ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫"।

[১খ ৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
আনন্দে বো[লা]ন কৃষ্ণ ভজ বৃন্দাবন ঠাকুর বৈষ্ণবের পায় মজাইঞা মন।
বৈষ্টব ঠাকুর বড় করুনার সিন্ধু ইহলোকে পরলোকে তিনলোকের বন্ধু।
বৈষ্টবের গুন যুন য়পার মহিমা আপনে না দিতে পারে প্রভু জার সিমা।
বৈষ্টব দেবতা মোর বৈষ্টব ধেয়ান বৈষ্টব ঠাকুর মোর বৈষ্টব মোর জ্ঞান।
বৈষ্টবের পদধুলি লাগুক মোর গায় সবংসে বিকাহু মোঞি বৈষ্টবের পায়।
বৈষ্টবের প্রেমানন্দ লাগুক মোর য়ঙ্গে জনম জাউক মোর বৈষ্টবের সঙ্গে।
বৈষ্টবের য়ধরামৃতে পুরুক মোর দেহ মোর বংশে বৈষ্টবনিন্দা না করিহ কেহু।
বৈষ্টব ভজ রে ভাই বৈষ্টব প্রানধন বৈষ্টব বিনে য়ন্য সঙ্গ নাহি প্রয়োজন।
বৈষ্টব বিনে কৃষ্ট কেহো নাহি পারে দিতে বৈষ্টব বিনে কেহু নারে ভব তরাইতে।
বৈষ্টব জপ তপ মোর বৈষ্টব ধেয়ান বৈষ্টব বিনে কেহু ভাই না চিন্তিহ য়ান।
সংসারের গতি সভে বৈষ্টব ঠাকুর জন্মে জন্মে হঙ তার উচ্ছিষ্টের কুর্কুর।
প্রেমের আলয় হঞা জে করে ক্রন্দন জন্মে জন্মে হঙ তার দাসির নন্দন।
বৈষ্টব জাহার য়াখ্যা ১খ] [২ক কৃষ্ট তার নাম জনমে জনমে গাঙ তার গুনগাম।
শ্রীগুরু বৈষ্টব কৃষ্ট তিন একদেহ জিব তরাইতে ভেদ না জানএ কেহু।
সন্মুখে আছেন গুরু জ্ঞান সক্তি নঞা সাধনের কৃপাসিন্ধু করে ত ধরিঞা।
চরনকমলে জত রহে ভক্তগন নিত্যসির্দ্ধ তার সক্তি ধরে ভগবান।
পিষ্টে ত রহেন তিনে হঞা য়ধিষ্টান আগে গুরু তবে বৈষ্টব তবে ভগবান।
তিন বস্তু য়েক হন না করিহ আন···
জেই গুরু উপদেসে জানয়ে বৈষ্টবে বৈষ্টব জানিলে তবে কৃষ্টভক্তি লভে।
এমন বৈষ্টব কেহু না করিহ হেলা কেবল সংসারসিন্ধু তরিবার ভেলা।
যুগে যুগে হঙ মোঞি বৈষ্টবের দাস বৈষ্টবের উচ্চিষ্টে মোর হউক বিশ্বাস।
ঠাকুর বৈষ্টবের বাক্যে রহু মোর মন য়চল হঞা হ্নিদে রহে বৈষ্টবচরন।
বিনতি করিঞা মাগোঁ দেহ ত প্রসাদ উর্দ্ধার করহ মোরে খেম য়ফরাদ।
ঠাকুর বৈষ্টব জারে নেহালে করুনা য়নেক জনমের কায্য হয় সেইখানে।

বৈষ্টবের পদধুলি পড়ে সিরে জার   সপ্ত তিন পুরুস উর্দ্ধার হয় তার।
জার ঘরে জন্মে পুত্র বৈষ্টব নাম ধরে   বাহু নাড়া দিঞা তার পিতৃলোক নিত্য করে॥
তথাহি॥ সপ্ত পীতা পুতঃ পিতৃভিঃ সহিতে লয়। মদ্বংসে ২ক] [২খ বৈষ্টবো জাতঃ ভবাম্বু বৈকল্পনয়॥ য়াস্কালতি পীতরো নৃত্যস্তীচ পিতামহাঃ॥ মদ্বংসে বৈষ্টবো জাতঃ সমানিস্তার ইষ্যতিঃ॥
বৈষ্ণব উপায় মোর বৈষ্ণব উপায়   বৈষ্ণবরূপে প্রভু আপনে বেড়ায়।
তিলার্দ্ধ পদারবিন্দে রহে যার ধ্যান   কোটি ইন্দ্রপদ তার না হয় শমান।
তিলার্দ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গে হয় উদাশীন্   ইন্দ্রের বড় হয় পরিঞা কোপীন।
বৈষ্ণবের অন্ন ব্যঞ্জন ছেড়াপাতের ভাত   তাহা খাঞা শুখ বড় পান রাধানাথ।
চারি বেদে লিখে আর ভাগবতে কয়   বৈষ্ণবের চরণোদক শর্ব্বতীর্থ ময়।
ঠাকুর বৈষ্টবের ভাই য়পার মহিমা   আপনে প্রভু জারে দিতে নারে সিমা।
বিসেসে ব্রাহ্মন জদি হএ ত বৈষ্টব   হেমে বান্ধা জায় জেন গজদন্ত সব।
চণ্ডাল জবন জদি বৈষ্টব হয়   য়ভক্ত সন্যাসি দিজ তার সম হয়॥
ইক্ষুদণ্ডং ফলং প্রাপচ চন্দনং পুষ্পমেবচঃ। দুল্লভং বিপ্রভক্তাচ দুল্লভং পরিদুল্লভং॥ ইতি॥
তথাহি॥ পিত্রিগোত্রেন গোতিকা তস্য শ্রীকৃষ্টভজনমাত্রেন ততো গোত্রাৎচ্যুতো ভবেৎ॥ ইতি॥
তিনলোক হেলায় পবিত্র করি বোলে   এমন বৈষ্টবের পায় সোঁপ জাতি কুল।
বৈষ্টবের পাদোদক পড়ে জেই স্থানে   সহশ্র জোজন হয় বৈকুণ্ঠ সমানে।
মালা তিলক বালা যে জনা ধরিঞাছে   ইন্দ্রাদি দেবতাগন ফিরে তার পাছে।
জে বালা দেখিলে কহ জে বৈষ্টবের যুর্দ্ধি   জার বংসে বৈষ্টবের হয় হেলাবুর্দ্ধি।
জাত বোর্দ্ধি করে জেবা ঠাকুর বৈষ্টবে ২খ] [৩ক জমের আলয় গীঞা সেই জনে লভে।
যে পাপী করএ নিন্দা বৈষ্টবের ভেক   বিষ্টাকৃমি হঞা জন্মে কহে চারি বেদ॥
তথাহি॥ নিন্দার কুর্ব্বতি যে মুড়া বৈষ্টবানাং মহাত্মনাং পতিস্তি পিত্রিভিঃ সার্দ্ধং মহারোরব সংঞ্জিতেতি॥
বৈষ্টব দেখিঞা জেবা করয়ে সংভাস   প্রভু বোলেন মুঞি হঙ তার নিজ দাস।
বৈষ্টবের য়বসেস জে মুড় না খায়   কৃষ্টকোপানলে জাঞা সেই মুড় পায়।
বৈষ্টবের পাতের য়ন্ন খায় উদর ভরিঞা   জে মুড় না খায় তারে জমে জায় লঞা।
জে মুড় দেখিঞা নিন্দে এ মালা তিলকে   প্রভু তাথে হয় বাম কহে ভাগবতে॥
তথাহি॥ জোহি ভাগবতং লোকং মপ্রহাসংমুপোত্তমং করতি ন স্বতসস্তি ধর্ম্মথায়জ্য মৎসভা ইতি॥

ঠাকুর বৈষ্টব দেখিঞা জেবা জন নিন্দে   য়র্যুনে কহিল কৃষ্ট তার সমন্ধে।
জে মুড় বৈষ্টবে দেখিঞা জাতি যুধায়   জম য়ধিকারে সেই উর্দ্ধার না পায়॥

স্ত্রং বা ভগবন্তভক্তি নিন্দা দংস্থ্যপঃ স্তথা। করোতি জাতি সাধন্যং স্ব জাতি নরকং ধ্রুবং॥

জে মুড় বৈষ্টব দেখি নয়ন কিরায়   তাম্বুপাত্র চক্ষু তার ভাজে জমরায়।
চণ্ডাল জবন আর নাহিক ব্রাহ্মন   জেই ভজে সেই হএ কৃষ্টপিয়ত্তম॥

তথাহি॥ ৩ক] [৩খ শ্রীভাগবতে॥ বিপ্রাদি সড়গুনযুক্তাদরবিন্দলাভঃ পাদারবিন্দু-বিমুখাং স্বপচংবরিষ্ট॥ মর্ন্যত্রদর্পিতমন বচনে হিতার্থঃ প্রানং প্রনাতি সকুলুন্নুত ভুরিমান॥ ইতি॥

ভজনের গুরু হয় কৃষ্টের আত্মানি   ইহা জেহ নিন্দে সে জন্মে চণ্ডালের যুনি।
য়বৈষ্টব ব্রাহ্মন হয় চণ্ডালের সমান   ইহার প্রমান দেখ নারদি পুরান।
পদ্মো পুরানে আর দেখ ভাগবতে   য়বৈষ্টব ব্রাহ্মন আর নাহিক স্পসিতে।
নিগম আগম য়ার সাস্ত পুরান   য়বৈষ্ণব হইলে হয় চণ্ডাল সমান।
মুনি হয় চণ্ডাল নারদিয়ে লেখে   বিষ্ণুভক্তি নহে চণ্ডাল দিজাধিকে।
পদ্মপুরানে লেখে ভক্তিছত্র নয়   য়ভক্তজন হইলে চণ্ডাল সম কয়॥

তথাহি॥ মুখা বাহু ব্রপাদেভ্যোঃ পুরূস সাশ্রম ইসহচত্যারো জজ্ঞেরেঁ বর্ন্না গুনে বিপ্রাদয় পৃথক। যত্র সা পুরূসঃ স্বাখ্যাৎদাত্মা প্রভু বোলে মিশ্বরং ন ভজন্তিহ রাজানন্তি স্থানভ্রষ্টা পতন্তি যঃ॥ ইতি॥

দুরে সাধু দেখি নিকটে নাহি জায়   দ্বাদস বৎসর পুজে কৃষ্ট নাহি পায়।
নিয়মের মধ্যে বৈষ্টব ঠাকুর   জে ইহা না বুঝএ সেই শ্রীকাল কুঃকুর।
অতি হিন জাতি বৈষ্টব হয়   কৃষ্টের করুনাপাত্র বলি সর্ভে গায়।
বৈষ্টব হইলে নাহি ৩খ] [৪ক পণ্ডিত বিচার   সেবক হইলে কৃষ্ট পীছে ফিরে তার।
মহাকুল ব্রাহ্মন যজ ব্রাহ্মন   কৃষ্টভক্ত চণ্ডালের হাথে খায় য়ন্ন॥

তথাহি॥ মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মনি বৈষ্টবে। স্বল্পপুন্যবতাল্পাজন বিস্বাস নৈব জায়তে॥ ইতি॥

কৃষ্টমন্ত্রবিহিনস্ব পাপিষ্টস্থ দুরাত্মানং। স্বানবিষ্টাসমং চান্নং জলঞ্চ মদিরাসম॥ ইতি॥

হয় বা না হয় দেখ ভাগবত পুরানে   য়ভক্তের চিহ্ন এই সর্ব্বসাস্তে গান।
পরমান্ন হয় ভক্তের য়ন্ন   জলস্পসে হয় তার গঙ্গাজল সম॥

তথাহি॥ কৃষ্টমন্ত্র প্রযুক্তস্য বিস্বৰ্দ্ধস্য মহাত্মনাং। অন্নঞ্চ পরমং চার্নং জলঞ্চ গঙ্গাজলং॥ ইতি॥

ঘৃনা করি থাকে জদি দেখে য়কিঞ্চন   সাক্ষ্যাতে জানিবে সেই হয় নরাধম।
এহেন বৈষ্টব ডাড়ান জার কাছে   বৈকুণ্ট সহিত কৃষ্ট থাকেন তার পিছে॥

তথাহি॥ ক্ষেনার্দ্ধনিমিসাঙ্গ রায়এভিষ্টস্তি বৈষ্টবা। স্থানসির্দ্ধমিদং চৈব তত্তির্থ ভক্তপোবনং॥ ইতি॥

দিনে একবার জদি বৈষ্টবসভায় জায়   আপনে পেচয়াদা কৃষ্ট তার পিছে ধায়॥

তথাহি॥ জন্তুহে বৈষ্টবো ভুক্তে জেসাং সঙ্গতিতেপিব। তে পিবি পরিহার্য্যেযু তৎসঙ্গহকিল্মিসা॥ ইতি॥

বৈষ্টব জাহার ঘরে ভুঞ্জে একবার   তাহার ঘরে নাহি ভাই জমের য়ধিকার।
এমন ৪ক] [৪খ বৈষ্টবে জদি তুষ্ট করে মন   প্রভু আমা হেন হয় কোটী গুন।
জত তুষ্ট নই আমি সালগ্রামসেবায়   তত তুষ্ট হই আমি বৈষ্টবের সেবায়।
বৈষ্টবসেবা চারিবেদে গায়   জন্মে জন্মে রহু মন বৈষ্টবের পায়।
বৈষ্ণব ঠাকুর বিনে নাহিক উপায়   বংসে বংসে বিকাইনু বৈষ্ণবের পায়।
শ্রীপুত্র ধন জন সব পরিবার   শ্রীবৈষ্টবচরন ভজ হইব উদ্ধার॥

তথাহি॥ কুলং পবিত্রং ধন্য তস্য নৃনাং জস্মিন জায়তেতি বৈষ্টবা॥ ইতি॥

বৈষ্ণবের মহিমাগুন কে পারে বর্ন্নিতে   আপনে কৃষ্ণ জার গুন কহে বেদমুখে।
বৈষ্ণব গোসাঞির গুন য়পার মহিমা   ব্রহ্মা আদি দেব জার দিতে নারে সিমা।
ইহা জার মোনে থাকএ য়ন্য´থা   পাণ্ডবের বনবাস দেখহ সর্ব্বথা।
সহশ্র ব্রাহ্মণ রাজা করএ নিয়ম   তাহা পুন্ন´ হইলে রাজা করএ ভোজন।
বৈষ্ণবের মহিমা আর রাজার মন বুধিবারে এক ব্রাহ্মন না য়াইল রাজা চিন্তিত য়ন্তরে।
হেনকালে একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মন আইল   আনন্দিত হইএ তারে ভোজন করাইলা।
প্রভু দিঞাছেন রাজারে সঙ্খ সখা পুন্নভারে   সহশ্র পুন্ন´ হইলে সঙ্খ বাজে একবারে।
সেই বৈষ্ণব একগ্রাস করএ ভোজন   সঘনে সঙ্খধ্বনি হয় রাজার বিস্ময় মন।
দেকহ যুধিষ্টির যদ্যপি ভক্ত ধির   তথাপি কৃষ্ণতত্ত্ব না জানে গম্ভির।
ভক্তজনার য়ধিন কৃষ্ণ ভক্ত জানাবারে   উপনিত হইলা কৃষ্ণ রাজার গোচরে। ৪খ]
[৫ক কৃষ্ণ দেখি সভে মেলি পড়িলে চরনে   য়নাথের নাথ কৃষ্ণ করি নিবেদনে।
তোমার জে আত্মা প্রভু কে বুঝিতে পারে   ইহার বিসেস প্রভু কহিবে আমারে।
সহশ্র ব্রাহ্মন আমি করিঞাছি নিয়ম   সহশ্র পুন্ন´ হইলে য়ামি করিএ ভোজন।
আজি কেনে দেখি প্রভু আমার বিড়ম্ব´নে   প্রভু কহে রাজা তুমি কেনে দুঃখি মনে।
আজি তোমার ভাগ্যে কে করিবে গননে   দেখহ বৈষ্ণব আজি করিল ভোজনে।
... ... শত ক্রোটী বিপ্র নহে তাহার শমান।

তথাহি ॥ শিবলিঙ্গশহস্রানি শালগ্রাম শতানিচ। দ্বাদশ কোটী বিপ্রাণাং মেক স্বপচ বেষ্ণবঃ ॥ ভারথে ॥

ন মে ভক্তা চতুর্ব্বেদি মদ্ভক্ত বৈষ্ণবপ্রিয়ং। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং শত পুয্য যথাহ্যনু ॥২॥ ইতি ॥

কৃষ্ণবাক্য স্বনি রাজার মন স্থীর হৈল বৈষ্ণবের মহিমাগুন গাইতে লাগিল।
বেষ্ণব ভজ রে ভাই দেখ বৈষ্ণবমহিমা আপনে প্রভু যার দিতে নারে শিমা।
শ্রীলোকনাথ শ্রীআচার্য্য ঠাকুর পদে আশ বৈষ্ণবামৃত কহে নরোত্তমদাস ॥
ইতি শ্রীবৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ সমাপ্তঃ ॥

লিখতে শ্রীবাধারাম দাস দাসেণ পাঠক শ্রীরাধারমণ ঘোষঃ দাসঃ॥ আদরশ শ্রীযুৎ বিশ্বম্ভর ঠকুর মহাশয়ঃ॥ শাং বাত্তিকার গ্রামঃ॥ শন ১১৮৬ শাল তারিখ—২ শ্রাবন রোজ শৌম্যবার শষ্টী তিথীং॥

৭৫ মনঃশিক্ষা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৪৮৬; পত্র ৪; অখণ্ডিত; আকার ১৪½"×৪"।

[১খ ৭শ্রীকৃষ্ণ ॥

ময়ে সান্ত ভ্রাত কিং মন ভাই ॥ শচটুভি কিং ঃ তোমাকে চাটুবচনে কহি। রভি জাচে কিং ঃ অভি সর্ব্বতোভাবেঃ জাচিঙ্গা করি ॥ ধৃত পদ কিং ঃ পায়ে ধরিয়া বলী ॥ সদা দম্ভং হিত্বা কিং ঃ সদাসর্ব্বদা দম্ভং ত্যাগ কুরূ ॥ মতিত্ব বা কিং ঃ অতি শাঘ্র ॥ কুরূ রতি কিং ঃ অপূর্ব্ব রতি কুরূ ॥ কুত্র স্থানে। গুরৌ কিং ঃ গুরূতে ॥ গোষ্ঠে কিং ঃ বৃন্দাবনে ॥ গোষ্ঠালয়েস্থ কিং ঃ গোষ্ট জার আলয় ঃ তস্য জন ॥ সুঅর্থ ব্রজবাসী-জনেষু ॥ সুজনে কিং ঃ বৈষ্ণবগণে ॥ ভূসুরগণে কিং ঃ মাথুরস্য বিপ্রগণে ॥ স্বমন্ত্রে কিং সত্যাহিত ॥ যুগলস্য ঃ রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে ॥ শ্রীনাম্নী কি ঃ রাধাকৃষ্ণনামে ॥ ব্রজন-বযুবদ্বন্ধং স্মরণে কিং ঃ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণপাদারবৃন্দ স্মরণে ॥ ইত্যাদি স্থানে দম্ভং হিত্বা কুরূ ॥ রতিমপূর্ব্বা ইত্যর্থেঃ চটুভি যাচে ধৃতপদ ঃ ॥১॥ নম্ন মন কিং ঃ নম্ন ভো হে মন ॥ ধর্ম্মং ন কুরূ ঃ অধর্ম্মং ন কুরূ ॥ শ্রুতিগণ নিরুক্তং কিং ঃ বেদগণরুক্তং ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম ন কুরূ ॥ কিল কিং ঃ নিশ্চিতরূপেন কুরূ ॥ ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ঃ প্রচুর পরিচর্য্যা কিং ঃ বৃন্দাবনে ঃ রাধাকৃষ্ণ প্রচুররূপে সেবাং কুরূ ॥ মিহ তন্নু কিং ঃ স সাধকতন্নু ॥ নন্দীশ্বরপতি ঃ নন্দ তস্য সুত কিং কৃষ্ণ ॥ শচীশুনং কিং ঃ তেহোঁ শচীসুত হন্ ॥ গুরূবরং কিং ঃ বরং শ্রেষ্টং গুরূ ॥ মুকুন্দ প্রেষ্টত্বে কিং ঃ মুকুন্দের প্রিয়ত্তম হন গুরূ ॥ পরমযশ্রং কিং ঃ পরং শ্রেষ্ট-

ভাবেন জস্রং নিরস্তরং ॥ স্মর কিং : স্মরণ কর ॥ অথ হে মন্ : শচীশূনং নন্দীশ্বরপতি সুতত্বে স্মর ॥ গুরুবরং : মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর ॥২॥ শৃণু মন কিং : সুন হে মন্ ॥ ব্রজভূবি কিং : বৃন্দাবনে ॥ প্রতিজন্ম কি : প্রতি জন্মে জন্মে ॥ সরাগং : রাগ সহিতং। যদিছেবা বাসং কি : যদিস্যাৎ বাসং ইচ্ছেং ॥ অথ বৃন্দাবনে প্রতি জন্মে জন্মে রাগসহিতে : যদী বাস করিতে ইচ্ছা থাকে। আর যুবদ্বন্দ্বং কিং : রাধাকৃষ্ণ ॥ পরিচরিএ কিং : পরিশ্চর্য্যা সেবা করিতে ॥ মারাদভি লসে কিং : আরাধনা অভিলাস থাকে ॥ তশ্চেত্ত কিং : তবে তুমী ॥ স্বরূপং কিং : স্বরূপস্থ ॥ শ্রীরূপং কিং : শ্রীরূপস্থ ॥ সগণ কিং : সগণ সহিতং ।১খ][২ক ইহ তস্যাগ্রজ কিং : শ্রীসনাতনস্থ ॥ মপি কিং : নিশ্চতং। স্ফুটং কিং : ইহানদিগকে স্ফুর্ত্তি কর ॥ প্রেম্মানিত্য কিং : প্রেমযুক্ত হইয়া। তদাত্মং কিং : তদ্গতচিত্ত হইয়া। স্মরণং কিং : স্মরণ কর নমস্কার কর : ॥৩॥ হে মনঃ ॥ অসদ্বার্ত্তা বেস্যা কিং : অসদ্বার্ত্তা দেহরতি ॥ মূলকা সর্ব্বা কথা ॥ স বেস্যাসদৃশং ॥ তং বিস্মৃজ কিং : ত্যাগ কর ॥ মতিসর্ব্বস্বহরণী কিং : সদ্বোধরূপ যে ধন তাহা হরে ॥ অতএব অসদ্বাত্তা বিস্মৃজ ॥ মুক্তিকথা ব্র্যাঘ্রাণ কিং : পঞ্চবিধ মুক্তি ব্যাঘ্রসদৃশং ॥ সর্ব্বাত্মাগিনিনী কীং : নন্দনন্দনভজনমানসাদি অনুসীলনআ ॥ ত্বা স্বরূপ : তস্য গ্রাসনাৎ ॥ অতএব মুক্তি-কথা ন্থ স্‌ণু ॥ কিল কিং : নিশ্চিতরূপে ॥ লক্ষ্মীপতিরতি কিং : লক্ষ্মীপত্তি নারায়নস্থ ॥ রতি ॥ অপিত্যক্তা কিং : নিশ্চিতরূপে ত্যাগ কুরু ॥ মিতোব্যোমনয়নী কিং : পরব্যোম বৈকুণ্ঠধামঃ ॥ সংস্থিতৌ বৃন্দাবনস্থ ॥ প্রাপ্তি ন স্যাৎ ॥ অতএব ত্যক্তা লক্ষ্মীপতি-রতি ॥ ব্রজে রাধাকৃষ্ণ স্মরতি কিং ॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ কর ॥ মনিদ্বৌ কিং : অপনপ্রিতরূপ জেমনি প্রেমসেবা : তাহা দিবেন ॥ অতএব রাধাকৃষ্ণ ত্বং ভজ ॥৪॥ ম্রিহপ্রকামং : কামাদি অসচ্চেষ্টা কিং : ইহ কামনাদি : অসচ্চেষ্টাং। সে কামনাদি : অসচ্চেষ্টা : সে বাট : আর সদৃশং। প্রকট পথপাতি কিং : প্রকটরূপ যে পথ : তাহা রুর্দ্ধ করিয়া ॥ ব্যতিকরৈঃ কিং সেই পথ ছাড়াইএ্যা : অন্য পথে নিএ্যা ॥ বিকট পাসানিত্তিঃ কিং কুছিতরূপে জে সমূহ দড়ি ॥ গলেবন্ধাহন্থেহ কিং : সে দড়ি দিএ্যা গলে বান্ধিএ্যা হনন করিএ্যা : তাড়ন করিএ্যা। প্রদকষ্ট কিং। প্রকৃষ্টরূপে কষ্ট দেয় ॥ মিতি কিং ইতি ॥ বকভিত্ত কিং শ্রীকৃষ্ণ ॥ বত্ম কিং পথ। স্তপগণে কিং : সেই পথের পথি জে : বৈষ্ণবগণে ॥ ফুৎকারান ত্বং কুরু কিং। তুমি তাহাসভাকে ফুৎকার কর ॥ স কিং : সেই সাধুগণে ॥ ত্বং কিং : তোমাকে। নরতিং কিং : রক্ষা করোত্তি ॥ সেই বৈ ২ক] [২খ ষ্ণবগণে ॥ তোমাকে রক্ষা করিবেণ ॥ মনইতঃ কিং : হে মন সুন : ॥ যথা কিং : রাজার প্রায় ॥৫॥ অরে চেত ॥ কিং : অরে চিত্ত : তোমাকে অনাদরে কহি : ॥ প্রকট কুটিলাটি প্রত্যত কিং : প্রকট কুটীলাটী প্রকৃষ্ণরূপে

ত্যাগ কর॥ প্রকট কুটিলাটী কিং: প্রেমসেবাদি ব্যতিরেক অন্ত সেবাদি চেষ্টাং॥ সে ক্ষরমুত্রং সদৃশং। ক্ষর কিং গাধা॥ ভরমুত্রে ক্ষরণ কিং সেই গাধার অতিসয় মুত্র ক্ষরণ হইছে ধারা চলিছে॥ স্নাত্বা কিং: সেই ধারায় স্নান করাঞা॥ আত্মান কিং: আমাকে। অপি কিং: নিশ্চিতরূপে॥ মাং কিং: আমাকে। কথ দহনী কিং। কেনে দাহন কর॥ সদাত্বং কিং: সর্ব্বদা তোমী॥ গান্ধর্ব্বা গিরিধর কিং: রাধাকৃষ্ণং। পদপ্রেমবিলসৎ কি: সেই পাদপদ্মে। প্রেম-সেবা বিলসন্ কর। সেই সেবা সুধাম্বুধৈ শদৃশং॥ সুধাম্বুধৌ কিং: অমৃতসমুদ্রৌ॥ নিতরাং কিং: অতি ত্বরাং। স্নাত্বাং কিং: স্নান করাঞা॥ অপি কিং: নিশ্চিতরূপে। মাঞ্চ সুখয় কিং: আমাকে সুখ দেও॥ স কিং আপনেহ সুখ পাও॥৬॥ নমু মন কিং নমু ভো হে মন্॥ প্রতিষ্ঠা সা কিং: প্রতিষ্ঠারূপে যে আসা। ধৃষ্টা স্বপচর[ম]নি কিং: সে প্রতিষ্ঠা অসতি চণ্ডালের রমনি সদৃশং। কথং মে হৃদি নটেৎ কিং কেনে আমার হৃদে সেই চণ্ডালিনিকে নাচাও॥ সাধুপ্রেমাস্পৃসতি কিং: সাধুপ্রেমা স্পর্শাইঞা। এতৎ। সাধুপ্রেমার সঙ্গে সুচি কিং। শুচিশুদ্ধতা হও॥ সদাত্বং কিং: সদাসর্ব্বদা তুমী॥ প্রভু কিং। কৃষ্ণ। দয়িত কিং। রাধিকা। স্যামন্ত্রমতুলং কিং: সন্যগন অতুলং: অথ রাধিকাজীউর অতুল সখীগণ সম্যকরূপ। সেবস্ব কিং: সেবা কর। যথা কিং: যেন প্রকারে॥ তাং কিং: সেই চণ্ডালিনীকে। ত্বরিত করিঞা। নিষ্কাস্য কিং: নিকালিয়া নাও॥ মিহত্ব কিং: ইহাত্বং সেই স্থানেতে তুমী॥ স কিং: সেই সাধু-প্রেমা। ব্যসয়তি কিং: বৈসাও॥২খ] [৩ক যথা কিং: হে মন সুন॥ মে কিং: মম:॥ দুষ্টত্বং কিং: দৃষ্টতা॥ সঠস্যাপি কিং: সঠতা নিশ্চিতরূপে॥ দবয়তি কিং: তাহাকে তোমী দলন কর। যথা হে মন সুন:। অসৌ কিং: অসৌ রাধাকৃষ্ণৌ॥ উজ্জল প্রেমামৃত কিং: সেই উজ্জল প্রেমামৃত:॥ অপি কিং নিশ্চিতরূপে॥ ক্রময়ামহ্যং॥ দদাতি কিং: কৃপা করিঞা আমাকে দেও॥ যথা হে মন সুন:॥ মাং কিং: আমাকে কাহ্নর্ব্বা রাধিকার প্রেয়সতি॥ ভজনবিধয়ে কিং: অতিপ্রেম ভজনের নিমিত্তে॥ যথা গোষ্ঠে কিং। বৃন্দাবনে। গিরিধর কক্ষা কিং। গিরিধরের ঠাঞি। কাক্ষা কর। মনত্বং কিং হে মন তুমী॥ মিহত্বং ভজ কিং: ইহ ভজঃ॥৮॥ মদীশা কিং: মমর্দশা। রাধিকা॥ তাং নাথ কিং: তাহান্ নাথ নন্দনন্দনং কৃষ্ণং॥ ত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্র কিং: তিহোঁ বৃন্দাবনচন্দ হএন। ব্রজবনেশ্বরী কিং: বৃন্দাবনেশ্বরী যে রাধিকায়াং॥ নাথত্বে কিং: তিহোঁ আমার নাথ হয়েন॥ ত্বেতু কিং: তু পুন ত্বে রাধিকায়া॥ তদতুল সখী কিং: তস্য অতুল সখী॥ ললীতাং কিং: ললিতাজিউকে। বিশাখাং কিং। বিশাখা-জীউকে। আলি কিং: সখিগণকে। শিক্ষাবিতরণ কিং: সিক্ষ্যা দিতে গুরু। ত্বে কিং:

তিহোঁ গুরু হয়েণ ॥ অথ সভাকে শিক্ষ্যা দিতে রাধিকাজীউ গুরু হয়েন। পিয় সর কিং : রাধাকুণ্ডং। গিরীন্দ্রো কিং : গোবর্দ্ধনৌ। তৎপ্রেম কিং : ততঃ প্রকৃষ্টরূপে ইক্ষ ঞিহাসভাকে প্রকৃষ্টরূপে দর্শন কর ॥ ললিতরতি দত্তে কিং : মনহর রতি দিবেন। স্মর মন কিং। হে মন্ ঞিহাসভাকে স্মরন কর ॥৯॥ তাং কিং : রাধিকায়াং। সৌন্দর্য্য-কিরনৈঃ : কিং তার সৌন্দর্য্যছটা দেখিঞা। রতিং গৌরীলীলে কিং : রতি কামদেবস্য প্রকৃতিঃ। গৌরী শিব ৩ক] [৩খ স্য প্রকৃতিঃ ॥ লিলে কিং : ললন দেবস্য শক্তি। অপি নিশ্চিতরূপে। তপতি কিং : তারা তাপিত আছেন। সৌভাগ্যবলনৈঃ কিং : রাধিকাজীউর সৌভাগ্যের সৌষ্ঠবত্তা দেখিয়া ॥ সচী লক্ষ্মী সত্যা কিং : শচী ইন্দস্য প্রকৃতিং। লক্ষ্মী নারায়ণস্য প্রকৃতিং। সত্যা কৃষ্ণস্য প্রকৃতিং : পরিভবতি কিং : ইহারা পরাভব পাইঞাছেণ। মুখ কিং : রধিকাজীউর মুখের সোভা দেখিয়া। রসিকাবৈঃ চন্দ্রাবলী কিং : জে চন্দাবলীর সোভা দেখিয়া কৃষ্ণ বস হয়েণ। এবম্ভূত চন্দাবলী। নবীন ব্রজসতী কিং : নবীন ব্রজনারীগণ। ক্ষিপত্যাবাহা তাং কিং : ত্বরা তক্ষপতি ক্ষোভ পাইয়াছেন। হরিদয়িত রাধা ভজ মণ্ কিং : হে মন এবম্ভূত রাধিকা হরি দয়িত তাঁখে ভজ ॥১০॥ রাধা গিরিভৃতো কিং : রাধা গিরিধর ॥ ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভন বিষয়ে কিং : বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লভ্যনিমিত্তে। শ্রীরূপেন সমং কিং : শ্রীরূপগোসাঞির সঙ্গ হইঞা। তদগুনযুসৌ কিং : শ্রীরূপের গুণযুক্ত হইঞা। বিবষ কিং : আবেসযুক্ত হইঞা। তৎ কিং রাধাকৃষ্ণ। ইর্য্যা কিং : পুজাসেবা : ॥ আক্ষানাম লীলা ॥ ধ্যান কিং : স্মরণ দর্শণ ॥ শ্রবন কিং : তৎকথাশ্রবণ। নতি কিং : দণ্ডবৎ প্রনতি। মিদং পঞ্চামৃত কিং। ইদং পঞ্চামৃত। নিত্যং ধয়তি কিং : প্রত্যয় পান কর ॥ মনস্ত্বং অনুদিনং। গোবর্দ্ধন ভজ কিং : হে মন্ ত্বং : প্রত্যয় গোবর্দ্ধনকে ভজঃ ॥১১॥ মনঃসিক্ষাদ্বেকাদশ কিং : মনঃসিক্ষা একাদশ। বর কিং : শ্রেষ্ঠং। মেতন কিং : এতন্ মন্। সিক্ষ্যা একাদস শ্লোকং যে কিং : যে যন। সমধিগতঃ কিং সম্যকরূপে আবে ৩খ] [৪ক সযুক্ত হইঞা। তুচ্চৈঃ গিরা কিং : উচ্চবচনে। মধুরয়া গায় কিং মধুর করিঞা গান করেণ। ততিয় সর্ব্বার্থ কিং : তাকে সর্ব্ব অর্থ স্ফুরিবে জনো কিং : জে জনে। শ্রীরূপানুগভবন কিং শ্রীরূপের অনুগা হয়েণ ॥ সত্যম্ কিং আর শরূপের গনজুক্ত হয়েন। সং কি সেই জনকে :। ইহ গোকুলবনে কিং ইহ বৃন্দাবনে : ॥ রাধাকৃষ্ণ অতুল ভজনরত্নং কিং রাধাকৃষ্ণের অতুল ভজনরত্ন লভ্য হয় ॥

ইতি মনসীক্ষা সংপুর্ন ॥ ইতি সন ১১৭৯ সাল তাং—১৭ ভাদ্র রোজ রবিবার— ॥ ৪ক]

৭৬ মনসামঙ্গল

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১০৯৪ ; পত্র ৬৮ (৯-৭৬), খণ্ডিত; আকার ১৩"×৪১/২"।

[৯ক নম গনেসায় নম ॥ অথ মনসার পুস্তক লিক্ষ্যতে ॥
বন্দো পঞ্চ জন জে জার বাহন করজোড়ে মাগি বর
হংস পদ্মাসনে গোরুড়বাহনে ব্রসবে বন্দি মহেস্বর।
সংস্খ চক্র গদাধারি নন্দের নন্দন হরি চতুর্ভুজ বোনমালা গলে
দণ্ড কমণ্ডল করে বন্দিলাম বিরবরে শ্রীষ্টী স্থিতি হয় জার বলে।
বন্দো শিব শশিচুড় স্থুল শিঙ্গা ব্রসারুড় অস্থিমালা বিভূতিভূসন
মউর মুসক পিষ্টে সঙ্করের সন্নিকটে বন্দিলাম গ্রোহ গজানন।
বন্দিলাম দিননাথে অরুনসারথি রথে অঙ্গ জার লোহিত চন্দন
পঞ্চ দেবতার পায় ক্ষেমানন্দ রস গায় আসরেতে হও সুপ্র[স]ন্ন ॥

॥ সিন্ধুড়া রাগ ॥

প্রথমে বন্দিব দেব ধর্ম্ম নিরাঞ্জন ধবল খাট ধবল বন্দিব সিংহাসন।
ধবল খাটেতে বন্দো ধর্ম্ম নিরাঞ্জন জলাসনে জজ্ঞপতি লক্ষি নারায়ন।
হংসে ব্রহ্মা বন্দিলা গোরুড়ে গোবিন্দ ব্রসবেতে সসিচুড় ঐরাবতে ইন্দ্র।
ত্রিভুবোনের মাতা দেবি ভগবতি জন্মে জন্মে তুয়া ৯ক] [৯খ পায় রহুক ভকতি।
গিরি হিমালয় বন্দো উর্ত্তরে বসতি ভানু ভাস্করে আমি করিলাম প্রনতি।
আরুড়ে বর্ত্তিনাথ বন্দো জোড় করি হাত দক্ষিন জলধিকুলে বন্দো জগন্নাথ।
সুভদ্রা বলাই বন্দো জলধির কুলে জার পুরি আমোদিত কৈল দনাফুলে।
শ্রীরাম লক্ষন বন্দো অজোর্দ্ধের প্রজা ভরথ সত্রুঘ্ন বন্দো দসরথ রাজা।
কৌসল্যা সমিত্রে বন্দো সিতার চরন কনকলঙ্কাপুরেতে বন্দিলাম দসানন।
অষ্টকুলাচল বন্দো প্রভাতের ভানু বৃন্দাবোন সহিত বন্দিলাম রাধাকানু।
সোল সর্ত্ত গোপী বন্দো প্রভু শ্যামরায় কদম্বে হেলান দিয়ে মরুলি বাজায়।
নদিয়ার চাঁদ বন্দো সচির কুমার হরিনাম দিয়ে কৈল জীবের উর্দ্ধার।
বাউ বরুন বন্দো গৌর্য্যা খেত্রপাল গগন পবন বন্দো নন্দি মহাকাল।
একমনে বন্দিলাম কলির কল্পতরু হরিনাম দিয়ে হৈলেন জগতের গুরু।
চন্দ্র সুর্য্য বন্দিলাম আর তারাগন ডাখিনি জোগি[নী]র পায় পসিনু স্মরন।
মকরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগিরথি হ্রিদে বন্দো ৯খ] [১০ক কালিকা জুভায় স্বরেস্বতি।

রাত্রেতে বন্দিয়ে গাইব রাত্রি কপালিনি উনকোটী জোগিনি বন্দো সষ্টী ঠাকুরানি।
একে একে বন্দিলাম জতো দেবগন হাসনহাটীতে বন্দো কমলাচরন।
হেলাপাড়ায় বন্দো মাতা সতির বসতি সেয়ুয়াসিখিরে জননি জগতি।
জয়জয়কারে বন্দো জয়বিসহরি পত্মপাতে জন্ম তোমার পত্মকুমারি।
মনে মনে নাম মায়ের মনসাকুমারি হরিয়ে হরের বিস নাম বিসহরি।
সয়লা পাতায়্যা নাম বলায় স্বুন্দরি উনকোটী নাগের মাতা জগতগৌউরি।
রাগ সঞ্চ তাল মান কিছুই না জানি প্রধান সরূপে গিত গাইবে আপুনি।
বন্দোনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির পাড়ুয়ায় বন্দিয়া গাইব সর্ব্বপির।
সায়ালারকুলি বন্দো বাবুর মোকাম ঘোড়াসৈদ[পী]র বন্দো আর গুনধাম।
সাত সর্ব্ব আউল্যা বন্দো মস্তকের পাগে গিতের ভাল মন্দ মাতা তুয়া পায় লাগে।
মনসাদহের মনসা বন্দো জোড় করি পানি নারিকেলডাঙ্গায় বন্দো বিসবিনদিনি।
বন্দো বন্দিতে মাতা হবে অমুক্ষ্র্ন বন্দোনা [১০খ ছাড়িয়া মাতা গিতে দেহো মন।
রচিল কেতকাদাস সেবিয়া ইশ্বরি বন্দনা হইল সায় বল হরি হরি॥

জাগরন লিক্ষ্যতে॥
চাঁদ সদাগর সপ্ত ডিঙ্গার ইশ্বর কালিদহে গেলা ডিঙ্গা বেলা দুই প্রহর।...

১৩ক পৃষ্ঠায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কৃত সম্পূর্ণ গঙ্গাবন্দনা আছে।

[৭২খ। অষ্টম মঙ্গলা॥
স্বুন ঝিয়ে বেহুলা নাচনি
অষ্টম মঙ্গলা কয়্যা বেহুলা লখাই লয়্যা স্বুরপুরে জাইব আপুনি।
জবে নাই ছিলা মহি তার পুর্ব্বকথা কহি ভূত ভবিস্মতি বর্ত্তমান
প্রলয় যুশান্তা কালে প্রিথিবি ডুবিল জলে একমাত্র ছিল ভগবান।
স্বুন্নেতে করিয়া স্থিতি মৌনরূপে মহামতি জলেতে ভাসিল কতকাল
হস্ত পদ নাহি তার তনু তব সন্ত্যাকার তিন চারি দশ লোকপাল।
স্রিষ্টীর কারন হরি মনে অনুমান করি তনু হৈতে বারাইল শর্ক্তি
ভুতভুজা নারায়নি আদ্যাশর্ক্তি সনাতনি স্রিষ্টী স্রিজীয়া দিল ষর্ক্তি।
আপনে আপন কায় স্রিজনে অনাত্যরায় নাভিপত্মে হৈল্য প্রজাপতি
নাভিপত্মে বসি বিধি ভাবিল পরম নিধি দেখা নাই কাহার সংহতি।

মহাদেব পর্দ্য তোলে   পদ্মপত্রে বিষ্য টলে   তাহা গেল পাতালসরনি
পাতালে বাসুকি পায়্যা   বিধাতার ৭২খ] [৭৩ক স্থানে লয়্যা   নিষ্কাইল ভুজঙ্গজননি।
বাপে ঝিয়ে পরিচয়   তবে বাপা স্ত্রির্ত্ত্যুঞ্জয়   আমা লয়্যা গেলেন কৈলাসে
সাতা সহিত হৈল দন্দ   লোচন হইলা অন্ধ   বাপা থুল্য সিজবোনবাসে।
কামধেনু সর্ত্তযুগে   থাকিতেন সুরলোকে   পালন করিত সুরপতি
বিধি বিড়ম্বিলা তায়   কৈলাশে চরিতে জায়   জথা সিবদুগার বসতি।
শ্রীরামতুলসি তথা   অতি সুকমল পাতা   কপিলা খাইলা অতিলোভে
তুলসি ছেদন দেখি   বাঁমদেব মনে দুখি   কপিলারে সাঁপ দিলা কোপে।
কামধেনু গোলকের   সাঁপ হৈল্য মহেসের   এই হেতু আল্য ভুমণ্ডলে
মনোরথ মহাকার   কপিলার কুমার   হইল ইশ্বরের অনুবলে।
মনোরথ মহাকায়   কাননে হারায়্যা মায়   তৃিষ্টায় সোসিল জলনিধি
পুনুরূপি কপিলায়   সমুদ্র পুরন হয়   তথা গেলা হরি হর বিধি।
মন্দার করিয়া দণ্ড   কুম্ভ হইলা ভাণ্ড   অনন্ত বাসুকি হৈল্য ডোর
দেব দৈত্য সুমিলনে   মন্থনের দড়ি টানে   মহাসব্দ লইলা সংক্ষের।
খিরোদ মথন সব   উপজিল জত সব   জেই জাহা কৈল্য সমর্পণ ৭৩ক]
[৭৩খ এ তিন ভুবন জিনি   রূপে লক্ষি ঠাকুরানি   তাঁর সুত হৈল্য নারায়ন।
চন্দ্র গেলা চন্দ্রলোক   ধনন্তরি হরে রোগ   দেবতা করেন সুধাপান
ঐরাবত পারিজাত   হয় লয় সচিনাথ   বিস খাই ঢলিলা ইসান।
দেবি মনে মাহেস্বরি   মহেসের বিস হরি   অহিকুলে দিলা হলাহল
মথনে সলিলনিধি   মনসার পুজাবিধি   চাঁদবেন্যা বাড়াব আনল।
মহামনি জরৎকার   পতি হৈল্য মনসার   তার পুত্র হৈল্য অস্তিক মনি
অস্তিক মনির মাই   বাসুকি তাহার ভাই   বাঁমদেব সরসিজামিনি।
রাখাল পুজীল বোনে   দুতমুখে দুই জনে   সুনে রাজা হাসেন হুসন
মজাইয়া হাসনপুরি   অবতার বিসহরি   পালাইলা জতেক জবন।
নিছনি জালুর মা   পুজা কৈল্য মনসা   তাহা দেখি চাঁদ অধিকারি
কোপে চাঁদ অধিকারি   মারিয়া হেতাল বাড়ি   মনসার ভাঙ্গিলেক বারি।
বেউস্যার ব্বেস হয়্যা   সাধুর সদনে গিয়া   হরিয়া লইল মহাজ্ঞান
তবে আসি তরাতরি   জ্ঞান দিল ধনন্তরি   পুনু সদাগর হৈল্য স্যান।
তার পুর্ব্বের কথা কই   কমলা করিয়া··· ৭৩খ] [৭৪ক ওঝারে বধিলা বিসহরি
তবে চাঁদ অধিকারি   নাই পুজে বিসহরি   দেবিসনে বিসম্বাদ করি॥

মনসার ব্রতকথা শ্রীহরিবংশের গাঁথা ইতিহাস বলিব তাহারে
উসা অনিরুদ্র গিয়া বেহুলা লখাই লয়্যা ব্রতকথা করিল প্রচার।
দৈবনিবন্ধন ছিল দুই জনে বিভা হৈল্য বাসরে সুতিল লক্ষিন্দর
মনসার মনস্তাপে লখাই খাইল সাপে বেহুলা ভাসিল দেশান্তর।
দেবতাসভায় গিয়া খোল করতাল লয়্যা নাচে কন্যা বেহুলা নাচনি
দেবি হৈলা পরিতোস ক্ষেমিয়া সকল দোস লখিন্দর পাইলেক প্রানি।
সাত ডিঙ্গা ডুবেছিল তাহে চোর্দ্দ ডিঙ্গা হৈল্য আর জিল ছয়টী ভাসুর
এতোদিনে অধিকারি পুজে মনসার বারি চাঁদবেনে তোমার স্বসুর।
বিসহরি দেবি কয় কিবা দিব পরিচয় সবিসেস দেখাই নিজরুপে
সকল দেবের পর পিতা মোর স্মংরহর ব্রহ্মাণ্ড জাহার লোমকুপে।
আকাস পাতাল ভুমি সৃজন পালন আমি শক্তিরুপে সভাকার মাতা
মহেসের মাহেস্মরি মোর্নরুপে সুকুমারি লক্ষিরুপা নারায়নকথা।
সুরপুরে আমি আছি হইয়া ৭৪ক] [৭৪খ ইন্দ্রের স্বচি মহিমাকারিনি মায়াধারি
সর্ত্ত রজ তম গুন বিধাতার বেদে সুন এক বিনে নাই দুই নারি।
উরিয়া হাসনহাটী সিমীরা মহাসন মাটী বহে জল প্রত্তক্ষ উজান
সগ্যে হৈতে প্রিথিবিতে মনস্যের পুজা লইতে নারিকেলডাঙ্গায় অধিষ্ঠান।
সহজে উর্ত্তরদেসে মনসাকুমারি বৈসে কৌণ্ডরপুরে আগার বিশ্রাম
সর্পাঘাতে জত মরে তাহা জীয়াবার তরে মহিমা বড় বাড়াইলাম।
মনোহর স্থল কেজা সুরলোক করে পুজা মুনমই তাহে অধিষ্ঠান
...বাসি নিলাম গঙ্গার নিকট গ্রাম তথা থাকি করি গঙ্গাস্নান।
মণ্ডলগৃমে অবতরি দেবি জয়বিসহরি সুর্দ্ধভাবে পুজে নাগ নরে
সকল ভুবনমাঝে মনসার পুজা আছে আজী পুজা চাম্পাইনগরে।
সক লোক জস কির্ত্ত সাঙ্গ হৈল্য তোর ব্রত কল্যান করিল বিসহরি
অষ্টমঙ্গলা সায় কেতকাদাসেতে গায় সর্ব্বলোক বল হরি হরি ২॥

শেষাংশ,

[৭৬ক...প্রোবধ করিয়া মাতা জয়বিসহরি বেহুলা লখাই লয়্যা চলে সগ্যপুরি।
এত বলি মনসা দোহার ধরে হাথে জয় দিয়ে জগতমাতা চড়ে পুষ্পরথে ৭৬ক]
[৭৬খ সর্গ্যে ইন্দ্রদেবগন কৈল্য পুষ্পবিষ্টী সর্গ্যপথে জান মাতা দিয়া সুভদিষ্টী।
দেবতাসভায় দোহে করিলা গমন দেব স্বচিপতি দেখি হরিস বদন।

দেবতাসভায় দোহায় নমস্কন করিয়া   সিব আগে গেলা দেবি [বি]মানে চাপিয়া।
রত্নসিংহাসনে দেবি হেলিলেন গা   সখিগন দেই সেতচামরের বা।
ক্ষেমানন্দ বিরোচিল করিয়া প্রকাস   সাঙ্গ হৈল্য দেবির পুরান ইতিহাস ॥
গায়নে বায়নে মাতা মাগি এই বর   জন্মে জন্মে গাই জেন তোমার মঙ্গল।
বিরচিল কেতকাদাস সেবি বিসহরি   মঙ্গল হইল সায় বল হরি হরি ॥

ইতি জাগরনপালা সমাপ্ত ॥ বিরোচিতং কায়েস্তকুলে জাতা শ্রীযুত ক্ষেমানন্দ দাষায়ং ॥ জথাদ্রিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তিকং ভিমষ্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রাম ॥ জথাদ্রিষ্টং ইত্যাতি ॥ লিখিতং শ্রীরামনিধি পাল সাং নছিপুর পরগনে বালিগড়ি ॥ হাল সাং রামকৃষ্ণপুর ॥ পঠনাং শ্রীকৃষ্ণমোহন তাঁতি ॥ সাং রামকৃষ্ণপুর ॥ ইতি তাং ১৪ আসাড়—সান ১২৬৯ সাল—অস্তিকষ্য মনিমাতা ভগ্নি বাষুকিস্থতা জরৎকার মুনিপত্নি মনসাদেবি নমস্তুতে ॥ মনসাদেবি নম নম নম ॥ ৭৬খ]

৭৭ মনসামঙ্গল

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১১৯৬; পত্র ২; খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৫"।

[১ক শ্রীশ্রীদুর্গা নম গনেসায় নম ॥

বন্দনা।

প্রথম যুগলপুঠে   বন্দিব গনেসঘটে   গনপতি দেবের প্রধান
সকল দেবতা থাকি   পুজি আগে গনপতি   মুসকবাহনে গজাননো।
দেবের জোগপাটা   কপালে ভস্বের ফোটা   মু[ষ]কবাহনে জো…
গাএনে মহিমা গায়   উর প্রভু গনরায়   গহির গম্ভির গুনবরে
একদম্প বিনে কায়   উর প্রভু গনরায়   গানে সঙরন তবো করে…
দেবের বাম যঙ্গে জোগপাটা   কপালে জর্জ্জের ফোঁটা   মুসিকবাহনে জোগধারি
তুমি দেব ধক্ষাধক্ষ   পরিধান দিগ্ব চক্ষ   তর্ত্ত কেহ বলিতে না পারি।
সগ্র্গ পাতালভুমি   ছাপর আকার তুমি   গনপতি দেবের প্রধান
একদন্ত গজাননো   ব্রহ্মরূপ সোনাতন   অখিনঞ্চ জোনা দআবান।
জপিয়া পরম নিধি   ধ্যায়নে না পাও বিধি   আদি যন্ত যতি দিবরাজে
মহিমেতে মুক্ত হএ   রাতুল চরন পাএ   সকল দেবতা আগে পুজে।
গনপতি বিগ্ন কর দুর
তুমি সংসারের সার   তোমা বিনে কেবা আর   নিস্তারিতে কে আছে ঠাকুর।
আগম পুরান চাই   তত্ত্ব কেহ নাহি পাই   রচোনায় বচনাবচন সন্ধান

গনেসচরন আসে রচিল কেতোকাদাসে আসরেতে হও আদিষ্টান ॥ ১ক]
[১খ এই সারদার বন্দনা
করিএ প্রনতি স্তুতি বন্দো মাতা সরস্বতি বিধেতার মুখে বেদবানি
নারায়ন দেব সঙ্গে তোমারে বন্দীব রঙ্গে সেতপর্ম্মাসনে ঠাকুরানি।
মা পরিধান সেতো বস্ত্র খুঙ্গি পুথি মুসিপত্র সেতবিন্যা হাতে যুনয়নি
পিছে পাটের থোপোন ললে স্রবনে কুণ্ডল দোলে য়জ্ঞ্যন তিমির বিনাসিনি।
বিন্য বাদ্য সপ্তসরা বট নারায়নদারা মূর্দ্ধ মন্দিরে বাকদেবি গ
ব্যস বাল্মিক মুনি তব তর্ত্ত কিছু জানি তোমারে স্তবিএ কৈল কবি গ।
দেবাসুর নাগ নর মৃগ পক্ষ্য জলচর সর্ব্বঘটে বৈস্ব সরস্বতি
তোমা বিনে বাকব্যায় কাহার সকতি হয় বোলোবোলা তোমার আক্রিতি।
সাস্ত্রো সঙ্গিতধার গলে গজমতি হার অভরন মনিময় কত
রবি সসি পুরহুত সে হয় তোমার দুত আর চরাচর দেব জতো।
নারায়ন সংঙ্গে জথা আছ গ ভারতি মাতা তেজ দেবি বৈকণ্ঠনগর
য়বলা তনয় ডাকে পদছায়া দেহ মোকে বৈস্ব মোর কণ্ঠের উপর।
মাং মৃদংঙ্গ মন্দিরে র্ধ্বনি মিসাইয়া বাকবানি কণ্ঠে বসি বলাও যুবচন
রাগ সঞ্চ তাল মান কিছু মোর নাহি জ্ঞ্যন তব পদে লহিনু স্বওরন।
স্বড়রিতু রসভাগ বন্দিলাম ছয় রাগ প্রিয় জার ছত্তিস [রাগিনী]
নাম তোমার মধুমতি উর মাত সরস্বতি ক্ষেমানন্দ বিরচিত বানি ॥ ১খ]
[২ক এই মনসার বন্দনা
নম মনসয় নম নম।
উর গ মনসা মাতা ত্রিজগৎতের ধাত্রি ধাতা জোগ জাপ্র জোগের নন্দিনি
উপ্ত্তি পাতালাপুরি বিস্বমাতা বিসহরি সৈলযুত ত্রিযুলধারিনি।
সর্ব্বঘটে আছ তুমি ক্ষেতি ক্ষেত্র সব ভুমি য়চল বাযুকি তরু লতা
মনসা মনের মার্জে সক[ল] দেবতা পুজে মনসা জানেন মনের কথা।
বিধি য়গচর গুন বট তুমি নিদারুন সদয় হৃদয় পরাৎপর
জগতি জোগেন্দ্রযুতা তুমি জগতের মাত[া] এ তিন ভুবনে হরি হর।
কেয়ুর কঙ্কন হার য়ভরন জতো য়ার বিলক্ষণ বিরাজিত অহি
স্বগ্র মঞ্চ পাতালে আগম পুরানে বলে জগতে জগতি ক্রপামহি।
ভুজাগআসনে বসি মুখে মৃদমৃদ হাসি আনন্দে আমদ য়বিরত
এক মনে এক ভাবে জেবা তব পদ সেবে ফল তার মনের য়নমতো।

সহিবে সকল ভার   তোমা বিন্যা কেবা আর   অবধি অসেশ মাআ জান
শ্রজন পালন হার   ছলিলেন ত্রিপুরারি   জনমিলে পাতালভুবনো।
সহিবে সকল ভার   সোনাতনি সভাকার   মাআরূপে বলো ঘটে ঘটে
নাএক কামোনা করি   আরর্পিলো বিসহরি   গাএনেজুগল করপুটে।
বিসেসো না জানি তন্ত্র   মুঞ মুড়মতি মন্ত্র   তুমি মোর মন্ত্র দিলে কানে
সেই মন্ত্র মহাবলে   পুর্ব্বে আরাধনর্ফলে   কবিতা নির্স্বরে তে কারোনে।
ছাড়ো গো আপন স্থান   মোরে কর পরিত্রান   পুধানসরূপে দেঅ গিত
মনেতে মনসা সেবি   ক্ষেমানন্দ গাঅ কবি   নাএকের কর মনপৃিত॥
মনসাবন্দনা সাঅ ২ক]

৭৮ মহাভারত (ব্রত শান্তি)

বসু কৃষ্ণানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১১৮২; পত্র ৮; খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৫"।

ভনিতা,

১ মহাভারথের কথা অমৃতলহরি   যুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভবতরি।
মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচুড়পদদ্বন্ধ   পয়ার প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ॥ ৩১ক]

২ মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচুড়াপদদ্বন্ধ   পয়ার প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ॥ ৩৩খ]

৭৯ মহাভারত (শান্তি পর্ব)

বসু কৃষ্ণানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১২৩৩; পত্র ২ (৪, ৫); খণ্ডিত; আকার ১২½"×৩½"।

[মহাভারথের] কথা অমৃতলহরি   সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভবতরি।
সান্তিপর্ব্ব ভারথের অপুর্ব্ব কথন   একচিত্তে একমনে [শুনে পুণ্যবান]।···
মস্তকে বন্দিঞা চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ   পয়ার প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ॥ ৫ক]

৮০ মহাভারত (ব্রত শান্তি)

বসু কৃষ্ণানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৩৫৯; পত্র ২৮; খণ্ডিত, আকার ১৩½"×৫"।

[১৩খ···অতঃর্পর কহ যুনি দ্বিজের কাহিনি   কিরুপে জমের মার্গ্য দেখে দ্বিজমুনি।
ভিস্মো বলে জমপুরি গেলা তপোধন   দেখিয়া জমের মার্গ্য খবিস্ময় মোন।
বিচক্ষন ধনর্দ্ধজ জমের কিংঙ্কর   পুর্ব্বদ্ব্যারে আগে লৈয়া গেলা দ্বিজবর।

জতেক দেখিল তথা না হয় বর্ন্নন   পশ্চিম দুয়ারে লৈঞা গেল তপধোন।
পুন্ন্যবান লোক তথা [অনেক দেখিল]   উর্ত্তর দুয়ারে তবে দ্বিজে লৈয়া গেল।
জমের বিচিত্র সভা করি দরসন   জতেক যাছিল তথা না হয় বর্ন্নন।
দক্ষিন দুয়ারে তবে লৈয়া দ্বিজবর   দেখিল তথায় দ্বিজ মোহাভয়ঙ্কর।
কার সক্তি জমমার্গ্য করিতে বর্ন্নন   সংক্ষেপে কহিল কিছু মুনহ রাজন।
ক্রেমে ক্রেমে ক্রিমিয়া দেখয়ে দ্বিজবর   দেখিয়া জমের মার্গ্য বিস্ময় অন্তর।
কোনখানে অস্ত্রার্ঘাত করে দুতগনে   প্রহারে জর্জ্জর পাপী করয়ে ক্রন্দনে।
কোনখানে দুতগন ভয়ঙ্করকায়   জতেক আছয়ে পাপী লিখনে না জায়।
পাস হাথে পায়ে বান্ধি হানে কোন জানে   প্রহারে পিড়িল তনু করয়ে ক্রন্দনে।
নাকর্চ্ছেদি পাস দিয়া য়ানে কোন জনে   লোহাপাসে বান্ধিয়া মারয়ে কোন জন।
এইরুপে সত সন্খ অসন্খ জাতনা ১৩খ]   [১৪ক ভুঞ্জায়েন ধর্ম্মরাজ না হয় বর্ন্না।
দেখিয়া বিস্ময় মোন হৈলা তপধোন   মোন কৈল জমেরে করিব দরসন।
হেনকালে ডুমিনির সঙ্গে দরসনে   দেখিয়া ডুমিনি তবে ধরিল ব্রাহ্মনে।
কিসিনি তাহার নাম জন্মান্তরে ছিল   জমের কিঙ্কর য়াসি মরিয়া হইল।
দস গণ্ডা কৌড়ি বিক্রি কুলা একখানি   হাটে তার ঠাঞি নিঞেছিল দ্বিজমনি।
পাঁচ গণ্ডা দিয়া কুলা লইয়া য়াইল   বাকি পাঁচ গণ্ডা কৌড়ি মুধিতে নারিল।
দুই একবার সেই গেল দ্বিজস্থানে   ধারিয়া না দিল দ্বিজ পাসরিল মোনে।
দৈবজোগে দেখা তার ডুমনি পাইল   ধাইয়া সর্ত্তরে গিয়া বসনে ধরিল।
ক্রোধেতে ব্রাহ্মনে চাহি বলয়ে বচন   সেই ভদ্রসিল তুমি পাপীষ্ট দুর্জ্জন।
পাচ গণ্ডা কৌড়ি মোর ধারিয়া না দিলে   তাহার উচিত ফল হাতে হাতে পাইল্যে।
ভাল চাহ জাহ দ্বিজ কৌড়ি মোর দিয়া   নহে বা তোমার আত্মা লইব হরিয়া।
দ্বিজ বলে হেথা য়ামি কৌড়ি কোথা পাব   ছেড়ে দেহো কৌড়ি ঘরে হৈতে আনি দিব।
হাসিয়া ডুমিনি বলে নাহিক এড়ান   কৌড়ি দেহো নহে তোর বধিব পরান।
এতেক মুনিঞা দ্বিজ হইলা ফাঁফর   ক্রোধে ধর্ম্মধ্বজ তারে করিলা উত্তর।
সেইকালে দ্বিজবর কহিনু তোমারে   জে কালে আসিতে তুমি ইচ্ছিলে হেথারে।১৪ক]
[১৪খ পাঁচ গণ্ডা ধার জদি ধারহ কাহার   তবে ত প্রমাদ দ্বিজ হইব তোমার।
অঙ্গিকার করি তুমি বলিলে আপনে   জতো ধার আছে তাহা করিব সোধনে।
ব্রাহ্মন জগতগুরু জগতে বাখানে   এমন তোমার আছে জানিব কেমনে।
তবে ধর্ম্মধ্বজ দুত ভাবে মোনে মোনে   ডুমিনির মুখ চাহি রচয়ে বচনে।
না করিহ বধ তুমি ছাড়হ ব্রাহ্মনে   দ্বিজবধ মোহাপাপ সর্ব্বসাস্ত্রে ভনে।

দুতের বচনে হাসি বলয়ে ডুমিনি   তবে সে ছাড়িয়া য়ামি দিবো দ্বিজমনি।
কুলার প্রমান চর্ম্ম বক্ষের কাটী খুরে   এইক্ষনে দ্বিজবর দেহো তো আমারে।
নহে ত আপন অঙ্গ দেহো মোরে দান   এইক্ষানে দেহো মোরে কুলার প্রমান।
নহে বা দ্বিজের ধার ধারে কোন জোন   এই জমমার্গ্যে আস্থে থাকে জেই জোন।
মোর স্থানে ধরি তুলি আনহ তাহারে   কাটীয়া বুকের চর্ম্ম দিবেক আমারে।
এত বলি দ্বিজবর চলিলা সর্ত্তরে   আপনার ধনগুপ্ত না দেখিল কারে।
চিন্তায় য়াকুল দ্বিজ ভাবয়ে অন্তরে···
দেবমন্ত্রে দৃর্ব্বিজ্ঞান করিয়া ধেয়ান   ইথে পবিত্রতা বিষ্ণু বিনে নহে য়ান।
এতেক ভাবিয়া বিপ্র করি জোড়করে   বিধিমতে নানা স্তুতি করিলা বিষ্ণুরে।
জয় জয় জগর্ন্নাথ পতিতপাবন   জয় জয় জগদিস ভুবনতারন।
জয় জয় আদি দির্ব্ব [১৫ক মৎস য়বতার   এক য়ংসে চারি রুপ দেব নৈরাকার।
ক্ষেত্রিকুলান্তক নম নম জদুপতি   সর্ব্বত্রে ব্যাপকরুপ সর্ব্বঘটে স্থিতি।
দুষ্টে ধ্বংস সিষ্টে পালো ভক্তকুলগতি   জয়রামকৃষ্ণরুপ জয় জগৎপতি।
বাহুযুগে ক্ষেত্রি উরুদেসে বৈশ্য জাতি   মুখ হৈতে তোমার ব্রাহ্মর্ন জে উৎপতি।
তোমার স্থাপীত জত চরাচরগন   না জানিঞা কৈনু প্রভু হেথায় গমন।
এ মোহাপ্রমাদে প্রভু করহ তারন   প্রান জায় ওহে প্রভু লইনু শ্বরন।
এইরুপে স্তুতি কৈল করি জোরহাথ   বৈকণ্টে অস্থির তথা গোলকের নাথ।
ভক্তের অধিন প্রভু দেব নারায়ন   প্রত্যক্ষে হইয়া দ্বিজে দিল দরসন।
সংস্থ চক্র গদা পদ্য কিরিটী ভূসন   পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
কনক কুণ্ডল কর্ন্নে র্য্যু দিপ্ত করে   কেয়ুর কঙ্কন আদি নানা অলঙ্কারে।
ত্রিভঙ্গ ললিত রুপ দেব সোনাতন   দেখি ভদ্রসিল হৈল সবিশ্বয় মোন।
আনন্দয়স্রুতে সব ভাসে কলেবর   দণ্ডবত প্রনমি পড়িল পদতল।
করে ধরি বিপ্রেরে তুলিলা নারায়ন   আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলয়ে বচন।
ব্রাহ্মনে য়ামাতে কিছু নাহি ভেদ লেস   তে কারনে নাম য়ামি ধরি হ্নিসিকেস।
ভক্তের য়ধিন য়ামি ভকতকারন   ভক্তের মানস পুন্য করি য়নক্ষন। ১৫ক]
[১৫খ বর মাগ দ্বিজবর জেই পৃয়োজন   এত যুনি প্রনমিঞা বলয়ে বচন।
বরেতে আমার কিছু নাহি পৃয়োজন   বর দিয়া ভাগু তুমি য়ভক[ত] জন।
জদি বর দিবে তবে দেহো ত আমারে   জর্ন্মে জর্ন্মে ভক্তি জেন রহে ত তোমারে।
কিট পক্ষ পতঙ্গাদি য়জনিজনম   ইথিমর্দ্ধে জেন কিছু না থাকে সংক্রম।
কর্ম্মপাসে জথাতথা হয় য়বতার   অচলা তোমাতে ভক্তি থাকয়ে য়ামার।

আর য়েক বর মোরে দেহো নারায়ন   এই ধন্নুর্দ্ধজ দুতে করহ তারন।
কিসিনি ডুমনি দেব বড়ই পাপীনি   তার ঠাঞি রক্ষে মোরে কর চক্রপানি।
এতো যুনি হাসি প্রভু কহিলা উত্তর   ভক্তের অধিন দ্বিজ মোর কলেবর।
ভক্ত জাহা মাগে তাহা নারি খণ্ডাবারে   আপনার অঙ্গ কাটী দ্বিব ত তাহারে।
তবে রক্ষা পাব দ্বিজ তোমার পরানি   এত বলি দ্বিজরুপ হৈলা চক্রপানি।
ভদ্রসিল জেন রুপ সে রুপ ধরিল   ধনর্দ্ধজ দুতে চাহি বলিতে লাগিল।
জাহো সিগ্র দ্বিজে লৈয়ে থোহ সেই স্থানে   ডুমনিরে বোধ আমি করিব এখানে।
এত যুনি ধন্নুর্দ্ধজ চলিলা সর্ত্তরে   সিগ্র্র্গতি রাখিআ য়াইল নিজঘরে।
ধন্নুর্দ্ধজ সহ বর দিলা নারায়ন   ডুমনির স্থানে সিগ্র্র্ করিলা গমন।
কিসিনিরে চাহি কহে [১৬ক করিয়া রোদন   ঋিন গুপ্ত আমার নাহিক একজোন।
দৈবের নির্ব্যন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে   আপনার অঙ্গ কাটী দিব তো তোমারে।
এত বলি বক্ষের চর্ম্ম কাটীল সর্ত্তর   দেখিয়া কিসিনি হৈলা বিশ্বয় অন্তর।
করজোড় করি স্তুতি অনেক করিল   হেনকালে সৈন্য হৈতে দিব্ব্যরথ য়াইল।
দ্বোহাকারে রথে তুলি লইল তখন   ব্রাহ্মনপ্রসাদে হৈল বৈকণ্টে গমন।
এথা তিন দিন বহিভূত ভদ্রসিল   নিদ্রভঙ্গ হৈয়া ঘুচায় দুয়ারের খিল।
হাথেতে ভ্রিঙ্গার লৈয়ে সৌচেতে চলিল   হেনকালে অশ্বদের বৃক্ষে দৃষ্টী হৈল।
কুলার সমান ছাল ছেদিত দেখিয়া   নাকে হাথ দিয়া থাকে বিস্বয় হইয়া।
জানিল অস্বদবৃিক্ষরুপ নারায়ন   সিগ্র্র্গতি পক্ষে তাহা করিল পুরন।
মহাভারথের কথা য়ম্রিতলহরি   যুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভবতরি।
সান্তিপর্ব্ব ভারথের অপূর্ব্ব কথন   একচিত্র য়েকমোনে যুনে জেই জোন।
পুত্রার্থি লভয়ে পুত্র ধন ধনর্থির ধন   নাহিক সংসয় ইথে ব্যাসের বচন।
মশুকে বন্দিয়া চন্দ্রচুড়পদদ্বন্ধ   পাচালি প্রবন্ধে কহে বযু কৃষ্ণানন্দ॥

[৩০ক··· এই ত রমনি বড় য়াছিল পাপীনি   কলিঙ্গা বেউস্যা নাম বড় দুচারিনি।
অজ্ঞানেতে পূণ্য এক করিল সাধন   যুকপক্ষ এক এক যেই করিল পালন।
যুকমুখে হরিনাম করিল শ্রবন   অসংক্ষ পূরুসে এই করাল্য রমন।
সেস যুমালিনি গন্ধর্ব্ব ভয়ঙ্কর   তার সহ রমন করয়ে নিরন্তর। ৩০ক]
[৩০খ এক দিন বেসহেতু পুষ্প তুলিবারে   একেস্বর গেলা সেই কাননে ভিতরে।
ম্রিগয়া কারনে এক কলিক দুরাচার   রথে চড়ি গিয়াছিল বোনের মাঝার।
বেউস্যার রুপে মগ্ন হৈলা দুষ্টমতি   হরিয়া রথেতে লয়ে তুলে সিগ্র্র্গতি।

সিত্র´রথ চালাইয়া দেই দুরাচার   গন্ধর্ব্ব আসিয়া তথা মিলিল তৎকাল।
ক্রোধেতে কোলিক সহ হৈল মোহা রন   দোহাকারে দোহে বান বিন্ধে প্রানপোন।
দোহে মোহাবলবান কেহো নহে উন   ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব বান এড়িল দ্বিগুন।
বাউ য়স্ত্র গন্ধর্ব্ব [মারিল ক্রোধভরে]   ফাঁফর কলিক নিবারিতে নাঞী পারে।
মোহাবাউবেগে রথ উড়ান সত্তরে   পৃীয়াগের জলে পেলাইল দোহাকারে।
পৃীআগে ডুবিয়া মৈল এই দুই জন   জন্মজন্মান্তর পাপে হইল মোচন।
বৈকণ্টেরে লয়ে জাই এই দুই জোনে   [এত যুনি হৈলা দেবি] স্ববিস্বয় মোনে।
দাসিগন জে বলিল হইল নিশ্চয়   জানিল এ পতি সেই ব্যাধের তনয়।
পৃীয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল   অতিসয় রুপ এই সেই পূন্যে হৈল।
দুই পতি হইল মোর দৈবনিবন্ধনে   পৃীয়াগের মহিমা কিছু না জা[য়] কথনে।
এইরুপে মোনে মোনে করিল চিন্তন ৩০খ]   ...

[৫১ক মহাভারথের কথা অমৃতলহরি   যুনিলে অধর্ম্ম´খণ্ডে হেলে ভবতরি।
সান্তিপর্ব্ব ভারথের অপুর্ব্ব কথন   বসু কৃষ্ণানন্দ কহে সেবি ত্রিলোচন॥
একাদসি ব্রতকথা সর্ব্বব্রতসার...

৮১ মহাভারত (শান্তিপর্ব)

বসু কৃষ্ণানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৩৯৯; পত্র ১৫, খণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"।

[৩৩খ সান্তীপর্ব্ব ভারথের অপুব্ব কথণ   একচিত্রে একমণে স্যুনে জেই জণ।
সর্ব্ব দুখে তরে সেই নাহিক সংসয়   পাচালি প্রবন্দে বসু কৃষ্ণানন্দ কয়॥
[৪০ক সর্ব্বকামফল নহে নাহীক শংসয়   সিবচতুর্দ্দশীব্রত মহাফলদয়।
সান্তীপর্ব্ব ভারথের অপূর্ব্ব কথণ   বসু কৃষ্ণানন্দ কয় পাচালি রচণ॥
[৪২খ সেই ইতে দেসে ব্রুত হৈল নিবারণ   অনন্তব্রতের কথা কহিল রাজণ।
চন্দ্রচুড়পদদুন্দ করিয়া ধেয়াণ   বসু কৃষ্ণানন্দ কহে পাচালিবাখাণ॥
[৪৫খ চন্দকেতু উপাক্ষণ জেই জন সুনে   সর্ব্ব দুখে তরে সেই ব্যাসের বচণে।
মস্তকে বন্দিয়া [চন্দ্র]চুড়পদদুন্ধ   পাচালি প্রবন্দে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ॥
[৪৭ক মহাভারথের কথা অমৃতলহরি   সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভবতরি।
সান্তীপর্ব্ব ভারথের অপূর্ব্ব কথণ   বসু কৃষ্ণানন্দ কহে সিব ত্রিলোচণ॥

৮২ মহাভারত (*শান্তিপর্ব্ব)

বসু কৃষ্ণানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৪০০ ; পত্র ৭ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৫" ।

[৪৩ক শ্রুতমাত্র কহি য়ামি রচিয়া পয়ার   একমনে ষুনে জেন সকল সংসার ।
মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ   পাচালিপ্রবন্ধে কহে বষু কৃষ্ণানন্দ ॥

[৪৬খ ···দির্ব্বমুত্তি দিব্বজ্ঞান দিল নারায়ন   বৈস্মপত্নি বৈস্ম য়ার ব্যাধের নন্দন ।
তিন জনে নানা স্তুতি কৈল নারায়নে   কার সক্তি তব মায়া করিতে বর্ন্ননে ।
করজোড়ে ষুমতি বলেন নারায়নে   মায়া করি ভাণ্ড প্রভূ নিজ ভক্তজনে ।
মায়ার নিদান তুমি জানিব কেমনে   কি মায়ার আছন্ন মোরে করিলে য়াপনে ।
এক স্বামি দুই রূপ কিসের কারন   আর্জ্ঞা কর মহাপ্রভূ না হগু এমন । ৪৬খ]
[৪৭ক কৃপা করি চরনে পড়িয়ে জগৎপতি   আর্জ্ঞা কর য়ামি জেন পাই নিজ পতি ।
এত ষুনি হাসিয়া বলেন নারায়ন   দৈবের নির্ব্বন্ধ দেবি না হয় খণ্ডন ।
দুই স্বামি তব দেবি য়দষ্ট লিখিত   আমার সকতি ইহা না হয় খণ্ডিত ।
এত ষুনি পুনরূপি করেন নিবেদন   জদি প্রভূ আজ্ঞা মোরে হইল এমন ।
লোকাচারে ভয় মোরে হয় চক্রপানি   বলিবেক দুচারিনি বেউস্যা পাপিনি ।
কৃপা জদি কৈলে প্রভূ য়ামা তিন জনে   এ স্বরির লহ তবে বৈকুণ্ঠ ভূবনে ।
ভকতবর্চ্ছল প্রভূ এড়াতে নারিল   বৈইকুণ্ঠ হইতে রথ ততক্ষনে য়াইল ।
এক রথে য়ারহোন হইলা চারি জনে   যন্ন্য ভর করি রথ চলে ততক্ষনে ।
হেনকালে দুই দুত হরির কিংঙ্কর   চারি চতুর্ভুর্জ রূপ স্যামকলেবর ।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারেঙ্গাদি ধনু   নানা য়লঙ্কারে দোহেঁ বিভূসিত তনু ।
মোহনমুরুতি রূপ রাজিবলোচন   বিচিত্র বিমানে য়ারহন দুই জন ।
সেই রথে য়ার দুই স্ত্রি পুরূপ জন   চারি জন এক রথে হাসিতবদন ।
দেখিয়া ষুমতি হইল সবিস্ময় মনে   করজোড়ে নিবেদন কৈল জনার্দ্দিনে ।
কহ দেব কিবা হয় এই দুই জন ৪৭ক]   [৪৭খ তোমার সদৃস রূপ দেখি ষুলক্ষন ।
য়ার দুই জনা তার দেখি বাম পাসে   স্ত্রী পুরুস একাসনে কৌতুক বিসেসে ।
গোবিন্দ বলিল পুছ উহা সভাকারে   য়াপনার পরিচয় কহিব তোমারে ।
এত ষুনি করজোড়ে পুছিল তখন   কহ দেখি তুমি দোহাঁ হগু কোন জন ।
য়ার দুই শ্রী পুরূস মোহনমুরতি   বিবরিয়া য়ামারে কহিবে মহামতি ।

এত যুনি হাসিয়া বলয়ে দুই জন   হরির কিঙ্কর মোরা বলিয়ে বচন।
য়ার দুই জন জেবা পুছিলা য়ামারে   এই দুহার কথা যুন কহিব তোমারে।
এই ত পুরূস নাম কলিক য়াছিল   ক্ষেত্রিকুলে জন্ম বড় দুরাচার ছিল।
পরদার পরদ্রোহি আছিল পাপিষ্ট   পরদ্রর্ব্বে লুব্ধএ ইছিল মহাদুষ্ট।
এই ত রমনি মহা য়াছিল পাপিনি   কলিঙ্গের বেউস্যা নাম বড় দুচারিনি।
সভেমাত্র এই পুন্য করিল সাদন   যুকপক্ষ এক য়ানি করিল পালন।
যুকমুখে হরিনাম করিত শ্রবন   য়সঋ্য পুরূসে এই করাত্য রমন।
মদ্র্যাপানে রমনেতে জত পাপ হৈত   হরিনাম শ্রবনেতে সকল ধ্বংস পাইত।
সেসকালে যুমালি নামে গন্ধর্ব্ব ইশ্বর   তার সহ য়াসত্য এই করিল বিস্তর।৪৭খ]
[৪৮ক গন্ধর্ব্ব সহিত সদা কৌতুক বিস্তর   নিসিজোগে পুস্পসর্জ্জ্যায় করিত বেহার।
এক দিন বৈস্যহেতু পুস্প তুলিবারে   একিস্বরি গেল কন্যা মালঞ্চভিতরে।
মৃগয়া করিতে এই কৌলিক দুরাচার   রথে চড়ি গিয়াছিল বোনের মাঝার।
বেউস্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া দুর্ম্মতি   হরিয়া রথেতে লয়্যা তোলে সিভ্রগতি।
সিভ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচার   গন্ধর্ব্ব য়াসিয়া তথা মিলিল সর্ত্তর।
ক্রোধেতে কৌলিকসহ কৈল মহারন   দোঁহাকারে দোঁহে রনে বিন্ধে য়নক্ষন।
দোহেঁ বলবান দোহেঁ কেহ নহে উন   ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব বান বিন্ধিল দ্বিগুন।
বাউ য়স্ত্র গন্ধর্ব্ব এড়িল ক্রোধভরে   ফাঁফর কৌলিক নিবারিতে নাঞি পারে।
মহাবায়ে রথ উড়াইল সত্তরে   উড়িয়া পড়িল গিয়া প্রয়াগের নিরে।
প্রয়াগের জলেতে ডুবিল দুই জন   জন্মজন্মান্তরে পাপ হইল মোচন।
বৈকুণ্ঠেরে লয়্যা জাই এই দুই জনে   এত যুনি হইল দেবি বিস্বয়বদনে।
দাসিগন জে বলিল হইল নিশ্চয়   জানিল এমতি সেই ব্যাধের তনয়।
প্রয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল   পতিসম রূপ মোর সেই পুন্যে হইল।
দুই পতি হইল মোর দৈবনিবন্ধন   ৪৮ক] [৪৮খ প্রয়াগের মহিমা কিছু না জায় কথন।
এইরূপ মনে করি করিল চিন্তনে   বৈকুণ্ঠভুবনে গেলা চাপিয়া বিমানে।
নিজস্থানে প্রস্থান করিলা শ্রীহরি   তিন জনে করিলেন বৈকুণ্ঠদুয়ারি।
জাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা কহিল কথন   য়ধর্ম্মেতে ধর্ম্ম হয় কিসের কারন।
জথা কৃষ্ণ তথা তির্থ বেদের বচন   সোক দুর কর রাজা স্থির কর মন।
মহাভারথের কথা য়মৃতলহরি   যুনিলে য়ধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি।
মস্তকে বন্দিয়া দ্বিজগনপদদ্বন্দ   পাঁচালি প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণনন্দ॥

৮৩ মহাভারত (*শান্তিপর্ব)

বসু কৃষ্ণানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৪০১ ; পত্র ৮ ; খণ্ডিত ; লিপিকাল সন ১২০৮ ; আকার ১৩¼"×৫"।

[৩৩ক…পর্ব্ব ভারথের অপু[র্ব্ব] কথন একচিত্র একমনে যুনে জেই জন।
সর্ব্ব দুর্খেঃ তরে সেই নাহিক সং[সয় প]য়ার প্রবন্ধে বষু কৃষ্ণানন্ধ কয়॥

৮৪ মহাভারত (শান্তিপর্ব)

বসু কৃষ্ণানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৪০২ ; পত্র ৩৩ ; খণ্ডিত ; চিত্রিত ; অসমাপ্ত ; আকার ১৩½"×৫"।

[১ক শ্রীশ্রীদুর্গা—
শ্রীশ্রীদুর্গা— প্রতুল কর্ত্তী— সন ১২৫৫ সাল—
চৌকী কায়েতির শামিল—মৌজে গোপালপুর—
শ্রীশ্রী৺শীবঃ।—১ক]

[১খ শ্রীশ্রীদুর্গা॥ সান্তী পর্ব্ব লিক্ষতে।
জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন অতর্পর কী করিল পিতামহগন।
কিরূপে বৈভব ভোগ কৈল পঞ্চ জন কিবা ধর্ম্ম উপার্জ্জিল পালি প্রজাগন।
সরসজ্যাগতো ভিস্ব গঙ্গার নন্দন কিরূপেতে অধ্যায়নে তেজিল জীবন।
কিবা জোগধর্ম্ম কথা বৈল যুধিষ্টীরে বিস্তার করিয়া মনি কহিবে আমারে।
মনি বলে অবধান ক[র]হ রাজন হস্তীনানগরে মধ্যা ধর্ম্মের নন্দন।
মহাধর্ম্মসিল রাজা প্রতাপে তপোধন সিলতায় চন্দ সম ধনে বশ্রাবন।
সর্ব্বতে সমান ভাব গুনে গুনধাম প্রজার পালনে জেমন পুর্ব্বে ছিলো রাম।
জ্ঞাতিবন্ধুসোকে মাত্র সদাই ব্যাকুল নাহি রুচে অন্নজল সদাই আকুল।
পাত্র মিত্র বন্ধু সহ জতো ভাতৃগন নৃপতির সোকে সোকাকুলি সর্ব্বজন।
এক দিন ভিমপাত্র মাদ্রীর নন্দন পাত্র মিত্র কৃষ্ণ সহ ধোম তপোধন।
অনেক প্রকারে সভে বুঝাইল রাজারে জোগমার্গ কথা কহি অনেক প্রকারে।
না যুনে কাহার বার্ক্য রাজা যুধিষ্টীর ভিস্বপিতামহোসোকে আকুল স্বরির।
জলহিনে হল জেন কমোলের বোন ব্রহস্পতি বিনে জে[ন] সহস্রলোচন।
সুর্য্যের বিহনে জেন কমলের দল ভিস্ব দ্রোন হিন তেণ পাণ্ডব সকল।
নিজচিত্রে এই মাত্র চিন্তীলে রাজন …

[৩ক মনি বলে অবধানে   স্থন রাজা একমোনে   জোগ্যমার্গ পুরানকথন
ব্যাসের বচন স্থনি   আনন্দীত নৃপমনি   হস্তিনার জতো পুরজন।

[৩খ ভারথের পুন্ন কথা   শ্রবনে বিনাসে বেথা   পুন্নকর পাপের বিনাস
চন্দ্রচুড়পদদন্দ   বন্দি কহে কৃষ্ণানন্দ   সান্তিপর্ব্ব পয়ার প্রকাষ॥

[৪ক সর্ব্বত্রে মঙ্গল হব সব্বত্রে বিজয়   সমাহিত হইয়া স্থনহ মহাসয়।
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা এক নিরঞ্জন   সেই পালে সেই সির্জে করয়ে নিধন।

[৫খ ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুঞ্জয়ে আপনি ধর্ম্মরাজ   ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারয়ে তাহার সমাঝ।
জম ধর্ম্ম নাম রাজ বিক্ষ্যাত ভুবনে   অদ্ভুত তাহার পুরি না জায় বন্নেনে।
সড়াসী জোজন সহস্তেক পরিমান   জমের য়দ্ভুত পুরি বিচিত্র নির্ম্মান।
চারি গোটা দ্বার তার য়তি স্থসোভন   পূর্ব্ব দ্বারে কথা কহি স্থন দিয়া মন।
দান জজ্ঞ করে জেবা ভজে নারায়ন   পুন্নবান লোক তায় করয়ে গমন।
ব্রহ্মনেরে গাভিদান দেই জেই জন   বিষ্ণুতুল্য জানি বিপ্রে করিবে আস্চনে।
পুর্ব্বদ্বার দিয়া জায় জমের সদনে   বিচিত্র মুক্তি করে নিরক্ষনে।
নবঘনশ্যাম য়ঙ্গ মোহনমুরতি   নানা য়ভরনে বিভুসিত তদুয়তি।
সংঙ্খচক্রগদাপদ্মা সারেঙ্গাদিধারি   দীষ্টীমাত্রে জমরাজা করয়ে গোহারি।
সন্তাস করিয়া জম চিত্রেগুপ্তে বলে   পাপ পূন্ন বিচার করিয়া আসে [সে]ইকালে।
সর্গে হৈতে বিমান য়াইসে ততোক্ষনে   ইন্দ্রের নগরে সেহ করয়ে গমন।
জোগধর্ম্ম সাধিয়া বলোয়ে নারায়ন   ৫খ] [৬ক বিচিত্র বিমানে জায় জমের ভুবনে।
বিধিমতে জম তারে করিয়া পূজন   তদন্তরে হয় তার বৈকণ্টে গমন।
বিসাদ বিজ্ঞানে ভক্তি করে নারায়নে   বিধিবেদমত য়াদি করিয়া পূজনে।
পূষ্পকরথেতে সেই করয়ে গমন   বিষ্ণুরূপ ধর্ম্মরাজা করয়ে দ্রসন।
ততোক্ষনে ধর্ম্মরাজ বিবিধ প্রকারে   বিষ্ণুতুর্ল্যে জানি পূজা করয়ে তাহারে।
বৈকণ্ট হৈতে তবে দেব নারায়ন   দির্ব্ব রথ পাঠাইয়া দেই ততোক্ষ্ন।
জমে প্রবধিয়া তবে করি আরহন   এইরূপে জায় তবে বৈকণ্টভুবন।
জলদান অন্নদান করে জেই জন   আত্মারূপে যথিরে করয়ে সেবন।
অন্তকালে চড়ি এসে রথের উপর   ভগবান হয়ে জায় জমের নগর।
খিরদান দিয়ে জেবা থাকয়ে ব্রহ্মনে   পূর্ব্ব দ্বারে স্থখে জায় জমের সদনে।

তাম্বল গোবাক দান দেয় জেই জনে   বিচিত্র বিমানে জায় জমের সদনে।
ঘৃত দান দীজে জেই দেয় অনুব্রতে   জমের নগরে জায় য়ারোহিয়া রথে।
ধান্ন্যদান ব্রহ্মনেরে দেই জেই জোন   বিত্তিদান দিয়া জেবা তোসয়ে ব্রহ্মন।
বিচিত্র বিমানে চড়ি জমের নগরে   নানা উপভোগ করি চলয়ে সর্ত্তরে।
ভুমিদান দিয়া জদি তোসয়ে ব্রহ্মনে   প্রর্ত্তজজ্ঞ দেবজজ্ঞ করে য়নক্ষনে।
বিমান পুস্করা্য সেই করি য়ারোহন   দেবমূর্ত্তি ধরি জায় জমের ভুবন।
ব্রহ্মনের সেবা করি যার আর য়ন্নব্রতে   দির্ব্বরথে চড়ি জায় জমের পূরেতে।
জেই জেমন ধর্ম্ম করে তেন ফল পায়   সর্ব্বসুখে পূর্ন হয়্যা জমপুরি জায়। ৬ক]
[৬খ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের কর্ত্তা ধর্ম্মরাজ   অন্তকালে জায় শেই তাহার সমাঝ।
পশ্চিমদিগের কথা সুন হে রাজন   লক্ষ লক্ষ বিষ্ণুহৃদ য়দ্ভুত রচন।
জর্ম্মে জর্ম্মে মহাপাপী দুরাচারি জন   পশ্চীম দুয়ার দিয়া তাহার গমন।
চারি মূর্ত্তি ধরে ধর্ম্ম দেব য়বতার   পশ্চিমদিগের মূর্ত্তী পিচাস আকার।
দিষ্টীমাত্র মোহ হয় জতো পাপিগন   ভয়ঙ্কর দূতগন করয়ে তর্জ্জন।...

[৯ক...ভিস্ম বলে অবধান করহ রাজন   উত্তর দ্বারারে কথা সুন দিয়া মন।
পঞ্চ জোজন পুরি সহস্র পরিসর   উত্তর জমের মাগ্র্গ পরমসুন্দর।
স্থানে স্থানে উদ্যান বিচিত্র মনহর   নানাবিধি পসরা সুভিত থরেথর।
ঘ্রত দদ্ধ মধু খির নানা উপহার   সুগন্ধী সিতল জল তরাগ আপার।
পথে পথে স্থানে দেবঋসিগন   সমথে সংগ্রাম করি মরে [৯খ জেই জন।
জোগ সনে নিজ কর্ম্ম করিয়া দাহনে   উত্তর দুয়ারে জায় সেই সব জনে।
দিব্যভোগবান হয়্যা পরম আনন্দে   জমধর্ম্মরাজে গিয়া ভুমি নূটী বন্দে।
ততোক্ষনে আন্তরিক্ষ দেন দূতগনে   পিত্র্সর্ত্ত বাক নয়ে করিয়া বিমানে।
তিন কোটী বস্ত দেবের পরিমানে   অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে দিনে।
তদন্তরে মহিতলে হয় ত জনম   সেই পতি নারি পায় কেবল সভ্রম।
মহাভারতের কথা অবৃতলহরি   সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভবতরি।
মস্তকে বন্দীয়া চুড়াচন্দপদদন্দ   পয়ার প্রবন্দে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ॥

ভিম বলে অবধান করো কুন্তীসুত   দক্ষীনে জমের মাগর্গ বড়ই য়দ্ভুত।
পূর্ব্বেতে সুনিলাঙ আমি দেবতার মুখে   সমহিত হয়ে সুন কহিব তোমাকে।
ভদ্রসিল নামে দিজ অজধ্যায় স্তিতি   সর্ব্বসাস্তে বিচক্ষন গুনে মহামতি।

জগ্যন জাতন বেদ করিল অধ্যায়ন   নানামতে প্রকারে আজ্জিল না[না] ধন।
ধনূর্দ্ধজ নামে এক সপচকুমার   গোধনরক্ষনহেতু রাখিল তাহারে।
পূর্ব্বেতে অবসি নামে সেই ছিল   ভাত্র্ সাঁপে চণ্ডালের কুলেতে জন্মীল।
এত স্থনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন   দিজ হয়ে চণ্ডালো হইল কি কারন।
ভিস্ব বলে স্থনো রাজা ধর্ম্মের নন্দন   ইক্ষাকুর বংসে রাজা সান্থী তপোধন।
অবন্তী সবন্তী তার দুই ত নন্দন   সর্ব্ব ধর্ম্ম অধর্ম্ম লহিলা দুই জন।
মহাধর্ম্মসিল হৈল স্থবন্তীকুমার   দুরাত্মা অবন্তী হইল পাপাচার।
দিজধর্ম্ম ছাড়িয়া করিল অনাচার   ৯খ] [১০ক চুরি হিংসা পরদির্ব্ব করি অপহার।
পিত্তষ সঞ্চিত ধন জতে আছিল   ব্যাউষ্যাতে অস্যর্ত্ত করি সব মজাইল।
বহুমতে স্থবন্তী করিল নিবারণ   না স্থনিল ভ্রাত্র্বোল পাপীষ্ট দুজ্জন।
ক্রধো হয়্যা স্থবন্তী সাঁপিল ততোক্ষন   না স্থনিলে মোর বোল করিয়া হেলন।
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডালর্ত্ত পাবে   তদন্তরে জমদুত হইয়া জন্মীবে।
ব্রহ্মন হইলে পুনু হইবে মোচন   দির্ব্বগতি হবে পাপ হইব মোচন।
এত সনি অবন্তী [হইল] ক্রোধমন   দণ্ডেক অরন্নে প্রবেশীল ততক্ষন।
অনাহার অপুনি তেজিল কলেবর   সেই তো অবন্তী হয় সপচকুমার।
ভদ্রশীল ব্রাহ্মন হইল রাখাল   জতন করিয়া রাখে গোধনের পাল।
তাহার পালনে গাভি ব্যাধ নাহি জানে   তার শীলতায় স্নোহো করয়ে ব্রহ্মনে।
কতো দিন সর্পের দংসনে সেহো মৈল   স্থনি ভদ্রশীল বড় সোকাত্ত হইল।
পুত্রসোকে পীতা জেন করয়ে ক্রন্দন   সেইরুপে দ্বিজবর করয়ে সোচণ।
খণ্ডনে না জায় কভু ভাত্র্র উত্তর   সেই ধনুর্দ্ধজ হইল জমের কিঙ্কর।
এক দিন ধনুধর্দ্ধজ জমের আজ্ঞায়   স্থসেন নামেতে বৈস্তে আনিবারে জায়।
পথে ভদ্রশীল সনে হইল দরসন   দেখিয়া বিস্ময়চির্ত্ত হইলা তপোধন।
জিজ্ঞাশালে কহ তুমি আছিলা কোথাতে   মরিয়া কিরুপে তুমি য়াইলে প্রীথীবিতে।
মরিলে না জিয়্যা লোক ব্রহ্মার সির্জ্জন   মরিয়ে কিরূপে তুমি পাইলে জিবন।
সেই হস্ত সেই পদ ১০ক] [১০খ সেই কলেবর   আকীতি প্রীকিতি সেই পরম সুন্দর।
এত স্থনি প্রনমিঞা বলয়ে বচন   সেই ধনূর্দ্ধজ আমি সপচনন্দন।
নিজকর্ম্মফলে হৈনু জমের কিংকর   পূর্ব্বেতে পালন মোরে করিল বিস্তার।...

[১২ক... অতর্পর কহ স্থনি দিজের কথন   কিরূপে জমের মার্গ করিল দরসন

[২৪ক…শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার   অবহেলে সুনে জেন সকল সংসার।
মস্তকে বন্দীয়া [চন্দ্র]চুড়পদদন্দ   পয়ার প্রবন্দে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ॥

ভিস্ম বলে অবধান করহ রাজণ   পুর্ব্বইতিহাসকথা সুন দিয়া মন।
ধনপতি নামে বৈশ্য অজধ্যায় ধাম ২৪ক] [২৪খ সর্ব্বধর্ম্মসমন্নীত গুনে অনুপাম।
সুমতি নামেতে তার ভায্যা গুনাবতি   পরম সুন্দীর গুনে জেন কামরতি।
সর্ব্বসয্যপূন্ন বৈশ্য বলে বলবান   পূত্রহেতু কেবল দুখিত মত্তিমান।
নানা জজ্ঞ দান ধর্ম্ম করিল বিস্তর   ভায্যাশহ ব্রত আচরিল বশ্যবর।
অদিষ্টের বশে তার না হইল নন্দন   এই হেতু শদাই রাজার দুখমন।
এক দিন নিশ্চেন্দে বসিআ বশ্যবর   আপনাকে তিরস্কার করিল বিস্তর।
পূত্রহিন ব্রথা জন্ম শংশারভিতরে   পূত্রহিনে নাহি পার নরক দুস্তরে।
জলহিনে নদি জেন না হয় শোভন   পত্যশ্বরবেদ জেন বিমুখ ব্রাহ্মন।
চন্দ্রহিনে রাত্রি জেন ঘোর দরসন   পূত্রহিনে ব্রথা জন্ম মনস্য তেমন।
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন   দুরদেস চলি গেলা বানিজ্জ কারন।
এক দিন বৈশ্যপত্নীনি দাসিগন সংঙ্গে   সরবরস্তানহেতু চলি নানা রঙ্গে।
উপবন মধ্যা নাম রাম সরোবর   স্তানে পুন্নফল তার জন্ময়ে বিস্তর।
সেই সরবর গেলা স্তান করিবারে   হেনকালে এক ব্যাধ আল তথাকরে।
লুব্দক তাহার নাম বিক্ষ্যাত ভুবণে   দেখিয়া কন্যার রূপ হৈল অচেতনে।
পীতিরঙ্গ অতিবঙ্গ জিনিয়া কিরন   রক্তবাস পরিহাস দেখিয়া পিঙ্গল।
কুচযুগ সম দৃগল গম্ভীর সায়ন   করিকর ভুজবর মধ্যে পঞ্চানন।
মুখরুচি দেখি সচি গঞ্জে আপনারে   দেখীয়া মহিত ব্যাধ হইল স্বর্ম্বরে।
ক্ষেনেক চেতন পায়্যা বলয়ে বচন   সুন হেদে সবদনি মোর নিবেদণ।২৪খ]
[২৫ক দুর সে গেল পতি বানিজ্জ কারনে   রতিসুখে হিনি হয়ে আছয়ে কেমনে।
তোমারে দেখীয়া মোর কম্পীত আমার   স্বরস্বরে অঙ্গ মোর হৈল ছারখার।
দয়া করি মোরে রামা করহ রমন   নহে এইক্ষনে আমি তেজিব [জীব]ন।
নরহত্যা মহাপাপ জানি আপনি   এত সুনি ক্রোধচিত্রে বলয়ে বস্থানি।
অধর্ম্ম পাপীষ্ট তুঞি মহাহিনজাতি   কোন লাজে হেন বল সুন রে দুর্ম্মতি।
ছুঁইলে তোমারে হয় স্তান করিবারে   লজ্জা নাঞী তেঞি হেন বলহ আমারে।
ভর্ক্তের সমান নহে মোর দুরাচার   এইরূপে অনেক [করিল] তেরেস্কার।
সুনিঞা হইল ব্যাধ দুখীত অন্তরে   স্তান করি বৈশ্যপত্নী জায় নিজঘরে।

মনে মনে ব্যাধ তবে আ[ন]ন্দ ভাবিয়া   নিবেদিল দাসিগনে বিনয় করিয়া।
কিরূপে এ কন্যা লর্ব্ব হইব আমারে   বিচার করিয়া সভে কহ ত আমারে।
এত সুনি উপহাস কৈল দাশীগনে   কোন লাজে হেন কথা কহ রে দুর্জ্জণে।
বায়ন হইয়া ইছা চন্দমা ধরিতে   পতঙ্গ হইয়া ইছা অগ্নী নিভাইতে।
চণ্ডাল হইয়া [ই]ছা হরিতে ব্রাহ্মনি   লর্জ্জা নাঞী তেঞি হেন বল দুষ্ঞ বাণী।
পুনুরূপী বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া   কহ সর্ত্ত কিরূপে পাইব এই জায়া।
এই জন্মে পাব কিবা অন্ন জন্মে পাব   নিন্নয় করিয়া তুমি কহ মরে সব।
মালিনি নামেতে দাসি বলে হাসী হাসী   পৈরাগে করহ তপ হইয়া তপসি।
ত্রিসন্ধ্যা করহ স্তান পৈয়াগের নিরে একাক্রমে তিন দীন রহি তার ২৫ক] [২৫খ তিরে।
উপবাস করিয়া স্বরহ নারায়ন   তিন দীন তিন রাত্রী না করিবে ভক্ষন।
তবে সে এ কন্যা তুমী পাইবে নিশ্চয়   এত বলি দাশীগন গেল নিজালয়।
চিত্রেতে আনন্দ ব্যাধ চলিলা সত্তরে   পৈয়াগের তিরে গীয়া হইল উত্তরে।
একাসন করি তিন দিবস রজনি   একচিত্রে সরন করিল জদুমনি।
ভকতবৎসল হরি বৈকণ্ঠ থাকিয়া   ব্যাধেরে বলিল ডাকি সন্নবানি হয়া।
মনবাঞ্চাপূন্ন ব্যাধ হইব তোমার   এই ত পৈরাগে স্তান কর আর বার।
এতেক সুনিঞা ব্যাধ আ[ন]ন্দীত মন   পৈরাগে মজিয়া স্তান করিল তর্পন।
পাপমুক্তি খণ্ডীল হইল দির্ব্ব মুক্তি   রূপে গুনে হইল জেন বৈস্যার আক্রিতি।
সিভ্রগতি অজধায় করিল গমন   উপনিত হৈল গিয়া বস্যের ভুবন।
নিজপতিপ্রায় ব্যাধে বস্যপত্নী দেখি   নিরক্ষীয়া আসি প্রনমিলা সসিমুখি।
পার্দ্য অর্ঘ দিয়া বসাইল সিংহাসনে   ইসত হাসিয়া তবে কৈল নিবেদনে।
জত দিন প্রাননাথ নাই ছিলে ঘরে   তত দিন অসন্তোস আমার স্বরিরে।
সুখল্লেস নাহি চিত্রে সন্তাপীত মন   চন্দের উদয় জেন ম্লান তারাগন।
ব্যাধ বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল   তেঞি মুঞি সংকটেতে প্রানদান দীল।
বহু দুর গীয়াছিলাম বানিজ্জ কারন -ধন জন সব বিধি করিল হরন।
রাক্ষসের ভুবনে বিখড়ে পড়্যা গেল   ধন জন মজ্জিল দৈবেতে প্রান পাল্ল।
এইরূপে দুই জনে কথপকথণে   হেনকালে আইল বৈস্য আপন ভুবনে।
সত সত বলদ সকটে পুরি ধেন্ব   নিজগ্রেহে আসি উত্তরিল ততক্ষর্ন।২৫খ]
[২৬ক দেখিয়া বিস্ময়চিত্র হইল সুমতি   এক রূপ দুই জন একই মুরতি।
তুল্য ভাসা তুল্য গুন তুল্য দুই জন   দুই জন দোহারে করিল আলিঙ্গন।
এক গর্ত্তে জন্ম জেন হয় দোহাকার   ভিন্ন পর নাহি জেন অশ্বিনীকুমার।

দেখিয়া সুমতি তবে ভাবে মনে মন   এক স্বামি দুই রুপ দেখি কি কারন।
পাপ হেতু বস্ত বলি মনে নাহি জানি   প্রায় বুঝি মায়া মোরে কৈল চক্রপানি।
এ সব দেখিয়া দেবি স্ববিস্ময় মণে   পূটাঞ্জলি করি স্তুতি করে নারায়নে।
জয় জয় জগৎপতি জয় নারায়ন   নমস্তে মাধব নম নমস্তে [না]রায়ন।
নম দির্ব্ব মৎস আদি দেব অবতার   নমহ অস্তীর রুপ বেদের উর্দ্ধার।
নমস্তে বরাহরূপ নম নারায়ন   বলির মহত্ত হয় প্রীথিবিতারন।
নমস্তে মোহিনিরূপ অসুরমহন   নম রাম নারায়ন বৈকণ্ঠমঙ্গল।
নম ধনন্তরিরূপ দেবতার হিতে   জগৎনাসক নম জগতে রহিতে।
সত্তরজতমরূপ জয়জগৎপতি   নম নরশীংহরূপ ভক্তজনগতি।
নম ক্ষেত্রিনাস্তক নম ভ্রগুপতি   নম রামকৃষ্ণ নম নম জত্নপতি।
নম বৈদ্দ অবতার আক্লষ্ণ অকিতি   নম রুক্মীরূপ নম নম ভবিস্বতি।
অখিল আধার রূপ অখিল কারন   তুমি চন্দ তুমি সুয্য তুমি বৈশ্রাবন।
আন্তরিক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ   আকাস মস্তক তব তপন নয়ন।২৬ক]
[২৬খ চরাচর দেব আদী তোমার বিভুতি   কি বলিতে পারি দেব আমী নারি জাতি।
অবলা শ্রীজাতি হেন বলে জ্ঞানিজণে   তোমার মহিমা দেব কে করে বন্ননে।
তব মায়াবসেতে আছিনু নারায়ন   ক্রিপা করি দেব মোর ঘূচায় ভ্রমন।
তব পদ বিনে অন্ন না জানি মুরারি   জদি আমি হই সতি পতিব্রথা নারি।
দাসি বলি ক্রিপা জদি কর নারায়নে।   এ মহালজ্জায় প্রভু করহ তারনে।।
ভিশ্ব বলে অবধান করহ রাজন   এইরুপে বস্তুপত্নী করয়ে স্তবন।
বৈকণ্ঠের পতি তবে বৈকণ্ঠ হইতে   জথা বস্তুপত্নী তথা আইল তুরিতে।
ত্রিভঙ্গললিতরূপ স্যামকলেবর   কনক কিরিটী দির্ব্ব মস্তক উপর।
পীতবাস পরিধান রাজিবলোচন   সংঙ্খ চক্র গদা পদ্দ শ্রীবৎসলাঞ্চন।
তুলসি কমলদল বিচিত্র ভুসন   মকর কুণ্ডল আদি বলয়া কংঙ্কণ।
চারুচতুভুজরূপ মহনমুরতি   দেখি স্ববিস্ময়চিত্র হইল সুমতি।
অঙ্গের দুকুল ভাসে আনন্দ আশ্রুতে   দণ্ডবত হয়্যা দেবি পড়িল ভুমিতে।
হাতে ধরি শির্ঘগতি তুলিল কন্যারে   দোহাকারে দির্ব্বজ্ঞান দিল তদন্তরে।...

৮৫ মহাভারত (*শান্তিপর্ব্ব)

বসু কৃষ্ণানন্দ

পুথিসংখ্যা ১৪০৩; পত্র ১২; খণ্ডিত; চিত্রিত; আকার ১৪"×৫"।

[১৬ক···ভিস্মদেব বলে ষুন ধর্ম্মের নন্দন   কিত্তিবন্ত নাম তার বৈস্বের [১৬খ নন্দন।
ষুমতি তাহার নাম বিক্ষাত জগতে   তার সম ধনি বৈস্য নাহি পৃথিবিতে।
কুলে সিলে ধনে জনে বলে বলবান   তাহার পুর্ন্নের কথা না হয় বাখান।
তড়াগ পুস্কন্নি কূপ দিল সত সত   লিখনে না জ[া]য় দ্বিজে দান দিল জত।
ক্রোধের সমান ঋন নাহিক সংসারে   ক্রোধেতে চাহিআছিল সভে দ্বিজবরে।
জগতের গুরু দ্বিজ চিনিঞা না চিনে   ধনে মর্ত্ত হয়্যা চাহে কটাক্ষনয়নে।
ক্রোধে দ্বিজ তার ধঁন কিছু না লইল   ক্রোধ হয়্যা সাপ তারে সেইক্ষনে দিল।
দান দিআ ক্রোধ মোরে কর অকারন   এই পাপে অপমৃত্তু হইবে দুর্জ্জন।
এত বলি নিজস্থানে গেলা তপোধন   বৈস্বের আসন্নকাল দ্বিল দরসন।
এক দিন প্রাথ হেতু চলে প্রাতকালে   গরু গোষ্টে দিআ চলে রেবা নদির কুলে।
দৈবজোগে এক সত্ত বিক্রম করিআ   বৈস্বেরে হরিল সেই বিক্রম করিআ।
জমের আজ্ঞায় তবে জমের কিঙ্কর   বৈস্বেরে লইআ গেলা জমের গোচর।
কপট করিআ জম জিজ্ঞাসিল তারে   তোমা সম পুন্য কেহ নাহিক সংসারে।
বহু পুন্যে কৈলে দান ১৬খ] [১৭ক করিলে বিস্তর   তড়াগ পুস্কর্ন্নি কূপ দিলা বহুতর।
দেবঋনে পিতৃঋনে হইলে তারন   নানা জজ্ঞ করি আরাধিলা পদ্মাসন।
কিছুমাত্রে পাপ রাজা আছে হৃদমাঝে   ক্রোধদ্রষ্ট হইআ চাহিলে এক দ্বিজে।
জাহা আজ্জি তাহা ভুঞ্জি বেদের বচনে   পাপ পুন্য দুই ভোগ নাহিক এড়ানে।
আগে পাপ পুন্য কি বা করিবে ভজন   এই কথা তুমি মোরে কহ ত এখন।
ধর্ম্মরাজ বৈল পড় হৃদের ভিতরে   চিরদি[ন] থাক তথা কুম্ভিরস্বরিরে।
দেবঋসি লোক সঙ্গে হৈলি দরসন   তব পাপভোগ তবে হইবে খণ্ডন।
এত বলি হৃাদমর্দ্ধে পড়ে ততক্ষন   গোহারূপ ধরিআ রহিলা কথো দিন।
রামহৃাদ নাম তার পুন্য তিথবর   কুম্ভিরস্বরির তাহে হৈলা ভয়ঙ্কর।
নর পক্ষ পষু জন্তু আদি জত জন   পরসয়ে পানি মাত্র করএ ভক্ষন।
তার ভয়ে কেহ নাহি হৃাদ পরসএ   কথো দিনে আইলা লৌমস মহাসএ।
শ্রান করি হৃাদে তপ করে তপোধন   হেনকালে গৌহা গিআ ধরিল চরন।
মুনির পরসমাত্র দিব্যরূপ হৈল   দেবে পুর্জ্য ১৭ক] [১৭খ মান হয়্যা সর্গেরে চলিল।

[১৯খ মহাভারথের কথা অমৃতলহরি   ষুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভবতরি।
মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ   পয়ার প্রবন্ধে কহে বযু কৃষ্ণানন্দ ॥
[২১খ পুত্রাথি লভয়ে পুত্র ধনার্থিকে ধন   নাহিক সংসয় ইথে ব্যাসের বচন।
মস্তকে বন্দিআ চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ   পয়ার প্রবন্ধে কহে বযু কৃষ্ণানন্দ ॥
[২৩খ এহা তেজে মূড়লোক না করিহ হেলা   ভব তরিবারে কিছু নাহি ত্রিনভেলা।
চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ করিআ ধিয়ান   বযু কৃষ্ণানন্দ কহে পাচালি বাখান ॥
[২৬ক ভারথের পুন্যকথা অমৃতলহরি   ষুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভবতরি।
চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ করিআ ধিআন   বযু কৃষ্ণানন্দ কহে পাচালি বাখান ॥

৮৬ মহাভারত

দ্বিজ কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ১৪২৮ ; পত্র ৫ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½" × ৪¾"।

সিবপুজা—
[২খ কুন্তি বলে তব কাছে কি কহিব য়ার   তুমি মান ভঙ্গ কৈলে শ্বরন নিব কার।
এ বোল ষুনিয়া সিবের উপজিল হাস   কোবিচন্দ্র দ্বিজ বলে সিবপুজার য়াস ॥

ভাব বুঝি ভুতনাথ দুহাকারে বলে   দুই জনে য়ামাকে পুজিবে [এ]কু কালে।
গন্ধারি বলেন প্রভু কেমন কথা কহ   সির্দ্ধি খায়া ভোলা হৈয়া বোনমাঝে রহ।
কুন্তির সহিত মোরে করহ সমান   কেমন করে দেবের দেবতা ধর নাম।
য়ামি সকলের বড় ষুন গিরিবাসি   কুন্তি সমেত পুত্র হয় আমার পীত্যাসি।
কুন্তি বলে তব আজ্ঞ্যা না করি লঙ্ঘন   হর কহে দুহেঁ ষুন য়ামার বচন।
য়ষ্টর্ত্তর সতো পুষ্প বোনাঞে কাঞ্চনে   য়াগে লৈয়া জে জন পুজিব প্রাতে বোনে।
কনোকের সত য়ষ্ট চম্পকের ফুল   সিব বলে য়াগে দিলে হব য়নুকুল।
জে য়াজ্ঞ্যা জে য়াজ্ঞ্যা বলে কৌরবের মা   সেই মুখে সির্দ্ধ শ্রীমুখে বাহির হৈল জা।
চরনেতে হশ্ত দিয়া সিবের সা ২খ][৩ক ক্ষি করে   এই বার্ক্ক ব্রহ্ম বর্ল্যা চলে নিজ ঘরে
মোনেতে ভাবএ কুন্তি হৈয়া হেটমাথা   কেন য়াইলাম কি করিলাম ছাড়িল দেবতা।
মুখব্রনাল দেখি কহেন ষুলপানি   কি কারনে মনে ভাব ভোজের নন্দিনি।
গ্রেহে জাহ কথা কহ ডাকিয়া য়র্যুনে   হইল তোমার ভাল কি ভাবহ মনে।
গ্রেহে জান ঠাকুরানি দুখভাবচিত্তে   কোবিচন্দ্র বলে জান কান্দিতে কান্দিতে ॥

[৬খ···মুনি কহে মন দিয়া যুন জন্মেজ্জয় এই হেতু য়র্যুনের নাম ধনঞ্জয়।
মহাভারথের কথা কবিশ্চন্দ্র ভনে রাখহ করুনাময় জে গও৷ জে যুনে ॥

॥ পয়ার ॥

বর পায়া হস হৈয়া কুন্তি গেল ঘরে মহানন্দে হইল মনে পঞ্চসহদরে।
ওথায় মাএর মুখে যুনি তুজ্জধন য়কাতরে বহে সর্ন্ব কৈল য়াওজন।
সর্ন্বপুষ্প বনায় হাজার কারিকরে ছয় দণ্ডে পুষ্প লৈয়া দিল সমাদরে।
সর্ন্বপুষ্পঝারি হাথে গান্ধারি চলিল সর্ন্বপুষ্পে সিব ঢাকা বিশ্বয় দেখিল।
আপন ধিৎকার করি চলিলেন ঘরে ধিক ব্রথা সত পুত্র ধরিলাগ উদরে।
ধন্য কুন্তি ধন্য পুত্র সর্ন্বের বিধাতা অকারনে সত পুত্র প্রসবিল ব্রথা।
বৈসপায়ন বলে জন্মের্জ্জয় যুনে এইখানে পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্রে ভনে॥
সায়ক্ষর শ্রীভূপতি দে হাল সাং কাচিগড়্যা পরগণে বায়ড়া সন ১২৬৯ সাল—তাং ২৮ জ্যৈষ্ঠা—৬ক]

৮৭ মোহমোচন

* বাণীকণ্ঠ

পুঁথিসংখ্যা ১৩৬২ ; পত্র ৫ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½″ × ৪¾″।

নমুনা,

[১৬খ···কেহ কন কথা জমে না পাইল ছল জমের প্রসংসা করে বসি সভতল।
এমন প্রবির্ত্ত কথা যুন সভাখণ্ড জাহের শ্রবনে নাই হয় জমদণ্ড।
ভক্তি কোরি যুনে জে বা এই সব গ্রন্থ পরকালে তরিবারে হয় মহামন্ত্র।
এ সব চরিত্র জে বা যুনে মনযুখে তার কন পাপ জম পাঁজিতে না লেখে।
স্বয়ং ধর্ম্ম জমরাজ জানিহ নিশ্চয় তার অংস হএ চিত্রগুপ্ত মহাসয়।
জম আজ্ঞা বিনে ধর্ম্মাধর্ম্ম না লেখেন পৃথিবির পাপ পুন্য বসিয়া দেখেন।
জে জেমন কর্ম্ম করে পাপের উদয় তাহারে তেমন ফল দেন যুনিস্চয়। ১৬খ]

৮৮ যোগচিন্তামণি

রামকিশোর শিরোমণি

পুঁথিসংখ্যা ১১২০; পত্র ২০; অখণ্ডিত; আকার ৯"×৬"। কবির স্বহস্তলিখিত প্রতিলিপি। এই 'পুঁথি-পরিচয়'-গ্রন্থমালার সঙ্কলয়িতা শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত 'গোর্খ-বিজয়' গ্রন্থের (দ্র. পৃ ২০৮-২৩৫) পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত (বঙ্গাব্দ ১৩৫৬)।

শেষাংশ,

[১৯খ নিরবধি [২০ক বিপদ আপদ ধ্বংশকারী   বিহরে ধরনীপরে হংসনামধারি ॥৫।
তদন্তে আজ্ঞাখ্যচক্রে ফল জত হয়   ভূরুতে দ্বিদলপদ্ম মন তাতে রয়।
ধ্যানে পারে পরপুরে করিতে প্রবেশ   মুনীন্দ্র বলায় সেই খ্যাত [স]র্ব্বদেশ।
সর্বজ্ঞ সকলদর্শি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা   অদ্বৈতআচারবাদি বিদলিত তথা।
পূর্ব্ব সিদ্ধি পরম আনন্দ সন্নিকটে   ত্রিভুবন কর্ত্তা হর্ত্তা দীর্ঘ আয়ু ঘটে।
পালন সংহারে শক্ত বানী মুখাম্বুজে   সর্ব্বসুখময় সুখি হয় ধরামাঝে।
ইত্যাদি সমুহ ধ্যান ফল সহস্রারে   আদি অন্ত যোগবন্ত জ্ঞান জদি করে।
দীক্ষাগুরু পাদপদ্ম প্রবাহ আমোদে   মহাযোগবান বক্তা শ্রীগুরুপ্রশাদে।
ভাবিলে না হয় জন্ম এ ভবসংসারে   ক্ষয় নাঞি দেবতুল্য আনন্দেতে ফিরে।
পরস্পর পৃ ২০ক] [২০খ থিবীতে জত সাধুপ্রাণি   যোগযুক্ত হর্ষ জারা সন্ন্যাসাগ্রগণি।
সান্তচিত্য হয়্যা নিত্য নিশী সন্ধ্যা দিবা   স্বভাবে সদত করে মোক্ষদ্বার সেবা।
নিদান কারণ গুপ্ত স্থান নিরমল   চিন্তিলে চৈতন্য লভ্য সুশিদ্ধ সকল।
শ্রীগুরু শ্রীপাপদ্মে শুদ্ধশীল জার   সবাঞ্ছিত অভীষ্ট পুরণ হয় তার।
দেবতার পদে মন লগ্নীত করিয়া   চেতনে নাচয়ে নর আনন্দিত হয়্যা।
এত দুরে সন্ন্যাসসাধন সমাপন   যোগচিন্তামণি নাম গ্রন্থ সুরচন।
অনাআসে এ ভবসমুদ্র হত্যে পার   সাধকেন্দ্র শিরোমনি করিল প্রচার।
নিবাস সমরসাই বুইনান গ্রামে   সাধকেন্দ্র শ্রীকিশোর শিরোমণি নামে।
সমূহ সাধকবর্গে প্রণতি প্রার্থনা   খণ্ডিবে আমার দোষ করিবে মার্জ্জনা।
পূর্ণানন্দ পরমহংসে করিয়ে প্রণাম   জার গুণে পথপরিচয় মোক্ষধাম।
শকাব্দা শোল শয় পঁচালবিব শকে   পয়ারে প্রকাশ গ্রন্থ উক্ত ইহলোকে ॥
সমাপ্তোয়ং যোগচিন্তামনীতি ॥ শকাব্দাঃ ১৭২০ ॥

৮৯ যোগাদ্যার বন্দনা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৩৭১ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩২"×৪২"।

[১খ শ্রীশ্রীহরি ॥

জয় জয় জগদ্যা বন্দো খিরগ্রামবাসি   অবনিতে অবতরি গুপ্ত বারানসি।
বামহস্তে খর্পর মায়ের দক্ষিন হস্তে খাণ্ডা   রাবনের ঘরে মা গ ছিলে উগ্রচণ্ডা।
তোমার পুজা রাবন করিল ছিরকাল   তোমা সেবি সগ্‌গ মত্ত জিনিল পাতাল।
রাবন হরিল রামের সিতা হেন নারি   সিতার অন্যাশনে হনু গেলা লঙ্কাপুরি।
লঙ্কা সমপন কৈলা হনুমান বিরে   পাতালে আইলে মহিরাবনের ঘরে।
মহিরাবনেরে তবে বিধি হল বাম   কাঞ্চনায় হরিআ লইল লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
রামের উদ্দিসে তথা গেলা হনুমান   মহির মুণ্ড কাটিয়া তোমাকে দিল দান।
সঙ্গে করে লিল হনু দেবি দশভুজা   অবনিমণ্ডলে মা তোমা কৈল পুজা।
বির্শ্বকম্মার তরে রাম আজ্ঞা দিলেন দান   অক্ষঅ দেউল বিশাই করহ নিম্মান।
সির্দ্ধপিঠ মোহামাআ করি সাপন   রাবন বধিআ দেশে য়েলেন নারায়ন।
হরিদত্ত মোহারাজা আছিল স্থুতিয়া   সপ্ন কহিলে মা গ শিওরে বসিআ।
কত নিদ্রা জায় বাছা হয়ে অচেতন   কাঞ্চনা ছাড়িয়া…১খ]

৯০ রঘুনাথবন্দনা, অশোকবননির্মাণ

কৃত্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ১২৮৪ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩২"×৫"।

[১ক ৭শ্রীসিতারামশ্রী ॥

অথ শ্রীরঘুনাথে বন্দনা লিক্ষতে ॥

সর্ব্বত্র্য অর্গ্যেতে বন্দো শ্রীরামের চরন   ধর্ম্ম অর্থ্য কাম মুক্ষ বরের কারন।
সুর্য্যবংসে পর্দ্য হঞা জন্ম লভিলেন রাম   ব্রহ্ম হর্ত্তার পাপ খণ্ডে জার স্মরন মাত্র রাম।
পুরানেতে কয় রামকে পরম দয়াল   জার চ[র]ন স্পরসে পাসান মানবি তারিলা চণ্ডাল।
রামচন্দ্র বন্দো আর লক্ষন চুড়ামুনি   ভর্ত্তিভাবে বন্দো রামের কৌসল্যা জননি।
জনমে জনমে কৈল কত রানি গৌরি আরাধন   পুন্নব্রহ্ম শ্রীরামকে করিলেন রানি
গর্ব্ভেতে ধারন।

কৌসল্যার ভার্গের কথা কে বলিতে পারে অখিলের গুরু হ্এ রাম মা বলিলেন জারে।
ব্রহ্মা আদি দেবতা জারে ধেআনে না পায় হেন রামের চরনধুলি রানি
ঝাঁটাতে ঝেঁটায়।
কেকৈ সুমিত্রা বন্দো প্রধানা তিন রানি সাত সত্য উনপঞ্চাসী বন্দো নিপতির গিহিনি।
বন্দো রাজা দসরথ শ্রীরামচন্দের পিতা শ্রীরামের বামে বন্দো মা চন্দ্রার্দ্ধখি সিতা।
জজ্ঞভূমে জন্ম মাএর জনকরাজার ঘরে অম্বিকে আরাধিলেন লক্ষি শ্রীরাম পাবার তরে।
বন্দিব বাল্মিক পুর্ব্বে রত্নাকর নাম সন্যাসির ব্রসে জারে কৃপা কৈলেন রাম।
রাম না জন্মিতে ছিল সাটী হাজার বৎসর তখন রচিলা গৃন্ত বাল্মিক মুনিবর।
রাম না জর্ম্মিতে হইল রাম অবতার হেন মুনির চরনে আমার কোটী নমস্কার।
বাল্মিক আদি বন্দো জত মুনিন্দ্রের চরন বিশ্বামিত্র জমদগ্নি কশ্যপ গৌতম।
বন্দিব গাওকের গুরু জার সিতার নন্দন দিড় করি বন্দো কুসি লবেরি চরন।
বাল্মিকের সিস্ব্য দু ভাই মহাবলবান জার রনে তপবনে পরাভব রাম।
নল নিল কুমেদ বন্দো মন্তি জাম্বুবান বন্দিব শ্রীরামদাস বির হনুমান।
বারেক তেজিএ এস কদলিকানন আমার মুখেতে সুন শ্রীরামকৃর্ত্তন।
নিরবধি রামকথা জেই স্থানে হয় সেই স্থানে অঞ্জনাসুত করজুরে রয়।
আইলেন হনুমান বির দুহাই সুনিঞা আমার আসরে বসিলেন রামজয় বলিঞা।
করজুড়ি বন্দিব কিস্কীর্দ্ধার ইস্বর কপিসংঙ্গে রাম জার বান্ধিলেন সাগর।
লঙ্কাপুরে বন্দো রামের মইত্র বিভিসন জাহার বসতি বধে দুর্জ্জও রাবন।
কিত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি উঝার নাতি জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি স্বরসতি।
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত চারি সহদরে জর্ম্ম লিলেন কির্ত্তিবাস মানিকর উদরে।
কির্ত্তিবাসের অধিক কেবা আছে ভাগ্যবান জার জুভায় দিবা রার্ত্ত ডাকে সিতারাম।
রামচন্দের পাদপদ্ম করিএ য়ভিলাস রঘুনাথে বন্দনা রচিলা কৃর্ত্তিবাস॥
ইতি রঘুনাথে[র] বন্দনা সমাপ্তং ইতি—

[১খ শ্রীরামচন্দ্রের অসকবন নির্ম্মান।
৭ঁশ্রীশ্রীহরি শীব নম গনেসায়॥ ধুআ॥
আরে ও অসকবনে গুঞ্জরএ ভিঙ্গ॥
কিবা সে অসকবন কর অবধান সাল তাল পিয়াল খাজুর আম জাম।...

৯১ রাজবল্লভীবন্দনা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১০৩০; পত্র ১; খণ্ডিত; অসমাপ্ত; আকার ১৩½"×৫"।

[১ক। ৭শ্রীদুর্গা

বন্দো মাতা বল্লবি করিয়ে জোড়পানি   য়ো রাঙ্গা চরনবিন্দে কি বলিতে জানি।
নিবাস তোমার মা গ রাজবলহাটে   কেমনে পরিলে সংঙ্ক সরবরে ঘাটে।
কি কহিব মুখ জেন সরদচন্দ্রিমে   দপ দপ জলে জেন সুবর্ন্নে প্রিতিমা।
কবরিবেষ্টিত কতো যুতি জাতি তায়   কতো অলি মধু খাএ কৃষ্ণ গায়।
রামরম্ভা স্তম্ভ উরু নিতম্ব সুন্দর   তাহাতে করয় সোভা বিচিত্র অম্বর।
কর্কনদ জিনি পদ অঙ্গ নিরঞ্জিত   লপুর রঞ্জিত জিনি যত সুবন্নিত।
দিগিঘাটে জয়দুর্গা স্থান করিতে ছিল   রাজবল্ববির রুপে সকল দিগি আল হইল।
কাঞ্চনের বাটি হাতে মাতা চারি পানে চায়   হেনকালে কৃষ্ণ সাকারি সংঙ্ক লএ জায়।
হাসিএ জিজ্ঞ্যা করেন পর্ব্বতের ঝি   সত্য করি কহ তোমার মস্তকেতে কি।
সেকারি বলেন মাতা কই তব ঠাঞি   কি নীমিত্য জিজ্ঞাসা সংঙ্ক বেচিবারে জাই।
ভবানি বলেন রাঙ্গা কপালের লেখা   য়োলা বাপু পসোরা একবার সংঙ্ক দেখা।
এতেক সুনিঞা সেকারি সংঙ্ক আোলাইল   কাগচের মোড়া সংঙ্ক দুর্গাভুজে দিল।
সংঙ্ক দেখিএ দেবি দিসে হইল হারা   চাহি রহিলা মাতা বিজলির পারা।
সংঙ্ক দেখিএ মা গ কহিচেন হাসিএ   এই ঘাটে এই সংঙ্ক দেহ পরাইএ।
সেকরি বলেন তুমি বট কার ঝি   আগে পরিচঅ দেহ তবে ত সংঙ্ক দিই।
শ্রীদুর্গা বলেন আমারে তুমি না চিন সেকারি   পরিচয্য দিনু আমি রাজার ঝিয়ারি।
সিসু ১ক] কাল হইতে আমি আছি বাপঘরে   পরিচয় দিলেন দুর্গা সেকারির তরে।
দুটি বাই সংঙ্ক দেও তোমার নাঞি ভয়   বাছিএ দিবে জে সংঙ্ক ভালো জেবা হঅ।
হাসিএ কহিলেন কথা জগতোজননি   বাছিয়া দিলেন সঙ্ক সেকারি আপনি।
সেকারি বলেন জদি পঞ্চ তঙ্কা পাই   তবে তোমায় সংঙ্ক দিতে পারি দুটি বাই।
দুর্গা বলেন পঞ্চ তঙ্কা দিব রে তোমায়   দুটি বাই সংঙ্ক দেহ তোমার নাঞি ভয়।
সেকারি বলেন মা গ কই তবো কথা   ঘাটের কুলে তৈল জল বলো পাবো কোথা।...

৯২ রামজন্ম, *প্রহেলিকা পদ, শিবের রূপবর্ণিমা

কৃত্তিবাস, প্রসাদদাস, কৃত্তিবাস

পুথিসংখ্যা ১২৮৫ ; পত্র ১ ; অখণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৫"।

[১ক ৭ঁশ্রীশ্রীহরিঃ ॥

রামের জনম যুনি নাচিচে সকল মুনি দণ্ড কোমণ্ডল করি হাতে
নাচে রিসি মুনিগন অজর্দ্ধার প্রজাগন হরিসে নাচএ দসরথে।
দেবগন সংহতি নাচে দেব প্রজাপতি সচি সাচি ইন্দ্রানি সংহতি
স্থাপর জঙ্গম সার তারা গ্রহগন আর হরিসে নাচএ বসুমতি।
দিব্য দিব্য নারিগন পরি সব অভরন চলি জায় জতেক যুন্দরি
চলি জায় রাজপথে দেখিবারে রঘুনাথে সম্মুখে নাচিচে বিদ্যাধরি।
ঘরের ভিতরে বলে রত্নের পিদিপ জলে কৌসল্যা হএছে পুত্রবতি
স্বরস্বতি চরন সিরে করি বন্দন কৃত্তিবাস মধুর ভারথি ॥

প্রভু রাম চরন পাখালি চাপলায়
গৌতমঘরনিকথা যুনিএ লাগএ ব্যথা তরনি তরিএ পাছে জায়।
গঙ্গার দুকুলে বন জত বৈসে মুনিগন এই নাএ সভে করি পার
সফরি মারিএ ঘাটে বেচি লএগ গোলাহাটে ইহা বই বির্ত্তি নাই আর।
তুমি রাজকুমার আমী র্চ্ছার গোঁএগার হট য়েড়ি কহি তুয়া আগে
ঐ পদপঙ্কজরেনু পাসান মানবিতনু যুনি মোর বড় ভয় লাগে।
রাঙ্গা চরনের গোচর তোর ঘরনি অবধ মোর নিজ হাথে দেহ পাটা লেখি
কর ভার অঙ্গিকার তবে সে করিব পার পাটাতে প্রসাদদাস সাথি ॥ ১ক]

[১খ ৭ঁশ্রীশ্রীহরিঃ ॥
অথ শ্রীসিবের রূপবর্নির্ক্ষা লিক্ষ্যতে ॥
সিবের লম্বিত জটা মেঘের ছটা চরনে পরেছে ছুলে
সিব জগতগুরু কল্পতরু নাচিচে বাহু তুলে।
সিব বব বম ভোলা গলে হারমালা কপালে অর্দ্ধচন্দ
সিবের জটার ভার গঙ্গা অবতার সদাই করিছে রঙ্গ।
রাম রাম বলি চন্দ্রমৌলি রামপ্রেমে মাঁতআরা
প্রফর্ল্ল্য বদন ঢুলু ঢুলু লোচন সদাই বহে প্রেমধারা।

রাম রাম বলিএ সিবকে ঘেরিএ নাচিচেন ভবানি
দড় দড় ধারা বহিচে পারা জেমত মন্দাকীনি।
রাম রাম বলি দু বাহু তুলি সদাসিব নাচিচে
নন্দি ভিঙ্গ নাচিচে রঙ্গে মহাদেবের কাছে।
জয় সিবসঙ্কর হর গঙ্গাধর অনাদি আদি জে
পার্ব্বতিকান্ত না পেঞে অন্ত নিত্য করিতেছে।
সিব রাম রাম ভোলা পরে বাগছালা বিভোলা হইএ নাচে
হএ সদানন্দ মহাআনন্দ নিরানন্দ তেজে।
ঝুনুঝুনু নপুর ডিনি ডিনি ডম্বু'র ধিকি ধিকি বিসপায় চলে
আধ সিকি ধিকী ধিকী প্রজলিত হুতাসন ধিকী ধিকী ভালে।
সিবের সর্ব্বঙ্গে বিম্বু'র্ঘাম ভূসন ভাসিচে তায়
জটার মর্দ্ধে জুবতি গঙ্গা তরঙ্গ বহিএ জায়।
সিবের কপালে স্বসোধর করিছে ঝলমল কানে ধুতুরার ফুল
রাম নামেতে সদত মগ্ন´ আঁখি জে ঢুলুঢুল।
রাম নাম বলি সিব নাচিচে জটা পরেছে খুলে
সিব সার কর‍্যাছে হারের মালা ফনি ঢুলিছে গলে।
কীর্ত্তিবাষ পণ্ডিতের জর্ম্ম্য যুভক্ষনে লক্ষি কীপা করে জে জন রামায়ন যুনে॥

ইতি শ্রীসিবের রূপবর্ন্নিমা—ইতি সন ১২৫৪ সাল বিতারিখ ১১ জেষ্টী যুমবার।

৯৩ রামায়ণ (জৈমিনি ভারত)

কেশব মিত্র

পুঁথিসংখ্যা ১০৯৬; পত্র ৩০ (২-৩১); খণ্ডিত; আকার ১০"×৩½"।

... ... [২ক টোনে আইসে বান জখন বেলা অবসান।
নদ নদি ডিঙাইআ বিন্ধে ত পর্ব্বত একে দিনে বেড়ায় বান ছয় মাসের পথ।
নানা মুর্ত্তি ধরিআ বান বেড়ায় দেসে দেসে এক লক্ষ মৃগ মারিলে তবে টোনে আইসে।
এমন বানের সিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে কিবা সিখাইল ইহা কোথা থাকিআ জানে।
এইমতে দুই ভাই বনে খেলা খেলে আচম্বিতে গেল ঘোড়া সেই তরুতলে।
ঘোড়া দেখি কৌতুক হইল দুই ভাই জয়পত্র ঘোড়ার কপালে নেহালিআ চাই।
পত্র পাইআ দুই [ভাই] কোপে জলে নির্জ্জাস করিআ ঘোড়া বান্ধে গাছের ডালে।

দুই অক্ষোহিনি কটকে ঘোড়া না পারে বান্ধিতে হেন ঘোড়া লব কুস বান্ধে ভালমতে।
ঘোড়া বান্ধিআ মায়ের কাছে গেল দুই জন ঘোড়া বন্দি হইল বার্ত্তা পাইল সত্রুঘন। ২ক]
[২খ সত্রুঘ্নর ঠাই দু কহে বারে বার ঘোড়া বন্দি হইল তোমার যমুনার পার।
রাম বলেন ঘোড়া ঝাটি আনহ সত্রুঘন জজ্ঞ অবশেষ পূর্ন্না দিব ত এখন।
সুনিঞা সত্রুঘন তবে করেন বিসাদ না জানি আজি কিবা পড়ে ত প্রমাদ।
বিসম দক্ষিন দিগ বড়ই সঙ্কট দেবগন জাইতে নারে সে দেসের নিকট।
অনেক সঙ্কটে আমি মারিলাম লবন লবন হইতে কে বা আছে ত বিসম।
পৃথিবীমণ্ডলে কে বা ঘোড়া রাখিতে না পারে হেন ঘোড়া বন্দি করে কোন মহাবলে।
ঘোড়া দেখিতে পুনর্ব্বার আইলা দুই ভাই কটক লয়্যা সত্রুঘ্ন আইল তথাই।
দুই ভাই খেলা খেল দেখেন শত্রুঘ্ন শত্রুঘ্ন বলে ঘোড়া বান্ধিল কোন জন।
কোন জনের হইআছে মরনের সাদ ২খ] [৩ক সবংসে মরিতে তার রামের সনে বাদ।
কটক দেখি দুই ভাইর তিলেক নাহি ডর ঘোড়া কে বন্ধিলেক কহ আমার গোচর।
সত্রুঘ্নের কথা সুনি দুই ভা[ই] হাসে কি নাম তোমার কহ বৈস কোন দেসে।
কোন বংসে জন্ম তোমার দেহ পরিচয় ঘোড়ার কথা তোমারে তবে কহিব নিশ্চয়।
সত্রুঘ্ন বলে মোর জন্ম স্থর্য্যবংসে চারি ভাই বসি মোরা অজোধ্যার দেশে।
দসরথের পুত্র মোরা ভাই চারি জন শ্রীরাম লক্ষ্মন আর ভরথ সত্রুঘ্ন।
শ্রীরামের জত গুন সুন তাহা কহি আপনি বিষ্ণু শ্রীরাম সংগ্রা[ম]বিজয়ী।
সবংসে মারিলা রাম লঙ্কার রাবন তাহার ভাগিনা ৩ক] [৩খ মারিলাম আমি দুর্জ্জয় লবন।
চারি ভাইর কনিষ্ট আমি সত্রুঘ্ন বলি লবন মারি বসাইলাম মথুরা নগরি।
আমার জেষ্ঠ লক্ষ্মন সংসারবিদিত জে লক্ষ্মন মারিল দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিত।
জেই সব বির মারিল তারা ত্রিভুববন জিনে আর কে জুঝিবেক আমা চারি ভায়ের সনে
এত জদি বলিলেন বির সত্রুঘ্ন রুসিআ ত দুই ভাই করে ত তর্জ্জন।
চারি ভাই তোমরা আমরা দুই ভাই আজি সারিআ জাহ তুমি ছাওআলের ঠাঞি।
মরিতে আইলে আমা দুই ভাইর নিকট কেমতে লইবে ঘোড়া সারিআ সঙ্কট।
এত জদি তিন জনে হইল গালাগালি তিন জনে জুদ্ধ বাজে তিনে মহাবলি।
খুড়া ভাইপোএ জুদ্ধ কেহ নাহি চিনে ৩খ] [৪ক গালাগালি মহাজুদ্ধ বাজে তিন জনে।
নানা অস্ত্র দুই ভাই পেলে চারিভিতে ফাঁফর হইল সত্রুঘ্ন না পারে সহিতে।
সত্রুঘন বলে কটক কোন কর্ম্ম কর সকল কট বেড়িআ দুই ছাওআল ধর।
দুই অক্ষোহিনি কটক সত্রুঘ্নের ঠাট লব কুশ বেড়িলেক নিসন্ধি করি বাট।
কটকের বাহির হইআ রহিলা সত্রুঘ্ন এত ঠাটের ভিতরে জুঝে ভাই দুই জন।

কুস বলে সত্রুঘ্ন পালাইলা ডরে   কটক সমুখে থুইআ গিআ রহিলা তার আড়ে।
এই বড়াই করিআ গিআ হইল বিমুখ   সকল কটক মারোঁ তোর দেখহ সমুখ।
সত্রুঘ্ন বলে তোমরা দুই জন ছাওআল   ছাওআলের সনে জুদ্ধ লহে ব্যবহার।
কটক থাকিতে কেন জুঝিব আপনি অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে কটক দুই ৪ক][৪খ অক্ষোহিনি।
সকল কটকের ঠাঞি সারিআ জাহ রনে   তবে লব কুস জুঝিয় মোর সনে।
সত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে   সকল কটক মারিআ তোমা মারিব সেসে।
কুশ বলে লব ভাই তুমি বসি থাক   আমি কটক মারি তুমি কৌতুক দেখ।
কুশের প্রধান বান বেড়াজাল নাম   বেড়াপাক বানে কুস পুরিল সন্ধান।
পৃথিবে ঘুরে বান জেন কুমারের চাক   সকল কটক বেড়িআ বান জুড়িলেক পাক।
বেড়াপাক বানে কার নাহিক নিস্তার   একে বানে সকল কটক করিল সংহার।
বিনাস করিল ঠাট নাহি এক জন   দেখিআ মহাত্রাস পাইলা সত্রুঘ্ন।
রাসি রাসি ঠাট পড়িল গাদি গাদি   রনস্থলে বহিআ জায় রক্তের নদি।
ত্রাষ পাইআ সত্রুঘ্ন করে অনুমান   দেসে না জাইব আর লইআ পরান। ৪খ]
[৫ক কুস ডাকিআ বলে যুন সত্রুঘ্ন   এত ঠাট কোথা গেল নাহিঁ এক জন।
লবের কনেষ্ট আমি আমার বল টুটে   লব জদি জুদ্ধ করে পৃথিবি না আঁটে।
কি জুক্তি সত্রুঘ্ন ভাব মনে মন   পলাইআ জাবে কিবা ফিরিআ দিবে রন।
জদি পলাইআ জাহ রহিবেক ক্ষাতি   জদি জুদ্ধ কর তবে নাহি অব্যাহতি।
জাহা ভালবাস তুমি সেই কর্ম্ম কর   চিন্তিআ ভাবিআ জুক্তি মনে কর দড়।
সত্রুঘ্ন বলে কুস কিছু মিথ্যা নহে   জত কিছু বলো তুমি আমার মনে লহে।
আমি জুদ্ধ করিলে করি নাহিক নিস্তার   বুঝিতে না পারি তোরা কোন অবতার।
আমার জুদ্ধে লব কুস কোন জন তরি   এক ঘা জুঝিব আমি মরি কিম্বা মারি।
কুস বলে সত্রুঘ্ন মনে করিলে দড়   এই আমি বান এড়ি জমের বাড়ি লড়।
লব বলে কুস যুন আমার বচন   তুমি মারিলে কটক আমি মারি সত্রুঘ্ন।
লবের কথা ৫ক] [৫খ সুনিঞা কুস বির হাসে   আমার জস ঘুচাইতে ভাই জুক্তি নাঞি আইসে।
এত ঠাট মারিআ আমি করিনু সংগ্রাম   এক জন মারিআ তুমি থুইবে আপন নাম।
কনেষ্ট থাকিতে কেন জেষ্ট করিব র[ন]   তুমি কৌতুক দেখ আমি মারি সত্রুঘ্ন।
কুস ধনুক পাতিলেক লব করিআ পাছে   সন্ধান পুরিআ কুস গেল সত্রুঘ্নের কাছে।
কুস বলে সত্রুঘ্নন এই বান এড়ি   ইহা রাখিতে পার জদি তবে বির বলি।
সত্রুঘ্নন বলে আমি আগে এড়ি বান   তবে বান এড়িহ জদি রহে ত পরান।

তিন লক্ষ বান তবে শত্রুঘ্ন য়েড়ে কথ ছুরে গিআ বান উফড়িআ পড়ে।
জত বান সত্রুঘ্ন করে অবতার কুসের বানে সকল অস্ত্র করে ত সংহার।
ত্রাস পাইআ বান তবে এড়ে সত্রুঘ্ন ৫খ] [৬ক ফুরাইল সকল বান স্থন্য হইল টোন।
কুস বলে সত্রুঘ্নন আর বান আছে তোমার বান ফুরাইলে বান এড়িব পাছে।
প্রতিজ্ঞা করিহু আমি তোমার বিদ্যমানে অস্ত্র ফুরাইলে আমি এড়িব সন্ধানে।
কুসের তরে ডাক দিআ বলে সত্রুঘ্নন তোমা আমা দুই জনে সোঁসর হইল রন।
কেহ পরাজয় লহিল দুই জন সোঁসর চল রনে ক্ষেমা দিআ দুই জন জাই ঘর।
সত্রুঘ্নের কথা স্থনি [কু]সের হইল হাস বাহুড়িআ দেসে জাবে না করিহ আস।
সে আসে ভস্ম দেহনা না জাইবে দেসে এই আমি পাঠাই তোমায় যমের উদ্দিসে।
মহাপাস বান কুস জুড়িল ধনুকে মহাসব্দ করিআ বান উঠে অন্তরিক্ষে।
মেঘের গর্জ্জনে বান করে ত গর্জ্জন মহাপাস বানে ফুটিআ পড়ে সত্রুঘ্ন। ৬ক]
[৬খ সত্রুঘ্নন পড়িআ রহিলা বনের ভিতর দুই ভাই গেল এখন মায়ের গোচর।
সিতা বলে লব কুস বিলম্ব কেন আজি তপবনের ভিতরে আজি করিলে কোন কার্জ্জি।
জুদ্ধের কথা না কহিল মায়ের গোচর দুই ভাই খেলা খেলিলু দুই প্রহর।
জত রাজকুমার আইল তপোবনে কৌতুকে খেলা করিলাম তাহা সভার সনে।
মিষ্ট অন্ন পান দোহে করিল ভোজন পাত্র মিত্র লইআ রাম আছেন জজ্ঞস্থান।
হেনকালে তিন জন গেল সেইখানে রনবিবরন কহে রামবিদ্যমানে।
তিন জন বার্ত্তা কহে হইআ উদ্ধস্বাসে দুই ছাওআলে জুদ্ধ করে বাল্মিকের দেশে।
লব কুশ নাম ধরে জমক দুই ভাই পৃথিবি না আঁটে গোসাঞি তাহা সভার ঠাঞি।
বড় ভয় করি গোসাঞি কহিতে বিবরন দুই অক্ষৌহিনি সমেত পড়িলা সত্রুঘ্ন। ৬খ]
[৭ক আপনি জুদ্ধ কর জদি পৃথিবি সমেতে জিনিতে পার নার না পারি বলিতে।
জজ্ঞের ঘোড়া বান্ধিআ রাখিল দুই জন এত প্রমাদ পড়িআছে ঘোড়ার কারন।
আছাড় খাইআ রঘুনাথ পড়িলা ভুমিতলে এতেক প্রমাদ পাড়ে কোথাকার ছাওআলে।
সূর্য্যবংসে আমার জতেক হইল রাজা জুদ্ধেতে পড়িআ কেহ নাহি পায় লজ্জা।
পুর্ব্বপুরুস অনাবন্য মারিল রাবনে হেন রাবন সবংসে পড়িল মোর বানে।
দুর্জ্জয় লবন দানব রাবনভাগিনা জাহার নামে ত্রিভুবন কাঁপে সর্ব্বজনা।
রাবন হইতে অনেক বিসম লবন হেন লবন মারিল মোর ভাই সত্রুঘ্ন।
আমারে অধিক বির সত্রুঘ্ন ভাই হেন ভাই পড়ে কোন ছাওআলের ঠাঞি।
শ্রীরামে প্রবোধ করে ভরথ লক্ষ্মণ ক্ষেত্রি ৭ক] [৭খ ধর্ম্ম আমা সভার রনেতে মরন।
ক্রন্দন সংহর গোসাঞি না কর বিসাদ দৈবনির্ব্বন্ধ আছে পড়িব প্রমাদ।

জদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই   সেই ছাওআল মারিতে তবে দুই ভাই জাই।
তোমার বল জেই ধরে তাহার হাতে মরি   ত্রিভুবনে গোসাঞি আর কোথাহ না হারি।
রাম বলেন স্থন বলি ভরথ লক্ষন   সাবধান হইআ দুই ভাই করিহ রন।
এক ভাইর সোক মোর সাঁভাইল বুকে   ভাবিআ মরোঁ পাছে দুই ভাইর সোকে।
ছাওআল হইআ মারে জখন ভাই সত্রুঘন   বড়ই প্রমাদ দেখি বিসম ঘটন।
বিদায় হইআ চলে ভরথ লক্ষন   চারি অক্ষৌহিনি ঠাট দুর্জ্জয় সাজন।
দস লক্ষ রথ লয়্যা জোগায় সারথি   দস লক্ষ চলিল প্রধান সেনাপতি।
সেনাপতি সব চলিল সাজন রথে ৭খ] [৮ক ঘোড়া হাথির উপর রাউত নানা অস্ত্র হাথে।
জাঠি ঝগড়া সেল মুদ্গর মুসল   খাণ্ডা ডাবুস টাঙ্গি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
গদা সাবল কেহ কাছে ত কামান   বিচিত্র নির্ম্মান কার হাথে ধনুক বান।
দুর্জ্জয় মর্ত্ত হস্তি করিল সাজন   হাথির উপর চড়িলা ভরথ লক্ষন।
গগনমণ্ডল হইল ধুলায় অন্ধকার   কটক লইআ দুই ভা[ই] যমুনা হইলা পার।
জেই রনস্থলে পড়ি আছে সত্রুঘ্ন   সেই তপোবনে গেলা ভরথ লক্ষ্মণ।
শৃগাল কুঃকুর আর স্থকিনি গিধিনি   কাটা কন্দ মাংস লইআ পাড়ে টানাটানি।
গিধিনি স্থকিনি পক্ষ ছাইল আকাস   ভরথ লক্ষ্মণে ত[বে লা]গিল তরাস।
ভরথ লক্ষ্মন দোহেঁ করেন অনুমান   দেসে না জাইব ভাই লইআ পরান।
ভরথ বলেন যুন বলি ভাই হে লক্ষ্মন কোনখানে পড়ি আছে ৮ক][৮খ ন ভাই সত্রুঘ্নন।
লক্ষন বলেন ভরথ ভাই বড় বাসি ভয়   বড়ই প্রমাদ দেখি ভাই জিবন সংসয়।
তপোবন চাহিআ বেড়ান ভরথ লক্ষ্মন   হাথে ধনুকবান পড়ি আছেন সত্রুঘ্ন।
মাথায় হাত দিআ এখন দুই ভাই কান্দে   প্রান ছাড়িল ভাই কাহার বিবাদে।
যমুনার কুলে মারিলে লবন মহাবির   সেই যমুনার কুলে তোমার লোটায় সরির।
হেন মহাবির কোথা আছে ত্রিভুবনে   পরাজয় করি তোমায় মারিল পরানে।
মড়া কোলে করিআ কান্দেন ভরথ লক্ষ্মণ   পাত্র মিত্র দেয় তাঁরে প্রবোধ বচন।
কাঁদিলে না পাবে কত করহ বিসাদ   সন্ধান কর কে এত পাড়িল প্রমাদ।
হাথে ধনুকবান ঠাট রহিল সন্ধানে   কটকের মহারোল সিতাদেবি যুনে।
সিতা বলেন লব কুসের বুঝিতে নারি মন   কোন প্রমাদ পাড়িআছিস তোরা দুই জন।
তপবনে যুনি কেন কটকের রোল   বড়ই প্রমাদ উঠিআছে গণ্ডগোল। ৮খ]
[৯ক কার সনে করিআছ বাদ বিসম্বাদ   না জানি কোন দিন মোরে পড়িব প্রমাদ।
যুনিঞা মায়ের কথা লব কুস হাসে   মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে।
লব কুশ বলে মা না জান কারন   মৃগ মারিতে কোন রাজা আইল তপোবন।

জত জত রাজা আছে পৃথিবিমণ্ডলে মৃগ মারিতে আইসে সভে যমুনার কুলে।
রাজা আসিতে কটক আইসে সংহতি কটকের রোলে কেন মা তোমার চিন্তিতি।
আমা দুই ভায়ে মুনি থুইআ গেল দেসে কোন রাজা আইল বনে না জানি বিশেষে।
মুনির আজ্ঞায় দুই ভাই রাখি তপোবন জানিঞা আইসি তপোবন আইল কোন জন।
তপবন নষ্ট হইলে মুনি দিবেক দোষ বড় ভয় বাসি মা গ মুনির হইলে রোষ।
মিছা করিআ জত ভাঁড়ে সিতা নাহি জানে মায়ে ঠাঞি বিদায় হইআ ৯ক]
[৯খ চলে দুই জনে।
রনধুলি গায়ে মাথে সংগ্রামের বেস বনের ভিতর আসি করিল প্রবেস।
মনোহর মুর্ত্তি দেখি দুর্ব্বাদলশ্যাম্ ভরথ লক্ষন বলেন আইলা শ্রীরাম।
রাম জদি আসিতা তবে এক জন দুই রাম কেন দেখি না বুঝি কারন।
সেই মুর্ত্তি সেই বেস সেই ধনুক সর সেই বল বিক্রম দেখি রামের সোঁসর।
আপনি শ্রীরাম জদি আইসেন জুঝিবারে ত্রিভুবনের শক্তি ইহা জিনিতে না পারে।
এক রাম জিনিবারে পারে ত্রিভুবন দুই রাম ইহারে জিনিব কোন জন।
ভরথ লক্ষ্মণ দোহেঁ হইলা বিশ্বয় কে তোরা দুই জন দেহ পরিচয়।
হাসিআ উত্তর করে দুই ত কুমার আমার জাতি কুল কেন করহ বিচার।
মুনির পুত্র দোহেঁ জানি পড়ি মুনির ঠাঞি লব কুস নাম ধরি [১০ক জমক দুই ভাই।
দসরথের পুত্র আইল সত্রুঘ্ন নাম অনেক ঠাট লইআ সেই করিল সংগ্রাম।
এক ভাই মাত্র জুদ্ধ করিনু তার সাথে এত কটক পড়িআছে এক ভাইর হাথে।
দুই ভাই জুঝি জদি পৃথিবি না আঁটে দেবগন নাহি আইসে আমা দোহাঁর নিকটে।
কটক লইআ দোহেঁ আইলে তপবন পরিচয় দেহ মোরে তোমরা কোন জন।
এ বোল সুনিঞা ভরথ লক্ষ্মণের হইল হাস বাহিরে তর্জ্জন করে অন্তরে তরাস।
চারি ভাই আমরা জে[ষ্ঠ] শ্রীরাম সভারে কনেষ্ট ভাই সত্রুঘ্নন নাম।
মধ্যম ভাই মোরা ভরথ লক্ষ্মণ আমার ভাই মারিআ কেমতে সারিবে দুই জন।
খুড়া ভাইপোএ নহিল পরিচয় গালাগালি মহাজুদ্ধ বাজিল সংসয়। ১০ক]
[১০খ কুসে ভরথে দুই জনে বাজে রন মহাজুর্দ্ধ বাজিল তবে লব লক্ষ্মণ।
চারি অক্ষহিনি ঠাট আইল সাজনে দুই ভাগ হইআ প্রবেস করে রনে।
দুই অক্ষোহিনি গেল ভরথের পাছে আর [দু]ই অক্ষোহিনি লক্ষনের কাছে।
লব লক্ষনে উঠিল মহাঁমার দুই জনে মহাজুদ্ধ বিষ্ণু অবতার।
চমতকার বানে লবের বড় সিক্ষা এড়িলেক সেই বান কার নাঞি রক্ষা।
ঘোর নামে মহাঅস্ত্র লবের মোনে পড়ে ত্রাস পাইআ লক্ষ্মণের ঠাট পলায় উভরড়ে।

ত্রাস পাইআ পলায় ঠাট পথ নাহি দেখে   পর্ব্বতের ভিতরে কেহ ভয় পাইআ ঢুকে।
ঠেলাঠেলি পলায় কেহ পাএর চাপানে মরে   ঝাপ দিআ পড়ে কেহ যমুনার জলে।
কেহ কারে নাহি দেখে জেবা ১০খ][১১ক জথা জায়   লক্ষ্মণ এড়িআ ঠাট সকল পলায়।
পলাইল লক্ষ্মণের ঠাট নাহিক দোসর   একেশ্বর রহিলা লক্ষ্মণ রনের ভিতর।
এমন বানের সিক্ষা কে জানে বিশেষ   দুহাঁর হাথে সারিআ কেমতে জাব দেস।
কভু নাহি দেখি এমত কথাহ না স্থনি   একে বানে পলায় ঠাট দুই অক্ষোহিনি।
ত্রিভূবন জিনে দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিত   ইন্দ্র জম বরূন জাহার বানেতে কম্পিত।
হেন ইন্দ্রজিত মারিলুঁ নাহি করোঁ ভয়   ইহার হাথে আজি আমার জিবন সংসয়।
সাহসে ভর করিআ লক্ষ্মণ এড়ে বান   অগ্নি হেন জলিআ বাণ উঠিলা গগন।
লক্ষ্মনের বানে আলো করিল সংসার   জতেক লক্ষ্মনের ঠাট আইল আর বার।
লক্ষ্মনের বান দেখি লবের তরাস ১১ক][১১খ লবের ত্রাস দেখিআ লক্ষ্মণ পাইল আস।
লক্ষ্মণ বলেন লব পাইনু বিরপনা   আমি বাণ এড়ি তুমি রাখহ আপনা।
লব বলেন লক্ষ্মণ বড়াঞি কর কিসে   তবে বড়াই করিহ জদি সারিআ জাও দেসে।
অক্ষয় বান আছে মোর টোনের ভিতর   ওর নাঞি জদি এড়োঁ তিন সত বৎসর।
এক বান এড়িয়া তোর এতেক বাখান   আর দেসে না জাইবে লইআ পরান।
কত বান আছে তোর কত জান সিক্ষা   এড় দেখি বান তোর কেমনে পায় রক্ষা।
লক্ষ্মণ বলেন এই এড়ি ব্রহ্মজাল বান   ব্রহ্মজাল বানে তোর নাহি পরিত্রান।
জত কিছু বড়াই লব কর অকারন   এই আমি বান এড়ি হারাও জিবন।
লক্ষ্মণের কথা স্থনি লব বির হাসে   এড় দেখি বান লক্ষ্মণ জত মনে [১২ক আইসে।
ব্রহ্মজাল বান তখন এড়িলা লক্ষ্মণ   অগ্নিময় পৃথিবি হইয়া উঠিলা গগন।
ব্রহ্মজাল বান দেখিআ লবের হইল হাস   মহাসমুদ্র বান এড়ে ছাইআ আকাস।
মহাসমুদ্র বানে সাগর উথলে   পর্ব্বতপ্রমান ঢেউ আকাসে উঠে বলে।
অগ্নির সক্র জল ত্রিভুবনে জানে   মহাসমুদ্র বানে অগ্নি নিভায় ততক্ষনে।
ভয় পাইয়া লক্ষ্মণ হইলা বিস্ময়   ব্রহ্মজাল ব্রর্থ গেল জিবন সংসয়।
লব বলেন লক্ষ্মণ ফুরাইল তোমার ভাঁড়া   আমার বানে তোমার বান করিলেক গুঁড়া।
ইহার অধিক তোমার কত আছে বান   সকল বাণে লক্ষ্মণ তুমি পুরহ সন্ধান।
তোমার ফুরাইলে স্থন্য হইবেক টোন   তবে সে লক্ষ্মণ মোর তোমার সনে রণ।
নানা অস্ত্র নানা সিক্ষা লক্ষ্মণ জত জানে   চৌরাসি লক্ষ কোটি বাণ
এড়িলা [১২খ লক্ষ্মনে।
লক্ষ্মনের বান গিআ ছাইল সংসার   ফুরাইল লক্ষ্মনের বান টোনে নাঞি আর।

চৌরাসি কোটি লক্ষ বান লক্ষন বির এড়ে   লবের কাছে গিআ বান উফড়িআ পড়ে।
লবের বান দেখিআ লক্ষনের বান কাঁপে   লবের কাছে না জায় বান লবের প্রতাপে।
সকল অস্ত্র ফুরাইল সুন্য হইল টোন   দেখিআ প্রমাদ বড় গুনিল লক্ষ্মণ।
ডাক দিআ লক্ষন বলেন লবের গোচর   আর বান নাঞি মোর টোনের ভিতর।
আমার জুদ্ধ এত দুরে হইল অবসান   সুন্য টোন হইল মোর এড়িতে নাহি বান।
সর্ব্বসাস্ত্র জানহ তুমি বিচারে পণ্ডিত   বুঝিআ কর্‌হ কর্ম্ম জে হয় উচিত।
লক্ষনের কথা য়ুনিয়া লব বির হাসে   অবস্য মরিবে তুমি না জাইবে দেসে।
মরি আর মারি লক্ষ্মণ ইহাতে বড় সুখ   [১৩ক এত বান এড়িলে তুমি না হইলু বিমুখ।
এক বান মারিব আমি আছে অনুবন্ধ   এক বানে লক্ষন তোমার জে থাকে নির্ব্বন্ধ।
এই বানে লক্ষ্মণ জদি পাও পরিত্রান   তবে তোর তরে আর না এড়িব বান।
প্রতিজ্ঞা করিল ব্রর্থ লহিব বচন   এই বান ব্রর্থ গেলে না করিব রন।
বিষজাল বান তবে লবের মনে পড়ে   জুড়িল ধনুকে বাণ লক্ষন কাঁপে ডরে।
বাসুকী তক্ষক জেন বানের গর্জ্জন   বিষজাল বান ফুটিআ পড়িলা লক্ষন।
লক্ষন পড়িল কটকে লাগিল তরাস   চতুর্দ্দিগে পলায় কটক নাহি দিসপাস।
ঘোড়া হাথি মাহুত পলায় উভরড়ে   সটচক্র নামে বাণ লব বির এড়ে।
নদ নদি ডিঞায় বান বিন্ধে ত পর্ব্বত জে দিগে পলায় ঠাট ১৩ক][১৩খ আগে ছায় পথ।
চক্রবান নাম তার তারা জেন ছুটে   এক অক্ষোহিনি ঠাট এক বাণে কাটে।
এক অক্ষোহিনি ঠাট হইল সংহার   ইন্দ্রজাল বান লব করে অবতার।
সকল কটক তবে হইল লবময়   আপনা আপনি কটক নাহি পরিচয়।
সটচক্র বাণে জত এড়াইল সর   সে সব কটক তবে হইল জে লব।
লব বলিআ কাটাকাটি আপনা আপনি   পড়িল সকল ঠাট অপুর্ব্ব কাহিনি।
রন জিনিঞা লব জান ভাইর উদ্দেসে   এথা জুদ্ধ বাজিআছে ভরথ আর কুসে।
কুসের তরে লব নাই দিল দেখা   অন্তর থাকিআ ভাইর পরিক্ষা।
একেশ্বর ভাই জদি জিনিতে নারে রন নি [১৪ক র্ব্বুলাদি করিমু ঠাট না থুমু এক জন।
দুই অক্ষোহিনি সেনা কটক বিস্তর   চারিভিতে বেড়িলেক কুস একেশ্বর।
কুসের প্রধান বান বেড়াপাক নাম   বেড়াপাক বানে কুস পুরিল সন্ধান।
বেড়াপাক বান সে বেড়ায় পাকে   কার হস্ত পদ কাটে কার পড়ে বুকে।
বেড়াপাক বানে কারো নাহিক নিস্তার   একে বানে সকল ঠাট করিল সংহার।
সকল কটক পড়িল এড়াইল সাত জন   ভঙ্গ দিয়া দেসে তারা করিল গমন।
যমুনার পার হইআ সাত জন দেখে   উর্দ্ধশ্বাস হইআ তারা ভরথেরে ডাকে।

ভঙ্গ দেহ ভরথ জিনিতে নারিবে রন দেসের তরে প্রাণ লইয়া [১৪খ জাই অষ্ট জন।
কুস বলে ভরথ ভাল না বলিলে উত্তর ক্ষেত্রিয় বংসে জন্মিয়া কেন হইলে কাতর।
মনে কর পলাইলে পাবে অব্যাহতি জত কাল জিবে তার থুইবে জে ক্ষাতি।
পলাইআ গেলে থাকিব অপজস জুদ্ধ করিআ মরিলে থাকে জস পৌরস।
তোরে এড়িআ দিলে লব মোরে হাসে ভরথ মারিতে ভাই না পারিলে কুশে।
কোন কালে লব ভাই মারিআছে লক্ষ্মণ তোরে মারিতে মোর বিলম্ব এতক্ষন।
ভরথ বলে কুস তুমি বাক্যে পাইলে ছল তোরা দুই দেখি রামের সোঁসর।
রাম হেন দেখি তোমায় তেঞি করি ভয় রামের হাথে পরাভব অপজস লয়।
কুশ বলে রাম করিআ বড় জ্ঞান কর রাম করিআ ভরথ কেন বড়াই করিয়া মর।
আজি জদি পড়িলে তুমি আমার সংগ্রামে আজি মরিলে তুমি কি করিবেন রামে।
[১৫ক তোমার সোকে রাম আসিআ জুঝিবেক মোর সনে আমা দোঁহার ঠাঞি জদি সারিআ জাএ রনে।
বৃথা ধনুক ধরি তবে লব কুস নাম জদি রাম জিনিতে পারে আমা দোহাঁর সংগ্রাম।
ভরথ বলেন কুস তোর ভাল বুদ্ধি লয়ে রামের উপর বড়াই করিস প্রানে নাহি সয়ে।
জত কিছু লয় মোনে আমারে দেহ গালি রামের উপর বড়াই করিস সহিতে না পারি।
লব করিআ কুস বড়াই কর অকারন কোন কালে লবের প্রান [ল ইআছে লক্ষন।
লক্ষনের জুদ্ধে কুশ কার নাই রক্ষা জিত জদি লব এখনি পাইতে দেখা।
এমত গালাগালি হইল দুই জনে মহাঁসব্দ মহামারি বাজিল দোহেঁ রনে।
তিরাসি লক্ষ কোটি বান এড়িল ভরথ নদ নদি কন্দর ছাইল পর্ব্বত।
শুল মহাসেল কুস করে অবতার ভরথের সকল অস্ত্র করিল ১৫ক] [১৫খ সংহার।
জত অস্ত্র [ব্র]র্থ গেল ভরথ চিন্তিত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ভরথ এড়িল তুরিত।
এক বানে জন্মিল ত্রিস কোটি ত্রিষ কোটি গন্ধর্ব্বে উঠিল কাটাকাটি।
আর বান নাঞি ভরথের টোন হইল স্যুন্য ভরথ হইতে কুসের বান আছে দুইগুন।
কুশ বলে ভরথ বৃথা বান এড়িস সকল বান ব্রর্থ জায় কী জুদ্ধ করিস।
তোর বান আমি রাখি লাখে লাখ তোর সক্তি বুঝি আমার এক বান রাখ।
এক বাণ বই আমি না জুড়িব দুই বান একে বানে ভরথ তোর লইব পরান।
সিংহমুখ বান কুস জুড়িল ধনুকে সিংহ গর্জ্জনে বান উঠিল অন্তরিক্ষে।
মহাসব্দ করিআ বান উঠিল আকাসে বানের গর্জ্জন সুনি লাগিল তরাসে।
ত্রাষ পাইআ ভরথ আকাসের পানে চাহে মহাসব্দে পড়ে বান ভরথের গায়ে।
বুকে বান ফুটিআ পড়িলা ভরথ মোটের ধারা জেন উঠিল রকত।

কটক সমেত[১৬ক ভরথ পড়িআ রহিলা রনে তবে লব ধাইআ গেল ভাইর বিগুমানে।
রক্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকোলি সরোবরের জলে গিআ রক্ত পাখালি।
ঘরে জাইতে জুদ্ধের কথা কহেন দুই জনে এত ঠাট কটক ভাই মারিলাম রনে।
দুই অক্ষোহিনি ঠাটে পড়িল সত্রুঘ্নন চারি অক্ষোহিনি লইআ পড়ে ভরথ লক্ষ্মণ।
রক্তের কলকলি যুনি উথলিল নদি যমুনা ভাসিল রক্তে জল নাহি দেখি।
ধনুক বান জুদ্ধের বেস এড়ে দুই ভাই স্বধুহাতে দুই ভাই দাণ্ডাইল মায়ের ঠাঞি।
সিতা বলেন লব কুশ কেন বিলম্ব এতক্ষন কোন রাজা আসিআছিল মুনির তপোবন।
লব কুশ বলে মা না জান বিশেষ মৃগ মারিআ সে রাজা গেল নিজদেস।
এতেক প্রমাদ সিতা কিছু নাহি জানে [১৬খ মিথ্যা করিআ মায়ে ঠাঞি
ভাঁড়িল দুই জনে।
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিলা ভোজন অজোধ্যায় গিআ উত্তরিল সাত জন।
পাত্র মিত্র লইআ রাম আছেন জজ্ঞস্থানে হেনকালে সাত'জন গেল সেইখানে।
সাত জনের ত্রাস দেখি রাম ফাঁফর ভরথ লক্ষ্মনের আগে কহ ত কুসল।
প্রমাদ পড়িল গোসাঞি ডরে নাহি কহি রঘুবংস ক্ষয় করে জমক দুই ভাই।
চারি অক্ষোহিনি লইআ পড়িল ভরথ লক্ষ্মন পলাইআ দেসে মোরা আইলাম সাত জন।
আছাড় খাইআ পড়িলা রাম হইআ মুর্চ্ছিত অচেতন রঘুনাথ নাহিক সম্বিত।
অনেক্ষনে রঘুনাথের হইল চেতন পাত্র মিত্র দেন তাঁরে প্রবোধ বচন।
তুমি আছ আছে গোসাঞি সকল সংসার তোমার বিহনে গোসাঞি সকল অসার।
কুলের তিলক তুমি [১৭ক সুর্য্যবংসের বাতি আপনি ভগবান তুমি জগতের পতি।
চক্ষুর জলে রঘুনাথের সর্ব্বাঙ্গ তিতে গঙ্গার ধারা বহে জেন হিমালয় পর্ব্বতে।
রাম বলেন জাব আমি ভাইর উদ্দিসে তিন ভাই গেল মোর আমি আছি কিসে।
ক্রোধে জুঝিতে রাম চলিলা আপনি সংসার তোলপাড় করে কাঁপে ত মেদনি।
দস লক্ষ দ্রমসায় ঘন পড়ে কাঠি প্রধান সেনাপতি সাজে ছপ্পন্ন কোটি।
ছত্তিস কোটি সেনাপতি সুগৃব সংহতি হনুমান পাঠাইয়া রাম আনিল সীঘ্রগতি।
সুগৃব অঙ্গদ আদি চলিল বানরগন গয় গবাক্ষ চলে গন্ধমাদন।
নল লিল সুসেন চলিল জাম্বুবান কুমুদ সেনাপতি চলে বির হনুমান।
প্রমাথি সম্পাথি চলে ধূম্রলোচন মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে সুসেননন্দন।
ধূর্ম্ম ধূর্ম্মাক্ষ ১৭ক] [১৭খ নড়ে আর সত বলি মহাসিংহনাদ সব্দে চলিলেক সুরি।
ছত্তিস কোটি সাজিল বানর সেনাপতি রঘবংসের সেনাপতি চলিল সিঘ্রগতি।
বিজয় সুমন্ত চলে কশ্যপ পিঙ্গল ছত্রাজিত মহাবল সাজিল সকল।

ভদ্রমুখ চলে আর রক্তলোচন   রক্তরোল মহাকায় ঘোরদরসন।
ধুম্রকেতু শক্রজিত বিসম দুরন্ত   রঘুবংসের সেনাপতি কটকের নাহি অন্ত।
চৌরাসি লক্ষ কোটী সেনা সাজল সারথি   আঠাইস লক্ষ কোটি মৈমত্ত হাথি।
তিন বৃন্দ কোটি চলে অর্ব্বুদ তাজি ঘোড়া   সত্তরি অক্ষৌহিনি ঠাট ঝাটি ঝগড়া।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভিষন   সাজিআ চলিল তারা করিবারে রন।
সতর জোজন পথ কটক আড়েজোড়ে   পৃথিবি টলমল করে কটকের ভরে।
ভূমিকম্প [১৮ক হইল জেন পৃথিবি কাঁপে   দুর্জ্জয় প্রতাপ রাম সাজিআ জান কোপে।
কেসব মিত্র রচে গিত অদ্ভুত বানি   দুই ছাওআলের তরে এতেক সাজনি॥

পথে জাইতে পার হইল নদ নদি জলে   জল কাদা হইল কটের পায়ের ধুলে।
কাদা সুখাইআ মাটি হইল গুড়া   আকাসমণ্ডলে লাগে কটকের পাএর ধুলা।
পৃথিবিমণ্ডল হইল ধুলায় অন্ধকার   কটক লইয়া রাম যমুনা হইলা পার।
যমুনাতে পার হইআ গেলা তপোবন   ভরথ লক্ষন জথা পড়ি আছেন সত্রুঘ্ন।
তিন ভাই পড়ি আছেন কটক ছয় অক্ষোহিনি দেখিআ মহাত্রাস রাম পাইলা আপনি।
দেখিআ ক্রন্দন রাম করেন বিসাদ   মহাপ্রলয়কালে জেন হইল প্রমাদ।
জত সেনাপতি প্রধান মহাবির ১৮ক] [১৮খ   দেখিআ উড়িল প্রান হইল অস্থির।
কটকের হুলাহুলি কাঁপে ত মেদিনি   তিন প্রহরের পথ হইতে কটকের রো[ল] সুনি।
লব কুস দুই ভাই করে অনুমান   কটক লইআ আইলা জুঝিতে শ্রীরাম।
রনপণ্ডিত মুনি রাম করেন সংগ্রাম   চল জাই দুই ভাই মারিআ পাড়িআ পাড়ি রাম।
আর জত জুদ্ধ করিলে সেহ কিছু লহে   রাম জদি মারিতে পারি তবে জস রহে।
এই জুক্তি তারা করিছে দুই জনে   হেনকালে সিতাদেবি আইলা সেইখানে।
সিতা বলেন কী জুক্তি করহ দুই ভাই   কটকের মহারোল ওর নাহি পাই।
কাহার সনে করিস তোরা বাদ বিসম্বাদ   না জানি কোন দিন মোরে পড়িবেক প্রমাদ।
নিত্য আসিআ তোরা ভাঁড়াইস মোরে   কোন দিন মরোঁ জানি সোকসাগরে।
মায়ের কথা সুনিঞা লব কুস হাসে   মাএরে প্রবোধ দেই ১৮খ] [১৯ক অসেস বিশেষে।
পাছে নষ্ট হয় মা গ মুনির তপোবন   আজ্ঞা দেহ জানিঞা মোরা আসি দুই জন।
সিতা বলেন কার সনে না করিহ বাদ   তোমা সভার আপদ নাহি মুনির প্রসাদ।
কায়মনবাক্যে জদি আমি হই সতি   তোমা দোহাঁর জুদ্ধে কারো নাহিঁ অব্যাহতি।
তোমা দুই ভাইর সনে জে করিব রন   বাহুড়িআ দেশে তারা না জাবেক এক জন।
পৃথিবি সমেত জদি জুঝে একেবারে   এক জন সারিআ তারা না জাইব ঘরে।

মিথ্যা লহে বচন সিতা জারে বলে   আছুক আনের কাজ শ্রীরামেরে ফলে।
আসির্ব্বাদ করিআ সিতা গেলা ঘর   জুঝিবারে সাজে এখন দুই সহোদর।
ধনুক বান হাথে নিল সংগ্রামের বেস   বনের ভিতর দুই ভাই করিল প্রবেস।
জেখানে শ্রীরাম সেইখানে গেলা দুই জন   তিন রাম [১৯খ একে ঠাঞি দেখে সর্ব্বজন।
এক তেজ এক বল তিন একঠাম   সৈন্য সামন্ত জত দেখে তিন রাম।
পাত্র মিত্র জত প্রধান সেনাপতি   মন্ত্রি সব মিলিআ তবে করেন জুগতি।
পঞ্চমাস গর্ত্তবতি সিতা ত জখন   হেনকালে সিতারে রাম করিলা বর্জ্জন।
সিতারে বর্জ্জিআ রাম থইলা এই বনে   সিতার দুই পুত্র বুঝিলাম অনুমানে।
জদি রঘুনাথ ইহারে পরিচয় করে   তবে সে সারিআ সভে জাইতে পারি ঘরে।
ইহা সভাকার বানে নাহি পরিত্রান   সরন পসিআ সভে রাখিব পরান।
মন্ত্রিগন মিলিয়া সভে এই জুক্তি করে   সকল মন্ত্রি গেলা তবে রামের গোচরে।
এই দুই ছাওআল গোসাঞি তোমার তনয় [২০ক   হএ লএ বুঝ গোসা[ঞি]
দিইয়া পরিচয়।
তোমার মুর্ত্তি তোমার বল তোমার ধনুক বান তোমার তনয় গোসাঞি কভু লহে আন।
আপন সরির গোসাঞি কর নিরক্ষন   তোমার আকার গোসাঞি দেখি দুই জন।
চন্দ্র সূর্য্য সমুদ্র পৃথিবি জদি ছাড়ে   তবে জানিহ গোসাঞি এই জুক্তি নড়ে।
আপুনি চিন্তিয়া রাম ভাবেন মনে মনে   পঞ্চমাস গর্ত্ত সিতা আইল এই বনে।
সেই গর্ত্তে জন্মিল জমক সহোদর   ত্রৈলোক্যবিজই দোহেঁ হাতে ধনুক সর।
ইন্দ্র জম বরূন বিধাতা জদি আইসে তবু জিনিতে নারিবেক গোসাঞি চল নিজ দেশে।
অনেক কথা কহিল গোসাঞি তোমার গোচর   পরিচয় দেহ জদি সভে জাইবে ঘর।
মন্ত্রির বচনে রাম হইল বিশ্ময়   কে তোমরা দুই জন দেহ পরিচয়।
দশরথের পুত্র [২০খ আমি নাম শ্রীরাম   তোমরা কাহার পুত্র কিবা দোহাঁর নাম।
আপন পুত্র হেন দেখি তোমরা দুই জন   জদি আমার পুত্র হও না করিহ রন।
আমার জুদ্ধে এড়ান নাই মরিবে তনয়   জাবদ নাহিঁ প্রানে মারি দেহ পরিচয়।
রামের কথা সুনিঞা দুই ভাই করে কানাকানি   কেমতে বলিব নাম বাপ নাহি চিনি।
আজি গিআ জিজ্ঞা[সা] করিব মায়ের ঠাই   কাহার পুত্র আমরা জমক দুই।
দুই ভাই জুক্তি করে কেহ নাই সুনে   ডাক দিআ রামেরে বলে তর্জ্জ গর্জ্জনে।
এত দিনে পাইলাম অবুধ্যের সনে রন   পরিচয় দিআ মোর কোন প্রয়োজন।
জদি পরিচয় দিব দুই সহোদর   রনে ক্ষমা দিয়া রাম না জাইব ঘর।
আপন পুত্র বলিতে তুমি লজ্জা নাহি বাস   মুনির পুত্রের সনে জুদ্ধ মরিবারে আইস।

চতুর বড় দুই ভাই না জানে বাপের [২১ক নাম   মিথ্যা করিঅ দুই ভাই
ভাণ্ডিলা শ্রীরাম।
রাম বলেন আমি গালাগালিরে নাহি পারি   তবে বিরূপ বলিহ রনে জদি হারি।
ত্রিভুবন জিনিল রাবন দেব দানব   জাহার জুদ্ধে দেব দানব সভে পরাভব।
হেন রাবন আমি মারিনু সবংসে   তোমা দুই ছাওআল মারিব এই লাগে কিসে।
শ্রীরামের কথা সুনি হাসে দুই জন   কথা কহিতে থুইআছ মারিআ রাবন।
রাবন মারিলে তুমি কোন কার্য্যে গনি   দড়জনের হাথে ঠেকিলে তবে বল জানি।
আজি জদি সারিআ জাহ দুই ছাওআলের হাথে তবে আপনা তুমি বাখানিহ ভালমতে।
পরিচয় নহিল মাত্র হইল গালাগালি   মন্ত্রি সব লইয়া রাম তবে মন্ত্রনা করি। ২১ক]
[২১খ রাম বলেন দোহে জদি না দিল পরিচয়   মন্ত্রনা করিআ জুঝি না করিব ভয়।
ছাপ্পন্ন কোটি আমার প্রধান সেনাপতি   তিরাসি লক্ষ কোটি আমার ময়মত্ত হাথি।
চৌরাসি লক্ষ কোটি অর্ব্বুদ তাজি ঘোড়া   সত্তরি অক্ষোহিনি ঠাট জাঠি ঝগড়া।
এত কটক মারে জদি ছাওআল দুই জন   বড় অপজস মোর রহিব ত্রিভুবন।
বাছিআ কটক ঠাট দেহ চারিভিতে   চতুর্দ্দিগে বেড় জাল না পারে পলাইতে।
মন্ত্রি সবের সনে রাম করিলা মন্ত্রনা   বাছিআ কটক দিল চারিদিগে থানা।
সাজন রথের উপর রহিল সেনাপতি   প্রথম রনে চালাইআ দিল ঘোড়া হাথি। ২১খ]
[২২ক হাথি ঘোড়া রাউত রুসিআ জায় রনে দুই সিসু মরে জেন ঘোড়া হাথির চাপানে।
ঘোড়া হাথি চালাইল রুসিআ জায় রনে   দেখিআ ত লব কুস হাসে মনে মনে।
লব কুস বলে ভাই মন্ত্রনা করি চুর   দুই ভাই কাটিআ পেলি হাথি ঘোড়ার মুড়।
লব বলেন আমি এড়িনু আহুতি   তিরাসি লক্ষ কোটি কাটে ময়মত্ত হাথি।
ব্রাহ্মনের পৈতা জেন রাউতের সনে পাড়ে চেঁচারা কাড়িআ হাথি কোটি কোটি পড়ে।
কুস বান এড়িল তার নাম সগড়া   একে বানে পড়িল চৌ[রা]সি কোটি ঘোড়া।
রক্তে নদি বহিয়া জায় ঘোড়া হাথি ভাসে   ছাপ্পন্ন কোটি সেনাপতি পলায় তরাসে।
ভাঙ্গিল রামের ঠাট হইল ছত্রাকার   দেখিআ রঘুনাথে লাগিল চমতকার।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লব কুস হাসে   [২২খ ডাক দিয়া রামের তরে বলিছে বিশেষে।
বিনা জুদ্ধে ভঙ্গ দিল তোমার সেনাপতি   হেন ঠাট কটক কেন আনহ সংহতি।
একো সোপতি তোমার ত্রিভুবন জিনে   বিনে জুদ্ধে ভঙ্গ দিআ পলাইল রনে।
লজ্জা পাইআ রঘুনাথ কি দিবেন উত্তর   সেনাপতি পলাইল আমি রহি একেশ্বর।
আমি একামাত্র তোমরা দুই জনে   কেমনে সারিআ জাবে আজিকার রনে।
তিন জনে এত জদি হইল বোলাচাল   রামের সেনাপতি জত আইল সকল।

চতুর্দ্দিগে ছাইআ সেনা লব কুসে বেড়ে   ছাপ্পন্ন কোটি সেনাপতি জুরে একেবারে।
একবানে সেনাপতি সভে এড়ে বান   দস হাথ বই বান নহে আগুআন।
লব কুস দেখিয়া [২৩ক সভের হাত পা কাঁপে   উফড়িআ পড়ে বান দোঁহার প্রতাপে।
ফুরাইল সকল বান স্বুন্ন হইল টোন   সকল সেনাপতির টুটিআ আইল রন।
লব কুস বলে জুদ্ধ হইল অবসান   আমরা জুদ্ধ করি এখন পুরিআ সন্ধান।
লব বলে কুশ আমি এক জুক্তি বলি   কেমনে মারিব কটক অনুমান করি।
দস হাজার বৎসর জুদ্ধ করি নিরন্তর   তবু ফুরাইতে নারিব কটক বিস্তর।
চক্ষুর নিমিসে ঠাট জদি করিব সংহার   তবে চমৎকার ভাই ঘুসে ত সংসার।
কুস বলে লব আর পড়িআ গেল মোনে   সংহার অস্ত্র দুই ভাই পাইআছি মুনির স্থানে।
বড় চমতকার বান মুনি দিল সিক্ষা   সংসার মজাইতে পারে কারো নাহি রক্ষা।
সংহার অস্ত্রে দুই ভাই পুরিল সন্ধান   সকল সেনাপতির লইতে পরান।
সংহার অস্ত্র দুই ভাই পু ২৩ক][২৩খ রিলেক রোসে   মহাগর্জ্জনে বান উঠিল আকাসে।
পৃথিবিমণ্ডল হইল ঘোর অন্ধকার   মহাসব্দে উঠিল বান হইল মহামার।
হাথি দেখি সিংহ জেন তারা হেন ছোটে   ছাপ্পন্ন কোটি সেনাপতি দুই ভাই কাটে।
ত্রিভুবনে না হয় এমত বানের চমতকার   চক্ষুর নিমিসে সৈন্য হইল সংহার।
রক্তের কলকলি মহাসব্দ সুনি   রক্তে ঢাকিল দেখ জমুনার পানি।
ঘোড়া হাথি কটকের নাহিক দোসর   সবেমাত্র রঘুনাথ রহিলা একেশ্বর।
সকল কটক পড়িল রামের দুই ভাই হাসে   রামের তরে ডাক দিআ বলে লব কুসে।
সর্ব্বলোকের [হও] তুমি ধার্ম্মিক রাম   অনোচিত জত তুমি করিলে সংগ্রাম।
দুই জনের তরে জদি তিন জন [২৪ক রোসে   ধর্ম্ম না থোএ তারে মরে আপন দোসে।
ঘোড়া হাথি ঠাট তোমার কটকের নাহি সংক্ষা   সতির পুত্র দুই ভাই তেঞি পাইলাম রক্ষা।
লব কুসের কথা স্থনি শ্রীরাম লজ্জিত   জত কিছু বল তোমরা নহে অনোচিত।
পৃথিবিমণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তি   রাজা আসিতে ঠাট কটক আইসে সংহতি।
তিন ভাই মারিলে আমার কট[ক] বিস্তর   সবেমাত্র আমি রহিলাম একেশ্বর।
ঠাট কট[ক] পাড়িআ আমি না জাইব দেসে   অবস্য করিব রন জে হউক শেষে।
আমারে জিনিতে কেহ নারে ত্রিভুবনে   আমার পুত্র বই আমায় জিনিতে নারে আনে।
পুত্রের ঠাঞি আছে বাপের পরাজয়   বাপ জিনিতে পারে পুত্রে সাস্ত্রে এ ত কয়।
আপন আকার দেখি তোমা দুই জন   মনেতে বিস্ময় মোর এই সে কারন।
ক্রোধে লব কুশ এখন বলে দুই ভাই   [২৪খ আমি এক বোল বলি শ্রীরাম তোমার ঠাঞি।

রনপণ্ডিত তুমি পৃথিবির রাজা   বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লজ্জা।
পুত্র হইয়া বাপের সনে কোথাএ করে রন   মুনির পুত্র দুই ভাই জানে সর্ব্বজন।
মুনির তেজ তোমার তেজ অনেক অন্তর   বাহুড়িআ দেশে আর না জাইবে ঘর।
রাম বলেন ত্রিভুবন জদি একেবারে সাজে   জিনিতে নারিব মোরে সংগ্রামের মাঝে।
পিতা পুত্রে গালাগালী কেহো নাহি চিনে   মহাপ্রলয় জুদ্ধ বাজিল তিন জনে।
তবে কৌসিকবানে রাম পুরিলা সন্ধান   জিমুতের নাদ জেন করে ত গর্জ্জন।
অস্ত্র সিক্ষা জানেন রাম রনেতে পণ্ডিত   বান দেখিআ দুই ভাই পলায় তুরিত।
বানের গর্জ্জন স্থনি পলাইল উভরড়ে   পলাইয়া দুই ভাই রহিল কথো দূরে।
দুই ছাওয়াল পলাইল রাম পাইলা [২৫ক আস   ধূর্ম্ম অন্ধকার বানে ছাইল আকাস।
পৃথিবি অন্ধকার হইল রামের বানে   অন্ধকারে জুদ্ধ করিতে না পারেন দুই জনে।
কুশ বলেন লব প্রধান তুমি ভাই   সারিয়া চলিলা রাম আমা দোহাঁর ঠাঞি।
একেবারে দুই ভাই করি গিআ রন   তবে ঘরে জাইব জদি মারিতে পারি রাম।
নানা সিক্ষা দুই ভাই নানা অস্ত্র ধরে   চিকুর বান এড়িআ পৃথি আলো করে।
রামের বানে চূর্ন্ন করিআ অন্ধকার ঘুচে সন্ধান পুরিআ দুই ভাই আইল রামের কাছে।
শ্রীরামেরে ডাকিআ বলে [২৫খ দুই ভাই   কথা গেল অন্ধকার নিস্তার তোর নাঞি।
তিন জন একেবারে পুরিল সন্ধান   বানে ফুটিআ তবে পাছুআন রাম।
ক্ষেনে রাম পাছুআন ক্ষনে দুই ভাই   বানে বানে ঠেকাঠেকি ওর নাহি পাই।
কেহ কাহে জিনিতে নারে সমান তিন জন   সতের দিবস তিন বাপে পোএ রন।
দুই ভাই দুই ভিতে রাম হইলা মাঝে   অজাগর সর্প জেন দুই ভাই গর্জ্জে।
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে চারি ভিতে   কোন দিগ রাখিবেন রাম না পারেন সহিতে।
লব বান এড়িলেক নাম সর্পকলা   ধমুক বা[ন] সহিতে রামের বাঁধিআ পাড়ে গলা।
কুস বান ২৫খ] [২৬ক এড়িলেক অমজিত নাম   বুকে বান ফুটিআ পড়িলা শ্রীরাম।
ছটফট করেন রাম জখন প্রান আছে   ধাইআ দুই ভাই গেলেন রামের কাছে।
সম্বিত হারাইআ রাম হইলা অচেতন   সংগ্রামের বেশ কাড়িআ লইল দুই জন।
কর্ন্নের কুণ্ডল নিল হাথের ধমুক   বাপ মারিআ ঘরে জান দুই ভাই কৌতুক।
ছাপ্পন্ন কোটি মারিল প্রধান সেনাপতি   আঠাইস লক্ষ মারিল ময়মত্ত হাথি।
চৌরাসি লক্ষ কোটি অর্ব্বুদ তাজি ঘোড়া সত্তরি অক্ষোনি পাইক মারিল ঝাটি ঝগড়া।
এত কটক সংগ্রামে মারে দুই ভাই   বাপ মারিআ মাএর ঠাঞি জায় করিতে বড়াই।
হনুমান জাম্বুবান দুই জন অমর   দুই জন নাহি ২৬ক] [২৬খ মরে রনের ভিতর।
উঠিবারে শক্তি নাহি বানে অচেতন   সেই পথ দিয়া লব কুশের গমন।

ঘরে জাইতে দুই জন দুই ভাই দেখে   দুই জন বান্ধিআ নিল রামের ধনুকে।
লব বলে কুস বিকৃতি দুই মুখ   ইহা দেখিলে মাএর বাড়িবেক কৌতুক।
দুই জন লইয়া মায়ের কাছে জাই   হাথে গলায় দুই জনে বাঁধে দুই ভাই।
ধনুকের গুণে দুই জনে বাঁধে   সাঁঙ্গি করিআ দুই জন তুলিআ নিল কাঁদে।
এক জন বানর তার আর জন ভল্লুক   দুই জনের মুখ দেখি দুই জন কৌতুক।
সতেরো দিন নাহি জান মাএর গোচর   কাঁদিআ ত সিতাদেবি হইয়াছেন বিকল।
একদৃষ্টে চাহেন সিতা করিআ ধেয়ান   হেনকালে লব কুশ আইলা মায়ের স্থান।
দুই পুত্র না দেখিআ সিতা উত্তরোলি   লব কুস লইল মাএর পায়ের ধুলি।
জুদ্ধের কথা [২৭ক কহেন মাএর গোচর   তাহা স্তুনিঞা সিতাদেবি হইলা ফাঁফর।
সতেরো দিবস করিলাম রামের সনে রন   রাম লক্ষ্মন মারিনু ভরথ শত্রুঘ্ন।
ছাপ্পন্ন কোটি মারিলাম প্রধান সেনাপতি তিরাসি লক্ষ কোটি মারিলাম ময়মত্ত হাথি।
চৌরাসি লক্ষ কোটি ঠাট অর্ব্বুদ তাজি ঘোড়া   সত্তরী অক্ষোহিনি ঠাট জাটি ঝগড়া।
এতেক কটক মা গ মারিলুঁ দুই ভাই   আর অপুর্ব্ব কথা কহি তোমার ঠাঞি।
দুর্জ্জয় দুই জন্তু আনিআছি বাঁধিআ   দুআরে না সাভায় মা দেখ না আসিআ।
রামের গায়ের দেখ এই সংগ্রামের বেস   বাহুড়িআ তারা না গেলো নিজ দেশ।
আছাড় খাইআ পড়িলা সিতা হইআ মুশ্চিত   মা মা বলিআ কান্দে দুই ভাই নাহিক [২৭খ সম্বিত।
অনেক্ষনে সিতাদেবি হইলা সচেতন   বাপ খুড়া বধ তোরা করিলি কি কারন।
ত্রিভুবনের নাথ রাম কে মারিতে পারে   হেন দুই জম মুঞি ধরিলুঁ উদরে।
কোনখানে মারিলি চল ঝাট দেখি   পাপিষ্ট প্রান আমি এতক্ষন রাখি।
উভরড়ে ধায়েন সিতা চুল নাহি বাঁধে মায়ের পাছে ধাএ দুই ভাই মাথায় হাথে কাঁদে।
আওআসের বাহির হইল দেবি সিতা   হনুমা[ন] জাম্বুবানের দেখেন আবস্তা।
সিতাদেবি চিনিলেন পবননন্দন   রা কাড়িতে শক্তি নাই বানে অচেতন।
সিতা বলেন লব কুস পুত্র নহিলী তোরা   সত্রু হইআ জন্মিলি পুত্র নাই মোরা।
তোমারে অধিক এই বির হনুমান   এই হনুমান মোর দিল প্রান দান।
রাবন লইআ গেল সাগরের পার   হনুমান পুত্র মোর করিল উদ্ধা[র]।
দুই চক্ষুর জলে সিতার তিতিল বসন   [২৮ক দুই ভাই খসাইল দুই জনের বন্ধন।
সিতা বলেন হনুমান পবননন্দন   এক সত্য তুমি আমার করিবে পালন।
আমি প্রান দিব এখন রঘুনাথের সোকে   এ সকল কথা জেন না স্তনে রিপুলোকে।
পুত্র নহিল মোর হইল কাল জম   সহস্তে বাপ খুড়ার বধিল জিবন।

লব কুশ বলে মা ক্রন্দনে দেহ ক্ষেমা তোমার দোসে মা মজিলাম তিন জনা।
তুমি কেন না বলিলে রাম আমা সভার বাপ আপনার দোসে মা করহ সন্তাপ।
মাথায় হাথে লব কুশ করিছে ক্রন্দন মায়ের পাএ ধরিআ বলে করুন বচন।
সিতা বলে দেখাহ মোরে জাঙো প্রভুর কাছে পাপিষ্ট প্রান মোর এতক্ষন আছে।
শৃগালে কুঃকুরে পাছে ছোঞে প্রভুর অঙ্গ ঝাট আসী দেখাহ মোরে না কর বিলম্ব।
মায়ে পোয়ে তিন জনে ধাএ রড়ারড়ি চারি ভাই প্রভু [২৮খ রাম ভুমিতলে পড়ি।
ঘোড়া হাথি পড়িআছে ঠাট সত্তরি অক্ষৌহিনি রক্তের কলকলী দুরে থাকি মুনি।
গিধিনি মুগুনি পক্ষ ছাইল আকাস দেখিআ ত সিতাদেবির নাগিল তরাস।
দেখিলেন সিতাদেবি রামের মরন আছাড় খাইআ সিতা হইল অচেতন।
সংসারের সার তুমি আপনি নারায়ন কটাক্ষে জিনিতে পার এ তিন ভুবন।
পুত্র লহিল তোমার হইল দুই জম বাপ মারিআ পাড়ে খুড়া তিন জন।
লব কুশ বলে মা গ কত দেহ লাজ অগ্নি প্রবেস করিব জিবনে নাহি কাজ।
এই মহাপাতকেতে নাহিঁক নিস্তার অগ্নিতে পুড়িআ সরির অঙ্গার।
সিতা বলেন অগ্নিতে আমি করিব প্রবেস আমি মরিলে তোরা জে করিস শেষ।
তিন জন আইলেন যমুনার তিরে তিন কুণ্ড কাটিলেন [২৯ক যমুনার কুলে।
চন্দনের কাষ্ঠ দিআ জালিল আনল অগ্নি জলিআ উঠে গগনমণ্ডল।
অগ্নি প্রবেস এথা করেন তিন জন চিত্রকুটে বাল্মিক মুনি করে ত তর্পন।
চিত্রকুট পর্ব্বত সেহ যমুনার কুলে মুনি তপ করেন সেই যমুনার জলে।
এথা হইতে চিত্রকুট দুই মাসের পথ তত দুর যমুনায় বহে ত রকত।
জমুনা দেখিল মুনি সকল রক্তময় রক্তের তর্পন করেন মুনি হইলা বিস্ময়।
মুনি বলেন লব কুস পাড়িআছে প্রমাদ দেসেরে চলিলা মুনি করিআ বিসাদ।
অন্তরিক্ষগতি মুনি চলে নিজ দেসে দুই মাসের পথ গেলা চক্ষুর নিমিসে।
সকল মুনির দেশ রক্তে তোলবোল শ্রগাল কুঃকুরে লাগিআছে গণ্ডগোল।
গিধিনি সগুনি জত পৃথিবিতে বৈসে মুনির দেস ছায়া তারা করিল আকাসে।
অগ্নির কুণ্ড বনে জলে মুনি [২৯খ তাহা দেখে হেনকালে সিতা গেলা মুনির সমুখে।
মুনি বলেন সিতা মোরে কহ ত কারন এতেক প্রমাদ পাড়িআছে কোন জন।
সিতা বলেন মুখে ছিলাম তোমার প্রসাদে দেসে নাহি ছিলে তুমি পাড়িআছে প্রমাদে।
কেমনে কহিব কথা মুখে নাহিঁ আইসে বাপ খুড়া বধ করিআছে লব কুসে।
তোমার ঠাঞি ধোহাঁকার মন্ত্র অস্ত্র সিক্ষা ত্রিভুবন জুঝে জদি কার নাহিঁ রক্ষা।
আপনি গোসাঞি রাম ত্রিভুবন জিনে হেন বাপ মারিআ পাড়ে ভাই দুই জনে।

ঘোড়া হাথি মারে ঠাট সত্তরি অক্ষোহিনি   এতেক প্রমাদ তুমি কিছু না জান মুনি।
রামের মরনে আমি তেজিব জীবন   মাএ পোএ অগ্নি প্রবেস করিব তিন জন।
মুনি বলেন অগ্নিতে সিতা না কর প্রবেস   রাম লক্ষন জিআইআ পাঠাইব দেশ।
[৩০ক রাম লক্ষন পড়িআছে ভরথ সত্রুঘ্ন   সৈন্য সামন্ত আর পড়িআছে জত জন।
সকল ঠাট জিয়াইআ এখন দিব আমি   পুত্র দুই লইআ সিতা ঘরে জাহ তুমি।
সিতা বলে দেখি আগে প্রভুর জিবন   তবে মাএ পোএ ঘরে জাব তিন জন।
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িআ মুনি বসিলা ধেয়ানে   ত্রিভুবনের জত কথা ধ্যানে সকল জানে।
তপোবনে কুণ্ডে আছে মৃতুর্য্য জিবের পানি   ধ্যান করিআ জানিলা সকল মুনি।
বার বৎসরের মড়ার অস্তি জদি পায়   সেই কুণ্ডের জল দিআ তাহারে জিআয়।
মুনি বলেন আমার জুক্তি সুন সিস্যগন   ব্রহ্মমন্ত্র পড়িআ জল ছড়াও তপোবন।
ঘোড়া হাথি ঠাট পড়িআছে জত দুরে   তত দুরে জল ছড়াও যমুনার তিরে।
এক বিন্দু জলমাত্র লাগে মড়ার গায়   তখনি উঠিব ঠাট ঘুচিব সংসয়
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িআ [৩০খ এখন জল দিল মুনি তপোবনে ছড়ায় গিআ মৃর্ত্ত্যু জিবের পানি।
মৃর্ত্ত্যু জিবের পানি জখন করিল বরিষন   রাম লক্ষণ উঠিলা ভরত শক্রঘ্ন।
হাথি ঘোড়া ঠাট সত্তরি অক্ষোহিনি   কটকের মহারোল কাঁপে ত মেদনি।
ছাপ্পন্ন কোটি উঠিল প্রধান সেনাপতি   তিরাসি লক্ষ কোটি উঠিল ময়মত্ত হাথি।
চৌরাসি লক্ষ কোটি অর্ব্বুদ উঠিল তাজি ঘোড়া   সত্তরি অক্ষৌহিনি পাইক উঠিল ঝাটি ঝগড়া।
উঠিল সকল ঠাট মহাগণ্ডগোল   মুনি বলেন সুন সিতা কটকের রোল।
রাম লক্ষণ ভরথ সক্রুঘ্ন বির   সেই ধনুক সেই বেস সেই ত সরির।
সিতাদেবি দেখিল রামের চন্দ্রবদন   ভরথ লক্ষন আর দেখি সক্রুঘ্ন।
মুনি বলেন সিতা আমি এক জুক্তি বলি   দুই পুত্র তুমি লইয়া জাহ অন্তঃপুরি।
[৩১ক বাপে পোএ সিতা জেন এথায় দেখা লয়   দেসে লই আমি করাইব পরিচয়।
লব কুশ সিতা মুনিরে নমস্করি   লুকাইআ তিন জন গেল অন্তঃপুরি।
শ্রীরাম লক্ষন আর ভর[ত] শক্রঘ্নন   চারি ভাই বন্দিলা গিআ মুনির চরন।
মরিআ জিলাম মুনি তোমার প্রসাদে কথার ছাওআল গোসাঞি পড়িআছিল প্রমাদে।
মুনি বলেন রাম আমী না ছিলাম দেশে কথার দুই ছাওআল আমি না জানি বিশেষ।
ঘোড়া লইআ রাম তুমি জাহ জজ্ঞকাজে সেই দুই ছাওআল আমি লইআ জাব পাছে।
এথা দুই ছাওআলের না পাব দরসন   দেসে লইআ আমি করাব সম্ভাসন।
জজ্ঞে পূর্ন্না দেহ গিআ হইআছে শেষ   সৈন্য সামন্ত লইআ রাম আইলা দেস।
এত দুরে জমুনি ভারথ অবসান   কেশব মিত্র রচিল গাত অপূর্ব্ব নির্ম্মান ॥ ৩১ক]···

৯৪ রামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ)

কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ১১০৭ ; পত্র ২৭ ; অখণ্ডিত ; চিত্রিত ; আকার ১১"×৫"।

[[১খ শ্রীশ্রীহরিঃ।

রাম রাজা রাজা রাঘব রাম   রাজিবলোচন অনুপাম য়হে রাম।
রাবন প[ড়িল] জেন যুমেরূপর্ব্বত   বানে খণ্ড খণ্ড গায় পড়িছে রকত।
রাবনের মুখ হেরি ধান্মিক [বিভি]সন   বিনাঞিঞা বিনাঞিঞা করেন ক্রন্দন।
মহাবির ভাই তুমি রনের পণ্ডিত   হেন ভাই [ভুমে] লোটায় নহে ত উচিত।
অনাগত জত বলি যুন বিদ্যমান   মন্ত্রিগনে তোরে দা[দা] বুঝাইল আন।
সিতাদেবির তরে তোমায় বুঝাইলাম বিস্তর   আমারে মারি[লে] লাথি সভার ভিতর।
রাম বলেন মিতা তুমি বিচারে পণ্ডিত   সভা লাগি কান্দ তুমি নহে ত উচিত।
জখন বুঝাইলে তুমি বিবিধ বিধানে   তোমার বচন তখন না যুনিল কানে।১খ]]
[২ক তিন দিনের উপবাসি মনিল চাঁদমুখ···
নদিকুলে তরুমুলে বৈস রাম তুমি   ফল মুল খুজিয়া তুলিয়া আনি আমি।
রাম বলেন ভাই লক্ষন বৈস মোর কাছে   সিত্যার সঙ্গে খুধা ত্রিষ্টা সকলি গিয়াছে।
আর না বাঁচিবে প্রান জানুকি বিহনে   প্রানের সিত্যা না পাইলে কি কাজ জিবনে।
লক্ষন বলেন যুন রাজিবলোচন   কালি আমি করিব গিয়া সিত্যার অন্যাসন।
অবলি সাধিব জদি না পাই জানুকি   তোমার নফর নাম লক্ষন ধানুকি।
আজি আনি ফল মুল করিতে ভক্ষন   নিরাহারে দুঃখ [কেন] [২খ পাব অকারন।
রাম বলেন জাবে ভাই ফল মুল আনিতে মোর ইষ্ট [বন্ধু] নাই তোমার পাঠাইতে দিতে।
তবে জদি প্রান লক্ষন জাবে তুমি ভাই   ···নিকটে থাকিয় অতি দুরে জাইও নাই।
জে আজ্ঞা বলিয়া বির চলিল লক্ষন   ফল মুল অন্যাসনে বোন উপবোন।
গেলেন অনেক দুর ধনুক বান হাথে   ঠাঞি ঠাঞি ফল জতো দেখে ডাল পাতে।
গাছের ফল দেখিয়া পাড়িতে জদি যায়   লক্ষন দেখিয়া ফল সকলি লুকায়।
তা দেখিয়া লক্ষন ভাবেন মনে মন   বুঝিতে না পারি কিছু দৈবের কারন। ২খ]
[৩ক তিন দিনের উপবাসি দাদা রাম আছে   কি বলিয়া আমি গিয়া কব তার কাছে।
তথায় না পায়্যা বির চলিল লক্ষন   এড়াইয়া গেল পথ দ্বাদস জোজন।
জেই গাছে দেখে ফল সেই গাছে চড়ে   দৈবদৈসে কাছের ফল আকস্মাৎ উড়ে।
লক্ষন বলেন বিধি হইল বিমুখ   লক্ষি ছাড়্যা গেল সিত্যা পাই এত দুঃখ।

লক্ষি আমার সিত্যা মাতা ছাড়িয়া গেল বোনে   অনাথা করিয়া গেল ভাই দুই জনে।
কহিতে কহিতে দুটি আখি ছল ছল   কি বলে বলিব রামে গাছে নাই ফল।
তবে লক্ষন পুনর্ব্বার তথা হইতে গিয়া   আর এক জোজন পথ গেল এড়াইয়া।
সমুখে দেখি ৩ক] [৩খ তে পাইল সিবের মধুবোন রামায়নে রামনিলা কবিচন্দ্রে গান ॥

মহেসের মধুবোন সুখদ কানন   দুরে থাকি দেখিবারে পাইল লক্ষন।
ফল ফুলে তরুমূলে অতি মনহর   নানা জাতি বিক্ষ সোভা করে নিরান্তর।
কদলি গোবাক নারিকেল বিম্ব তাল   জামির নারেঙ্গা টাবা বাতাবি রসাল।
অম্ব্র জাম শ্রীফল কদম্ব পিয়ারা   রঙ্গল তামাল তালফল মনহরা।
সিরিসি খিরিসি আর বদরিক ক্ষার   অস্বথ তুলসি জাতি কদম্ব খাজুর।
সাল পিয়াসাল নিম্ব বদরি বিস্তর   দেখি হরসিত হইল লক্ষন ঠাকুর।
কামরাঙ্গা কাকু ৩খ] [৪ক ড়ি কদম্ব আনারস   সুপক্ক পলাস সষা অনেক পৌরস।
নানা বন্নের ফল মধুর জার রস   দেখিয়া লক্ষন বির হইল হরস।
নানা বিক্ষ নানা ফল সোভে নানা মত   নানা বন্নের পুস্প কত দেখি বিকসিত
কেতুকি কাঞ্চন কিয়া কুঞ্জ পলাস   করুবি কনকচাঁপা গুলঞ্চ বিলাস।
বাকস বাকসি নানা ধুতুরা অতিশয়   নানা জাতি পুস্প কত বন্ননা না জায়।
মল্লিক্য মাধবিলতা মালতি বকুল   ঝাটি বক মউর দনা মন্দার পারুল।
সেয়তি গুলান আর পুন্ন নাগেস্বর ৪ক] [৪খ বকুল রাতুল জবা পুস্প মনহর।
রজনিগন্ধা নীরমল সতদল মল্লিক্যা   জাতি যুতি নানা পুস্প কত দিব লেখা।
সুখদ কাননে নানা পক্ষের নিনাদ   নব নব পক্ষগন করিছে আহ্লাদ।
সুখদ কাননে কত পক্ষে করে লিলা   উস্‌চস্বরে গান করে প্রেমে হইয়া ভোলা।
মউরা মউরি নাচে পেখম ধরিয়া   সারি সুখ গান করে পুলকিত হয়্যা।
উড়ে বৈসে খঞ্জন খঞ্জনি ঘন নাচে   ডাহুকি ডাহুকা টীয়া ডাকে তার কাছে।
টৈসকনা বালিহাস সারালি ৪খ] [৫ক সিতাল দলপিপি কামিহংস ডাকে সুরসাল।
কাক কুকিল ডাকয়ে করয়ে তিথির   দয়াল পাবদা ছিল ডাকয়ে মিহির।
ধনাবেসে উড়ে পোড়ে ব্যালিষ বাজনা   নানা জাতি পক্ষনাদ কে করে গননা।
অনেক বিস্তার সেই সুখদ কানন   চারিদিগে নিরক্ষিলা ঠাকুর লক্ষন।
সুপক্ক সুন্দর ফল সুন্দর সুসা ৫ক] [৫খ দ   না জানে লক্ষন বির ঘটিবে প্রমাদ।
চৌখ অস্ত্র দিয়া ডাল কাটে প্রতি গাছে   ঠাঞি ঠাঞি জড় করি আড়ালে রাখেছে।
বাগানে রক্ষক আছে পবননন্দন   মরকটের বেসে রঙ্গ দেখে অনুক্ষন।

ডাল কাটে লক্ষন নির্ভয় হইয়া মোনে হেনকালে হনুমান গেল সেইখানে।
ড্যাক্যা বলে হনুমান কে রে সিবের বাগানে [৬ক না কহিয়া না মাগিয়া ডাল কাট কেনে।
মরিতে বাসনা করি আসিয়াছ জদি আমার সঙ্গে দেখাআ তোরে বাম বিধি।
সিবের বাগানে আমি থাকি আগুলিয়া কি সাহসে গাছ কাট আজ্ঞা না পায়্যা।
জটাধারি বেটা দেখ ডর নাই বুকে সিবের সকল ফল লয়্যা দিবে কাকে।
বানরের কথা সুনি জিজ্ঞাসে লক্ষ্যন ৬ক] [৬খ রামায়নে রামনিলা কবিচন্দ্রে গান ॥

লক্ষ্যন বলেন সুন পাপিষ্ট বানর এত ফল কার জন্নে রাখিয়াছেন হর।
তোর সিব সদা ধ্যান করিছে জাহারে আমি ফল লয়্যা দিব সেই জনার তরে।
হনু বলে মোর সিব সুখের ইস্বর জত দেবতার গুরু মোর দিগাম্বর।
সদাসিবের ধ্যান করে সুরাসুর নরে তৈলক্ষইস্বর হইয়া ৬খ] [৭ক ভজিবেন কারে।
আমার কাছে প্রতরানা কর জটাধারি কে রাখিব আমি তোরে জদি প্রানে মারি।
লক্ষ্মণ বলেন বানর বেটা বোনের পসু হয়্যা আমারে মারিতে চাহ সাহস করিয়া।
কম্পমান হৈল সুনি সুমিত্রানন্দন ধনুকেতে গুন দিয়া করিছেন গঞ্জন।
ঘোরতর সব্দ হৈল দুরন্ত উৎপাত টংকারে গগনে জেন ৭ক] [৭খ হৈল বজ্রাঘাত।
হনু বলে তপস্বি দেখাসি বিরপোনা আমার ঠাঁঞি বেঁচ্যা জাহ তবে জাবে জানা।
এত বলি মহাবির কায় বাড়ে কোপে দম্ফ করি হইল বির লক্ষন সমিপে।
কোপেতে ধনুকে বান যুড়িল লক্ষ্যন তা দেখিয়া কোপে বির পবননন্দন।
এক লাফে গেল বির আকাশমণ্ডলে লক্ষ্যনের বানে হনু হাথে [রূ]খ ফেলে। ৭খ]
[৮ক বান ফেলে দিয়া বির পর্ব্বত তুলিয়া লক্ষ্যনের গায়ে ফেলে আকাড়ি করিয়া।
পব্বত দেখিয়া বির কোপে কম্পবান ধনুকে যুড়িল তবে কিটকিসি বান।
আকন্ন পুরিয়া বান ছাড়িল লক্ষ্যন বানেতে পর্ব্বত চুন্ন করিল তখন।
কোপে হনুমান ড্যাক্যা কহিছে লক্ষ্যনে অবস্য মারিব তোরে পব্বত চাপানে।
এত বলি হনুমান ফেলে আর বার তুলিল পব্বত একা ৮ক] [৮খ পব্বত বিস্তর।
দুই জোজন পব্বত হেলায় তুলে মাথে চল্লিস জোজন দুটা নিল দুই হাথে।
বত্তিব জোজন একটি পব্বত দেখিয়া তুলে নিল জাবার কালে লেঙ্গুরে বান্ধিয়া।
লক্ষ্যন বলেন বেটা বড় তেজমন্ত এক কালে তুলিয়াছে চারিটী পব্বত।
দুরে হইতে ড্যাক্যা বলে পবননন্দন এবার মারিব তোরে তপস্বি লক্ষ্যন।
এত বলি হাথে হইতে পব্বত ফেলিল ৮খ] [৯ক দুই বানে দুই পব্বত লক্ষ্যন কাটিল।

হনুমানের কোপে দেখে লক্ষ্যনের বল   এইবার তপস্বি তুঞি জাবি রসাতল।
দুই জোজন পব্বত ফেলিয়া হনু মারে   নিসব্দে পব্বত পড়ে লক্ষ্যন উপরে।
পর্ব্বত চাপানে বির তেজিলা জিবন   এত দুঃখ হৈল বোনে দৈবের কারনে।
হেথা রাম লক্ষ্মনের বিলম্ব দেখিয়া   সাত পাঁচ ভাবে মোনে চারি পানে চায়্যা।
আসি বল্যা গেল লক্ষ্যন ফল আনি[বারে] [৯খ এত্তেক বিলম্ব হইল গেল কোথাকারে।
ছটপট করে প্রান ভাই গেল কোথা   দুঃখের উপরে দুঃখ বুঝি দিল ধাতা।
সিত্যা হারাইলাম আমি রহিলাম একা   কোথা গেলে ভাই লক্ষ্যন মোরে দেহ দেখা।
বুঝি ভাই ছাড়্যা গেল অজোধ্যা নগরে   একেলা কেমনে রব কানন ভিতরে।
কোথা ভ্যয়ের দেখা পাব ভাবে রঘুপতি   লক্ষ্মন বিনে কে করিবে সিত্যার নিস্কতি।
হায় লক্ষ্মন কো [১০ক থা গেলে পেলিয়্যা পাথারে   তোরে না দেখিয়া মোর
দুটি আখি ঝুরে।
দেশে হইতে সিতার সঙ্গে আইলাম তিন জনে   একলা রহিলাম আমি কিসের কারনে।
সিত্যাকে লইল চোরে ভাই ছাড়্যা গেলে   দুহাকার সোকে আমি ঝাপ দিব জলে।
একবার খুজে জদি নাগাল নাহি পাব   নিশ্চয় কহিলাম তবে প্রান তেয়াগিব।
ইহা বলি রঘুনাথ কান্দিতে কান্দিতে   লক্ষ্মন খুজিতে জান [১০খ ধনুক বান হাথে।
লতা পাতা গাছ রাম দেখে উকি দিয়া   কাতর হইয়া ডাকেন লক্ষন বলিয়া।
আর কত দুরে রাম দেখিয়া সিলারে   এ পথে দেখাছ আমার জাইতে লক্ষ্মনেরে।
ভার্গ্যমার্ন্য কহে রামে কৃতাঞ্জলি হইয়া   একটি জটাধারি গেছে ঐই পথ দিয়া।
রামায়নে রামনিলা কবিচন্দ্রে বলে   সুনিলে রামের নাম তরে অবহেলে॥

লক্ষ্মনের উপদেশ পায়্যা রঘুমনি ১০খ] [১১ক লক্ষ্মনের পায়ের চিহ্ন দেখিল তখনী।
এই পথে গেছে ভাই প্রানের দোসর   চিহ্ন অনুসারে জান খুজ্যা রঘুবর।
কত দুরে গিয়া রাম কমলনয়ান   সমুখে দেখিতে পাইল সিবের বাগান।
নানা পুষ্প বিকসিত জত বিলক্ষন   সেই বোনে প্রবেসিলা রাজিবলোচন।
কত দুরে রামচন্দ্র দেখিল চাহিয়া   লক্ষ্মন কেটেছ্যা ডাল রহিছে পড়িয়া।
সুপক্ক সুন্দর ফল ঠাই ঠাই আছে এ সকল রাখ্যাছে আ [১১খ মার ভাই কোথা গেছে।
কেহ নাই সুধাইতে সুধাইব কারে   লক্ষ্মন বলিয়া রাম ডাকে উস্চস্বরে।
ডাকিল অনে[ক] রাম না পায়্যা উত্তর   আকুল হইয়া খুজে কাননভিতর।
সোকেতে আকুল রাম ভাসে অশ্রুজলে   বলহিন হইয়া হাথ দিল বিক্ষডালে।
ডালে হাথ দিতে হনু বলে ডাক দিয়া   আর বার আইলী বেটা মরিবার লাগিয়া।

তোর পারা এক বেটা জটাধারি আইল   ডাল পাল ফল মুল লণ্ড [১২ক ভণ্ড কৈল।
তার মত দেখি তোরে ভাঙ্গ বুঝি ডাল   তবে জটাধারি তোর পুন্ন হইল কাল।
বানরের বোল ষুনে রামের অঙ্গ জলে   বনের পষু হইয়া বেটা দুষ্ট ভাষা বলে।
কহিতে কহিতে ক্রোধ নিবারিলা রাম   হনুমানকে ষুধাইতেছেন দুর্ব্বাদলশ্যাম।
আমার পারা জটাধারি দেখেছিলে বোনে   সর্ত্ত করি বল সে জন গেল কোনখানে।
হনু বলে আমার সনে কৈল অহংকার [১২খ পর্ব্বত চাপানে প্রান ম্যার্য্যাছি তাহার।
এই দেখ জটাধারি মারিয়াছি তাকে   ডাল পর্ব্বত চাপা দিয়া বধিচি তার বুকে।
ইহা ষুনি ভাবে মোনে কমললোচন   হায় বুঝি হারাইলাম প্রানের লক্ষ্মর্ন।
এক ঠাঞি গুন ভায়্যার য়ার ঠাঞি ধনুক   লক্ষ্মর্ন বিহনে আমার বিদরএ বুক।
কি কাজ করিলি বেটা মরকট বানর   এখনি করিব তোরে ভায়্যার দোসর।
রাম বলে বানর বেটা ১২খ] [১৩ক বড় অহংঙ্কার   পষু হইয়া গালাগলি করে বারেবার।
এক বানে পাঠাইব জমের লগর   এত বলি বান এড়েন জগতইস্বর।
বানের সব্দে স্বর্গ রসাতল কাপে   বির হনুমান তারে দুই হাথে লোফে।
রামের বান ফেল্যা দিয়া পবনকোঙর   রামের গায় ফেল্যা মারে গাছ পাথর।
হুহুকার সব্দে দেবতা কাঁপে ডরে   নানা জাতি পর্ব্বত পাথর ফেল্যা মারে।
অস্থির হইলা রাম হনুমা ১৩ক] [১৩খ নের বানে   পানির পসলা জেন বরিসে গগনে।
ঝ[াটি করি] পাথর ফেলিছে রামের গায়   হনুমানের তরে রাম চিন্তেন উপায়।
সাতবাহু নামে বান যুড়িলা ধনুকে   ঘোর শব্দে পড়ে বান হনুমানের বুকে।
বান খেয়্যা হনুমান তেজিল জিবন   দেখি ষুখি হইলা রাম কমললোচন।
রামায়নে রামনিলা কবিচন্দ্রে গায়   রাম রাম বল ভাই পাপ দুরে জায়॥ ১৩খ]

[১৪ক [হনু]মান মৈল জদি শ্রীরামের বানে   প[ব]ন কহিতে জান সিবের সদনে।
কৈলাসপর্ব্বতে পর্ব্বতি সঙ্গে হর   নন্দি ভ্রিঙ্গি আদি আর গুহ লম্বোদর।
কৌতুকে হইয়াছে বড় কৈলাসভুবনে   হর গৌরী বসি পাসা খেলে দুই জনে।
পাষায় হারেন হর জীনে ভগবতি   পাটি হাতে ভাবনা করে পষুপতি।
হেনকালে দুরে থাকি পবন কহিল আজি ১৪ক] [১৪খ কার রনে মোর হনুমান মৈল।
কোথাকার আইল তপুসী জটাধারি   বাগান লুটিল বাছা হনুমানে মারি।
তোমার কাছে হনুমানের এই দসা হইল   পরান ধরিতে নারি বাছা মোর মরিল।
ত্রিভুবোন জিনিতে পারে বাছা হনুমান   তপসীর হাথে বাছা তেজিল জিবন।
হনুমান মৈল ষুনি কোপে পষুপতি   নানা অস্ত্র লইয়া হর ধায় সিঘ্রগতি।

ত্রিসুল ডম্বুর সি ১৪খ] [১৫ক ঙ্গা ধরে সুলপানি   মার মার সব্দ করি ধাইল [আপ]ন।
আমার লস্কর হনু তারে মারে কে   স্বিব বলে আমার হাথে মরিবেক সে।
এত বলি মহাবেগে ধায় সুলধারি   কৈলাষ ছড়িয়া জায় মার [মার] করি।
লাফেতে ধরনী কাপে কাঁপে রসাতল   সিবের কোপ দেখ্যা কাঁপে দেবতা সকল।
অভেদ ঐ সিব রাম ভেদ নাই কিছু ১৫ক] [১৫খ না জানিয়া যুর্দ্ধ করিবারে জান বিভু।
হরি হরে যুদ্ধ হবে কেমন প্রকারে   ব্রহ্মাআদি সাজিল সভে জুদ্ধ দেখিবারে।
তেত্তিষ কোটি দেবতা সাজিলেন সভে   কেমন প্রকারে হরি হরে জুদ্ধ হবে।
অতি কোপে বেগে জান দেব ত্রিলোচন   এক পদ রাখেন সিব দ্বাদস জোজন।
চক্ষুর নিমেসে প্রেবেসিলা সেই বোনে   সুন্যপথে আকাসের ছিল দেবগনে।
ম[হা স]ন্দে প্রে ১৫খ][১৬ক বেসিলা বোনমাঝে বেস্ত হইয়া বিস্বনাথ হনুমানে [খুজে]।
দুরে দেখে হনু রয়্যাছে পড়িয়া   সিগ্র নিল গিয়া সিব কোলেতে করিয়া।
দুই হাথে ধর্য়া বান টানিয়া ফেলিল   মীত্ত্বুসঞ্চারীনী মন্ত্রে হনুরে জিয়াইল।
প্রান পাইল হনুমান সিবের পরসে   কে তোরে মারিল বলি মহেস জিজ্ঞাসে।
হনু বলে এক জটাধারি আইল বোনে   ডাল পাল কাটিয়া রাখ্যাছে স্থানে স্থানে।
পব্বত চা [১৬খ পানে দিয়া রাখিয়াছি তাকে   আর এক জটাধারি মারিল আমাকে।
সিব বলে সে জটাধারি সে গেল কোনখানে   দেখা পালে এখনি বধিব তার প্রানে।
এহা কৈয়া কোপ হয়া চলিলেন হর   কত দুরে বোনমাঝে দেখে রঘুবর।
দুব্বাদলশ্যাম মুত্তি অতি অনু[পা]ম   লক্ষনের সোকেতে কাতর বড় রাম।
হেনকালে সিব বলে কে রে জটাধারি হনুমানে মারে তোর বাড়্যাছে [চাতুরি]।১৬খ]
[১৭ক আমার বাগানে আইস বুকে নাই ডর   এক বানে এখনি পাঠাব [জমের ঘ]র।
মনিস্য পাসণ্ড বেটা তপুসির বেসে   কাট্যাছে গাছের ডাল মরিবার আসে।
রাম বলে কে রে বেটা করিস গালাগালি   মরিবার আসেতে আমার কাছে আলি।
স্বপ হয়্যা দর্প কর গড়ুরের কাছে   সিংহের কাছেতে কোথা সাদুল ব্যাঁচেছে।
এত বলি বান এড়েন [ত্রিলো]চন   [সদাসি]ব বান এড়েন রামের কারন।
বানে বানে ১৭ক] [১৭খ...   সিবের বান পড়িছে আগে রামের চর[নে]।
রামের বান পড়ে তবে সদাসিবের পায়   দুই ঠাঞি দুহার বান গড়াগড়ি যায়।
তবে বান মারে সিব মেঘমালা বল্যা   বাউবানে রাম তারে দুরে দিল ফেল্যা।
পুনু বান মারেন সিব নাম সবিধর   সোসকবানেতে সংহারিলা রঘুবর।
নাগবান রাম পাঠাইলা সুলপানি   গড়ুরবানেতে ফিরাইলা [রঘুমনি]। ১৭খ]
[১৮ক জতো বান মারেন সিব রামকে চাহিয়া   রঘুনাথ কাটে বান নিজ অস্ত্র দিয়া।

বানে বানে দুই জনে সমরে ঠেলাঠেলি   দুই জনে বান মারিছে আথালি পাথালি।
বানে বানে দুই জনে রুধিরে জজ্জ[র]   মহাকোপে কাঁপিছে দুহার কলেবর।
সিবে[র] দুজ্জোয় বান রামের অঙ্গ ফুটে   জবাফুল জিনি অঙ্গে রক্তবিন্দু উঠে।
সিবের [ল]লাটে বাজে রঘুনাথের বান   বুকে মুখে রুধিরের [বহিছে উ] ১৮ক] জান।
সন্ধান পুরিয়া বির রামকে মারিতে   মহাকোপবান হয়্যা যুল নিল হাথে।
তাহা দেখি ক্রোধ হইল রামের অন্তরে   চক্র ধরিলেন রাম মারিতে সিবেরে।
দুই জনে দুই অস্ত্র ধরিলেন হাথে   যুদ্ধপথে দেবগন নাগিল কাপিতে।
অবথ দুহার বান দুই জনে মারিব   হরি হর দুহে মৈলে স্রিষ্টিনাস হব।
কি হৈল কি হবে বলিয়া কাপে দেবগন   [১৯ক ব্রহ্মারে ডাকিয়া কহেন সহস্রলোচন।
তুমি যুর্দ্ধ নিবারন কর দুহাকার   ব্রহ্মা বলেন এই কার্য্য অসার্ধ্য আমার।
ইন্দ্র বলে গেল তবে সংসারবাসনা   দুহাকার ক্রোধ নিবারিব কোন জনা।
বিচারিয়া ব্রহ্মা কহে যুন ভদ্রপানী   যুর্দ্ধভঙ্গ হয় জদি আইসেন ভবানী।
ইন্দ্র আদি দেবগন ১৯ক] [১৯খ কহেন ব্রহ্মারে   নারদ পাঠায়্যা দেহ চণ্ডির গোচরে।
কবিচন্দ্র কহে যুন্যা চলিলা নারদ   কান্দে বিনা মুখ গায় রাম রাম পদ ॥

অতি সিগ্র গেলা মনি কৈলাসসদনে   প্রনাম করিয়া খিসি কহে স্ব[ক]রুনে।
ছিষ্টি রক্ষ্যা হেতু মোরে পাঠাইল দেবতা   চক্ষু সে দেখিবে চল মামার বিধাতা।
বিষ্টু চক্রে কাটা জান ঝাট চল তুমি   কহিতে বিলম্ব হয় দেখিবে [২০ক গিয়া মামি।
রাম ধর্য্যাছেন চক্র যুল ধর্য্যাছেন মামা   দেবতার সাধ্য নহে যুর্দ্ধে দিতে খেমা।
জোগমায়া বলে বাছা ছিলাম জোগধ্যানে   নানাময় অমঙ্গল দেখিল নয়ানে।
কহিতে কহিতে চণ্ডি অতি বেগে ধায়   চক্ষুর নিমিসে গিয়া রনভূমি পায়।
দুই অস্ত্র দুহাকার করেতে ধরিয়া   মহাসব্দ কর্য্যা মর্ধ্যে দাণ্ডাইল গিয়া।
মুক্তকেসি মর্ধ্য [২০খ খানে দাণ্ডাইল ভবানী   কেহ কারে দেখিবারে না পায় ঐমনি।
দুহাকার হাথে বান ধরিয়া দুই জনে   ছাড়িবারে না পারে নারিবধের কারনে।
পাছে নারি বধ হয় হবে মহাপাপ   ছাড়িতে না পারে বান করে মনস্তাপ।
হেথা হর রনমাঝে দেখিয়া চণ্ডিরে   কোপে কটুবানি সিব কহিছেন তারে।
তোর পাকে দেবলোকে বসিতে মোর লাজ   তোর রঙ্গ দেখি হাসে [২১ক দেবতাসমাজ।
রন পাইলে এলুচুলে সদা বুলে ধায়্যা   কোথায় এমন করে দেবতার মায়্যা।
তোর সম নিলজ্জিত নাহি ভূমণ্ডলে   কোন লাজে সমরে দাণ্ডালি এলচুলে।
চণ্ডি বলে স্বদাসিব কি বলিব আমী   কোন লাজে কার সঙ্গে যুর্দ্ধ কর তুমি।

ভাঙ্গে ভুলে ভোলানাথ নাহি তব জ্ঞান   কার তরে যুল ধর্য়াছ ত্রিলয়ান ।
জে রামের গুন প [২১খ ঞ্চমুখে তুমি গায়   জে রামের নাম লয়্যা ভিক্ষ্যা মেগে খায় ।
জন্ম মৃর্ত্ত জরা কৈলে জে রামের নামে   ভুলিয়া আস্যাছো হর রামের সংগ্রামে ।
সিব কহেন রাম আমার অজোধ্যানিবাসি   তিনি কেন হবেন দুর্গা বোনের তর্পস্বি ।
তার পাদপদ্দ আমী ধিয়াই নিরান্তর   জে রামের নাম লয়া হয়্যাছি অমর ।
সে রাম আমার কেনে আসি [২২ক বেন বোনে   তোমার কথা ভগবতি
না লয় মোর মনে

দুর্গা বলে মনে না লয় দেব ত্রিলোচন   আখি মুদি রামচন্দ্র করহ স্বঙরন ।
ভগবতি বাক্য হরি মুদিল নয়ান   জোগেতে রামের নাম করিছ ধেয়ান ।
পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম জপে বারে বারে   দুর্ব্বাদলস্যামমুক্তি দেখিল অন্তরে ।
জটাবাকলধারি রাম মুক্তি মনহর   [২২খ দেখিয়া বিস্বয় হইলা দেব মহেস্বর ।
ধ্যান ভঙ্গ হয়্যা পড়ে রামের চরনে   না জানিয়া যুর্দ্ধ রাম করিলা মোর সনে ।
সিব পড়ে রামের পায় সিবের পায় রাম   কোলাকুলি দুই জনে করিলা প্রণাম ।
স্বদাসিব কহে রামে কহ স্বমাচার   বোনে আগমন কেনে এ বেস তোমার ।
রাম কহেন সে সকল পশ্চাতে যুনিব   আমার প্রানের [২৩ক লক্ষন কেমনে বাঁচিবো ।
লক্ষন লাগিয়া প্রান কান্দে কান্দে উঠে   লক্ষনেরে না দেখিয়া মোর বুক ফাটে ।
এত বলি কান্দেন রাম কমললোচন   আমি জিয়াইয়া দেব ঠাকুর লক্ষ র্ন ।
এত বলি সভে মেলি গেলা সেইখানে   লক্ষন পড়্যাছে জথা পব্বত চাপানে ।
সিব বলে আগে আইস বির অনুমান   তুল্যা ধর একবার এই পব্বতখান ।
জে আজ্ঞা বলিয়া বির পব্বত তুলিল   [২৩খ জেইখানে পব্বত ছিল সেইখানে রাখিল ।
লক্ষন তুলিলা রাম কর্যা হায় হায়   কেমনে বাচিবে ভাই কি হবে উপায় ।
স্বদাসিব কহেন আমার কোলে দেহ   এখনি বাঁচিবে বির না করিহ মোহ ।
অন্ত্যাসক্তি কহেন সিব কোলে করি আমী   জল আন্য লক্ষনের মুখে দেহ তুমি ।
দুগম কানন বোনে জল পাব কোথা   সদাসিব ভাবেন মনে [২৪ক হয়্যা হেটমাথা ।
দুর্গা বলে ভাব কেনে দেব যুলপানি   জটার ভিতরে তোমার আছে মন্দাকিনি ।
মৃতুসঞ্চারিনি পড়ি মুখে জল দিল   রাম রাম বল্যা প্রানের লক্ষন বাঁচিল ।
রামায়নে রামনিলা কবিচন্দ্রে বলে   যুনিলে রামের নাম তরায় অবহেলে ॥

লক্ষন পাইল প্রান দেখি দেবগন   গলা ধরাধরি করে ভাই দুই জন ।২৪ক]
[২৪খ সিব দুর্গা হরসিত আর হনুমান   সভে যুখি হইল লক্ষন পাইল প্রানদান ।

সিব কহে ওহে প্রভু কমলনয়ান অজোধ্য ছাড়িয়া [কেন] বোনেতে গমন।
রাম কহেন রাজপাট ভরথেরে দিয়া বোনবাসে আইলাম বাপের আজ্ঞা পায়্যা।
সত্যবোন্দি হয়্যা পিতা মোরে দিলা বোনে আমার সোকেতে পিতা তেজিল জিবনে।
[২৫ক কহিতে পরান ফাটে সে সকল কথা সোকে প্রান বাঁচে নাই চোরে নিল সিতা।
সিত্যা বিনে দুই ভাই ফিরি বোনে বোনে তনু সেষ হৈল মোর সিত্যার বিহনে।
লক্ষিরূপ সিত্যা মোর কে করিল চুরি সিত্যার বিহনে প্রান ধরিতে না পারি।
দুই ভাই বিনে আর নাহিক দোস্বর সিত্যা খুজ্যো বোনে বোনে [ভ্রমি] নিরান্তর।
ভাবিতে সি[তার কারন তনু হই]ল ২৫ক] সেষ হেন জন নাহি করে সিত্যার [উদ্দেস]।
[তুমি] কর উপগার দেব ত্রিলোচন আমার সঙ্গে দেহ এই পব[ন]নন্দন।
হনুমান বিনে বির নাহি দেখি আর হনুমান হইলে হবে সিত্যার উর্দ্দার।
রামের করুনাবানী যুনি যুলপানী হনুমানে স্বদাসিব কহিলা তখনী।
যুন বাছা হনুমান পবনকুমার এই রামচন্দ্র হন অবিষ্ট ২৫খ] [২৬ক আমার।
ইহারে জপিয়া আমী হয়্যাছী অমর এই রামের পদ আমী ভজি নিরান্তর।
এই পুন্ন ব্রম্মময় গোলকের পতি অনাথবান্ধব রাম অধমের গতি।
তুমি জাহ হনুমান রামের সংহতি তোমা হইতে হবে বাছা সিত্যার নিস্কতি।
জে আজ্ঞা করেন রাম সেই বাক্য ধর প্রানপোনে রামের কার্য্য হনুমান কর।
এত বলি হনুমানে স্বদাসিব লয়্যা শ্রীরামের ২৬ক] [২৬খ পাদপর্দ্দো দিল সমর্পিয়া।
হনুমান প্রনমিল রামের চবনে আইস বলি কোলে নিলা রাজিবলোচনে।
সিরে হাথ দিয়া করেন আসিব্বাদ তোমা হইতে ঘুচিবেক আমার প্রমাদ।
পনুপনু প্রনাম করিছে বির হনু তব পাদপদ্মো আমী বেচিলাম তনু।
পুনুব্বার লক্ষনের পায় পড়ে লোটাইয়া আসিব্বাদ করে লক্ষন সিরে হাথ দিয়া ২৬খ]।
[২৭ক সকল দুঃখ পাসরিনু পায়্যা হনুমানে সিবের কাছে বিদায় হইলা তিন জনে।
আজ্ঞাকারি হইল হনু রামের সঙ্গে জায় পম্পানদির কুলে রাম তিন জন দাণ্ডায়।
তরুমুলে বসতি করিলা তিন জন কালি হবে হনুমানের মন্ত্র গুহন।
রামায়নে রামনিলা কবিচন্দ্রে গায় পুন্ন করি হরি বল অধ্যা হইল সায়।
এই পুস্তক যুনে জে বা করে অনাদর [২৭খ তাহার নিস্কতি নাহি সংসার ভিতর॥

শ্রীসিবরামের যুর্দ্দ সমাপ্তা—ইতি সন ১২২৮ সাল—তাং—২ ভাদ্র—রোজ—• ব্রহস্পতিবার—স[াং] রামকৃষ্ণপুর : বেলা দুই পোহর তিনটা বাজ গিয়া : ॥— শ্রীদুর্গা··· ২৭খ]

৯৫ রামায়ণ

দ্বিজ লক্ষ্মণ

পুঁথিসংখ্যা ১২০৫ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৪২"×৫"।

[৭ক শ্রীকৃষ্ণ—

…হনুমান জোধা পাকাফল শ্রীখণ্ড জল নিবর্তিল খুধা।
য়োধা পুভূ পব্বত চাপেনে কথখনে সম্বিত পাইলা রাম আছিলা অজ্ঞানে।
পদাঘাতে পর্ব্বত পেলিয়া দিল দুরে গজ্জিয়া দুজ্জয় গাণ্ডী ধরিলেন করে।
ছাড়িল হুঙ্কার সব্দ হনু বাহুড়িল পুভূ রাম বজ্জবান সন্ধা[ন] পুরিল।
হনুর বুকেতে বান পড়ে মুচ্ছা হয়্যা উথলে রক্তের ফিক নাকে মুখে দিয়া।
কোদণ্ড করিয়া কান্ধে রাজিবলোচন পাকাফল শ্রীখণ্ড জলে করেন ভক্ষন।
পবন কহিল গিয়া দেব তিলোচনে হনুমান পড়ে গোশাঞী মানুসের বানে ॥৪
উদ্যান ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়াছে জেবা সে হনুমানে পরানে মেরেছে।
মারুতিমুখের সুনি এত্তেক বিত্যান্ত তপ ধ্যানে তেজিয়া চলিল উমাকান্ত।
অস্ত্র নিল চক্র গদা ত্রিসুলা [প]ট্টিস পসুপত পঞ্চধার লয়্যা চলেন ইস।
কামগতি উপস্থিত আপন উদ্যানে বসিষ্ঠের মত দিজ শ্রীযুত লক্ষনে ॥

প[ড়ি]য়া পবনসুত পসুপতি দেখে সন্মুখে শোনিতধারা পড়ে নাসা মুখে।
দেখিয়া দ্রবিলা দেব দয়ার সাগর করুনা করিয়া কত গায়ে বুলায় কর।
ত্রিলোচন তনু হনুমান পরসিতে বলধান পায় হনু উটে ধরা ইতে। ৭ক]
[৭খ আবান্তর সুন্যা হর মনে আক্রোসিল হুঙ্কার ছাড়িয়া হর অগ্রসর হৈল।
বন তেজে বাহুড়িয়া ছিলা রঘুবির ফিরিয়া দাণ্ডাল সুনে গজ্জন গম্ভির।
সিত্র জান সঙ্কর রামের দিস্ট পড়ে দেখে এক জটাধারি বির আইসে রড়ে।
গলে জটা পাটা দেখে সিরে জটাধর সত চন্দ্র জিন্যা বপু পরি বার্ঘাম্বর।
ত্রিসুল দক্ষিন করে তি[ন]টা লোচন হাড়মালা গলে জ্বলে ভালে হুতাসন।
মার মার সব্দ ডাকে হুঙ্কার গজ্জন দেখিয়া রুসিল রাম কোম[ল]লোচন।
ধনুকে টংকার দিয়া ছাড়ে সিংহনাদ ত্রিভুবনে চমৎকার পড়িল প্রমাদ।
সংঙ্কর হুঙ্কার ছাড়ে অধর্য্য অবনি দেখাদেখি দুই জনে লাগিল হানাহানি।
কেহো কারে নাই চিনে দারুন কোপে মর্ত্ত প[র]স্পর এড়ে অস্ত্র শক্তি জার জত।
এক বান বেথ নহে বাজে পরস্পর দুহাকার বানে দুহেঁ হইল জর্জ্জর।

রামে বানে সিবের রক্তধারা বয় স্থলঘাএ রক্ত ভিজেন রাম দয়াময়।
পুনশ্চয় চন্দ্রচুড় চক্রগোটা এড়ে চমৎকার চক্রপানি ভালে গিয়া পড়ে।
ফিক দিয়া রক্ত রামের পড়ে বুক বেএ শ্যামঅঙ্গ ভিজে জায় [বা]কল ডুবিয়া।
চন্দ্রবান পুন্ভূ রাম মারিলে সস্করে লল্লাটে বাজিল সিবের রক্ত পড়ে ধারে।
ঝাপিল সকল অঙ্গ ভিজিল ব্রাঘ্রছাল ৭খ] ...

৯৬ রামায়ণ (আদিকাণ্ড, মিথিলা খণ্ড)

দ্বিজ লক্ষ্মণ

পুঁথিসংখ্যা ১২৫২ ; পত্র ২৭ ; খণ্ডিত ; আকার ১২"×৪"।

[১খ মিথিলা খণ্ড [আদিকাণ্ড]
৭ঁ শ্রীশ্রীরামঃ ॥
সৌনকাদি বলে স্থন স্থত মহাসয় তারপর কী করিলা রাম দয়াময়।
স্থত কহে স্থন পুন অপুর্ব্ব কাহিনি তপবনে জজ্ঞ করে বিশ্বামিত্র মুনি।
মারিচ বল্যা রাক্ষস রাবন অনুচরে একা সেই অযুর্ত হস্থীর সক্তি ধরে।
তাড়কাদি তীন কোটী সেনা তার সনে জজ্ঞ আরম্ভ স্থনী আইসে তপবনে।
হুস্কার চির্চকার সব্দ কর্য়্যা আইসে বড়ি প্রান লয়া পালান সামগ্রী পরিহরি।
ভক্ষন করিয়া সব জথাস্থানে জায় স্থখসির্দ্ধ নহে স্থনি ব্যাম বড় পায়।
অনেক ভাবিয়া বড় সার কৈল যুক্তি একদিন অজধ্যা নগরে উপনিতি।
পুর্ন্ন´সভা দসরথ বসিয়া দিয়ানে মহামুনি আসিয়া দাণ্ডায় বিদ্যমানে।
সিংহাসন ছাড়ি রাজা উ ১খ] [২ক ঠিল সর্ত্তর গলে বস্ত্র প্রনমীয়া পড়ে ধরাপর।
পাদ্যঅর্ঘ্র আসন বসিতে দিল আনি বসিয়া উর্ত্তর পুছে প্রয়োজন বানি।
মুনি বলে এক কার্য্যে আইলাম তব ঠাঞি কর জদি তবে মোর পরিত্রান পাই।
এক দিবসের জন্নে´রাম দেহ মোরে আপনি আসিয়া রামে রেখ্যা জাব ঘরে।
রাক্ষসের ভয়ে জজ্ঞ না পাই করিতে রাম গেলে সির্দ্ধ হয় স্থির থাকে চির্ত্তে।
রাজা বলে হেন বোল জাবে খেমা দিয়া তিলে তিলে মুর্ছা হই রাম না দেখিয়া।
আমার প্রান চক্ষের তারা সর্ব্বর্স ধন রামের ঠাঞি চির্ত্ত রাজা কার্য্যে নাই মন।
প্রধান সেনাপতি সঙ্গে নয়া জায় ঠাকুর মারিব রাক্ষসবংস ভয় কর দুর।
রিসি বলে তা নয় শ্রীরাম সঙ্গে দেহ অন্ন্যে কাজ নাই মোর নতুবা কি কহ।
দুঃখি হয়া রিসি বলে রাজা কাঁপে ত্রাসে বস্তহ ঠাকুর বলি প্রবেসিল বাসে। ২ক]

[২খ ভরথের বেস বাস করিয়া রাজন   সভাতে আনিল তায় সঙ্গে সত্রুঘ্নন।
এই নিয়া জাহ প্রভু শ্রীরাম লক্ষনে   ত্বরায় আসিবে চায়া রৈহু পথপানে।
ভরথের পানে ঘন ঘন চান মুনি   বলে মুনি মহারাজা রাম নন ইনি।
পূর্ত্তয় নাহিক কেন মোর সঙ্গে ছল   পাঠাইব না বলিলে নিবড়ে সকল।
এত বলি উঠ্যা মুনি কোপ করি জায়   ভয় পায়া দসরথ কান্দ্যা পড়ে পায়।
প্রভু কোপ সম্বরহ বিনঅ সুনহ   তর্ত্তজ্ঞানে মহাসয় সকলি জানহ।
এক ক্ষন খেমা দেহ বৈসহ এখানে   জে থাকে আমার ভার্গ্যে আনি রাম লক্ষনে।
এত সুনি বৈসে মুনি রাজা গেল ঘর   কৌসল্যারে কহিল সকল আবান্তর।
সাজন করহ সিঘ্র বাছরে রাঘবে   নতুবা মুনির সাঁপে মর্যা জায় সবে।
ত্রাসে কাঁপে কৌসল্যা শ্রীরামলীলাকালে   [৩ক পঞ্চঝুটী বেন্ধ্যা দিল কুটীল কুন্তলে।
বিললিত বিচিত্র রামের ঝাঁপা তায়   মুনিমুক্তাহার গাঁথা পদক গলায়।
মৃগমদ চর্ন্দনে তিলক করি দিল   কটীতটে পিতধড়া কিংকীনি পরাইল।
বাহুযুগে বাযুবন্ধ বান্ধে সুবন্ধনে   সনার নপুর পায় পরায় জতনে।
চাঁদমুখ চাহীয়া কতেক চুম্ব খায়   খির খণ্ড ছেনা পানা ভক্ষন করায়।
মুখপদ্ম ধুয়াইল সুভাসিত জল   মোহে কৌসল্যার চক্ষু করে ছলছল।
সুবেস করি সুমিত্রা লক্ষন করি কোলে   রামের মুখ পানে চায়া ধীরে ধীরে বলে।
তোমা ছাড়া লক্ষন খেনেক নাহি বাঁচে সাবধান রাখিবে বাছা থাকীবে কাছে কাছে।
বুর্দ্ধীমন্ত ছেলা তুমি বয়েসে কি করে   মুনির মন রক্ষা করি ঝাট আইস ঘরে ৩ক]
[৩খ মন্দ মন্দ হাসী রাম প্রবেসিল ঘরে   আপন গণ্ডি বান নীল গুন পুর্ন্ন সরে।
লক্ষনের ধনু আন্যা দিল তার কান্ধে   হাস্যা হাস্যা দুটী ভাই কাখে তুন বান্ধে।
জখন জে অস্ত্র চাই বুঝ্যা নিল তা   শ্রীরাম বলেন তবে আসি গীয়া মা।
বোধ মান্যা রানিবর আছিল সম্বর্য্যা   রামের কথা সুনি কান্দিতে লাগিল ফুকুর্য্যা।
রাম বলেন মিছা মা গো করহ করুনা   দিন চারি বিলম্ব মোর হয় কিম্বা না।
এত বলি ভুমে এক দণ্ডবত করি   পিতা পানে চায়্যা রাম বলেন শ্রীহরি।
আগে আগে শ্রীরাম লক্ষন রাজা পিছে   উপনিত হৈল গীয়া বিস্বামিত্র কাছে।
রাঘব রামের মুর্ত্তি প্রকাস প্রথক   মনে অনুমান মুনি আপন সার্থক।
রাজা বলে এই রাম নিয়া জায় মুনি   বাছার সঙ্গে সঙ্গে জায় আমার [৪ক পরানি।
মুনি বলে চিন্তা নাই তরায় আসীব   কার্য্য সির্দ্ধ হৈলে মোরা আর কেন রাখিব।
এত বলি উঠে মুনি রামে বলে চল   রাম বলেন গোসাঞি কেমন কথা বল।
আগু হয়া চল ঠাকুর মোরা জাই পিছে   দোড়্যা দোড়্যা জাব মোরা থাকী তোমার কাছে।

ভাল বলি আগু হইলা মুনি মহাসয় পাছু জান শ্রীরাম লক্ষন দয়াময়।
বস্যাছিল দসরথ সীস্তী নহে চিত উম্মনা হইয়া আবার উঠিলা তুরিত।
রামকে দেখি আসি কিছু কই গা মুনিকে দুরে হৈতে দাণ্ডায় দাণ্ডায় বল্যা ডাকে।
কথ পথ জায়্যা রাজা কহে মুনিবরে রাম জায় তোমার সঙ্গে প্রান কেমন করে।
এক নিবেদন কহি সুন দেখি প্রভু দুগ্ধপুস্ত রাম বন নাই দেখে কভু।
রাক্ষসের সনে বাছা ৪ক][৪খ জুঝিবে কেমনে এই ভয়ে প্রান কান্দে নিবেদি চরনে।
ক্রোধ পাছে কর প্রভু কহিতে ডরাই রাম রাখ্যা চল তোমার সঙ্গে আমি জাই।
কত পদর্থনা করি দেবদ্বীজদ্বারে তোমাদের আসিসে পায়্যাছি রাঘবেরে।
রিসি বলে সার্থকতা জন্ম তোমার জানিতে না পার রাম দেব অবতার।
তপবনে রাম দরসনে ভয় জাব ত্রিভুবনে রাম সঙ্গে রন কে করিব।
রাজা বলে ধন্য তোমার কথাকে ঠাকুর ভার্গ্যফলে রাম আমার অল্পকালে চুর।
এজর্ন্যে এমন বল কি কহিব আমি নিয়া জায় সদা সাবধান হবে তুমি।
এত বলি ফিরি রাজা চলে ধীরে ধীরে জতক্ষন দেখিতে পান চান ফিরে ফিরে।
কত মনে ভাব্যা গুন্যা আইল আলয় তপোবনে গেলা মুনি বেলা দণ্ড ছয়।
দুই ভায়ে ৪খ] [৫ক আসনে বসার্ল্য সমাদরে সামগ্রী সকল ছিল জজ্ঞ আরম্ভ করে।
রিসি মুনি অনেক আইল তপবনে রামকে বলেন মুনি আইস এথানে।
মুনির কথা সুনি রাম গাণ্ডিব নিল হাথে গুন দিয়া বানযুক্ত করিলেন তাথে।
মুনিসভা বন্দিয়া বলেন রঘুবর অসার্দ্ধ সে জজ্ঞ কর কিছু নাই ডর।
এত বলি উঠিল লক্ষন নয়া সাথে বেড়িয়া বেড়ান রাম ধনুর্ব্বান হাথে।
মাথে দুলে চাঁচর চুলে রত্ন ঝুরি ঝাপা পরিধান পিতধড়া বেড়া নীল থোপা।
চল্যা জাতে রত্ন নপুর মধুর বাজে দেহ দুর্ব্বাদলস্যাম মুনিমন মজে।
রামরূপ নিরখিতে সভে আইসে কাছে রনধনু জত্ন কর্য্যা মাত্র সাজ্যাআছে।
মুনিগন ধর্ন্য মানে দেখিয়া রাঘব ভনে সে লক্ষন এমন হব সে চরন পাব ॥ ৫ক]···

[৭ক পরস্পর আসীস প্রনাম কোলাকলি শ্রীরাম লক্ষন হাস্যা লিল পদধুলি।
বিধিমতে বার্ক্যে তুষ্ট করিলা রাঘবে লক্ষন ভনে ভবনে বিদায় সভে মাগে ॥

[৮ক জে আজ্ঞা জনক বলে গণ্ডি রাখি ভ্রগু চলে তপস্যা করিতে তপবনে
শ্রীযুত লক্ষনে গায় রের্থ্য রাম রাজা পায় পাপ তাপ দুর কর মনে ॥

[১২খ নিজপতি প্রতি ভক্তি নিরন্তর থাকে পতিব্রতা সতি সেই সার্থক বলি তাকে।
শ্রীযুত লক্ষন দ্বীজ পাপ গ্রামে বস প্রভুপদে মাগে দৈন্য করুনার লেস ॥

[১৬খ গাণ্ডিখান দেখি রাম একদৃষ্টে রন দক্ষীন অংসে মহামুনী বামেতে লক্ষন।
গাণ্ডি দেখি দণ্ড দুই নিরখিয়া রয়া লক্ষন ভনে তীন জনে আইলেন বেরায়্যা ॥

[২৯ক এইরূপ চারি ভার্য্যে চারি কন্যা দিয়া কুলাচার্য্য পরে করে কুসণ্ডিকা ক্রয়া।
ঘরে গেলা বর কন্যা কৌর্য্য সমাপনে খির খণ্ডা পিটা পানা করার্ল্য ভক্ষনে।
বিভাহ দেখি জথাস্থানে গেল সর্ব্বজন বরজা বাঁসাবাসি শ্রীলক্ষ্মণ কন ॥

[৩১খ আর না কান্দিহ ভাই বিদায় দেহ দেসে জাই এ সকল ঈশ্বরের কর্ম্ম।
এইরূপ কত কথা রথ সাজাইল তথা চারি দোলা বিচিত্র নির্ম্মান
শ্রীযুত লক্ষনে গায় চারি কন্যা চাপে তায় বাদ্যেরবে ধরা কম্পবাণ ॥

[৩৫খ স্নন্যাছী সঙ্করমুখে প্রভু উ সকল হইবেন রামরূপ ভকতবছ্ল।
[দ]সরথের ভার্গ্যের কথা কহীতে না পারি জার পুত্র পরাৎপর পারব্রহ্ম হরি।
জানী আমী তুমী জে জর্ম্ম্যাছ অবনিতে নার্য্যাছীনু মনে তবে পৃত্যয় জন্মাতে।
এই জর্ন্নে জনকঘরে গণ্ডি রেখ্যাছিনু বিভাহ করিব সিতা মুখে বল্যাছিনু।
লক্ষ্মীরূপা জনকনন্দীনি সিতাদেবি [৩৬ক তুমী আদি তুমী আদ্যা জর্ম্মে জর্ম্মে ভাবি।
কয়াছীলাম জেমন তেমন সান্তী দীলে মোক্ষগতি মোর সর্গপথটী ছাড়ার্ল্যে।
স্নন্যাছী ব্রহ্মার মুখে বিবরন জত পাদপদ্ম দুটী পেত্যা না আর সেবিত।
বেদের অগর্ম্য তুমী বিধাতার নিধী নিরবধী ধীয়ায় ধীয়ানে ব্যাস আদী।
চরাচর স্থাবর জঙ্গম জল স্থল অরুন বরুন বাউ অমুর সকল।
তোমা হৈতে ইহার্দ্দের উৎপতি পালন আদি কর্ত্তা বিজ বিক্ষ বিষ্ণু সনাতন।
ত্রৈলর্ক্যতারিনী গঙ্গা গতিবিদাইনি তার জর্ম্ম তোমার চরনে চক্রপানি।
সংসার জত বৃক্ষ জর্ম্ম তব নখে ভুবলোক সংস্কাদেসে সাগর চারি কুক্ষে।
অস্তীতে জর্ম্মিল গীরি গুহেতে অমৃত মেউতে জর্ম্মিলা জম জগতের ভূত।
অনন্ত তোমার লীলা অন্ত নাহি বেদে সৃষ্টীকর্ত্তা বিধাতা জর্ম্মাছে নাভিপদ্মে।
অন্তরে অনন্ত জর্ম্মে লোক [৩৬খ পাল বাহুতে অগ্নী জর্ম্মীলা মুখে মহেস মহুতে।
লোমকুপে বাসবাদা জর্ম্মিল অমর ঘ্রান হইতে পরান জর্ম্মিল গদাধর।

রবি চন্দ্র চক্ষু হৈতে জর্ম্মিল তোমার   চিকুর হইতে চারি মেঘের সঞ্চার।
কি জানি করুনাসীন্ধু তোমার মহর্ত্ত   অপরাধ খেম বল্যা ভ্রগু হৈলা নত।
দসরথ কাঁপে ত্রাসে ধরে গায়া পায়   কী কব গোসাঞি ঐ জে ডুবায় আমায়।
সিসুমতি রাম ভাল মন্দ নাই জানে   ঠাকুর হয়া নকরে প্রনাম কর কেনে।
পায়ে ধরি বলে রাজা ক্ষেমা কর প্রভু   অশ্রুজলে ভ্রগুর লোচন ডুবুডুবু।
রামের বাড়িল মোহ কোল দিল তাকে   চমৎকার জর্ম্মিল সংঙ্গাতি সর্ব্বলোকে।
ভরথ লক্ষন সত্রুর্ঘন বন চায়া   চলিলা শ্রীভ্রগুরাম রাম পানে চায়া।
রথ আরোহীলা রাম সঙ্গে তীন ভাই   উঠিল বাদ্যের রব রাজার আজ্ঞা পাই।
বেনু বাঁসী কাঁসী সানি পাখ্, ৩৬খ][৩৭ক জ কাহাল ঢাক ঢোল টমক খমক করতাল।
ঘোর সব্দে বাদ্য বাজে কম্পিত ধরনী   কৌতুক দেখিতে কত আর্ল্য রিসী মুনি।
ভিক্ষুক মাগন্তা আস্যা ধরে দসরথে   কত ধন দেই রাজা উলসীতচির্ত্তে।
মুঠা করি টাকা কারে দেই দীর্ব্বঘোড়া   কারে দেই গায়ের খসায়া জামাজোড়া।
সর্ন্ন রজত কত গুনি দেই দান   কারে কত ধেনু দেই কারে গ্রামখান।
দুত পাটাইল আগে অজধ্যানগরে   অন্তপুরে সংবাদ মঙ্গল কহীবারে।
তরায় গেল দুত দসরথ কথায়   অন্দরে জাইয়া আগে সংবাদ জানায়।
বর কন্যা উর্থ্যানীল রানী ভাগ আসী   আনন্দসায়রে ভাসে অজধ্যানিবাসী।
আদিকাণ্ড সমাপ্ত হইল সুনহ সভায়   ব্যাস বাল্মিক মত শ্রীলক্ষনে গায়॥

ইতি আদিকাণ্ড সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীবংসিধর স্বরকার॥ সাং স্যামসুন্দরপুর॥ এ পুস্তক শ্রীনবিন-মোহন তন্ত্রবায়॥ সাং স্যামনগর॥ ইতি সন ১২২৯ সাল বিতারিখ ২৯ কার্ত্তিক॥ ৩৭ক]

৯৭ *[লক্ষ্মীর] ব্রতকথা, অক্ষরসংযুক্ত রাশি, পুষ্করাবিচারাদি

প্রাণবল্লভ, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১০৩৬; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৩ৼ"×৫"।

…[৫ক ইথে নহে আন   ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জার করেন ধেয়ান।
ত্রৈলোক্যের সার দেবি সেই মহামায়া   দুঃখ দারিদ্র ঘুচে জারে করেন দয়া।
ব্রহ্মসাঁপে মুক্ত হইল দেব মঘবান   বান ইন্দ্র শোলো সসি ইহাতে প্রমান।
প্রানবর্ল্লভ ভনে সেবি নারায়নি   প্রনাম করহ সভে দিয়া জয়ধ্বনি॥০॥

ইতি ব্রতকথা সম্পূর্ন্ন॥ সন ১১৩৭।—তাং—২৯ বৈশাখ—রোজ বুধবার—পুস্তকমিদং শ্রীদয়ারাম নাথ—সাং পাঁচপাড়া—

১   ২   ২৭
[৫ক অস্মিনি ভরনি…রেবতী ॥ যোগঃ ॥

    ১   ২   ২৭
বিস্কম্ভ প্রীড়…বৈধ্বতি ॥…
শং চং কীং নাগ ॥১১॥
কলসিতে কাঁকড়া না পিয়ে পানি কাপাসে মৎসে না জিএ জানি
জলচর বনচর না জায় সঙ্গ ভেড়া দেখিয়া জুবতির ভঙ্গ ।
ধনুক টঙ্কারে বলদা ভাগে বিছার কামড় মানুসকে লাগে ।

[৫খ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ॥
অক্ষরসংযুক্ত রাসি—
ডালা ॥ উবা ॥ কাছা ॥… ॥ বিবাহ ॥ জাত্রার বচন ॥
‥ শনি রবি পুর্ব্বে বাধে উত্তরে মঙ্গল বুধ বিরোধে ॥
রবি শুক্র পশ্চিম রোধে একা বৃহস্পতি দক্ষিণ বাধে ॥…

[৫গ বারদোষকথণং
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ॥ অথ পুষ্করাবিচারঃ ‥

৯৮ শীতলামঙ্গল (চন্দ্রকেতুর পালা)

শ্রীকবিবল্লভ দেবকীনন্দন

পুঁথিসংখ্যা ১০৯২ ; পত্র ১২ ; খণ্ডিত ; আকার ১২½″×৪½″ ।

[১খ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজীঃ ॥
অথ চন্দ্র্যকেতুর পালা লিক্ষতে ॥
ইশ্বরি বলেন যুন পাত্র জরাযুর তব তুর্ল্য প্রিথিবিতে কে আছে অযুর ।
সকল জিবেতে আমার অধিকার মনর্ত্ত হইতে পুজা হইবে প্রচার ।
চৌসক্ষি বসন্ত মাতা ডেকে আন তুমি পুজার বিধানকথা বলে দিব আমী ।
পাত্রের বচন যুনি জগতের মাতা চৌসক্ষি বসন্ত মাতা আদেসীল তথা ।
জার তেজে নাহি আটে যুমন্ত্রের জল প্রথম বসন্ত বিসম চামদল ।
মহিসা চামদল সঙ্গে কাল চামদল জাহার প্রভাপে কাপএ চলাচল ।
জার তেজে শমনবাহন মরে কাটি তাহার প্রশ্চাতে কাল এ কালচিমটি ।
বলে বজ্রচামটি ইশ্বরি বরাবরে আমাকে পাঠাএ দিবে দুষ্ক লোকের ঘরে । ১খ]

[২ক তোমার আজ্ঞায় আমি এত তেজ ধরি   তিন দিনে সংহারন করিবারে পারি।
এক জন পোড়া জায় আর জন সোশে   প্রানভএ কেহ জায় কুটুম্বনিবাশে।
বেড়াজাল শেখানে কোরিল তাড়াতাড়ি   এড়াবারে না পারে শেখানে ধরে বেড়ি।
আমার প্রতাপে জে বা বাচএ সংশারে   পুনুর্ব্বার তার জন্ম মাএর উদরে।
আমি জাহার তরে করি বিড়ম্বনা   সনার শরির করি উয়ের লাদনা।
পচাগন্ধে কুন নারি নাহি চলে বাট   কাঞ্চন শরির আমি করি পড়াকাট।
হাড়গলা মাংসঝাড়া রক্তবিকার   জাহার প্রশাদে লোকের নাহিক নিস্তার।
এক টাট তুলি রাজ চলে কুলিছাড়া   সিজগড়্যা পানমড়া কাল লোহাগড়া।
কাঠালে বসন্ত ২ক] [২খ বলে দেবি বির্দ্যমানে   সনার সরির করি কাঠাল সমানে।
উয়ানিয়া য়ুয়ানিয়া তারা দুটী ভাই   আজ্ঞা কর জননি তোমার সঙ্গে জাই।
আমী গেলে মনিস্শের্র নাহি থাকে বোল   সর্প্পের শরির হেলে নাহি ছাড়ে খোল।
আমার কনেষ্ঠ ভাই নাম বিষরিসা   ইন্দ্র তাত রিপুগণে করি কালাকোশা।
সিখুরী সিসিরা বলে দেবি বির্ত্তমানে   পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া আমী করি খান খান।
ধুয্যমনি নিলমনি আসি দিল দেখা   তাহার পশ্চাতে বসন্ত ভূতমুখা।
চলিল বসন্তরাজ বসন্তের সার   প্রেত ভূত দর্ক দানা নাহিক নিস্তার।
গজধুরা কোচমুড়া মানিকা ফটিকা   গুয়ালতা বোকুলথবা আশী দিল দেখা।
অস্ত্রসিরা দুল্লবা বিসম কলাছড়া   কশনাশা ভিমরিশা [৩ক আলকুশে বোড়া।
ধানশী মালশী চাউলা তিন জণ   ইশ্বরির চরণে করেণ নিবেদণ।
যুবসন্ত তিলাই মুগাই মুসরিয়া   মোরা জাই নরলোকের কল্যাণ চিন্তিয়া।
ধুনি পাত্র জরাধুরের বাড়ে অভিলাশ...
অগ্রেতে বসন্ত উঠে মদ্ধে টোল খায়   অন্তরে প্রেবেশে পুজ গা ফেটে জায়।
এক জণ পোড়া জায় আর জণ বান্ধে   থাকুক মনশ্চার দায় আম্রগাছ বান্ধে।
দশ বিশ মোড়াকে পোড়ায় পাসাপাসি   পুশ্কর্ন্নির আড়াময় চিতের কলশি।
হাটে বাটে নাছে মোড়া জায় গাড়াগড়ি   সবেমাত্র হয় রাজ কুমারের কড়ি।
ধিবরের মৎস্য কেহ কিনে নাহি খায়   রজকের বাটীতে বসন নাহি জায়।
বেঙচে বসন্ত বলে দেবি বির্ত্তমান   [৩খ বড় জদী তেজ হই এক কাহন।
নারাঙ্গা মুমুরে আলকুশা আমী নাহি জাব   যুবসন্ত আমী লোকের কল্যান করিব।
সবার পশ্চাতে আইল খুদ্র মিলমিলে   বসন্তের বোড় ভাই খুদ্র মিলমিলে।
কাঙডালে বলেন মোর অশেশ জঞ্জাল   রাত্রি দিন শরিরে ফিরাই দশ হাল।
কেঙড়তে কেঙড়তে করি দশ লোক মুড়ী   কাষ্ঠ খড়ে জোড় হইলে হই ছাড়াছাড়ি।

তাহার পশ্চাতে পাঠাই খোসরাজ   আমার প্রতাপে লোকের নাহি থাকে লাজ।
গেড়া ফড়া উরি আইল কর্ম্মমুলি   বারাস্তর বশন্ত করিয়া নিল তুলি।
শ্রীকবিবল্লবে মাগে চরনের ছায়া   কর গো কোরুনামই নাএকেরে দয়া॥

বসন্ত আনিয়া বলে তেজমই মায়   [৪ক কোন দেসে লব পুজা বল গো আমায়।
জরাযুর বলেন পুজার সব হেতু   চন্দ্রবংশে নরপতি নাম চন্দ্রকেতু।
যুবর্ন্নের কলসে প্রজা জল খায়   কে বা রাজা কে বা প্রজা চেনা নাহি জায়।
রোগ সোক নাহি রাজ্য সদাই মদন   লখিতে না পারে কেহ ইন্দ্রের ভুবন।
রাজার পুন্যাতে প্রজা নাহিক অভাগা   কুল ভরি ধান্ন দেয় তির ভরি বিঘা।
অবসন্ত পুরে কম সস্ত সেই পুরে   চল সেই দেশে জাব পুজা লইবারে।
আমি পাত্র জরাযুর জাই জার পাড়া   সন্ধ্যা গাত্রি হরিনাম সব করি ছাড়া।
আগেতে আলির্শ্য পশ্চাৎ মাথাবেথা   চর্দ্দ প্রহর জরভোগ করি তথা।
জরাধি বশন্ত মাতা দিব পাঠাইয়া   দিগাম্বরি বেশ ধরি এ বেশ ছাড়িয়্যা।
[৪খ নিজবেস জননি শকল কৈল দুর   আশীত শরঙ্গ সম হইলা চিকুর।
অভরন হাটক তেজিয়া রত্ন হিরা   মস্তকের মটুক কলশী কুলা পারা।
পরিধান দিপচক্ষ বিভূতিভূসন   বাম হাতে ছানি মুড়া গর্দ্দফ বাহন।
ডানি করে আসাবাড়ি বামকাক্ষে পাখি   চৌসফ্ষি বসন্ত মাতা রাখিলেন তথি।
গাদা হইল বলদ বসন্ত ছালা তায়   দিগাম্বরি বেশ ধরি তেজমই জায়।
বারি যুত বান্ধর্ব লইয়া তার সাথে   পাত্র জরাযুর সঙ্গে চলিল জা[পু] নিতে।
একে একে নানা দেশ পশ্চাত করিয়া   চন্দ্রকেতুর দেশে মাতা উর্ত্তরিল গিয়া।
নগর দেখিয়া মাতা বড় হইলা যুখি   চোসফ্ষি বসন্ত মাতা অবনিতে রাখি।
ইশ্বরি বলেন পাত্র [৫ক তুমি থাক বশী   দণ্ড দুই রাজার মহল দেখে আশী।
অক্রুর আনিল জেমন গোবিন্দ ঠাকুর   গোবিন্দ দেখিতে জেন জান মধুপুর।
বাম কাখে পাতি দক্ষিন কাখে লড়ি   ঘাটের কিনারায় গিয়া বশীলেন বুড়ি।
সিতলার চরনে মজুক নিজ চিত   শ্রীকবিবল্লবে গায় মধুর সংঙ্গিত॥

সেই দেশের কুলবতি কাখে কুম্ভ লইয়া   জল আনিতে এশেচ্যে গোবিন্দগুন গেএ।
গতিমতি মন্দার মরাল শ্রীমস্তিনি   সমনভগিনিতিরে জেমন গোপিনি।
কেহ জল পুরে কেহ ঘাট পানে চান   তেজমই দেবিকে দেখিতে তথা পান।
কেঁহ বলে অনাথিনি কোথাকার বুড়ি   বাম কাখে পেতেটী দক্ষিন কাখে লড়ি।

ইসত নয়ানে দেখে না যুনে স্রবনে [৫খ চলিতে নাহিক সক্তি এসেছে কেমনে।
জরাধি দুখিনি দেখি মুক করে বাঁকা সিতলা বলেন ঘুচাইব সনা সাঁকা।
নগর দেখিতে ইস্বরির হৈল মনে উপস্থিত হৈল মাতা সিযুগন জেথানে।
যুবন্নের ভাঁটা লএ সিযুগন খেলে হাক্ষুত বলিয়া ভাটা মারে কুতুহলে।
কার কান্ধে কোন সিযু চড়িয়া বেড়ায় কৌতুক করিয়া মাতা খানিক ছুটায়।
সমান বএস সভার নহে সে প্রিবিন না দেখি কাহার মুখে বসন্তের চিন।
তিলে মুগাই মুযুরে ছড়াইয়া দিব নৃপতিসভায় পুজা কেমনে পাইব।
ছাওাল দেখিয়া তবে দাপিল অন্তরে উপনিত হৈল মাতা নৃপতিগোচরে।
বসন্তের পাখি মাতা রাখে অবনিতে আটু ধরি বসিলেন [৬ক নৃপতিসাক্ষাতে।
ব্রাহ্মনি দেখিয়া রাজা করে নিবেদন কি কারনে মোর স্থানে তব আগমন।
মায়া করি তেজমই করেন করুনা শ্রীগোপিনাথের যুত বল্লভ রচনা॥

যুন হে নৃপতি তুমি আমার বচন গুনবান ছিল মোর পুত্র সাত জন।
অকালে সকাল বড় হৈল সান্তিপুরে প্রথমে বসন্ত রাজা এলো মোর ঘরে।
প্রাননাথ আমার যুনহ নিবেদন সিতলার পুজা কর পুত্রের কারন।
অনেক জতনে সভে কহিল প্রভূরে একান্তে সেবিব পদ না পুজে অন্তরে।
সনার সমান তুল্য পচ্যা সড়্যা গেল সাত পুত্র ছিল তিন দিবসে মরিল।
পুত্র বিনে অভাগিনি অনাথিনি হৈল কান্দিতে কান্দিতে চক্ষে ছানি পড়্যা আইল।
অব[স]ন্ত মনিষ্য [৬খ অনেক তব পুরে না হয় বসন্ত তোর সতেক ক্ষুণ্ডরে।
দারুন বসন্তে জেবা আছএ সংসারে পুনুর্ব্বার তার জন্ম জননি উদরে।
তার তরে তেজমই করে বিড়ম্বনা সনার শ্বরির করে উএর নাদনা।
পচাগন্ধে মনিষ্য চলিতে নারে বাট কাঞ্চন স্বরিরে দেবি করে পড়াকাট।
যুখি বিনে যুখের না থাকে কিছু লেশ দারুন বসন্ত জথা হয় পরবেস।
এক জন পড়া জায় আর জন বাধে বাগিজের অশ্রুতন্ত্র সদা শোকে কান্দে।
কুবসন্ত হৈলে লোকের নাহি থাকে হাশী দস বিস মড়াকে পড়ায় পাশাপাশী।
পড়াইতে নাই পারে করে আদপড়া কলশী পুর্ন হয় পুষ্কনির আড়া।
সকল স্বরিরে আছে বসন্তেরি ভয় দেশজুড়্যা সকল করেন [৭ক ধুন্ডময়।
হাটে বাটে নাছে মড়া জায় গড়াগড়ি সবে মাত্র বাড়াই কেবল কুমারের কড়ি।
জানিবে বসন্ত রোগ বিসম পড়ানি জার না বসন্ত হয় আউহাড়ি গনি।
পশ্চিমে বসন্ত লোকের হএছিল গুটি অপাক শ্বরির বল্যা নাহি দেয় বেটী।

কুবসন্ত হৈলে মনিশ্বের হয় ভয় জম বলে সেই নর তোদের পুর লয়।
তার পাত্র জরাবুর বড় মহাতেজা পুত্রের কারনে রাজা করে তার পুজা।
নৃপতি বলেন বুড়ি হএছে অজ্ঞ্যান কেমনে তেজিয় আমি প্রভুর নয়ান।
সিতলার পদারবিন্দে সদা করি ধ্যান দেবকিনন্দন কবিবল্লবেতে গান॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

পরিধান বাগছাল গলায় হাড়ের মাল অর্দ্ধখান সশি [৭খ ধরে সিরে
প্রেত ভূত দানা সঙ্গে বিভূতিভূসন অঙ্গে ভিক্ষা মাগি ত্রেশের উপরে।
প্রেত ভূত দানা সঙ্গে ফিরে
পরদারি ভূতনাথ কুচনির সঙ্গে সাত জুবক অঙ্গল ধরে সিরে।
জনমভিক্ষারি ত্রিলোচন
তিলে অধি নাহি যুক তিন চক্ষু চানমুক লল্লাটে জলএ হুতাসন।
খেপা বুড়া দিগাম্বর সশাননিবাসী হর ডোড় সম্বল নাহি থাকে
কি বা জাতি কি বা কুল কানে ধুতুরার ফুল ধুতুরা ভাঙ্গের গন্ধ মুখে।
গলে ফনি অবিশ্রাম নিলকণ্ঠ জার নাম পুত্র জার গজেন্দ্রনন্দন
শ্রী তার দশভুজা রনকালে মহাতেজা বিপরিত সার্দ্দুল বাহন।
সড়াননের পঞ্চ মুখ এহ কক্ষে কিবা যুক নন্দি পাত্র বলেন বদন···
হল্ল তাত রিপু খায় কার্ত্তীক চড়িল তায় [৮ক কি লাগি ভজহ সেই জনে
বিংসতি লোচন সত রনে তারে কৈল হত সম্ভু নি··· বিরগনে।
ইশ্বরিচরন সেবি ত্রিপদি করিয়া [ক]বি শ্রীকবিবল্লভ রস গায়
একমনে একভাবে জে তোমার চরন সেবে তুমি তারে হবে বরদায়॥

সিবনিন্দা শ্রীব বলে যুনিয়া নৃপবর সিব সিব বলি দুই কর্ন্নে দিল কর।
জেই সিব সেই কৃষ্ণ ইথে নাহি আন না জানিয়া কর নিন্দা দেব ত্রিনয়ান।
জিব জন্তু অনেক বাড়িল অবনিতে কহিল ঐমনি শ্রীদেব সাক্ষাতে।
তিলমাত্র আপড়া প্রথমে দেখি নাই কোনখানে হব পড়া অনাথ গসাই।
উল্লকের কথা যুনি দেব ত্রিলচন বামউরুভাগে কেন ধন্ধের সাসন।
বিষ্ণু হৈলা কাষ্ঠ ব্রহ্মা হৈল হুতাশন [৮খ বামউরূভাগে কৈল ধন্ধের সাশন
জন্মে জারা মির্ত্ত জানাই ত্রিভুবনে হেন সিবে নিন্দা কর কিশের কারনে।
বিস পান করিয়া রাখিল ত্রিভুবন বামউরূভাগে জলে ধন্ধ নিরঞ্জন।

গলায় ধরিয়া বেশে নিলকণ্ঠ নাম   হেন প্রভু দেবে আমি কেমনে হব বাম।
কি বলিব কার কথা প্রভু ত্রিনয়ান   তারে তেজি কেমনে পুজিব অর্ন্ন জন।
কে বা কার পুত্র বোধু কে বা কার পিতা   মরিলে সমন্ধ নাই যুন এই কথা।
জন্মে জন্মে না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর   হাদে গো অজ্ঞ্যান বুড়ি হেথা হৈতে দুর।
যুনিয়া ইশ্বরি হৈল বিমুখলোচন   জরাযুর নিকটে দিলেন দরশন।
আরে পাত্র জরাযুর মহা মহাতেজা   চন্দ্র কেতু নৃপবর না করিল পুজা।
পাত্র বলে [৯ক জননি এমন তেজ ধরি   সপ্ত দিনে নৃপর দেশ মজাইতে পারি।
জে সব মনির্ষ্য নিন্দা কোরেচে তোমারে   শেইমত বসন্ত পাঠাবে তার ঘরে।
সিতলাই চরনে মজুক নিজ চিত   শ্রীকবিবল্লভ গান মোধুর সঙ্গিত ॥

পুরহিত পাত্র মিত্র জত প্রজাগন   শ্বভার শ্বরিরে জর দেহ দসগুন।
চোর্দ্দ প্রহর জর ভোগ করে গিয়া   তার পিছে বসন্ত দিলেন পাঠাইয়া।
দেয়ান ইশ্বরি প্রিতি করিয়াছে যুল   তার বাড়ি গেলেন বিসম চামদল।
মন্ত্রি প্রজা বড় জারে করেছে মন্ত্রনা   কালচিমটি বজ্জচিমটি জাবে দুই জনা।
রাজার সভায় থাকে ব্রাহ্মন পণ্ডিত   এক ঠাটি কুলি ছাড়া তথা উপস্থিত।
বৈদ্য বস্য খেত্রি সিপাই রাজপুরহিত ৯ক]   [৯খ তার বাড়ি বসন্ত চলিল কালদুত।
দেবকার্য্য মগন পাঠাইল মালাকারে   এক চাটি কুলি ছাড়া গেল তথাকারে।
মদকদের ধনি কাজে করিছে শ্রুবন   হাড়গলা মাংসঝাড়া গেল দুই জন।
কাএস্ত কাগজ লিখে টাকা লয় বাড়া   তার বাড়ি বসন্ত চলিল লুয়াগড়া।
সিকদার ফোজদার তেহি তোকদার   এ সভার বাড়ি গেল রক্তবিকার।
আমিন মাপেন জমি কোনে কোনে দড়া   তার বাড়ি বসন্ত চলিল গজযুড়া।
বারাঙ্গা পুতলে বেটা তামামা ডাকে   গজরাজ বসন্ত ধরিল তার মুখে।
সমগিরি রশী ধরে হাথে রাখে দড়া   তার বাড়ি বসন্ত পাঠাইল কোচুমুড়া।
দৈবগ্য কড়ি লেয় গ্রহ লাগাইয়া   সিজগড়্যা বাছা তার ভাড় ভাঙ্গ গিয়া।
[১০ক শ্রুদ্ধের সময় ভাট বোধ নাহি জায়   আল্লকুসি বসন্ত ধরহ গিয়া তায়।
তেলি তাঁতি তামলি মদক মালাকার   বোকুলথোপা বংসনাশা তথায় বিকার।
আগুসার আশী বলে নাপিত মনশ্বেরে   উগুানিয়া বসন্ত ধরিল গিয়া তারে।
বাশি বস্ত্র দিলে রজক যুখে পরে   পড়ামুসরিয়া পাঠাইল তার ঘরে।
ছলবুতু ধরেন কোটাল নিশাচরে   মগরিয়া বসন্ত পাঠাইল তার ঘরে।
বেশেন ছত্তিষ জাতি রাজার ভুবনে   এড়াইতে বসন্তে নারিল কোন জনে।

রাজার দেশেতে হৈল বসন্তের পিড়া জত লোক মরে কে বা সংখ্যা করে মড়া।
বাৰ্ত্তা দিল যুনা নিতাইতে নৃপদেশে কান্দিয়া কহিল লোক নৃপতির পাশে।
রাজা বলে সিতলা করেছে জদি ১০ক] [১০খ করেছে বিবাদ কদাচিত আমী
তার না লব প্রসাদ।

উড়ঙ্গ তুরঙ্গ হৈল একুড়ে বারন তথাপি ইশ্বরিপুজা না করে রাজন।
অতএব হৈল ক্রোধ সিতলাই মাতা চৌসষ্ঠি বসন্তে দেবি আদেসিল তথা।
ওরে বাছা ফুলিছাড়া রক্তবিকার আগে গিয়া ধর রাজার উন্নসর্ত্ত কুমার।
দেবির আদেশে তুরু বসন্ত পাইয়া রাজার মহলে সিগ্র উত্তরিল গিয়া।
একে একে রাজার তনয় মরে সব গোবিন্দভকতি মাগে শ্রীকবিবল্লব॥

॥ ত্রিপদি ছন্দ্র ॥ ধানসি রাগ ॥

উন্নসত নৃপতির যুত বসন্তে হইল হত রানি কান্দে করিয়া কোরুনা
বোধুগন কড়্যা রাড়ি খসিল সনার চুড়ি দুর হৈল সংশারবাসনা।
নিদারুন নৃপবর সসান নিবাস ঘর ১০খ] [১১ক দেবতা মনর্ষ্য হৈল বাদ
মৈল জত প্রজালোক মোর পুত্রের শোক কি আর জিবনে মোর সাদ।
মহারাজা নাহি দেখি জিবন উপায়
কি করিব কোথা জাব কারে মুখ দেখাইব পুত্র বিনে অভাগিনি মায়।
হইয়া রাজার রানি বিধি কৈল অনাথিনি বসন্তে মরিল পুত্রগন
খাট পাট সিংহাসন চামর চন্দন ধন কে বা নিবে বারন বাহন।
বড় অভা।গনি আমি পাইলাম প্রেবেশ ভূমি জদি।খতি মিলায় বিদার
পূন্ন´হাট বসাইয়া ছিলাম বসাইতে নাহি পেলাম বিধি মোরে হইল বিমুখ
সুর্য´গ্রেহে হৈল পিড়া সেই হেতু লক্ষিছাড়া দিবা নিসি রানি ভাবে দুখ।
পিতামহ পুরর্ত্তম জগতদুল্লভ ১১ক] [১১খ নাম শ্রী লয়্যা যুতার যুত তার
তর্ষ্য যুত স্যাম সকল গুনের ধাম বাশ তার চেতর ভিতর।
তর্ষ্য যুত শ্রীগোপাল মান্দারনে কত কাল নিবাস করিল বন্দিপুরে
শ্রীবল্লভ তর্ষ্য যুত গোবিন্দপদে রত হরি বল পাপ জাবে দুর॥

মহারাজা বলে রানি না কর রোদন একচিত্রে চিন্তা কর শিবের চরন।
কুশাসনে বসী রাজা দিন করে নির্ভা সিব সিব সদাই ভাবেন মহারাজা।
তোমাকে পূজিয়া ইন্দ্র দেবতার রাজা তোমা পূজি বিংশতিলোচন মহাতেজা।

বাস্থ গিতে ভ্রপে নিলেন শ্রীনন্দের নন্দনে   ভগিরথি জন্মিলেন শ্রীগোবিন্দচরনে।
তবে সিরে ধরিলেন মহেশ গঙ্গাধর   আমা প্রিতি কেন বাম হইলে ইশ্বর। ১১খ]
[১২ক জন্মে জরা মির্ত্ত্যু তোমার নাহি ত্রিভুবনে   বিশ খাইয়া রক্ষা করিলে দেবগনে।
এত শ্‌তব করি রাজা পুজেন সত্বরে   সত ঘড়া ঘ্রত মোধু ঢালে হরসিরে।
এক সহশ্র পদ্ম দেন হরের মাথায়   আখণ্ড শ্রীফলপত্র পুজে দেবরায়।
সেই সব পুষ্প লাগে হরের মাথায়   ভিম প্রিতি ডাকিয়া বলএ দেবরায়।
ষুন ভিমাখিতি তুমি আমার বচন   শোড়শ উপাচারে মোরে পুজে কোন জন
ষুনিতে পাইয়া ভিম অতি জায় ত্রত   তোমারে শ্বরন করে রাজা চন্দ্র্রকেতু।
বসন্তে অনেক লোক মরিল রাজার   একে একে মৈল তার উন্নসত কুমার।
ষুনি তবে ক্রোধ হইল দেব পষুপতি   সিবের আজ্ঞায় আইল তুই লক্ষ পেতি। ১২ক]
[১২খ পঞ্চাষ হাজার দানা এক লক্ষ ভূত   নেকা চোকা বিরভদ্র বিসম মারুত।
সিবের আজ্ঞায় মেঘনাদ চলিল সাজিয়া   চন্দ্রকেতুর দেশে উর্ত্তরিল গিয়া।
মেঘনাদ গিয়া করে বিসম গর্জ্জন   ইশ্বরি বলেন বাপু কহি রে এখন।
প্রেত ভূত দানা সঙ্গে আইল ষুলপানি   আর কি পুজিব চন্দ্রকেতু নৃপমনি।
পাত্র বলে সিতলাই নিবেদি চরনে তোমার   ভূতমুখা বসন্ত সঙ্গেতে দেহ মোর।
সিবজ্জর সভার শ্বরিরে দিব দেখা   তারপর বসন্ত হইব ভূতমুখা।
পুষ্প পান দিয়া দেবি পাঠাইল তারে   ভূতমুখা বসন্ত হইল সভাকারে।
প্রেত ভূত পেতি দানা বসন্তেরি ডরে   কান্দিয়া কহিল গিয়া মাএর গোচরে।
সকল মরিল রাজা ষুনিল ১২খ]...

৯৯ শীতলামঙ্গল (বিরাটরাজার পালা)

শ্রীকবিবল্লভ

পুঁথিসংখ্যা ১০৯৩; পত্র ১০; অখণ্ডিত, আকার ১৩½"×৪½"।

[১খ ৭শ্রীশ্রীদুর্গা— ॥
অথো সিতলার পালা লিক্ষ্যতে ॥
আছিল বিরাট রাজা বিরাট নগরে   না হয় দেবির পুজা বিরাট সহরে।
হেনকালে সিতলা ভাবেন মনে মনে   পাত্র জরাস্তুরে ডাকি আনিল জতনে।
বুর্দ্ধের সাগর পাত্র বলি যে তোমারে   না হয় আমার পুজা বিরাট নগরে।
সপ্তম দ্বিপেতে ছিল বিরসিংহ রাজা   প্রতিজ্ঞা জানিঞা মোর না করিল পুজা।

বিরাটমন্দিরে জাব পুজা লইবারে এত ষুনি জরাষুর কহে জোড়করে।
পাত্র জরাষুর বলে নিবেদি চরনে জদি পুজা নিবে মাতা বিরাটভুবনে।
নিসিজোগে বিড়ম্বনা দেখাহ রাজারে সিয়রে বসিয়া কহ সপ্ন গো তাহারে।
সপ্ন দেখি পুজা জদি করে মহিপতি লইবে রাজার পুজা হইয়া ষুমতি।
তবে জদি নাহি করে করি অহঙ্কারে দেসসুর্দ্ধা মজাইবে বিরাটনগরে।
জরাষুরে কহিল সকল বিবরন ষুনিঞা এতেক মাতা করিল গমন।
মায়া করি জান মাতা সিরে সৌভে জটা দক্ষি র্ন করেতে কুম্ভ বাম হাতে জাটা।
দেখিয়া লাগিল ভয় বিরাট রাজার রাজার মন্দিরে মাতা হলো আগুসার।
রত্নসিংহাসনে রাজা আছিল ১খ] [২ক···
চৌসট্টি বসন্ত মাতা রোগের জননি চারি বেদ ছাড়া মাতা জ[ন্মিলা আপ]নি।
তব পাত্র জরাষুর হয় মহাতেজা কর্ন্যা পুত্র রাজার করহ তার পুজা।
এ কথা ষুনিয়া রাজা উঠিল সর্ত্তর সিব সিব বলিয়া দুই কর্ন্নেতে দিল কর।
অস্ত্র খোজে মহারাজা কোপে কম্পকায় তরাসে সিতলাদেবি পালাইয়া জায়।
এক পদ জান মাতা পাছু পানে চায় অধম পাপিষ্ট বেটা পাছু জে গোড়ায়।
রাজার মহল হইতে করিল গমন পাত্র জরাষুরের কাছে দিল দরসন।
কম্পবান হয়্যা মাতা বাক্য না নিস্বরে নিবেদন করে পাত্র দেবির গোচরে।
পাত্র বলে কেন মাতা মলিন বদন সিতলা বলেন ষুন তার বিবরন।
সপ্ন কহিতে গেলাম ষুনি তোমার কথা অধম পাপিষ্ট বেটা কাট্যাছিল মাথা।
ভাল যুক্তি দিলে বাছা ভাল যুক্তি দিলে হাথে গলায় বান্ধিয়া অগ্নিকুণ্ডে পেলাইলে।
থাকুক পুজার দায় বলে কটুবানি [২খ কোথা হইতে আলি বেটি ডাখিনী জোগিনী
পাত্র বলে ষুন মাতা মোর নিবেদন তিলেকেতে মজাইব নৃপতিভুবন।
কদাচিত হয় জদি নিধর্ন্যার ধন আপনাকে বাসে আমি কত বড় জন।
আমার বচন তুমি ষুন মোন দিয়া চৌসট্টি বসন্ত মাতা দেহ পাঠাইয়্যা।
সিতলার পাদপদ্ম লুব্ধ করি মতি শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর ভারথি॥

এতেক ষুনিঞা মাতা আনন্দিতমন চৌসট্টী বসন্ত ডাকেন জত ব্যাধিগন।
ওলাউঠা মিলমিল্যা আইল জত হাম আইল জতেক ব্যাধ বলি তার নাম।
কর্ন্নমুলি সর্ন্নিপাত সিতলি নামানি পিল্যা বিসম জর্ব্ব ছমাস্যা গ্রিহিনী।
খোউব পেঁচড়া আর হরসিতমনে চল জাব বাছা সব বিরাটভুবনে।
চৌমুখে হইল ক্রোধ বসন্তের রাজা ধুলকড়্যা চামদল ধায় হয়্যা মহাতেজা।

তিলে মুসরে ধায় রক্তচামড়ি   দেবিকে প্রণাম করে চারিদিগে বেড়ি।
ডুমর‍্যা সিয়রগড়্যা বেঁঙুচ্যা সর্ত্তর   ...   ধাইলা   ...।
দেখিয়া বসন্তগনে কুমারিদেবতা   হরসিতে সভাকারে কন পুর্ব্বকথা।
...   তেজ জাহির কার ...। ২খ]
...   ...   [৩ক অবধান কর মাতা আমার বচনে।
আইল চৌসট্টী ব্যাধ হয়্যা বলাবল   ফলরূপে লয়্যা জাবে বসন্ত সকল।
এত যুনি বলে তবে সিতলাজননি   বুর্দ্ধের সাগর পাত্র কহ দেখি যুনি।
জরাযুর বলে জাবে পুজার লাগিয়া   গাদা কর বলদ বসন্তছালা দিয়া।
অতি নিচ জাতি বেসে হইয়া বেপারি   পুজাছলে জাব চল বিরাটের পুরি।
জাইতে পথের মধ্যে জত আছে লেঠা   প্রথমে পার্‌য়াতে হবে পাটুনির ঘাটা
তার পর জগাতিঘাটায় দুঃর্খ পাবে   বিড়ম্বনা করিয়া পশ্চাতে পুজা পাবে।
তবে ত জাইবে মাতা বিরাটভুবনে   এত যুনি সিতলা ভাবেন মনে মনে।
জে বোল বলিলে পাত্র যুনিব তোমার   একে একে পুজা জেন পাই সভাকার
গাধাকে ডাকিয়া দেবি বলে বির্দ্যমানে   যুন বাছা আমার বচন সাবধানে।
বিরাটনগর আমি জাব পুজা নিতে   বসন্তের ছালা লয়্যা চল মোর সাথে।
জোড়হাথে [হেঠ] মাথে দেবির বচন   তবে ত করেন মাতা ছালার পর্ত্তনা
মুখেতে মোখড় দিয়া গাধারে সাজান   ছালা বহিবারে গাধার করিল জোগান।
জতেক বসন্তগনে কলাই করিয়া   ছালা উঠাইল মাতা হরসিত হয়্যা।৩ক]
[৩খ ধরিল মোখড় দড়ি পাত্র জরাযুর   ছালা তুল্যা দিল মাতা গাধার উপর।
গাধা হইল বলদ বসন্ত ছালা তায়   হইয়া বেপারিবেষ তেজমই জায়।
সিতলার চরনে ইত্যাদি ॥

॥ ত্রিপদি ॥

পাত্রের বচন যুনি   গর্গমই ঠাকুরানি   মন্ত্র পড়িয়া বির্দ্যমানে
চৌসট্টি রোগের সাথে   মানুসের পুজা নিতে   চলে দেবি বিরাটভুবনে।
তেজিয়া নিজ ভুবন   কৈল দেবি আগমন   পাত্র জরাযুর করি সাথে
অবনি প্রবেসে গিয়া   কত গ্রাম এড়াইয়্যা   উপনিত নদির সাক্ষাতে।
বামেতে পঞ্জিকা গ্রাম   নগর উর্ত্তম ধাম   দেবি চলে সাবধান হয়্যা
ঘাটেতে অনেক জন   কখন না দেই যুন   সর্ব্বকাল পার করে নেয়্যা।
ভুম ভাগ নাহি করে   জাতি বির্ত্তি অনুসারে   পার করে যুখে অন্ন খায়

পাটুনির পুত্র তারা নাম তার হিরা জিরা্যা হেনকালে দেবি ডাকে তায়।
কোথা বাপু হিরা জিরা্যা মোরে দেহ পার কর্যা লয়্যা জাই মটর খেসারি
চিরদিন দুঃখ পায়্যা গাধাকে বলদ লয়্যা হইয়াছি কলাইবেপারি।
তবে কহে হিরা জিরা্যা জদি দিব পার কর্যা ৩খ] [৪ক আমার বেরুন আগে দেহ
দু কাঁহন কড়ি দিয়া মধুকরে পার হয়্যা বেপার করিতে তুমি জাহ।
সিতলা বলেন বানি পার কর জাদুমুনি কড়ি দিব উ পারেতে গেলে
এতেক বলিয়া তায় ছালা তুল্যা দিল নায় পার কর্যা দিল হেনকালে।
নায়ে হৈতে তুলে ছালা কহে পাটুনির বালা পারের বেরুন নাহি পাব
কড়ি নাহি দিবে তুমি তাহার কারন আমি এক ছালা কলাই লইব।
দেবি বলে কড়ি নাঞি পাটুন্যারা দুই ভাই ছালা ধর্যা করে টানাটানি
গণ্ডগোল হুড়াহুড়ি করিল দুই জন পড়ি সুনিলেক হিরার জননি।
ঘরে হইতে বারি হয়্যা দুই পুত্রে প্রবোধিয়া বলে তারে প্রবোধ বচন
কুমারি ব্যাপারি বল্যা কি দেখ্যাছ ওরে ছাল্যা না জানাহ এই কোন জন।
তোমরা ছাওালমতি না জানাহ কোন গতি জগতজননি এই মাতা
গাইল বল্লভ কবি তাহার চরন সেবি নাএকেরে হবে বরদাতা ॥

ঘরে হইতে বারি হয়্যা পাটুনির মা অপরাধ ক্ষেম বলি ধরে দুটি পা। ৪ক]
[৪খ হাসিতে লাগিল দেবি বসন্তকুমারি আমারে জর্দ্যপি তুমি চিনিলে সুন্দরি।
পরিচয় দিয়া জাব আপনার গুনে দুটী পুত্র থাকুক তোর পরম কল্যানে।
সিতলা আমার নাম বসন্তকুমারি পুজা লইবারে জাব বিরাটের পুরি।
মায়া করি বসন্ত কর্যাছি ছালা পিঠে বিড়ম্বনা দেখাইব নৃপতি বিরাটে।
সুনিঞা বিস্ময় হইল হিরার জননি সবিনয়ে সিতলারে বলে জোড়পানি।
আমার পুত্রের দোষ না করিহ মনে অজ্ঞান কুমতি দুষ্ট নিবেদি চরনে।
হিরা্যা জিরা্যা দুই পুত্র পেল্যা দিল পায় কপট তেজিয়া আসির্ব্বাদ কৈল তায়।
পাটুনিরে বর দিয়া করিল গমন পাণ্ডবগ্রামেতে গিয়া দিল দরসন।
একে একে নানা দেস পশ্চাত করিয়া রাজঘাটে ছালা পুরি উর্ত্তরিল গিয়া।
দান সাধে জেই ঘাটে নিয়াঞি জগাতি সেইখানে হইল মাতা নবিন যুবতি।
জগাতি জগাতছলে বলে কুবচন তাহা সুনি কুমারি হাসেন মনে মন।
জগাতির পরিহাস্ত জগতি জানিঞা কটু কর্যা কন কথা টানিয়া টানিয়া।৪খ]
[৫ক এক বোলে দুই বোলে হইল গালাগালি ক্রোধ করি জগাতি দিলেক ছালা চালি

জগাতের সোধে নিব অর্দ্ধেক কলাই   আর্দ্দাস করিতে জাহ মহারাজার ঠাঞি।
সিতলাজননি কহে যুন রে জগাতি   ক্রোধ করি মারিবারে আইসে মূড়মতি।
জগাতিরে জগতি করিল বিড়ম্বনা   কলাইরূপ হইলেন মহলিজোবনা।
নিমাঞি জগাতি হইল হরসিত মনে   কিছু বা পাঠায়্যা দিব জামাতাভূবনে।
কিছু বা আপন ঘরে করিব ভক্ষন   পাটপড়সিরে কিছু বিলাইতে মন।
কুমারি আছেন তখন দাণ্ডাইয়া পথে   পুনুর্ব্বার কহে মাতা জগাতিসাক্ষাতে।
অর্দ্ধেক রাখিয়া মোরে দেহ এক পাটি   জগাতি বলেন নাহি দিব এক মুটি।
ভাল চাহ এক ছালা জাহ লয়্যা চল্যা   নহে পুন সকলি কলাই লব ঢের্ল্যা।
তথাপি সিতলা কহে হইয়া কাতর   যুনিঞা জগাতি তারে বলে দুর কর।
মায়া করি সিতলা কান্দেন ধিরে ধিরে   কি হল্য কি হল্য বল্যা হায় হায় করে।
আসিতে না পড়ে হাচি না ঠেকিল চাল   তবে কেন পথে করে জগাতি জঞ্জাল।
রোদন করিয়া মাতা করিল গমন ৫ক]   [৫খ জগাতি কলাই নিল হরসিত মন।
কাএস্তকুলেতে জন্ম নাম নিমাঞি দর্ত্ত   একমনে যুন সভে বলি তার তর্ত্ত।
বসন্ত কাড়িয়া নিল কলাই বলিয়া   জামাতাভূবনে কিছু দিল পাঠাইয়া।
কিছু বা আপন ঘরে করিল ভক্ষন   খাইতে খোসালচির্ত্ত হরসিতমন।
পাটপড়সে কিছু দিল অবসেসে   কলাই খাইল সভে পরম হরিসে।
জতেক কলাই ছিল সকল খাইল   বসন্তকুমারি তখন ধেয়ানে জানিল।
সভে বলে কলাই লাগিল জেন চিনী   দেবি বলে জ[র]দে[র] করহ সাজনি।
দেবির আজ্ঞায় জর করিল গমন   সভাকার গায়েতে করিল আকরর্সন।
জগাতিরা ভালমতে ধরিলেক স্বাষ   গলা ঘুড়ঘুড় ঘনঘন কাষ।
চোর্দ্দ প্রহর জর ভোগ করে গিয়া   হাতে ছিল চামদল উঠিল ফুটিয়া।
সেই সব কলাই খাইল জত জন   সিতলার হটে তারা হারার্ল্য জিবন।
জগাতির গুমান ভাঙ্গিল সেইখানে   পাত্র জরাযুর সঙ্গে খোসালিত মনে।
সিতলাদেবির পায় কহেন তখন   বলদে নাহিক কাজ যুন গো বচন।
আসিয়াছিলেন জারা যুনিবার তরে   সাধিয়া সে সব কাজ ছাড়িল গাধারে।
সকল বসন্তগনে জিবর্দ্দাষ দিয়া   সর্ব্বভরে জান দেবি জরা সঙ্গে লয়া।৫খ]
[৬ক বসন্তকুমারি আগে করি নিবেদন   সিতলাসঙ্গিত কবিবল্লভ রচন॥

ধুকড়্যা চামদল কয়   বেড়িব সভার গায়   মারিব রাজার জত সেনা
একা চামদল বলে   আমি গিয়া গায়ে হইলে   তার চক্ষু হয়্যা জাবে কানা।

খোস্থ পেঁচড়া বলে আমি গিয়া সন্ধ্যাকালে আরম্ভ করিব সভাকারে
মারিব রাজার বংস সভার করিব ধংষ এক জন না রাখিব পুরে।
দেবির চরনে বলে মাথাবেথা আমি গেলে সন্নিপাত হইব সর্ব্বের
কর মাতা অবধান খপু কর পরিত্রান তিলেক পাঠাব জমঘর।
দেবি হরসিত হয়্যা চৌসট্টি বসন্ত লয়্যা উপনিত বিরাটনগরে
ছিল জত বৈদ্দ্যগন সিতলা করিল পোন একে একে বিনাসে সভারে।
জত কবিরাজ ছিল সকলি মরিয়া গেল দেবি বড় আনন্দিতমন
ভাবিয়া দেবির পায় শ্রীকবিবল্লভ গায় উর্দ্ধার করহ জনে জন॥

ব্যাধিগন লয়া মাতা করিল গমন বিরাটনগরে গিয়া দিল দরসন।
সিতলা বলেন স্থন পাত্র জরাস্থর তোমার বচনে আইলাম বিরাটের পুর। ৬ক]
[৬খ কেমন প্রকারে পুজা কোনখানে পাব কার ঘরে আগেতে বসন্ত পাঠাইব।
জরাস্থর বলে নিবেদন করি কাছে তেমাথা পথের মর্দ্ধে অম্ব্রতরু আছে।
নগরের লোক জত করে আনাগনা আম্ব্রগাছেতে আগে দেখাহ বিড়ম্বনা।
বিড়ম্বনা দেখি জদি পুজা করে পদে ঘরে ঘরে হব পুজা কি কাজ বিবাদে।
সিতলা বলিল পাত্র উর্ত্তম বলিলে অবস্য পুজিব রাজা ওহাই হইলে।
যুক্তি কর‍্যা আম্ব্রগাছে বসন্ত পাঠাইল বসন্তে গলিয়া গাছ খানখান হইল।
তাহা ত দেখিয়া জত নগরের লোক অনুমান করে সভে পায় বড় সোক।
নহলিজৌবন গাছ পর্ব্বতআকার সে গাছ কেমনে হইল ছারখার।
মনে মনে যুক্তি করে ভাল নহে ভাই নিবেদিব চল সভে নৃপতির ঠাঞি।
দ্রুত গিয়া সমাচার জানাল্য রাজারে স্থনিঞা আইল রাজা বিক্ষ দেখিবারে।
দেখিয়া বিরাটরাজা গুমানে কহিল কিসের ভাবনা বিক্ষ পোকেতে কাটিল।
এত বলি নৃপতি গেলেন নিজঘরে অহঙ্কার গুমান করিতে পারে চুরে।
হেনকালে কুমারি কহেন জরাস্থরে রাজার গুমান দেখি কহেন পাত্রেরে।
ইহার উপায় জে কহিবে আমারে আগেতে বসন্ত পাঠাইব ৬খ] [৭ক কার তরে
আগেতে বসন্ত দেহ জত প্রজাগনে তার পাছু পাঠাইবে রাজার ভুবনে।
এতেক বচন মাতা বলে[ন] তোমারে তবে সে বিড়ম্বনা দেখাবে রাজারে।
এই সব যুক্তি পাত্র জরাস্থর দিল সহরে লোকের জর সভার হইল।
চৌদ্দ প্রহর জর ভোগ করে গিয়া তার পর বসন্ত মাতা দিল পাঠাইয়া।
একে একে মরিল জতেক প্রজাগন রাজার মহলে গিয়া দিল দরসন।

জতেক চাকর ছিল রাজার গোচরে   হাথি ঘোড়া পয়দল পড়িয়া গেল জরে।
বসন্তে মরিয়া গেল জত হাথি ঘোড়া   মগল পাঠান মৈল্য অঙ্গে জামাজোড়া।
বিসম বসন্তে মৈল অঙ্গে জামাজোড়া …
বিসম বসন্তে মৈল কত কত জনা   কেহ বলে ওরে ভাই দেবির বিড়ম্বনা।
নৃপতি না করে পুজা সিতলাকুমারি   রাজার হটে মজিল প্রজার ঘরগারি।
জদি সিতলার পুজা দিই প্রজাগনে   মুনিয়া নৃপতি পাছে ক্রোধ করে মনে।
কেহ বলে চল গিয়া কহিব রাজারে   মুন্যা জদি নৃপবর অঙ্গিকার করে।
তবে ত সিতলাপুজা মাগ্যা নিব বর   কহিতে লাগিল সভে রাজার গোচর। ৭ক]
[৭খ রাজা বলে সিতলা জদি কর্য়াছে বিবাদ   কদাচিত তবু তার না লব প্রসাদ।
কুরঙ্গ তুরঙ্গ মৈল ইকড়্যা বারন   তথাপি ইস্বরিপুজা না করে রাজন।
অতেব হইল ক্রোধ সিতলা জগতি   শ্রীকবিবল্লভ মাগে গোবিন্দভকতি॥

ইস্বরি বলেন তবে পাত্রের মুখ চায়্যা   ইহার উপায় বাপু মোরে দেহ কয়্যা।
এতেক জন্ত্রনা পাইল বিরাটের রাজা   পোন কর্য়া তবু মোর না করিল পুজা।
বসন্তে ডাকিয়া মাতা কহে সমাচার   রাজারে রাখিয়া বধ জত আছে আর।
দেবির আদেষ দুষ্ট বসন্ত পাইয়া   রাজার মহলে সিঘ্র প্রবেসিল গিয়া।
বিরাটের বাপ ছিল হয়্যা অতি বুড়া   সিজগড়্যা বসন্ত তার দিল ঘাড় মুড়া।
বিরাটরাজার বধু মুয়্যা নিদ্রা জায়   আলকুস্যা বসন্ত ধরিল তার গায়।
এতেক প্রমাদ হইল দেবি সনে [হ]টে   চামদল বসন্তে কার অঙ্গ গেল ফেট্যা।
তবু নাঞি রাজা করে পুজা অঙ্গিকার   উর্ত্তর নামেতে ছিল তনয় তাহার।
সেই পুত্র জদি মাতা করহ বিনাষ   রাজার মন্দিরে হব পুজার প্রকাষ।
তারে নাঞি বিনা…   ৭খ] [৮ক সিতলা বলেন তবে তারে বিনাসিব।
উর্ত্তরা নামেতে কর্ন্যা তনয় উর্ত্তর   আকস্মাৎ তার গায় হইল ঘোর জ্বর।
রাজা রানি বিসাদ ভাবেন মনে মনে   পুত্র কর্ন্যার জ্বর ছাড়িব কেমনে।
মুখচুসি পিচাসি দেখিল দুহারে   মহামন্ত্র পড়ি সির্ক্ষা বান্ধিল চিকুরে।
সিতলাকুমারি মনে কোপযুক্ত হয়্যা   গুনরাজ বসন্ত দিলেন পাঠায়্যা।
বিসমজ্বরেতে অঙ্গ হয়্যা গেল কালি   অনেক বসন্ত হইল নাহি দেখি কুলি।
গুনরাজ সঙ্গে ছিল চামুট্যা বিমুট্যা   বিসম জালায় কার অঙ্গ গেল ফাট্যা।
মরিব রাজার পুত্র ইস্বরির হটে   পরিনামে নাঞি জানি আর কিবা ঘটে।
সিতলার চরনে ইত্যাদি॥

রাজা রানি বিসাদ করএ মনে মনে   এতদিন প্রান ধরি কিসের কারনে।
রঘুনাথ হেন পুত্র গেল বোনবাসে   কি য়ার জিবার সাধ কিসের করি আসে।
কান্দেন বিরাট রাজা গড়াগড়ি দিয়া   ধ্রতরাষ্ট কান্দে জেন পুত্রের লাগিয়া।
সোকেতে রাজা রানি হইল কাতর   বৃর্দ্ধকালে কৈল বিধি সোকের আকর।৭ক]
[৮খ উর্ত্তরা তনয়া তার কান্ত নিজ পতি   স্বামির সাক্ষাতে আসি হইল উপনিতি।
স্বামি কোলে করি সতি করেন রোদন   ওহে নাথ কেন [ম]লে কিসের কারন।
সিতলা সহিত হট করিল রাজন   তে কারনে প্রাননাথ হারালে জিবন।
আমা হেন অভাগিনি নাহি ত্রিভুবনে   এ ছার জিবন আর রাখিব কেমনে।
রাজাস্থানে সর্ত্যবতি করে নিবেদন   কুণ্ড সাজাইয়া দেহ তেজিব জিবন।
প্রাননাথ সঙ্গে আমি অনুমৃতা হব   কদাচিত পাপতনু আমি না রাখিব।
সর্ত্যবতি এই কথা কহিল মহিপালে   স্নান দান করে রামা যুরনদির জলে।
আম্র্রডাল করে লয়্যা বাহির হইল   যুরনদির কুলে সভে কুণ্ড সাজাইল।
চন্দনকাষ্টের গড়্যা সসানেতে দিল   বিচিত্র বন্ধান ঠাটে কুণ্ড সাজাইল।
কুণ্ড বেড়ি মনস্য রহিল চারি ভিতে   হেনকালে রূপবতি জায় অর্ঘ্য দিতে।
এককালে রঘুনাথ সর্ত্তের কারনে   সঙ্গেতে জনকযুতা জানকি লক্ষ্মনে।
পিত্রিসর্ত্য পালিবারে গেলা দেসান্তরে   রাজা দসরথ কান্দে হইয়া কাতরে।
সেই রাজা রানি উর্চ্চ্যস্বরে কান্দে   পুত্রসোকে রাজা রানি কেস নাহি বান্ধে।
হায় হায় করেন জতেক বন্ধুজনে ৮খ]   [৯ক ধুলায়ে লোটায়ে কান্দয়ে অচেতনে।
কি হইল কি হইল বলি হায় হায় করে   কুমারিদেবতা মাতা জানিল অন্তরে।
ইস্বরিচরনে ইত্যাদি ॥

বসন্তকুমারি মাতা জানিল ধিয়ানে   পুজার কারনে যুক্তি করেন মনে মনে।
অনুমৃতা হইল জদি মোর সর্ত্যবতি   তবে কি পুজিব মোরে বিরাট নৃপতি।
সংপ্রতি রাজপুত্রে বাঁচাইয়া দিব   পুজে কি না পুজে রাজা মর্জ্জাদা বুঝিব।
জরাতি ব্রাহ্মনিবেসে কুমারি হইয়া   পাত্র জরাযুরে মাতা আনিল ডাকিয়া।
দেখি জরাযুর পাত্র করে নিবেদন   অনন্ত তোমার মায়া বুঝে কোন জন।
বিধি অগোচরে গুন ধর্ম্ম মোক্ষ কাম   বিফল জনম তার তুমি জারে বাম।
তোমার চরনে জার আছিল ভকতি   ত্রিভুবন মধ্যে তারে কে করে দুর্গতি।
বাচাইয়া দেহ মাতা রাজার নন্দনে   হউক তোমার পুজা সংসারভুবনে।
এতেক যুনিঞা মাতা করিল গমন   জেখানে কর্‌যাছে অগ্নিকুণ্ডের সাজন।

সর্ত্যবতি কন্যার পুন্নে'র নাহি লেখা তপবোনে ধ্রবকে ৯ক] [৯খ জেন কৃষ্ণ দিল দেখা।
সিতলাকুমারি মাতা দিল দরসন কৃপা করি কৃষ্ণ কৈল গজেন্দ্রগমন।
বার্দ্য রঙ্গ গিত নাট আনন্দিত মনে অগ্নিক্ষেত্রে জায় রামা প্রাননাথ সনে।
ব্রহ্ম'চারি বলে এখন ষুন সাবধানে মরিল রাজার বেটা জাহার কারনে।
সিতলার পুজা হইল জতেক নগরে না পুজে নৃপতি তাঁরে অহঙ্কার করে।
সিতলাদেবির পুজা করিব রাজন এখনি বাঁচায়্যা দিব রাজার নন্দন।
সর্ব্বলোক চমৎকার ষুনে এই কথা মরিলে জিয়াতে পারে সে কেমন দেবতা।
রাজা রানি দুই জনে করিলেন স্তুতি করিব দেবির পুজা করিয়া ভকতি।
অঙ্গিকার করি রাজা সভাবির্দ্যমানে করিব দেবির পুজা ইথে নাহি আনে।
সিতলাষুন্দরি দেবি হরসিত মনে কুণ্ডারে করিয়া কোলে বসিল সেইখানে।
সেইখানে বেড়্যা দিল কাপড় কাণ্ডার মিত্তু সঞ্চারি মন্ত্র বলে বারে বার।
মির্ত্তু সঞ্চারিনি মন্ত্রে প্রান সঞ্চারিল ব্রজসিষু বোনে জেন কৃষ্ণকে পাইল।
প্রানদান পায়্যা উঠে রাজার নন্দন সর্ত্য সিতলামাতা দেখে সর্ব্বজন। ৯খ]
ব্রহ্ম'চারি অন্তধ্যান হইল সেইখানে দেখিয়া সকল [লোক] চমৎকার মনে।
পুজিল বিরাটরাজা দেবির চরন শ্রীকবিবল্লভ বলে ষুন সর্ব্বজন ॥

সসান ছাড়িয়া সভে গেল নিজঘরে হইল দেবির পুজা বিরাটনগরে।
নিরামিস্য হবিস্য করিল সেই দিনে নানা ব্যাধি লয়্যা মাতা করিল গমনে।
চৌসট্টি ব্যাধি লয়্যা করিল গমন বিরাটনগরে গিয়া দিল দরসন।
রাজার সঙ্কোচ দেবির আছয়ে হৃদয় তে কারনে জগৎমাতা না হয় সদয়।
ষুন ষুন মোর বাক্য বিরাটরাজন জদি সে পুজিবে বাপু আমার চরন।
একমনে পুজ জদি নিজ পরিবারে খরসান অস্ত্র বাছা পেল্যা দেহ দুরে।
এত ষুনি মহাঁরাজার উপজিল হাস্য পেলাইলাম অস্ত্র মাতা ঘটে আসি বৈস।
জিয়াইয়া দিলে মোরে মরা জে তনয় করিব তোমার পুজা কহিনু নিশ্চয়।
নৃপতি একান্তমনে ভাবেন সর্ব্বথা [করি]ল সিতলাপুজা সঙ্গে লয়্যা প্রজা।
একমনে ভাবে রাজা সিতলাচরন রাজা পুষ্প জল [দিল] এক চিত্ত মন।
বসন্তসকলে রাজা পুজে একমনে পুজা পায়্যা হরসিত গেল নিজস্থানে।১০ক]
[১০খ সিতলা বলেন ষুন বিরাটরাজন তোমারে বর দিয়া জাব কৈলাষভুবন।
সিতলার বাক্য ষুনি কহে বিরাটরাজন সকল কর্ল্যানে রাখ পাত্রমিত্রগন।
সিতলার চরনে মযুক নিজ চিত শ্রীকবিবল্লভ গান মধুর সঙ্গিত॥

ইস্বরি বলেন মুন পাত্র জরাস্থর   তব তুল্ল্য প্রথবিতে কে আছে অস্থর।
সকল জিবনে আছে আমার অধিকার   মন্থস্তগ্রিহেতে পুজা হইবে আমার।
চৌসট্টি বসন্তে সিগ্র ডাক্যা আন তুমি   পুজার বিধানমাত্র বল্যা দিব আমি।
পাত্রের বচন মুনি জগতের মাতা   চৌসট্টি বসন্ত মাতা আদেসিল তথা।
জার তেজে নাহি আঁটে সমুদ্রের জল   প্রথমে বসন্ত বির বড় চামদল।
জাহার প্রতাপে কাঁপে জত চলাচল   শ্রীকবিবল্লভ গান সিতলামঙ্গল।
শ্রীকবিবল্লভ গায় সিতলার পায়   হরি হরি বল সভে পালা হইল সায়॥

ইতি সন ১২৩৪। তারিখ ৭ বৈসাখ—

১০০ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

দ্বিজ কবি চণ্ডী

পুঁথিসংখ্যা ১০৫৪; পত্র ১৯; খণ্ডিত; আকার ১৩"×৪"।

[১খ কৃষ্ণমংঙ্গল শ্রীরামঃ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল থুইল পাঁচালির নাম   একভাবে স্থনে তার পূন্ন হয়ে কাম।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নাহি থাকে সভার ঘরে   তার ঘটে জারে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলগাঁথা পিজুস সমান   পাপি মুক্ত পায়ে জদি করে অবধান।
সাধুজন স্থনে জদি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল   ভক্তি মুক্তি পায়ে তাঁর চরনকমল।
কৃষ্ণ হেন ঠাকুর কুথাহ নাহি আর   স্থনিলে কৃষ্ণের নাম পাপির উর্দ্ধার।
হিংসাতে পুতনা পাইল কৃষ্ণের সরির   কামে গোপি ভয়ে কংস স্নেহে জুধিষ্ঠির।

[৩ক গোপগনে নন্দঘোস ধেনু নিজোজিয়া   চলিলা কৌতুকে নন্দ বৃন্দাবন দিয়া
সংখচুড় নামে সর্প ছিলা সেই বনে   সঘনে গর্জ্জিয়া আইল্য নন্দ [বি]দ্যমানে।
সহস্র হস্ত সর্প দেখি ভয়ঙ্কর   পঞ্চবন্ন রেখা গায়ে অতি মনোহর।
অর্দ্ধচন্দ্র রেখা সিরে অতিসয় সাজে   চন্দ্র জিনিঞা জ্যোতি অধিক বিরাজে।
অরুনবরনে মুখ ঘন জিভ্বা নাড়ে   পরাক্রমজুত হৈয়া নন্দঘোসে বেড়ে।
মথনদড়িতে জেন মাথানি বাঁধা রয়ে   তেমন রূপেতে নন্দঘোসেরে বেড়য়ে।
অখিলভুবনপতি নন্দের মন্দিরে   সেই পুন্যফলে নন্দে সংহারিতে নারে।
আকুল হইয়া নন্দ কান্দে উর্চ্চস্বরে   এমন সময়ে হরি দেখা দেহ মোরে।
নন্দের করুনা স্থনি গোপবিন্দ ধায়   বেষ্টিত ভুজঙ্গ হৈছে নন্দঘোসের গায়।
সর্প বধি [৩খ তে নন্দ মরিবে পরাণে   এত বলি কান্দে গোপ অঝোরনয়ানে।

কথো গোপ জাহ ধাইয়া আমার মন্দিরে   সমাচার কহ গিয়া জসোদাগোচরে।
মরনসময়ে আমি দেখিব নন্দন   এত বলি নন্দঘোস করয়ে রোদন।
নন্দের সদনে কেহো বুক নাহি বান্দে   লোটাইয়া গোপগন ভুমি ধরি কান্দে।
দ্বিজ কবি চণ্ডি কহে হরিপদাম্বুজে   উর্দ্ধার উর্দ্ধার প্রভু ভবসিন্ধুমাঝে॥

এমন সময়ে কুথা রইলে হে হরি   জনমের মত একবার দেখা করি॥

কথো গোপ ধাইয়া আল্যা নন্দের সদনে   সমাচার কহে গিয়া জসোদার স্থানে।
জসোদারে সমাচার কহেন গোয়াল   ব্রজরাজে কাননে বেড়িল মহাকাল।
লোটায়া জসোদা কান্দে করে হাহাকার   জুগললোচনে নির বহে অনিবার।
ধাইয়া রোহিনি জসোদারে তোলে   আল্লাইল কুন্তলভার ভিজে নে ৩খ] ত্রজলে।
মায়া পাঁতি বলাই লৈয়া কান্দে[ন] গোবিন্দ   নন্দের লাগিয়া তবে কান্দে গোপবিন্দ।
পুত্রে[র] ধরিয়া গলা কান্দে নন্দরানি   মা বাপ বলিয়া কারে ডাকিবে জাদুমনি।
নন্দের উর্দেসে আমি হব অনুমৃতা   পিতৃমাতৃসোক তুমায় দিলেন বিধাতা।
মায়া পাঁতি কান্দে কৃষ্ণ মায়ের বচনে   মুক্তা হেন অশ্রু ঝরে কমললোচনে।
কৃষ্ণের করুনায় কেহ বুক নাহি বান্ধে   সোকাকুলি হৈয়া গোপ লোটাইয়া কান্দে।
রোদন তেজিয়া কহে কমললোচন   জননিরে কহেন কৃষ্ণ প্রবোধবচন।
মন্দিরে থাকহ মা গো হরসিত হৈয়া   বাপেরে আনিব আ ৪ক] মি ভুজঙ্গ বধিয়া।
[৪খ নটবরবেসে আইলা শ্রীবৃন্দাবনে   তৃভঙ্গ নাচেন কৃষ্ণ নন্দবিদ্যমানে।
গোবিন্দ দেখিয়া নন্দ অনন্দিতমন   মৃত্যুসরিরে জেন পাইল জিবন।
খানিক থাকহ বাছা ঐখানে দাণ্ডায়া   চাঁদমুখ দেখি তুমার নয়ান ভরিয়া।
তুমা না দেখিয়া আজি তেজিতাঁও জিবন   এত বলি কান্দে নন্দ অঝোরনয়ান।
চন্দ্রচুড় দেখি কৃষ্ণ অতিসয় সুখে   লম্ফ মারি গেলা কৃষ্ণ তাহার সন্মুখে।
নন্দকে ছাড়িয়া সর্প কৃষ্ণচন্দ্রে বেড়ে   চরণ চাপান দিয়া ধরে চন্দ্রচুড়ে।
হরিপদাম্বুজে সর্প তেজিল পরানে   মুক্ত হৈয়া সর্প গেলা চাপিয়া বি[মা]নে।
আনন্দিত নন্দঘোস পুত্র লয়া কো ৪খ] লে   লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনমণ্ডলে।
নন্দঘোসে সর্প কর্য্যাছিল সংহার   ভুজঙ্গ বধিয়া কৈল পিতার উর্দ্ধার।
হেন সমাচার সুনে জসোদা রোহিনি   দ্বিজ কবি চণ্ডী গান সেবি চক্রপানি॥

ওহে হরি বড় সাদ আছে মোর মনে   গোবিন্দ গোলোকের নাথ দেখিব নয়ানে॥

এক দিন বরুনরাজা করে অনুমান   ধ্যান করিয়া ভাবে প্রভু ভগবান।
নন্দসম ভাগ্যবান নাহি তিন পুরে   অখিলভুবনপতি বাপ বলে তারে।
নন্দকে আনিব আমি আপন সদনে   এত বলি বরুনরাজা জুক্তি করে মনে।
অনন্ত অচ্যুত প্রভু অসেস মহিমা   ব্রহ্মা বেদব্যাস আদি দিতে নারে সিমা।
তাঁহার চরনাম্বুজ করিতে সম্ভাস   মনেতে আমার বড় হৈছে অভিলাস।
এত বলি জলেশ্বর জুক্তি করে মনে   নন্দকে আনিব আমি আপন সদনে।
পিতা উর্দ্ধারি ৫ক] তে কৃষ্ণ করিবেন গমন   সবংসে দেখিব তাঁর রাতুল চরণ।
এত বলি বরুন রহে জমুনার জলে   স্রান করিয়া নন্দ আইল্য হেনকালে।
একাদসি করি নন্দ ছিলা উপবাসি   স্রান করিয়া নন্দ মনে হৈলা খুসি।
জমুনা বরুনপুরে হৈয়াছে বিঘুর   রথ গজ আইসে জায় এত পরিসর।
নন্দে লৈয়া জলেশ্বর চাপাইয়া রথে   পরম কৌতুকে রথ চালাল্য সেই পথে।
আকুল হৈয়া নন্দঘোস চিন্তে মনে মন   কে লইয়া জায় আমা না বুঝি কারণ।
বরুন বলেন নন্দ করি নিবেদন   তুমা লৈয়া জাব আমি আছয়ে কারণ।
কহিতে কহিতে রথ গেলা অধোপুরে   নন্দ লৈয়া বরুন গেলা আপন মন্দিরে।
রচেন শ্রীচণ্ডি দ্বিজ কৃষ্ণগুনগান   নৃপতি ছত্র্য সিংহের করিবে কল্যান॥

দয়া কর দয়ার্ন্নিধি কেউ নাই আর   পড়্যাছি ৫খ] সঙ্কট ঘোরে মোরে কর পার॥

নন্দের বিলম্ব দেখি জসোদা ভাবে মনে   স্রান করিবারে গেলা নন্দ না আইল্য কেনে।
পঞ্চাস ব্যঞ্জন অন্ন্য করিলাঙ রন্ধন   স্রানে বিলম্ব নন্দের না বুঝি কারণ।
গোপগন পাঠাইল্য নন্দ আনিবারে   লঘুগতি ধায় গোপ জমুনার তিরে।
জমুনায় নন্দ নাহি গোয়ালা ফাঁফর   অসেসে বিসেসে গোপ খুজিল বিস্তর।
গোকুল বৃন্দাবনে খুজি গিরি গোবর্দ্ধনে   সর্ব্বত্র ভ্রমেন গোপ নন্দঅন্যাসনে।
কথো গোপ ধাইয়া আইলা নন্দের মন্দিরে   সমাচার কহে গোপ জসোদাগোচরে।
জল স্থল আদি করি খুজিলাঙ সকল   কুথাহ না পাইলাঙ নন্দের নাগাল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রানি লোটায় ভূতলে   আকুল হইয়া কান্দে ভিজে নেত্রজলে।
জসোদার রোদন স্থনি ধায় গোপবৃন্দ   জননিকরুনা স্থনি কান্দেন গোবিন্দ। ৬ক]
[৬খ ধরিয়া পুত্রের গলে বলে জসোমতি   পতিহিন কেন মোরে কৈলে প্রজাপতি।
তুমার পিতা নন্দ গেলা স্রান করিতে   কুম্ভিরে ধরিয়া খাইল হেন লাগে চিত্তে।
পিতা উর্দ্ধারিতে কৃষ্ণ করিল পয়ান   বিরচিয়া কবি চণ্ডী কৃষ্ণগুন গান॥

ভুবনমোহন রূপ শ্যামসুন্দর   নন্দ উর্দ্ধারিতে গেলা বরূনের ঘর।
বরূনের পুরি দেখি অতি মনোহর   সারি সারি সোভা করে উত্থান সুন্দর।
কনকরচিত ঘর বিচিত্র আওয়াস   কাঞ্চন পাঁচির তার সোভে চারি পাস।
মিষ্টান্ন ভোজন নন্দ করে অতি সুখে   সয়ন করিল দিব্য সুবর্ন পালঙ্কে।
কুঙ্কুম চন্দন চর্চ্চিত চারু গায়ে   কেহো কেহো চতুর্দ্দিগে চামর ঢুলায়ে।
তা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র হরস অন্তরে   নটবরবেসে গেলা বরূনগোচরে।
কৃষ্ণে দেখিয়া বরূন হৈলা হরসিত   অনিবার অশ্রু বহে পুলকে পুরিত।
[৭ক পাগ্ত অর্ঘ্য দিল তারে ভক্তিজুত হৈয়া   সিংহাসনে বসাইল্ সড়ঙ্গে পূজিয়া।
বরূণ করেন পূজা গোবিন্দচরণে   সুগন্ধি কুসুম মাল্য কুঙ্কুম চন্দনে।
নানা উপহার দিল অমৃতসমান   বরূনের পুজা পায়্যা তুষ্ট ভগবান।
বরূনে প্রসন্ন হৈলা আপুনি নারায়ণ   পরিধান পিতবাস কৌস্তভভূসন।
সজল জলধ তনু শ্যামল সুন্দর   বনমালা গলে দোলে অতি মনোহর।
দিনমনি জিনি সোভা শ্রবনে কুণ্ডল   সরতচন্দ্রমা জিনি বদনমণ্ডল।
সংখ চক্র গদা পদ্ম সৌভে চারি ভুজে   রতন নপুর সৌভে চরণপঙ্কজে।
বরূনে প্রসন্ন হৈলা দিন দয়াল   সেই মুর্ত্তি তেজি হৈলা দ্বিভুজ গোপাল।
সবংসে দেখিলাঙ তুমার চরনকমল   আপনা আপনি বাসি জিবন সফল।
নন্দকে আনিলাঙ আমি আপন মন্দিরে   সেই অপরাধ প্রভু ক্ষেমহ আমারে।
এতেক বলিয়া বরূন হইলা তৎপর   নন্দকে আনিয়া দিল কৃষ্ণের গোচর।
[৭খ কৃষ্ণকে দেখিয়া নন্দের আনন্দিত মন   মৃত্যুসরিরে জেন পাইল্য জিবন।
নানারত্নবিরচিত বিচিত্র মনিহার   নন্দকে বরূন দিল করিয়া পুরস্কার।
কনকরচিত দিল বিচিত্র বিমান   নন্দ উর্দ্ধারিয়া কৃষ্ণ করিল পয়ান।
নন্দঘোসে বরূন আনিল জেই পথে   সেই পথে কৃষ্ণচন্দ্র গেলেন তুরিতে।
উপনিত হৈলা গিয়া শ্রীবৃন্দাবনে   বরূন বিদাই হৈয়া গেলা নিজস্থানে।
আগে জান কৃষ্ণচন্দ্র পাছু নন্দঘোস   কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মনে পাইল সন্তোস।
অভ্যন্তরে গেলা নন্দ পুত্রের সহিত   তা দেখিয়া জসোদা রোহিনি হরসিত।
নন্দ বলে সুন সুন জসোদা রোহিনি   কানাই মানুস নহে আপনি চক্রপানি।
বরূন হরিয়া মোরে রাখিল মন্দিরে   পাতাল হইতে পুত্র উর্দ্ধারিল মোরে।
মিষ্টান্ন ভোজন আমি কর্য্যাছি পায়না পুত্রের প্রসা ৭খ][৮ক দে মোর অনেক মাননা।
মনুস্য হইয়া পাইলাঙ অমরের পুজা   বহুত আশ্বাস কৈল বরূন মহারাজা।
নারায়ন সমতুল্য দেখিয়া গোপালে   কহেন শ্রীচণ্ডী দ্বিজ হরিপদতলে॥

॥ সংখচূড়বধ : নন্দউর্দ্ধারণ অধ্যায় ॥

হরিকথা কৃষ্ণকথা স্থনে জেই জনে   নিস্পাপি হইয়া জায় বৈকুণ্ঠভুবনে।
দিনেৰ্দ্দিনে আয়ু মোর আল্য সেষ হৈয়া   না সেবিলাঙ হরিপদ কাল গেল বৈয়া।
নির্দ্ধনের ধন তুমি আধুলার আঁখি   নিরবধি তুয়া পদ নিরখিয়া দেখি ॥

এইমতে রাম কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে   খেলেন বিবিধ খেলা গোকুলনগরে।
কৃষ্ণের প্রতাপ কংস মথুরায় স্থনে   প্রবল সত্রু মোর বাড়ে দিনে দিনে।
অরিষ্ট অস্থরে আজ্ঞা দ্দিলে কংসাস্থর   রাম কৃষ্ণ বধ মায়া পাতিয়া প্রচুর।
সেত স্থাম রাম কৃষ্ণ পরম স্থন্দর   সিস্থ সঙ্গে খেলে রঙ্গে বেস নটবর।
সিংহা [৮খ বেহ্নু বাঁসি বাজে অস্ত্র নাহি ধরে   তার সনে জুর্দ্ধ করি বির কেন মরে।
জে সব মরিল তারে বির নাহি গুনি   মায়ার সাগর তুমি সংগ্রামে রাখিনি।
প্রসংসিয়া কংসাস্থর তারে দিল পান   প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে কংসবিগ্যমান।
এত দিনে আজ্ঞা মোরে দিলে মহারাজ   রাম দামুদরে বধো কত বড় কাজ।
আজ্ঞা পায়্যা অরিষ্ট বির আনন্দিত মনে   করেন পয়ান বির শ্রীবৃন্দাবনে।
মায়া পাঁতি ধরে তন্থ বৃসের আকার   গোকুলনগরে জায় পাতি অবতার।
চরনের গতি ক্ষিতি হৈল্য কম্পমান   দুই পাসে ভাঙ্গে বৃক্ষ পর্ব্বতপ্রমান।
নগর জিনিয়া বপু দেখি ভয়ঙ্কার   গোকুলনগরে গিয়া পাতি অবতার।
মেঘবর্ন্ন দুই কর্ন্ন লোহিত নয়ান   কালো কন্দ ঝুটা সোভে দেখিতে স্থঠান।
নেঞ্গা ফিরায়ে জেন বিদ্যুতসঞ্চার   নিশ্বাসে বহে ঝড় লাগে অন্ধকার। ৮খ]
[৯ক হুঁঙ্কারিয়া খুলে মাটি অতি মহাতেজে   সত সহস্র মেঘ জেন এর্কালে গর্জ্জে।
খুরাইয়া খণ্ড খণ্ড করিছে মেদিনি   ত্রাসে কত গর্ব্ভ ছাড়ে গাবিনি গুর্ব্বিণি।
চঞ্চল ধেন্থর পাল স্থির নাহি বান্দে   তা দেখিয়া গোপগন উর্চ্চস্বরে কান্দে।
বৃসরূপ ধরি কাল আসিছে মারিতে   নিশ্চয় মরিব সভে হেন লয় ছির্ত্তে।
আকুল হইয়া কান্দে ভিজে নেত্রজলে   দ্বিজ কবি চণ্ডী রহে হরিপদতলে ॥

গোপের কন্দনা স্থনি কমললোচন   বিসাদ না কর সভে স্থির কর মন।
বৃসরূপ ধরি বির মায়ার নিধান   আমা বধিবারে এথা কর্য্যাছে পয়ান।
দেব দ্বিজ মা বাপের জদি কৃপা ঠাকে   বৃসাস্থরে বধিয়া পাঠাব জমালো ৯ক] [৯খ কে।
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজসিস্থসঙ্গে   সাজ সাজ বলি সির্ঙ্গা বেহ্নু পূরে রঙ্গে।

নটবরস্তামতনু সোভা অনুপাম   কণ্ঠে কৌস্তুভ মনি কদম্বের দাম্।
ময়ুরচন্দ্রিমা তায়ে গুঞ্জামালা দিয়া   কনকের পত্রাবলি বান্ধিছে টালিয়া।
নির্ম্মল মুক্তার পাঁতি অলকাদলনি   ললাটে চন্দন চাঁন্দ বঙ্কের চাহনি।
সরতিন্দু জিনি মুখ সুরঙ্গ অধর   শ্রবন কুণ্ডল দোলে জিনি দিবাকর।
দলিত অঞ্জন জিনি স্তামবপুআভা   পরিধান পিতধটি অতিসয় সোভা।
কটিতে কিঙ্কিনি সোভা সুমধুর বাজে   অঙ্গদ বলয়া করপল্লবে বিরাজে।
চরনকমল সোভে রতন নপুর   চলিতে বাজয়ে অতি মন্দ সুমধুর।
বদন ৯খ] [১০ক বাজন কৃষ্ণ দিয়া টিটিকারি   ক্ষেনে ক্ষেনে ভঙ্গ ধরে পাতিয়া চাতুরি।
নাগেন্দ্রগর্জ্জনে গর্জ্জে ঘোর সব্দ করি   মারিবার তরে আইসে কৃষ্ণবরাবরি।
লম্ফ মারি কৃষ্ণচন্দ্র চাপে তার পিটে   ঐরিপৃষ্টে করি দৈত্য জায় নদিতটে।
পৃষ্ট তেজি পুচ্ছ ধরি কৃষ্ণ দিল পাক   বৃসাসুরে ফিরে জেন কুমারের চাক।
বল টুটিল দৈত্য হইল ফাঁপর   আছাড়িয়া ফেলেন কৃষ্ণ অবনি উপর।
মায়া চুর হৈল্য দৈত্য তেজিল পরান   মুক্ত হৈয়া স্বর্গ গেলা চাপিয়া বিমান।
ইন্দ্র আদি তুষ্ট হৈলা জত দেবগন   গোবিন্দ উপরে কৈল পুস্পবরিসন।
অরিষ্ট বিনাস কংস পাইল সমাচার   সঘনে নিশ্বাস ১০ক] [১০খ ছাড়ে টুটে অহঙ্কার।
বিসন্নবদন কংস বিসাদিত মনে   দ্বিজ কবি চণ্ডী ভজে শ্রীহরিচরণে॥

বিরবৃন্দ লয়া কংস বসিছে সমাঝে   বিসাদ করিয়া কান্দে নেত্র জলে ভিজে।
পড়িল অবিষ্টবির মহাযুর্দ্ধাপতি   বালক বধিতে নারে কাহার সকতি।
না দেখি উপায় তারে বধিব কেমণে   নন্দালয়ে মোর ঋপু বাড়ে দিনে দিনে।
প্রনমিঞা কেসি বলে সুন মহাসয়   মোরে আজ্ঞা দিলে কোন কর্ম্ম নাহি হয়।
আজ্ঞা কর সব ঋপু আনিব বধিয়া   জম ইন্দ্র বরুন আদি আনিব বান্ধিয়া।
সুমেরুপর্ব্বত আমি উপাড়িতে পারি   আজ্ঞা কর সিন্ধুনির সুসিয়া সংহারি।
সসৈন্য কাননে ১০খ][১১ক ...সিব অবনি   নাগেন্দ্র জিনিঞা আমি আনিঞা দিব মনি।
গোকুল বৃন্দাবন...উপাড়িব নখে   উলটিয়া গোপগনে বধিব এক জাকে।
এত কর্ম্ম করি   ভা ...যোজন   রাম কৃষ্ণ বধ কর এই সে কারণ।
এত দিনে আজ্ঞা মোরে দি   ...   ইঙ্গিতে বধিব আমি রাম দামুদর।
প্রসংসা করিয়া কংস তারে...   কৃষ্ণ বধিবারে কেসি করিল পয়ান।
মায়া পাঁতি ধরে তনু তুরঙ্গ আ[কার   গো]কুল বেড়ে গিয়া পাতি অবতার।
চন্দ্রের বরন তনু দেখিতে সুঠান   লোহি[ত লো]চন সে স্তামল দুই কান।
তাম্রবর্ন্নে চারি খুর প্রখর তুরঙ্গ   উষ্ট অধর তার অত্যন্ত সুরঙ্গ।

পিতবর্ন্নে অর্দ্ধ পুচ্ছ অর্দ্ধ স্থরঙ্গ সাক্ষাতে দেখিয়ে ১১ক] [১১খ জেন য়ঙ্গের তুরঙ্গ।
প্রলয়পবন বহে দুই নাসাপুটে ঘর ভাঙ্গে মনুস্য খেদে···উটে।
কোথাহ না দেখি হেন হয় হিংসে নরে বির অবতার করি ফি···পুরে।
অশ্বরূপ হৈয়া কাল আস্যাছে মারিতে নিশ্চয় মরিব সভে···চির্ত্তে।
কোথা গেলে ওহে রাম স্থন্দর গোপাল আকুল হইয়া কান্দে··· গোয়াল।
গোপের কন্ননা স্থনি কমললোচন ইসত হাসিয়া কহে···বচন।
অল্প কার্য্য চিন্তা সভে কর ক্যেন চির্ত্তে অশ্বরূপ ধরি বির আ···ছে মারিতে।
বাপ নন্দঘোস মোর মা জসমতি ভাই বলরাম মোর মহা···পতি।
দেব দ্বিজ গুরুজনের জদি কৃপা থাকে তুরঙ্গ বধিয়া পাঠাইব জ···লোকে।
কটুবাক্য স্থনি কেসি আক্রোস করিয়া কৃষ্ণ সংহারিতে জায় বদন ১১খ] মেলিয়া।
লম্ফ মারি কৃষ্ণ তার ওষ্টে চাপি ধরে মুকটি মারিল মুণ্ডে রক্ত বহে ধারে।
জোজনপ্রমান ঘোড়া লম্ফ মারি উঠে লাফ দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র চাপে তার পিঠে।
মথুরার মুখে বির করিল পয়ান গোবিন্দ লইয়া দিব কংস বিদ্যমান।
বিশ্বম্ভর হৈলা কৃষ্ণ অস্থর উপরে অবস হইলা বপু চলিতে না পারে।
মুর্চ্ছিত হইয়া বির অবনি লোটায় স্বর্গ মঞ্চ চমকিত কেসি বিররায়।
কৌতুকে বধিলা কৃষ্ণ কেসি মহাবিরে ইন্দ্র আদি দেবগন হরস অন্তরে।
সঘনে দুন্দুভিবাদ্য বাজে স্থরপুরে আনন্দহে পুষ্পবৃষ্টি গোবিন্দ উপরে।
রচেন শ্রীচণ্ডী দ্বিজ বেতায় নিবাস তব পাদপদ্মেঁ প্রভু মোরে কর দাস॥

গোকুলের নাথ কৃষ্ণ গো ১২ক] কুল নগরে রঙ্গ রসে খেলা লিলা নন্দের মন্দিরে।
সিংহা বেনু ডম্ফ বাঁসি বাজে ঘনে ঘন বৎস রাখিতে গেলা শ্রীবৃন্দাবন।
স্থদাম আদি সিস্থগন রঙ্গে খেলা খেলি সিস্থরূপে ব্যোম বির কৃষ্ণচন্দ্রে মেলি।
রাজচৌর খেলা খেলি আলি ত বাটিয়া সিস্থগন এক আলি কৃষ্ণেরে লইয়া।
খেলায় হারিয়া ব্যোম চোর হৈলা তথা রাজা হৈলা কৃষ্ণচন্দ্র সিরে ধরে ছাতা।
চৌর হয়্যা সভারে রয় খেলা অনুচিত রাজা হয় বস্যা রয় খেলা এই নিত।
একে একে ব্যোম বির সিস্থ রাখি লৈয়্যা বিনাস করিতে চায় উপায় স্থজিয়া।
হেনকালে দৈত্যকে জানিল দামুদর সিস্থ নিয়া রাখিয়াছে গুহার ভিতর।
আমা লৈয়া রাখি তথা পাথর চাপান বিনাস করিতে তারে করে অনুমান।
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র ধরি ব্যোমসিরে ক্রোধ ১৩ক] মতে পদাঘাতে মারে ব্যোমসিরে
গন্ধর্ব্ব মারনে তারে বধে দামুদর কন্দ কর পদ তার সরির ভিতর।

পড়িয়া রহিল তনু পর্ব্বতআকার   সিসুর উর্দ্দেসে কৃষ্ণ কৈল আগুসার।
পথে গিয়া বিস্বয় এক অতি ঘোরতর   সিসুকে দেখিল গিয়া তাহার ভিতর।
সিসু উর্দ্ধারিয়া কৃষ্ণ আনন্দে করে খেলা   ব্রজসিসু নাচে গায় আনন্দে বিভোলা।
কেসি ব্যোম বির বধ কংসরাজা সুনি   সিংহাসন তেজি পড়ে লোটায়্যা ধরনি।
আকুল হইয়া কান্দে ভিজে নেত্রজলে   কৃষ্ণ সম্ভাসিতে মুনি আল্যা হেনকালে।
মদনমোহন রূপ নন্দের দুলাল   বৃন্দাবনে ঋসি আসি দেখিল গোপাল।
লোমাঞ্চিত অশ্রুপাত পুলকে পু [১৩খ রিয়া   কৃতকৃতার্থ হৈলা মুনি কৃষ্ণকে দেখিয়া।
মুনিপদাম্বুজে কৃষ্ণ করিল প্রনতি   আসিস করিল মুনি মধুর ভারতি।
গোকুলে তেজিয়া প্রভু গোকুলে অবতার   দৈত্য বধি খণ্ডাইলে অবনির ভার।
তুরিতে বিনাস কর কংস মহারাজ   দেব দ্বিজ জগতের সাধ নিজ কাজ।
কংস বধিয়া নাম ধরিবে কংসারি   রুক্মিনি আদি বিভাইলে সোলো সহস্র নারি।
এত বলি মহামুনি করিল পয়ান   উর্ত্তরিলা গিয়া রঙ্গে কংসবিগুমান।
পাত্ত অর্ঘ্য দিল কংস রত্নসিংহাসন   প্রনাম করিয়া কিছু করে নিবেদন।
একে একে বধিল বির কেসি আদি করি   নন্দালয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ে মোর ঐরি।
নারদ বলেন রাজা বিসেস কহি আমি   মনুস্যজ্ঞানে কৃষ্ণেরে না করিহ তুমি।
দৈবকি ১৩খ] [১৪ক নন্দন কৃষ্ণ বাঢ়ে নন্দঘরে   ব্রহ্মা আদি করে স্তুতি তুমা বধিবারে।
কহিয়া বিসেস বানি নারদের পয়ান   মা বাপেরে বন্দি করে দিয়া অপমান।
জন্মদাতা হৈয়া বেটা হেন কর্ম্ম করে   দোহত্র রাখ্যাছে আমা বধিবার তরে।
কহিল বিসেস মোরে নারদ মহামুনি   অষ্টম গর্ভে কন্যা নহে জন্ম্যাছে আপুনি।
বসুদেবে যুক্তি দিয়া রাখে গোপপুরে   অহোন্নিসি মন্ত্রনা করে আমা বধিবারে।
লোহার নিগুর দিয়া পুন কারাগারে   বন্দি করিল বসু দৈবকিরে।
রচেণ শ্রীচণ্ডী দ্বিজ বেতায় বসতি   তব পাদপদ্মে প্রভু থাকে জেন মতি ॥

*

॥ কেসি ব্যোম বির বধ : অধ্যায় ॥

॥ অক্রুরাগমন লিক্ষতে ॥

নমো নমো নম কৃষ্ণ নম নারায়ণ   পতিতপাবন কৃষ্ণ অধমতারণ।
হরিকথা কৃষ্ণকথা বড়ই মধুর   সুনিলে কৃষ্ণের নাম পাপ জায় দুর। ১৪ক]
[১৪খ দিনের্দ্দিণে আয়ু মোর আল্য সেষ হৈয়া না সেবিলাঙ হরিপদ কাল গেল বৈয়া।
হেদে রে পামর মন হরি না ভজিলি   বিসয়পদে মর্ত্ত হৈয়া কাল গুঁয়াইলি।

এখ[ন] ণা ভজিলি মন জিভ্বার আলিসে বিসম সমনে পার হৈয়া জাবে কিসে।
ভবে আল্যা ওঁহে কৃষ্ণ কি ফেরে ফেলিলে মায়াতে মোহিত কর্য়া আমারে রাখিলে।
ভবে পড়্যা ওঁহে হরি ডাকিছি কাতরে এইবার করহ পার সমণকিঙ্করে ॥

পাত্র মিত্র পুরোহিত করিয়া সমাঝ কেমনে বধিব কৃষ্ণ বলে কংসরাজ।
সুজুক্তি দিইয়া তারে পাত্রগন কয় জজ্ঞারম্ভ কর তুমি নাম ধর্ম্মময়।
দেসে দেসে নিমন্ত্রর্ম দেহ নৃপবরে অক্রুর পাঠাইয়া দেহ কৃষ্ণ আনিবারে।
এমন মন্ত্রনা সুনি হরস অন্তরে কপট মন্ত্রনা করি জজ্ঞারম্ভ [ক]রে।
নানা রত্নে ১৪খ] [১৫ক সৌভিত রচিত জজ্ঞঘর লোহার সম সাজাইলাম ধনুর্দ্ধর।
পট্টবস্ত্র দিল তাতে আচ্ছাদন করিয়া কুঙ্কুম চন্দন আদি অস্ত্রেতে লেপিয়া।
অস্ত্র পুজিয়া কংস হইল হরসিত অক্রুর আনিতে দুত পাঠাল্য তুরিত।
কংসের আদেসে অক্রুর আইল সত্বর সভামধ্যে উপনিত হৈলা পাত্রবর।
অক্রুর প্রনাম করি কংসরাজে কয় কি নিমির্ত্তে ডাক হৈলা কহ মহাসয়।
নন্দঘোসেরে গিয়া দেহ নিমন্ত্রন দধি দুগ্ধ আনিতে কৈ জজ্ঞের কারণ।
রাম কৃষ্ণ লয়া আস্ত করিয়া সোদর নিত্য করিবেন এথা সমাঝভিতর।
লিখ্যা পত্রে দিইহে পাণ নন্দঘোসেরে অক্রুর পাঠাল্য কংস কৃষ্ণ আনিবারে।
অক্রুর প্র১৫ক][১৫খ ণাম করি রাজা কংসাসুরে সারথিরে আজ্ঞা দিল রথ সাজিবারে।
কনক রচিত রথ মানিকের চাকা রতন কলসে উড়ে নেতের পতকা।
হিরা লিলা প্রবাল নির্ম্মিত রথচুড়া সেতের চামর তার চতুর্দ্দিগে বেড়া।
নানা রত্নে নির্ম্মিত বিচিত্র রথঘর নির্ম্মান মুকুতা ঝারা লাথে থরেথর।
রথেতে তুরঙ্গ জুড়ে অষ্ট একাকি অশ্বের মুখেতে সৌভে রত্নবিম্বুকি।
রথ সাজি অক্রুর করিল আগুসার কৃষ্ণ আনিবারে জান হৈয়া সারদ্ধার।
মধুপুরে অক্রুর রহেন জাত্রা করিয়া রচেন শ্রীচণ্ডী দ্বিজ শ্রীকৃষ্ণ ধিইয়া ॥

আমি ওঁহে বড় সাদ কর্য়াছি মনে অখিলভুবনপতি দেখিব নয়ানে ॥ ১৫খ]

[১৬ক প্রত্যস হল্য অক্রুর আনন্দ বড় চির্ত্তে সুবেস হয়্যা অক্রুর চাপেন গিয়া রথে।
হাসিয়া অক্রুর আজ্ঞা দিল সারথিরে আজি বড় সুভদিন ভেটিব স্যামেরে।
সত্বরে চালাহ রথ জাব মধুপুরে ভাল আজ্ঞা দিল মোরে কংস মহাসুরে।
জিবনমুক্ত হব তনু খণ্ডিব পাপপুঞ্জ আজি সে দেখিব গিয়া হরিপদাম্বুজ।

এত দিনে প্রসন্ন হইল মোরে বিধি   আজি সম্ভাসিব গিয়া হাঁর গুননিধি।
গোলোকের নাথ নন্দের মন্দিরে   সিসুগন সঙ্গে রঙ্গে বেস নটবরে।
শ্যামসুন্দরে ধ্যান করি আনন্দিতে   সত্বরে চলিলা রথ চাপি রাজপথে।
কথ দুরে গিয়া রথ রাখিল সারথি   শ্নান করেন অক্রুর হৈয়া সুর্দ্ধমতি।
পরম কৌতুকে মিষ্ট অন্ন করি পান   রথে চাপিয়া অক্রুর করিল পয়ান।
রবি তাব্ধ [১৬খ বয় হৈল্য বেলা অবসেসে   বন তেজি ধেনু সিসু চালায় হরিসে।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই সিসুগন সঙ্গে   গোধন লইয়া ঘর জান অতি রঙ্গে।
অতি ঘোরতর ধুলা গগনে উড়িছে   রথ চাপি অক্রুর আইসে তার পাছে।
হরিপদাম্বুজচিহ্ন দেখিবারে পায়   ধ্বজব্রর্জ্জাঙ্কুসাম্বুজ রেখা সভে তায়।
তা দেখিয়া অক্রুর আনন্দে হৈলা ভোলা   রথ ছাড়ি অঙ্গে মাখে হরিপদধুলা।
ভক্তবৎসল প্রভু জানিল অন্তরে   অক্রুর আইসে আমা দেখিবার তরে।
হরিপদচিহ্ন অক্রুর দেখিয়া হরিসে   বিতর্কিয়া অক্রুরে রথ জায় আসেপাসে।
পাই বা না পাই দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্র   অক্রুরের মনে বড় জন্মিয়াছে ধন্দ।
সুর্দ্ধ বিসইগন জজ্ঞ দান করে   কেহো ফল পায় না পায় ১৬খ] [১৭ক অহঙ্কারে।
তেঁবা না পাই আমি দেখিতে নারায়ন   ধ্যান করি অক্রুর পুন করিল গমন।
গোঠ দিয়া রাখিল সব গোধনের পাল   সিসুগনে ডাকি কহে সুন্দরগোপাল।
সভে মেলি আস্যা গাবি করিব দোহন   তা সুনিঞা সিসুগন আনন্দিতমন।
গাবি দোহন করি বলাই শ্যামরায়   শ্রীদাম সুদাম রঙ্গে বৎস জোগান।
সুবল বলাই দুরইয়া লৈয়া রাখে   আর সিসুগন রঙ্গে দাণ্ডাইয়া দেখে।
পথে আসেন অক্রুর রথ চালাইয়া   হরিপদচিহ্ন দেখি অবনি লোটায়া।
গগনে উড়িছে ধুলা গোধলি সময়   অক্রুরের রথ কেহো দেখিতে না পায়।
আচম্বিতে আইলা অক্রুর মহাসয়   তা দেখিয়া ১৭ক] [১৭খ গোপগন ত্রাসযুক্ত হয়।
লুকাইয়া রহে সভে আপন মন্দিরে   কথো গোপ ধাইয়া গেল নন্দের গোচরে।
গাবি দোহেন গোবিন্দ বলদেব সঙ্গে   দাণ্ডাইয়া অক্রুর তাহা দেখে অতি রঙ্গে।
চাঁচর কেসের চুড়া অলকা দোলনি   শ্রবনে কুণ্ডল দোলে জিনি দিনমনি।
সরতচন্দ্রমা জিনি বদনমণ্ডল   নানা অভরন অঙ্গে করে ঝলমল।
লিলমনি মুকুর জিনিঞা শ্যামতনু   নটবরবেস সুন্দর রাম কানু।
তা দেখিয়া অক্রুরে আনন্দে মোহিত   অনিবার অশ্রু বহে পুলকে পুরিত।
অক্রুর অনুমান করে মণে মনে   মল্লসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র যুঝিব কেমনে।
মুষ্টিকে চানুর তনু বজ্জের সমাণ   অতি সুমাধুর্য্য মুর্ত্তি সুন্দর রাম কাণ।

দুরন্ত কংসের সঙ্গে হৈয়াছে বিবাদ ১৭খ] [১৮ক অক্রুরে মনে বড় জন্মিল বিসাদ।
অক্রুরের মনব্যথা জানিঞা গোপাল ভকতবৎসল প্রভু দিনদয়াল।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই অক্রুরে দেখিয়া প্রণাম করিয়া রহে ইসত হাসিয়া।
স্যামল সুন্দর দেখে আনন্দে বিভোলে অষ্টাঙ্গ লোটায়া ধরে চরনকমলে।
উঠ উঠ বলি কৃষ্ণ ধরি তাঁর করে মহাযুর্দ্ধমান কৃষ্ণ জানিল অন্তরে।
আলিঙ্গন দেন কৃষ্ণ অক্রুরের তরে ঘুচিল মনের ব্যথা হরস অন্তরে।
আনন্দবিভোল অক্রুর গদগদ ভাসে রচেন শ্রীচণ্ডী দ্বিজ কৃষ্ণপদআসে॥

গোপগন লৈয়া নন্দ আইল্য সত্বর প্রণতি করিল গিয়া অক্রুরগোচর।
কংসের লিখন পত্রে দিল নন্দঘোসে লিখন বন্দিয়া নন্দ কহেন হরিসে।
পড়িতে না জানি লিখা সুন মহাশয় লিখনের বৃত্যান্তকথা কহত নিশ্চয়।
লিখন পড়ি ১৮ক][১৮খ য়া অক্রুর নন্দঘোসে কয় কংসরাজা আরম্ভিছে জজ্ঞ ধনুর্ম্ময়
রাম কৃষ্ণ লৈয়া তথা জাবে ব্রজরাজ নৃত্য দেখিব তথা সকল সমাঝ।
গোয়ালা পুত্র আমার কিবা নিত্য জানে গোধন চরিয়া ফিরে গহন কাননে।
অক্রুর বলেন নন্দ না কর ভাগুনা গমণে জাহার নিত্য কথাতে গায়না।
সুভক্ষনে জন্মিঞাছে সুন্দর রাম কান মথুরায়ে নন্দ তুমি পাবে সুভ দান।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছেনা চাহি লক্ষ ভার প্রাতঃকালে চল বিলম্ব নাহি আর।
অক্রুরে দিলেন বাঁসা বিচিত্র মন্দিরে কথো গোপ গিয়া তার পরিচর্য্যা করে।
মিষ্ট অন্ন অক্রুর ভোজন কৈল সুখে সয়ণ করিল গিয়া সুবর্ন পালঙ্কে।
বিদাই হইয়া নন্দ গেলা অভ্যন্তরে ডাকিয়া কহেন কিছু রাম দামুদরে।
অক্রুর আস্যাছে ১৮খ] তুমা লইবার তরে নৃত্য করিবে দুঁহে কংসের গোচরে।
ভাল ভাল বলেন কৃষ্ণ হাস্যবদনে তুমার সহিত জাব কংসবিদ্যমানে।
জসোদা বলেন তবে সুন ব্রজরাজ কেমনে জাইব পুত্র রাজার সমাঝ।
ধন্য ধন্য বলি তাঁরে জগতে প্রসংসে বাপ বিদ্যমানে পুত্র রাজাকে সম্ভাসে।
তুমার আসিসে মা গো বাপের প্রসাদে রাজা সম্ভাসিয়া আমি আসিব আনন্দে।
এমন বুনিঞা নন্দ জসোদা হরসিত দ্বিজ কবি চণ্ডী গান মধুর সংঙ্গিত॥

॥ তৃপদি ছন্দ ॥

অক্রুর আস্যাছে কৃষ্ণ লইবার তরে
রাধা আদি গোপি জত   সুনি চিত চমকিত   হাহাকার হৈল গোপপুরে।
কৃষ্ণকথা প্রতিঘরে   যুক্তি করে পরস্পরে   জাগি গোপ পোহাল্য রজনি ১৯ক]
[১৯খ আহ্নিক কর্য্যা হরিসে   অক্রুর ডাকে নন্দঘোসে   লৈয়া চল রাম জাদুমনি।
নন্দ বলে গোবিন্দেরে   অক্রুর ডাকিল তোরে   রথ লৈয়া আছেন দুয়ারে
বিচিত্র বিমান চাপি   নটবর বেস তাপি   চল জাবে রাজার গোচরে।
সুনিঞা এমন বানি   বলরাম জাদুমনি   আনন্দিত হইলা অন্তরে
জসোদা রোহিনি আগে   রাম কৃষ্ণ বিদাই মাগে   সম্ভাসিতে রাজা কংসাসুরে।
ভিজিয়া লোচনজলে   জসোদা রোহিনি বলে   রাম কানু পরানের পরান
রাজ সম্ভাসিয়া রঙ্গে   নন্দঘোসের সঙ্গে   তুরিতে করিহ পয়াণ।
প্রনাম করিয়া মায়ে   বলরাম কৃষ্ণরায়ে   সম্ভাসিয়া অক্রুরে আসিয়া
ব্রজসিসুগন সঙ্গে   বিমানে চাপিয়া রঙ্গে   নটবর বেসাহ ধরিয়া।
বিচিত্র বিমান মাঝে   শ্যামসুন্দর সাজে   দেখি ১৯খ]...

১০১ শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি

নরোত্তম, রাধাবল্লভদাস, মনোহরদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩১৭; পত্র ২; খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৫"।

[১ক শ্রীশ্রীদুর্গা—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
অথ মঙ্গলআরতি লিক্ষ্যতে ঃ।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নির্ত্ত্যানন্দ   জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবিন্দ।
জয় জয় সচিসুত গৌরাঙ্গসুন্দর   জয় নির্ত্তানন্দ পদ্মাবতির কুমার।
জয় জয় সিত্যানাথ অদৈত গোসাই   জাহার কৃপায় পাই চৈতন্য নিতাই।
জয় জয় গৌরভক্ত করুনাসাগর   তোমা সভার চরনরেনু সিরে রহুক মোর
জয় জয় গুরু গোসাঁই চরন তোমার   জাহার প্রসাদে তরি এ ভবসংসার।
জয় জয় সোনাতোন জয় শ্রীরূপ   জয় জয় রঘুনাথ প্রানের সরূপ।
জয় রূপ সোনাতোন ভট্ট রঘুনাথ   শ্রীজিব গোপালভট্ট দাষ রঘুনাথ।

এই ছয় গোসাঞিির করি চরন বন্দন   জাহা হইতে বিঘ্ননাষ অবিষ্টপুরন।
জয় জয় গদাধর জয় হরিদাষ   জয় জয় রামানন্দ জয় শ্রীনিবাষ।
জয় জয় নিলাচলচন্দ্র জগন্নাথ   মো ঃ পাপিরে কৃপা করি কর আর্ত্তাসাত।
জয় জয় গোপালদেব ভকতবৎসল   নবঘন জিনি তনু পরম উর্জল।
জয় জয় গোপীনাথ পৃয় প্রান মোর   পুরি [১খ গোসাই লাগি জার নাম খিরচোর।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন   জয় জয় রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন।
জয় জয় রসনাগরি জয় নন্দলাল   জয় জয় মোহন মদনগোপাল।
জয় জয় বংশীবট জয় পুলিনা   জয় জয় কালীন্দি জয় জমুনা।
জয় জয় দাদষ বন কৃষ্ণলিলার স্থান   তালবন খদিরবোন বহুলাবন নাম।
জয় জয় মধুবোন মধুপানের স্থান   জাতে মধুপানে মর্ত্ত হইল বলরাম।
জয় জয় স্যামকুণ্ড জয় ললিতকুণ্ড   জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড।
জয় জয় মানষগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন   জয় জয় দানঘাট লিলা সর্ব্বত্তর্ম।
জয় ব্রকভানুপুর নামে গ্রাম   জয় জয় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণলিলাস্থান।
জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দিস্বর   জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন স্বরবর।
জয় জয় জাবট অভিমানের আলয়   সখি সঙ্গে করি রাই জথা বিলাসয়।
জয় জয় ব্যোল বন খদির বহুলা   জয় জয় কুমদ কার্ম্য বোনে কৃষ্ণলিলা।
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জন   জাহে রাসলিলা কৈল রুক্মিনিনন্দন।
জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্ষর্য়বট   জয় শ্রীঘাট জমুনা নিকট।
জয় ব্রজগপি শ্রীষ্ট নন্দরাজ   জয় জয় ব্রেজেস্বরি শ্রীষ্ট গপিমাঝ।
জয় জয় রুহিনিনন্দন বলরাম ১খ] [২ক রাধা কৃষ্ণ নিলা কৈল সয়ং রসধাম।
জয় জয় ব্রকভানু জয় অভিমান্য   জয় জয় ছিদাম আদী কৃষ্ণপৃয়র্ত্তম।
জয় জয় সখৈগন ললিতাসুন্দরি   জয় জয় রাধা ইন্দ্র অনঙ্গমুঞ্জরি।
জয় জয় পুন্নর্মাসি বলি জোগমায়া   রাধাকৃষ্ণ নিলা করে মায়া আশ্চাদীয়া।
জয় জয় বিরা বৃিন্দা কৃষ্ণ প্রয়র্ত্তম   রাধাকৃষ্ণ নিলা করে অতি মে[া]নরম।
জয় জয় সর্ব্বশ্রঃষ্ট শ্রীবিন্দাবন   দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন।
জয় জয় রত্নদেবি রত্নসিংহাশোন   রাধা কৃষ্ণ নিলা করে সঙ্গে সখিগন।
শুন আরে ভাই করিয়া প্রার্থনা   ব্রোজরাধাকৃষ্ণপদ করোহ ভাবোনা।
এই সব নিলা জেই করয়ে সওরন   সিরে ধরি বন্দী আমি তাঁহার চরন।
আনন্দেতে বল হরি ভজ বৃিন্দাবন   শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে মজাইয়া মোন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্দে করি আশ   নামসঙ্কর্ত্তন করে শ্রীনরর্ত্তম দাষ॥

ইতি মোঙ্গলআরতি শমাপ্ত।।১।

॥ গৌরচন্দ্রের আরতি ॥

ভালী গোরাচাদের আরতি বানি   বাজে সংকৃর্ত্তন মধুরধ্বনি।
সঙ্ক বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করোতাল   মধুর ম্রদঙ্গ যুনিতে রসাল।
বিবিদ কুসম ফুলে বেনি বোনমালা   কত কোটী চন্দ্র জিনি প্রভুর বদন উজলা।
শীব শুক নারদ পঞ্চম গাওয়ে   নরহরি গদাধর চামর ঢুলায়ে।
ব্রহ্মা আদী দেব জারে জোড় করি করে   সহশ্রবদনে ফনি সীরে ছত্র ধরে।
শ্রীরাধাবল্লভ দাষ   শ্রীগোউরচরনে আস   জগ ভরি রহল মহীমাপ্রকাষ ।১০॥

॥ পঞ্চম আরতি ॥

[২খ পহিলহি আরতি শ্রীগৌরকীষর   সঙ্গে প্রভু নির্তানন্দ জো রহে জোর।
দোষরি আরতি শ্রীঅদৈত গোষাঞি   জাহার কৃপায় পাইলাম চৈর্তন্য নিতাই।
তেষরি আরতি কবিরাজ গোষাই   জাহার করুনা বলে গোরাগুন গাই।
চৌথহি আরতি শ্রীরুপসোনাতোন   ভট্টজুগ রঘুনাথ পতিতবাবণ।
পঞ্চম আরতি গৌরভক্ত গান   শ্রীরাধাবল্লভ দাষের এই নিবেদণ ॥১॥

॥ শ্রীমতি রাধিকার আরতি ॥

জয় জয় রাধেজি ষরন তোহারি   ঐছণ আরতি জ্াউ বলীহারি।
পাট পাট্টাম্বর ওড়ে নিল সাড়ী   সীতাক সীন্দুর য্যামমোনহারি।
বেষ বানাঅতি প্রিয় সহচরি   আরতি কর জেহ ললিতা পেয়ারি।
চৌউদীগে করতালী দেহ ব্রজনারি   রত্নসিংহাসোনে বৈঠল পুরি।
রতনে জড়িত মুনি মানীক মতি   অভরোন ঝলমল প্রিতি অঙ্গে জতি।
চৌউদীগে ব্রজগনা মঙ্গল গাওয়ে   প্রিয় মঙ্গসখিগন চামর ঢুলায়ে।
শ্রীরাধেপদপঙ্কজ ভকতেহি আষা   শ্রীদাষ মোনহর চরণভরষা ॥

আরতি জয় গৌরচন্দ্র চন্দ্রানন রাজে
বিবিধ সজ্ঞ কী উশ্চ তাল   ড়িড়ি ড়িড়ি ড়িম ঘন রসাল
ঘন ঘন ঘন নপুর ভাল ঘণ্টা ঘন বাজে।
বিনগোন বাজে ঘন রসাল   বালকগন ধরয় তাল
নাগরিগন মঙ্গলান নাগর স্বঙরি রাজে

বিবিধ বজনরিবৃন্দ   চম্পক পলাষ কুন্দ
গান্ধলোভিত ভ্রমরবৃন্দ ২খ]...

১০২ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১২৫; পত্র ৩; খণ্ডিত; আকার ১৩"×৪½"।

[৩৯ক মৃত্যুকালে আমাকে জে করএ স্বরন   স্বরির ছাড়িএ জে পুন্যবন্ত জন।
ভক্তিবাঞ্ছা থাকে নির্ব্বানমুক্তি পায়   ভক্ত হলে অবশ্য আমার ধাম পায় ॥৫॥
যং যং বাপি স্বরন ভাবং
মরনকালেতে জে জে ভাব মনে হয়   সেই ভাব পায় তার অন্যথা না হয় ॥৬॥
তস্মাৎ সর্ব্বেসু কালেসু
অতএব সদা কর আমার সেবন   যুর্দ্ধ কর ইথে নাহি কাল নিরূপন।
মন বুর্দ্ধি আমাতে করিআ সমর্পন   আমাকে পাইবে কিছু নাহি বিঘটন ॥৭॥
অভ্যাশযোগযুক্তেন
মনের বিসয় জত সকলি ছাড়িয়া   চিন্তা কর মুক্তি পাবে একান্ত হইয়া ॥৮॥
কবিং পুরানমনুশা
সকলের আদিদেব পুরুশপ্রবর   সর্ব্বকর্ত্তা শুক্ষ্ম হতে অতি শুক্ষ্মতর।
বিস্বের বিধাতা তিনি অগোচর রূপ   প্রকৃতির পরব্রম্ম তেজের স্বরূপ ॥৯॥
প্রয়ানকালে মনসাচলেন
মৃত্যুকালে স্থিরচির্ত্তে করিবে ভাবনা   ভ্রুমর্দ্ধে প্রানবাউ করিবে যোজনা।
[৩৯খ এইরূপ ভক্তিযোগ মনেতে রাখিয়া   পরমপুরুস পায় সংসার ত্যজিয়া ॥১০॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
পরব্রহ্ম জারে কহে বেদবেত্তাগন   যাহাতে প্রবেস করে সব যতিজন।
যাহার নিমিত্তে লোকে করে ব্রহ্মচর্জ্য   সে পদ তোমাকে কহি সুন কুরুবর্য্য ॥১১॥
সর্ব্বদারানি সংযম্য
সকল ইন্দ্রিয়বর্গ রাখিয়া স্ববসে   হৃদয়ে রাখিবে মন পরম সাহসে।
ভ্রূমর্দ্ধে প্রানবাউ স্থাপন করিয়া   যোগ করি ধর্য্য ধরি থাকিবে বসিয়া ॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম
ব্রহ্ম স্বরূপ উর্চ্চারন প্রনব জে করি   আমার স্বরন করে আর বলে হরি।

এইরূপেতে সরির ত্যজে জে মনুশ্য পরব্রহ্ম প্রাপ্তি তার হয় ত অবশ্য ॥১৩॥
অনন্যচেতা সততং
অন্য চিন্তা ত্যাগ করি জে জন আমারে শ্মরন করএ প্রতিদিন নিরন্তরে।
সেই নিত্য জোগজুক্ত সুন ধনঞ্জয় অনাআশে সুখেতে আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥১৪॥
মামুপেত্য পুর্নজন্ম
আমাকে পাইলে পুন ৩৯খ]...

...[৪২ক... ভূতগ্রামমিমং
প্রকিতির অধিষ্টানে অদৃষ্টানুসারে সকল ভূতের শৃষ্টী করি বারেবারে ॥৮॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মানি
কিছুতে আসক্ত নয় উদাশানের ন্যায় এ হেতু বাঁধিতে কেহ না পারে আমায় ॥৯॥
ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ
চরাচরআদি জত বস্তু আছে ভবে আমার সন্নিধিমাত্রে প্রকৃতি প্রসবে।
এই [কা]রনে সুন কুন্তীর কুমার অনাআশে বিশ্বশৃষ্টী হয় বারবার ॥১০॥
অবজানন্তী মাং মূঢ়া মানুসি
মনুশ্যশরির আমী করেছি ধারন এ হেতু অবজ্ঞা করে মোরে মূঢ়জন।
তাহারা না জানে মোর শেষ্টতম ভাব ভক্তের হিতের হেতু মোর লিলা সব ॥১১॥
মোঘাসা মোঘকর্ম্মানো
শীঘ্র ফল পাবে মূঢ় করিয়া লালসা আমাভিন্ন দেবে সেবে তার বৃথা আশা।
রাক্ষসি আসুরিভাবে হইয়া মোহিত যে যে কর্ম্ম করে সব [৪২খ বিপরিত ॥১২॥
মহাত্মনস্তু মাং পার্থ
শাত্বিক মহত্মা হয় ত জাহারা জানিআ বিশ্বের কর্ত্তা মোরে ভজে তারা ॥১৩॥
সততং কির্ত্তয়ন্তো মাং
কেহ কেহ মোরে ভজে শ্রোত্রাদিদ্বারায় নানা ব্রত করি ভজে কেহ বা আমায়।
আমাকে জানিতে জদি করিয়া জতন ভক্তি করি প্রনমিয়া করে যে ভজন ॥১৪॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে
বিশ্বরূপ বাসুদেব এই ত এমত জ্ঞানেতে পার্থক্যভাবেতে কি[ম্বা] একত্ত্বভাবেতে।
এই সব ভাবে ভজে নানা ভক্তজন ইন্দ্রাদিরূপেতে কিম্বা সেবে কোন জন ॥১৫॥
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ
সুন হে অর্জ্জুন তুমি আমার বচন সর্ব্বময় হই আমি তাহার বচন।

অগ্নিশ্‌টোম আমি যজ্ঞ পঞ্চযজ্ঞ আর   স্বধা মোহসধি সব শ্বরূপ আমার।
মন্ত্র ঘৃত অগ্নি সব আমার শ্বরূপ   জানিলে উর্ত্তিন হয় অন্ধ ভবকুপ ॥১৬॥
পিতামোহশ্চ জগতমাতা
[৪৩ক · জগতের পিতা পিতামোহ আর মাতা   এ সকল আমি হই যজ্ঞফলদাতা।
জ্ঞেয়বস্তু আমি হই পবিত্র প্রনব   সর্ব্ববেদময় আমি স্থন হে পাণ্ডব ॥১৭॥
গতি ভর্ত্তা প্রভু
কর্ম্মফল জগতের আমি নিআমক   সুভাসুভ দেখি প্রতিপালক রক্ষক।
ভোগাদির স্থান আমি সর্ব্বহিতকারি   সৃষ্টী করি সংসার পুনর্ব্বার সংহারি।
সকলের বিজ আমি বিশ্বের আধার   আমা বিনা পৃথীবিতে বস্তু নাহি আর ॥১৮॥
তপাম্যঃহমহং বর্সং
সুর্য্যরূপে তাপ করি মেঘরূপে বৃষ্টী   কোন কালে আকর্সন কোন কালে সৃষ্টী।
সকলের জিব এবং বিনাসশ্বরূপ   সবস্থানে থাকে মম স্থুল সুক্ষ্ম রূপ ॥১৯॥
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপা
ঋক জজু সাম বেদ পড়িতা ব্রার্ম্মন   তাহাতে বিহিত কর্ম্ম করি আচরন।
যজ্ঞ সেষ···রি করিয়া পার্থনা   চিরকাল স্বগে থাকি না পায় জাতনা ॥২০॥
তে তং ভুক্তা সর্গলোকং বিসালং
[৪৩খ···তথা চিরকাল অনেক করিয়া   ···ক্ষত্র পুন জন্মে পৃথিবি আসিয়া।
বেদধর্ম্ম এই জত কামি জত জন   গতাআত করে পুন না জায় বর্ন্নর্ন ॥২১॥
·· ন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং
আমা বিনা অন্য নাহি জে জে জনা   আমার ভাবনা রূপ করে উপাসনা।
সেই নিত্যযোগী তার যে বস্তু না থাকে   আমি চেষ্টা করি আনি জোগাই তাহাকে।
উপস্থিত দ্রর্ব্ব্য তার করিয়া রক্ষন   দুঃখনাস করি আর দুই মোক্ষধাম ॥২২॥
যেহপ্যন্য দেবতা ভক্তা
অনন্য দেবতার পুজা করে যে যে জন   সেও ত আমাকে ভজে এ সত্য বচন।
মোক্ষপ্রাপ্তি বিধি বিনা সেই লোকে ভজে   অতএব অবিধিপুর্ব্বক তারা যজে [॥২৩॥]
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং
সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা আমি প্রভু সভাকার   আমারে বিসেষ জ্ঞান না আছে জাহার।
তপ যজ্ঞ করিয়া ত অধর্পাতে জায়   ভ্রমএ সংসারঘোরে গতি নাহি পায় ॥২৪॥
যান্তি দেবব্রতা··· ৪৩খ]

১০৩ শ্রীরঘুনাথদাসগুণলেশসূচক

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

পুঁথিসংখ্যা ১৪৭৪ ; পত্র ৩ ; খণ্ডিত ; আকার ১১১/২"×৪৩/৪" ।

...[২ক ...সঙ্গে সেবিলা গুঞ্জমালাগাঁথা সিলা প্রেমভক্তি মিলা ।
সেই রঘুনাথদাষ গোষাঞী পুনর্ব্বার নয়ণে গোচর হউ আসিঞা আমার ॥২॥

চৈতন্যে নিভৃতং ব্রজং গতবতি ছিত্বা কচানয়ো ব্রজং প্রাপ্তস্তদ্বিরহাতুরঃ স্বকর পুঁহাত্বঞ্চ গোবর্দ্ধণে। দৃষ্টং রূপ সনাতনো কৃত তনুত্রানশ্চতভ্যাং বলাৎ ভুয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥৩॥
শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধ্যাণে ব্রজ গেলা জবে তাঁরে না দেখিঞা জার তনু মন দ্রবে ।
চৈতন্যবিরহে জেহোঁ আপনার কেষ স্বহস্তে ছিণ্ডিঞা পেলে হিয়া ভরি ক্লেষ ।
উন্মর্ত্ত হইঞা ব্রজে গমণ করিলা গোবর্দ্ধনে দেহত্যাগ মনে ত করিলা ।
এইরূপে শ্রীরূপ সোনাতণ মিলে দুই ভাই জাহারে মরিতে না দিলে ।
নিজ ত্রিতিয় ভাই করি জাঁহারে রাখিলা জেই সেই দুই জণ সঙ্গেই রহিলা ।
পুন যেই রঘুনাথ দাষ মহাষয় এই দুই নেত্রগোচর হউ হইঞা সদয় ॥৩॥

রাধাকুণ্ডতটে বসন্নিয়মিতঃ সভাত্র্ রূর্দ্ধয়াবাষঃ কম্বলকৈঃ পর্ণৈর্ব্রজভবৈর্গর্ব্বৈশ্চ বৃত্তিং দধৎ। রাধাং সংস্মৃতিকীর্ত্তণৈর্ভজতিয়ঃ স্নানং ত্রিষন্ধ্যং চরণ ভুয়াৎ শ্রীরঘুনাথদাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥৪॥
রূপের আজ্ঞায় তিহোঁ রাধাকুণ্ডতিরে বষতি করিল তিহোঁ নির্ম্ময় অন্তরে ।
বসন পরিধেয় জার এ ছিণ্ডা কম্বল ব্রজভবগব্য ভুঞ্জে দিণে তিণ পল ।
রাধাকুণ্ড স্বরণ কীর্ত্তন ভজে জেই তিন বার রাধেকুণ্ডে স্নান আচরই ॥১। ২ক]
[২খ সেই রঘুনাথ দাষ পুন এ নয়ণে গোচর হউক করু কৃপানিরক্ষণে ॥৪॥

শ্রীচৈতন্যপাদারবিন্দমধুপো যঃ শ্রীস্বরূপাশ্রিতো রূপাদ্বৈত তনু সনাতণ গতির্গোপালভট্ট প্রিয়ঃ। শ্রীরূপাশ্রিত সদ্গুনাশ্রিত পদো জীবেতি বাৎসল্যবাণ ভুয়াৎ শ্রীরঘুনাথদাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥৫॥
শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম মধুপস্বরূপ তাহাকে আশ্রয় জেহোঁ করিলা অনুপ ।
রূপগোষাঞীর জেহো অঙ্গের অদ্বৈত সনাতণগোষাঁই জার অতি সুনিশ্চিত ।
শ্রীগোপালভট্ট গোষাঞির জেহোঁ প্রিয় শ্রীরূপাশ্রিত গনাশ্রিত পদাশ্রয় ।
শ্রীজিবগোষাঞীকে বাৎসল্য জাহার সেই রঘুনাথ নেত্রে হউক আমার ॥৫॥

পঞ্চাষ ঘটীকা সদাত্মদহো বাত্রয়ু সটসংযুতা রাধাকৃষ্ণবিলাষং স্মৃতিযুর্তৈঃ

সংকীর্ত্তনৈর্ব্বন্ধনৈঃ যঃ যেতে ঘটীকা চতুষ্টয়মিহাপ্যাদোকতে স্বিপ বৌক্ষ্যাৎ শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥৬॥
রাত্রি দিণে ছাপন্ন দণ্ড জেহে কৃষ্ণ ভজে রাধাকৃষ্ণকেলিস্মৃতি কির্ত্তন জে জজে।
চারি দণ্ড ষয়ন তাথে রাধাকৃষ্ণ দেখে এইরূপ ভজণ জার হয় অলৌকিকে।
সেই রঘুনাথ দাষ গোষাঞী আমার নয়নগোচর হউ পুন প্রেমাকার ॥৬॥

শ্রীকৃষ্ণং ষগণং ষচীসুতমথো নানাবতারস্তয়াঃ। শ্রীমূর্ত্তিস্বেনিসামিতা নিসিমিতা আয়াশ্চ লীলাস্থলিঃ। প্রত্যেকং নমতিহবৈষ্ণবগনাণ দৃষ্টাণ ভ্যুতান প্রত্যেহং ভূয়াৎ শ্রীরঘু ২খ] [৩ক নাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু সগন সহিতে একে একে বন্দে জেহোঁ হইঞা প্রনতে।
নানাবতারের কথা সুনে দেখে সুখে শ্রীমূর্ত্ত্যের চরন অতি আনন্দে বিলোকে।
জে জে কৃষ্ণলীলাস্থলি দেখে সুনে নিতি প্রত্যেকে বন্দয়ে দৃষ্টভ্যুত ভক্ত ততি।
নিতি নিতি করে জেই এই সব কাজ সেই রঘুনাথ দাস হউ দৃষ্ট মাঝ ॥৭॥

রাধামাধবয়োর্বিয়োগবিধুরো ভোগাণসেষানক্রমা চৌতন্যস্য সনাতনস্য চ রসানষ্ট চান্নমপ্যত্যজৎ। শ্রীরূপস্য জতং বিণা হরিকথাং বাচং স্বরূপস্যয়ো ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥৮॥
জেহো রাধামাধবের বিচ্ছেদ হইতে সদা মতি খেদ পায় মনের ষহিতে।
তেজিল জে সেষ ভোর্গ চৈতন্য বিরহে সনাতনবিরহে জেহোঁ অন্নত্যাগি হএ।
জেহো রূপ বিনা জলভক্ষন তেজিলা স্বরূপবিচ্ছেদে জেহোঁ উন্মর্ত্ত হইলা।
হরিকথা বিণে জেহোঁ হএ মৃতপ্রায়ে সেই রঘুনাথ দাষ হউ নেত্রবিসএ ॥৮॥

যঃ প্রাপ্তাণ ব্রজবাষিনোপ্যতি শিশুণ দ্বিজাণ বৈষ্ণবাণ প্রীত্যাশ্লিষ্যসদোপগুহ্য তিলক নাভ্যর্চ্চ্য সম্ভাষণৈঃ। মৈত্রা কৃষ্ণপদাশ্রিতাণ সুসুখয়ত্যাত্মাশ্রিতাল্লালনে ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥[৯॥] ৩ক]
[৩খ জেহো ব্রজবাসি অতি শিশুকে পাইলে মান্য বিপ্র ভক্ত মাত্র নিকটে আইলে।
প্রীতে উটীয়া হর্ষে আলিঙ্গন করে তিলক আর্পিয়া জেহোঁ সম্ভাষনা করে।
জেহোঁ কৃষ্ণপাদাশ্রিতে অতি সুখ দেই স্বপাদ আশ্রয় জনে অতি আলাপই।
সেই রঘুনাথ দাস পুন মোর নেত্র গোচর হউক পদদ্বয় অতি চিত্র ॥৯॥

হা রাধে কুরু কৃষ্ণ হা ক ললিতে ক ত্বং বিসাখেষি হাহা চৈতন্যমহাপ্রভো ক মু ভবান হাহা স্বরূপক বা। হা শ্রীরূপ সনাতন অহৃদিনং রোদিত্যলং যঃ সদা ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥১০॥
হা রাধে করুনামই তুমি আছ কোথা হাঁ কৃষ্ণ করুনায় তুমি গেলা কোথা।
হা কোথা ললিতা দেবি কোথা বিষাখিকা হা চৈতন্য মহাপ্রভু তুমি গেলা কোথা।

হা স্বরূপ কোথা গেলা মোর প্রান জেই   হা রূপ সনাতন কোথা আছ তুই।
এই কহি কহি জেই সদাই কান্দয়   সেই রঘুনাথ দাষ হউ নয়নবিষয় ॥১০॥

চৈতন্যস্য সনাতনস্য সন্দর্শণং চক্ষুস্তমিদং বৃথেতি বিমৃশ্যন্নান্ধ্যং দধে প্রেচ্ছয়া। স্বাচারং দ্বিগুণী চকার ভজ্জণং চাজ্জ্যেপি যঃ সগ্রেহং ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর রূপ সনাতণ   দরষন বিনা মোর ব্রেথা এ জিবণ।
তা সভার দর্ষন বিনু চক্ষু থাকে ৩খ] ব্রেথা   এইমত মণে করে নিতি নিতি চিন্তা।
আপন ইচ্ছায় জেহোঁ অন্ধপ্রায় হৈলা   অন্ধ হইঞা তুস্ব ভজণ দ্বিগুন বাঢ়াইলা।
সেই রঘুনাথ দাষ আমার লোচন   গোচর হউক পুন কৃপা পুন্ন তম ॥১১॥

রাধাবল্লভ রাধিকারমন হে গান্ধর্ব্বিকাবান্ধব শ্রীরাধাপ্রিয় রাধিকাদয়িত হে বৃন্দাবনে শেস্বর গোবিন্দাচ্যুকৃষ্ণ ভো কুরু কৃপামিত্থং সদা রৌতি যো ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥১২॥

হে রাধাবল্লভ হে রাধিকারমণ   হে গান্ধর্বাবন্ধব হে রাধাপ্রিয়তম।
হে রাধিকাদইত বৃন্দাবণে সইস্বর   হে গোবিন্দাচ্যুতানন্দ কৃষ্ণ অধিস্বর।
মোরে কৃপা কর এই কহএ সদাই   রোদন করএ অতি দন্য উপচাই।
সেই রঘুনাথ দাষ মোর নেত্রপথে   গোচর হউক পুন অতি দিননাথে ॥১২॥

রাধে মধবি মাধবপ্রিয়তমে গন্ধর্ব্বিকে কৃষ্ণপ্রেয়সি দেবি কৃষ্ণদইতে কৃষ্ণপ্রিএধিস্বরি। দীনং মাং স্বপদাস্তিকং নয় দয়াং কুর্ব্বত্যলং রৌতি য ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ্ গোচর ॥১৩॥

হে রাধে হে মাধবি হে মাধবপ্রিঅতমে   হে গান্ধর্বিকে হে রাধিকে নিবেদোঁ চরণে।
হে কৃষ্ণপ্রিয়সি দেবি হে কৃষ্ণদইতে   হে কৃষ্ণপ্রিয়াসিরোমনি হে কৃপার্দ্রচির্ত্তে। ৪ক]
[৪খ মুই অতি দিন হই জেহ পদাস্তিকে   দয়া কর দয়ামই কৃষ্ণপ্রাণাধিকে।
ইহা কহী প্রেমে জেই সদাই কান্দএ   নিরন্তর হীরাভরি নয়ন ঝরএ।
সেই রঘুনাথ দাষ গোষাঞী আমার   নয়নগোচর হউ কৃপাযুক্তাকার ॥১৩॥

ইদম মন তর প্রকৃতিসুচকং শ্রীহরিঃ প্রনয়বিলসৎ সরষ ভক্তিসির্দ্ধস্তবং। পঠতি যঃ কৃতীহ শ্রীরঘুনাথ দাষস্য যঃ স ভবতি রাধিকা হরেঃ কৃপাভাজণং॥১৪॥

শ্রীরঘুনাথ দাষ প্রাকৃতি সুচক স্তব   শ্রীহরিপ্রনয়রসভক্তি সিন্ধু সব।
জে সুকৃতি পঢ়ে ইহা গাঢ় শ্রর্দ্ধা করি   সেই হয় রাধাকৃষ্ণের কৃপাপাত্র ভারি ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাষ কবিরাজ বিরচিত শ্রীরঘুনাথ দাষ গুনলেষ সুচকঃ স্তবঃ সংপুন্নঃ ॥:॥ শ্রীল শ্রীশ্রীপ্রভু পরমানন্দ জয়। শ্রীল শ্রীশ্রীপ্রভু নিতাইচান্দ জয় শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ [ঠাকুর]। ৪খ]

১০৪ শ্রীরূপসনাতন-সংবাদে স্মরণটীকা

অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৪৮২; পত্র ১৫; অখণ্ডিত; আকার ১১"×৪"।

[১খ ৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

অথো শ্মরনটীকা লিক্ষতে।:

বন্দেহং শ্রীগুরু শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরুন বৈষ্টবাংশ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগুন রঘুনাথাশ্রিতং তং সজিবং সাদৈতং সাবরিতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাম্নুসহগন ললিতা শ্রীমৎ বিসাখাশ্রিতং ॥১॥

শ্রীরূপ সনাতন উবাচ ॥

অষ্ট বৎসরে রূপ গেলা বৃন্দাবনে সনাতনে থুঞা হেথা যুখ নাহি মনে।
রাত্রি দিন ভাবে রূপ গোউরাঙ্গচরন সনাতন সঙ্গে পুন্ন করাহ মিলন।
এই বাঞ্ছা করি মনে ফিরে বৃন্দাবনে যুগলকিসোরপদ করি য়ারাধনে ॥

তথাহি ॥ মোর ভাগ্য অভাগ্যেন প্রভুরহিতং তেনাহং সোপরাধেন সনাতন হষতে ইতি ॥

পাতসার উজির হইয়াছেন সনাতন রূপের লাগীয়া সদা স্থির নহে মন।
গোউরাঙ্গপদারবৃন্দ করি আরাধন বিসয় অথ কোপে প্রভু করহ মোচন।
বিসয় বিষের জালা সহনে [না] জায় হৃদএ পুড়িয়া মরি কি করি উপায়।
এই ভাবি রাত্র দিন কান্দে সনাতন না ধরে নয়ানজল বিরষ বদন।
দেখিয়া সঙ্গের লোক খেদমতগারি মনে মনে ভাবে সভে হইয়া চমৎকারি।
যুক্তি পরামর্শ সভে জায় অন্যাসনে ১খ] [২ক সর্ত্তরে জানায় গীয়া পাতসার কানে।
সাহেব সেলামত গরিব নেওাজ আরজ এক উজিরসাহেব সদাই কান্দে নাহি জানি ভেদ।
যুনিয়া উকিলমুখে হইলা বিস্মিত আনহ সনাতনকে কে য়াছ তুরিত।
হুকুম হইলো সনাতনকে আনিবারে ধাইয়া চলিল উকিল সনাতনের তরে।
আবেষ হইয়া আছে সয়ন করিয়া হেনকালে উকিল সব উর্ত্তরিল গীয়া।
উকিল ঠাকুর বলি ডাকে ঘনে ঘন নিদ্রা হইতে চমকিত উঠে সনাতন।
সকল উকিল তবে কৈল নমস্কার পাতষার হুকুম তোমায় হযুর জাইবার।
হুকুম জানিয়া হুযুর হৈলা সনাতন পাতষার হুযুর গীয়া দিল দরষন।
মুজুরা করিয়া দণ্ডাইলা সনাতন পাতষা পুছেন ভাই কান্দ কি কারন।

এ কথা যুনিয়া তবে সনাতন হাষে   কোন বেটা এ কথা কহে তোমার পাষে।
সে জনা আমার বৈরি মির্থাকথা কহে   মোকাবিলা হৈলে জানি কেমন মহাসএ।
ইসত হাসিয়া পাতষা যুনিলা বচন   মিথা না কহিয় কিছ যুন সনাতন।
তোমার ভাই ছিলা মোর মহাপাত্র   হামেষা বৈঠক ছিলো সয়ন একর্ত্ত।
হেন প্রানের প্যায়ারা মোর গেল কোন দেষে হেন বুঝি জাইবে তুমি তাহার উর্দ্দেষে।
[২খ পোতাদার সেখ হব বাড়ি ফতেপুর   হামেষা থাকএ সে পাতসার হযুর।
তাহারে বোলাইয়া বলিল বারে [বারে]   সনাতনের হাওলাত করিলাম তোমারে।
সনারে প্রথক বান্ধিয়া রাখিবে পোতাঘরে   সাবধানে রাখিবে জেন পলাইতে নারে।
এই ত হুকুম হৈল সাহেব তাহার তরে   সনাতনে রাখে নঞা বন্দিকারাগারে।
আসে পাসে প্রহরি রাখিহ অবিরত   সপ্ত বৎসর পজ্যন্ত আছে এইমত।
সেখ হবুকে ডাকিয়া বলেন সনাতন   মোরে দুখ দিয়া তোমার কোন প্রয়োজন।
সেখ হবু বলে সাহেব কি বল আমারে   পাতষার হুকুম বিনা কে কহিতে পারে।
আমা হৈতে কিবা কাজ আছে উপদেষ   তোমার দুখ দেখি আমার তনূ হৈল সেষ।
এ কথা যুনিয়া হাত ধরিল সনাতন   বন্দি হইতে আমারে তোমি করহ মোচন।
পাএ পড়ি শেই হবুর করে নিবেদন   কিরুপে করিব আমি বন্দি বিমোচন।
ইহার যুগদি আমি লৌব কার পাষে   তোমারে ছাড়িয়া দিলে আমার সব্বনাষে।
তবে সনাত[ন] বলে ভয় নাহি তোর   এহার উপদেষ আমি কহিএ তোমার।
এক লক্ষ মুদ্রা আছে দিব ত তোমারে   জদি পাতসা তলব করে তাহা দিবে তারে।
জে হুকুম বলিয়া পড়িল দুই পায়   জে কর ২খ] [৩ক সে কর বল আমার উপায়।
ইহা যুনি লক্ষ মুদ্রা দিলেন তাহায়   ছাড়াইল সনাতন পথে চলি জায়।
জয় জয় গৌরাঙ্গ বলি সিত্রগতি জায়   ব্রাঘ্র ভল্লুক মহিষ দুরেতে পলায়।
দুই প্রহর রাত্রি পরে গেলা নদিতিরে   গোউরাঙ্গ গোউরাঙ্গ বলি ডাকে উর্চ্চস্বরে।
কেমনে হইব পার না দেখি উপায়   ইহা বলি মনে মনে করএ চিন্তয়।
এই দুখ মনে ভাবি রহে কথোক্ষন   হেনকালে কম্ভিররাজ দিল দরসন।
কুম্ভির দেখিয়া তবে আনন্দিতমোন···
উর্দ্ধবাহু করি ডাকেন উছ্ছর্স্বরে   আমারে করহ তুমি এই নদি পারে।
তোমারে করিব স্বঙরন জিব জত দিন   অঙ্গিকার করিল কুম্ভিরিনি সনাতন।
কুলে উহে প্রদক্ষিন সাত বার করে   সনাতন বলে হরিনাম দিব ত তোমারে।
আমার সেবক বলি ঘুসিব সংষারে   হরিনাম মহামন্ত্র কানে দিল তারে।
তার কন্ধে চড়িয়া হইলো নদি পার   তিন দিবসের পথ জায় এক বার।

উন্মর্ত্ত হইয়া জায় বাক্য নাহি স্ফুরে বাউলের গতিমত চলেন সর্ত্তরে।
স্থনিলেন গোউরাঙ্গ আছেন কাসিপুরে নিকটে জাইতে অঙ্গ থরহরি করে।
দারিদ্র পাইল জেন পরেষ রতন দাণ্ডাইলা অন্তস্ফুটে ভাবে মনে মন।
কিরুপে জাইব য়ামি প্রভুর দর্সনে ফকির ফকির বলি ডাকে ঘনে ঘনে।
মহাপ্রভু দেখা ৩ক] [৩খ আসি এইখানে কয় এ কথা য়ুনিয়া তার হইলা কাতর।
দন্তে তৃন করি তবে আইলা গোচরে মহাপ্রভু দেখি তবে উঠিলা সর্ত্তরে।
দণ্ডবৎ হইয়া উঠেন সনাতন উঠ উঠ বলিয়া করিলা আলিঙ্গন।
চিরোদিনে পাইলাম তোমার দর্ষন অস্পর্রসি পামর আমি অতি বড় হিন।
আমাকে স্পরসিতে প্রভু নাহি কোন দিনে তবে জে করুনা কর আপনার গুনে।
দেখিলে নিন্দিব সব পাষণ্ডীর গনে এই বোল বলিতে অশ্রু নয়নযুগলে।
মো হেন অধম পাপি নাহি কোন কালে চরনামৃত পাই করি আরাধনে।
বৃন্দাবনে পাই জেন রুপের দরষনে প্রভু বলে এব শুন ভিন্যগমনে।
বস্তুর কারনে কিছু শুন একমোনে…
বৃন্দাবনে দুই ভাই করহ বেহার চান্দমুখে গৌউরাঙ্গ বলিহ অনিবার।
অবিলম্বে জাহ তোমি সেই নরপতি আজ্ঞা বলবান করি জান শীঘ্রগতি।
কালিন্দি জমুনা বলি করেন স্মঙরন আনন্দে চলিয়া পথে জায় সনাতন॥

তথাহি॥ তব লিলাঙ্গ ভিক্ষো মো ভাগ্যে জদি ন ভবেত। এষাং সা রাধা পুনরুপী সঙ্গে মিলাপএত॥ ইতি॥

এথা হৈতে সনাতন গেলা বৃন্দাবনে রুপ সঙ্গে দেখা হইলো ভাণ্ডিরবোনে। ৩খ]
[৪ক দেখিয়া তো শ্রীরুপগোসাই হরসিতমন দ্রারিদ্র পাইল জেন পোতাবান্ধা ধন।
রুপ কান্দে সনাতনের ধরিয়া চরন এতোকালের পরে মোরে করিলে স্মঙরন।
ইহা বলি কোলে করি তুলিলা সনাতন না কান্দ না কান্দ ভাই স্থির কর মন।
রুপ কহে তোমার দরসন পাইলাম চিরোদিনে মহাপ্রভুর বার্ত্তা কহ স্থনিব শ্রবনে।
তবে সনাতন কহে প্রভু কাসিপুরে তোমা প্রতি জত কৃপা কত কব তোরে॥

তথাহি॥ জে জাকর ইতি নাম সতর্মোধ মানষ। তে তব মনোরক্তং কাম্মং সভাগতং মনো ইতি॥১॥

সনাতন সঙ্গে রুপ বসিলা একাসনে রাত্র দিন কৃষ্ণকথা আন নাহি মনে।
বৃন্দাবনের পরিক্রমা করে দুই জনে অহোনিত্য নিত্য করি করএ রোদনে।
কিশোর কিশোরি বলি ভুমেতে লোটায় মৃত তরু মঞ্জরে জে পাষান মিলায়।
কান্দিতে কান্দিতে দুহে হৈলা য়চেতন দোঁহার কান্দনায় কান্দে জত তরুগন।

নানাজাতি পক্ষ কান্দে হেরিতে বয়ান   কোমল মুদিত হয় হেরিয়া নয়ান।
হাহাকার হইল সকল বৃন্দাবনে   রুপ সনাতন কান্দে কিসের কারনে।
কিবা সে চাহিয়া ফিরে জমুনার তিরে   কেহ ত দোহার ভাব বুঝিতে না পারে।
অস্থির মতি দোহার স্থির নাহি হয়   জে দিন জেখানে ৪ক] [৪খ বৈষে শেইখানে রয়।
এইমতে পরিক্রীমা করে দুই জন   কথোক দিন পরে আইলা শ্রীগোবর্দ্ধন॥
তথাহি॥ গোপৃথীব্যাধরন্নসামৃতসা সধারামনা। চঞ্চলাঙ্কৃত মন মানসা আজ গতাগতি॥১॥
গোবদ্ধন প্রনাম করি বসিলা দুই ভাই   সেইখানে জিজ্ঞাসিলা শ্রীরুপ গোসাই।
যুন যুন মহাসয় করি নিবেদন   কহ দেখি নিত্যকথা যুনিএ শ্রবন।
কেমনে বা নিত্য রহে কাহার উপরে   কাহাতে উদ্ভব হয় কহ ত আমারে।
কোন বর্ন হয় সেই কিশোর গঠন   যুয্যের গতাগতি তথা নহে কি কারন।
পবনের গতি নাহি মনের গোচর   কোন গতি পাএ তাহা নরের ইস্বর।
অতএব মোর এই যুন নিবেদন   সটকোন বিজকোন কিষের গঠন।
শ্রীমন্দির কিষে হইতে হইলো নির্ম্মান   শুনিতে চাহিএ কিছ ইহার বিধান।
কোন স্থানে থাকিয়া হইলো বিধান   কতখানি দির্ঘ প্রস্ত কহ ত প্রমান।
কাহা হৈতে জিব সব করে গতাগতী   সে জনা বা কেবা হয় কোথা তার স্থীতি।
কিশোর কিশোরিগন আদিষ্ট সখি   কাহা হৈতে উদ্ভব হয় কহ তাহা দেখি।
এ সব উদ্ভব জাহা হৈতে হয়   কিবা নাম হয় তার কহ মহাসয়।
কোন মুর্ত্তি ধরিয়াছে রহে কোন স্থানে   কৃপা করি কহিবেন শুনিব শ্রবনে।
যুনিঞা এ সব কথা গোসাই যনাতন ৪খ]   [৫ক দুই ভাই গলাগলী করেন রোদন।
মহাভাবে কাপে তনু টলবল করে   পর্ব্বতের জল জেন ভূমে য়াসী ভরে।
থরথর করি কার্পে সকল কলেবর   অচেতন হইয়া পড়ে নরেশ্বর।
দুই প্রহর বেলা হৈল নাহিক চেতন   চৈতর্ন্য করিতে তারে নাহি কোন জন।
হেনকালে মহাপ্রভু নিজমুর্ত্তি ধরি   রুপ যনাতন বলি ডাকেন ফুকারি।
মধুলোভে অলি রহে পদ্মের ভিতরে   দুই ভাই রহিলা ডুবি প্রেমের সাগরে।
অঙ্গে হস্ত দিয়া প্রভু কহে নির্ত্তকথা   নিত্যচিন্তা তোমার বা হইলো সর্ব্বথা।
উঠ সনাতন রুপ উঠহ তুরিতে   নিত্যধনি প্রয়কথা কর ত বিদিতে।
তোমা হইতে জিব সব হইলো পরিত্রান   তোমা বিনু কহিতে নারি এ যব সন্ধান।
এই সপ্ন দেখিয়া উঠিলা দুই ভাই   প্রবোধ করিয়া প্রভু গেলা কোন ঠাঞী।
এইমত বিলাপ করএ কথোক্ষন   তার পড়ে নিত্যকথা পড়িল স্মঙরন।

মহাপ্রভুর আজ্ঞামত অনুষারে নিত্যের নিন্নয়কথা কহে নরেশ্বরে ॥

তথাহি ॥ অনন্তক্রোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যান্তরে সংস্থিতিঃ বিষ্ণুস্থানে পরাতেষাং প্রধানর্থ মুক্তিসং ইতি ॥১॥

অনন্ত ক্রোটী ব্রহ্মাণ্ডের পরে জেই স্থান তাহার অবধি ষুন হইয়া সাবধান।
তখন না ছিলো সব ঘোর অন্ধকার চম্পককলিকা সব যুগ্যের আকার। ৫ক]
[৫খ নপুংসক স্বরির আপনে একেশ্বর দষবিজ মুত্তি ধরে অঙ্গনাঙ্গ ষুন্দর।
বৈবুণ্টের পরাৎপর আখণ্ডসেখর সকলের টল আছে নাহি তার টল।
তাহার উপরে আছে গুপ্তচন্দ্র গ্রাম সেইখানে আছেন চম্পককলিকা নাম।
খুধা তিষ্টা উন্মাদএ কেহ নাহি হয় জন্ম জরা মিত্তু ব্যাধি নাহিক সংষয়।
পরমপুরুষ সেই নাহি তার পর আদি অন্ত অনন্ত কহিতে নারি জোগেশ্বর।
চারি বেদ জাহার গুন গনিয়া না পায় হাহাকার করি ব্রহ্মা কান্দেন সদাই।
চম্পককলীকা নাম চারিবেদের সার জে স্বরির হইতে হয় যুগলকিশোর।
ষুনিয়া এ সব কথা সনাতনমুখে শ্রীরুপ পুছেন তর্ত্ত পরম কৌতুকে।
রজ বিন্দু বিনে জন্ম কেমত প্রকার কর্নে ষুনি চক্ষে দেখে হ্রিদএ কর ষার।
তিলেক পাইল বুঝি মন্মথ মগর বিনি গর্ত্তবাষে জন্ম নাহি কোন নর।
অজোনিসম্ভব জন্ম হয় কোন রুর্পে নহে ষুনি জে কথা কোন জোগরুপে।
বহুভার্গ্যে হেন কথা ষুনিব শ্রবনে জন্মজন্মান্তরে পাপ জে ছিলো লিখনে।
খণ্ডিল সে ষব দুখ জন্মের কারনে ইহা বলি অশ্রু বহে যুগল নয়ানে।
সনাতনের কোলে পড়ে কাতর হইয়া ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে পড়ে সাম্ব না পাইয়া।
ধরি সনাতন পড়ে অবনি লোটায় ৫খ] [৬ক রুপ ধরি সনাতনে কোলেতে উঠায়।
সনাতন বলে রুপ স্থীর কর মন সে কথা কহিএ আমি কর অবধান।
জেরুপে উদ্ভব হয় কিশোর কিশোরি শুনিএ এ ষব কথা জোড়হাত করি।
আজ্ঞা কর কহো ষুনি দুখ জাকু দুর যুগলকিশোরপদ আরাধন কর।
উদ্ভবনিন্নর্য় শ্লোক পড়ে সনাতন শ্রদ্ধাজুক্ত হইয়া রুপ করেন শ্রবন ॥

তথাহি ॥ চম্পককলিকা ভূজতে তং জা মুক্তিং হ্রিদয়ঙ্গমে। পঞ্চইস্বসয়ং শ্রান নিমংজ্জয়তাম ইতি ॥১॥

চম্পকলির তর্ত্ত ষুন একমনে যেরূপে আছএ শেই য়াখণ্ডভবনে।
অচেতন জোগনিদ্রা চিরকাল ধরি অষ্টবিজ মঞ্জরি সতত বেহারি।
দুই বিজ ধরে তাহে বাহুমুলে চক্ষুমর্দ্ধে জোতি জেন আছএ বিরলে।
এইমত সেই কিশোর কিশোরি রুপ রসে ডগমগী আনন্দবেহারি।

রূপের ছটা রবে লার্গে রবের ছটা রূপে   রাত্র দিন ভেদ হৈল এই ষর রূপে´।
সনাতনের মুখে যুনি এতেক বিচার   ভাবিয়া চিন্তায়া রূপ পুছে পুনুর্ব্বার।
কিরূপে বা দিবা হৈল রাত্রি কোন রূপে   রুপা করি কহ যুনি এই কোন রূপে।
ভেদ বিনে যুন্তকথা নাহি বুঝে লোক   অপূর্ব্ব অমৃতকথা সুনি তোমার মুখ।
মুখের লাবন্ঞ দেখি হাষে সনাতন   এত অনুসন্ধান কেবা করে ৬ক] [৬খ কোন জন।
রাত্রি বোল দিবা বোল সভে দুই জন   দিবারাত্রীকথা যুন হইয়া একমন।
পুর্ব্বেতে কহিয়াছী সব ঘোর অন্ধকার   তদবধি নাহি ছিল দিবার সঞ্চার।
চম্পককলিকা নাম অতি তর্ত্ত সার   স্মরনটীকায় কহে এ ষব বিচার।
বামভূজপাষে রহে দিবার সঞ্চার   দক্ষিনভূজপাষে রহে অন্ধকার।
চারি প্রহর দিবা রাত্রি চারি প্রহর   অঙ্গের বরন নহে দিপ্ত দিবাকর।
উত্তরের প্রতিউত্তর দিএ সনাতন   পুনুর্ব্বার রূপ করেন নিবেদন।
যোগনিদ্রা কারে বলী কেমত প্রকার   কিরূপে চৈতন্ঞ তবে হইব তাঁহার।
এ কথা যুনিঞা বাঞ্ছা অতি বড় মনে   নিজ্ঞাষ করিয়া তত্ত কহ ত আপনে।
তুমার মুখে জেই তর্ত্ত শেই কথা সার   তাহার উপরে আর নাহিক বিচার।
তবে সনাত[ন] কহে কহিএ তোমারে   চৈতন্ঞ পাইল সেই জেমন প্রকারে।
পঞ্চ স্থানে পঞ্চ য়াত্মা আছে নিজোজিত   কার শঙ্গে দেখা যুনা নহে যে উচিত।
প্রানের সহিত ব্যান না ছিলো জখন   তদবধি তাহারে ছিল অচেতন।
উদ্দান অথানা উপষনা তিন জন   এই তিন প্রানের সঙ্গে করেন মিলন।
প্রান বলেন এই তোমরা তিন জন   ব্যান অচেতন নিদ্রা জায় কি কারন।
জোড়হস্ত করি তবে কহেন তিন জন ৬খ] [৭ক অঙ্গসঙ্গ করি ব্যান হয় য়চেতন।
প্রাননাথ যুনি তার এতেক বিচার   এমত পাপীষ্টজন কেবা য়াছে আর।
এইমত আত্মানাদ করিলা কথোক্ষন   উষ্ঠানে ডাকিয়া কৈলা আত্মানিবেদন।
মন কেনে না জান এ ষব সমাচার   আমা হৈতে না হইল ইহার প্রতিকার।
উষ্ঠানে কহিল গীয়া মনের গোচরে   ব্যান অচেতন নিদ্রা দেখি প্রানে কাতরে।
আহা আহা করি প্রান কহিলা সর্ত্তর   তোমার কি কর্ত্তর্ব্ব বোল কহ তাহা ধির।
এ মুখা যুনিঞা জাব উদ্দানের মুখে   কহিলা চৈতন্ঞমুখে পরম কৌতুকে।
উঠ উঠ প্রান তুমি কেবল বর্ব্বর   তোমার চৈতন্ঞ বিনে প্রান কাতর।
এ বোল যুনিঞা ব্যান উঠিল লাফ দিয়া   জোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল চমকিত হইয়া।
প্রানের সহিত হৈল পঞ্চ সহোদর   রূপে রবে নিত্ত হয় বাহুর উপর।
যুনিয়া এ ষব কথা আনন্দ অন্তরে   কহিবারে চাহে রূপ বচন না স্ফুরে।

মহাভাবে পুরিল সকল কলেবর   ডুবডুব করে আখি রষের সাগর।
বুক বাহি পড়ে ধারা ওষ্ট থর থর   কহিতে না পারে প্রেমে বিভোল অন্তর।
দেখিয়া এ ষব রিতে কহে সনাতন   আপনা পাষর কেন হৈয়া অচেতন।
শুনিঞা এ সব কথা স্থিতি হয় মনে   পুনুর্ব্বার জিজ্ঞাষেন সনাতনস্থানে।
কিষোর ৭ক] [৭খ কিশোরি হয় কিসের গঠন   কোন বর্ন্ন হয় সেই কেমন বরন।
কোন বর্ন্ন হয় সেই কেমন বসন   কোন বয়ক্রম তার হয় অনুদিন।
জিজ্ঞাসিতে নহো জোগ্য আমি অতি হিন   ষুনিবারে ইর্চ্ছা বড় হয় ত এখন।
ষুনিয়া এ সব কথা গোসাই সনাতন   ইষত হাসিয়া কহে মধুর বচন।
জদি জিজ্ঞাসিলে মোরে কহিএ তোমারে   আপন ভজনকথা কেহ না কয় কাহারে।
তবে জে কহিএ আমি তোমার কারন   নিরুপম তর্ত্ত কহি ষুন দিয়া মন।
চতুদষ পঞ্চদষ বএষ নিন্নয়   ইহার অবধি নাহি কহিলাম তোমায়।
রুপে রষে অঙ্গে মন্মথ আকার   মনস্তসরুপে করে কোতুক বেহার।
নিল পিত বাষ দেহে সব্বক্ষন পরে   মেঘের সহিত জেন বিদ্দুত সঞ্চরে।
এ তিন ভুবনের মোন করএ গৃহন   নয়ন ইঙ্গিতে জদি দেখে কোন জন।
এমন বিনদ রূপ রষে[র] গঠন   অধর আখির পদ রবির কিরন।
ঝলঝলমল করে রূপ চম্পকের সম   চুড়াবেড়া মালতির মাল অনুপাম।
মালতির মালা সম গুঞ্জার আটনি   চাচর চুড়ার বেড়া চুড়ার গঠনি।
পলাষ কুষুম জিনি বয়ানের ছান্দ   কিশোর তিলোক ভালে মধ্যে পূন্নচন্দ্র।
শ্রবনে কুণ্ডল দোলে অতি মনোহর   নাসিকায় গজমুক্তা রতন পাথর।
চরনে নপুর শোভে গলে বনমালা ৭খ]   [৮ক আজানুলম্বিত ভূজ হাথে তাড়বালা।
পিতবস্তে শ্যাম বর্ন্ন অতি সোভা করে   বস্ত ছেদি অঙ্গকান্তী প্রকাস্ত উপরে।
ক্ষেনে ক্ষেনে পিতবস্ত উড়ে মন্দবায়   নবজলধর জেন লহলি ক্ষেলায়।
এইমত বর্ন্ন কহিলাম তোমারে   ললিত তৃভঙ্গ শ্যাম মুরুলি অধরে।
বিজকে বিজক বলি রসের মুত্তি অঙ্গ   রূপ রষে ডগমগী রষের তরঙ্গ।
ঘন হইতে রষ হয় রষের কলিকা   রসাবেসে সিদ্ধ নাম রষের মুত্তিকা।
কিশোরির নাম ধরে বয়েষ অনুষারে   ত্রৈলক্যমোহন হরি তার মন হরে।
এমন বরন অঙ্গ রুপের গঠন   জদি দেখে ইঙ্গিতে না জিএ সেই জন।
সত কোটী অঙ্গের তেজ অঙ্গের বরন   ডুব ডুব করে রঙ্গে দুখানি চরন।
নিল বস্ত্র পরিধান রক্ত কাছুলি   পিটীতে বিচিত্র বেনি অধরমাধরি।
রত্ন নপুর শোভে কঙ্কন ভূজবলে   করে শোভে করফুল মনিহার গলে।

নাষায় বেসর দোলে অধর কোমলে   নয়ানে কজ্জল শোভে সিন্দুর কপালে।
চম্পককলিকা আগে মেল বাম আখি   আখির উপরে রুপ কোটী য়ুষ্য দেখি।
শেই রুপের গনে কিশোর কিষোরি   মন্দ মিদু মুখের হাসি অধরমাধুরি।
রুপের তুলনা নাহি দেখি কোনখানে   সতকোটী অঙ্গকনা পায় কোন জনে।
রষের কলিকা সেই রষের পরান ৮ক] [৮খ রুপ রষের কলীকা রুপে গুনে সির্দ্ধনাম।
এই জুগল রুপ থাকে জার চির্ত্তে   যুক্তে চির্ত্তে একাইলে এই রুপ দেখে।
আপনার সির্দ্ধনাম গুরুবর্গে আর   বস্ন বস্ত বএষ জানিবে তাহার।
গুরুপ্রতি সেই ভাব রাখিবে অন্তরে   নিত্যসভাবে তারে সায় গুরুতারে।
আপনে প্রকিতি হইলে হয় তার বষ   মাগীয়া লইবে তারে তাহার পরষ।
পরেষরতন হার থাকে জার বুকে   আনন্দে থাকিব শেই গিয়া নিত্যলোকে।
সনাতনমুখে রুপ এই ভেদ পাএ্যা   পুনুরুপী আর বার পুছীতে লাগীলা।
আজ্ঞা কর যুনি চান্দমুখের মাধুরি   কিরুপে উদ্ভব হয় অষ্ট মঞ্জরি।
তাহার অবধি কহি কহ যুনি কানে   আন্ধলারে চক্ষুদান দেহ ত আমারে।
সুনিয়া এ ষব দণ্ড গোষাই সনাতন   কিষোর কিশোরি বলি ডাকে ঘনে [ঘন]॥

তথাহি॥ সাধ্যসাধনং অষ্টমঞ্জরি মনভেদুরিতং জন্মস্তব। চাপাকলীকা অঙ্গবিভিতং শ্রীত॥ ইতি॥

জে জেখানে থাকিয়া উৎপতি   তাহার অবধি কহি যুন দিয়া চিতি।
চম্পককলিকা হাসি নিরখি কলেবর   ফুল ফল ধরিয়াছে বিক্ষের উপর।
চক্ষুতে রুপমঞ্জরি গুনবান   কর্ন্নেতে রতিমঞ্জরি হইলা উপাদান।
বক্ষস্থলে লবঙ্গমঞ্জরি সকলে প্রধান   মুখেতে ৮খ] [৯ক রসমঞ্জরি প্রেমের প্রধান।
কুচেতে মঞ্জলালী আর্দ্ধ নিবাষ   রসস্থানে অনঙ্গমঞ্জরি হইলা প্রকাষ।
নাভিমুলে সরুপমঞ্জরি বৈষ্টবেষ হয়   লবঙ্গমঞ্জরি গুরু জানিহ নিশ্চয়।
মঞ্জরির উদ্ভববানি যুনিয়া নিশ্চয়   চরনে ধরিয়া রুপ করেন বিনয়।
এমন অপুর্ব্ব কথা নাহি যুনি আর   মোর ভাগ্যে তোমা মুখে যুনিলাম বিচার।
লবঙ্গমঞ্জরি গুরু কহিলে আপনে   মনস্থ্যশ্বরিরে তারে পাইব কেমনে।
সনাত[ন] বলে আমি কহিএ তোমারে   এক গুরু বোই য়ার নাহিক সংষারে।
তবেষি মনস্থ করে দিক্ষা উপদেষ   লবঙ্গস্বরুপ করি জানিহ বিষেশ।
গুরুকে মনস্থবুর্দ্ধি না করিবে নরে   মনস্থ বলিতে তাহা মহাপাপ বাড়ে।
লবঙ্গসরুপ রুপ কৃপাদাতা হয়   ভারথ তারনে সেই গুরু মহাষয়।
গুরু গোসাই কৃপা করি বিজ আরোপিলা   বিজের মুর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ তারে দেখাইলা।

অতএব বস্ত্রবস্ত রাখিবে হ্রিদিয়াকে সভার সরুপ তারা রাধাকৃষ্ণ ভজে।
দেহের স্বভাব সেই করায় উপদেষ যুদ্ধতি গোপিকাভাব রসালো বিষেষ।
সেই ভাব মনে করি রহে সর্বক্ষন গুরু গোসাএর আজ্ঞা করিএ পালন।
গুরু সিস্য হয় একুই কলেবর গুরু আত্মা ৯ক] [৯খ সিস্ত নহে ভিন্ন পর।
যুনিলা এ যব কথা সনাতনের মুখে পুনুর্ব্বার আর কিছু পুছেন স্বরুপে।
সরুপমঞ্জরি বৈষ্টব বলিলে আপনে মনস্তস্বরিরে তারে পাইবে কেমনে।
তবে কহে সনাতন যুন দিয়া মন জে রুপে পাইব জার বৈষ্টবচরন।
স্বরুপ স্বরুপ পরম বৈষ্টব সে হয় পরাপর বৈষ্টব করিয়া আলয়।
সেই ভাবের অনুষারে বন্দো ভক্তগন ভক্তগনের পদধুলি মস্তকে ভুষন।
নিত্যগুরু পরিচয় জাহা হৈতে হয় চক্ষুদান তাহা হৈতে সিক্ষাগুরু হয়।
সিক্ষাগুরু হইতে জানি সেবার বিধান প্রকিতি সভাব হইয়া পাব চক্ষুদান।
সিক্ষা দিক্ষা নিত্য বৈষ্টব পরিচয় বস্ত এক মুত্তি নিল রাখিহ হ্রিদয়।
এই তর্ত্ত যুনিঞা রুপ দণ্ডবৎ করে মঞ্জরির বস্ত্র পুছেন তাহার পরে।
তবে সনাতন কহে জে পুছিলে মোরে তাহার নির্ন্নয় আমি কহিএ তোমারে।
সমান সাদৃষ সভার একুই বএষ এক দিনে উদ্ভব হইল বর্ন্ন বস্ত বএষ।
অপুর্ব্ব মাধুরি হইলো জার জেই হয় তাহার অধিক কহিল দয়াময়।
শ্রীরুপমঞ্জরির বএষ তের হয় সনার বরন অঙ্গ জানিহ নিশ্চয়।
পারিজাতফুলের বরন বস্ত পরে নিরন্তর দোহার সর্ব্বষেবা করে।
শ্রীরতিমঞ্জরির বএষ তের হয় ৯খ] [১০ক টাসপক্ষ বরন এই জানিহ নিশ্চয়।
সোনার বরন বস্ত্র সর্ব্বক্ষন পরে নিরন্তর দোহারে তাম্বুলসেবা করে।
লবঙ্গমঞ্জরির বএস তের হয় সোনার পুষ্পের বরন এই জানিহ নিশ্চয়।
পরিধান শুক্ল বস্ত্র নিরন্তর পরে নিরন্তর দোহার অঙ্গসেবা করে।
শ্রীরসমঞ্জরির বএস তের হয় কুমকুম অঙ্গের বরন এই ত নিশ্চয়।
ধতু রেখে গঙ্গাজল খিরদ সাড়ি পরে যুবর্ন্ন ঝারিতে দোহার জলসেবা করে।
মঞ্জনারির বএস তের হয় হরিতাল বরন অঙ্গ এই ত নিশ্চয়।
হিঙ্গুলের বস্ত্র সেই সদা পরে ঘৃত আদী সুপকরন ভক্ষনসেবা করে।
অনঙ্গমঞ্জরির বএস তের হয় গৌরবরন অঙ্গ এই ত নিশ্চয়।
জবাপুষ্পের বরন বস্ত্র সদা পরে নিরন্তর দোহারে চন্দ্রনসেবা করে।
স্বরুপমঞ্জরির বএস তের হয় করবির কিরন অঙ্গ জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণকেলি পুষ্পবরন বস্ত্র পরে নিরন্তর দোহারে চামরসেবা করে।

এই ত কহিল ভাই না করিহ আন   এই সপ্তমঞ্জরি রাধিকার প্রান ॥

তথাহি ॥ রাধাং সংযুয্যা দাত্তাৎ কুতুতত্তবেৎ। ১০ক] [১০খ ইত্যস্তেরমানধানং মঞ্জ জগত্যাং সতেনাভি ॥ ইতি ॥

শ্রীরুপ পুছেন সাদ রসমঙ্গলে   সার্ধ্যবস্তু সাধন জানিহ মরম।
সমদ্রমথনে জেন উপজিল চন্দ্র   হর ব্রহ্মা বিষ্টু আদী সভার আনন্দ।
অন্ধকার দুরে গেল হইল দিপ্তমান   ধরনি সিতল হৈল সগর্গ হইল স্থান।
হেথা কান্তী হেথা দিপ্ত হইল উদয়   এমতি একান্তভাব রুপের হৃদয়।
সকল গোচর হইল নয়ানের কোনে   সার্ধ্যসাধন এই জানিল আপনে।
নির্জ্জসভাব জানিয়া সনাতন   রুপেরে ধরিয়া পুন কৈল আলিঙ্গন।
তোমার অভিপ্রায় এই লইবে জেই জন   জেই হিত লাগী মোরা হেথা আগমন।
জোগেতে বিচারি জারে না পায় কখন   একবারে পাইল সেই পরমতত্ত ধন।
তবে রুপ বলেন আমার হইল উপায়   পাইল তোমার তত্ত তোমার ক্রপায়।
পুর্ব্বে জে পুছিল কিছু স্থানের নির্ন্নয়   তদবধি সুনিতে আমার বাঞ্চা হয়।
সেই কথা শ্রুতি করি কহেন সনাতন   জেমতে করিল সেই স্থানের গটন।
কহিতে লাগীলা রুপে সনাতন   সাবধান হয়্যা রুপ করেন ১০খ] [১১ক শ্রবন।
জিভ্রারসে জন্মীলা শ্রীমধুকলিকা   সড়তর্ত্ত ধরি হয় সুবনকলিকা।
চম্পককলিকা চাহিঞা তার পানে   দোহার মন্দির ঘর করহ পালনে।
সুনিয়া এ সব কথা হরশীত মন   আমা হেন ভার্গ্যমান নাহি কোন জন।
এই অঙ্গীকার জদি হয় তোমার মনে   আমাকে ইহার তত্ত জানাহ আপনে।
জে কর সে কর তুমি আপনার গুনে   সির্দ্ধকল্পতরু নাম ধরহ আপনে।
কেবল করুনাসিন্ধু তুমি দয়াবানে   তুমি কল্পতরু হয় কহিল কারনে।
জখন জে উটে মোনে তাহা জেন হয়   এইমতে নিবেদন করি মহাশয়।
সির্দ্ধকল্পতরু তুমি মহিমা আপার   অশেষ ভকতি করি করে নমস্কার।
মধুকলিকা হইল বলয়া আকার   ভাগ্য করি মানিল আনন্দ আপার।
বক্ষস্থলে নিত্যস্থল ধরিলে আপনে   অঙ্গের বরর্ণে কৈল শ্রীমন্দীরগটনে।১১ক]
[১১খ প্রসস্ত পঞ্চাশ কোটী দির্ঘ পরিসর   স্থানের প্রমান এই নাহী তার পর।
এক প্রহরের পথ প্রমান মন্দির   চৌদ্দিগে সোভা করে রতন পাচির।
কল্পতরু ছায়াদ্রারে পুষ্প থরেথর   অষ্ট কোনের সপ্তদল মন্দির ভিতর।
মস্তকের খর্পরেতে রত্নসিংহাসন   সপ্তদল দিয়া মর্দ্ধে করিল স্থাপন।
নানাজাতি পুষ্প দিয়া রচিলা উপরে   সৌরভে মহিত সব মন্দিরভিতরে।

তাহাতে বিরাজ করেন কিসোর কিসোরি   সপ্তদল সপ্তসেবা সপ্তমঞ্জরি।
কতেক কহিব তার অসেষ চাতুরি   নানা রঙ্গে বিলাষভঙ্গে কতেক মাধুরি।
ঐসর্ন্য দলে স্থিতি লবঙ্গমঞ্জরি   রবাকে করএ বার্দ্য অতি মোনহরি।
পুর্ব্বদলে স্থিতি শ্রীরুপমঞ্জরি   ডম্ফের বার্দ্যে করে গান অতি গুনধারি।
অগ্নীকোনে করে স্থিতি শ্রীরাষমঞ্জরি   মন্দিরাল হঁয়া গান করে অশেষ মাধুরি।
দক্ষীনকুলে স্থিতি অনঙ্গমঞ্জরি   [রস]মঙ্গলে করে গান নর্ত্তক করি।
পশ্চীমদলে স্থিতি ভারতিমঞ্জরি   ডুহুক্ষণ হেরি গান করে পিনাক চন্দ্রধারি। ১১খ]
[১২ক নৈরিত্যকোনে স্থিতি স্বরুপমঞ্জরি   বিনাজন্ত্র করি গান অতি উর্চ্চ্য করি।
মঞ্জমালি করে স্থিতি উর্ত্তর দলে   করিলে সে করে গান অতি কুতুহলে।
সপ্তস্বরে করে গান সপ্ত`ম মঞ্জরি   যুনিয়া আনন্দ বড় কিসোর কিসোরি।
এই বাসরে গান করে নিরন্তর   সভার অগোচর স্থান নাহি জার পর।
এইমত প্রমান গোলক নিত্যস্থান   ব্রহ্ম`া বিষ্ণু সিব না পায় করি ধ্যান।
গুহ্যের অতি গুহ্য এই স্থান হয়   প্রকাশের মহানিধি প্রকার্ষ্য জে হয়।
আনন্দ হইয়া বলেন শ্রীরুপগোসাঞী   আমার সম ভার্গ্যবান আর কেহো নাঞী।
আজি হইতে হৈল মোর সফল জিবন   নিত্যবিলাষকথা যুনিল মোর মন।
আর এক কথা মোর পড়ি গেছে মোনে   ক্রুপা করি কহ মোরে যুনিয়া শ্রবনে।
কিসের উপরে হয় সেই বৃন্দাবন   ইহার অধিক কিছু কহ ত কারন।
তবে সনাতন কহে কহি এ কারনে   না কহিয় কার টাঞী রাখিহ গোপনে।
পুর্ব্ব পশ্চীম উত্তর দক্ষীন চারি দিগ হন   দিগমর্দ্ধে দিগ নহে অসৈন্য´ কোন।
সেই কোন ভাগমর্দ্ধ্যে ১২ক] [১২খ হয় বৃন্দাবন···
যুর্ধ্যের কুমারি হন কালিন্দিস্বরি নাম   ক্রষ্ণ্ যুখ বিনা মোর অতি যুখ গুনধাম।
লক্ষী সহস্র বৎসর কামনা করিয়া   তবু ক্রষ্ণ্ না পাইল বৃন্দাবনে গিয়া।
সোল কোষ বৃন্দাবন জমুনা নাভিস্মরে   আটসট্টী ক্রোস হয় তাহার বাহ্যান্তরে।
সোল ক্রোষ বৃন্দাবন পদ্ম´ অষ্টদল   তার মর্দ্ধ্যে বাহ্য অষ্ট ক্রোষ বৃন্দাবন।
অষ্ট ক্রোষ মর্দ্ধ্যে নিভিন্ন´বৃন্দাবন   তাহে অষ্ট কুঞ্জ করি নিত্যসখিগন।
তার মর্দ্ধে চারি ক্রোষ নিকুঞ্জমন্দির   মলয়াপবন বহে ধরিয়া সমির।
চুয়ারি চন্দ্রন হয় নিকুঞ্জ বলি জারে   কারি কল্পবৃক্ষ´ হয় তাহার চারি দ্রারে।
অষ্টদলপদ্ম´ হয় নিকুঞ্জভিতরে   রত্নসিংহাসন হয় তাহার উপরে।
তাহাতে বিরাজ করেন কিসোর কিসোরি   সনাতনমুখে যুনিয়া অঙ্গের মাধরি।
আনন্দে করেন নিত্য হরসিত হইয়া   হরি হরি সভ্যা করে আনন্দিত হইয়া।

ধরনি লোটায়া ক্ষেনে ভাবের আবেসে   ক্ষেনে সনাতনপদ ধরে [১৩ক প্রতিআসে।
পদধুলি লঞা মাথে চন্দ্রমুখে   এমন উন্মাদ তখন সনাতন দেখে।
পুনরুপী রুপেরে করে করেন আলিঙ্গন   বুকের উপরে রাখি করে আলিঙ্গন।
গুহ্যের অতি গুহ্য উক্তী কর কেনে   নিষেধবচন রুপ কৈল সাবধানে।
কুঞ্জের বর্ন্নভেদ পুছেন পুনুর্ব্বার   কোন কুঞ্জে কোন দিগ কোন বর্ন্ন তার।
কৃপা করি কহ সুনি এ সব বিচারে   কোন সখি কোন কুঞ্জে সদা বাষ করে।
কোন বর্ন্ন বএষ কোন বস্ত্র পরে   এতেক সুনিল তবে বচন শ্রীরুপেরে।
কুঞ্জনির্ন্নয় শ্লোক পড়েন তখন   কায়মন হইয়া রুপ করেন শ্রবন ॥

তথাহি ॥ মেঘাম্বর বিচিত্রাঙ্গং পুর্ন্নান[ঙ্গ] চাপকং তথা। সামার্দ্ধ অরুনলক্ষু হরিতাল লঙ্গ তথা ॥ ইতি ॥

ঐসন্য কোনেতে কুঞ্জ মেঘের বরন   নানাজাতি পুষ্প তাহে করে অভরন।
মুত্তিমন্ত মদন থাকয়ে নিরন্তরে   বিসাখাসুন্দরি তাহে সদা বাস করে।
চর্দ্ধ বৎসর অষ্ট মাস তাহার বয়েস সিখিপুর্চ্ছ বর্ন্ন বস্ত্র লোটন ১৩ক] [১৩খ বান্ধা কেয।
বিত্যুতের অঙ্গে বস্ত্র ঝলমল করে   নিরখিতে নারে কেহো রুপে আখি ভরে।
মেঘের সহিত জেন বিত্যুত সঞ্চরে   বস্ত্রঅলঙ্কারসেবা এই অধিকারে।
বিসাখার স্বরুপ হন লবঙ্গমঞ্জরি   এক রুপ এক মুখ লখিতে না পারি।
দোহার মিলনমুখ এককুঞ্জে বাস   নানা রঙ্গ কৈতুক করে হাশ পরিহাস।
পুর্ব্বদিগে বল[দাক্ষ] কুঞ্জ অতি সোভা করে   কতোককাল আরাধনা কুঞ্জের ভিতরে।
নানা বর্ন্ন চিত্র জেন করে চিত্রকারি   কুঞ্জের বরন হেরি নয়ান না ফিরি।
চিত্রাদেবি করে বাস তাহার ভিতরে   তাহার বএষ এই কহিনু তোমারে।
চর্দ্ধ বৎসর সাত মাষ চারি দিন আর   কিসোরের অঙ্গের মালা গাথএ সাদর।
অন্তরে আনন্দ হৈয়া সেই সেবা করে   শ্রীরসমঞ্জ[রি] সহ কুঞ্জে বাস করে।
নানা রঙ্গ কৈতুক করে হাশ পরিহাস   পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন উদয়ে প্রকাষ।
পুর্ন্নীমার চন্দ্র জেন অন্ধকার হরে   চাহিতে সিতল করে তাপ জায় দুরে।
চম্পকলতা সেই কুঞ্জে করে বাশ   চতুর্দ্ধস সাত মাষ বিংসতি দিবস।
তাহার নির্ন্নয় ১৩খ] [১৪ক এই কহিল বএস   ইহাতে অন্যথা নাহী সুনহ বিশেষ।
চম্পকবরন পুষ্প সেই কলেবর   সাট পক্ষ বর্ন্ন বস্ত্র পরে নিরন্তর।
বর্ন্ন বএসেতে প্রেমের স্বভা[ব] করে   আনন্দ উদ্দেসেতে চন্দ্রনসেবা করে।
চম্পকলতার প্রান শ্রীরসমঞ্জরি   এক কুঞ্জে করে বাস অশেষ চাতুরি।
দক্ষিনে চম্পককুঞ্জ অতি সোভা করে   কুঞ্জের মাধুরি হেরি পেকান মঞরে।

সারি যুক করে গান কুঞ্জের আশে পাশে রঙ্গদেবি হরসিত সেই কুঞ্জে বৈশে।
চতুর্দ্দস অষ্ট মাষ আর তের দিন প্রথক কুঞ্জবয় এই তার চিন॥
রঙ্গের রঙ্গরাজ মেঘডোর বস্ত্র পরে হেরিয়া দোহার অঙ্গ চামরসেবা করে।
রঙ্গদেবির প্রান হয় শ্রীরুপমঞ্জরি একি কুঞ্জে করে বাশ আনন্দে বিহরি।
নৈরিতকোনে শ্যামকুঞ্জ শ্যামবর্ন ধরে সুদেবিকা টাকুরানি তাহে বাষ করে।
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাষ চর্দ্দ দিন আর বএষ নিয়ম এই কহিল তাহারে।
চান্দবরন অঙ্গ মাজিয়া উজারে ১৪ক] [১৪খ অরুনবসন সোভে কটীর উপরে।
জলসেবা নিরন্তর ঝারি লইয়া করে দুহু মুখ হেরি সদা আনন্দ অন্তরে।
কস্তুরিমঞ্জরি করে সেই কুঞ্জে বাশ হার্য্যরূপে আনন্দিত কত উপহাস।
পশ্চীমে অরুনকুঞ্জ অরুনবর্ন ধরে ললিতা টাকুরানি তাহে বাশ করে।
চর্দ্দ্য বৎস[র] অষ্ট মাষ তের দিন আর বএষনির্ন্ন এই কহিল তাহার।
অঙ্গের বরন গোরচনা সেই বস্ত্র পরে নিরন্তর দোহার তাম্বলসেবা করে।
শ্রীরতিমঞ্জরি সেই কুঞ্জে করে বাশ এক মুখ এক রুপ হার্য্য পরিহাষ।
বাউকোনের কুঞ্জ হরিতাল বরন তুঙ্গবিদ্যা করে সভা আনন্দিতমন।
চতুদশ অষ্ট মাষ পাচ দিন আর বএষনিয়ম এই কহিল তাহার।
কুমকুম অঙ্গের বর্ন যুক্লবস্ত্র পরে মোনের আনন্দে সেই পুস্পসেবা করে।
সেই কুঞ্জে করে বাষ অনঙ্গমঞ্জরি কত বা কহিব তার রুপের মাধুরি।
উর্দ্ধরে অনঙ্গকুঞ্জ অষ বর্ন ধরে ইন্দুরেখা টাকুরানি তাহে বাষ করে। ১৪খ]
[১৫ক চর্দ্দ্য বৎসর সাত মাষ সাত দিবষ আর বএসনিয়ম এই কহিল তাহার।
হরিতাল বরনের অঙ্গ অতি সোভা করে নানিষ পুস্পের বর্ন সেই বস্ত্র পরে।
মঞ্জলালি করে সেবা মোনের কৌতুকে দুই জনার এক প্রান ভিন্ন দেহ ধরে।
বর্নভেদ মঞ্জরিনিয়ম কহিনু তোমারে এই অষ্ট কুঞ্জবস রাখিহ অন্তরে।
অষ্টসখির অষ্টবর্ন অষ্ট বস্ত্র পরে অষ্ট বস্ত্র অষ্ট বর্ন অষ্ট সখি পরে।
অষ্ট বএষ অষ্ট সখির জাত জত দিন বর্নভেদ রাখিবে আর জেই চিন।
সখির প্রান অষ্টমঞ্জরি কহিনু তোমারে যুনি রাখিহ [তাহা] আপন অন্তরে।
নিত্যস্থানে সখিগন থাকে বৃন্দাবনে অষ্ট আভা শ্যামমুর্ত্তী রস আস্বাদনে।
সাধক যুনিয়া কানে দেখিবে নয়ানে বিনা গুরু উপদেশে জানে কোন জনে।
সার্দ্ধ্যবস্তু ধারন এই কহিনু তোমারে ইহার পর আর নাই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
তম্ভাবে ভাবিত এই মঞ্জরিপরিচয় উপাসনাতর্ত্ত এই কহিনু নিশ্চয়॥
শ্রীরুপসনাতনসংবাদে ১৫ক] [১৫খ তর্ত্ত সংপুর্ন॥ ইতি স্মরনটীকা সংপুর্ন॥

শ্রীলতাং শ্রুলতাং নৃত্যং গিয়তাং গিয়তাং মুদাশ্রীয়তাং মুদাশ্রীয়তাং নৃত্যং শ্রীচৈতর্ন্য-চরিতামৃতং ॥ মুধানাং চক্রিনাং মুণী মধু বিক্ষোন মাহ ধমনি মধানাং রাধাদী প্রনয়ো-ঘনসারৈর্মুরভূতাং সমনতাপ সন্তাপ উদগম বিসম সংসার স্বরনি শ্রীনিতাস্তে ভৃষ্টাং হরন্তু হরিলিলা সিররিনি ॥১॥ তুণ্ডে তাণ্ড বিনিরতিং বিতমুতে তুণ্ডাবলি লুব্ধএ কর্ন্নকৌড় কড়ম্বিনি ঘটএতে কর্ন্নার্ব্ভ্য দের্ত্তা শ্রীহাং চেত্ত প্রাঙ্গন সঙ্গিনি বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রীআং লংকৃতং ন জানে জনিতাং কিমম্ভীরমিতৈ কৃষ্ণেতি বর্ন্ন দৈই ॥

ইতি সন ১২২১ সাল তারিখ—১৭ পৌশ বুক্রবার পটনার্থে শ্রীঅর্যুন দাশ লিখিতং—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাশ বিশ্বাষঃ সাং হামীরহাটী পরগণে—বিষ্টপুর জং বাক্সাজারি—

১০৫ সত্যনারায়ণপাঁচালী (সত্যদেবসংহিতা)

রামভদ্র

পুঁথিসংখ্যা ১৩০৩ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩"×৩১/২"।

... ... [২ক বরাহ বামনে
হলধর নরহরি চরন বন্দনা করি জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয় নিধনে।
বন্দ দুর্ব্বাদলশ্যাম জানকি সহিত রাম সিরে ছত্র ধরিল লক্ষন
জার কির্ত্তি সেতুবন্ধো বিনাসিল দসকন্দ বর্দ্ধ কন্ধ করিঞা বন্ধন।
বন্দ কৃষ্ণ অবতার পুর্ন্ন ব্রহ্ম নৈরাকার বিন্দাবনে বিপিনবিহারি
জদুবংস অবতংস কংসাসুরে করি ধংস অংসরূপে এবে সত্য হরি।
বন্দো সত্যনারায়ণ দিনদুঃখবিমোচন কলিকালে কৈলা অবতার
তুমি সত্য রজস্তম শসি দিবাকর জম কি কহিব মহিম তোমার।
নাহি জাগ জোগ তপ ভূতশুদ্ধি ন্যাস [২খ জপ নাহি পুরশ্চরণ বিধান
ভুবনে বিদিত জস কেবল ভক্তির বস ভক্তবৎসল ভগবাণ।
তুমি সে গোলকধাম সত্যনারায়ণ নাম ধরি পাতকি তরাইতে
দেখি দিনহিন জনে কৃপা কর নিজগুনে কেবা জানে মহিমা কহিতে।
তুমি দেব দিনবন্ধু পার কর ভবসিন্ধু মোর কর দুঃখ নিবারন
স্মরণে জাহার নাম লভে চতুর্ব্বর্গ কাম তুমি সর্ব্ব জিবের জিবন।
তোমাতে জাহার ভক্তি সেই জন লভে মুক্তি আমি নর কি বলিতে জানি
সেবি তব পাদপদ্ম বিরচিল রামভদ্র বিতর হরিগত বানি॥

আজি মোর সফল জিবণ   পুজিব সে সত্যনারায়ণ।
অবধানে সোন ভাই সোন একচিত্রে   সত্যনারায়ণ নাম হইল জেমতে।
হস্তিনাপুরেতে পুরাপা ২খ]...

১০৬ সত্যপীরপাঁচালী

দ্বিজ রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ১১৩৫ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩½"×৩"।

[১খ শ্রীগুরোবে নমঃ।
নম সত্যনারায়নায় ॥
[ধরা]ধর যুতাযুতে   বন্দিলাম জোড়হাতে   বাখানে বেদান্তমতে
ব্রহ্ম করি জারে নিরপন
অসিব বিনাষ হয়   প্রভু দিনদয়াময়   সকল পুরানে কয়
সর্ব্বসিদ্ধি করিলে স্বরন।
জোড়হাতে একমনে   বন্দোম অমরগনে   কৃপা কর ভবাঙ্গনে
তব পদ করিলাম বন্দন
বিনাপানি বিশ্বমাতা   বন্দম সমুদ্রযুতা   হেতু মোরে বরদাতা
কর মম বিঘ্নবিনাসন।
অনাদি অচিন্ত বপু   অন্য ভিন্য নহে কভু   অপার মহিমা প্রভু
বন্দিলাম সত্যনারায়নে
অসংক্ষ অনন্ত লিলা   তুমি ব্রহ্মময় সিলা   নিজ পুজা প্রকাসিলা
দয়া কৈলে দারিদ্র ব্রহ্মনে।
নিজ পুজা পৃথিবিতে   প্রকাসিলা জেইমতে   কহিতে বাসনা চিতে
কীঞ্চীত কহিব অনুসারে
সর্ত্যপিরপদদন্দে   ভাবিয়া পরমানন্দে   ভনয়ে পাচালিছন্দে
দ্বিজ রামপ্রসাদ কবিবরে।

আপন মহিমা পির করিতে প্রচার   হইলে ফকীরবেস জবন আচার।
বিষ্ণুশর্ম্মা নামে বিপ্র গৌড় রার্ধ্যেতে   তার সমা দুখি আর নাহি অবনিতে।
ভিক্ষা ১খ] ..

[১গ ৭শ্রীদুর্গা জয়তি—
অচ্যুতং কেশবং…ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণুর্নামাষ্টকং সমাপ্তং ॥

কৌড়ি জমার ॥০ শাড়ি	আর দুই খানা শাড়ি কেনা জায়।
বস্ত খরিদ ৩ খানা	এক টাকা ছয় আনা
কাত ২৵	শাড়ি আবার বিক্রি করা জায়।
দর একখানা ॥৶	একখানা শাড়ি বেচা জায়।
আর একখানা ৸	এর দর আঠারো আনা ১৵
আর একখানা ॥৶	
২৵	

৩ খানা শাড়ি বিক্রয় করা জায়।
একখানার দর— ১।০
আর দুইখানার দার ২।০
৩।০

১০৭ সত্যপীরের পালা, লক্ষ্মীর ব্রতকথা

বল্লভদাস, নরোত্তম

পুঁথিসংখ্যা ১২০৬, পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৩½"×৪"।

…[১৭খ…তবে জদি এবার করিতে পার পার নহে তো জন্মের মত বিদায় আমার।
কৌনখানে লিখিল রহিল বন্ধখান বড় শাদ আছে মনে করিব দেখা যুনা।
মালিনি বলেন চল রাত্রি পোহাইল ধার্কা মারি মদনেরে ডেরে লয়্যা গেল।
লোক জন গেল শব আপন আলয় হেনকালে রাউতি হাত্যর হাথে লয়।
সত্যপিরের চরনে বল্লভদাশ গায় হাজার শেলাম মোর রহুক তুআ পায় ॥

বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি পরমকারিনি যুক্ত্যমুক্ত্যদাতা তুমি দিবশ রজনি।
লইয়া তোমার নাম আমি হব জগী কলিকালে কালি নাম না হয় মির্থ্য লাগি।
ভবানি ভাবিয়্যা রামা গলে দিই কাতি পানবোনে লিখন দেখিল রুপবতি।
প্রানপতির উর্দ্দিশ পাইয়া শমাচার কালিকারে প্রদক্কিন হইল শাত বার।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি পরমকারিনি যুক্ত্য মুক্ত্য জয়া তুমি দিবশ রজনি।
শতদল পদ্মেতে পুজীল গোপকন্যা পাইল গোবিন্দপদ ১৭খ]…।

[১৭ক ৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

নম গনেসা[য়] নম নম নম লক্ষ্মিনারায়নি নম নম ॥
কৈলাশসিখরে বসি ভাবেন পার্ব্বতি   ব্রহ্মা বিষ্ণু একাসোনে বসি পসুপতি।
লক্ষ্মি সরস্বতি লাগি ভাবিতে উপায়   সক্তী ব্রহ্ম য়ংওস হতে এক জনম তনয়।
গৌউরবরন যুকুল বরন হইল দুই জোন   লক্ষ্মি সরস্বতি নাম রাখে ত্রিলোচন।
ব্রহ্মাঁর জননি মাতা হইল য়বতার   নারায়নে সোমার্পন কৈল মহেস্বর।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রূপ হইল নারায়নি   পুরানেতে এক নাম পতিতপবনি।
পাসাঙ্ক্যা মানিকমভুজ গৌউর বরন   প্রভাতের ভানু জেন রবির কীরন।
মায়ের কেসেতে দুলিচে ঝাঁপা ভ্রোমর গুনগুন   নআনে খঞ্জন গঞ্জে মানিক রতন।
ভালেতে সিন্দুরের ফোটা যুর্য্যা হেন জলে   চন্দনের বিন্দু জেন বিষ্ণুপদতলে।
গলে গজমতি হার কাঁচলি কুচপরে   শ্রীরাম লক্ষ্ম[ন] সংঙ্খ মায়ের সাজে দুই করে।
বাহুতে সাজিচে তাড় কঙ্কন ঝঙ্কারি   চম্পকের কলি জিনি অঙ্গুরে অঙ্গুরি।
চরণপঙ্কজে বাজে রতন নপুর   রাঙ্গা পদে পদ্মফুল সাজয় প্রচুর।
পিচকবাহ[ন] বৃর্ঘচর্ম্মে বসি   রূপ ঝলমল করে পুন্নমের সষি।
বন্দো মাতা ভগবতি তোমার চরন   অনন্তরূপিনি তুমি পতিতপাবন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্বর দিতে নারে সিমে   য়ল্প[বু]দ্ধ নরলোক কি জানি মহিমে।
তোমার বর্ন্নিমা মা গ কি বলিতে পারি   নরর্ত্তমে ভনে বন্দোন সাএ হরি ॥

১০৮ সরস্বতীবন্দনা

*ব্যাসদেব মুনি

পুঁথিসংখ্যা ১২২৫; পত্র ১; অখণ্ডিত; আকার ১৪"×৫"।

শ্রীশ্রীহরি ॥ শ্রীরামঃ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীচরন ভরসা।
সরেস্বতির বন্দেনা লিক্ষ্যতেঃ।
বন্দো দেবি স্বরেসতি   কুখিলবাহনে স্থিতি   মুরারিবল্ল´বি নারায়নি
প্রনাম তোমার পায়   অন্ন´মনে নাহি ভায়   কৃপা কর বিষ্ণের ঘরনি।
বসিষ্ট বালিমিক মুনি   তারে কৃপা কৈলে তোমি   তব পদে পায় জ্ঞানজোগ···
দেবতা অসুর নরে   গন্ধব্য কিন্নরে   সকলেতে তব পুজা করে
মা হও বাদিনি   সেতপদ্মা সোনাতনি   বেদাগমে সিমা দিতে নারে।
মা জেই তোমার পুজা করে   কৃপা তোমি কর তারে   সেই বৈসে পণ্ডীতসমাঝে

স্থকদেব নারদমুনি   আর জত ঋসি মুনি   তোমার পুজা করে স্থররাজে।
ব্যাষ আদি জত মুনি   তোমার চরন সেবি   বাখানিল ভারথ পুরান
জাহার মজিল চিত   হয় ত পরম হিত   অন্তকালে মক্তীপদ পায়।
মুক্ষ্য ছিল কালিদাষ   তারে দিল বোনবাষ   বসিয়া রহিল বোনমাঝে
স্থনিয়া তোমার নাম   পুজা কৈল অনুপাম   অরন্নে´ বসিয়া রহিল নিজ কাজে।
দেখিয়া ভকতজনে   কৃপা কৌলে নিজগুনে   বর দিলা কাননভিতরে
ভক্ত্য অনুগত হঞা   কাননেতে বর দিলা   আইল সে পণ্ডীতসমাঝে।
তাহার বানি উচ্চ্যারনে   নৃপতি বিসয় মানে   পণ্ডীত সকলে ভাবে মনে মনে
সভে বলে ধন্য ধন্য   স্থনিলে বাড়এ পুন্ন´   জার কীর্ত্তী রহিল ভুবনে।
জতেক পণ্ডীতগন   তোমা পুজে অনেক্ষন   নানা সাস্ত্র করে বিচারনে
পুজিয়া তোমার পদ   তারা পাইল পরিছেদ   মহাজ্ঞান দেয় জার মনে।
মা কালির অক্ষ্যরে স্থিতি   তুমি দেবি সরেস্বতি   নানা সাঁস্ত্র করহ রচন
তোমার পদে ভক্তী জার   সেই পায় নিস্তার   সেই পায় প্রভু জনার্দ্দন।
জতেক কিন্ন´র নর   পান তোমা নিরান্তর   তব পদ করি আরাধন
আসরেতে বাকমাতা   দুর কর খলকথা   তব পদে এই নিবেদন।
জতেক দেবতাভাগে   তোমার বন্দনা আগে   তুমি দেবি সংসারের সার
তোমা না পুজিয়া নরে   অন্ন´দেব পুজা করে   কোন কায্য সির্দ্ধি হয় তার।
জতেক পিথিবির নর   নাহি করে পুজা মন   বেথা সেই ধরে হেন প্রান
রাজদরবারে বৈসে   বুঝাইতে নাহি নাহি পারে   সভামর্দ্ধে পায় অপমান।
কহেন ব্যাষদেব মুনি॰   মনে করি অভিলাষ   মোরে কৃপা কর নারায়নি
তোমার পাদপদ্ম সেবি   এই বর আমি মাগা   বংসে বংসে পাই জেন তোমার শ্রীচরন ॥

ইতি সরেস্বতির বন্দনা সমাপ্ত সন ১২৩৬ সাল তারিখ—২ অগ্রহায়ন—

১০৯ সারদাবন্দনা

শ্রীরঘুনন্দন

পুঁথিসংখ্যা ১১৮০; পত্র ১; অখণ্ডিত; অসমাপ্ত; আকার ১২"×৮"।

/শ্রীশ্রীদুর্গা—

অবনি লুটায়ে কাই   পৃনাম সারুদা পাই   বন্দিলেম সারোদা নারায়নি
উন্দ মুন্দ তুসাহার   বরন ধব[ল]কার   সেতপত্রসনে ঠাকুরানি।

পরিধান স্বকুল ধুতি   মুসি পত্র খুয়ি পুতি   সক্কেতে আছুয়ে অভিরত
তুমি কিপা করো জারে   সভায়ে বসিতে পারে   সেই জোন পরম পণ্ডিত ।
সুকসিস্থ বাম করে   সচিকলা সোভে সিরে   ত্রভজ মালতি পম্রাকেসা
নানা য়লঙ্কার সাজে   চরনে নপুর বাজে   নাট্য গিত সমদয় ভাসা ॥
সতসরা বিনে বেনি   মিদঙ্গ মন্দিরে ধনি   মিসাই জাত্র তাল মান
ছয় রাগ সিবির সগে   ছত্তিস রাগিনি সগপে   দিবা নিসি রাগের পৃধান ।
চতুকুস বাগ্‌গ সতে   সঙ্গিতি সাগোর পতে   পার কর হৈয়ে কাণ্ডার
ভকত সরন করে   পদছায়া দাহ মরে   নায়েকে কর পরিতোস
জনক জন্থনি জানো   বালকের কদাচন   নাই লবে য়গ্‌গনে দোস ।
য়ামি গানহিন সিস্থ   জানো কালো পস্থ   তুমি মর মন্তর দিলে কানে
সেই মন্তর মহাবলে   পুব্ব আরাধোন ফৈলে   শ্রীরঘুনন্দ[ন] রস ভনে ॥

বন্ধ মা জাহ্নুনি তুমি   য়গ্যান বালক আমি   স্ববচন দেহো কণ্ঠ উরি
ঘটে উরে করে ভ্রর   পলে দই মা মধুসর   গায়েইনে ডাকয়েই উছরায় ।...

১১০ সূচক (শোচক)

বিশ্বম্ভরদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৯২ ; পত্র ১ ; খণ্ডিত ; আকার ১১½" × ৫½" ।

[১ক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ ॥ শ্রীশ্রীনরহরি রঘুনন্দন জয় ॥০॥ প্রেমোদ্দামমদপ্রভং চ করুনয়া জীবান সেসানপি প্রেমার্দ্রান সততং করোতি পরমানন্দেন যঃ সংপ্লুতঃ । লিলালাস্যবিমোহিতাখিলজগত সুদ্দীপ্ত ভাবাষ্টকঃ সোহয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তাং শ্রীখণ্ডভূখণ্ডকে ॥১॥

নীত্বা যং পুরুসোর্ত্তমং পরমুদা দৃপ্তা চ নৃত্যৎসবং মানোত্তার্য্য নিজাসতঃ স্বয়মহো সংস্থাপ্য জানোপরি । দত্তা স্বাঙ্গ বিলেপনেন প্রভুনা ভালেহর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিঃ সোহয়-মিত্যাদি ॥২॥

সৌন্দর্য্যামৃতবারিধিব সিকতো নিসক্তান্তরঃ প্রত্যহ লাবন্যাঙ্কিত বিগ্রহশ্চতুরতা মাধুর্য্য সোভান্বিতঃ । যঃ সর্ব্বেস্বপি বৈষ্ণবেস্থ বিধিবন্নিত্যং সপ্রেমভাক সোহয়-মিত্যাদি ॥৩॥

কৃত্বা বেদবদাঙ্গুমোদ মধুরো যঃ পঞ্চ সম্বৎসরাৎ কৃত্বা তস্য সুবিগ্রহং পরিচরেত

শ্রী:গোপিনাথাভিধং। যদ্দত্তং সিন্থলীলআ সুমধুরং ক্ষীরং সআসীন্মুদা সোঽয়-মিত্যাদি ॥৪॥

শ্রুত্বা যদগুনকীর্ত্তনং প্রভুমুখাদাপত্য খণ্ডং রুষা ত্রিঃ কৃত্বাঽথ নতিঃ কৃতাতি সহসা শ্রীলাভিরামেণ সা। ভ্রূভঙ্গেন ন বীক্ষিতা হি গুরুং তাং যেনাভি ভাজা গুরোঃ সোঽয়মিত্যাদি ॥৫॥

যস্মিন প্রীতিমনারতং বিদধতুঃ সর্ব্বে মহান্তঃ সমং স্নেহং যঃ সদয়ং সদা বিতনু তে সর্ব্বেষু জীবেস্বপি। লীলানামগুনাম্বুধৌ নিরবধির্মগ্নো প্রজাধিষ্টয়োঃ সোঽয়-মিত্যাদি ॥৬॥

বৈদগ্ধ্যাতিসয়ং স্বয়ং ঘনরুচিঃ কন্দর্প কোটিস্বরঃ সান্তিং সংগমিতাং স্বজ্ঞ সোয়ম হি ১ক] [১খ শ্রীজীবস্য সংবীক্ষআ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোঃ খলু মহান যোপ্য দ্বিতিয়ঃ পরঃ সোঽয়মিত্যাদি ॥৭॥

ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে প্রভুবরো গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং নিত্যং ধাম বিনির্যযাবিতি গতে শ্রোত্রস্য মার্গং সমূচঃ। হা চৈতন্য দআনিধে রুহুগতঃ স্মৃত্ব মুহুঃ স্বংগতঃ সোঽয়মিত্যাদি ॥৮॥

গুনচরিতমহিম্নাং সুচকং লেসমাত্রং সততমিহ পটেচ্চেত শ্রীমুকুন্দাত্মজস্য। মধুর মধুরমুচ্চৈঃ প্রেমপাত্রং সমস্তাদ্ব্রজ নবযুবরাজ দ্বন্দয়োস্তজ্জনঃ স্যাৎ ॥৯॥

ইতি শ্রীবিস্বম্ভরদাষবিরচিতঃ শ্রীরঘুনন্দনঠকুরস্য গুনচরিতমহিমলেসসুচক সম্পুর্ন্নং ॥

স্বরামি সুন্দরং স্যামং জ্ঞানাঞ্জনস্বরূপকং। স্যামামৃতরসে মগ্নং নমামি চরনাম্বুজং ॥১॥

পাদপঙ্কজং য়ে চ হৃদয় সং নিরন্তরং। কৃপাঙ্কুরু জগদ্বন্ধোঃ শ্রীগুরুচরনায় চ ॥২॥

নমস্তে গুরুদেবায় ব্রহ্মাদি বন্দিতায় চ। সংসারভাবনাসায় ত্বৎ পল্লবায় চ ॥৩॥

স্যামসুন্দররূপায় মন্ত্ররূপস্বরূপিনে। ধ্যানরূপস্বরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নম ॥৪॥

অহো মূঢ়া ন জানামি গুরুভক্তিং বিসেসতঃ। পরাৎপর পরং যস্যাৎ ত্বৎপাদ-পঙ্কজায় চ ॥৫॥

নমোনমোঽস্তু গুরবে কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনে। ত্বৎপাদপঙ্কজৈর্নিত্যং ভক্তিরাস্তাং মুহুর্ম্মুহু ॥৬॥

কৃপাং কুরু কৃপানাথ গুরুঃ শ্রীস্যামসুন্দরঃ। বৃন্দাবনরসানন্দঃ সুখার্ন্নব নমোস্ততে ॥৭॥

ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিতং যস্য চরনাম্বুজসৌরভং। গুরুকৃষ্ণাবভেদস্য কালিন্দি কম্মিকা জথা ॥৮॥ ১খ]

১১১ স্বরূপবর্ণন

কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৮৫ ; পত্র ৪ ; অখণ্ডিত ; আকার ১২২/৪"×৪১/৪" ।

[১খ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ।
জয় শ্রতাগন ষুন হৈয়া এক মন গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা এ কারন ।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ আর ভক্তগন সভাই আইলা জিব করিতে পালন ।
কলিযুগে পাপলোক হইব বিনায এই লাগী সঙ্গে সব করিলা প্রকাষ ।
আপনে আইলা গৌর ষুন তার কথা ষুনিতে লাগএ শুখ লিলামৃতকথা ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজে হৈলা অবতার পরম ষুন্দরি রাধে কি বলিব আর ।
তাঁ সভা লইয়া কৈলা বহুসুখল্লাষ অবযেস কীছু আছে করিব প্রকাষ ।
তিন বস্তু অভিলাষ নহিল পুরন জেই হেতু অবতার ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
গৌর সঙ্গে রূপ অঙ্গে করি আস্বাদন স তিন বস্তু গৌরচন্দ্র করিলা আস্বাদন ।
জে কালে সেই ভাব পড়ি জায় মনে আস্বাদয় রামানন্দ সরূপের সনে ।
জার জেই পুর্ব্বকথা ষুন মন দিয়া অষ্ট যুথেস্বরি অঙ্গে জন্মিলা আসিয়া ।
ললিতার সখি রতনরেখা তাঁর নাম শ্রীআচার্য্য রতন তাঁর নিন্মিলা আক্ষান ।
রতিকলা নাম হয় আর এক সখি রত্নগর্ভ ঠাকুর বলি তাঁর নাম লিখি ।
ত্রিতিয়ে ষুভদ্রা বলি সঙ্গসখি শ্রীচন্দ্র আচার্য্য বলি তাঁর নাম লিখি ।
ধনিষ্টাকা নাম ক্ষাতি জাহার আক্ষান দামুদর পণ্ডীত বলি জানিবে নিদান ।
অপুর্ব্ব কহিয়ে জার নাম কলহংসি কৃষ্ণদাষ নাম ক্ষাতি লিখিএ প্রসংসি ।
কলাতে কলিতরূপ নাম কলাপিনি কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর নাম তাঁহাকে বাখানি ।
বিসাখার জত সখি কহি তার নাম মাধবী মাধব আচার্য্য তাহার আক্ষান ।
তাঁহার সঙ্গে লিলা নাম সখি মালতি নিলাম্বর চক্রবর্ত্তি তাহার খেয়াতি ।
চন্দ্ররেখা নাম সখি লিখিএ বিস্তারে রামচন্দ্রদত্ত দত্তক্ষাতি জানিবে নির্দ্ধারে ।
ষুনহ আক্ষান এক নাম সে কুঞ্জরি বাষুদেবদত্ত সেই জানিবে বিচারী ।
হরির খিরস্থল লিখি নাম আর নন্দন আচার্য্য বলি স্বরূপ তাহার ।
চপলা বলিয়া তাঁর পুর্ব্ব এক সখি ১খ] [২ক সঙ্কর ঠাকুর বলি তাঁর নাম লিখি ।
তাঁহার যুথের নাম সখি যে ষুবলি ষুদর্ষণ ঠাকুর নাম বিবরিয়া বলি ।
চিকঃন ষুবলদেহ নাম ষুবলিতা তাহার স্বরূপ ষুবুর্দ্ধী শুন ক্ষাতা ।

ইবে লিখি চিত্রার জতেক সখিগন পরম অদ্ভুত কথা করহ শ্রবন।
অতি মুড়ি সেই হয় রশালিকা সখি শ্রীপণ্ডিত বোলি তাঁর নাম লিখি।
পরায়ে তিলক সেই নাম তিলকেলি জগন্নাথ দাস তিহো যুন কুতুহলি।
গৌরস্বে নাম তার সংসখি লিখি সদাসিব ঠাকুর বোলি তার নাম লিখি।
পরায় যুস্থ অঙ্গে যুগন্ধিকা সখি সদাসিব কবিরাজ তাহার নাম লিখি।
কামিনা বোলি সখি আর য়েক তার রায় মুকুন্দ শেই লিখিল বিস্তার।
কামনাগরি সখি কহি তার নাম কুমুদানন্দ সেই সক্তী কহিল নিদান।
নাগরি বলিয়া সখি অপুর্ব্ব কথন পুরন্দর আচার্য্য তিহো করিল বন্দন।
নাগরি নাগর এক বৃদ্ধিক সখি নারায়ন বাচম্পতি তার নাম লিখি।
চম্পকলতার যুথ জত সখিগন তাঁ সভার নাম কিছু করিব বর্ন্নন।
যুরঙ্গি ধিক্কার করে যুরঙ্গাক্ষি মকর্দ্ধজ তাহার স্বরূপ করি লিখি।
অপুর্ব্ব বিচিত্র নাম হয় যুচরিতা তাহার স্বরূপ নাম রঘুনাথ ক্ষাতা।
শ্রীরাষমণ্ডলি সেবে নাম যে সতুলি শ্রীমধু পণ্ডিত সেই মহাবলি।
মনির কুণ্ডল কর্ন্নে নাম যে কুণ্ডলি ইবে তিহো বিষ্ণুদাষ লিখি কুতুহলি।
চন্দ্রেক সখির নাম কহি যুন আর পুরন্দর পণ্ডিত তিহো জানিবে নির্দ্ধার।
চন্দ্রতিলক সখি তার নাম গোবিন্দ আচার্য্য তিহো করিল বিধান।
কুন্দকাক্ষি নাম সখি পরম মোহন পরমানন্দ গুপ্ত করি করিব বর্ন্নন।
মন্দীর সেবন করে যুন মন্দীরা সখি বলরাম দাষ ক্ষাতি তার নাম লিখি।
রঙ্গস্থানে রঙ্গদেবি তাঁহার জত সখি তাঁ সভার নাম জত বিস্তারিঞা লিখি।
কলেকণ্ঠী সখি এক যুন তার কথা কাসি মিশ্রী সেই বস্তু জানিহ সর্ব্বথা।
সত্যাকে নিন্দিয়ে জার শোলকলা নাম সিখি মাইতি বলি তাঁহার আক্ষান।
কমরিকা সখি আর এক সখি তার নাম শ্রীমান পণ্ডিত সেই জানিহ নিদান।
ইন্দিরা বলি সখি কহি তার নাম কবিচন্দ্র ঠাকুর শেই হয়ে বিদ্যমান।
কন্দর্প্পের প্রায় শোভা কন্দর্প্প যুন্দরি হিরন্যগর্ত্ত ঠাকুর তিহোঁ কহিল বিচারী।
যুন আর এক সখি কামধনা নাম সেই জগন্নাথ সেই লিখিল আক্ষান।
প্রেম ২ক] [২খ মঞ্জরি সখির পুর্ব্ব কথন দ্বিজ পিতাম্বর সেই করিল বন্দন।
যুদেবির মধ্যে আছে জত সখি বিবরিয়া তা সভার নাম কিছু লিখি।
কাবেরিয়া সখি কহি তার নাম রাঘব পণ্ডিত নাম তাহার আক্ষান।
সদাকবরা নাম স আর এক সখি বিবরিয়া সভাকার নাম কীছু লিখি।
কেসসঙস্কার কার করে নাম সে যুকেসি মকরর্দ্ধজ স্বরূপ প্রকাসি।

মঞ্জরিকলিকা যুন তার নাম   কংসারি সেন তিহো কহিল বিধান।
হারহিরা নাম সখি পরম চতুর   ইবে সেই নাম জিব পণ্ডিত ঠাকুর।
মহাহিরা সখি মহালিলা হয়   মুকুন্দ কবিরাজ জানিহ নিশ্চয়।
পরায়ে কণ্ঠাএ হার কন্ঠি তার নাম   ছোট হরিদাষ সেই করিল বিধান।
হারি মনোহর মনোহরা সখি   কবিচন্দ্র বলি তাঁর ক্ষ্যাতি লিখি।
তুঙ্গবিত্থার জত সখি কহি তার নাম   বিদ্যাবাচস্পতি নাম কহিল বিধান।
শুমধ্যা বলিয়া নাম যুন তার সখি   গোবিন্দ ঠাকুর বলি তার নাম লিখি।
মধুরাক্ষঃ নাম সখি যুন তার কথা   কবি কর্নপুর সেই জানিহ সর্ব্বথা।
তনু খিন তনু মধ্যা আর এক জন   শ্রীমন্ত ঠাকুর তিহো কহিল বচন।
মধুশুঙ্গা বলি এক সখি তার নাম   শ্রীমাধব পণ্ডিত বলি কহিল বিধান।
গুনে অতি পণ্ডিত এক গুনচুড়ামনি   প্রবোধানন্দন ক্ষ্যাতি সেই প্রমনি।
বরঙ্গদা এক সখি কহি তার নাম   পরমানন্দ গুপ্ত সেই জানিহ প্রমান।
রসে তুঙ্গ এক সখি মনোহরা নাম   শ্রীবলভদ্র ক্ষাতি লিখিল বিধান।
রঙ্গবাটী এক সখি অপুর্ব্ব কথন   জগদিষ পণ্ডিত তিহোঁ করিল বর্ন্নন।
যুমঙ্গলা নামে সখি কহি তার কথা   বনমালিদাষ দাষ তিহো জানিহ সর্ব্বথা।
মনোহর শোভা বিচিত্রাঙ্গি সখি   শ্রীনাথ মিশ্র বলি তাঁর নাম লিখি।
মদনি বলি এক সখি তার নাম   আচার্য্য লক্ষন বলি তাহার আক্ষান।
মদনলালসা এক সখি তার নাম   পুরূসোত্তম পণ্ডিত বলি তাঁহার আক্ষান।
জেই ত কুসল সকলি নিরুপন   শেষে যুথেশ্বরির কীছু করিএ বর্ন্নন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর ভক্তগন   পশ্চাতে করিব সভার বর্ন্নন।
যুন ভক্তগন মনে না করিহ রোষ   শ্বরুপ লিখিয়ে কিছু নাহি মোর দোষ।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে সভে হৈলা অবতার   তাঁ সভার শ্বরূপ কিছু করিব বিস্তার।
সে সকল কথা হয় পরম গভির   ইহাতে বিস্বাষ জার সেই ভক্ত ধির।
ইথে অবিস্বাষ জার সেই মুর্খরাজ   আপনার মুণ্ডে যে আপুনি পাড়ে বাজ।
শ্রীরঘুনাথপদে জার আষ   শ্বরূপবর্ন্নন কহে কৃষ্ণদাষ ॥১॥ ২খ]

[৩ক জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ   জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
জয় শ্রোতাগন যুন হৈয়া যুখসাষ   পুর্ব্বভক্তগন সঙ্গে হইলা প্রকাষ।
তা সভার রূপ কহি যুন সাবধানে   সাখা সখি মাতা পিতা আর ভক্তগনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ   শ্রীঅদ্বৈত সদাসিব আর জত ভক্তবৃন্দ।

জয় জগন্নাথ মিশ্রী সচি ঠাকুরানি   আপনে শ্রীনন্দ ঘোষ জাহার গেহিনি।
পদ্মাবতি ঠাকুরানি হাড়াই পণ্ডিত   বাসুদেব দৈবকী দুহে জানিহ নিশ্চীত।
রেবতি বারুনি বলি পুর্ব্ব অবতারে   বসুধা জাহ্নবি বলি জানিহ তাঁহারে।
কৈলাষসিখরে বাশ জেই আগ্যাসক্তি   সিতা ঠাকুরানি তিহো হয় জেই মুর্ত্তী।
বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে বৃন্দাবনে জার বাষ   গৌরাঙ্গের সঙ্গে তিহো গদাধরদাষ।
ললিতা বলিয়া রূপ রাধিকার সখি   স্বরূপ শ্রীদামুদর তাঁর নাম লিখি।
বিসাখা সখি কৃষ্ণলিলার স্বহায়   সেই বস্তু অবতির্ন্ন রামানন্দ রায়।
সুচিত্রা বলিয়া পুর্ব্ব অবতারের সখি   সেন সিবানন্দ বলি তাঁর খ্যাতি লিখি।
সুদেবিকা নাম সখি পরম সন্তোষ   সেই মুর্ত্তি ইবে কহি বাসুদেব ঘোষ।
তুঙ্গবিগ্যা অঙ্গসোভা পরম মোহন   শ্রীরাম ঘোষ বলি করিব বর্ন্নন।
ইন্দুরেখা নাম সখি পরম আনন্দ   তাহাঁর স্বরূপ কহি গোবিন্দানন্দ।
চম্পকলতিকা বলি পুর্ব্ব অবতারে   বসু রামানন্দ বলি জানিহ তাঁহারে।
রঙ্গস্থানে রঙ্গদেবি বলি এক সখি   শ্রীগোবিন্দ ঘোষ খ্যাতি তাঁর নাম লিখি।
শ্রীরূপমঞ্জরি বলি শ্রীবৃন্দাবনে   শ্রীরূপগোস্বামি বলি জানিহ জতনে।
লবঙ্গমঞ্জরি বলি খ্যাতি জার নাম   শ্রীসনাতনগোস্বামি বলি জানিবে নিদান।
শ্রীরতিমঞ্জরি বলি পুর্ব্ব অবতারে   শ্রীরঘুনাথ দাষ বলি জানিহ তাঁহারে।
শ্রীরষমঞ্জরি বলি রশের মঞ্জরি   শ্রীরঘুনাথ ভট্ট তিহো জানিবে নির্দ্ধারি।
শ্রীগুনমঞ্জরি বলি পুর্ব্ব অবতারে   শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্মামি জানিবে তাহারে।
সঞ্জলমঞ্জুলা বলি এক নাম   লোকনাথ গোস্মামি বলি তাহার আক্ষান।
পুর্ব্ব রসে নাম এক বিলাষমঞ্জরি   শ্রীজিবগোস্মামি তিহো পরম মাধুরি।
তা সভার সঙ্গে আর এক সখি   তাহার কহিব নাম পশ্চাতে প্রকাশী।
পুর্ব্ব অবতারে জত জত সখাগন   তা সভার নাম কীছু করিব বর্ন্নন। ৩ক]
[৩খ পৃয়সখা শ্রীদাম আছিলা পুর্ব্ব রঙ্গে   ঠাকুর অভিরাম গৌরাঙ্গের সঙ্গে।
সুদাষ বলিয়া পুর্ব্বে নাম আছে জার   ঠাকুর সুন্দরানন্দ জানিবে নির্দ্ধার।
সুদাম বলিয়া জারে পুর্ব্ব সাস্ত্রে কয়   ধনঞ্জয় পণ্ডিত তিহো জানিহ নিশ্চয়।
আর পদ রূপ এক নাম মহাবল   কমলকর পিপিলাই জানিহ নিম্মর্ল।
সুবাহু উর্দ্ধব দত্ত মহাসয়   স্তোককৃষ্ণ পুরুশোত্তম দাষ ধ[ন]ঞ্জয়।
পরাএ কীঙ্কিনি কৃষ্ণে নাম যে কিঙ্কীনি   কাসিশ্বর বলি নাম তাহারে বাখানি।
সুবল বলিয়া অঙ্গে গৌরাঙ্গ প্রচুর   ইবে নাম গৌরিদাষ পণ্ডিত ঠাকুর।
মহাবল বলি নাম মহাবলবান   মহেষ পণ্ডিত ইবে হইলা আক্ষান।

অর্জুন বলিয়া জারে পুর্ব্ব সাস্ত্রে কয়   অঘা বনমালি জানিহ নিশ্চয়।
গান্ধর্ব্বা গান্ধর্ব্বিকা নাম জাহার   মুকুন্দ ঠাকুর নাম হইল তাহার।
শ্রীমধুমঙ্গল নাম পুর্ব্বলিলারঙ্গে   নরহরি নাম হইল গৌরাঙ্গের সঙ্গে।
কোকীল বলিয়া নাম পুর্ব্বে ছিল জার   বক্রেস্বর ক্ষাতি হইল তাঁহার।
শ্রীরঘুনন্দন নাম গৌরাঙ্গ দিলা জারে   কন্দর্প্প ক্রিষ্ণের পুত্র হৈলা অবতারে।
পণ্ডিত গদাধর পরম বিদ্বান   লক্ষি ঠাকুরানি নাম হৈলা আক্ষান।
ঠাকুর প্রসাদ বলি নাম ছিল জার   গৌরাঙ্গ রাখিলা নাম সারেঙ্গ তাহার।
শুকদেব গোসাঞী বলি পুর্ব্ব সাস্ত্রে জানে   বিদ্বানিধি নাম তাহার গৌরাঙ্গের সনে।
নারায়নি নাম শুত্ত বৃন্দাবন দাষ   পুর্ব্ব সাস্ত্রে কৈল নাম তিহো বেদব্যাষ।
শ্রীবাষ ঠাকুর বলি ক্ষাতি নাম জার   নারদ ঠাকুর নাম জানিহ তাহার।
সাস্ত্রযুক্তে কহে ব্রহ্মা এক মহাশয়   হরিদাষ ঠাকুর তিহো জানিহ নিশ্চয়।
তাহাতে অপুর্ব্ব নাম বৃহস্পতি   সার্ব্বভোম ভট্টাচার্য্য নাম হৈল ক্ষাতি।
নাম শ্রীপ্রতাপরুদ্র ইন্দ্রের সমান   ইন্দ্রাদয় অধিকার তাহার প্রমান।
পুর্ব্বে গর্গমুনি বলি জার নাম ক্ষাতি   ইবে সেই বস্তু হইলা কেষব ভারথি।
পুন বালী বলি জারে পুর্ব্ব সাস্ত্রে কয় ৩খ]   [৪ক সেই ইস্বরপুরি জানিহ নিশ্চয়।
জগমাঝে নাম জগদানন্দ পণ্ডিত   স্বরস্বতি বলি নাম জার প্রতিষ্টীত।
যুন শ্রোতাগন মনে না করিহ রোষ   স্বরূপ লিখিতে কিছু নাঞী মোর দোষ।
কৃপার সমুদ্র গৌর হৈলা অবতার   অদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ জত ভক্ত আর।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমলিলা গৌরাঙ্গবিলাষ   আপুনি করিল ভক্তী রূপ প্রকাষ।
তবে সনাতন কৈল ভক্তী সঞ্চারন   শক্তী দিয়া সঙ্গে লৈলা আর ভক্তগন।
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাষ   লোকনাথ গোপাল ভট্ট সঙ্গের বিলাষ।
সভাই করিলা রাধাকুণ্ডতিরে বাস   রাধাকৃষ্ণ নিত্যলিলা করিলা প্রকাষ।
গুপ্ততির্থ বৃন্দাবন কৈল প্রকটন   বৈরাগ্যের চেষ্টা করিল ঘটন।
পতিত অধম আমি আমি সারেরে   মস্তকে চরন কহিলা আমারে।
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করুন তোরে   এই ত ভরোসা হইল আমার উর্ত্তর।
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট পতিতপাবন   ভরোসা হইল চির্ত্তে লইনু স্বরন।
চরনমাধুরি আমি কীছু না জানিল   তথাপি আমারে অতি যুভকৃপা কৈল।
আমার প্রভু গৌরাঙ্গ যুন্দর   এখন ভরোসা মনে বাড়িল বিস্তর।
তার গুনে লিখি তাঁর লিলাগুনে   কি লিখিয়ে ভাল মন্দ না জানি সন্ধানে।
শ্রীগৌরলিলাম্মৃত করিল বিস্তার   লিলা এমন না জানিয়ে সার সার।

তথাপি লালসা বাঢ়ে অনক্ষন   তবে রাধাকৃষ্ণলিলা করিয়ে লিখন।
এক দিন লৈয়া কৈল ছয় মহাসয়   বলহ গৌবিন্দলিলামৃত রসালয়।
এমন দয়াল নাঞী দেখি ত্রিভুবনে   রাধাকৃষ্ণলিলা জানি তাহার স্বরনে।
অবসেষে জেই পদ করিলা গ্রহনে   প্রভুর নিসেধ হৈল না কৈল বর্ন্নে।
আমার য়ভাগ্যকথা যুন সর্ব্বজনে   প্রানত্যাগ নাহি হয় করি তে কারনে।
সভে মেলি এক দিন কহিএ নির্জ্জনে   গৌরলিলা অপ্রকট যুনিলাম কানে।
শ্রীগোপাল ভট্ট আচার্য্য শ্রীনিবাষ   তাঁর স্থানে রহ সদা বৃন্দাবন দাষ।৪ক]
[৪খ শ্রীলোকনাথ গোসাঞীর সিষ্য কহি তাঁর নাম   শ্রীঠাকুর নরোত্তম অতি অনুপাম।
আচম্বিতে আইলা সভে প্রভু অপ্রকটে   কোথাকারে গেলা সভে না পাই দেখিতে।
তথাপিহ প্রান মোর স্বরিরে রহিল   সে সব বিশেষ লিলা বর্ন্নন করিল।
এক দিন বসি তিন জন   আজ্ঞা হইল স্বরূপের যুনহ বচন।
মোর দ্বিতিঅ পুত্রের নাম শ্রীজিবগোসাঞী গ্রহস্তের অধিকার দেহ তাঁহারে আনাঞী।
শ্রীজিব আনাইয়া গ্রন্থে অধিকার দিলা   শ্রীগোবিন্দ গোপিনাথ তাঁরে কৃপা কৈলা।
অনেক সন্তর্পে গ্রন্থ কৈলা মহাযুর   নিত্যলিলা স্থাপনে জাতে ব্রজরসপুর।
শ্রীরূপ শ্রীব্রজলিলা করিলা বিস্তার   পরকীয়া মত তাহা করিলা প্রচার।
পুর্ব্বে শেই মত তেই গ্রন্থে করিলা   নিজ গ্রন্থে পরকীয়া তাহা আচরিলা।
ইবে যুখ না জায় কথন   লৈ জায় প্রানমাত্র করিতে ধারন।
এক দিন নিবেদন করিল তাহারে   শ্রীরূপের কৃপা হৈল তোমার উপরে।
তিনের কৃপায় হৈল কিছু গ্রন্থসার   গৌরদেষ লৈয়া তিহো করিলা বিশ্রাম।
তিহো কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে   নমস্করি গৌরদেষ করিলা গমনে।
শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণলিলা   শুখে গৌড়বাসি লোক আচরিলা।
শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আষ   স্বরূপবর্ন্নলিলা কহে কৃষ্ণদাষ॥

ইতি। স্বরূপবর্ন্নন গ্রন্থ সমাপ্তং॥ সকাব্দা—১৬৮৭ তারিখ—২৯ ফাগুন সোমবার সন ১১৭২ সাল—মোকাম পরগনে ভুরসিট মোজে সিংহটী—

১১২ স্মরণমঙ্গল (ভাষা), মনঃশিক্ষা (ভাষা)

হরিরামদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৭০ ; পত্র ৭ ; অখণ্ডিত : আকার ১৪½" × ৫" !

[১ক জয় মেরে প্রাণ সনাতন রূপ
অগতিনকে গতি দৌ ভাইয়া যোগ যুগকে জুপ ॥১॥
বৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী প্রেমসুধাকে কূপ
ভকতি ভাগবতকথা আচরণ কুসল চতুর চমূপ ॥২॥
করুণাসিন্ধু অনাথনবন্ধু ভকতসভাকে ভূপ
ভুবন চতুর্দ্দশ বিদিত বিমল যশ রশনা কোণ সতুপ ॥৩॥
জিনিকে চরণকওলরজছায়া মেটত কলির বিধুপ
ব্যাস উপাসক সদা উপাশে শ্রীরাধাচরণ অনুপ ॥৪॥

সামতোড়ী রাগেণ ॥

নিরবধি নয়নসলিল ভবসাদে   পততি কৃপা শা পরিচলতি চ পাদে ॥১॥
মাধব গুরুতর মনসিজ বাধা   হরি হরি কথমপি জীবতি রাধা ॥ধ্রু॥
নিবসসি চেতসি কথমিব বাসং   শিব শিব শময়সি তদপি ন কামং ॥২॥
গজপতিরুদ্র নৃপতিমধিগীতং   সুখয়তু রামানন্দ সুগীতং ॥৩॥

যুন যুন এ হরি কর অবধান   তুআ বিনু ভুবন করতরি তুপান ।
প্রথম পচিস আঠাইস গেল   সেহ সুভ বদন হেম হরি লেল ।
ছঠহঁ আঠারহু তনু বিস জারি   চিতি সুত বেসর য়বসর মারি ।
স্মোরহ মাধব সো দিল নেহা   সিংহ গও জব মিলক গেহা ।
ভনহু বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি   মেলি পণ্ডিতগন দেহ ত বিচারি ॥১॥ ১ক]

[১খ ৭শ্রীশ্রীশ্রীগুরুচরণারবিন্দেভ্যো নমঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়েষু সুজনে ভূসুরগণে স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দশরণে । সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাম যে স্বান্তর্প্রীর্তশ্চটুভিরভিযাচে ধৃত পদঃ ॥১॥
নিবেদন শুন মন ভাই
দেখিয়া সংসারভয়   হইল বড় বিস্ময়   ইহাতে তোমার দয়া চাই ।

গুরুদেবে বৃন্দাবনে   আর ব্রজবাসিজনে   কৃষ্ণপাদাশ্রিত বিপ্রগণে
ইষ্টমন্ত্রে হরিনামে   কর রতি অনুপামে   রাধাকৃষ্ণউপাসকজনে।
পদযুগে ধরোঁ তোর   না ঠেলিবে মোর বোল   আবশ্যি করিবে অবধান
এ সবে পিরিতি হইলে   ব্রজজন সঙ্গ মেলে   কহে ইহা আগম পুরাণ।
ছাড় তুমি দম্ভমতি   করহ অপুর্ব্বা রতি   পুর্ন কর এই মোর আস
শোকভয়যুক্ত বাক্যে   করে নিবেদন   দীনহীন হরিরামদাস ॥১॥ধ॥

ন ধর্ম্মং না ধর্ম্মং স্মৃতিগণ নিরুক্তং কিল কুরু ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুর পরিচর্য্যামি হতমুঃ। সচীসুনং নন্দীস্বরপতি সুতত্বে, গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরম যস্তং নমু মনঃ ॥

শুন মন আর নিবেদন   স্মৃতিশাস্ত্রে যত লেখে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
এই দুই কদাচিৎ না করিবে তুমি   যে সব করিবে তাহা নিবেদিব আমি।
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ প্রচুর সেবন   বৃন্দাবনে বিস্তারি করহ অনুক্ষন।
পতিতপাবন প্রভু শচীর নন্দন   শ্রী সেই নন্দনন্দন বুলি করহ স্মরণ।
রাধাকৃষ্ণপ্রিয়বর্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম   শ্রীগুরুদেব নিত্য করহ স্মরণ ॥২॥

যদীচ্ছেদ্বা বাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতি জন্মর্যুবন্দং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলসে। স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপিস্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মরনম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥৩॥

শুন মন মোর এক বানি
জন্মে জন্মে করিবে বাস   যদি আছে তোমার আস   সানুরাগে বৃন্দাবনভূমি।
যদি রাধাকৃষ্ণ সে ১খ] [২ক বা   নিকটে বহিয়া পাবা   আছে এই দৃঢ় অভিলাস
শুন মোর নিবেদনে   এই সবের চরণে   কর তুমি প্রগাঢ় বিশ্বাস।
শ্রীদামোদর স্বরূপ   আর শ্রীযুত রূপ   আর তাঁর প্রিয় যত গণ
রূপের অগ্রজ ভাই   শ্রীসনাতন গোসাঞি   সব ব্রজবাসীর যেহোঁ ধন।
এই সবের পাদপদ্ম   ভকতি সুখের সদ্ম   নিরন্তর করহ স্মরণ
ভুমিতে মস্তক দিয়া   শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া   নমস্কার কর অনুক্ষণ ॥৩॥

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজমতি সর্ব্বস্বহরনী [মুক্তিকথা] ব্যাঘ্রো ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনী। অপিত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতি মনিদো ত্বং ভজ মনঃ ॥

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যারূপা ছাড়হ যতনে   সুমতি সর্ব্বস্ব হরে যাহার স্মরণে।
মুক্তিকথা ব্যাঘ্রিণী না শুনিবে কানে   সর্ব্বআত্মা গিলয়ে ভাই যাহার ধেয়ানে।
নিশ্চয় ছাড়হ রতি নারায়ণপায়   বৃন্দাবন হইতে পরব্যোম লইয়া যায়।

শ্রীতি করি ভজ মন রাধাকৃষ্ণপদে   নিজ রতি চিন্তামনি দিবেণ সম্পদে ॥৪॥

অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদ বিকট পাসানিভিরিহ প্রকামং কামাদি প্রকট পথ পাতি-ব্যতিকরৈঃ। গলে বধ্বাহংন্তেহমিতি বকভিদ্বর্ত্মকগণে কুরু ত্বং ফুৎকারান্নবতি স-যথা ত্বাং মন ইতঃ।

অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদ   প্রকট সে রজ্জুচয়   গলে বান্ধি হানিছে জতনে
প্রকৃষ্ট কামনা তায়   কাম ক্রোধ লোভ মোহ   মদ মাৎসর্য্য বাটপাড়গণে।
সুন মন মহাশয়   করহ ফুৎকারচয়   ঠাকুর বৈষ্ণবগণ দেখি
এই ম ২ক] [২খ ত বিপদ হইতে   রাখিবেন করুণাতে   শ্রীভাগবত তাথে সাখি।
সর্ব্বসাস্ত্রে কহে সার   সাধুসঙ্গ করিবার   না করিলে নাহিঁখ নিস্তার
লব মাত্র সঙ্গ করি   জান জীব ভব তরি   পরিনামে প্রাপ্তি প্রেমশার।
যদি করি অন্যোপায়   দুরাসা বাটিয়া যায়   তাথে নহে ভবের তরণ
এ ভবতরঙ্গ দেখি   হইয়া মুঞি অতি দুখি   ধরি বলোঁ। তোমার চরণ ॥

অরে চেতঃ প্রোত্যং কপট কুটিলাটী তর খর ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মান-মপি মাং। সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা গিরিধরপদ প্রেমবিলসৎ সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥

শুন অহে মন মহাশয়
প্রহৃষ্ট উদ্যত যত   কাপট্য দুর্ব্বাসনা শত   সেই আছে গর্দ্ধভচয়।
তার মূত্রে স্নান করি   নিরন্তর দগ্ধ হইয়া   আপনে বা কষ্ট পায় কেনে
ভবভয়ে মুঞি কাতর   তাপত্রয়ে জর্জর   দাহ কর মোরে কি কারণে।
শ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিধর   পদযুগ কমল   তাহে সুধাসিন্ধু ঝরে অনিবার
তাহে অবগাহ কর   নিজতাপ দুর কর   যুক্তি নাঁহি ইহার উপর।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ের রাজা তুমি   কি বলিতে জানি আমি   সব জনে দেহ সুখচয়
অতি বড় দুখি মুঞি   দয়া কর যদি তুমি   তবে মোর সর্ব্ব সুখ হয় ॥৬॥

প্রতিষ্ঠা সা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ কথং সাধুং প্রেমাস্পৃশতি শুচি রে তন্নু মনঃ। সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু দয়িত সামন্তমতুলং যথা তাং নিষ্কার্য্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥

নিশ্চয়ে কহিএ শুন মন
তুলনা দিবারে নারি   হেন রূপ শ্রদ্ধা করি   সেব সদা সে প্রভুর চরণ ॥ধ্রু॥
প্রতিষ্ঠার আসা যে   বড়উ চণ্ডালিনী সে   হৃ ২খ] [৩ক দয়ে নাচিছে নিরন্তর
কেমনে সে সাধুপ্রেমা   স্পর্শ করিবেন আমা   যাহেঁ তেহোঁ শুচি গুরুতর।
কৃষ্ণপাদপদ্ম মধু   আসা করে সব সাধু   আছে তাঁর অপুর্ব্ব মহিমা

নিকাশিয়া চণ্ডালিনী ত্বরিতে সে গুণমনি হৃদয়ে প্রবেস করাণ প্রেমা।
সাধুমুখে ভাগবতে শুনি ইহা অবিরতে প্রেমরত্ন নির্ম্মল ভাস্কর
দুর্ব্বাশনা ত্যাগ করি যদি আচরণ করি বস হএন রাধা গিরিধর ॥৭॥

যথাদৃষ্ট ত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জলমসৌ। যথা শ্রীগান্ধর্ব্বাভজনবিধয়ে প্রেরয়তি মাং তথা কাকা গোষ্ঠে গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ॥

নিবেদন শুন অহে মন নিরন্তর ভজ গিরিধরের চরণ।
শোকভয়যুক্ত বাক্যে পুটাঞ্জলি হইয়া আর যত ব্যাসঙ্গ দুরে ত্যাগিয়া।
আমাতে আছয়ে যদি শঠতা প্রচুর তথাপি করিবেন দয়া কৃপার সাগর।
যাহাতে আমার দুষ্টত্ব দুর ধরি যেমনে করেন দান স্বপ্রেম মাধুরী।
উজ্জল সে প্রেমামৃত স্বভাবে দুর্লভ শ্রীরাধা কৃপা বিনে না হয় সুলভ।
অতএব প্রভুপদে করহ পিরীত শ্রীরাধাচরণসেবায় করেণ নিয়োজিত।
সতত করিয়া বাস এই বৃন্দাবনে নিরন্তর কর সেবা করিয়া যতনে ॥৮॥

মদীশা নাথ হে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনেশ্বরীং না তাং নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাং। বিশাখাং শিক্ষানীবিতরণ গুরু ত্বে প্রিয়স ত্বা গিরৌন্দ্রৌতৎ প্রেক্ষা ললিতবতি দত্বে ত্বে স্মর মনঃ ॥৯॥

আর এক প্রার্থনা ৩ক] [৩খ শুন মোর মন
এইরূপে এই সবে করহ স্মরণ ॥ধ্রু॥
শ্রীবৃখভানুসুতা আমার পরাণনাথা পতিব্রতাগণের শিরোমনি
শ্রীবৃন্দাবনচান্দ ইহোঁ তাঁহার কান্ত স্মরণ করহ ইহা জানি।
শ্রীনন্দনন্দন ব্রজজনপ্রাণধন আদ্যরসে রসিকসেখর
ব্রজবনেস্বরী রাধা সুদৃঢ় তাঁহার কান্তা আর কেহো নাঁহি তার পর।
শ্রীমতি ললিতা সখী সখি অগ্রে যাঁরে লেখি তুলনা নাহিঁখঁ কত অন্যসনে
শিক্ষাবিতরণ চারু বিশাখা তাহাতে গুরু সতত করহ এই ধ্যানে।
শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি চন্দ্র এইরূপ করহ মনন
সকল মাধুর্য্য স্তুপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপ দর্শন রতি দানে বিচক্ষণ ॥৯॥

রতীং গৌরীলীলে অপি ত পতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ শচী লক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্য বলনৈঃ। বসীকারৈশ্চন্দ্রাবলি মুখ নবীন ব্রজ সতিঃ ক্ষিপত্যারাত্মা তাং হরি-দয়িত রাধাং ভজ মনঃ ॥১০॥

শুন শুন মহাশয় মন
সর্ব্বগুণ শিরোমনি শ্রীরাধা ঠাকুরানী কর তুমি তাঁহার ভজন ॥ধ্রু॥

কন্দর্পের কান্তা রতি কিবা আর শিবপত্নী নারায়ণের মুখ্য শক্তিলীলা
নিজ সৌন্দর্য্যকিরণে জিনি কত কাঞ্চনে এ সভারে করিল বিকলা।
ইন্দ্রকান্তা শচী দেবী নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী আর প্রিয়া শ্রীসত্যভামা
অতিশয় সৌভাগ্যবলে জিনি সর্ব্বসুখ বলে পরাভব কৈল এই রামা।
যাঁর বসীকরণগুণে ততি দেখি চন্দ্রাবলি আদি সতি অক্ষেপ পাইয়া রহে দুরে
নিরন্তর এই আস করে হরিরামদাস কবে কৃপা হবেক আমারে ॥১০॥ ৩খ]

[৪ক সমং শ্রীরূপেন স্মর বিবস রাধা গিরিভৃতো ব্রজে সাক্ষাৎ সেবানল বিধয়েতু কুল যুজোঃ। তদীয্যাক্ষা ধ্যান শ্রবণ নতি পঞ্চামৃদমিদং ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমহুদিন ত্বং ভজ মনঃ ॥১১॥

শ্রীরূপ সহিত শ্রীরাধা গিরিভৃত কন্দর্প বিবস অনুক্ষণে
ললিতাদি প্রিয়গণ সহ কর ভাবন ব্রজে সাক্ষ্যাৎ সেবালাভের কারণে।
রাধাকৃষ্ণের পূজা সর্ব্বসাধনের রাজা কর ইহা আনন্দিত হইয়া
তাঁর নামামৃতগণ আছে অতি বিলক্ষণ রসনা সফল কর গাইয়া।
জোহাঁর রূপ ধ্যানামৃত আকর্ষএ সর্ব্বচিত্ত তাহে আর্ত্তি কর তুমি সদা
সেই ধ্যানমঙ্গল অপুর্ব্ব তাঁহার বল খণ্ডে সব হৃদয়ের বাধা।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃত শ্রবণ করহ নিত্য সে অমৃতের অপুর্ব্ব মহিমা
নতি রূপ অমৃত সাধন করহ নিত্য পঞ্চামৃতের এই সীমা।
এ পঞ্চামৃত ধন পান করি অনুক্ষণ নীতিরূপে করহ সাধন
প্রতিদিন শ্রদ্ধা করি গোবর্দ্ধন পদ ধরি শুন মন করহ ভজন ॥১১॥

মনঃশিক্ষাদেকাদসকবরমেতন্মধুরয়া গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত সর্ব্বার্থততি যঃ। সযুথ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবণ গোকুলবনে জনো রাধাকৃষ্ণাতুল ভজনরত্নং স লভতে ॥১২॥

মনঃশিক্ষা একাদশবরে অতি সুমধুর স্বরে যেই জন উচ্চ করি গায়
শ্রীরূপ সযুথ হইয়া তাঁর অনুগত এই গোকুলবনেতে জন্ম পায়।
ইহার পুন্নফল কি কহিব তার বল একমুখে কহন না জায়
শ্রীরাধাকৃষ্ণভজন সেই ত অতুল রতন পরিনাম এই লাভ হয়।
মনঃশিক্ষা স্তববরে আছেন সর্ব্বর্থা সারে পঠ ইহা সযতন হইয়া
গোস্বামি শ্রীরঘুনাথ দাস ৪ক] [৪খ রাধাকুণ্ডে যাঁর বাস বলিলেন পদ্য করিয়া।
যদি দুরূহার্থ অতি বুঝিতে নাহিঁক শক্তি তথাপি হইল অভিলাস
তাঁর চরণে নমস্করি যথামতি ভাষা করি প্রকাশিল হরিরামদাস ॥

ইতি শ্রীমনঃশিক্ষাভাষা সমাপ্তা ॥০॥ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিচরণেভ্যো নমঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণ সত্য ॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥
শ্রীগুরুচরণসরোজ করি আসা স্মরণমঙ্গলের কিছু কহি স্থন ভাষা।
অল্পমেধা মোর করি বড় সাধে ঠাকুর বিনোদ কৃপায় হইব অবাধে।
বন্দনা করিয়ে বৈষ্ণবপদতলে কৃপা কর ইথে কিছু নহে অমঙ্গলে।
বন্দিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান সর্ব্ব অমঙ্গল নাশে যাহার স্মরণ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ করি ধ্যান তাঁর প্রেমে লোভ করি কহি লীলাখ্যান।
শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু চরণকমলে প্রণাম করিঞা লেখি স্মরণমঙ্গলে।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত জাহা অনেক যতনে সাধন করেণ সদা যে ভাবরতনে।
এই ভাব ব্রজবধুর স্বভাব আশ্রিঞা শ্রুতি সাধিলেন গাঢ় প্রেমযুক্ত হইঞা।
সেই প্রেমসেবাপ্রাপ্তি যাহা হইতে হয় তাহার বিস্তার কিছু স্থন সদাশয়।
ব্রজের চরিত্র এই সর্ব্বত্রে অকথ্য মানসীকে ভাবনীয় কৃষ্ণলীলা নিত্য ॥১॥
রাত্রিশেষে কুঞ্জ হইতে প্রবেশী সদন গাবিদোহনাদি আর অন্নাদি ভক্ষন।
প্রাতঃকালে সখাসঙ্গে ধেনুগন লঞা গোচারনলীলা করেন জমুনাতে জাঞা।
মধ্যাহ্নে রাধার সঙ্গে কুঞ্জেতে বিহার অপরাহ্নকালে ব্রজপথে আগুসার।
প্রদোষকালেতে আসি গোষ্ঠপ্রবেশ সেইখানে সখাসহ হয় লীলাশেষ।
রাত্রিমধ্যে রাধাসঙ্গে জাহার মীলন আমাসভা রক্ষা নিত্য করু সেই জন।
সুত্ররূপে কহিল পঞ্চকালের কথা বিবরিঞা কহি কী ৪খ] [৫ক ছু স্থন গুণগাঁথা ॥২॥
রাত্রিশেষে রাধাকৃষ্ণ করিব স্বরণ নিদ্রামুক্ত দোহেঁ অতি তৃষ্ণাতুর মন।
বৃন্দা বিদেশিত পক্ষকির সারি যত প্রিয়াপ্রিয়ধ্বনি করি করাণ জাগ্রত।
বানরি কহেন তবে জটিলাগমন তাহা শুনি দোঁহে হন সসঙ্কিতমন।
তবে সয্যোত্থান করি সখির দর্শন সখি দধী মিশ্রি তাঁরে করেন সমর্পন।
আমোদিত রতিরসে পরম শোভন নিজ নিজ ঘরে যাঞা সয্যায় সয়ন।
প্রাতঃকালে শ্রীরাধা স্নান করিঞা যসোদাজ্ঞায় সখিসহ তদোহে যাইঞা।
বিবিধ প্রকার অন্ন করেন রচন কৃষ্ণের ভোজনশেষ সেখানে ভোজন।
কৃষ্ণ জাগরিত হঞা গোসালাগমন প্রিয় গাবিগণ তাঁহা করেন দোহন।
দন্তধাবনাদি করি তৈলমর্দ্দন সুগন্ধি শীতল জলে তবে হয় স্নান।
রাধিকারচিত তাহাঁ যত থাকে অন্ন সখাগণ সহ তাহাঁ করেন ভোজন।
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ আশ্রয় করিঞা অল্পবুদ্ধি মুই বলোঁ কিছু ত রচিঞা ॥৪॥
পুর্ব্বাহ্নে ধেনু সখী একত্র করিঞা বিপিন গমন করেন আনন্দিত হইঞা।

নন্দ উপনন্দ আদি অনুব্রজি জান   প্রিয়বাক্যে সন্তোষেন কৃষ্ণ গুনবান।
শ্রীরাধার সঙ্গ লাগি ব্যাকুলীত মন   তবে অভিসার নিমিত্ত যান কুঞ্জবন।
শ্রীরাধা কৃষ্ণ দেখি স্বগৃহে আসিঞা   সুর্য্যপুজা ছলে যান সাজন করিঞা।
কৃষ্ণগত প্রাণ তার আনন্দীত হঞা   প্রহিত সখির পথ থাকেন নিরিখিঞা।
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা করিএ স্মরন   জাহা হইতে হয় সব বাঞ্ছিতপুরন ॥৫॥
মধ্যাহ্নে দোঁহে একত্র মিলন কারন   গাঢ়প্রেমবন্ধ দোহেঁ উৎকণ্ঠিতমন।
কৃষ্ণ সুবলেরে ধেনু আর বৎস নিজোযিঞা শ্রীরাধিকারে মিলেন তবে কুণ্ডকুঞ্জ যাঞা।
অন্যোহন্য সঙ্গোদ্ভব বিবিধ বিকার   সেই প্রেমে মুগ্ধ সেই অঙ্গভূসাসার।
ললিতাদি প্রিয়সখিগণেরে পাইঞা   স্মরজন্ত অ। ৫ক] [৫খ রম্ভেন হৃষ্টমন হইঞা।
তবে কৃষ্ণ চঢ়েন প্রিয় হিন্দোলা উপরে   সভে মেলি চাপি ধরে পাছে কানু গীরে।
রসিকসেখর আরম্ভেণ রতিলীলা   রাধিকা সে রতিরসে অতি সুচতুরা।
তবে পুষ্পমধুপান করেণ আনন্দে   উৎকট পানতে তাঁহা কৃষ্ণ পড়েন নিন্দে।
বিনোদিনি কুতুহলে সব সখি মেলি   জতন করিঞা কানুর বাঁসি করেন চুরি।
ক্ষণেক জাগ্রত হঞা বিদগধ রায়   আকুল হইঞা সভাস্থানে বাঁসি চায়।
ধনি কহে সুন হের লম্পট কানাই   কোথা মজাইলে বাঁসি চাহ আমা ঠাই।
সর্ব্বস্ব কে নিল তোমার আর কি করিবে   কে নিল তোমার বাঁসি কাহারে ধরিবে
তবে শ্রীরাধিকা অনেক যতনে   সখিদ্বারে দেন তাঁর মুরলিরতনে।
তবে রাধাকৃষ্ণ জলযুদ্ধকেলি করে   সখিগণ মেলি রাই জিনেন কানুরে।
ক্ষণেকে সম্বরি তাহাঁ করেণ বিশ্রাম   কুঞ্জমধ্যে বসি পরেণ এ বেস ভূষণ।
তবে সব সখি মেলি করেণ সেবন   জার যেই যোগ্য সেবা আছয়ে নিয়ম।
শ্রীরাধা সুর্য্যগৃহে করেন গমন   বটুরূপ ধরি কৃষ্ণ করান পূজন।
শ্রীরাধা কৃষ্ণপদ করিঞা স্মরন   মধ্যাহ্নকালের কথা করিল রচন।
তবে সে শ্রীরাধিকা আসি নিজ ঘরে   প্রভুর নিমিত্য করেন নানা উপহারে।
সুস্নাত হইঞা করেণ মনোহর বেসে   নিজ প্রিয়মুখপদ্মদর্শন হরিসে।
কৃষ্ণ অপরাহ্নকালে ধেনুবৎসসনে   বিপিন ছাড়িঞা করেন গোষ্ঠ আগমনে।
পিতা মাতা প্রিয়গণ আনন্দীতমনে   সপল্লব ঘট দ্বারে করেন আরোপনে।
সখিসহ প্রেমময়ি দরশনে যায়   জলদদর্শণে যেন চাতক জুড়ায়।
কৃষ্ণ রাধা সখি দেখি বড় আনন্দিত   রসজ্ঞাত সুবলেরে করেণ ইঙ্গিত।
তবে নন্দ আদি সহ হঞেন দরসন   যশোদা রোহিনীর হয় দুঃখবিমোচন।
যসোদা আপন গৃহে লইয়া যতনে   গাত্র সম্মার্জন করে ৫খ] [৬ক ণ কুতুহলমনে।

অপরাহ্নকালে ইহা করিএ স্মরণ   যেকালে হয়েন সর্ব্ব বিরহমোচন।
সায়ংকালে শ্রীরাধা নিজসখিহাথে   নানা ভোজ্য প্রস্থাপেন কৃষ্ণের নিমিত্ত্যে।
সেই সখি লঞা আইসে কৃষ্ণের সেশাশনে   সরস অন্তরে তাহা করেন ভোজনে।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নিজ গৃহে জাঞা   জননিলালিত হন স্নান করিঞা।
ধ্বজবজ্রাদিযুক্ত চরনারবিন্দে   অনুপাম সোভা করে দশনখচান্দে।
তাহে সুমধুর ধ্বনি করে মঞ্জিররাজ   তাহার উপরে বহু মনোহর সাজ।
সুন্দর পিয়ন বাস কটি পর শোভে   জিতল চটকধ্বনি কিঙ্কিনির রবে।
নাভিসরোবরেতলে শোভেন ত্রিবলি   তথি পর লোমাবলি জেন বাল অলি।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে অতি সুসোভন   বনমালা কণ্ঠমালা প্রবালরচন।
করপদ্ম অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীর শোভা   তাহাতে মুরুলি ধরেন জগমনলোভা।
বলআ অঙ্গদে দুই ভুজ বিরচিৎ   কেশর চন্দন সর্ব্ব অঙ্গে বিলেপিত।
মকর কুণ্ডল তাঁর গণ্ডে ঝলকিৎ   নিন্দি রাতা উতপল নয়ন রচিত।
নাসিকায় গজমুতি ধরে কত ছান্দ   আভীরনাগরীমন বান্ধিবার ফান্দ।
বিম্বুফল জিনি তাঁর অধর রাতুল   বাক্যরচনা তথি সুধাসমতুল।
তাহার মধ্যে অপুর্ব্ব শোভয়ে দন্তপঙ্‌ক্তী   কিরণে জিতল বহুমুল্য মুক্তাকান্তি।
ভ্রূধনু নয়নকটাক্ষ কামসরে   জাহার ইঙ্গিতে কাম মুরুছিত দুরে।
গোরোচনা তিলক ঝলকে কত ভাঁতি   অলকা শোভিছে তথি জেন মেঘপাঁতি।
রতনখচিত চুড়ায় ময়ুরের পাখা   স্থানে স্থানে খুসিঞাছেন নব নব শাখা।
এই বেসে গোষ্ঠস্থান করেন গমন   আনন্দে করেন তবে গাবিদোহন।
স্বগৃহ আসিঞা করেন মিষ্টান্নভোজন   সায়াহ্নকালের এই কহিল স্মরণ ॥৮॥
প্রদোষ সময়ে তবে রাধা ঠাকুরানী   শুক্লাশুক্ল নিশাযো ৬ক] [৬খ গ্য বেস করে ধনি।
বৃন্দানামে দুতি আসি করেণ আহ্বান   নিশাযোগ্য বেশ সখি জতনে করান।
কাম চামর কেশ মার্জনা করিঞা   আঁটিয়া বান্ধেন বেনি জাদ খোপা দিয়া।
সুবর্ন্নের ঝাপা তথি বড় শোভা করে   স্থানে স্থানে লাগিআছে চম্পকনিকরে।
সুন্দর সিন্দুর ভালে চন্দনের বিন্দু   একত্র উদয় জেন হইল ভানু ইন্দু।
তাহার সমিপে শোভে কস্তুরির রেখা   চান্দ গরাসিতে জেন রাহু দেয়্যি দেখা।
পত্রাবলি নিরমান কহনে না জায়   জাহা দেখি বিকল হএন শ্যামরায়।
অবতংশ শোভে তাঁর পুষ্পগুচ্ছ সনে   গণ্ডস্থলে ঝলকিতে কাম দর্প হানে।
কাম কার্ম্মুক জিতল ভ্রূলতা   বিদ্যুৎ জিতল আখি পদ্ম কোন রাতা।
তারক ভ্রমরা তাহে মনোহর শোভে   কমলের মাঝে পড়ি গেলা মধুলোভে।

সুন্দর নাশিকা পাসে বেসর শোভন   দন্তপক্তি জিনি মোতি অধর সুরঙ্গ।
বচন চাতুরি কথা কহন না জায়   যাহা সুনি কানাই আনন্দে ভাসি জায়।
কম্বুকণ্ঠে শোভে তবে রতনের মালা   সুমেরুসিখরে জেন সুরধ্বনিধারা।
বড়ই মোহন তাহে কাঁচুলিরচন   যাহাতে ব্যাকুল শ্যামনাগরের মন।
কেশরি জিনিঞা তাঁর ক্ষীণ মধ্যদেশ   রোমাবলি ভুজঙ্গ নাভিসমুদ্রে প্রবেস।
ত্রিবলির সমিপে শোভে কিঙ্কিনীর জাল   নিল সাড়ি পরিধান জেন মেঘমাল।
রামরম্ভা জিনি উরু গরুয়া নিতম্ব   মন্দগতি বিড়ম্বয়ে রাজহংসদম্ভ।
রাতুল চরন তাঁর অতি সুকোমল   তাহাতে মঞ্জীরধ্বনী করেঅ চঞ্চল।
দশভাগ হইআ হের সুচতুর সসী   নখছদ্মে রহিআছে চরনে প্রবেসি।
অঙ্গুলির আগে শোভা পাইছে জাবক   জা দেখি মদনমনে ৬খ] [৭ক লাগএ চমক।
এই বেসে বিনোদিনি জান কুঞ্জবনে   প্রিয়তর সখি তাঁর যুথ যুথ সনে।
তবে সে রসিক কৃষ্ণ ভোজন করিঞা   নন্দাদিক সনে বসেন সভাতে আসিয়া।
নাটকাদি যত গুনি আসি সেই স্থানে   নানা নৃত্য গান করেণ কৃষ্ণ সন্তোষণে।
তবে যশোমতি ঘরে শয্যা রচিঞা   আনিঞা সয়ান করান নিভৃতে লইঞা।
মাএর আদেশে তাঁহা ক্ষণেক বিশ্রাম   মনের উৎকণ্ঠায় নিজকুঞ্জঘর জান ॥৯॥
দুই জনার উৎকণ্ঠায় একত্র হএন   বহু পরিপাটী সেবা বৃন্দা করেন।
কোন সখির রসকথা সুমধুর গান   কেহো প্রিয় প্রহেলিতে আনন্দ জন্মান।
সুচতুর সখিগণ নাট্যসুনিপুনা   অঙ্গভঙ্গি নাট্য সন্তোষেন দুই জনা।
রাসনাট্য রঙ্গ কেহো করেন বিস্তার   নাগর নাগরি করেন যথেষ্ট বিহার।
রতিগতমন যবে হএন দুই জন   যোগ্য যোগ্য সেবা তবে করে সখিগণ।
ক্রীড়াচার্য্য দোঁহে করেন সুদ্ধ মধুপানে   সভে মেলি কবে তবে ঔদ্ধত্যবচনে ॥১০॥
দোঁহে মত্ত হঞা রহে রতিরসসুখে   তাম্বুল বনাঞা সখী দেন তাঁর মুখে।
রতিরসে শ্রমযুক্ত দোঁহারে দেখিঞা   ব্যজন করেন দিব্য চামর লইঞা।
সুসিতল জল কেহো করাএন পান   কোন প্রিয় সখি করেন পাদসম্বাহন।
প্রেমে সেবা করে তাঁহা প্রিয়সখিগণে   সেবায়ে সন্তোষ হইঞা সেই দুই জনে।
নিগুড় পরম রস করি কথোক্ষণ   হাসি হাসি সখিগণের মুখাবলোকন।
কান্তাবাক্যপ্রেরণায় প্রিয়সখিসনে   নানা রতি বিলাষন কুতুহলমনে।
রতিরসলালসে দোহেঁ ঘুর্ন্নিতনয়ন   সখিগণ সঙ্গে তবে করেন সয়ন।
কুঞ্জমধ্যে সখি সব রহে নিদ্রারঙ্গে   রাধা কানু রহে তাহাঁ হইঞা এক অঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজসেবাপ্রাপ্তি মনে   নিশিমধ্যে এইমত করিএ স্মরণে।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নাম গ্রন্থ ৭ক][৭খ রাজে সর্ব্বদা আস্বাদ্য তিহোঁ ভকতসমাজে।
তাহে স্বৃত্যধ্যায়ে আছেন স্মরণমঙ্গল জার পঠনে পাই রাধাকৃষ্ণসেবা ফল।
কথারূপ তাহা কিছু করিল রচনা বুদ্ধিমত কহিলাঙ না করিবে ঘৃনা।
যেই জন নিত্য ইহা করএ স্মরণ গুরুআজ্ঞায় ভাবদেহে করেণ সেবন।
ভাবযোগ্য দেহপ্রাপ্তি হএত অবস্য রাধাকৃষ্ণকরুনায় দেন নিজ দাস্য।
অতএব ইহা আমি করিএ ভাবন ঠাকুর বৈষ্ণবের করি ধ্যান কমলচরন।
শ্রীঠাকুর বিনোদ পাদপদ্ম করি আস স্মরণমঙ্গল কহেন শ্রীহরিরামদাস॥

শ্রীশ্রীনরহরি রঘুনন্দন চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ॥ শ্রীশ্রীগুরুদেব-চরণকমলএম্যু:॥ শ্রীশ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরঃ॥ ইতি শ্রীস্মরণমঙ্গল ভাষা সমাপ্তং॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রাভ্যাং নমঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥

শ্রীনিত্যানন্দ দাসেন পুস্তকমিদং সন ১০৯১ শাল মোকাম চিছড়িয়া শ্রীসবল রায় মহাশয়ের বাড়ি লিপিরিয়ং শ্রীকুঞ্জদাস ঘোষস্যঃ। ৭খ]

১১৩ হরিনামকবচ, *কুঞ্জসেবানির্ণয়

গোপীকৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪৬২; পত্র ৫; অখণ্ডিত; আকার ১৩$\frac{1}{8}$"×৪$\frac{1}{8}$"।

[১ক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি॥ শ্রীমঞ্জরি প্রসিদঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-সলাকয়া চক্ষুরন্মিতং জেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নম॥
প্রথমে বন্দীব গুরু গোবিন্দ চরন জাহার কৃপায় হয় বাঞ্চীত পুরন।
অজ্ঞতা ঘুচয় জাহার করুনা অঞ্জনে অজ্ঞান তিমির নাষ করে জেই জনে।
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণব জার নাম এ তিন লোকের পুর্য্য দয়াগুনধাম।
তবে বন্দো ভগবত রসিক জার হিয়া বিকাহু কিন মোরে পদরেনু দিয়া।
শ্রীরূপ গোসাঞী বন্দো করিয়া জতন শ্রীদাষ গোসাঞী বন্দো প্রানপ্রীয়োতম।
শ্রীগোপাল ভট্ট বন্দো বড় সাবধানে শ্রীরূপগোসাঞীর পদ না তেজো সপনে।
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বন্দো বৃন্দাবনমাঝে শ্রীসনাতন রূপ সঙ্গে সদত বিরাজে।
শ্রীজিবগোসাঞী বন্দো অনন্ত প্রকাষ জোগমায়া নাম তার কৃষ্ণের প্রকাষ।
সেবাপরায়ন সমস্ত সখিগনের আজ্ঞাতে শ্রীঠাকুর ঠাকুরানির সেবাপরায়ন হবে॥৯॥

পাল্য: দাসি শ্রীঠাকুরানিজিউর পাল্যদাসি করিয়া আপনাকে জানিবে॥১০॥
নিবাষ শ্রীরূপমঞ্জরিজিউর গনের সহিত শ্রীঠাকুরানিজিউর ঘরে আপনার নিবাষ

জানিবে ॥১১॥ এই এগার কথার অর্থ আপনার সির্দ্ধঅঙ্গে সব ঘটাবে ॥ নিল পট্টাম্বর আপনার বস্ত্র জানিবে ॥ নন্দিস্বরে কৃষ্ণের মন্দীর জানিবে ॥ জাবটে শ্রীঠাকুরানিজিউর গ্রাম জানিবে ॥ শ্রীঠাকুরানিজিউর এ মাতা পিতা সাষুড়ি ননদি দেওর তা সভাকে আপনার মাতা পিতা সাষুড়ি সষুর ননদ দেওর জানিবে ॥ এইরূপে সির্দ্ধঅঙ্গের সকল সামগ্রী জানিবে। গান্ধর্ব্বাংচ্চুত গন্ধর্ব্বা রাধা রাধা পহারিনি ॥ চন্দ্রকান্তিশ্চ নাপাঙ্গী রাধিকা বম্ম্য রাধিকা ॥ গান্ধর্ব্বিকে যুগন্ধাতি যুগন্ধ কৃত গোকুলই ॥ ইতি পঞ্চভিরাভিত্যা-নামভি গোকুলে জনই ॥২॥ রাধা। রাধিকা। গন্ধর্ব্বা। গান্ধর্বিকা। চন্দ্রকান্তী। শ্রীরাধিকাঐ নম। শ্রীরাধাঐ নম ॥ শ্রীগান্ধর্ব্বাঐ নম ॥ শ্রীগান্ধরিকাঐ নম ॥৫॥ শ্রীচন্দ্রকান্তাঐ নম ॥৫॥ অথ ষুষ্টকান্তীস্বরুপা জথা। শ্রীঠাকুরান্যজির সহজ রূপের ধ্যান ॥ যুকুঞ্চিত কেষ। আকর্ন্ন পর্য্যন্ত চঞ্চল ১ক] [১খ কটাক্ষ জাহার এমন যুমুখঁ: কঠিন দুই কুচ। বক্ষস্থলে জাহার অতিসয় ক্ষিন মধ্যস্থল নম্র সবল সির। এমন দুই ভুজলতা। করজনখপদ্মঃ রত্নের প্রায় যুনির্ম্মল। এইরূপে শ্রীঠাকুরাণ্যজিউকে সহজরূপে ধ্যান ধ্যন করিবেক ॥ এবে শোল শৃঙ্গার। শ্রান ১। বেসর এক।২॥ নিলপট্টাম্বর ॥৩॥ বেনি। সোনাযুতা। সিথফুল। মৃগমদ চন্দনে অঙ্গ যুলেপন। কুশুমিত কেষ। গলায় পুষ্পমালা। হস্তে নিলপদ্মা। মুখে তাম্বুলরাগ। মৃগমদবিন্দুতে স্তবকিত চিকুর। নেত্রে কর্জ্জল। বক্ষস্থলে পত্রাবলিলিখন। চরনে আলতা। মস্তকে তিলকে দির্ত্ত। এইরূপে শোল শৃঙ্গারেতে শ্রীঠাকুরানিজিউকে ধ্যান করিবে। ইবে দ্বাদষ অভরন। পদ্মরাগমনিতে সিমন্তকমনিতে যুবর্ন্ন জড়াও। বৃন্দায়া তাটঙ্ক। কটিতে চিত্রঘুণ্টীকা। বক্ষস্থলে পদক। চক্র জে কর্ন্নেতে কানফুল। মনিকড়ি হস্তেতে দুই সঙ্খ চুড়ি। গলাতে কণ্ঠামালা। তেধুতি মুকুতার হার। হস্থ অঙ্গুলিতে রত্ন জড়াও মুদ্রিকা। বাহু হইতে কড়্যালি বাযুবন্ধ। চরণেতে নুপুর। চরনঅঙ্গুলিতে বিছায়া। এই রূপেতে দ্বাদষ অভরনেতে করিয়া শ্রীঠাকুরান্যজিকে ধ্যান করিবেক। অথ রাপ্তা মাল্যকর্ম্ম লিক্ষতে। বেষপৃয়বয়স্থানাং গুরুপত্যাদি বঞ্চনং। হরিনাং প্রেম-কলহে তস্য এবানুঞার্হিতা। অভিসারে শ্রাহাএর মল্লাদ্বিপরিবেসনং। আশ্বাসনং সহ কুড়া রহস্যং পরিগোপনং ॥ পরিহাষে যুচাতুর্য্যং পরিশ্চর্য্যা জথোচিতং ॥ উৎপর্য়ানিকারি জজ্জযু পক্ষং প্রতিপক্ষয়ো ॥ চৌর্যং ত্রাক্য কর্ন্নোন্যাসে উভয়ো পরিতোষনং ॥ অবজ্ঞাণ চিতাচার সেবা প্রার্থন ভাযনং ॥ ইষাদি বুষ্টু ভুইয়ং জ্ঞেয়ং নালাং বিচক্ষনৈ ॥ অস্থার্থ ॥ সখিসকলকার সঙ্গে বেষ হইবেক ॥১॥ শুরু জেবা

সাবুড়ি ননদ ইহাসভাকে মিথ্যাঃ কহিবেক ॥২॥ ১খ] [২ক শ্রীঠাকুর ঠাকুরানিজীর প্রেমকন্দলে তাহাতে আপ্তস্তুতি হইয়া দুইজনাকে মিলন করাইবেক ॥৩॥ অভিসারে শ্বাহা হইবেক ॥৪॥ সর্ব্বদিক পরিবেসন করিবেক ॥৫॥ দুইজনাকে আশ্বাষ করিবেক ॥৬॥ শহিত ক্রড়া করিবেক ॥৭॥ শ্রীঠাকুর ঠাকুরানি জিউর জে গুপ্তরহস্য তাহা গোপনিয় করিবেক ॥৮॥ পরিহাশ্যেতে চাতুর্য্য করিবেক ॥৯॥ জে অপসরে জে সেবা তাহা করিবেক ॥১০॥ ষুপক্ষ জে শ্রীঠাকুরানিজীউর বিপক্ষ শ্রীচন্দ্রাবলি আদি এই দুই পক্ষে জানিয়া আনন্দমিলন করাইবেক ॥১১॥ বাদ্য নৃত্যঃ গান ভেদেতে দুইজনাকে তোষ করিবেক ॥১২॥ জে জেই অপ্সরে জেই সেবা ॥১৩॥ জেই জেই অবসরে জেই প্রার্থনা ॥১৪॥ জে অপসরে জে কথা তাহাতে বিচক্ষন হইয়া আপনার সির্দ্ধঅঙ্গে ঘটান করিবেক ॥১৫॥ এই পনর কথার অর্থ ॥ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিগে নানা বর্ন্ন মনিতে করিয়া চৌদিগে ঘাটবাঁধা। সে কুণ্ডের মধ্যেতে রত্নমণ্ডপ ॥ চতুর্দ্দিগে আঙ্গিনা পরিসর ॥ সে আঙ্গিনার পরিসরের চতুর্দ্দিগে তার নিকটে নিকটে মনিকুটিরশকল। সে কুণ্ডের তিরে চতুর্দ্দিগে নানাবর্ন্নে তরুগন ॥ নানাবর্ন্ন ফলপুষ্পাদ্দিকেতে যুক্ত ॥ নানাবর্ন্নলতাদিক ষুবাসিত পুষ্পেতে যুক্ত এমত শোভিত শ্রীকুণ্ড ॥ সে কুণ্ডের পুর্ব্বেতে কদম্ববৃক্ষ দুইতে রত্নের হিন্দোলা বান্ধা ॥ সে কুণ্ডের দক্ষীনে আম্রবিক্ষ দুইতে রত্নের হিন্দোলা বাঁধা। সে কুণ্ডের উর্ত্তরে বকুল বিক্ষ দুইতে রত্নের হিন্দোলা বান্ধা। এইরূপেতে কুণ্ডের চতুর্দ্দিগেতে অষ্ট বৃক্ষেতে রত্ননের হিন্দোলা বাঁধা আছেন ॥ সে কুণ্ডের উর্ত্তরে শ্রীললিতাজিউর মদনষুখ নামে কুঞ্জ ॥ শ্রীললিতাজীউর গোরচনায় বর্ন্ন ॥ ময়ুরপুর্চ্ছাম্বরা ॥ সে কুঞ্জের ভোমি শ্রীঠাকুরান্যাঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণজীউ সর্ব্বসখিগন সকল তরুলতা সকল পত্রপুষ্পাদি সকলগন সকল ভ্রমরগনাদিক গৌরচনা বর্ন্ন ॥ শ্রীললিতাজীউর তাম্বুলসেবা ॥১॥ তাহার ক্রেমেতে শ্রীবীসাখাজিউর আনন্দষুখদ নামেতে কুঞ্জ ॥ শ্রীবিসাখাজীউর বির্য্যর্ল্লতা বর্ন্ন। ২ক] [২খ তারাবলির প্রায় বস্ত্র ॥ সে কুঞ্জের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজীউ শ্রীজিউসকল তরুলতা সকল সখিগন পত্রপুষ্পফলাদ্দিক সকল পক্ষগন সকল ভ্রমরগন বিযুরিপ্রায় বর্ন্ন ॥ শ্রীবিসাখাজিউর তাম্বুলসেবা ॥২॥ তাহার ক্রেমেতে শ্রীচিত্রাজীউর মনোহর নামে কুঞ্জ ॥ কেসের প্রায় বর্ন্ন ॥ কাঁচের প্রায় বস্ত্র ॥ সে কুঞ্জের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজি শ্রীকৃষ্ণজিউ সর্ব্বসখিজন সকল তরুলতা সকল পত্রপুষ্পফলাদিক সকল পক্ষগন সকল ভ্রমরগন সকল চিত্র বর্ন্ন ॥ শ্রীচিত্রাজিউর ষুগন্ধ চন্দনসেবা ॥৩॥ তাহার ক্রেমেতে শ্রীচম্পকলতাজিউর কামকেলি নামে কুঞ্জ ॥ চম্পকদলের প্রায় বর্ন্ন। চম্পকলতার টাস্কনা পক্ষের প্রায় বস্ত্র ॥ সে কুঞ্জের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজীউ শ্রীকৃষ্ণজী

সর্ব্বসখিগন সকল তরুলতাপত্রপুষ্পাদি সকল ফলাদিক সকল পক্ষগন সকল ভ্রমরগন সকল হেমবর্ন্ন॥ শ্রীচম্পকলতাজিউর চামরসেবা ॥৪॥ তাহার ক্রমেতে শ্রীরঙ্গদেবিজিউর স্বুখপ্রদান নামে কুঞ্জ॥ শ্রীরঙ্গদেবিজিউর পদ্মকেসরপ্রায় বর্ন্ন॥ পদ্মপুষ্পসমহের প্রায় বস্ত্র॥ সে কুঞ্জের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজিউ শ্রীকৃষ্ণজিঃ সকল সখিগন সকল তরুলতা সকল পত্রপুষ্পাদিক সকল ফলাদিক সকল ফলাদিক সকল পক্ষগন সকল ভ্রমরগন সকল শ্যামবর্ন্ন॥ শ্রীরঙ্গদেবিজিউর স্বুগন্ধী মাল্যসেবা।৫॥ তাহার ক্রেমেতে শ্রীস্বুদেবিজিউর বশন্তস্বুখদ নামে কুঞ্জ॥ স্বুদেবিজিউর পদ্মকেসরপ্রায় বর্ন্ন॥ মন্দার পুষ্পসমহেরপ্রায় বস্ত্র। শে কুঞ্জের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজিং শ্রীকৃষ্ণজিং সকল সখিগন সকল তরুলতা সকল পত্রপুষ্পাদিক ফলাদিক সকল পক্ষগন সকল ভ্রমরগন সকলেই হরিতাল বর্ন্ন॥ শ্রীস্বুদেবিজিউর শুগন্ধী জলসেবা ॥৬॥ তাহার ক্রমেতে শ্রীত্যং বিদ্যাজিউর অরুনানন্দ নামে কুঞ্জ॥ কর্পুর চন্দন কুমঃকুম একত্র করিলে জে বর্ন্ন হয় শেই বর্ন্ন॥ পাণ্ডর বর্ন্ন বস্ত্র॥ শে কুঞ্জের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজি শ্রীকৃষ্ণজি সকল সখিগন সকল তরুলতা সকল পত্রপুষ্পাদিক সকল ফলাদিক সকল পক্ষগন সকল ভ্রমরগন সকল হেম বর্ন্ন॥ শ্রীত্বং বিদ্যাজিউর সঙ্গিতসেবা ॥৭॥ ২খ] [৩ক তাহার ক্রমেতে শ্রীইন্দুরেখাজিউর চন্দ্রস্বুখদ নামে কুঞ্জ॥ ইন্দুরেখাজি হরিতালপ্রায় বর্ন্ন॥ দাড়িম্বপুষ্পসমহের প্রায় বস্ত্র॥ সে কুঞ্জের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজি শ্রীকৃষ্ণজিউ সকল সখিগন সকল তরুলতা সকল পত্রপুষ্পাদিক সকল ফলাদিক সকল পক্ষগন সকল ভ্রমরগন সকলেই সেতবর্ন্ন॥ শ্রীইন্দুরেখাজিউর গানশেবা ॥ ৮ ॥ এবং প্রকারে গোবিন্দলিলাহম্রিতের প্রমানে জে কুঞ্জের নির্ন্নয় অষ্টসখির সেবার নির্ন্নয় সম্পুর্ন্ন॥

শ্রীশ্রীহরিনামকবজ লিখ্যতে ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ   জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
চৈতন্যগোসাঞী কহেন স্বুন সচিমাতা   আর অবধৌত নিতাইর লইব সর্ব্বথা।
জন্মিঞা অবধি তাঁর বার্ত্তা নাহি পাই   এইহেতু তোমা পুছো স্বুন দেবি মাই।
সচি বলে স্বুন অরে বাছা রে নিমাঞী   আখির পুতুলি তুমি আর কেহো নাঞী।
স্বুনিঞা সচির কথা চৈতন্য মহাসয়   নিত্যানন্দ সহিত আমি স্বুলিব নিশ্চয়।
এত বলি প্রনমিল মাতার চরনে   হরিশে বিসাদ হঞা চলিল ততক্ষনে।
অদ্বৈতের স্থানে গিয়া রহিল নিমাই   এথা অবধৌত স্মরে চৈতন্যগোসাঞী।

শ্রীনিত্যানন্দ বাচ ॥

নিত্যানন্দ বলে মাতা য়ুনহ বচন   চৈতন্যদরসনে জাব কৈলু নিবেদন।
আসির্ব্বাদ কর মাতা হরিষহ্রিদয়   চৈতন্য সহিত জেন দরসন হয়।
জননি বলেন বাছা য়ুন রে নিতাই   আখির পুতুলি তুমি মোর আর কেহো নাই।
স্নান করিতে আমি গিয়াছিলুঁ নদিতিরে   ভাসিতে পাইলু তোমা জলে উপরে।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখোঁ স্বাষ নাহি শ্বরে   পুনর্ব্বার তোমারে ভাসায়্যা দিলু জলে।
আকাষবাহিনি হইল প্রথিবিমণ্ডলে   তাহা য়ুনি তোমা লয়্যা আইলাম ঘরে।
কতেক প্রকারে তোমা পালন করিয়া   দৈবজোগে পরমাত্মা সঞ্চরিল সিঞা।
এত জতন করি তোমা করিল পালন   আকষ্মাত বল তুমি নিষ্টুর বচন।
এতেক য়ুনিঞা তবে কহেন নিতাই   মনে কিছ না ভাবিহ য়ুন দেবি মাই।
আজ্ঞা কর দেখি গীয়া ঠাকুর চৈতন্য   তবে আসি তোমাতে মিলিব সেইক্ষন।
প্রনাম করিয়া তবে কহেন নিতাই   আজ্ঞা কর চৈতন্য ৩ক] [৩খ জেন দরসন পাই।
প্রনাম করিল তবে অবধৌত রায়   হরিশে জননি তবে দিলেন বিদায়।
কাটোয়াঁ ছাড়িয়া তবে চলিলা রাজপথে   অকস্মাত দেখা হইল চৈতন্য সহিতে।

শ্রীনিত্যানন্দ বাচ ॥

নিত্যানন্দ বলে তোমাকে করি নিবেদন   কে তুমি কোথাকে জাহ কহ ত কারন।
পরিচয় দেহ মোরে য়ুন মহাসয়   পদরেনু দিয়া তুষ্ট কর কৃপাময়।
আমি উদাসিন তুমি কী পুছ উপায়   এত য়ুনি জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ রায়।
উদাসিন সব্দ আমি য়ুনিবারে চাই   এত বলি গলে ধরি বলেন নিতাই।

শ্রীচৈতন্য বাচ ॥

চৈতন্য বলেন আমি তোমারে য়ুদ করি   পরিচয় দেহ মোরে পুছোঁ জতন করি।
কে তুমি কোথাকে জাহ কি কার্য্য গমন   য়ুনিবার জোগ্য হই কহ ত এখন।

শ্রীনিত্যানন্দ বাচ ॥

নিত্যানন্দ বলেন আমি হই অবধৌত   চৈতন্যকৃপাতে আমি পরি কটীয়ুত।
কাটোওাতে জন্ম মোর ভাসি আইনু জলে   চৈতন্যকৃপাতে রক্ষা করিল ইশ্বরে।
য়ুনিঞা ইসত হাসি কহেন নিমাই   অবধৌত সব্দ আমি য়ুনিবারে চাই।

শ্রীনিত্যানন্দো বাচ ॥

অবধৌত আস পাষ লিখ্যতে আন্তে মধ্যে য়ুলক্ষনং। আনন্দ সর্ব্বভুতেসু অকার

তত্ত্ব লক্ষনং ॥১॥ বাসনা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতেষু লিলয়া। বান্ধব সর্ব্বভূতেষু বকার তত্ত্ব লক্ষনং ॥২॥ ধূলিধূসর গাত্রানি ক্ষেমাএে ধরনি সদা। ধর্ম্মাধর্ম্ম সদাব্যক্তো তকার তত্ত্ব লক্ষনং ॥৪॥

দুহেঁ দুহাঁ প্রভু স্তবে দুহে হরসিত ইসত কটাক্ষে হাশে অদ্বৈত সহিত।
মিলিলেন দুহেঁ হইলা সম্ভাসন দুহাঁ সম্ভাসনে দুহেঁ হইলা হরসিতমন।
মিলিলেন দুহ ভাই আনন্দতরঙ্গ প্রেম আনন্দে নাচে অদ্বৈতের সঙ্গ।
আনন্দ উর্দ্ধব পথে চৈতন্য নিতাই দুহা বরম হইলা অদ্বৈত গোসাঞী।
ভুজে গলা ধরি বলে মোর প্রান ভাই দেখি হরসিত হইলা চৈতন্য গোশাই।
অনেক জতনে তোমা করিয়াছি মনে আজি আমি তোমার পাইলু দরসনে।
এত যুনি হরসিত নিত্যানন্দ রায় চৈতন্যের পদধুলিতে পড়িয়া লোটায়।
অদ্বৈত বলেন দুহে স্থির কর মন জিবে হরিনাম দিয়া করহ তারন।
অদ্বৈতের বাক্যে স্থির হৈলা চৈতন্য নিতাই ঘরে ঘরে হরিনাম দিলা দুই ভাই। ৩খ]
[৪ক হরিনাম গন্তপাস বিমোচন করিয়া নিস্তার করিলা প্রভু নাম প্রকাসিয়া।
স্ত্রি পুরুষ বালকবিন্দ স্তনের ছওাল হরিনামে নিস্তার পাইল ভুমিচণ্ডাল।
জিবে হরিনাম দিয়া চৈতন্য গোসাই সাবধান হয়্যা যুন মোর প্রান ভাই।
অদ্বৈতনাথের নাম এইমাত্র জানি সর্ব্ব জনমে নাম নিশ্চয় করি মানি।
এই নাম শ্রবন করএ জেই জন জরা মির্ত্ত ব্যাধি নাহি হয় ত কখন।
নামকবজ বলি যুন সাবধানে রাধাকৃষ্ণস্বরুপ এই পরম কারনে।
অদ্ভুত অকরন নাম করুনার সিন্ধু ত্রিলোক্যমঙ্গল নাম পরলোকের বন্ধু।
মন্ত্র বিজ জদি জান যুনহ কারন নামের সমান ফল পাবে সেই জন।
নামকবজ বলি মহাদেব কৃষ্ণদাষ ব্রহ্মা জাহা লাগি কৈলা বৃন্দাবনে বাষ।
জে নাম লাগিয়া স্বগর্গের পুরন্দর জে নাম জপিয়া ফিরে নারদ মুনিবর।
ভক্তিযুক্ত হঞা জেবা এই নাম লয় সর্ব্বত্র সির্দ্ধ হরিনাম ভক্তি হয়।
পরম নিগুড় কথা যুন মোর ভাই আমি জানি আমার বৃর্দ্ধে আর কেহো নাঞী।
ভক্তি করি পুজে জেবা একবিজ নাম রাধাকৃষ্ণ সখি সঙ্গে সেই অনুপাম।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্ষ নাম হইতে হয় জে জন এমন ভাবে অন্যথা কভু নয়।
ইহা ত যুনিয়া ভাই না করিহ হেলা সংসার তরিতে ভাই হরিনাম ভেলা।
হরিনাম নিশ্চয় ভাই করে জেই জন ইহোলোক পরলোক বিঘ্নীনাষন।
অক্ষরের অর্থনাম ॥৪॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

হকারে ললিতাদেবি রেকারে বিসাখা   কৃকারে চারু চন্দ্রাবলি ষ্ণকারে চিত্ররেখা।
হকারে রঙ্গদেবি রেকারে সুভদ্রাদেবিকা   কৃকারে রঙ্গদেবিস্মা ষ্ণকারে সত্যদেবিকা।
কৃকারেত সসিরেখা ষুকারে শ্রীমতি নারি কৃকারে প্রানপৃয়া ষ্ণকারে কেলিমঞ্জরি ॥১২
হকারে শ্যামলা রেকারে মধুমতি ॥১৪॥ হকারে মদনসুন্দরি রেকারে চন্দ্রাবলি ॥১৬॥ ৩ক]
[৩খ হরেকৃষ্ণর সথা শ্রীদাম নাম ধরে   রেকারে সুদাম কৃষ্ণ সনে খেলা করে ॥২॥
রাকারেত বসুদাম কৃষ্ণ পৃয়জন   মকারেত জানিহ কৃষ্ণ সখা ত অর্জ্জুন ॥৪॥
হকারে সুবাহুজীউ সুন বিবরন ॥৫॥   রেকারে গোবিন্দ নাম এই ত লিখন ॥৬॥
রাকারে কিঙ্কিনি মকারে সুবল ॥৮॥   রাকারেত স্তোককৃষ্ণ মকারে বরুন ॥১০॥
রাকারে মহাবল মকারে কৃষ্ণ রসাল ॥১২॥ হকারে দেবপুস্তক রেকারে ত জম্মিনি ॥১৪॥
হকারে মহাবাহু জানিহ নিশ্চয় ॥১৫॥   রেকারে ধরনাক্ষ সোল নাম হয় ॥১৬॥
নামরতি হইলে রক্ষা করেন গোপিনাথ   এই নাম বস হইলে পায় কৃষ্ণসাথ।
চন্দ্রের উদয় হয় রহস্য সিতল   ভক্তের মন তেমন করিবে নিষ্কল।
রাকারে ত রক্তবর্ন্ন পাতক বিনাষে   কৃষ্ণের সিতলপদ হৃদএত বৈষে।
মকারে সোনার বর্ন্ন সুন বিবরন   মহাবিষ্ণু জেরূপ করিল আচরন।
মিথ্যা বাক্য সমান পাপ নাহি আর   ইহ পাপ হরে জদি কৃষ্ণ বলে একবার।
হরেকৃষ্ণ আদি করি বিজ শোল নাম   এ সকল বিজ আখর করি একুঠাম।
হরেকৃষ্ণ আদি করি হরে অষ্ট নাম   কৃষ্ণ কৃষ্ণ আদি করি চারি অনুপাম।
রাম রাম চারি নাম প্রেমগুননিধি   রাধাকৃষ্ণ চারি নাম মিলায়ল বিধি।
হরেকৃষ্ণ চারি নাম বিজ পরাৎপর   ইহারে প্রনাম করি হইয়া তৎপর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ চারি নাম কামবিজ বল   রামরাম বিজ অষ্ট নাম অক্ষর।
ব্রহ্ম বিজ কামবিজ রমাবিজ নাম   তিন বিজ পুর্ন্ন হয় শ্রীহরি নাম।
রাকারে রাধার নাম চিত্ত দড়াইয়া   মকারে কৃষ্ণের নাম সাধি বহুত ভাবিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র সর্ব্ব ব্যাপিত   রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বক্ষন করেন পিরিত।
রাধা রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ পুন পুনর্ব্বার   বারেবারে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে আর বার।
হরিনাম তিন বিজ অর্থ হয় জেই   কৃষ্ণদাষ কহে সুন সর্ব্ব বৈষ্ণব গোসাঞী॥

প্রকৃতি ভেদ পুরুষ ভেদ বিবরন   জাহারে জে সেবে তাহা করি নিবেদন।
ললিতা বিসাখা আর চারু চন্দ্রাবলিক   চিত্ররেখা রঙ্গদেবি আর সুভদ্রাদেবিক।
রঙ্গরেখা সত্যদেবি আর সসিরেখা   শ্রীমতি প্রানপ্রিয়া আর কেলি মঞ্জুরিকা।
শ্যামলাসুন্দরি আর মধুমতিদেবি   মদনসুন্দরি আর চন্দ্রাবলি দেবি।

এ সব রাধার কায় জানিহ স্বরূপ   আনন্দে করেন সেবা করিয়া কৌতুক।
শ্রীদাম সুদাম আদি সখা শোল জন   পুর্ব্ব লিখিয়াছি তাহা করি নিবেদন।৪খ]
[৫খ ললিতা করেন দুহার তাম্বুল সেবন   বিসাখা করেন গন্ধ চন্দন লেপন।
চন্দ্রাবলি করেন কর্পূরসেবন   সত্যাদেবি রাধার বেস করে অনুক্ষন।
সসিরেখা জলসেবা করে অনুক্ষন···
শ্রীমতি দর্পন দেন বদন দেখিতে   প্রানপৃয়া ম[া]ল্যসেবা করে হরসিতে।
কেলিমঞ্জুরি জোগান রত্ন ভুসনে   শ্যামলা পঞ্চ উপহারে খাওান প্রানপনে।
মধুমতি পাখা করেন সর্ব্বক্ষন।   ইতি।
মদনসুন্দরি পুষ্প লইয়া করে   পুষ্পবেষ করেন দুহার সরিরে।
চন্দ্রাবলিদেবি তবে চান্দোয়া ফেলান   তাহাতে রাধাকৃষ্ণ সদা ক্রড়া করেন।
এই সব আদি করি সর্ব্বগোপবধু   আজ্ঞায় করেন সেবা পিয়ে প্রেমমধু।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র অতি গুপ্তসূর্র   সর্ব্বমন্ত্রের সার এই বিজ পরাৎপর।
এই মন্ত্র জেবা জপে শ্রদ্ধান্বিত হয়্যা   রাধাকৃষ্ণপ্রিয় হয় সে কী কহিব ইহা।
সিশ্যে কৃপা করি গুরূমন্ত্র কহেন . দেবতার দুল্লভ করি উর্দ্ধার করেন।
এমত দির্ব্য আর নাহি প্রিথিবিতে   তাহা দিলে পালক হয় গুরূর প্রনতে।
গুরূকে প্রনাম করিবে ছাড়িয়া অভিমান   কবজ পড়িবে প্রভুর করিয়া বিধান।
সেই পায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম জানিহ নিশ্চয়   গৌরচন্দ্র কহেন সুন নিত্যানন্দ ভাই।
কহিব তোমাতে ইহা রখিহ হিয়ায়···
অভক্ত হয় জদি দ্বিজ ব্রাহ্মন   দক্ষ করি জদি হয় বৈষ্ণবগন।
তারে না প্রকাসিয়া নিগুড় বচন   সত্য পালিহ এই আমার বচন।
ভক্তিযুক্ত সিশ্য জদি হয় আপনার   সাধন করেন তারে কহিয়ে একবার।
মিনতি করিএ আমি বৈষ্ণবচরনে   কাতর হইয়া তৃন ধরিয়া দসনে।
অবৈষ্ণবকে কদাচিত না করিহ প্রকাষ   নিবেদন কৈল এই গোপীকৃষ্ণদাষ॥

ইতি। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দসম্বাদ হরিনামকবজ সম্পূর্ন্নং॥ ৫ক]

পুনশ্চ

১১৪ **কালিকামঙ্গল, বলরাম কবিশেখর (১০০২), পত্র ২০ (৩০, ৪৩-৬১), আকার ১৪১/৪"×৫"।**

[৫৩ক পীতামোহ চৈতন্য   লোকেতে জানয় ধন্য   জনক আচার্য্য দেবিদাস
জননি কাঞ্চনি নাম   তার যুত বলরাম   কালিকা পুরিল জার আস ॥৬৮।৭॥

॥ অষ্টমঙ্গলা আরম্ভ ॥
কালিকার চরনে যুনে গুনবতি রানি
শ্রবনমঙ্গল কথা   আমার পুজার গাথা   এই কথা কলুষনাশিনি।
মহাঁপ্রলয়ের ক[া]লে   প্রথিবি ডুবিল জলে   বটপত্রে ভাসে নারায়ন
প্রভুর রক্ষার লাগি   লোচনে আছিল জাগী   চরাচর করিআ ভক্ষন।
ব্রহ্ম পদ্মনাভি নালে   ললিত পর্ব্বতজালে   তাহাতে জনমি প্রজাপতি
দেখি সকল নৈরেকার   জলজন্তু নাহি আর   উপবাযে বহু করে স্তুতি।
নিরন্তর স্তববিধি   হেনকালে গুননিধি   কর্ন্নে হইতে মালা পেলে জলে
সেই মলা অনুপাম   মধুকৈটব নাম   জনমিল দুই মহাবলে।
খুধায় আকুল হইয়া   দুই বির বুলে ধায়া   জল দেখে না দেখে আহারে
হেনকালে প্রজাপতি   পদ্মাসনে করে স্তুতি   ব্রহ্ম দেখি ধাই গিলিবারে।
নিদ্রারুপি ভগবান   দেখি বির পরিত্রান   আ ৫৩ক][৫৩খ মারে করিল বহু স্তুতি
সেই প্রলয়ের কালে   অসুর বধিনু জলে   আমারে পুজিল প্রজাপতি।
শ্রজন করিল খিতি   কুলে নাম হইল সতি   [দ]ক্ষজজ্ঞ করিনু বিনাস
সেই হইতে পশুপতি   হিমালয় কৈল স্থীতি   তপিস্ব্য করিল কির্তিবাষ।
দনুজ মহিসাসুর   নিলেক দেবতাপুর   দেবগন ফিরে খিতিতল
মুনিঞা দেবতা বানি   হরিহর পদ্মযুনি   তেজে সর্ক্তি তেজে অঙ্গজল।
তাহাতে আমার জর্ম্ম   দেবতা বুঝিল কর্ম্ম   নানা আস্ত্র দিলেন ভুসন
বিসম সমর মাঝে   বধিনু অসুররাজে   আমারে পুজিল দেবগন।
সুম্ভ নিসুম্ভ রাজা   করিল সিবের পুজা   বর পাইয়া জিনে ত্রিভুবন
জতেক দেবতাগন   কৈল মোরে স্মঙরন   আমি আসি দিল [দ]রসন।
বর দিল দেবগনে   কোপ পাইল মোর মোনে   নিবাষ করিল হিমালয়
না জানে মরনকুপ   দেখিয়া আমার রুপ   চণ্ড মুণ্ড সুম্ভুরাজা কয়।
চণ্ড মুণ্ডের বানি   হরসিতে পদ্মযুনি   দুত দিআ জানে সমাচার
মোরে ধরিবার তরে   ধুর্ম্মলোচন বিরে   পাটাইয়া দিল দুরুস্বারে।

গেল ধুর্ম্মলোচন কহিলেক কুবচন হুহুঙ্কারে গেল ভস্ম হইয়া
ধুম্মলোচন পড়ে চণ্ড মুণ্ড ধায় রড়ে খড়্গে তারে পেলিল কাটিয়া।
রক্তবিজ আইল রনে লিলায় বধিল বানে স্থম্ভু নি ৫৩খ] [৫৪ক যম্ভু ধায় বলে
আসিয়া আমার ঠাই রনে পড়ে ভুই ভাই অবসেষে বলির পাতালে।
সম্ভু নিসুম্ভু বদি দেবতার কায্য সাদি ইন্দ্র লইয়া গেল স্বর্গ্যবাস
খীতিতে যুরথ রাজা না করে আমার পুজা মোর কর্ম্মে নাহি অভিলাস।
সেই পাপকাল গেল রিপু হইয়াছিল সত্য করি গেল বনবাস
বনচারি যুরথ রায় অতি-সোকে অভিপ্রায় ধনরথি হই গ্রেহ নাস।
একে গেলা নৃপবর বনে হইল দোসর সমাধি যুরথ ভুই জন
সমাধি যুরথরাজে ভ্রময় কাননমাঝে ভুহে ভুখ কৈল নিবেদন।
ভুহে ভাসে ভুর্খ জনে গেল সে মেধসের স্থানে মেধষ কহিল মোর কথা
সমাধি যুরথ রাজা করিল আমার পুজা আমি তারে হইনু বরদাতা।
নিজ কাজ আচায্যসির্দ্ধ কৈল মোর সর্গ্য এইতে গেল কত কাল
দেখিল খিতিতে রাজা না করে আমার পুজা বিরবাহু নামে মহিপাল।
লইবারে পুষ্প পানি যুরত রাজা আ ৫৪ক] [৫৪খ পনি পুজা লইল তাহার ভুবনে
কৈল তার উপধাম বিক্রমআদীত্য নাম টিকা দিল জত নৃপগনে।
সেবে মোরে ভানুমতি বিক্রমআদিত্য পতি হইব একান্ত রাত্রি দিনে
বিক্রমআদিত্য রাজা করিল আমার পুজা বেতাল দিলাঙ তার সনে।
বেতাল করিআ সঙ্গে ভোজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে বিভাহ করিল ভানুমতি
করিআ আমার পুজা সর্গে গেল সেই রাজা যুন ঝিএ রাজা[র] যুবতি ॥১।
আমী গেলাঙ সর্গেপুরে ইন্দ্র ব্রহ্মা বদ করে দেবপুরে অকালমরন
ইন্দ্র পায় পরিতাপ ঘরে জাইতে সেই সাপ ভয় গেলা আমা দরশন।
না চাহি ইন্দ্রের পানে নৃর্ত্ত্যকীরে ডাক্য আনে নৃত্যাতে মোহিত দেবগন ৫৪খ]
[৫৫ক দেব বিগুমানে নাচে আপনি কুমার কাছে তালভঙ্গ ভুহে দরসন।
অশ্বিনিকুমার পাপে আসিআ আমার সাপে তোমার উদরে জনমিল
চন্দ্রাবলি সাপগতি কুন্তির উদর স্থিতি বিগুসতি নাম ধরিল।
যুন গুনবতি রানি পুর্ব্বে ছিলে রপুত্র্যানি এবে পুত্র হইল মোর বরে
তোর বেটা পড়ে সুনে দ্বিগবিজইরে জিনে লোক দিয়া কহিল বিস্তরে।
রাজার মাধব ভাটে আইলেন তোমার পাটে বিস্তরে কহিল রূপকথা
যুনিঞা যুন্দর তোর স্বগুরন করে মোর যুন্দরে হইনু বরদাতা।

থাকিআ আপন রঙ্গে   তোমার পুত্রের সঙ্গে   বর্দ্ধমানে কৈল উপস্থিত
বাষা মালিনির ঘরে   তোমার তনআ করে   পুষ্প গাথি ভেটি বিস্তসতি।
দেখিআ বিন্থর রূপে   পড়িয়া মদনকুপে   মোরে পুজু স্বঙর[ন] করে
তোর পুত্রে দিনু বর   মালিনি বিন্থর ঘর   মুলঙ্গ হইল মোর বর।
বাড়াইল প্রম নেহা   দুহার গন্ধর্ব্ব বিভা   বৎসরেক আছিল গোপথে
তাহে হই প্রমবন্ধ   গন্তে ধরে সদানন্দ ৫৫ক]   [৫৫খ সখিগন করিলা বিদিতে।
কোপ হইল নৃপবরে   সুন্দরে কোটালে ধরে   লঞা গেল রাজবিস্তমানে
তোর বেটা মোরে সেবি   করিল য়নেক কবি   নৃপ চাহে বধিতে মসানে।
তোর বেটার যুনি বানি   হরসিংহ নৃপমুনি   দেখিবারে চাহিল আমারে
তোর বেটার ধ্যানে   আসি ষভা বির্দ্যমানে   দেখা দিনু আসি তার তরে।
বিরসিংহ মহারাজা   করিল আমার পুজা   পুত্ররুপি কন্য দিল দানে
তুমি পুজা কৈলে মোরে   পুত্র পৌত্র বধু ঘরে   আল্য মো তোমার বিস্তমানে।
পুত্র পৌত্র বধু ঘরে   তুমি পাষরিলে মোরে   নাহি কৈলে ব্র[ত] উজ্জরন
নিঞা মোর অনুমতি   রাক্ষসি তোমার নাতি   কোপে আসি করিল ভক্ষন।
সযানমুণ্ডপ ঘরে   যুন্দর স্বঙরন করে   আসি সদানন্দে জিআইলু
যুন গ রাজার রানি   অবসেষে নাহি বানি   গুনসাগর পুজা কৈল।
আমার কথন এই   সাদারে যুনিব জেই   তার দুঃখ নাহিক কথন
নাহি তার সঙ্কুভয়   সর্ব্বত্র করাব জয়   ধন ধান্য করাব পুরন।
সাদারে যুনিব লোক ৫৫খ][৫৬ক   নাহি পিড়্যা রোগ শোক   এই জন্ত ব্রতের কাহিনি
অষ্টমঙ্গলা সায়   শ্রীকবিসিখরে গায়   বদনে নাচয় জার বানি ॥৬৯॥…

…[৬০ক চাপিয়া মরালরাজে   নানা জন্তুগন সাজে   সত্তদে কাপয় ত্রভুবন
দেখি ব্রহ্মা ভয় পাইয়া   ধায় হংস তিয়াগিয়া   উপনিত জথা নারায়[ন]।
কাপয়ে সকল গা   মুখে নাহি স্বরে রা   কহে ব্রহ্মা গদগদ বানি
যুন প্রভু লক্ষিপতি   স্রজন করয় অতি   কেমত দেবতা নাহি জানি।
যুন প্রভু স্যমরায়   দেবের দেবতা রায়   দেবতার ঘুচিল বিষয়
কাতরেতে দিল দ্রষ্টী   গগনে করয় স্রষ্টি   নিবেদন কৈলু মহাসয়।
পিতামহো চৈতন্য   লোকেতে জানয় ধন্য   জনক আচায্য দ্বিবিদাষ
বলরাম তার যুত   কবিতাতে কৌতুক   কালিকা পুরিল জার আষ।

অমৃত ব্রহ্মার বাক্য যুনি নারায়[ণ] কোপে কম্পমান প্রভু লোহিতলোচ[ন]।
অকারনে ৬০ক][৬০খ বলে ব্রহ্মা নাহিক অর্ন্নতা বিসয় করএ তুর কমন দেবতা।
এতেক বলিআ প্রভু গরুড় চাপিল সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হস্তে নিল।
বিস্ময়ইল প্রভু ক্রোধে উর্দ্ধরোলি অন্তোরজামিনি মাতা জয় ভদ্রকালি।
কুটি বিষ্ণু শ্রজন করিল ততক্ষন সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুড়বাহন।
সিংহনাদ করে সভে বাদ্য বাজাইয়া ত্রাসিত হইল বিষ্ণু তাহা ত দেখিয়্যা।
অন্তরিক্ষে মহাসব্দ করে দেবগন হেনকালে মহাদেব দিল দরসন।
সিব বলে অকারনে প্রলয় কেন হয় কেমন প্রলয় এই বল মহাসয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বলে সিব না জান করন কুটি ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র কে করয় শ্রজন।
সিব বলে এক তিল করহ বিলম্বন অকারনে প্রলয় কেন বুঝিব কারন।
বৃসে চাপি সদাসিব তথাকারে জান সঙ্গেতে ক্রষল সিঙ্গা ডম্বুর বাজান।
বৃসে চাপিয়া ৬০খ][৬১ক আইসে নাচে দেব যুলি অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিলা ভদ্রকালি।
অবিলম্বে সদানন্দ পরসে গগন প্রলএরে মেঘে জেন করিআছে গজ্জন।
ছুটিল সিবের বৃস পাইয়া মহা ডর গগনমণ্ডলে মাতা বলে ধর ধর।
দুরে গেল ডম্বু বিসান নাটিথাল কোথা গেল সির্দ্ধিঝুলি নন্দি মহাকাল।
সিবের দুর্গাত দেখি বলে ভদ্রকালি হল হল এইবার প্রভু সাস্তি যুলি।
আপনা পাসরে সিব ফিরে পথে পথে ক্রপামহি ভদ্রকালি তুলিলেন রথে।
আকি পালটিয়া সিব জিজ্ঞাসে কারন কহিল সিবেরে মাতা সব বিবরন।
জমের সকল কথা কহিল সিবেরে মহামাআ গুন সিব কহিল বিষ্ণুরে।
হরসিত হইল জতেক দেবগন কালিকার তরে সভে করেন স্তবন।
স্তবেতে হইল বস দিবি নারায়নি নিজ পুরে গেলা দেব দিল জয়ধ্বনি।
যুরভির দুর্দ্ধ [দি]আ অভিসে ৬১ক][৬১খ ক করি বসিলেন সিংহাসনে রাজরাজেস্বরি।
চারিদিগে জয়ধ্বনি করে দেবগন কহিতে লাগিলা মাতা সব বিবরন।
হরসিত্ত দেবপুরে করে কোলাহল শ্রীকবিসিখর কহে সমপ্ত গান হইল॥
সভাকার ভদ্রকালি হইল স্বগুরন ক্রপা করি হও মোরে তুমি সুপ্রসর্ন্ন।
বৃত্ত সাংঙ্গং কৃতং কম্ম জানতং। এই সাঙ্গং। কাদাথং বৃত তর্ত্তবতং।
আপনি দিল কাহিনি ভালা মন্দ চির্তে কিছু জানি বা না জানি।
সম্পুর্ন হইল মাতা চল নেজা স্থান সপনে দিলে [গীত] বলে বলরাম॥

এ ইতি কালিকামঙ্গলকথা সমাপ্তত। পুস্তক সমাপ্ত সন ১২২৪ সাল। তারিক ৮ কার্ত্তি রোজ

বুদবার। তিথি ত্রিয়দসি। অড়াই প্রহর হইলে শ্রীরামকান্ত নাথং পণ্ডিতং। পুস্তকং লিক্ষিতং দোস নাস্তিং। অক্ষরং দোসা নং। সাং। সাংকিম। খুরুট দরজায় সিবস্তানে পুর্ব্বমুখ সাগ্তাথং জাগরন ৫ নাচাড়ি রাত্রি-পালা ৫ পালা চ।

[৫৪গ মনসাবন্দনা
[৫৪ঘ ধর্মঠাকুরের বন্দনা
[৫৫গ, ঘ হিসাব, সন ১২২৩ সাল
[৫৬গ, ঘ, ৫৭গ, ঘ, ৫৮গ, ঘ, ৫৯গ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাস
[৬০গ, ৬১গ, ঘ গোবিন্দমঙ্গল, কর্ণমুনির উপাখ্যান

১১৫ **রাজবল্লভীবন্দনা**, দ্বিজ গঙ্গারাম (১০০৩), পত্র ৪ (১, ১-৩), আকার ১৪½"×৫"।

[৩খ দ্বিঙ্গ গঙ্গারাম গায় রাঙ্গবল্লবির পায় হরি হরি বলো সভে বন্দনা হইল সায় ॥৩খ]

১১৬ **অন্নদামঙ্গল** (কালীব্রত), ভারতচন্দ্র (১০০৬), পত্র ৮ (৫০-৫৭), আকার ১৪¾"×৫"।

[৫৭খ ভারথ সরস্ব্য ভনে হরি বল সর্ব্বজনে কালিব্রত সমাপ্ত হইল ॥
এতো দুরে অন্ন্যদামঙ্গল সমাপ্ত হইলা ॥
যুন্দরের স্বর্গ্যবাস জেই জন সনে তাহারে সন্তোস কালি রাখেন কল্ল্যানে ॥
ইতি। জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যকের দোস নাস্তি। ভিমস্তয়াপি রনে ভঙ্গ মুনিনঞ্চ মতিভ্রম। ইতী লিখিতং শ্রীশ্রীরামকান্ত দেবনাথ। ইতি। সন বার ১২ সয় ৩৬ সাল ১১ কার্ত্তিক সমবার তিথি চতুর্দ্দসি ॥৫৭খ]

১১৭ **গণেশবন্দনা, সরস্বতীবন্দনাদি**, শ্রীরঘুনাথ (১০১২), পত্র ৩ (১-৩), আকার ৯½"×৩½"।

[২খ শ্রীরঘুনন্দন ভনে গনেসের ও চরনে হরি বলো বন্দনা হলো সায় ॥

১১৮ **আর্যা**, দ্বিজ পার্ব্বতী (১০১৫), পত্র ২ (১-২), আকার ৯½"×৭"।

[১ক…সপ্ত বিস্তা এগার পোয়া তের চর্দ্দ জাম

কড়ার নিয়ম এই বুভঙ্করের নামঃ ১।...
কড়ার কড়া পোআর পোয়া কীছু আছে কাজ
দিজ পার্ব্বতি [কহে সোন] রত্নরাজ ১।

১১৯ **সত্যনারায়ণ পাঁচালী,** রামভদ্র (১০২০), পত্র ২০ (১-২০), আকার ৬২/১" × ৩১/৪" ।

[১৯খ আরোপি মঙ্গলঘটে বস্ত্র আছাদিয়া পীঠে পাচাঁলি পরএ দ্বিজবরে
প্রসাদ ব্রাহ্মনে খায় শেষে ঘর সর্ব্বে জায় সমাপ্ত পুস্তক আত ত্বুরে।
জে জন এ কথা স্থনে সর্ব্ব দুখ বিমোচনে অন্ধ কুষ্ট দারিদ্র বিনাসে
রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য লভে রামভদ্র সেই ভা [২০ক বে সত্যদেবশঙ্গীত প্রকাশে ॥
ইতি বৌ[দ্ধ]ব তন্ত্রে সত্যদেবসঙ্গীৎ সমাপ্তঃ ॥ শ্রীদুর্গায়ৈ ণম ২০ক]

১২০ **চাণক্যশ্লোক (ভাষা),** অজ্ঞাত (১০২৫), পত্র ১৯ (১-১৯), আকার ১০" × ৩১/২" ।

[১ক চানক্য শ্লোলক পঠিত শ্রীরুক্রীনিকান্ত মণ্ড`ল—
সাঃ গৌলগ্রাম পরগনে মুজফরসাহী সন ১২৩৩ বার সও তেত্তিষ সাল—
আখেরি—

১২১ **দলিল-৭ খানি** (ক-ছ) ১০২৬ (ক), পত্র ১, আকার ১১" × ৬" ।

৭ সকল মঙ্গলালয় শ্রীসুখদেব গোস্বামীণং—
[যু]চরিতেষু। ব্রহ্মোর্ত্তরং পত্রমিদং লিখণং।—
কার্য্যঞ্চাগে তরফ কলীগ্রাম পরগণে রুকুলপুর—
জোয়াব মালদহ সরকার জন্ন`তাবাদ পরগণা মজকুর হামারে তালুক ইসমে তরফ মজকুরমে বসতবাষ ও গুজরাণী আপ্তাধি জমী সব্ব মবলগে ২৩ তেইস বিঘা ও আমকা দরখত ১২ বাড়ো পেড় তুমকো ব্রহ্মোত্তর দিয়া গেয়া ময়ফিক তপশীল চিহ্নিত লে করকে আবাদানসে শ্রীশ্রীপাতসাজীওকো আসীষ করকে পুত্রপোত্রাদীসে ভোগ করঙ্গে ইস্কা মালগুজারিসে এলাকা নাহী এতদর্থে ব্রহ্মোর্ত্তর পত্র দিয়া—ইতি সন ১০৬২ এক হাজার বাসট্টী সাল তারিখ ২১ কার্ত্তীক—

শ্রীসবদল খাঁনস্য

১০২৬ (খ), পত্র ১, আকার ১০"×৬½"।

৭ সকল মঙ্গলালয় শ্রীরামরাম শর্ম্মা নাহাজীনজুম—
সুচরিতেষু ব্রহ্মোত্রর পত্রমিদং লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—

তরফ কলীগ্রাম ও বরগীর্দ্ধ সৈয়দপুর পরগণে রুকুলপুর জোওাব মালদহ সরকার জন্নতাবাদ পরগণা মজকুর হামারে তালুক ইসমে কলিগাঁ ও বরগীর্দ্ধ সৈয়দপুর হর দো গাঁমে বসতবাষ ও গুজরাণী সব্ব মবলগে ৯৭ সাতানর্ব্বই বিঘা লাখো আপ্তাদা জমী ও ২৫ পচীষ পেড় আমকা দরখত তুমকো দিয়া গেয়া মওাফীক তপশীল হর দো তরফকা গাঁ গাঁ যে জমী চিহ্নিত লেকে আবাদানসে শ্রীশ্রীপাতসাজীওকো আশীষ করকে পূত্রপোত্রাদীসে ভোগ করঙ্গে ইস্কা মালগুজারিসে এলাকা নাহী এতদর্থে ব্রহ্মোর্ত্তর পত্র দিয়া—ইতি সন ১০৬৩ এক হাজার ত্রিসট্টী সাল ত—২৫ মাঘ—

শ্রীসবদল খাঁনষ্য

১২২ গান, ছড়া, ভবানী, কমলাকান্ত, *গোপীমোহন, অজ্ঞাত (১০২৭), পত্র ½, আকার ১০"×৩½"।

৭ শ্রীদুর্গা—

সহায়—

···মন মুখে। মায়ের কোলেতে বসি—
···সুখ ভনয়ে ভবানি। কে বলে ভিকারি
···ন দিবা কখন রজনি ॥ বিবাহ অবধি
···কখন দিবা কখন জামিনি। কে বলে
···য় তোমার অধিক ভালবাসে রে—
···জটায় লুকায়ে রাখে কাহারে—

···ছে করুণমই ॥ ধ্রু ॥ ও পদ বিপদ
···কখন কখন মনে ভাবি ধন পরি
···ব থাকয়ে কহ মজিয়ে বিসয় বিসে—
···[ক]র্ম্মের দোষে অসেষ জাতনা সই।
···বে স্থিতি বল···অক্নতি
···ই কোমলাকান্তে আসো ইতি

…নব সআমিতঃ তাদৃসিন
…গত পতি বানি ব্রহ্মানি
…ণ কৃষ্ণ…
শানা ভিশনা দিগবসোনা
…হ লর্জ্জা মিয়ে হয়ে রনসর্জ্জা
…পমোহনে সেই রূপ পরে মোনে কালি তিলচোনা ॥

৭ শ্রীদুর্গা—
সহায়—
তেঁতুলের এবার স্ববৎসর তেতু…
ছেন জাব বুনের বারি। ফালগুন…
গাচে সাৎ করে ছরি তখন জাবে…
মাটে আচ্ছে পথে চাচ্যে ঘরে…
কোন জনা ছোরা তখন সরে…

১২৩ **সত্যদেবসঙ্গীত,** রামভদ্র (১০২৯), পত্র ১৩ (১-১৩), আকার ১১¼″ × ২¾″।

[১৩ক আরোপি মঙ্গলঘটে বস্ত্র আছাদিয়া পীঠে পাঁচালি পরয়ে দ্বিজবরে
প্রশাদ ব্রাহ্মনে খায় শেশে সাধু সর্গ জায় সমাপ্ত পুস্তক আত ত্বরে।
জে জন এ কথা স্থনে সর্ব্ব ত্বুষ্‌খ বিমচনে অন্ধ কুষ্ঠ দারিদ্র বিনাসে
রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য লভে রামভদ্র সেই ভাবে সত্যদেবশঙ্গীত প্রকাশে ॥

ইতি বৈস্তবতন্ত্রে সত্যদেবশঙ্গীত সমাপ্ত। ওঁ নারায়নং চতুর্ভুর্জং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং শান্তং স্বরেশ্বতীকান্তং আজানু মালতীমালা বনমা বিভূষিতং রত্ন কুণ্ডল কেউর কিরীট মকুটজ্জলং লক্ষ্মীধৃত পদাম্বুজং।

১২৪ **দাতাকর্ণ পালা,** দ্বিজ কবিচন্দ্র (১০৩৭), পত্র ৭ (৩-৯), আকার ১২½″ × ৪½″।

[৯ক দিজ কবিচন্দে গান ব্যাসের ক্রিপাঅ হরি হরি বল কর্ন্নপালা হল্য সায় ॥

ইতি দাতাকর্ন্ন পালা লীক্ষতে। সমাপ্তং।

[শ্বথ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং দোস নাস্তি। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীসামচরন গোসাই। পঠনাত্য শ্রীমতিরাম গোসাই সাকিম পাথরবাড়্যা তঃ রঘুনাথবাটী। পঃ বগড়ি। ইতি ২৮ শ্রাবন। বার। স্থক্রুবার। আদ আরম্ভ। প্রথম।

১২৫ গান, দুর্গাপ্রসাদ, দ্বিজ হরিনাথ, অজ্ঞাত (১০৩৮), পত্র ১, আকার ১৪৪/৪" × ৪" ।

জা করো দয়ামহি নিজগুনে ভজনবঞ্চিত জনে কীঞ্চিত হের নয়ানে ।
কলিতে জাগ্রত কালী শুনেচি পুরানে জাগীয়া ঘুমাও না মা শুন কানে ॥১॥
তব জে সন্ততি সুতা কামসাঙ্গ জনে তব সুতে করে এ কি সহে প্রানে ॥২॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদে বলে মরি মা জেখানে তব নামসুধা জেন পড়ে মনে ॥৩॥

জাও হে জানিমু
তোমার প্রেমেতে জত রাধার প্রেমেতে জত সুখ তা জানিমু ।
অবলা মজাতে পারো তুমি প্রেমের কী ধার ধার
বিপিনে জাইতে পার চরাইতে ধেনু ॥১॥
তোমাকে হেরিয়া চক্ষে মোনে করি বর সুখে প্রেমসেল হানিলে বুকে
পরানে রহিব বলি ভজীলেম বনমালি এবে কলঙ্কের ডালি সিরেতে লইমু ॥৩॥
[১খ দ্বিজ হরিনাথে বলে কালী দিলেম কুল সিলে
মজিলেম পরের বোলে আগে না বুঝিমু ॥৪॥

ও সারা রজনি গেল ও সারা জামিনি গেল আসিব বলিয়ে প্রাননাথ গ্যালো ।
জাইতে জমুনার জলে তরুয়া কদম্বতলে । সই । ধরিয়া আমার করে সঙ্কেত করিল ॥১॥
সঙ্কেত করিয়া প্রীয়ে কার কুঞ্জে রহিল গীয়ে ককিলের পঞ্চস্বরে বিরহিনি মলো ॥২॥
পবন বয়েছে মন্দ জেন সরদের চন্দ্র সেফালিকে পুষ্প জত খসিয়ে পড়িলো ।
আসিবেক চুড়াধারি সারা নিসি জেগে মরি
পেয়ে চন্দ্রাবলি নারি পাসুরে রহিলো ॥৪॥
নব নিত অমুরাগে পরান হারাবি কবে মদনবানেতে তমু জরজর হলো ॥৫॥—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥— নকল রামচাঁদ দেবশর্ম্মার প্রনামা সত সহশ্র্য
সন ১২২৩ ॥— কটি কটি নিবে ।

১২৬ বৈত্তকের পাতড়া ও হিসাব, রামচন্দ্র বাবু (১০৪২), পত্র ৪৯, আকার ১৪"×৫"।

[১ক ৭শ্রীশ্রীহরিঃ—

সন ১২২২।—

সিদ্ধিপুর—

খতিয়ান জমী—

।০০০—

তাং রামচন্দ্র বাবু—

মঃ দেবত্তর—

শ্রীশ্রী৺দাক্ষরায় ঠাকুর—

আসামী—	জমী—	জিং—
এ ২০ দাগ—	।০	বাস্তু—
এ ২১ দাগ—	৷৷১	বাস—
এ ২২ দাগ—	৩।১	বাগাত—
এ ২৩ দাগ—	৴৪	কলা—
এ ২৪ দাগ—	।৩	হলুদ—
	৪৷৷৪	

১২৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার্ণব, *যুগোলকিশোর, *ভুবন (১০৪৫), পত্র ২৪ (২-৬, ৩০-*৩৯, ৩৯-৪৫, ৫৮, ৫৯), আকার ১১২/২"×৫৩/৪"।

...[২ক এ হেতু ত্রৈলোক মধ্যে পৃথিবী ধন্যা মান্যা মথুরার মহদ্ধাম সর্ব্বাগ্রগণ্যা। স্নানেতে অধি ফল মথুরার প্রিয় নিগূঢ় বিবিধ স্থান মধ্যে তার হয়।...

ভনিতা,

[৩০খ শ্রীগুরু বৈষ্ণব মোরে হও অনুকুল রাধাকৃষ্ণলীলার্ণবে পাই যেন কুল।
হৃদপদ্মে যুগোলকীশোর যোগ হন প্ররিত্রাণ পায় তবে এ ভবে ভুবন ॥
ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার্ণবে ত্রিংশ তড়ঙ্গ সমাপ্তং ॥৩০॥
[৪৫ক শ্রীগুরু বৈষ্ণব মোরে হও অনুকুল রাধাকৃষ্ণলীলার্ণবে পাই যেন কুল।
হৃদপদ্মে যুগলকীশোর যোগ হন পরিত্রাণ পায় তবে এ ভবে ভুবন ॥
ইতি শ্রীরাধালীলার্ণবে চত্তারিংশ তরঙ্গ সমাপ্তং ॥৪৫॥

[৫৮ক শুন শুন শ্রোতগণ হয়ে একমন   অনু[ক্র]মনিকা অধ্যা[য়] হইবে বর্ণন।
গ্রন্থের আরম্ভে তিন প্রভুর প্রসঙ্গ   অনুরক্ত ভক্ত ব্যক্ত [ভত অনু]সঙ্গ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণগাণ এক ধুয়া   তাহাতে সুন্দররূপে আছে বিস্তারিয়া।
প্রথম তরঙ্গেতে পুতনাবধলীলা   মথুরাতে [সবে] আসি সস্ত্যয়ন করাইলা।
দ্বিতীয় তরঙ্গে কৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ   যশোদারে উদরে ব্রহ্মাণ্ড দরশণ।
তৃতীয় তরঙ্গে লীলা[শকট] ভঞ্জন   বিশেষ তাহাতে কিছু আছয়ে বর্ণন।
চতুর্থ তরঙ্গে নলকুবরের সাঁপ   নারদেরে স্তবে দুঁহে করিলা বিলাপ।
পঞ্চম তরঙ্গে নারদ তুষ্ট হয়ে   মহাবনে বৃক্ষরূপে জন্মিতে কহিয়ে।
উদুখলে যশোদার কৃষ্ণে বন্ধন   সে লীলা বিস্তারে বহু হয়েছে বর্ণন।
জানুচংক্রমে কৃষ্ণের বাহিরে গমন   জমল অর্জ্জুন বৃক্ষে করেণ ভঞ্জন।
ব্রজবাসীগণ তথা করি আগমন   অনেক প্রকার লীলা তাহাতে বর্ণন।
ষষ্ঠ তরঙ্গেও ওই লীলাপ্রকরণ   অনুসঙ্গে বুঝিবে সকল শ্রোতগণ।
সপ্তম তরঙ্গে বাল্যলীলার কৌশল   চাঁদ চাওা আদি লীলা বর্ণন হইল ॥৭॥
অষ্টম তরঙ্গে বনে সখাগণ সঙ্গে   নানা খেলা করেণ কৃষ্ণ নানা রঙ্গে ॥৮॥
নবমতর খেলায় কৃষ্ণের হারি হৈল   সেইকালে উত্তরগোষ্ঠে কাল আইল ॥৯॥
দশম তরঙ্গে শ্রীরাধার পুর্ব্বরাগ   বিস্তারে বর্ণন যত আছে সেই ভাগ।
কৃষ্ণ বল[রামে] রাণী করাণ ভোজন   এ তরঙ্গে সে লীলার আছে বর্ণন ॥১০॥
নন্দরাজ শভা শোভা বিস্তার বর্ণন   রামকৃষ্ণ তথা বৈশে আনন্দিতমন ॥১১॥
রাধাকৃষ্ণের উৎ[ক]ণ্ঠা দ্বাদশ তরঙ্গে   চমৎকার কথা যত প্রেমের তরঙ্গে ॥১২॥
ত্রয়োদশ তরঙ্গে কৃষ্ণ পৌর্ণমাসীসঙ্গে   চমৎকার কথা যত প্রেমের তরঙ্গে ॥১৩॥
চতুর্দ্দশ তরঙ্গে কৃষ্ণ উৎকণ্ঠা বর্ণন   পৌর্ণমাসী সখাগণে কথোপকথন ॥১৪॥
পঞ্চদশ তরঙ্গে রাধার অভীসার ৫৮ক][৫৮খ বেশ বনায়েন সখীগণ চমৎকার ॥১৫॥
ষোড়শ তরঙ্গে রাধা কুসুম চয়ন   নিকুঞ্জে কুসুমশর্য্যা করেণ রচন।
পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ সঙ্গে নানা কথা ছলে   পৌর্ণমাসী কৃষ্ণে লয়ে নিকুঞ্জেতে চলে।
কৃষ্ণের বিলম্বে রাধার উৎকণ্ঠাবর্দ্ধণ   সখীগণ সহ তাহ করিলেন গাণ ॥১৬॥
সপ্তদশ তরঙ্গে কৃষ্ণ নিকুঞ্জ গমন   সখীসহ শ্রীমতির সঙ্গে দরশণ।
নিকুঞ্জবিহারলীলা হইল বর্ণনা   প্রসঙ্গানুক্রমে আছে গুহ্য উপাসনা।
মূর্দ্ধন্য সময়ে কৃষ্ণের গোষ্ঠেতে গমন   শ্রীরাধার গৃহে যাত্তা সঙ্গে সখীগণ ॥১৭॥
অষ্টাদশ তরঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া সখাগণ   পূর্ব্বদিনের হারি কৃষ্ণ করিলা পালন।
পুন খেলা আরম্ভিলেন সখাগণ   রাম দলে খেলা হারি হইলা তখন ॥১৮॥

উনবিংশ তরঙ্গে রাধা উৎকন্ঠিতা সখীগণ কাছে কন নিজ মনব্যথা ॥১৯॥
বিংশতি তরঙ্গেতে শ্রীরাধিকার বেশ সখীগণ বনাইলা অশেষ বিশেষ।
রাধার বিলম্বে কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বিস্তার সখীসহ তথা রাধা কৈলা অভিসার।
অচেতন হয়ে কৃষ্ণ কুঞ্জে পড়েছিলা শ্রীমতি আসিয়া কৃষ্ণে নিশ্চেষ্ট দেখিলা।
সকম্প হইয়া রাধা অচেতন হৈলা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গোপরি শ্রীমতি পড়িলা ॥২০॥
একবিংশ তরঙ্গে কৃষ্ণ রাধাঙ্গ পরশে চেতন পাইয়া কৃষ্ণ উঠিলা হরিষে।
ত্রস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাধারে কোলে নিলা অধর চুম্বিয়া তাঁর চেতন করিলা।
তবে কুঞ্জপুঞ্জলীলা দুঁহে আরম্ভি···
দেবীগণ সখীগণ আনন্দবর্দ্ধণ এ তরঙ্গে এই সব হয়েছে বর্ণন ॥২১॥
দ্বাবিংশ তরঙ্গে রাম কৃষ্ণ বন্য বেশ যশোদা [বেশ] দুঁহে বানাইলা বিশেষ।
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে আইলা কানন বৎসাসুরবধলীলা হৈল সেইক্ষণ ॥২২॥
তৃয়বিংশ তরঙ্গে···৫৮খ]
[*৫৯ক শুন শুন শ্রোতাগণ হয়ে একমন এ গ্রন্থের মাহাত্ম্য কিছু করহ শ্রবণ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার্ণবে দ্বিপঞ্চাস তরঙ্গ শ্রবণে পঠনে যার বাড়ে প্রেমরঙ্গ।
এতএবে শ্রদ্ধা করি গ্রন্থ কর ভক্তি অনাশে মিলিবে এতে রাধাকৃষ্ণে ভক্তি।
রাধাকৃষ্ণলীলার্ণবে মগ্ন কর মন পুনঃপুনঃ কর ইহা শ্রবণ পঠন।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম যদ্যপি পাইলে সংসারে মজিয়া ব্রজভজন ভুলিলে।
শুন রে শুন রে নর হও ত্বরাপর বিলম্ব নাহিক বহু যেতে যমঘর।
ওরে মূঢ় অবুঝ কিছু নাহি বুঝ সার কেন পড়িয়াছ এই অসার সংসার।
দ্বারা পুত্র বন্ধু মিত্র গৃহকর্ম্ম ধর্ম্ম অজ্ঞানে করিছ কেন না বুঝিয়া মর্ম্ম।
বার বার কতবার যাতাআত করিলে এবার কি বার বার বারের লেখায় পড়িলে
পলে পলে আয়ুক্ষয় ভাবিয়ে না বুঝিলে নরাধম বিষম নরকেতে পড়িলে।
হায় হায় কেন রাধাকৃষ্ণ না ভজিলে বৃথা এ সংসারকূপে কি লাগি ডুবিলে।
ছ[া]ড় কুটীনাটী মন কর পারিপাটী ব্রজউপাসনা বিনে নরে নাহি খাটী।
কর্ম্ম ধর্ম্ম যাগ যোগ বৈভব বিভোগ যানিহ এ সব মাত্র ভববন্ধ রোগ।
সদাচার সৎসঙ্গ সদ্গুরুর আশ্রয় এ সব বিহনে ভববন্ধ ক্ষয় নয়।
মনষ্যজনম অন্য কিছু জন্য হয় কর্ত্তব্য কি ব্রজলীলা সুচিন্তয়।
জন্ম জন্মান্তরে যার থাকয়ে সুকৃতি রাধাকৃষ্ণলীলায় তাহার হয় মতি।
ব্রজেধামে বাস করি মাধুকরী করি যমণার বারি পিয়ে অঞ্জলী ভরি ভরি।
চক্রবেড় পরিক্রমা ত্রিসন্ধ্যা করয় যোগপীঠে রাধাগোবিন্দ প্রণময়।

শ্রবণ কীর্ত্তণ নর্ত্তণ আরাত্রিক দর্শণ   তবে ত লীলায় হয় সর্ব্বদা স্ফুরণ।
মহাভাগবতের গ্রন্থ ৫৯ক] [৫৯খ শ্রবণ পঠন   তাঁহাদের প্রিবিত্তি হয় সদা সর্ব্বক্ষণ।
এ গ্রন্থেতে আছে সব লীলার বিস্তার   শ্রবণে পঠনে যার হয় ত নিস্তার।
গ্রন্থপাঠে সকল সন্ধান বুঝা যায়   সেই অনুসারে করে সাধন আশ্রয়।
বহুভাগ্যে গ্রন্থে শ্রদ্ধা জন্মে জীবে   অনায়াসে প্রেমভক্তি পঠনে মিলিবে।
অতএব পড় শুন গ্রন্থ শ্রদ্ধা করি   অনাশয়ে ভবকূপে হৈতে যাবে তরি।
রাধাকৃষ্ণলীলার্ণব দ্বিপঞ্চাশ তরঙ্গ   সমুদয় পাঠের ফল হইল প্রসঙ্গ।
কিন্তু প্রিতি তরঙ্গের ফল এইরূপ   এই কথা শ্রোতাগণে যানিহ স্বরূপ।
সকল গ্রন্থের পাঠে যে হবে অশক্ত   একতর পাঠেও তাহার আছে উক্ত।
আর কিছু শুনহ সন্ধান শ্রোতাগণ   অনুক্রমনিকা যেই অধ্যায় বর্ণন।
প্রথম পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর বর্ণন   বিচিত্র পবিত্র ধুয়া তাহাতে বর্ণন।
তার পর এক তরঙ্গ দ্বিনাগতি দশ   তারপর একদশ পর্য্যন্তয়ে বিংশ।
তারপর একবিংশ ত্রিংশ পর্য্যন্ত   তারপর একত্রিংশ চত্তারিংশ অন্ত।
তবে একচত্তারিংশ দ্বীপঞ্চাশ আদি   এই অনুক্রম য়েই প্রিতিদিন সাধি।
সমস্ত গ্রন্থে এই রচে য়েই ফল   এ অধ্যায় সেই ফল লভয়ে সকল॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার্ণব গ্রন্থ সপূর্ণ।৫৯খ]

১২৮ **রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড), কৃত্তিবাস** (১০৪৭), পত্র ১৩৫ (১-২, ৯-১৪১), আকার ১৩½" × ৪½"।

[১৪১ক রামায়ণ মুনিতে জেবা করে অভিলাস শর্ব্ব[পাপ] খণ্ডে তা[র] বৈকুণ্ঠে হয় বাস।
ক্রিত্তিবাস পণ্ডীতের কবি অম্রতের ভাণ্ড   এত দুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড॥

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং—মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। সঅক্ষরমীদং শ্রীঈশ্বরীদাস। কৈবর্ত্ত[কু]লভুব। সক ১৬৫৮। কর্কট রাসৌ কৃষ্ণা পঞ্চমী শুক্রবারে দুই প্রহর সমএ ১৪১ক]

১২৯ **মহাভারত, কাশীদাস** (১০৪৮), পত্র ৭, খণ্ডিত, আকার ১৪" × ৫"।

[২০খ ইহলোকে ভজ ভাই   পরলোকে সর্গ জাই   ভারথের পু[র্ণ্যক]থা সুনি
শ্রবনেতে পাপ ক্ষয়   সংগ্রামেতে বিজয়   কাসিদাস বিরচল জানি॥

ইতি মহাভারথের কর্ন্নপুর্ব্ব সমাপ্ত পঠিতং শ্রীভলানার্থ মহাপ্রাত্র সাকিম ভাত্রা পঃগণে সিমিলাপাল। লিখীতং শ্রীসিতারাম দাস দর্ত্তব···সাঃ রাইপুর পঃগণে গড়গড়্যা। সন ১২৬৭ সাল তারি ১৬ চৈইতি বেল্যা দুই প্রহরয়ে সময় সমাপ্ত রোজ গুরবার ২০খ]

১৩০ সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা (পীরের কীর্ত্তন), রামেশ্বর (১০৬২), পত্র ১৪ (৪-১৫, ১৭-১৮) আকার ১৩½" × ৪½"।

[১৮ক গ্রন্থ সাঙ্গ হল্য বিরচিল দ্বিজ রাম সভে হরি বল কর মজুরা সালাম ॥
পুস্তক পড়িতে দিবে পণ্ডিতের ঠাঞি গবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাঞি।
ভব্য লোক হলে ছব্য ছাপে নাই তাকে বুকে বন্ধা বসন্তকোকিল জেন ডাকে।
মন দিয়া এই কথা শুন সর্ব্বজন এত দুরে সঙ্গ হল্য পিরের কিত্তন ॥
ইতি সত্তিনারানের ব্রতকথা সমাপ্তঃ॥ ইতি সন ১০২৯ সাল তাং ১৩ শ্রাবনে মঙ্গলবারে বেলা তিন প্রহরে সমাপ্ত হইল॥ লিখিতং শ্রীবেচারাম ঘোষ সাং আগরাহাটি পাড়া—১৮ক]

১৩১ জগন্নাথমঙ্গল (লীলাখণ্ড), বিশ্বম্ভরদাস (১০৬৯), পত্র ৬২ (১-৫২, ৫৪-৬৩), আকার ১৬" × ৫½"।

[১খ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীচরনং সরণং। নিলাদ্রেঃ শঙ্খমর্দ্ধে সতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থ নানালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংযুতং সাগ্রজেন। ভদ্রায়া [বাম]পার্শ্বে রথ চরনযুগং ব্রহ্মরুদ্রাদি বন্দ্যং বেদানাং স[বে]মিসং নিজজনসহিতং ব্রহ্মদারু স্মরামি ॥ শ্রীশ্রীউৎকলখণ্ডস্য ব্যাখারূপ। শ্রীশ্রীজগন্নাথ[মঙ্গল] পুস্তকঃ। শ্রীবিশ্বম্ভর দাসের সংগৃহিত। কলিকাতায় সমাচারচন্দ্রিকা জন্ত্রে ছাপা হইল।…১খ]

[৬৩খ কৃষ্ণলিলাচরিত্র শুনয়ে জেই জন প্রেমময় হৈয়া পায় শ্রীকৃষ্ণচরন।
অতএব নিবেদন শুন শর্ব্বজন পুরুশেত্তমে বাস করি ভজ নারায়ন।
সেই দ্বারকার নাথ দারুদেহ ধরি প্রকাশ করয়ে লিলা জগমনোহারি।
অতএব ছাড় মনে অর্ন্য অভিলাশ জগন্নাথপাদপদ্মে করহ বিশ্বাস।
এই ত কহিনু লীলাখণ্ডবিবরন খেত্রখণ্ডকথা কহি সুনহ এখন।
শ্রীব্রজনাথপদ হৃদয়ে বিলাস লীলাখণ্ড পুর্ন্ন গাইল বিশ্বম্ভর দাশ ॥১১২॥
ইতি লিলাখণ্ডঃ শংপুর্নঃ॥ অস্যোত্তরং খেত্রখণ্ডঃ ॥৬৩খ]

১৩২ মহাভারত (গদাপর্ব্ব), কাশীদাস (১০৭১), পত্র ১৫ (২-১৬), আকার ১৩¾" × ৪¾"।

[১৬খ শ্লোকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস পাচালিপ্রবন্ধে বীরচিলা কাশীদাস।
সাবধানচিত্র হইয়া শুন সর্ব্ব নরে গদাপর্ব্ব সমাপ্ত হইল এত দুরে ॥
ইতি সন ১১৯১ সাল তারিখ ১০ বৈসাখ রোজ বৃহস্পতিবার। ১৬খ]

১৩৩ **মহাভারত (জ্ঞানপর্ব)**, কাশীরাম দাস (১০৭২), পত্র ১৪ (১-১৪) আকার ১৩″ × ৪⅛″।

[১৪খ কাসিরাম দাস কহে পাঁচালির মত এত দুরে জ্ঞানপর্ব্ব [হ]ইল সমাপ্ত ॥

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখোকো দেস নাস্তিকং ভিমস্যাপি রনে ভংঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ পঠনাতে শ্রীমদ্ধুসুদন গোস্বামি সাঃ চেম্যা পরগনে জাহানাবাদ ইতি রোজে মংঙ্গলবার বেলা এক পহর থাকিতে সমাপ্ত ইনতি ১২৫৩ সাল তারিক ১১ জেষ্টিঃ ॥ ১৪খ]

১৩৪ **অষ্টোত্তর শতনাম**, দ্বিজ হরিদাস (১০৭৩), পত্র ২ (১-২), আকার ১৪″ × ৫″।

[২ক শ্রীচৈতন্ন্যপাদপদ্মে মজাইয়া মন দ্বিজ হরিদাসে কহে নামসংঙ্কীর্তন ॥

ইতি অষ্টতর নাম সংপুর্ন্ন ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্থিং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ২ক]

[২খ বাঙ্গালা মন্ত্র

১৩৫ **রামায়ণ (শক্তিশেল)**, কবিচন্দ্র (১০৭৬), পত্র ১১ (১-১১), আকার ১৬¾″ × ৫½″।

[১১খ সাজেন রনেতে রাবোন কবিশ্চন্দ্রে গায় [এত দুরে] সক্তিসে[ল] পালা হৈল সায় ॥

সন ১২৩৩ সাল। মাহ অগ্রান। সংক্রান্তি ॥ ১১খ]

১৩৬ **অঙ্গদের রায়বার**, কবিচন্দ্র (১০৭৭), পত্র ৯ (১-৯), শেষপত্র চিত্রিত, কীটদষ্ট, আকার ১৪″ × ৫″।

[৯খ আদর করিয়া জেবা শুনে রায়বার সক্রুভয় পরাজয় নাহিক তাহার।
রসিকজনার চিত্রে হয় [ত] আনন্দ রায়বার রচনা করিল কবিচন্দ্র ॥

ইতিঃ ॥ অঙ্গদরায়বার সমাপ্ত ॥ সঅক্ষর ॥ শ্রীদুর্গাচরন ধর। জথা দিষ্টং। তথা লিখিতং ॥ লিক্ষক দোষ নাস্তি ॥ ইতি—তারিখ ১৯ মার্ঘ সন ১২৩৩ সাল রোজ বুদবার ॥

১৩৭ **নারদসংবাদ**, কৃষ্ণদাস (১০৭৮), পত্র ১৩ (১-১৩), শেষপত্র চিত্রিত, কীটদষ্ট, আকার ১৬″ × ৫½″।

[১৩খ শ্রীগুরুগোবিন্দপাদপদ্ম্য করি আস নারদসংবাদ রচিলেন কৃষ্ণদাষ ॥

ইতি শ্রীনারদসংবাদ সংপুর্ন্ন্য ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তিং। ভিমস্তাপী রনে

ভঙ্গ মুনিনাঙ্কঃ মতিভ্রমঃ। সন ১২৩৩ সাল মাহা শ্রাবন তাং—৬ সমবার বেলা তিন ঘটী তিথি কৃষ্ণা তের পাত সমপ্ত এই পুস্তক

১৩৮ **মহাভারত (দ্রোণপর্ব), কাশীরাম দাস** (১০৭৯), পত্র ৪০ (১ ৪০), আকার ১৬½" × ৫¾"।

[৪০খ অভয়চরনে তোর ভকতি রহুক মোর এইমাত্র করি নিবেদন
সংসারসাগর ঘোরে উর্দ্ধার করিবে মোরে কাসিরামদাষ বিরচিল ॥...
কাসিরামদাষ কহে যুনে পূন্ন্যবান [অ]ন্তকালে দিবে প্রভু বৈকণ্টেতে স্থান ॥

ইতি দ্রোনপর্ব্ব মহাভারথ সামাপ্ত। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তি॥ এই পুস্তক সঅক্ষর শ্রীদুর্গাচরন ধর।—ইতি তাং ৫ কার্ত্তিক রোজ বুদবার তিথু পূর্ন্নমা। বেলা দই দণ্ড থাকিতে।—

১৩৯ **ভাগবতামৃত, কবিচন্দ্র** (১০৮০), পত্র ১ (৪), আকার ১৩" × ৪"।

[৪খ দ্বিজ কোবিচন্দে কয় ভাবি রমাপতি লেথার দক্ষিনে ঘর পানায়ে বসতি ॥

১৪০ **মনসামঙ্গল (ধন্বন্তরি পালা), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ** (১০৮২), পত্র ১৬ (১-১৬), আকার ১৩½" × ৪½"।

[১৫ক কি কর বলিআ মাতা করএ জিজ্ঞাসা খেমানন্দ বলে দেবিচরন ভরসা ॥
শেষ ও পুষ্পিকা,
[১৬খ মর্দ্ধ্যান্ন কালেতে তার তনঅ সকল মনসার হটে মৈল খাইআ গোরল ॥

ইতি ধনন্তরি পালা সমাপ্তঃ। জথা দৃষ্টীং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্থিকং। লিখিতং শ্রীমদনমোহন স্বরকার সাং বৈক্রীতলাহারি পরগনে বিষ্টুপুর চৌকী কোতুলপুর সন ১২৪৫ সাল—পাটক শ্রীবিপ্রদাস কোল্যা সাং কোড়ল্যা। ১৬খ]

১৪১ **রামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ), কবিচন্দ্র** (১০৮৪), পত্র ১০ (১-১০), আকার ১৪" × ৫"।

[১০ক রামায়নে রামলিলা কোবিশ্চন্দ্রে গায় হরি হরি বল সভে পালা হইল সায় ॥

ইতি সিবরামের জুর্দ্ধ পালা সমাপ্তঃ। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকে দোস নাস্তিকঃ।—ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঙ্ক মতিভ্রমঃ। এই পুস্তক সন ১২৩৯ সাল তারিখ ২১ মার্ষ রোজ যুক্রবার—বেলা এক প্রহরের সময় ১০ক] [১০খ সেবক শ্রীমাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সেবক শ্রীহরচন্দ্র তাতির পুতি সাকিম বলহাটি শ্রীপরান সরকারে লেখা বাড়ি বসেই জে পড়িবেক সে সামুড়ে হইবেক— ১০খ]

১৪২ **মহাভারত (শল্যপর্ব), কাশীদাস** (১০৮৬), পত্র ৬ (১-৬), আকার ১৬" × ৫½" ।

[৬খ মহাভারথের কথা অমৃত বিনাস শ্রবোনে কলুস নাষ কহে কাসিদাষ ॥
ব্যাসবিরচিত গাথা অপুর্ব্ব ভারথ অসেষ প্রকার গ্রন্ত জাহার সর্ব্বত ।
বিরচিল কাসিদাষ পাচালির মতো এত দুরে সৈল্ল্যপর্ব্ব হৈল সমাপ্তঃ ॥

ইতি সন ১২৩৬ সাল তা ২৪ ফালগুন সনিবার সন্ধের সময়ঃ। লিখিত সয়অক্ষর শ্রীরামমোহন পাল সাং খরনেন…৬খ]

১৪৩ **সত্যপীরের পাঁচালী**, খোকনরাম দাস (১০৮৭), পত্র ১, খণ্ডিত, আকার ১৩" × ৪¾" ।

… … …ল বড় ।
কাটআর পির বন্দো বড় দআময় হামাম হুমা বাগ দেখ্যা লাগে ভঅ ।
জাজপুরের বন্দো…স… ·· সিন্নি দিলে বাঞ্চাপুর্ন্য হঅ ।
স্থন সর্ব্বজন মোর নিবেদন সত্যাপিরের পুজা কর হও একমন ।
পাইবে বনের ক… …রাম রহিম একলা চারি হয় ।
খোকনরাম দাস কহে পির অনুগতি জিহ্বাঅ আসিআ উরিলেন স্বরসতি ।
বিসমা… সমজিতে নারি বদন ভরিআ তবে বলহ হরি হরি ॥

কালিয়া দিওার সিরে মজা দিয়া পায় কত মায়া জান বাবা কাঁথা দিয়া গায় ।
মথুরা নগরে দিজ নাম বিষ্টু সর্ম্মা বড় সুখ পায় সেই জেমন সুদামা ।
শ্রী পুরুষে দুই জনে বড় দুখ পায় ·· ড়ে তবে তাহা খায় ।
জেই দিনে হয় ভিক্ষা সেই দিনে সুখ নতুবা উপাষ দেই পায় বড় দুখ ।
এইরূপেন ব্রাহ্মন করেন উপায অনলের সিক্ষ্যা জেন ছাড়এ নিস্বাস ।
ব্রাহ্মনি বলেন প্রভু বলি ত তোমারে জাবে নারি সহিবারে ।
এইমতে দুই জন করেন ভাবন একবার দআ কর প্রভু নারাঅন ।
… … ·· নারাঅন ব্রাহ্মনের পৃতি তবে দয়ালুল্য মন ।
গেলেন বিপ্রের বাড়ি…আ টাকরে পরসে তার সিয়রে বসিআ ।
শুন রে দিজের নাড়ি ক্যা বাত কহ মোরে সুআ [সের সি]ন্নি দিআ পুজা কর মোরে ।
দুখ দারিদ্র জত ঘুচাইব তোর সুয়া সের সিন্নি দিআ পুজা কর [মোর] ।

…ব পর লেকে তুমি কহ সমাচার   ঘুচাইতে চাহ তুমি এ দুখ আমার।
ফকির কহেন স্থন সত্যপির আমি   তোরে বর দিতে বাবা আইলাম আমি।
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন ব্রাহ্মন   কেমনে পুজিব আমি দেবতা জবন।
ফকির বলেন বাবা বাত কহ মোরে   একদিল হুআ তুমি পুজা কর মোরে।
ব্রাহ্মন কহেন পুজি দেব নারাঅনে   তাহারে পুজিলে বাস বৈ[কু]ণ্ট ভুবনে।
সাহেব কহেন বাবা…তোরে   তাহারে ভজিআ বাবা মরনে দুখে।
ব্রাহ্মন কহেন স্থন কপালের কথা…   লিখেছে বিধাতা।
ফকির বলেন বাবা পুজা কর মোরে   খুব করি ধন বাবা দিব জে [তোমারে]।
…   স্থন করি নিবেদন   কেমনে পুজিব আমি দেবতা জবন।
তোমারে পুজিব…   …

১৪৪ **মনসামঙ্গল,** ক্ষেমানন্দ (১০৮৯), পত্র ১১ (১-১১), আকার ১৪″×৫″।

[১১ক জে গায় জে গা[ওয়া]য় জে স্থনে ভক্তি করে   কখন সাপের ভয় না হয় তাহারে।
ইহকালে সুখে থাকে পরকালে সর্গ   মনসাচরন ভক্তি কর বন্ধুবর্গ।
জগতিমঙ্গল গিত ক্ষেমানন্দ গায়   এত দুরে মনসামঙ্গল গীত সায়॥
ইতি—সন ১২৬০ সাল—তাং—২০ চৌত্রি—ব্রহসপতিবার—১১ক]

১৪৫ **মহাভারত (ঐশিকপর্ব),** কাশীরাম দাস (১০৯১), পত্র ৫ (১-৫), আকার ১৬″×৫½″।

[৫খ শ্রীকাসিরাম দাষ কহে স্থনে পুন্নবান   ঔসিকপর্ব্বের কথা হৈল সমাধান॥
ইতি ওসিকপর্ব্ব সমাপ্ত লিক্ষতেঃ। সয়অক্ষর শ্রীরামমোহন পাল সাং খরনেন গঞ্জ সন ১২৩৬ সাল—তাং—১৪ ফালগুন বুধবার এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে জথা দিষ্টং তথা লিখিতঃ লিক্ষক দোষ নাস্তিঃ—৫খ]

১৪৬ **গোবিন্দমঙ্গল, পদাবলী,** দ্বিজ কবিচন্দ্র, বিশ্বম্ভর, শিবরাম (১০৯৫), পত্র ১০ (২-১১), আকার ১১″×৪″।

[১১খ ব্যাসের আদেশে দিজ কবিচন্দ্র গায়   হরি হরি বল ভাই পালা হইল সায়॥
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখোককো দোস নাস্তিঃ॥ ভিমস্য রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ ইতি সন ১২২৭ সাল। ১২ মাঘ। রোজ মঙ্গলবার। এই পাট পাট লইবে শ্রীতিনকড়ি রায় সবংস পতিতো রাজাসুর্খ পুত্রক পণ্ডিতঃ অধোমেন ধনং প্রাপ্তি ত্রিন বৎসর তেজৎ॥ লক্ষা দগধ বোনং ভগনং লাঙ্গ তাম্বুদধিঃ জং কৃত যাস্তু…। ১১খ]

[২গ, ঘ /৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।—
গৌর আসিবে গ নদেপুরে : আরবার
তপতকাঞ্চ[ন] রূ[চ]র চৌর   নদিয়া নগরে আসিবে গৌর
তার ভুরুর কামান নয়ান সারে   জেন যুবতিজৌবন লুটিবার তরে : আরবার
আর যুবতি বলে যুন গ মাই   ও চৌর ছিল গ কোন ঠাঞি।
নয়ান পহরি দিয়ে থানা   জেন যুবতিজৌবন না দেয় হানা : আরবার।
জদি [চি]তচৌরে মহলে জায়   ভুজলতা দিয়ে বান্ধিব তায়
তারে হিয়ে কারাগারে রাখিয় ফেলি   ঠাকুর বিশ্বম্ভর বলে বোলিব ভালি আরবার॥

[৮গ শ্রীযুৎ রামকান্ত পণ্ডিত, সন ১২২৮ সাল।

[১০গ, ঘ ৭শ্রীশ্রীদুর্গাঃ।—
যুন এক দিবসের কথা
অতি বড় উসকালে   মুঞি গেল্যম জমুনার জলে   নাগর ডাড়ায় ছিলেন তথা।
কালা জানে কতো ছলা   লইয়ে চন্দনমালা   দাড়াই থাকে পাসে
আমার গম[ন] দেখি   পুলকিত দুটি আখি   রসের আবেসে কতো হাসে।
নিকটে আসিএ বলে   পরাই চন্দ[ন]মালে   যুনে মরি মুখে নাহি বোলে
কী খ্যনে জমুনা গেলে[ম]   ঘরে এসে হেসে মলেম   জমুনার ঘাটে মাগে কোল।
কালা বড় দুরসয়   কাহারে না করে ভয়   গহনকানোন থাকে একা।
সিবরাম দাসে বলে   না জায় জমুনার জলে   লহলি জৌবনে দিবি দাগা॥

আ গ সই যুন পরান সে ভালর   এঞেটি নন্দের ঘরে বালা
জাতি কুল নিল সাম   দিয়ে ফুলেরে মালা।
সামের হটে য়ন্য ঘাটে জাই য়ন্য স্থানে সেতা জায়ে মুরারি বাজায় কেমন করে জানে।
কি করিব   কোথা জাব   কি বুদ্ধি করিব   সেই সাম নাগরের লাগে গো জলে পসিব।
সেথা গেলে দারুন বিধি অদি[ক] দুখে রাখে মোরে
না জানি সামের মোন সেতা জাত্য পারে।
সিবরাম দাসে বলে না কর ভাবনা   জাতি কুল দিয়ে জাত ভজ সেই জোনা॥

১৪৭ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, নরোত্তম দাস (১০৯৭), পত্র ১৪ (১-১৪), প্রথম পত্র চিত্রিত, আকার ৮½"×৩½"।

[১৪খ শ্রীলোকনাথ প্রভু পাদপদ্ম করি আস প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরত্তম দাষ ॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সংপুন্ন।—তাং—২৯ ফাগুন।—রোজ সমবার।—লিখিতং শ্রীপ্রেমদাষ বৈরাগি সাং সাতঘরা লিক্ষ[তে]···গ্রহস্ত শ্রীসোনাতন দাষের সাং সাতঘরা। ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সংপুন্ন ১৪খ]

১৪৮ গঙ্গাবন্দনা, দ্বিজ নিধিরাম (১০৯৮), পত্র ১ (২), আকার ১৩"×৫"।

[২খ ভনে দিজ নিধিরাম পুরাহ মোনের কাম এই নিবেদন তুয়া পায়
জেন মরনসময় আসি তোমার সলিলে বসি শ্রীরাম লইতে প্রান জায়॥

এ ইতি গঙ্গার বন্দোনা সমাপ্ত : জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখিতং দোষ নাস্তিকঃ। সমাপ্ত ১৮ আঠারাই অগ্রান বুকুল পক্ষ্য রবীবার ত্রিতিএ বেলা আটার সময় সাঙ্গ এই পুস্তক লিক্তে শ্রীবিশ্যনাথ পণ্ডিতঃ মৌজে সাকিম কাষুন্দে বোরো পরগনে : সন ১২৩৩ সাল : এই পুস্তক সমাপ্ত : ঠাকুর তিলক পণ্ডিতের পৌইতুর তার পোইতুর শ্রীরামকান্ত পণ্ডিতের ২খ]

১৪৯ বাঙ্গালা মন্ত্র, (১০৯৯), পত্র ৭ (২, ৪, ৬, ৭, ১১, খণ্ডিত ২), আকার ৯½"×৩½"।

[২খ ঔং চিয়ো চিয়ো বসন্ত ঘুমে দেচো মন বাছা ব্রহ্মা বিষ্ট মহেসসর ডাকে তিন জোন
ব্রহ্মার বচনে বসন্ত ছাড় ব্রহ্মজাল বিষ্টর সরনে বসন্ত আমকোর অংগে নাহি আর॥
অজাত কুজাত বসন্ত জম্মেচো আমকোর গায়॥
সভাব ছাড় রে বসন্ত এই ফুয়ে ছাড় ঘা বাত জরাস্থর সরনে মা গো ডাক ছাড়ে।
য়ো মা সিতলাসরনে বসন্ত সিতল হয়ে ছাড়ে॥
খোসা বসন্ত খিসি বসন্ত কাম ভেলিকি পিটের বসন্ত জে পিতে আমকোর— ২খ]

[৪খ ত্রতিস কটী দেবগনে মথন লে মথন তোমার মথোনে হলো আমাররো জনম।
আগ্ৰ্গে কর মহাপ্রভু করিবে কোমল
এ বোল সুনিয়ে দেবির হইলো হাস ব্রহ্মাছিষ্টী প্রভু করিলে সর্ব্বনাস।
ব্রহ্মঅস্ত্রর বান মারিলো ভবানি অস্ট বান এনে দিল দেব সুলপানি।
সেই অস্ট বানে আমকোর অগ্ৰ্গের জর জাড়ি মাথাবেতা ঘাত অবঘাত টান টঙ্কার
কৈকবরি সিতোলি ষান্নিপাত।— ৪খ]

[*৫খ ...াস লক্ষণ মরো তোরে কেটে করি খানি খানি

সরন করি তো বাছা বেম্মার জননি।

পার্ব্বতি বলেন বাধ বলি তোর তরে বিধী বিষ্টী সম্বর পালাই মর ভরে।

জাই জাই উবে বাদ ছাড়িয়ে জায়ি হেতা মা সিতোলা সরনে বাদ সিতোল হয় হেতা।

চার দিগে চার কাল বেকাল বম্মাকপালি আদকপালি।

সিরস্থল সানিপাত। মাথাবিছু বিছু সানিপাত। চকেতে চোকস্থল নাকেতে নাস্।

কানেতে কানগড়ে দাতে দন্তস্থল : গলায় কণ্টকি হাতে হাতবাড়ি : বুকেতে বুকস্থল

পেটেতে রাজগাড় : উরুতে উরুস্তম্ভ পায়েতে কাটগোয়ালি : সে বাতসির— *৫খ]

[৬খ কোন কোন বাদ। য়োরা চোরা ঝনঝনে কনকনে সহস্তে কাটি

পোক মাকোড়ি আমকোর অগ্‌গের গাট মুট ছেড়ে সিগীর জা ভাটি॥

বম্মানালি লংকা থেকে য়েলো হাড়িঝি হাতে করে নিলে খেয়ানড়ি

আমকোর য়গের চৈউসটি সন্নিপাত পালায়ে গুড়ি গুড়ি

কোন কোন সানিপাত লংকার নড়ি

হোতা কোতা উত পাগলি জল খেলায় ফেলে সোলোখানা করি

পাগুলে ফেলে তোরে আঠারখানা করি

শ্রীশ্রীনালি কাটি ভোলা ছাতি শ্রীরাম ঠাকুরে পা জাতি ত্রদস সান্নিপাত তুই জা

সন্ত পাতাল তোরে তুই উকার রাম সিতে সিগ্‌গির ছাড়—

[৭খ স্থমুদুরের মাজে সিংউল গায়া চটি

বসেচে হনুমান পাক নাড়া আমকোর অগ্‌গের চৈউসটি।

সান্নিপাত পড়ে গেলো সাড়া সে কোন কোন সান্নিপাত

কালা সান্নিপাত নিলে সান্নিপাত হাড়ের হাড়জালি মাতার বালাই

আমকোর অঙ্গের চুল ডাক মুল ডাক গলার কণ্টক হাড়ের আদি

এ দস পাগিলি মামা রুগি কালা হারিঝিরি

সান্নিপাত তৈই জায় সদো পাতাল তোরে হুংকার রাম সিতের আগ্‌গে সিগীর ছাড়

[...বাকা বস্নত চোকা বস্নত নাড়া বাতুরে বস্নত

হালে বস্নত তেলে বস্নত ধনুকখানি চোর নলে আদ গড়ে পিতুসে খণ্ড ধেনে

তেতিস কটি দেবগন বসেছেন ধেনে

আমকোর সরনে গেল মুড়ু ভুবনে

আমকোর হোটার বন্নত খোটার বন্নত হাড়েড় বন্নত নাড়িড় বন্নত
বন্নত বন্নত লহলা বন্নত আমকোর অগের গাঁট মুট ছেড়ে সিগির জা ভাটি।—

[১১খ সহদেব জায় লম্পপে লম্পপে মৈয়ো ধরবার আসে
মৈয়ো নেইকো ঘর
আমকোর অগ্‌গের মৈয়ো গেলো সাত লখক পার
কার আগ্‌গে—কুমার সহদেবের আগ্‌গে সিগ্‌গীর ছাড়—

১৫০ **ধর্মমঙ্গল (সুরিক্ষার পালা)**, অজ্ঞাত (১১০২) পত্র ১ (১৮), আকার ১০"×৩½"।

শ্রীরাম—
[১৮ক লাউসেন বলে সুন সোরোক্ষা সুন্দরি   এত দুর সাজ হইল য়ধমে চাতুরি ।৪।
বারি হয়্যা দেখ বেলা এই সাত ঘটী   গৌড় জাব দুই ভাই ডাণ্ডুকা দেহ কাটী।
সোরোক্ষা বলেন আমি দুখ্‌কপাল ঠেটা   জাতি লইয়া পাছু থাক কুলিনি বেটা।
ধাউড়ের কথা কয়্যা চল গৌড় শহর   নহে বন্দি দুই ভাই এ বার বৎসর।
নিরান্তর ফুলে বাগানে কর পাইটী   ঘরে আর বাহিরে কর্পূর দেইব লাটী।
সন্ধ্যাকালে জল দিবে বিস্তাসয় ভার   দিবসে রাখিবে গন্ধ দিলাঙ অধিকার।
[১৮খ প্রতি সকালে ছো দিবে পাটসালে   ঝড়ে পাছে খেড় উড়ে বড় দেহ চালে।
মায়া করি সেই[খা]নে দেব নিরাঞ্জন   হনুমান উদয় দিয়া দিল দরসন।
বির বলে ঠাকুর সমস্যা বল্যা দেও   নহে দুখর্থ লাউসেন কর্পূর সঙ্গে নেও।
ঠাকুর বলেন স্থন বির সর্ত্ত বানি   কেমন ধাউড়ের কথা আমি নাইক জানি।
তুমি সখা সর্ব্বকাল হনুমন বির   ইহা জিজ্ঞাসিতে চল সিবের মোন্দির ৪॥
এত বুনি হনুমান হইল বিদায়   এক লম্পে উত্তরীল সিবের আলয়।
দেখিল সংঙ্কর আছে রত্নসিংহাসনে   ধুথুরার ফুল সোভা করে দুই কানে। ১৮খ]

১৫১ **গান**, অজ্ঞাত (১১০৬) পত্র ১, আকার ১১½"×৪"।

শ্রীচৈইন্নচাদ ধর্ম্ম অবর্তির্ন কলিতে   ব্রহ্মার বাঞ্ছিত হরি নামাম্রিত বিলাইতে।
আচার্জের হুহুঙ্কারে   পাসাণ্ড পালায় দুরে
এ সংসারে প্রেম সংসারে নিতাই অপহলে তোরে।
এমন দয়াল কে আর আছে   ধর বলে প্রেম জাচে   সবাকার কলি হরিনাম দিতেচে

কোথা হে ওহে হরি এইবার এইবার   ভজনহিন কাংঙ্গালে ডাকে এইবার এইবার।
তোমাএ দয়া করে এইবার এইবার ॥

ওহে মোধুষুদন বিপদ ভঞ্জন কর নারান
ডাকী তমায় কাতর হএ   রক্ষে কর শদয় হোএ   ভএতে কোঙ্‌পিতদেহ দেখীএ সমন।
দুরন্ত কোলির আভা মহামাআ তায়   ভক্তিপথ হলেম হত ভুলালে আমায়।
কীত্ত নামের গুন আছে হে জানা   দয়াময় হে নিরবধী জপে জদি বিপদ থাকে না।
এই ভবঘরে ফেলিস্তারে ডাকিব কারে   কে আছে আর ডাকিব কারে।
হীরন্যকোস্যপের সন্তান পহল্‌াদের বাড়ালে সনমান
অগ্নিকুণ্ডে রেখে কৈলে কোরিএ সাধন।
জেমন দোউত বলে পাণ্ডুর নন্দ্রন   রোক্ষে কৈলে সাকের কনা কোরিএ ভক্ষণ।
জয়দ্রতবদেধের কালে   মুদসনে আজ্ঞা দিলে   ওঁজ্জুনেরে রোক্ষে কৈলে ঢাকীএ তপণ ॥

১৫২ **মনসামঙ্গলাদির পাতড়া,** ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসাদি (১১০৯), পত্র ১২ (১-১২), আকার ১০″ × ৩⅞″।

(ক) [৪ক, খ বন্দ পঞ্চ জন   জে জার বাহন   করজোড়ে মাগি বর
হংস পদ্মাসন   গরূড়ে নারায়[ণ]   বৃসে বন্দিনু জটাধর।
সংঙ্খচক্রগদাধারি   খগেন্দ্রে বন্দিনু হরি   চতুর্ভুজ বনমালা গলে
দণ্ড কমুণ্ডল করে   বন্দিলাম বিধেতারে   শৃষ্টি হয়ে মজে জার বোলে।
বন্দ দেব শিব চন্দ্রচুড়া   মুল শিঙ্গা বৃসংরূঢ়ং   অস্তিমালা বিভূতিভূসনং
মউ[র] মুশক পিষ্টে   সংস্করের সনিকটে   বন্দিলাম গোহ গজানন।
বন্দিলাঙম দিবশনাথে   অরূনশা[র]থি সাথে   অঙ্গে জাহার লোহিত চন্দন
পঞ্চদেবতা পাঅ   কেতকাদাশেতে [গাঅ]   আসোরে হয় সুপ্রসন্ন ॥

॥ সিন্ধুড়া রাগ ॥

প্রথমে বন্দিনু গুরূ ধর্ম্ম নিরঞ্জন   জলাসনে জজ্ঞ্যপতি লক্ষি নারায়ন।
হংসে ব্রহ্মা বন্দিলাঙ গরূড়ে গবিন্দ   বৃসে বন্দো সসিচুড়া ঐরাবতে ইন্দ্র।
হিমরাজ বন্দিলঙ উত্তরে বসতি   ভানু ভাস্করে আমি করিনু প্রনতি।
আরূড়ের বৈর্দ্ধ্যনাথে কর জোড়হাথ   দক্ষিন জলধিকুলে জয় জগন্নাথ।
সুভদ্রা বলাই সঙ্গে জলধির কুলে   জার পুরি আমদিত হইল দনার্ফুলে।
শ্রীরাম লক্ষ্মন বন্দো অজোর্ধ্যা সমাজ   ভরথ সক্রুঘ্নন বন্দো দসরথরাজ।

অষ্ট কুলাচল বন্দো প্রভাতের ভানু   বৃন্দাবন সহিত বন্দিনু রাধা কানু।
সোল স গোপিনি সংঙ্গে প্রভু শ্যমরায়   [৫ক, খ কদম্ব হেলান দিআ মুরারি বাজান।
নদিআর চাঁদ বন্দো সচির নন্দন   হরিনাম [দি]আ কৈল জিবের উর্দ্ধান।
ঢেকিয়ে নারদ বন্দো চুলাএ হুতাসন   কুরনবাহনে বন্দো দেব[তা] পবন।
বাউ বরুণ বন্দো গুয়ে ক্ষেত্রপাল   গগন পবন বন্দো নন্দি মাখাল।
চন্দ্র সুর্য্য বন্দিলাঙ আর তারাগন   ডাখিনি জোগিনির পায় লইনু সোরন।
কুবুদ্ধি হইআ জে জন আমারে করে ঘা   হাথে তালে দংঙেস তারে দেবি গ মনসা।
রাত্রে বন্দিআ গাব রাত্রি কপালিনি   উনকুটি ভৈরবি বন্দো চৌসষ্টি জোগিনি।
মকরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগিরথি   হৃদয় কালিকা বন্দো জুর্ভায় সরস্বতি।
একমনে [বন্দি]লাঙ বনের কল্পতরু   হরিনাম দিআ হইল জগতের গুরু।
একে একে বন্দিলাঙ [জত দেবগণ]   হাসনহাটিতে বন্দো দেবি জটিলার চরন।
নেহালির পাতা বন্দো নেতের···   ···   ···   ।
[ত্র]ভুবোনে সার মাথা বন্দো ভগবতি   জন্মে´ জন্মে´ তুয়া পায় রহুক ভকতি।
রঙ্গে গিত সুন মন দেহ মোর নাটে   প্রতক্ষ বাসুলি বন্দো রাজবল্লবহাটে।
অমরপুর বন্দিলাঙ তোমা[র] জর্ম্ম´স্থান   মৌলায়ে বন্দিলাঙ জথা করহ বিশ্রাম।
বন্দোনা বন্দিতে ভাই ন করিহ হেলা   বালিডাঙ্গায়ে বন্দিনু দেবি সর্ব্বমঙ্গলা।
দক্ষিনদুয়ারি ঘর বামে সরবর   ডাহিনেতে মালাকার সমুখে দামোদর।
দসঘরা বিশালক্ষি দশ য়বতার   তোমার চরনে মাতা আমার পরিহার।
বারাসতের বিনদিনির বন্দিনু চরণ   মহেস্বরি সর্ব্বজয়া হইয় সুপ্রসন্ন।
জক দেবোতা বন্দো একমন করি   শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দো জয় গড়েশ্বরি।
অপরাধ ক্ষেমা কর ভবের ভবানি   বালিআয় বন্দিনু জয় সিংহবাহিনি।
কালিঘাটের কালী বন্দো বেতড়ে বেতাই   পুরসের ঘেটু বন্দো আমতার মেলাই।
হিজলির কালুরায়ের বন্দিনু একচিত   জার নাম সুনিলে পষু জায় একভিত।
একে একে বন্দিলাঙ জতেক রঙ্কিনি   সিয়াখালায় বন্দিলাঙ উত্তরবাহিনি।
বরাহনগরের বিনোদিনি বন্দিনু চরন   [৬ক, খ সির্দ্ধেশ্বরি সর্ব্বজয়া হও সুপ্রসন্ন´।
দাত্নপুরে বিসালক্ষি বন্দো গলে মুণ্ডমালা   সানিহাটে বন্দো রক্তবিমোলা।
খিরগ্রামের জোগাধ্যয় বন্দিনু একভাবে   কামরূপের চণ্ডি অপরাধ নাঞি লবে।
জয় জয়কারে বন্দো জয় বিশহরি   সএলা পাতাইয়া নাম কমলাসুন্দরি।
সরসিজা সোশসিজা বিপিনবাহিনি   নমো নমো বন্দো মাতা পুজ্যা জননি।
রাগ সঙ্ক´ তাল মান কিছুই না জানি   প্রধান সরূপে গাও ইসাননন্দিনি।
বন্দোনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির   পাড়ুআয় বন্দিআ গাব সুভি খাঁ পির।

সাত সএ আউল্য বন্দো মস্তকের পাগে   কবিত্রের ভাল মন্দ তুআ পায় লাগে।
সাহা আনাকুলি বন্দো বাবুর মকাম   [ঘো]ড়া সইয়দ বন্দো আর গুনধাম।
রাসিচক্র বন্দোলাঙ নবগ্রহগন   সাখিনি সারিনি পক্ষ জুতি সংসারন।
বন্দোনা বন্দিতে জেবা এড়াইয়া জায়   অসেশ প্রনাম করি সেই দেবের পায়।
জন্মদাতা জনক জননি খো[লা]ভাই   একভাবে বন্দিনু আপন জেষ্ট ভাই।
উর দেবি বিসহরি নাএক আসরে   অবলা তনয় তিই স্বরঙন করে।
ক্ষেমানন্দ বিরচিল ভাবিআ ইশ্বরি   বন্দোনা হইল সাঙ্গ বল হরি হরি॥

(খ) ৭শ্রী ৭শ্রীশ্রীদুর্গা ৭শ্রীশ্রীদুর্গা
[সন ১২২০]*

জমা সোলো টাক—

৪ চারিখান সাড়ি—	৩।৶
২ রাঙ্গা ধুতি দুই জোড়া—	১৸৵
৩ রাঙ্গা ধুতি তিনখানা—	২॥৵
একখানা সাড়ি—	৸৴
২ জোড়া সাদা ধুতি—	২৸৴
২ রাঙ্গা ধুতি দুই জোড়া—	২॥৴
২ দুইখান সাড়ি—	১॥৶
	১৫৸৴

খরচ পোনর টাকা তের য়ান—১৫৸৴

সাদিন তিন য়ানা— ৶

জমা—

৪ এক সাতা ঠেটি—	৩॥
২ দুই জোড়া ধুতী—	১৸৴
৩ তিনখান ঠেটি—	২/০
	৬।৵

বিক্রী চারিখান ঠেটি—	৩৸৵
দুই জোড়া ধুতি—	২
তিনখান ঠেটি—	২।/১৫
	৭৶/১৫

বিক্র দুইখান ঠেটি—		১৸৵/১৫
মটা ঠেটি—		৸
মটা বিক্রী একখান—		৸৵
য়ার একখান—		৸৴
	১॥৶	২॥৵/১৫

৭ শ্রীশ্রীদুর্গা
[সন ১২২০]

বিক্রি—

দুই জোড়া রাঙ্গাপাড়্য ধুতি—	২৸৵
এক জোড়া বার হাত—	১/০
একখান সাড়ি—	১/০
একাখান সাড়ি—	১
এক জোড়া ধুতি সাদা—	১॥৶
শ্রীক্রিষ্ণমহন এক গজি সাড়ি—	॥৴
পোনর সিকা—	৩৸
শ্রীকৃষ্ণমহন মিত্রি—	২॥৵/১৫

স্রবণ বাকি সাড়ি দস য়ানা— ॥৵/১৫
১২

একখান আট হাতি—	॥৶
একখান ছয়হাতি—	।৶
	৭॥৴

পাইঘাটি ঠাকুরানে
বাকি— ৸৴

অসিল তের আনা—		৸৴
দেনা তিন য়ানা—		৶
য়সিল—	৪৸৵	৪।৴
		১১৶

১৫৩ **মহাভারত (মুষল পর্ব), কাশীরাম দাস (১১১৩), পত্র ১ (১২),** আকার ১৩"×৪½"।

[১২খ বিষঅপাণ্ডব কথা অম্রিতলহরি কাহা শকতি তাহা বর্ন্তিবারে পারি।
কিছুমাত্র কহি আমি রচিআ পয়আর অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত এতৰ্দ্ধি মোশলপব্ব হইল শমাপস্ত॥

পঠনাথে শ্রীভোলানাথ শীই মাহাপাত্র্য। সাঃ ভেদা পরগনে শীমীলাপাল তরফ ধুলাপুর॥ লিখিতং শ্রীরামধন দাস পরগনে রাইপুর সাঃ সীতারামপুর॥ বেলা দুই প্রহর শমাপস্তং। ইতি সণ ১২৬৯ সাল তারিখ ১৩ ফাগুন— ১২খ]

১৫৪ **মহাভারত (সৌপ্তিকপর্ব), কাশীদাস (১১১৪), পত্র ৮ (১,৩-৯),** আকার ১৩"×৪½"।

[৯ক ভারথের সৈইতিকপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন ইহার পর মুসলপর্ব্ব হইবে আরম্ভন।
পআরপবন্ধে কাসিদাস বিরচিল॥

[৯গ ইতি সৈইতিক পর্ব্ব সংপূন্ন॥ লিখিতং শ্রীহরিহর সিংহ মহাপাত্র। সাঃ ভেদুআ পরগনে সিমলাপাল তরফ ধুল্যাপুর. পঠনাতে শ্রীরঘুনাথ মাহিন্তি সাং তরুপুর পরগনে ঐ ৯খ]

১৫৫ ***অশ্লীল সঙ্গীতাদি (*খেউর), *ভারতচন্দ্র (১১১৭), পত্র ১ (১৮ গ, ঘ),** আকার ১১¾"×৩¾"।

জেমন রাজসাপের দুই মুখে আহার তেম্নি কাণ্ড য়ে তো ॥২॥…
কবি ভারথচন্দ্রে কয় তেম্নি কাণ্ড য়েই শালিদের দেখ মোহাশয়।
জেমন ফোরা বাঁসে ভর্ল্লে রসি দুই দিগে নিগ্রতো ॥৩॥…
তার কপালের নিম্নঅ গর্ব্ভে জন্মে বুকরছানা পোন্দে প্রসব হয়।
কবি ভারথ বলে তেম্নি কাণ্ড ঘটালো য়ের কপালে ॥৩॥

১৫৬ **শিবরামের যুদ্ধ, দ্বিজ শ্রীযুত লক্ষ্মণ (১১২৭), পত্র ১০ (১-৬, ?, ৯-১১),** শেষপত্র চিত্রিত, আকার ১২½"×৪¾", ১৫"×৫"।

ভনিতা ও পুষ্পিকা,
[১১ক হমুর হইল মনে রামের স্বশুরনে বসিস্টমত [ভনে] দ্বিজ শ্রীযুত লক্ষনে॥

ইতি সিবরামের যুর্দ্ধ সমাপ্ত—জথা দিস্টং তথা লিখীতং লিখো দশ নস্তি কিং ইতি॥ লিখিত শ্রীরামধন

সরকার শাঃ বাযুত্তা পরগনে বগড়ী পটনাথে শ্রীমোদুবুদন গোস্বামী সাঃ চেম্য পরগণে ঐ সন ১২৫০ সাল তা—৩ কার্ত্তী রোজ বৃহস্পতিবার বেলা এক পহরের অন্তে সমাপ্ত হইল ইতি—১১ক]

১৫৭ **মদনমোহনবন্দনা**, গান, অজ্ঞাত, অম্বিকাদাস, শ্রীকবি শঙ্কর (১১৪৮), পত্র ১, আকার ১১$\frac{3}{8}$" × ৪$\frac{5}{8}$"।

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

কৃপা কর মহাপ্রভু লোইলেও স্মরণ একবার কীপা [কর] মোদনমোহোন।
পুর্ব্বে ছিলেন মোদনমহোন ব্রাহ্ম নের ঘরে মলবংসে ক্লিপা কোরি আল্যা বিষ্ণুপুরে।
বিষ্ণুপুর গ্রারামখানি গোর্পর্ত্ত বিন্দাবন তাহাতে বিরাজ করেন মদনমোহোন।
রোগুনাথ সিংহ মাহারাজা মনে বড় থির চৌদিগ বেড়িঞা দিল ইটার পাঁচির।
রগুনাথ সিংহ মহারাজা তারে কহিল সপনে নআঁন ভোরিঞা রাজা দে[ব] বিলোচোনে।
দিজে ছাড়ি আলেও দআ কোরিতে তুমারে সদয় হঞিঞা সেবা কোরিবে আমারে।
মদনমহন লালজিও কালা বাঁকারাএ দেঘোর্য্যা ব্রাহ্মণ তাএ চামর ডুলাএ।
নিসাভোগ রাতে রাজা দেখিল সপ্ন তরাতোরি তুল্যা দিলহ বরতনু।
দক্ষিনদিগে তুল্যা দিল অটালিকার মেলা বাদিল তাএজি বনমোছব বৌষ্টমের খেলা।
দেস বি[দে]সের লোক আসে বিষ্ণুপুরে জঅধনি জাত্রা মোছ্র্ব যুনিবারে।
ধলভূঞা কালাচান্দ বন্দিব সাবধানে লোর্থ লোর্থ দণ্ডবত তাহার চরণে।
রাম লর্থন সিতা বন্দিব সাগরে কৃষ্ণ বলরাম বন্দিবুঁ জোসদার ঘ[রে]।
ভক্তি কর্য্যা বঁন্দিব ব[গ]ড়ির কৃষ্ণরায় যবনিতে পুজ্জ যাঞা পড়ে গাএ।
গয়ার গদাধর বন্দু পরাগে মাধব ত্রিস কোট দেবতা বঁন্দু গোকুলের জাদপ।
প্রনম কোরিঞ সদা বন্ধু জগননাথে পুনরজনম নাই তার জেবা জায় রথে।
ছাতন্যার বাসিলি বঁন্দি সার্বধানে লোর্থ লোর্থ দণ্ডবত তাহা[র] চরনে।
আসিন মাসের পুজা কি বোলিতে জানি
মা গো যার দু[খ] সহনে না জাএ গোবিন্দ বিনি ॥

অম্বিকাদাসিতে কঅ নিবেদিব কত বিকাইলেও রাজা পাএ জনমের মত ॥

লেগ্যার দক্ষিন দিগে পান্ন্যাএ বসতি শ্রীকাবি সংকরে গাএ ভাবি বন্ধাবতি ॥

১৫৮ পদাবলী; নয়ান, অজ্ঞাত, পীতাম্বর (১১৪৯), পত্র ১, অসমাপ্ত, আকার ১৩½" × ৫"।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ স্মরণং সদা ॥
বোনের কাছে ঘর হল্য   কোকিলরবে প্রাণ গেল।
একবার কোকিল প্রাণে বধ্যে গেল   আরবার কেনে ভ্রমর আল্য।
জা রে ভ্রমর পিয়ার কাছে   তার চুড়ার ফুলে কত মধু আছে।
আন কি হে ভরোসা তাঁহি তাকো পাস   আর কুবুজা নেহ বাড়া আহা মণু এ উদাস
আমি একার্কিনি মন্দীরে বসি   কত গোঙইব নিসি দীসি।
প্রাণনাথ হয়্যাছি হারা   রএেছি অনাথিনির পারা।
পিতম বিণে শুখ নাহি   তুখমে গেও রে স্বরির
পাপি নঅণ মুগদ নাহি হে   ভরি ভরি আওত নির।
আমার সকল অঙ্গ শুখাইল্য   নয়ানজল মোর কাল হল্য।
নয়ান কান্দ্যে মল্যে কি হবে   বংশীধারির দেখা পাবে॥

পিয়ার সঙ্গে কেনে নাঞী গেলি   কি শুক খাত্যে আমার দেহে রইলি।
প্যারে জব জমুনা পারি গেও তরসি নগর উদাস
বিরহানলমে প্রান পুড়ে ঝুঠি প্রেমকি আস।
পিয়া যেমন প্রেমে ফেল্যা গেল   বাঁচিতে সংসয় হল্য।
জখন রইতাম পিয়ার কোরে   নিন্দে আস্তা আঁখির ঘেরে।
পিআ আমার ছাড়্যে গেছে   নিন্দ আস্য নাই আমার কাছে।
তোমরা না পোড়য়্য না ভাসায়্য জলে   মরিলে তুলি রাখ তমালের ডালে।
তুল্যে রাখ্য তমালের ডালে   পিআ আইল্যে দিয় কোলে।
ইহে তুতি সুঘড় হেঁ মেরে বাত শুনি লে
প্রাননাথকে কারণ প্রাণ ছোড়ঙ্গে ছামনে আগি ধরি দে।
আমার বিরহে প্রাণ হল্য তিতা   সাজাইয়া দে গো চিতা ॥১॥

পীতম বিনে শুখ নাহি তুখমে গেও কাল
জেসেঁ কামারকো সাল বহে তেসিঁ হো গেহ হাল।
জেমন বয় কামারের সাল   তেমতি আমার হাল ॥২॥

কয় নিঠুরের কাছে   চাতকিনির পারা চায় পথপানে চায়া আছে।
বল্যা নিঠুরের আগে   জাহারে জে জণ না দেখিলে মরে   সে রথ কাহারে লাগে।
অহো বিধ্যাতা তোয় আমায় সম্বন্ধ বিচুর
তুঞি অকুরমুক্তি ধরি   কৃষ্ণ নিলি চুরি করি   তোর বাড়া নাহিক নিঠুর ॥৩॥
জদি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি   রাখ্য তারে জত্ন করি।
কৃষ্ণ আমার প্রেমাধিন   তারে কলি উদাসিন।
হায় বিধি কী করিলি   কৃষ্ণধোনে হর‍্যা নিলি।
আমা ভাবে তনু হইল্য খিন   আর বাঁচিব কত দিন।
রাইকে বচন সুনিকে তুতি পলখ জমুনা ভেই পার
মথুরা জাই পোহুঁছ রাহা বিচমে মিলি গেও নন্দকুমার ॥১॥

হেদে হে কঠিন চিত   তোর প্রেমে কি এমনি রিত।
কইয়া জাব ঘরে ঘরে   কেউ জেন প্রে[ম] নাহি করে।
বল্যে জাব সভার কাছে   নারি বধ্যে হেথা বস্যা আছে।
জদি কুবুজির দেখা পাই   তোর গুনের কথা কিছু কইআ জাই।
তব কুবুজারে নাথি   অব হো যে পাটরানি
কুবুজাস্তেঁ নেহ বাড়াই   রাই হোয়ে অনাথিনি ॥৪॥
কুবুঞা তোমার পাটরানি   রাই হল্য আমার অনাথিনি।
কুবুজা তোমার অনুরাগি   আমরা কি তোর মনে লাগি।
কুবুজা তোমার বস্তে বামে   সহা জায় কি তুতির প্রানে।
একা কুঞ্জে রাই পড়ি আছে   কেউ নাই তার কাছে।
তার মরণদসা তোর কাছে কইলাম   মাঝে থাক্যে খালাস হলাম।
দ্বারে তুরি ভেরি বাজে   তায় কি ব্রজভূম সাজে।
চামরু চামরু নগরে পরবেসই মদনধনু ॥১॥
তুমি জেমণ তৃভঙ্গ   তৃভঙ্গ পাআছে সঙ্গ।
[জায়] আস মথুরা বিচমে ধায়   ভেয় পাছান স কোই।
হাঁর ঋষ পিতাম্বর গলমে দেকে   চরণ পাকোড় কোই।...

নন্দ তোমারে হইআ হারা   বেড়াইছে জেন খেপার পারা।
রানি জায় জমুনার তিরে   রাম কৃষ্ণ বল্যা ডাকে উর্দ্ধসরে।

একদিন শ্রীদাম স্থবল ধেন্থ লয়্যা জায় রানির ছুআর দিয়্যা।
তারে দিয়্যা থির নুনি গতাইআ দেয় ধেনূ গুনী।
সেই জে ধবলি গাই তার উঠিবার সক্কতি নাই।
কেউ [উ]ঠায় জদি পুচ্ছে ধরি অমনি পড়ে অঙ্গ আছাড়ি।
সেথা জদি রইতে নার নইলে আরবার আস্ত
বিরহিনি বুকে করি থাকিব অনাথিনি পারা ॥১॥

১৫৯ **মহাপ্রভুমঙ্গল,** গোষ্ঠদাস (১১৫০), পত্র ১২, আধুনিক কাগজের খাতায় প্রতিলিপি, আকার ৭½"×৬¼", ১৩½"×৮¼"।

নমুনা, দিগ্‌বন্দনা,

আসরে সবার আগে বন্দিলাম চারি ভাগে চারি যুগের জত দ্বিকপাল
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা তেত্রিশ কোটি দেব জারা কৈলাসের প্রভু মহাকাল।
গোলকে গোলকপতি কালিঘাটে মহাসতি জত সব দেবদেবীগন
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি পিতামোহ প্রজাপতি আর জত জাহার বাহন।
বন্দি জত গ্রামদেবী শীতলা শীতল সেবি বুইনানে জাহার নিবাস
বন্দিলাম বুড়াধর্ম্ম বোঝে কে তাঁহার মর্ম্ম ঠকাবংশে জাহার প্রকাস।
সিংহবাহিনী দেবি বন্দ অক্ষয় জাহার কন্দ মূর্জাপুরে জাহার বসতি
শ্রীকবিকঙ্কণে রুপা মহামাআ নিদ্রারূপা ত্রভুবনে হইল খেয়াতি।
বন্দি মা গো বুড়াকালি ক্ষেত্রমাঝে মাঠের কালি ন্যাড়াকালি আর রাধাকান্ত
বন্দি বাবা দক্ষিণেশ্বর ব্যাঘ্রবাহন হর গাজনে জাহার মন শান্ত।
বন্দি দিদিঠাকরুন আর বটবৃক্ষে বাস জার মুচিরে করিলে পুরোহিত
বৈসাখ পুন্নর্মায় পুজা উড়ে তব রথধ্বজা বসন্তচণ্ডীর অনুগত।...
ভনিতা,
[১খ বিজয়গঞ্জে বাস কহে কবি গোষ্ঠদাস কর প্রভু চরণের ধুলি ॥
[? সতাদীঘির রামসীতা ঘনরামে কৈল রুপা গোষ্ঠদাসে তারহ এবার ॥

১৬০ **ভাগবতামৃত (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ),** দ্বিজ কবিচন্দ্র (১১৫৪), পত্র ৯ (১-৯), আকার ১২¾"×৪½"।

[৯খ দ্রৌপদি লইয়্যা সভে করিল গমন এত দুরে সমাপ্তি হল্যা লজ্জ্যানিবারন ॥
ইতি দ্রৌপদির লজ্জ্যানিবারন সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীসামচরন গোসাই। সাং পার্থরবাড়্যা। পঠনাত

শ্রীমতিলাল গোসাই ॥ সাঃ পার্থরবাড়্যা ॥ ইতিঃ ২২ আশ্বিন ॥ সন ১২১২ সাল বিতারিখ রবিবার ॥ শ্রীশ্রীনাটমেলাতে পুস্থক সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দৌস নাস্থি ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ ২খ]

১৬১ **বাঙ্গালা মন্ত্র,** অজ্ঞাত (১১৬১), পত্র ১, আকার ১৪½"×৫"।

/১ শ্রীকৃষ্ণ ॥

১ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ হেটে ছান্দি উপরে বন্দিয়ঁা গুজ্জু করিঞা সাক্ষি : পাঁচ পুন পাঁচ ঘটে : বান্দি ভুৎ পেুৎ সএতান গাখোরে : বাগ চোরের মন মারি : রাম কুণ্ডলি : রামের দোহাই : জলে স্থলে বাস : জদি মর রামকুণ্ডলি ভাঙ্গিতে চাও :......সরে সিজিল ইশ্বর : অনাদ্দের পেট হাচো ॥১॥

তরল মুকুতা গজমতি হার দেহ মা সরস্বতি বিদ্দে ভার
এক মুটি সেবা দিহ গুনিনের পায় উনুকুটি সেবা দিহ গুরুসেবাঞের পাঅ
সন মঙ্গলবার দেবি কাণ্টে যুতো মানি মহাদেব বনেন জাল বেগর যুতয় বানি
এ থুইলে বলেন বানী বেরান : হাকণ্ডে ছিলি শলআনা জিবন।
শ্রীরাম নম ॥
হে হে ঙমদ মুণ্ডের বানি মুঞি বারম জগিনি হে ব্রহ্মা তুই হ পানি
রামের আঁজ্ঞে সিতের বর আমকর হাড়ে ছেড়ে গে রোগে ধর
রোগে ছেড়ে জদী হাড়ে ধরিস সিতেদেবি ধরেন হাড়িঝির পায়ে
কা আঁজ্ঞে কামকামির্কে হাড়িঝি চণ্ডির আঁজ্ঞেয়ে সিগ্রি লাগ গে ॥

হাতে করে নিলেন পক্কেশ্বর যজআ অগ্নিশ্বর বান
এই য়গ্নিশ্বর বান আমক্কর অংঙ্গের ছড়ি পিল্যা পুড় মার
কার আজ্ঞে প্রভূ রামে আজ্ঞে সিগ্রি লাগ ॥
ইতি পিলেনাস

আপাঙ্গের ডালে তল জড়াইবে তল তিন বার পড়িবে লোহা বাটে বসাইবে ইতি পিলে হানা মন্ত্রনং ॥

শ্রীশ্রীনারায়ন মা জল জল খাজ খিদিরের জল আল্লার বল
হেট ছেড়ে য়োপর ধায় সেই আল্লার মাথা খায়
কার আজ্ঞায়ে আল্লার আজ্ঞে ...

১৬২ বাঙ্গালা মন্ত্র, অজ্ঞাত (১১৬৫), পত্র ১, আকার ৯¾" × ৭" ।

৺৭শ্রীশ্রীহরি ৺৭শ্রীশ্রীদুর্গা—
স্বরনং— স্বহায়—
সন ১২৩৯ সাল

শ্রীশ্রী৺মনসা মাতা শ্রীচরনপ্রসাদে
এক চম্পা সহস্র পাপড়ি নাই বিষ ব্রহ্মচাপড়ি
নাই বিষ মা মোনসার আজ্ঞা ॥১॥
মারিলাম চাপড় বাড়িলাম বিষ সীবের আজ্ঞা নির্বিষ ॥২॥
রক্তের ইরিমিরি তুয়া রেষ পাঞী বহ্মার বিশে হয় বিষ নাই
রক্তের ঘড়া বহে পবনে মর বিষ তুঞী মায়কী রাধার নয়ান
নাই বিষ মা মোনসার আজ্ঞায় নাই
তক্ষকে ডাকিয়া কংস কন ধিরে ধিরে কালকোটী বিষ রাখ দধির ভিতরে।
সেই দধি লইয়া রাধা পসরা সাজিব হরিবল বলে রাধা পসরা তুলিল
পসরা লইয়া রাধা করেন গমন দান ছলে বধে ঘাছ নন্দের নন্দন
এক বল দুই বল চারি হইল সেই দধি কৃষ্ণচন্দ্র আপনি খাইল
গৌর ছিল কৃষ্ণচন্দ্র কাল হইয়া গেল রাধার মুখের জল মুখাইয়া এল
তবে রাধা বিনদীনি বলীলা আপনি ললিতা জাগায় মন্ত্র ঝাড়ে বিনদীনি।
ছাড়িতে ছাড়িতে বিষ বায়ে জেন জায় ললীতে ডাকিয়া বলে বিষ নাই গায় ॥

১৬৩ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্ম পুস্তক, অজ্ঞাত (১১৭২), পত্র ১, আকার ১২¼" × ৯¼" ।

নমুনা,
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জনম্ম পুস্তক এই জানিবে
… … …করিঅে বসুদেব গেলো গ্রেহে।
ছয় পুত্র দেবেকির প্রেসব কালাকালে সুতিকের গ্রেহেতে বসু গেলো হেনকালে।
ক্বিতিম সুসেন ত্রিতিও ভদ্রসেন সুমদন বলভদ্র অপর শংক্র সেন।
জনমিল প্রথম পুত্র কংসে সমাপিল সুনি পরিক্ষিত মনে সন্ধেহ জনম্মিল।
কহেন মহাঅ তুমি সাধু বটো পুত্র লঅে বসুদেব গ্রেহে জাও ঝাটো।
এ কথা সুনিঅে বসু পুত্র লঅে জাঅ পিৃক্তঅ না জাঅ বসু ফিরে ফিরে চাঅ।…
… …

১৬৪ তৈলের হিসাব, বৈষ্ণকের খাতড়া, অজ্ঞাত (১১৭৫), পত্র ১, আকার ৬" × ৩¼" ।

৭ঁ শ্রীরামঃ—

সন ১১৬৯—

মাদা কলু তৌলদং ১ তঙ্কায়ে ১২ বার সের

জমা— ১		খরচ—	
জ্যৈষ্ঠ—	।০	মাহ মাঘ—	
...রোজ—	।০	২৮ রোজ—	
...রোজ—	।০	...৩০ রোজ	৮১৲
রোজ—	০	৩ ফাগুন—	।০
...রোজ—	।০	৬ রোজ—	।০
...রোজ—	।৵	১০ রোজ —	।০
	৫॥⁄	১৩ রোজ—	।০
সন ১১৭০—		১৭ রোজ—	।০
...পৌষ	সিনির	২০ রোজ—	৶
...রোজ	।⁄	২৪ রোজ	।০
...রোজ	।০	৫ বৈশাখ —	।০
...রোজ	।০	৮ রোজ—	।০
...রোজ	।⁄	১৩ রোজ—	০
...রোজ	।০	১৫ রোজ—	।০
.. রোজ	।⁄০	২০ রোজ—	৵
...রোজ	।⁄০	২৩ রোজ—	।০
...রোজ	।০	২৬ রোজ—	।৵
...রোজ—	৸০	৩০ রোজ—	।০
	৮॥⁄ তৈল	তৈল উ	৯৲

নগদ জের ৶

৭ঁ শ্রীরাম।

সরণম—

বাতের ওষধিঃ—
সর্ব্বেষামেকং নালং—
দেবদার—৩ মাষা ৵০
বাস্না—
গন্দুকু—
শুণ্ঠী—
এরণ্ডমূল—
অর্দ্ধ সের জলে
পাক করিবেক অবশিষ্ট ৵ অর্দ্ধ পোয়া
থাকিবেক—

১৬৫ **পদাবলী** (ভাবউল্লাস, মাথুর), অজ্ঞাত, কৃষ্ণদাস, দ্বিজ ধনঞ্জয়, চৈতন্যদাস (১১৭৬), পত্র ১ (২৪), আকার ১৪¼" × ৩½"।

১. দুতি কহে যুনো এ ব্রজমোহন পঙ্খি বিনে পাঁখরি উড়াএে (অজ্ঞাত) ॥২৬॥
২. কুট করে ব্রজকে বনিতা হরিকে চিতকে লোখ্ লোখ্ (অজ্ঞাত) ॥২৭॥
৩. দুতি কহে যুন এ ব্রজমোহন রাজ ভেয়ো কংশাসুরকো মারি (অজ্ঞাত) ॥২৮॥
৪. আয় ব্রজরাজ চল ব্রজমাঝ (কৃষ্ণদাষ) ॥২৯॥
৫. কমলাপতি করব সে (অজ্ঞাত) ॥৩০॥
৬. রাধা পরিহরি নিঠুর মুরারি (দ্বিজ ধনঞ্জয়) ॥৩১॥
৭. দুতিমুখে যুনি বিদগদবর (দ্বিজ ধনঞ্জয়) ॥৩২॥
৮. সহচরি সঙ্গে চলল বরনাগর (দিন চৈতন্য) ॥৩৩॥
৯. সাম সুনাগর ধরি সখিকর (চৈতন্যচরন) ॥৩৪॥
১০. মথুরা নগরে বল কার ঘরে (দিন চৈতন্য) ॥৩৫॥
১১. সুন বিনদিনি দুসর পরানি (চৈতন্যদাষ) ॥৩৬॥

১৬৬ **নক্ষত্র জরাবলি,** অজ্ঞাত (১১৭৯), পত্র ১, আকার ১৪" × ৪৳" ।

৭ঁ শ্রীদুর্গাঃ— ।
আরম্ভ,
নক্ষত্র জরাবলি ।
অশ্বির জর হইলে : থাকে দষ দিন ভরনি নক্ষেত্রে হয় : সংসয়ের চিহ্ন : ।
কির্তিকায় : দস দিবা : ভোগ করয়ে : রুহিনি [প]ঞ্চ দিবা জানিহ নিস্চয় : ।
মৃগসিরাঅ : চারি দিবা : আর প্রায় সংসয় : পঞ্চরাত্রো পুনুবষু জানিহ নিস্চয় : ।
পঞ্চ দিন হঅ : পুস্যা অস্থানে সায়ে মরনং ॥···

১৬৭ ***অশ্লীল ছড়া,** রামজি (১১৮৪), পত্র ১, আকার ১০৳" × ৭৳" ।

ভনিতা ও নমুনা,
রামজি কয়ে ঘটোক বেটা এমন কেন কল্লে জেনে যুনে :
আমায় বলিতো জদি বয়েসে অধিক আছে ত[া]তির কনে :
আমার এতো আয়োজোন সব গেল অকারন···

১৬৮ **বাঙ্গালা মন্ত্র,** অজ্ঞাত (১১৮৭), পত্র ১, আকার ১০৳" × ১০" ।

৭ঁ শ্রীশ্রীদুর্গা
কালি কাল কালাড়ি বেগোড় দাড়ি নলবোনঞি কাল বিকাড়ি
ডাইনে খপর্পর বাঁয় কাতি অমক্কর বাড়ি ঘর রার্ক্ষি দেবি দুর্গ চৌপর রাতি
ডাড়িয়ে কই গাঁ রাখি বসে কই বাড়ি রাখি যুয়ে কই সোবাঘর রাকি
কালি ক[া]লি কালি নাগে স্বহস্র তালি পর বল র্যাক্ষে আপ্ত বল
খা হরসির্দ্ধি গুরূপা
কার আজ্ঞে লঙ্কায়ে মা হাড়িঝি চণ্ডির আজ্ঞে কামে কামিক্ষে সির্গির লাজ্ঞে ।

সরন সাপ বাগ চোর নিবেরোন
মা মোর কাণ্ডারি পুত্র মোর লকাই আমক্কর পঞ্চকোষ ছেড়ে জা য়ন্নে ঠাঞি
রক্ষ রক্ষ মা কালি কার আঁজ্ঞে
কাম কামিক্ষে লঙ্কায়ে মা হাড়িঝি চণ্ডির আঁজ্ঞে সির্গির লাজ্ঞে ॥
চণ্ডি ভাতারি ভাই জাগ রে জাগ খড্ড ব্রম্ভন ত্রযুল জাগ

আমকর বাড়ি বেড়ে পল্ল লোহার বাড় চোর ডাকাতের নিঙ পরেস্কার
কার আজ্ঞে কামের কামিক্কে´মাতা লঙ্কা হাড়িঝি চণ্ডির আজ্ঞে´সিগি লাজ্ঞে ॥

১৬৯ গান, দ্বিজরাজ (১১৮৯), পত্র ১, আকার ১১"×৩২"।

শ্রীরামচন্দ্রায় নম।
[১গ ভার্গো ভার্ষা হৈলে তার কোথা ভালো হয় মহদধির মর্ধে গগনে[র] চন্দ্র [উদয়]।
বাড়বাগ্নী নামে অগ্নি বারী মর্ধ্যে আছে দেত্ত্যা শজুক্ত হইলো চন্দ্র পু···রি পাছে।
ভয় পেঞে ভিত্ত হএ ত্রিজামার পতি অমিন্নিক পয়ন্ধির কপালেতে কৈলো গিএ স্তিতি
বার হয়ল বিশ তথা বাযুকির মুখে দিজ রাজ বলে ভাখা কাইল সুখে
দৈবজগে দেখ তথা বিধির বিড়ম্বন নের্তানলে সদা দগধে জিবন
খুব্ধ হইএ খ্যাপা কর খেদ করে মনে লঘুগ্রিতি লুকাইল নারির বদনে
রামার বদনে জেই যসধর গ্রেল নিরবধি জুবগন উহ্লাসিতে লাগিল ॥

১৭০ গান, বাঞ্ছারাম (১১৯২), পত্র ১, আকার ৭২"×৪"।

৭ঁ শ্রীশ্রীরামঃ
মহেষ উরসি রুপসি রনে নাচ মা মোহিনী ॥ ধু ॥
মাএর লম্বিত চিকুরে চুম্বে ধরনি।
শিরহার বিহারে স্রজা ঘন সোভিত তড়িতজড়িত কত পরেসমুনি
দেখ না হে রুপ ভাল কাল পিঠে কুন্তল হেলিচে দুলিছে দামিনী ॥১॥
ও আধ বিধু সোভে ভালে নাসায় মুকুতা দোলে গতি অতি সুমধুর মরাল জিনী।
জত অট্ট অট্ট হাসে দন্তে দামিনি খসে এ বুঝি অমরজননি ॥২॥
বাঞ্ছারামে কয় সুন ভুপ মহাসয় চল জাব লব সরনী
জদি হে চিত্তে ধরে নিরবধি ভাব তারে অপরা কুসুমবরনী ॥৪॥

১৭১ মহাভারত (বিরাটপর্ব), কাশীরাম দাস (১১৯৪), পত্র ১৩ (৮২, ৮৫-৯১, ৯৫-৯৯), আকার ১৩২"×৪২"।

[৯৯খ সেই কথা কহি আমি পালির মত কাসিরাম দাস কহে সাজ হইল অজ্ঞাত ॥
ইতি—লিখিতং শ্রীমথুরমোহন মজুমদার পঃ বিষ্টুপুর তঃ বৈক্রিতল মৌজে উর্ত্তরবাজ—পুস্তক শ্রীবলাই তাঁতি—পঃ সিমলাপাল মৌজে—জামবেড়্যা—সন ১১৩৩ সাল···। ৯৯খ]

১৭২ **মহাভারত (ভীষ্মপর্ব)**, কাশীরাম দাস (১১৯৫), পত্র ৫৩ (১-৫৩), আকার ১৪"×৫"।

[৫৩ক রাজা সহ চলি গেলা আর জেই বন ব্যাসবিরচিত কথা পাচালি র[চন] ॥
ইতি ভিস্মপব্ব সমাপ্ত হইল ঃ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তি ঃ। ইতি সন ১২২৮ সাল তাং—৫ চৈত্র—৫৩ক]

১৭৩ **গঙ্গাবন্দনা**, অজ্ঞাত (১১৯৭), পত্র ১, অসমাপ্ত, আকার ১৩½"×৪½"।

আরম্ভ,
বন্দ মাতা স্থরধুনি পুরানে মহিমা স্থনি ···
সন ১২১৬ সাল—

১৭৪ **মহিম্নঃস্তব** (ভাষা), অজ্ঞাত (১২০১), পত্র ১২, (৩-১৪), মুদ্রিত, আকার ৭½"×৫"।

নমুনা,
[পৃ৩ তাহার তিন প্রকার স্থিতি। তিন গুণে তিনজনে করেন বসতি ॥
জড়বুদ্ধি লোক সদা তথাপি তাহায়। বিরোধ যুক্তি বিধান করে একি দায় ॥···

১৭৫ **মহাভারত**, কাশীরাম দাস (১২০৭), পত্র ২, (*, ৪৩), আকার ১৪"×৪½"।

[৪৩খ [মহাভারতের] কথা অমৃতসমান নারিপর্ব্ব সাঙ্গ হৈল কহে কাসিরাম ॥
নারিপর্ব্ব সমাপ্ত ··· পুস্তক শ্রীকাসিরাম নস্কর সাং মাটীকোন সন ১২০৯ সাল—তারিখ—১০ আশ্বীন।— ৪৩খ]

১৭৬ **বাঙ্গালা মন্ত্র**, অজ্ঞাত (১২১১), পত্র ১, আকার ৮"×৪"।

স্নান করিয়া পড়িবে ৩ বার মালাশুদ্ধি ঃ
ওঁ আদি নিরঞ্জন শঙ্কর শেষ জবসে তুলসী বলয়ে উপদেশ
গুরু পরমেশ্বর লাগে কান রাম নাম তুলসী প্রণাম ॥

ওঁ হনুমানায় বিদ্মহে পবনপুত্রায় ধীমহি তন্নো বীর প্রচোদয়াদিতি হনুমদ্গায়ত্রী—

আত্মসার

লোহাকো টুণ্ড লোহাকো মুণ্ড লোহাকো বজ্রকায়

লোহাকো সাঙ্কল গায়ে দিয়া জেখানে সেখানে জায়

থাক সাঙ্কল গায়ে পড়্যে সাত রাত নও দিন ভর্যে

কার আজ্ঞা কালী চণ্ডিকার আজ্ঞা।

গায়ে ৩ ফু দিয়ে কু কাটা।

করত করত মহা করং আস্ত্যে কাটম জেত্যে কাটম কু কাটম কুঘিন কাটম

ডান কাটম ডাঁকিনী কাটম ভূত কাটম প্রেত কাটম চৌষট্টি যোগিনী কাটম

আশী হাজার ভূত প্রেত কাটম

কাটে কুটে দেও ডণ্ড ভূং ডণ্ড ভূং দেঁহে জায়

লঙ্কাপুরী ঈশ্বর মহাদেবকে জঁটে পাখালিব বাঁও পাঁও।

হামারে অঙ্গে করিব ঘাও আপনা শিক্ষ দীক্ষা গুরুকে অঙ্গে দিস পাও

বন্দ গুরু সিদ্ধ পাও কাঙুরের কামিক্ষা মা চণ্ডিকাজ্ঞা হাড়িঝিকার পাও।

শীঘ্রি ছাড় শীঘ্রি ছাড় ॥২॥

ওঁ হনুমান জাঁহা ভেজো তাঁহা জায় সাত পানকা বিড়া খায়

হনুমান হটিলা তোঁড়ে লোহকা কোঠ বজরকো তালা তাঁহা বয়ঠে

হনুমান কোতোয়াল রাখোয়ালা আগে বান্ধ পিছে বান্ধ সব বীরোঁকে লেযায় বান্ধ

পেট বান্ধ পিঠ বান্ধ ঘাট বান্ধ বাট বান্ধ কচিয়া মোসান বান্ধ ঘোরিয়া মোসান বান্ধ

বাচা ত্রিবাচা বাচা চুকে তো বাসুকে কুম্ভানরকমে পড়ে

অঞ্জলী মাইকা ক্ষীর খায়ে হা রাম করে

লঙ্কাসে কোঠ সমুধ সি[ধা]ই তপ্তজরি জায় না তোকো হনুমান জতীকে দোহাই।

পথে সুইয়া বা পড়িয়া তিন তালী দিবে—

জ্বর ঝাড়াও হয়—

অর্দ্ধকপালির পুট—ঝাঁটির পত্র জিরে ৩ মরিচ এক কাঙ্কর লবণ মিশ্রিত নাকে নাস লইবে—

/৭ শ্রীহনুমতে নমঃ—

ওঁকার চল্ চল্ মহাবীর ৩ বজ্রাঙ্গ বলী বজ্রকে লেঙ্গুটি লোহোকে কচৌটী

তেল সিন্দুরকো পূজা হাথমে গদা বায়ুকে পুত্র তু পবনকে সুত

সীতা শোক নিবারণ রামচন্দ্রকে পাতুক আনস জীওবন রাখো প্রাণ
তোম হো ভরতকে ঠাম ॥

ইতি মন্ত্র—১১০০০ এগার হাজার জপসংখ্যা—

যজ্ঞসামগ্রী পান সুপারি লঙ্গ ঘৃত একত্র করিয়া আম্রকাষ্ঠে আহুতি।

খেরুয়ার আসন ৫ হাত কিম্বা ২॥ হাত ১।০ পাচ পোয়া ঐ খেরুয়ার দুই খানি কোপিন—

ওঁ আসন ব্রহ্মা আসন ইন্দ্র আসন বয়ঠে বালগোবিন্দ—
অজরকো আসন বজর কওয়াড অজ্জ জড়ি দশো দুয়ার
জো জড়িকা খালে ঘাও উল্টী বিজলী তাকো খাও
মুখমে বসে হরদেও হৃদয় বসে দেওদন্ত রক্ষা করে ভগবান রাখ লিয়ো হনুমন্ত।

মন্ত্র তিন বার পড়িয়া তিন তালি দিয়া আসনশুদ্ধি করিয়া তাথে বসিয়া জপ যজ্ঞ করিবে—

পেটকামুড়ি ঝাড়া—
রক্ত পুঁজে বাহে নারি তাহে জন্মিল পেটকামুড়ি
পেটকামুড়ি তো বড় বীর তোর কামড়ে গরু মানুষ নহে স্থির
হাথে মারোঁ নখে চিরোঁ তুড়ি দিয়া দূর করোঁ
কার আজ্ঞা কাঙুরের কামিক্ষার আজ্ঞা
চণ্ডিকা আজ্ঞা হাড়িঝিকা পা শীঘ্রী ছাড় শীঘ্রী ছাড় শীঘ্রী ছাড় ॥

১৭৭ **মোহমোচন,** বাণীকণ্ঠ (১২১৩) পত্র ২ (১৭, ১৮), আকার ১২½″ × ৪½″।

[১৮ক ব্যধি বেথা নাই হয় না থাকয়ে রোগ ঘুচয়ে জমের জ্বালা মিলে নানা ভোগ।
বালিকণ্টে আসির্ব্বাদ কর সর্ব্বজন সমাপ্ত হইল গৃন্থ এ মোহমোচন ॥

লিখিতং শ্রীরামলোচন দাস সেন· সাকিম মোজে নসিরবাটী পরগনে জাহানাবাদ স্বরকার মন্দারন সন ১২১৮ সাল। মোকাম পরগনে সিমিল্যাপাল সন ১১১৪ সাল তারিখ—২৯ অগ্রহায়ন। ১৮ক]

১৭৮ **রামায়ণ (সুন্দরকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যা,) কৃত্তিবাস** (১২১৬), পত্র ৯২ (১-৬৫, ১-২৭), আকার ১৫½″ × ৫½″।

[৬৫ক কির্ত্তিবাস পণ্ডিত অম্রিতের ভাণ্ড এতো দুরে সমাপ্ত হইল সুন্দরাকাণ্ড ॥

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তিকঃ ভিমসাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ জতনে

লেখিলাম পুথি চুরি করে জে লোকর তাহার পিতা গাধা হয় সে : সাক্ষর শ্রীসিনাথচন্দ্র গোস্বামী সাকিম পাথরবেড়্যা পরগনে বগড়ি তাঃ পশ্চিম সন ১২৭০ সাল তারিখ ৬ আখিন রোজ রবিবার তিথি চতুর্দ্দসি। ৺শ্রীশ্রীরামচন্দ্র স্বরনং। হরিবোল হরিবোল। সিতারাম: সিতারাম:। লিখিতং শ্রীসিনাথচন্দ্র গোস্বামী। ৬৫ক]

[২৭ক কির্ত্তিবাস বিরচিলা অমৃতের ভাণ্ড এত দুরে সমাপ্ত হইল কিচি্কন্ধা কাণ্ড ॥
ইতি। কিচিকন্ধাকাণ্ড রামায়ন সমাপ্তং। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্তিক : ভিমস্যাপি রনে ভংঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিঃভ্রম। লিখিতং শ্রীসিনাথচন্দ্র গোস্বামী সাকিম পাথরবেড়্যা: পরগনে বগড়ি। সকাব্দা ১৭৮৯। সন ১২৭৫ সাল তারিখ ৯ ভাদ্র রোজ সনিবার নবমী বেলা ২ প্রহর মাত্র। ২৭ক]

১৭৯ রামায়ণ (রামবনবাস), দ্বিজ কবিচন্দ্র (১২১৮); পত্র ১১ (১, ৩-১০, ১৩-১৪), আকার ১৩½"×৪½"।

[১০ক এত সব যুক্তা মস্তি করিল লিখন বনবাস সমাপ্তং দ্বিজ কবিচন্দ্রে কন ॥
[১৪খ এইরূপে করেন ভরথ পাদুকাসেবন বাল্মিকপুরান দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান ॥
ইতি শ্রীরামের বনবাস সমাপ্তং সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৩০ জৈ্যষ্ট—১৪ক] [১৪খ লিখিতং শ্রীমকুন্দমুরারি সরকার—১৪খ]

১৮০ গোবিন্দলীলামৃত, যদুনন্দনদাস (১২২৩), পত্র ১৪৬ (১-১৪৬), আকার ১১½"×৬½"।

[১৪৬ক, খ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে এ যদুনন্দন গায় গোবিন্দবিলাসে ॥
ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ সম্পুর্ন্ন। যত্নেন লেখিতো গ্রন্থ গোবিন্দচরিতামৃতং। নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দং কৃষ্ণদাসেন ধীমতা। ১৪৬ক…]… ১৪৬খ]

১৮১ চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস (১২২৪), পত্র ২৭২ (১-৫১, ১-৯০, ১০১-১৪৮, ১-৮৩), আকার ১৪"×৫"।

[৫১খ সিরে ধরী বন্দো নীত্য করেঁ। তারি আষ চৈতন্যচরীতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরীতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্রকথনং নাম সপ্তদষ পরিচ্ছেদঃ। ইতি শ্রীচৈতন্যচরীতামৃতে সূত্ররূপে আদিলীলা সমাপ্তাঃ।…৫১খ]
[১৪৮ক শ্রীরূপসনাতন রঘুনাথজিবচরন সিরে ধরী যার করেঁ। আস
কৃষ্ণলীলামৃতাম্বিত চৈতন্যচরীতামৃত কহে কীছু দিন কৃষ্ণদাস ॥…

ইতি শ্রীচৈতন্যচরীতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাশী বৈষ্ণব করনং পুন নীলাচলাগমনক নাম পঞ্চবিংসতি পরিচ্ছেদঃ ॥ মধ্যলীলা সমাপ্ত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যকো নাস্তী দোস ভিমস্তাপি রনে ভঙ্গ মনীনাঞ্চ মতিভ্রম॥ সন ১১৪২ এগার সও বেয়ালীস সাল। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ। শ্রীশ্রীচৈতন্য-নীত্যানন্দ অদ্বৈতঃ ১৪৮ক]

[৮৩ক, খ শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আস চৈতন্যচরীতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সিক্ষাস্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংসতি পরিচ্ছেদঃ ॥... ৮৩ক]

[৮৩খ...সাকে সিন্ধুগ্নি বানেন্দো জৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সুর্য্যাহ্নাসিতপক্ষ্যাম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পুর্ন্নতাং গত॥ সম্পূর্ন্নমীদং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরীতামৃতং। সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীল শ্রীঅন্ত্যখণ্ড। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥ সন ১১৪২ এগার সও ব্যালিস সাল মাহ জৈষ্ঠে আরম্ভ মাহ আসাঢ়ে সম্পূর্ন্ন তারীখ ২২ আসাঢ়। ৮৩খ]

১৮২ চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস (১২২৬), পত্র ২৮৫ (১-৫৬, ১-১৬০, ১-৬৯), আকার ১১½"×৬½"।

[১ক শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর—
চক্রবেড়ের পরোয়ানা এক শও—
চল্লিষ বিঘার শ্রীযুত ভবানন্দ গোস্বামী—
জিউর নামের—সন ৯৮৪ সা একর্ব্বরের—
মোহরে—দরি সন ১১৮০
১৯৬

[৫৬খ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসুত্রবর্ন্ননং নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ ॥...

[১৬০ক ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি বৈষ্ণব করণং মহাপ্রভু নীলাদ্রিগমনং মধ্যলীলানুবাদ করণো নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥...১৬০খ]

[৬৯ক ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থ আস্বাদনং নাম বিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥...

[৬৯খ সাকে সিন্ধ৭গ্নি৩ বানে৫ন্দৌ১ জৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যাহ্নসিত পক্ষ্যাং গ্রন্থোঽয়ং পুর্ন্নতাং গতঃ ॥৬৯খ]

১৮৩ জন্মাষ্টমীব্রতকথা, দ্বিজ পরশুরাম (১২২৭), পত্র ১০ (১-১০), আকার ৯"×৩½"।

[১৮ক সমাপ্ত হইল কথা করহ প্রণাম সৈলষুতা ভাবি ভনে দিজ পুরুষরাম:॥
অন্তিমকালে পাই জেন কৃষ্ণের চরন:।
জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা সমাপ্ত হইল: শ্রীকৃষ্ণে পিরিতে সভে হরি হরি বল॥
জন্মষ্টমির ব্রতকথা সমাপ্ত—জথা দিষ্টং তথা...তং দোষ নাস্তিক ভিমসাপী রণে ভঙ্গং মুনিণাং...১৮ক]

১৮৪ নানা বিষয়ের সারসংগ্রহ বহী (১২২৯), পত্র ১০৮ (১-১০৮), আকার ৮¾" × ৫½"।

[১ক এই বহির মালীক শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল সিংহ—সাং—বাতিকার জেলা বিরভূম।—
লেখক—শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ সাং বাতিকার—যথা দৃষ্টং তথা লিখনং সন ১৩০৯ সাল ১০ শ্রাবন।—
[১খ কামগাইত্রী...

১৮৫ বিবাহব্যবস্থা (জ্যোতিষের পাতড়া), খনা, অজ্ঞাত (১২৩২), পত্র ১ (১), আকার ১৪¾" × ৩½"।

অথ বিবাহব্যবস্থা॥
রেবত্যোত্তর রোহিনী মৃগশিরা ...
অথ সপ্ত স্বলাকা॥
অনল বৈষ্টব বেদ ব্রহ্ম শুন্য গনি পাচ একুসে ঋতু লখে সাত উনিসে জানি।
বসুশক্র ফনিমৈত্র দিগ পক্ষ মেলা শিবা চাঁন্দে দিবাকরে পুষার সনে খেলা।
কর ছাব্বিষ ভুবন পোচিষ স্বাতি সতভিষা বিসাখা ধনিষ্ঠার বেদ খনা কহে ভাসা॥

অথ ছাবা পঞ্জিকার ভাঙ্গা বচন।
কন্যার বিবাহ যুগ্মবর্ষে দিয়া নয় যুগ্মেতে বিধবা হয় ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।
অযুগ্মে দুর্ভাগাবতী বিবাহ না হয় গর্ভমাস ধরে কিন্তু বিচার নির্ণয়।
গর্ভমাস লয়ে তবে গননা করিবে এ মতে অযুগ্ম বর্ষে কন্যাদান দিবে।
ধনপুত্রবতি সতী হবে সীমন্তিনী চিরকাল যাবে সুখে হয়ে জশস্বিনী।
কন্যার বিবাহ কিন্তু জন্মমাসে উক্ত সুপ্রসুতী শীগ্র হয় সুলক্ষণযুক্ত।
পুরুষের বিবাহের সুনহ কথন জন্মমাসে জন্মদিনে নহে কদাচন।
বিবাহের বিহিত নক্ষত্রাদি॥
রোহিনী উত্তরাত্রয় মূলা বা রেবতী মৃগশিরা মঘা হস্তা অনুরাধা স্বাতি।
সুপ্রশস্ত বিবাহে যে এইমাত্র হয় অতঃপর কহি যাহা পারস্কর কয়।
ধনিষ্ঠা শ্রবণা চিত্রা অশ্বিনী নক্ষত্র বিবাহে মধ্যম শুভ যজুর্ব্বেদি মাত্র।
আপদ বিষয়ে গ্রাহ্য না হয় নিষিদ্ধ জ্যোতিষের মতে এই প্রমাণ প্রসিদ্ধ।
ইহার মধ্যেতে আছে বিশেষ কথন মঘা মূলা আদ্যপাদ করিবে [ব]র্জ্জন।
রেবতী চতুর্থাং শত্য জিষেক পুনঃ ইহাতে বিবাহে প্রাণনাশ হয় শুন।

বিবাহের তিথির নিয়ম।
অমাবস্ত্যা রিষ্টি ভদ্রা রিক্তা তিথি দিন   বিবাহ করিলে তার পরমায়ু হীন।
কিন্তু শনিবারে রিক্তা বিবাহিতা হয়   পতিপুত্রবতী শেই নাহিক সংশয়।
রাত্রিতে বারদোষ নাই ॥

১৮৬ **পদাবলী** (কলহান্তরিতা), অজ্ঞাত (১২৩৫), পত্র ১, আকার ৭″ × ৬″।

৭ঁ শ্রীহরিঃ।—
কলহন্তরিতে গোউ[র]চন্দ্র —
মান বিরহ জরে ঃ পহু ভেল ভোর   ও বয়ো নয়ানে বহে তপতহি লোর ঃ
আয় আয় গোরাঙ্গচাদঁ   অখিলজিবনমোনলোচন ফাদ।
কহইতে গদগদ ধিক মোর বুধি   অভিমানে হারাইলাম কাহ্নু গুননিধি।
প্রেমজলে ডুবুডুবু নআনেরী তারা   প্রেলাপ সন্তাপ ভাব আদি গোরা ॥

[১খ একখানি খণ্ডিত চিঠি আছে।

১৮৭ **গান**, অজ্ঞাত (১২৩৮), পত্র ১, আকার ১১″ × ২½″।

শ্রীহরি।—
অয়ে কান্ত ধন বারন্ত   রতিকান্ত কি দিব তোরে
আপনারে দেয়া জায় না এখন বিছাদের অধিকারে।
মিথ্যা মদন দিলি ধম্মা   মিথ্যা আমার এ ঘরকন্না
বিষয় কেবল বিছেদ কান্না   আছে নয়ন ভাণ্ডারে।
জানে পাড়া প্রিতিবাষি   জে হইতে বন্ধু প্রবাষি
ষেই হতে রই উপবাষি   প্রেমখুদায় প্রাণ হরে॥১॥

১৮৮ **গান**, লালন (১২৪১), পত্র ২ (১-২), আকার ১৫⅞″ × ২½″।

[১খ ৭ঁ শ্রীরামঃ।
প্রাতই ওঁঠই জসোমাই লাল লেই গদি পর বইটাই
মাখন খেলাই বারই বার।

বয়ান নেহারেওঁ আনন্দ ওঁর কহনে না পারই।
নিজ মানুষ পরিপুর্ন্ন পুর্ন্ন চন্দ্রমুখ চুম্বই
মাখন রূটী কর পর সাদরে জাছু জতনে রিঝাই।
ধুয়া॥ রাঙ্গা করে সর দিঞা বদন পানে রহিল চাঞা।
রানি কহেঁ গোকুলনগরমেঁ লোক সব ভাগত ঝাঁও
বোন বিচ হাঁও এক আওঁঅত ওঁকর ডরমে ব্রজ অঙ্গনে রহত ছাঁপাই।
শ্রীদাম সু[বল] হাওঁ ডরে লোকাঞা রহিঞাঁছে ঘরে ১খ]।
[২ক মুনি কহেঁ এ জসঁমাই কৈঁছন হাওঁত সহামে না জাই।
কেরআল কুম্ভ হিরণ্য রাক্ষশ এ শঁব বির বধি এক বানে
মাই জাই ঝাওঁপেত বৌলে হাওঁ হেরব নিজ নয়ানে।
ধুয়া॥ গোপাল বলে অগো মা কেম হাওঁনে পগার॥
রানি বলে জাইয় না রে গোপীপাড়া হাওঁ নএ রে ছেলাধরা।
কহেঁ রানি মেঁর লাল অঙ্গনমে খেলত হাঁম জাঁই কালিন্দি বারি পুরি লাই॥
লালন কহে যাকর ঝটপট গাগরি পুরি লাইঁ আওঁত সিধাই॥

মঁা আমার জলে গেল গোপীপড়া জাইতে হল।
দেখত মাঁই ঘর ছোড় জাই।
আই এক আহিরিণিপুর তাঁকর লালন মাখন খাওঁত পঁগ করি ধুলিধুশর।
মাখন ধার নেই ঝটপট যুগল কর পুর বয়ানই ডারে। ২ক]
[২খ বাঁলক রোঁল গোঁল স্থনি আঁহিরিনি মোঁহন ঝটহি সিধারে।
কহেঁ আঁহিরিনি মাঁখনচোর জেঁার ডেরঁ তোর ভাঁঙ্গব টিঠ চঙ্গ বাটপারে।
আঁই পাঁকড় কর ছাঁন্দন ডোঁরি পর বাঁধন করে।
কহে জব কোন রাখে তুজে মারে।
খালি ননি ভার করি দেঃ মারি জদি রাখে কে
স্থনি ব্রজমাই রাই সব ঘেরত কহে পাকড় পাকড় চোর ভাগ নাহি জাই।
পিয়ল পিতাম্বর কৈই কাড়ি নেয়ত কই লোটোত মতিহার।
স্থরঙ্গ মনরম কই কর্কস নআনে নেহারে।
কোই কহে যব গরব তোড়ব কংঙ্কনঘাত মাথ পর রাখব টিট ডঙ্গ বাটপারে॥ধু॥
জেমন পসার ভাঙ্গিলি জোর তেমত স[জ]াই দিব তোয়॥২খ]

১৮৯ গান, অজ্ঞাত (১২৪৫), পত্র ১, আকার ১৩ৼ" × ৩"।

শ্রীদুর্গা সরণং—
তুমি মথুরাতে জন্ম লয়্যা আইলা গোকুলে প্রেমডুরি দিয়া জশমতি বন্ধন করিলে।
ও মা তোমার মহিমা সিমা না পায় বিধাতা রাখেছে চারি বেদে কিছু নামে রহয়ে
প্রেমের বস হয়্যা হরি জগতে গাঁথা নিজ নামের গুনে তরায়ে
জগন্মাতা দিনহিন জনে তারো ত্রিলোকতারিণী মনমোহিনে
ব্রজগোপীর মন ভুলালে এই ভর্বা আছে তরাবে মা পতিতপাবনী। ধুয়া।
তোমার নামের মহিমা হয়্যা বংসিধারি অগ্রদ্বিপে গোপীনাথ হয়্যাছ মুরারি
আগম পুরাণে শুনি সত্তে বলে ভবঘোরে তরি বয়ে তরিনী
ভুবনমোহনরূপে বিরাজ করিছ হরি তুমি জত ব্রজগোপীর বসন কর্য়াছিলা চুরি ॥

১৯০ গান, অজ্ঞাত (১২৪৬), পত্র ১, আকার ১৫" × ৩ৼ"।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম ॥
রাগ ভৈ[র]বী ॥
ভবের জাতনা দুঃখ হর হে করূণাময় কৃপাময় হরি তুমি কথা আছ এ সময়।
এ ভবসাগরে তরি দায় [য]দি হে চরনতরি
নাই হে য়ামার য়ন্য তরি কেমনে তরিতে তরি।
কাতর হএ ডাকি তোমায় রেখ হরি রাঙা পায়
আর ত য়ামার নাই হে উপায় উপায় বিনে দয়াময় ॥১॥
রাগ ললি[ত] ॥
মন অহি শুখে মত্ত আছ তত্ত্বকথা ভুলেছ।
আপন দঁশে কালপাশে ভেবে দেখ রে বান্ধা য়াছ।
আনন্দের নন্দনে ডাক রে মনে মনে অজামিনের গতি পাবি রে।
দেখ মিত্রুকালে পুত্রের নাম বলে তার গতি হল তায় কি তুমি ভুলেছ ॥২॥
॥ রাগ সিন্ধু ॥
হে নারায়ন হে ॥
হে নারায়ন হরি মকুন্দ মুরারী বল না হে বাঁকা বিনআরি মথুরাপতি হে।
অহে বামনরূপি বলীর স্থানে ত্রিপদভূমি দান লএচ
সেখানে অহে রাধানাথ ভবসিন্ধুমাঝ পার কর করি মিনতি ॥

১৯১ **পাতড়া**, অজ্ঞাত (১২৫০), পত্র ১, খণ্ডিত, আকার ৭" × ৩"।

…কি দান চাহ সে বাক্য বল কড়ি নাহিক সঙ্গে তথাপী ভুল।
কড়ি নাহিক কড়ি নাহিক মরুক মেনে তোমারা ডাণ্ডাইঞা আছহ কেনে।
আমি পার করিব সকল জনে কড়ি লইব আমি রাধার স্থানে।
এত মুনি বলেন মিনতি করি মুন নন্দের নন্দন ওহে হরি।
তুমি নারি দেখিয়া বিস্তর বোল তুমি বাঙন হইয়া চান্দ ধর।
সেহ সতী বটে মুন গোপনারি আমি বাঙন মর্ত্তে বলিকে ছলি।
তোর নাসার অগ্রে আছে মুকুতা তাহা নিব স্থন বৃখভানযুতা।
তাহা তোমাকে দিব কিসের লাগি ঘর জাইলে হব কলঙ্কভাগি।
তার গলার হার কাড়িয়া লব…

[১৭ সন ১২৪৯

১৯২ **পদাবলী**, চণ্ডীদাস, অজ্ঞাত (১২৫১), পত্র ১, আকার ৭¼" × ৪¼"

৭ শ্রীদুর্গাশ্রী—
তদেরি শংসার কেবল এবার বঞ্চিত মদেরি ঘরে
তার গরবে পিথিবি শরাখানি দেখ ডাকিলে না সঁন কানে
অই জোউবন দেখিচ চিকন বইএ জাবে দিনে [দি]নে
বড় য়হংকার হএচে এবার না জানি কি ধোন পেএ
তোরা য়ার বার রমণি হএ আশিব গোধন লএ
তোদিকে এবার পুরুশ করিব আমরা হব মেএ
মনেতে শাধিব জাজন করিব তোদিকে দেখাব দেখা
দেখিএ ভুলাব নিকটে না জাব ডাকিলে না কব কথা
চণ্ডীদাশে কয় য়ই বটে হয় শন গো নাগরি জত
তোদেরি শংশার কেবল এবার শেধে নায় মনেরি মত ॥

…তুমি ত রমনি রশিকশিরমনি রশিকজনার পান
আমার হিদয় কঠিন পাশান বিন্ধি কৈলে খান খান
কৃপা করি জদি শুন গুননিধি জদি কর রতি দান
তোমার নয়ন কামের ক[া]মান কটাক্ষে হানিলে প্রান

কৃপাতে ভাবিএ মনেতে করিএ মরে জদি কর শংঙ্গ
তোমাতে আমাতে একত্র হইলে মনে উঠে কত রঙ্গ
তুমি কুলবতি বর ঘরে স্থিতি কেমনে মিলন হবে
এই ভাবি নিতি শুন গো জুবতি তোমারে পাইব কবে
যুগ যুগ শখি ঠারে ঠোরে লিআখি ঠারের ঠাকুরি্য তোমি
ঠারাঠারি হয় কাজে কিছু নয় মিছা প্রবঞ্চনা বানি
তা শুন লো যুন্দরি এমতি হএচ কবে
আজু কালু করি করই চাতুরি বল হবে কি না হবে ॥

১৯৩ **হনুমানচরিত্র**, অজ্ঞাত (১২৫৭), পত্র ৪৬ (২-৪৭), আকার ৭″ × ২২″।

নমুনা,
[২ক এ বানজ্যে লভ্য হইবে কি—যপচয় হইবেক—
এ বানজ্যে লভ্য হইবেক মির্থা নহে : ॥ এ ঠাঞি গেলে ভাল হইবেক য়বশ্য : ॥
এ বেটার বিবাহ দিলে ভাল হবে : ॥ এ বালক হইলে ভাল হইবেক অবশ্য ॥ ২ক]
[২খ এ চুরি হইলে ধরা পড়িবেক ॥ এ কন্যা বিবাহ করিলে রক্ষ্যা পাইবে ॥
এ জোগে কাজ্য ব্রথা হইবেক ॥ এ ঝগড়াতে জিন হইবেক না জানিবে ॥
[৩ক এ বৈরাগ্য তির্থ—ভাল হইবে কি না—
এ বৈরাগ্য তির্থ হইবেক জানিবে : ॥ এ বানয্য লভ্য নাহি ভাল নহিবেক : ॥
এ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক না ॥ এ ঠাঞী গেলে ভাল নহিবেক জানিবে ॥

১৯৪ **শীতলামঙ্গল (রঘুদত্ত পালা)**, শঙ্কর (১২৫৮), পত্র ১ (৮), আকার ১৩২″ × ৪৪″।

ভনিতা,
[৮ক আছাড় খায়্যা পড়ে য়বনিমণ্ডলে শিতল্যার পদ্ম শেবি শংঙ্করে বলে ॥
নমুনা,
[৮ক বর্ম্নিক বলেন দেখ রামা শিবের মহিমা পুজা য়ারম্ভিতে দোশো করিলেন খেমা।
গান বাজনা বৈম্নিক পুযে মহেস্বরে ডাক দিয়্যা শিতল্যা মাতা বলেন জম্বেরে।
মোর য়পমান দেখ কেমন করিয়্যা রোঘুদত্তের সাত পুত্রে বেন্ধে য়ান গিয়্যা।
দেবির য়াদেশে জম দুত পাঠাইল্য প্রথমে বেনের বড়বেটা ওই জে মৈল্য।
বেনেনি বলেন মোর বাছা নিদ্রে জায় একে একে সাত জনে বেন্ধে নয়্যা জায়।

১৯৫ মহাভারত, কাশীরাম দাস (১২৫৯), পত্র ১৩ (৮-১৬, ১৮-২১), আকার ১৫″ × ৫″।

ভনিতা ও পুষ্পিকা,

[২১ক কাসিদাস কহে তাহা পাঁচালির মত এত দুরে ভিস্মপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক। ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম এ পুস্তক শ্রীগোপাল রায়— সাং ভবানিপুর— আমলে পরগনে কুতুপুর সরকার—গোওালপাড়া : চকলে মেদনিপুর সন ১১৮০ সাল তারিখ ২০ মাঘ রোজ বুদবার তিথি সপ্তমি মুকল্ল পক্ষ—রাত্র সাত ঘড়ির সময় সমাপ্ত হইল—এ পুস্তক জে হরিবেক—তাহাকে ব্রহ্মবধ পাতকের দোস হইবেক— ॥ ২১ক]

১৯৬ চৈতন্যভাগবত (অন্ত্যখণ্ড), বৃন্দাবন দাস (১২৬৬), পত্র ৭৯ (১-২৬, ২৮-৬৮, ৭০-৮২), আকার ১৩½″ × ৫″।

[৮২ক শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান বৃন্দাবনদাস তুছু পদযুগে গাণ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত ॥ সন ১২১৩ ॥ তারিখ ১৭ শ্রাবণ সোমবার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল ॥ ৮২ক]

১৯৭ রামায়ণ, কবিচন্দ্র (১২৬৮), পত্র ১২ (১-১২), অসমাপ্ত, আকার ১৩½″ × ৪½″।

ভনিতা,

[১খ দোহে রাখি মুগ্রিবের পাসে হনু জায় কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র গায় ॥

১৯৮ প্রেমবিলাস, নিত্যানন্দদাস (১২৭২), পত্র ৫৮ (১৫, ৩৯-৯৪, ৯৬), কীটদষ্ট, জমাটবাঁধা (৪৬-৯৪), আকার ১৪″ × ৫″।

নমুনা, ভনিতা,

[৩৯খ ঘরে বা আছিল কত জৌতুক আইল জত ব্রহ্মনেরে সব দিল দান
বন্দীগনে ছাড়ি দিল নিত্যানন্দ দাষ গুন গান ॥

[৪৪ক শ্রীজাহ্নবা[দে]বির চন্দপদে জার আস প্রেমবিলাষ কহেন শ্রীনিত্যানন্দ দাষ ॥

১৯৯ রাগানুগাবোধক তত্ত্বজিজ্ঞাসা-পত্র, অজ্ঞাত (১২৭৬), পত্র ৫ (১-৫), আকার ১৪″ × ৪½″।

[১খ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥

অথ রাগানুগাবোধং তত্ত্বজীজ্ঞাসাপত্র লিক্ষ্যতেঃ ॥

ভৌতিক দেহে কোন অনুগতে শির্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অনুগতে শির্দ্ধ ॥
তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণদিক্ষাদি শিক্ষণং। বিশ্বাসেন গুরুসেবা সাধুবর্ত্তানুবর্ত্ততে ॥
ভৌতিকদেহের আশ্রয় কী। আলম্বণ কী ॥ উদ্দিপন কী।
আশ্রয় শ্রীগুরুচরণ ॥ আলম্বন বৈষ্ণব গোসাঞী।
উদ্দিপন শ্রীকৃষ্ণকথা ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণ অনুগতে শির্দ্ধদেহের বিচার।...
পুষ্পিকা,

[৫খ...অধরামৃত কোন বর্ন্ন: হরিতাল বর্ন্ন: পদধূলী কোন বর্ন্ন: নিগুড় শ্যাম-বর্ন্ন: ইতি: শ্রীস্বরূপ গোস্বামির মম: শোধনিকা সমাপ্তঃ:

ইতি: শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মত জায়ন এসাং সতাং মত: ইহাতে অন্যমত হৈলে নরকগমন হয়: এহোঁ নিত্যবস্তু হণ: জেন অকরাধ না হয়: সাবধান সাবধান সাবধান: সাধক এ তত্ত্ব জানীবেন: শ্রীগুরুমুখাৎ শ্রবন করিবেন: যথা দিষ্টং তঁথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তিকং: মণবোধাৎ: সমাপ্ত ॥ ৫খ]

২০০ **লঘুশিক্ষা (বাঙ্গালা সাধু গদ্যভাষা)**, অজ্ঞাত (১২৭৭), পত্র ৯৪ (১-৯৪), আকার ৭½" × ৪½"।

অক্ষর সিদ্ধান্ত। বাঙ্গালা—সাধু গদ্যভাষা (চূর্ণক)
যত্তত্ত্বতোঽনন্ত ব্যবহারে নীতে অনবরত সারণেঽপি, যন্ত্রাবক্ষরণসম্ভাব কুত্র দেশে বা কস্চন কালে বা কিঞ্চন পাত্রে বা নাস্তিছে; তত্ত্বৈব পরমাক্ষর বিজ্ঞেয়; অথবা যত্তু একা মূলা সংস্থিতি, এক অব্যয়ায় বা অকর্জয়ম, এক অক্ষয়াকর; তদেব অক্ষর শব্দ বাচ্য। অতএব যৎ তিষ্ঠতিছে, কিন্তু ক্ষরতিছে না, তদেব অক্ষর ভবত্বক।

২০১ **রামায়ণ (উত্তরা কাণ্ড), কৃত্তিবাস, মধুকণ্ঠ, রূপরাম** (১২৭৯), পত্র ১৮৫ (১-১৮৫), আকার ১৩½" × ৪½"।

ভনিতা,
[১৪৮ক দ্বিজ মধুকণ্ঠ তাহে সাথি ॥
[১৫১খ দ্বিজ রূপরামে কহে জত বল মিথ্যা নহে নিকটে পাইবে রাজ্যখণ্ড ॥
বিষয়সূচী,

[১খ মুনি আগমন [২খ-৩খ মুনিবাক্যং [৪খ লক্ষনবাক্যং [৫খ-৬খ বাকল [৭খ পবনপর্ব্ব [৮খ পর্ব্বতের জুদ্ধ [৯খ পর্ব্বৎ [১০খ-১৫খ শিবের বিবাহ [১৬খ লঙ্কানির্ম্মাণ [১৭খ-২০খ পর্ব্বতাগমন [২১খ জুদ্ধ [২২খ পর্ব্বৎ সাঙ্গ [২৩খ-২৭খ রাক্ষসের জন্ম [২৮খ রাবনের জন্ম [২৯খ-৩৩খ রাক্ষসের জন্ম [৩৪খ রাবনের দিগবিজয় [৩৫খ-৩৬খ

কুবের [৩৭খ-৩৮খ বৈদেহী [৩৯খ-৪১খ অনারন্ত [৪৩খ-৪৬খ অর্জ্জনে রাবনে জুদ্ধ [৪৭খ ভ্রগুরাম সহ অর্জুন জুদ্ধারম্ভ [৪৮খ-৬০খ অর্জুন [৬১খ-৬২খ বালি সুগ্রীবের জন্মকথা [৬৩খ-৬৪খ বালি রাবনে জুদ্ধ [৬৫খ বালি সমাপ্ত [৬৬খ-৭২খ জমজেনা [৭২খ জমজেনা পালা সমাপ্ত, নাগলোক [৭৩খ নাগলোক [৭৪ নিবাত কবচ [৭৫খ বরুন [৭৬খ-৭৭খ বলিরাজা [৭৮খ বলির পালা সমাপ্ত, চন্দ্র সহিৎ রন [৭৯খ চন্দ্রমণ্ডল [৮০খ-৮১খ কপিলদেব [৮২খ রম্ভাহরন [৮৩খ কালকেয়া দৈত্যনাস [৮৪খ ইন্দ্র সহিৎ রন [৮৫খ-৮৮খ ইন্দ্র [৮৯খ হনুমানের জন্মকথা [৯০খ-৯৫খ শ্রীহনূমান [৯৬খ-১০০খ রঘুরাজার উপাক্ষান [১০১খ-১১০খ সিতার বনবাস [১১১খ স্বগ[র]রাজার উপাক্ষান [১১২খ-১১৪খ কুকুরের উপাক্ষান [১১৫খ-১২০খ লবনবধ [১২১খ-১২৪খ ব্রাহ্মনের বালকের জিউদান [১২৫খ-১৩০খ অগস্ত্যদর্শন [১৩১খ-১৩৭খ জজ্ঞ [১৩৮-১৪১খ কটক বন্দি [১৪৩ক-১৪৪খ লবকুসের যুদ্ধ [১৪৬খ-১৫৮খ পিতাপুত্রে রন [১৫৯খ-১৬০খ কটক লোক্ষন [১৬১খ-১৬৫খ হনুমান ঠাকুরের ভোজন [১৬৬খ-১৭০খ দশরথের স্বর্গারোহন [১৭১খ-১৭৭খ লব কুসের আগমন [১৭৮খ-১৮৪খ বিনাগান [১৮৫খ...

২০২ **গোবিন্দমঙ্গল (কর্ণমুনির পালা)**, *কবিচন্দ্র (১২৮১), পত্র ১১ (১-১১), আকার ১৩½″ × ৫″ ।

[১১ক গোবিন্দমঙ্গল গিত কৃষ্ণদাষে গান এত দুরে মুনির পারন সমাধান ॥
ইতি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৪৪ সাল তারিখ ৬ অঘেন শ্রীলক্ষিনারায়ন চাটুজ্য মহাসয় বরাবরেষু... ১১ক]

২০৩ **রামায়ণ (পাতড়া)**, কৃত্তিবাস (১২৮৩), পত্র ১, আকার ১৯½″ × ৭″ ।

কৃর্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন অনাআসে রচিলেন ব্যেদ রামায়ন ॥
ইতি সন ১২৫৪ সাল তারিখ ১৭ জৈষ্টী মাষ—

২০৪ **শ্রাদ্ধমঞ্জরী— স্মৃতিকল্পপ্রমাখ্যান গ্রন্থ (ভাষা)**, রাধাবল্লভ দেবশর্মা (১২৮৭), পত্র ৪৩ (১-৪৩), আকার ১০″ × ৩½″ ।

[১খ ৭ ওঁ নমঃ শিবায়ঃ ॥ অথ রামায় নমঃ ॥
স্মৃতিকল্পপ্রয়াখ্যানং গ্রন্থং প্রাকৃত ভাষয়া কুরু কবিবাগীশো রাধাবল্লভসংজ্ঞকঃ।
শাস্ত্রং প্রাকৃত ভাষয়া কৃতমিদং গৃহ্নন্তি য়ে মানবাস্তে কুর্ব্বন্তু সুখেন সংসদি সদা পাণ্ডিত্যমাস্থাম্বিতাঃ।...অতএব প্রথমে শুদ্ধিনির্নয় করিতেছি ॥...

শেষ,

[৪৩খ…অপর অপর সমান জাত্যের তর্পন না করিবেক। কিন্তু ভীষ্মতর্পন করিবেক।
ইতি শ্রীমু[কু]ন্দ মিশ্র তনুত্তব শ্রীরাধাবল্লব দেবশর্ম্মবিরচিতে স্মৃতিকল্পে শ্রাদ্ধমঞ্জরী সমাপ্তাঃ। শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং দেব দেব মহাদেব ৪৩খ]

২০৫ **পদাবলী**, দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র, দ্বিজ চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, অজ্ঞাত (১২৯০), পত্র ১ (অর্দ্ধাংশাবশিষ্ট), আকার ৬"×৩½"।

…অকারণ কেন রহ একাকীনি (দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র)
…পিরিতি পরান পণীআ রহিব (দ্বিজ চণ্ডিদাস)
…বিধির ভূবণ মাঝে (চণ্ডিদাস)
…রসের সার পীরিতি (অজ্ঞাত)

২০৬ **কবিরাজী পাতড়া (নাড়ীপ্রকাশ)**, *মৃত্যুঞ্জয় (১২৯১), পত্র ২০ (৩০-৪৮, জমাট, *), আকার ১৩½"×৫"।

[* ত্রিদোস হইলে স্থান ছাড়ি জায় থাকে থাকে শিঘ্র চলে পরান নাশায়।
অতিশয় শিথিল জদি ক্ষিন বহে নাড়ি অওসুধে কি করে তার প্রান জায় ছাড়ি।
জর হইলে তপ্ত নাড়ী বড় বেগ হয় কাম ক্রোধ বেগ চলে ক্ষিন অতিসয়।
দুর্ব্বল মন্দাগ্নি যার নাড়ী মন্দ চলে ত্রিদোশে তপ্ত নাড়ী আনে ভাল বলে।
সোস্ত নাড়ী চলে ভোজনে অন্তরে মৈথনগমনে নাড়ী মন্দ ক্ষিন করে।
আগে বহে পির্ত্তনাড়ি… মর্দ্ধভাগে [এ]ই দোসে অন্তরে বহে জানিবা ত্র্যোগে।
অনেক সাস্ত্রের গতি নাড়িনিরূপন নাড়ীপ্রকাশ গ্রন্থ হই[ল] সমাপ্তন॥
ইতি মিত্র্যুঞ্জয় ভাসিতং নাড়ীজ্ঞাননিরূপন সংপুর্ন্নং॥… *]

২০৭ ***শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্ত্তন**, বৃন্দাবনদাস, নরোত্তম, দীন কৃষ্ণদাস, রাধামোহন, অজ্ঞাত (১২৯৩), বিলাতী কাগজের পত্র আ. ৩০ (খণ্ডিত ছিন্ন), আকার ১৩½"×৫½", ই.।

[১খ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু…
হইল পাপিষ্ট জন্ম না হইল তখনে বঞ্চিত হইলাম সেই সুখ দরশনে (বৃন্দাবনদাস)

[১খ ॥ সুহিনী ॥ পহু মোর নিতাই গৌর সীতানাথ (নরোত্তম)
…[২ক র সঙ্গে লৈয়া   নিশান্ত কালেতে জায়া   দেখিব গৌরাঙ্গ রসালস
বিভাব অনুভাব কত   হরিস বিসাদ যত   সভয় বচন মৃদুভাস।
সর্য্যা হইতে উঠি জবে   প্রভাতের কৃত্তে জাবে   শ্রীগুরুআদেশ পাইয়া আমি
সুবাসিত জলঝারি   কর্পূর চুর্ন্নাদি করি   এ সকল জোগাইব আমি।
উদ্বর্ত্তনাদি করি পরে   জাবে সুরধনি তীরে   ভকত লইয়া জলকেলি
স্নান পরে সুক্ষ্ম বাস   পরাইবে এই দাস   গৃহে জাবে নিজ গণ মেলি।
আসিয়া আপন ঘরে   বসিবে আসন পরে   ভূষণ করাব সব অঙ্গে
প্রিয় গদাধর তবে   ভাগবত বিচারিবে   আস্বাদিবে ভক্তগণ সঙ্গে।
ভাবের বিকার যত   প্রকট হইবে কত   সম্বরিবে কোণ পরসঙ্গে
অন্তপুরে তবে জাইয়া   শচীমাতার আজ্ঞা পাইয়া   জলযোগ করাইব রঙ্গে।
ভোজন বসিবে তবে   ভকত সহিত জবে   পুরুব ভাবেতে হবে ভোর
[দি]ব্য জল লইয়া হাতে   দণ্ডাইব একভিতে   দেখিব সে সুখসিন্ধু ওর।
আচমন করা ২ক] [২খ ইব   বদনে তাম্বুল দিব   শয়ন করিবে প্রভু জাইয়া
রাতুল চরণ দুই   চাপিব বসিয়া মুঞি   সেবানন্দে মগণ হইয়া।
জাগিয়া পূর্ব্বাহ্লকালে   সকল ভকতমেলে   গোষ্ঠাবেশে ভকতমন্দিরে
ভাবন্তর হইয়া পুণ   কৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়গণ   আস্বাদিয়া হইবে বাহিরে।
পুজিব সুর্য্যেরে বোলি   উপবনে জাবে চলি   স্ফুর্ত্তি মানি আগে কৃষ্ণরূপ
হর্ষ লর্য্যা ক্রোধ বাম্য   বিধুমুখে হাস্য নর্ম্ম   ভাব যত সব ওপরূপ।
চাহিয়া গদাধর পাণে   আমি কৃষ্ণ হেন মাণে   পরিহাস করি নানা রঙ্গে
কল্পপাদপতলে   রতনবেদির পরে   বসিবে ভকতগণ সঙ্গে।
গদাধর করে ধরি   ভক্তগণ সঙ্গে করি   নানা রঙ্গে উদ্যান ভ্রমনে
হোরি হিন্দোলাদি করি   মধুপান জলকেলি   হেন লীলা দেখিব নয়নে।
বিপিনে ভোজন করি   আপনার দাস বোলি   ইঙ্গিত করিবে প্রভু মোরে
তবে দাসগণ সঙ্গে   সেবন করিব রঙ্গে   সেবামৃত আনন্দ অন্তরে।
শয়ন উত্থান করি   মাধবিমণ্ডপ পরি   গদা২খ][৩ক ধরে[র সঙ্গে] পাশাখেলা
খেলিয়া আনন্দভরে   ভ্রমিবে নদীয়াপুরে   অপরাহ্নে দেখিব সে লীলা।
আসিয়া আপন ঘরে   বসিবে আসন পরে   সেবন করিব দাসগণে
গাভিগণ ধনি শুনি   আপনাকে রাধা মানি   অট্টালিকা করি আরোহনে।
হা হা কাহা প্রাণনাথ   বোলি হবে মুরুছিত   [স্বেদ] কম্প রোমাঞ্চ সহিতে

আনন্দে পুলক অঙ্গে ভক্তগণ করি সঙ্গে ভাবিয়া প্রলাপ বি[হিতে]।
তবে সম্বর করি গৃহান্তরে গৌরহরি জল খাবে মায়ে সুখ দিতে
দেববন্দনাদি ক[রি ম]ঙ্গলস্বরূপ হরি সংকীর্ত্তণ ভক্তগণ সাথে।
সংকীর্ত্তণ সম্বরিয়া প্রদোস সময় জাইয়া সভাতে বসিবে ভক্ত লইয়া
যত জন আইসে জায় প্রেমহাসে নাচে গায় কৃষ্ণরূপগুণে মত্ত হইয়া।
সভারে বিদায় দিয়া ভোজণে বসিবে গিয়া আচমন করি শয্যা পরে
বিশ্রাম করিবে জবে পাদসম্বাহিব তবে পুণ উঠিবে প্রভু সত্তরে।
মন অনুরূপ ভক্ত লইয়া কৃষ্ণরূপামৃত ৩ক] [৩খ আস্বাদিয়া অনুরাগভরে
ভাবাবেসে অভিসারে জাবে শ্রীবাসের ঘরে বসিবেন হরিস অন্তরে।
নিজভাবে মগ্ন হইয়া পারিশদগণ লৈয়া করিবেন বিপিন বিহার
গঙ্গার পুলিন গিয়া মৃদঙ্গ মন্দির লইয়া করে পহু রাসের বিহার।
প্রেমে উনমত্ত হৈয়া শ্রীবাসপ্রাঙ্গনে জাইয়া করে সভে উচ্চ সংকীর্ত্তন
কেহু হাসে কেহু গায় কেহু কান্দি গড়ি জায় কেহু উঠি করয়ে নর্ত্তন।
নৃত্য গান তা[ল মান] সব অতি অনুপাম বিহার করিবে নিজসুখে
বিশ্রাম করিবে জবে সে দিন কি মোর হবে …ল খাওয়াবে পরম কৌতুকে।
ভক্তসহ জলকেলি বন্যভোজনাদি করি শয়ন করিবে নি[জ ঘরে]।
চরণসেবণ আশ করে দিণ কৃষ্ণদাস কৃপা করি প্রভু দেহ মোরে ॥৩॥

[৩খ এই কৃপা কর মোরে অদ্বৈত নিতাই (দিন কৃষ্ণদাস)
[৪ক হরি হরি আর কি য়েমন দশা হবে (নরোত্তম দাস) ॥৫॥
[৪ক ॥ ধানসী ॥ হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী বয় গুণ রূপ (কৃষ্ণদাস)
[৪খ নিশি অবসানে নিকুঞ্জভবণে রতনপালঙ্ক পরে…
[৬ক… ॥ ললিত রাগ ॥ হেন দশা কবে হবে (রাধামোহন) ॥১॥
[৬ক,খ হা হা বিধুমুখি তুয়া সেবার লাগিয়া (দিন কৃষ্ণদাস)
[৬খ ॥ ধানসী ॥ সুগন্ধি সলিলে শ্রীমুখ ধোয়াইব…
[৮ক ধরি লাক্ষারসে চিত্র করি (দিন কৃষ্ণদাস)
[৮ক…সিনান করি অঙ্গভূষা ধরি (কৃষ্ণদাস)
[৮খ সুন শ্যামা সখী তুমার (দিন কৃষ্ণদাস)
[৯ক ॥ সুহই ॥ হা হা দেবি কবে তোমার (অজ্ঞাত)
[৯ক,খ ভাটিয়ারি ॥ কৃষ্ণের ভোজণ লাগি ব্রজেশ্বরী অনুরাগি…

[১৩ক···মন্দিরে জাইয়া সখী সঙ্গে (কৃষ্ণদাস)
[১৩ক হে রূপমঞ্জরী সে দিন কি (দিন কৃষ্ণদাস)
[১৩খ বালিসে হেলন দিয়া (দীন কৃষ্ণদাস)
[১৪ক রঙ্গিনী মন্দিরে আনন্দ (দিন কৃষ্ণদাস)
[১৪খ ॥ পঠমঞ্জরী ॥ হা হা সুদনি সে দিন···
[২৪ক · চম্পকমঞ্জরী সুবাসিত (কৃষ্ণদাস)
[২৪ক ধানসী ॥ হা হা শ্যাম গোরী তোমার অঙ্গের ভূষণ (কৃষ্ণদাস)
[২৪ক কি বা সে কুঞ্জের শোভা···
[২৬ক,খ মদনসুখদা কুঞ্জ মনোহর (কৃষ্ণদাস)
[২৬খ হা হা বিধুমুখী কবে সে (কৃষ্ণদাস)
[২৭ক···ব্রজেন্দ্রনন্দনভূজে গ্রিবা···
[২৮ক শ্রীরাগ ॥ কবে আ···নিকুঞ্জ ঘরে (কৃষ্ণদাস)
[২৮ক হা হা শ্রীযুগলকীশোর সওর···
[২৮খ-২৯খ যথা···গর্ব্বহারি গৌর দিপ্ত গোরচনা··· (দিন কৃষ্ণদাস)
[২৯খ, ৩০ক,খ ভাটিয়ারি ॥ · মাঝে তা পরে বিছাব চিত্রাসন (কৃষ্ণদাস)
[৩৬ক ॥ তুড়ি ॥ উদ্যান মাঝে অট্টালি সাজে (দিন কৃষ্ণদাস)
[৩৬ক ॥ সুহই ॥ হা হা ধনী তোমার প্রিয়সখী (কৃষ্ণদাস)
[৩৬খ ॥ সুহই ॥ অট্টলি উপরে হেমগোরী (কৃষ্ণদাস)
[৩৬খ ॥ পঠমঞ্জরী ॥ হে রঙ্গিনী তুমি অট্টালি উপরে...
[৩৭খ, ৩৮ক···অন্য সব সখি নির্মঞ্ছব কুতুহলে (কৃষ্ণদাস)
[৩৮ক ॥ শ্রীরাগ ॥ হা হা প্রাণেশ্বরী সে রঙ্গ দেখিব কবে (কৃষ্ণদাস)
[৩৮খ ॥ পঠমঞ্জরী ॥ নাগরশেখর জাবেন ঘরে···
[· · ॥ ভাটিয়ারি ॥ ভোজনমন্দিরে কৃষ্ণ···
[··· ॥ তুড়ি ॥ উদ্যান মাঝে (কৃষ্ণদাস)
[··· ॥ যথারাগ ॥ হা হা সুধামুখী ধনী রন্ধন করিবে···

২০৮ **স্বরূপকল্পতরু**, নরোত্তম দাস (১২৯৪), পত্র ৫ (১৩, ১৪, ১৫, ২১, ২২), আকার ১৩½" × ৪¾" ।

···[১৫ক কয়ে টয়ে নাম তার রাখিল গোপনে।
সহজে চৈতন্য বলি বলে মোহাভেজা মোহাঁসর্ত্ত কাম বলি মদনের রাজা।

ভাবভক্তি প্রেমভক্তি সাধন হইতে   ত্রিবিধ লক্ষন তার কহিল টীকাতে।
ভাবভক্তি পুর্ব্বলিলা চিন্তা অনুক্ষন   সাক্ষাতে স্বরূপসেবা প্রেম আচরন।
গৌরলিলা কৃষ্ণলিলা নিত্যলিলা আর   এই ত কহিলাম প্রেমভক্তি ত্রিধাকার।
রসের উপরে রস বলি মোঁহারস   শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জেই রসে বস।
ভাবের উপরে ভাব বলি মোহাভাব   শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জেই ভাবে লাভ।
জলের উপরে জল বলি মোহাজল   শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জার প্রেমফল।
রাগের উপরে রাগ বলি মাহারাগ   শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জার অনুরাগ।
শুন্যের উপরে সন্ন বলি মোহাঁশুন্য   শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ছাড়ি ভজে অন্য।
ফুলের উপরে ফুল বলি মোহাঁফুল   জেই ফুলে চৈতন্য নিতাই অলিকুল।
গন্ধের উপরে গন্ধ বলি মহাগন্ধ   শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জাহাতে আনন্দ।
সব্দের উপরে সব্দ বলি মহাসব্দ   চৈতন্য নিতাই নির্ত্তে চোদ্দ ভুবন স্তব্দ।
দুগ্ধের উপরে দুগ্ধ বলি খিরখণ্ড   জার লাগি চৈতন্য নিতাই করে দন্দ।১৫ক]
[১৫খ গুনের উপরে গুন বলি মহাগুন   রসের হিওায় জাতে জাগে ত আগুন।
ঘরের উপরে ঘর বলি মহাঘর   চৈতন্য নিতাই নাচে জাহার উপর।
দুয়ারে দুয়ার বলি রসের দুয়ার   চৈতন্য নিতাই জাতে করেন বেহার।
হাটের উপরে হাট বলি মহাহাট   শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভূর জাতে নাট।
বাজার উপরে হয় রসের বাজার   সে তেমন বাজার করে জেমন জাহার॥

॥ সহজতত্ত্ব ॥

সই সহজ বুঝক কে
তিমির আন্ধারে আছে জেই জন: সহজ প্রেয়েছে সে।
চান্দ্রের কাছে:   অবলা আছে:   সেই সে পিরিতি সার
বিসে অমৃতে একর্ত্ত মিলল: কে জানে মরম তার।
ভিতরে তাহার: ত্রিনটী দুয়ার: বাহিরে একটী আছে
চতুর হইয়া:   দুইটী ছাড়িয়া:   থাকএ একটী কাছে।
জেন আম্ব ফল: ভিতর বাহির কুসি ছাল: কুসি মাত্র তার কসা
তার আস্বাদন: জানে জেই জন: করহ তাহারি আসা।
কৃষ্ণদাস বলে:   [লা]খে এক মিলে:   ঘুচায় মনেরি ধান্ধা
শ্রীরূপ কৃপাতে:   জদি ইহা হতে:   পিয়ামন রাখ বান্ধা॥
এই ত কহিলাম ত্রিন দুয়ার বিবরন   রসিক ১৫খ]...

[*১৬ক…বৈকণ্ট খিরোদ কৈলা অদ্ভুত গঠন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্বর হৈল্যা তিন জন   নিগুড় তিন স্থানে তাঁরে করিলা স্থাপন।
সর্ত্তগুনে বিষ্ণু তাতে বৈসে জলরূপে   জোড়াগু আকার হয়্য তাহার স্বরূপে।
লিঙ্গরূপে তমগুনে বসিলেন সিব   কৃষ্ণসুখের সুখি তিহোঁ নাহি জানে জিব।
রজগুনে ব্রহ্মা বৈসে সুনিত আকার   নাভিদেসে বৈসে পদ্মা‍র্জোনি নাম তার।
এক দেহ হৈত্যে হইল সভার জনম   এক ব্রহ্ম বলি তেঞী বলে মুনিগন।
চারি বেদে কি কী হইল ॥
মনস্যাদি পসুআদি এক বেদে হৈল্য   পক্ষ আদি করি তবে আর বেদে কৈল্য।
জলচর আদি করি এক বেদ হৈতে   কৃমি কিট আদি হৈল আর বেদেতে।
এই চারি বেদ হৈত্যে জগৎ উৎপতি   বিধবার বেদ বল্যা ঘুসে বসুমতি।
মায়ায় মোহিত জিব জানিঞা না জানে   এই সুনে এই পুন ভূলে ক্ষেনে ক্ষেনে।
আপনা জানিতে নারে অন্য রহু ঘর   দেহমধ্যে আছে হরি দয়ার ঠাকুর।
দেহ সে জানিলে জানি সব তর্ত্তসার   নয়নের অগোচর বস্তু নাই আর।
এই ত কহিল আর কব জাহা জানি   স্বরূপ বিহনেতে দহিছে য়েই প্রানি।
অনঙ্গমঞ্জরির পদ অহন্নিসি আস ১৬ক][১৬খ   স্বরূপকল্পতরু কহেন নরর্ত্তমদাস ॥

প্রভুরে জে ইৎস্যা সেই করিয়ে বর্ন্নন   তাঁর জেই ইৎস্যা সেই সাধ্য‍ সাধন।
ইবে কহি মাধবপুরির উপসন   ডাকিয়া মথুরানাথে তাহার গমন।
পুর্ব্বে মাধবপুরি সন্যাস করিঞা   তির্থপরিক্রমা করেন বৃন্দাবন জায়্যা।
চৌরাসি ক্রোস বৃন্দাবন ভ্রমন করিয়া   গোবর্দ্ধন গিরি দেখী প্রেমাভিষ্ট হয়্যা।
তলেতে তমালবন করিয়া ভ্রমন   বদরি দাড়ীম্ব বোন নিকুঞ্জ কানন।
কেলিকদম্বের বনে কৃষ্ণ না দেখিল   ভাণ্ডীর কাননে কৃষ্ণে বিস্তর খুজিল।
তেতুলির বন আর বেতসির বন   জাহাতে প্রকটলিলা কৈলা ভগবান।
ঐস্বর্য্য মাধুর্য্য ব্রজে দুই লিলা হয়   পুতনাদি কংসবধ আদি জত হয়।
এই সব লিলা কৃষ্ণ বিষ্ণুদ্বারে করি   রাধাসঙ্গে পুর্ন্নোর্ত্তম গোলকবেহারি।
স্বয়ংজের কর্ম্ম নহে ভারহরন   সৃষ্টীকর্ত্তা বিষ্ণু করেন অসুরসংহারন।
দ্বাদস বন ভ্রমি কাঁহা কৃষ্ণ না পাইয়া   রাধাকুণ্ডোতটে গেলা মহাদুখি হয়া।
পরম বিরক্তা পুরি সর্ব্বত্র উদাস   অজাচিত পাইলে খান নহে উপবাস।
বোন ভ্রমি শ্রমযুক্ত বসি বৃক্ষতলে ১৬খ]
…[১৭ক গুরুর্দ্ধেসি মরে সব গুরুকে লজ্যিয়া।

কেবল মাধুর্য্যভাবে ব্রজঙ্গনার ভাব   কৃষ্ণসুখ বিনে নহে জাহার স্বভাব।
নিজ নিজ ভাবে করে কৃষ্ণের সেবন   কৃষ্ণসেবা বিনু নহে তাহার জিবন।
নিজসুখে ভজে জেই কামি তার নাম   ব্রজপ্রাপ্তী নহে তার জায় অন্য ধাম।
নাএক জর্দ্যপি হয় নাইকার বস   আত্মসুখ নাই জানে রাগেতে আলস।
এই নাএক নাইকা দুই সতসির্দ্ধ হয়   সহজ মানুষ কৃষ্ণ জাহাতে আশ্রয়।
কাষ্টে কাষ্টে ঘরিসনে অগ্নি বাহিরায়   তেমতি উৎপন্ন রাগ নাইকার গায়।
নাএক নাইকা দুই রসের গঠন   জাতে জন্ম তাতে মন্ত্র তাহেই ভজন।
পিরিতি ছাড়িয়া ভজে কৃষ্ণ নাই পায়   ভববন্ধে ঘুরে ম'রে ব্রথা জন্ম জায়।
পরে পরে প্রেম করে কহয়ে পিরিতি   প্রীয়ভাব পিতে নারে ক্ষয় কুল জাতি।
ব্রথা সে ভাবনা তার বিফল জনম   চিনিতে না পারে সেই কৃষ্ণ কোন জন।
টলবল অঙ্গখানি পানি বলি বলে   তাহার অধিক বস্তু প্রীকিতির কোলে।
সকল মন্ত্রেতে ভজে [সেই] সে ব্রাহ্মন   টয় কয় নাম তার ব্রহ্ম হুতাসন।
জন্মদ্বীপ বলি তাহে সভার জনম   লাবন্যামৃতধারা তাহে বহে অনক্ষন।
ধার·· ধারা ১৭ক] [১৭খ হইল মিলন   ধর্ম্ম অধিকারি বিনে না জানে মরম।
অধিকারি নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে   তৎকাল বিনাস পায় হাসিতে খেলিতে।
স্বরূপ সম্পদ মানে আপনাকে চিনে   সকল জানিবে সত্য স্বরূপ বিহনে।
স্বরূপস্বভাব হয় শভাকার পর   রূপ নামে আত্মা তার সভাই কিংকর।
ইহার প্রমান ভাই দেখহ সাক্ষাতে   একটী অক্ষর তাহে সম্নি তিন সাতে।
১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০   ।
এক হৈত্যে এত হৈল্য দেখ বন্ধুগন   সঙ্খ পদ্ম খব্ব বিন্দু অপার গনন।
ঘুচাইলে এক দেখ সব সুন্যাকার   তেমতি জানিবে রূপ বিনে অন্ধকার।
রূপের আসর্য্য গান রূপের পিরিতি   আপুনি পুরূসরূপ আপুনি প্রীকিতি।
অর্দ্ধরূপ স্বরূপ অর্দ্ধাঙ্গ প্রীকিতি   আপুনি আপনা সঙ্গে করেন পিরিতি।
আপুনি চৈতন্যরূপ স্বরূপ নিতাই   স্বরূপ বিহনে রূপের স্থিতিস্থান নাই।
পুরূসরূপেতে নিতাই কৃষ্ণ গুনমনি   প্রী[কি]তিস্বরূপে নিতাই রাধা বিনদিনি।
নিতাইচান্দ নিতাই সুর্য্য আকাসের তারা   চৈতন্য ছাড়িলে হয় নিত্যানন্দহারা।
নিত্য নিতাই গিরি স্র্যাই আকার   নিতাই বিনু দাণ্ডাইতে নাই স্থান আর।
নিতাই রূপা :   নিতাই সোনা নিতাই অষ্ট ধাতু ১৭খ]···
[২১ক কৃষ্ণপাসে বন্দি পুরি ভাসে অশ্রুজলে।
মাধব ব্রজের নির্ত্ত মাধব আপুনি   জগত তারিতে পুরি রসীকসিরোমনি।

বালকের বেসে কৃষ্ণ দুগ্ধপান কৈলা   সপনেতে শ্রীগোপালসেবা মাগি নিলা।।
গোপালের আজ্ঞা পায়্যা চন্দ্রন আনিতে   আনিলা চন্দ্রন কপুর নিলাচল হৈতে।
রেমুনাতে জবে গেলা মাধব গোসাঞি   চোরাইয়া খির খাইলা গোপীনাথের ঠাঞী
কপুর তাম্বুল আনি নিলাচল হৈতে   গোপালের সপ্ন হৈল্য গোপিনাথে দিতে।
গোপিনাথের সেবাতে গোপাল তিপ্ত হৈল্য   এ বড় সন্দেহ মোর হৃদএ জন্মিল।
কৃপা করি কহ গুরু ইহার কারন   গোপিনাথ গোপালের স্বরূপ কেমন।
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ গদাধারি   অতি গুপ্ত স্থানেতে গোবিন্দ নাম ধরি।
গোপীনাথ পভরেতে গুপ্তচন্দ্র রূপ   রেমুনাতে বস্যা আছেন রমনির ভূপ।
বসুদেবসেবিত কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনধারি   বাহুবন্ধে সেবা করে বাসুদেব হরি।

তল্লক্ষন।   গোপালকে : শ্রীনিত্যানন্দ। গোপীনাথকে : শ্রীমহাপ্রভু।
জগুপী : গোপীনাথরূপে করিয়াছেন ভোজন   ভক্ত লাগি পুনরূপী করেন আস্বাদন।

মাধবিন্দপুরিকে : জোগমায়া [২১খ ইস্বরপুরি নান্দীমুখি। রঙ্গপুরি পনিমুখি: আপনি মুমুখি :   কেষব ভারথি গর্গ্যমুনি : রামচন্দ্রপুরি চন্দ্রাবলি।
এই ত কহিলাম গুরুগনের স্বরূপ   ইবে কহি স্লোকের অর্থ প্রেমরসকুপ।
জে কালে মাধবপুরির সির্দ্ধিপ্রাপ্তী হৈল্য   এই শ্লোক পড়ি পুরি সরির ছাড়িল।

তথাহি ॥ ময়ী দিনদয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ কদা বিলক্যসে।
খিদয়ং স্বদ লোককাতরং দঁইত ভ্রম্মিতি কিম্করোম্মহং ॥

ঐ ঐ দিন দিন প্রভু বলে বারে বার   মুখে না নিস্বরে বানি আঁখে জলধার।
এই স্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরানি   তার আজ্ঞায় স্ফুরিয়াছে মাধবিন্দ্রবানি।
কি বা গৌর ইহা করে আস্বাদন   ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চোটাজন।
শ্রীরূপ স্বরূপ আর রোঘুনাথ দাষ   এই তিনে জানেন গৌরের মহিমাপ্রকাষ।
এই তিনের কৃপাপাত্র জেই সেই জানে   শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সত্য করি মানে।
জগত জাকে মাতা বলে আমি বলি বাপ   জগত জাকে পুণ্য বলে আমি বলি পাপ।
জগত জাকে ভাল বলে আমি বলি মন্দ   জগত জাকে মন্দ বলে সে মোর আনন্দ।
জগত জাকে পিতা বলে আমি বলি মাতা   জগত জাকে সত্য বলে আমি বলি মিথা।
জগত জাকে মুখ বলে আমি বলি দুখ কৃষ্ণ জাহে সুখ ২১খ] [২২ক পান সেই মোর সুখ
জগত জাকে ধর্ম্ম বলে সে মোর অধর্ম্ম   জগত অধর্ম্ম বলে সেই মোর ধর্ম্ম।
জগত দেখিলে জারে করে ত নেৎকার   সেই ত পরেষ ধন ঠাকুর আমার।
জগত জারে গ্রাহ্য করে সে মোর অগ্রাহ্য   জগত জাকে অকায্য বলে সেই রয় আয্য
জগত কুপথ বলে সেই মোর সুপথ   জগত সুপথ বলে আমার কুপথ।

জগত জাকে গুনি বলে আমার নির্গুনি   জগত জাকে দুঃখী বলে আমার সে ধনি।
জগত জাকে দাষ বলে আমী তার দাষ   জগত নৈরাষ জাতে আমার তাহে আষ।
জগত জাকে ছোট বলে আমার সে বড়   কায় মন বাক্যে এই করিয়াছী দড়।
জগত জাকে মিষ্ট বলে সেই মোর তিক্ত   জগত জাকে গুপ্ত বলে আমার সে বেক্ত।
জগত জাকে ঠাকুর বলে আমার কেহ নয়   আমার ঠাকুর কৃষ্ণ সর্ব্বানন্দময়।
ইহার প্রমান দেখ বিদ্যমান পাখী   দেবতা নিষ্কান করে হইয়া কোতুকি।
আপুনী গঠিয়া পুন দেই প্রান দান   গুরুকে অধিক তাঁর মহিমা বাখান।
চক্ষুদান দীয়া তার করয়ে পূজন   পিতা মাতা হএ পূজে পুত্রের চরন।
গুরু হয়্যা দেখ তার কৈল উপাষণ   সিস্য হয়্যা পুজে পুন তাহার চরণ।
গুরু হয়্যা সিস্য হয় জানিতে বস্তুভেদ   নহে কেনে পুরুষ পৃকিতি হবে খেদ।
জগত কহয় পুরুষ ২২ক] [২২খ [প্রকি]তির গুরু প্রকিতিকে গুরু বলে জিহোঁ কল্পতরু।
প্রকিতি জগতগুরু নাই জানে ভেদ   কায়মনবাক্যে তেঞী প্রীকিতিতে খেদ।
প্রকিতি মায়ার শ্রেষ্ট সাস্ত্রে হেন কয়   ইস্বর্যাধিক বস্তু হয় জাহার আশ্রয়।
সেই ত প্রকিতি হয় পঞ্চ প্রকার   বিবরিয়া কহি জাহে হয় চমৎকার।
জার জে বয়েষ বেষ জার জেই ধাম   জার জেই রস হয় জার জেই নাম।
কৌমার পৌগণ্ড কৈসোর জুবা বির্দ্ধ আর   এই ত বয়েষ হয় পঞ্চ প্রকার।
পঞ্চ বৎস্বর পয্যন্ত পৌগণ্ড গনন   অষ্টদসমাবধী পৌগণ্ড জৌবন।
কৈসোরর্ত্ত পঞ্চদস কহিল নিগুড়   বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূড়।
যুবা কহি সোড়সার্দ্ধ পয্যন্ত বত্তীষ   সমস্তে কহিনু নিবিড় জতনে চিনিষ।
বির্দ্ধা কহি নিঅম সত বৎস্বর পয্যন্ত   পঞ্চ মর্দ্ধে কৌমারে শ্রেষ্টগুনে নাহি অন্ত।
নিগুড় মধুর রস জাহার ভজন   জার অনুগতে মিলে ব্রজেন্দনন্দন।
পঞ্চরস কহি ইবে যুন সাবধানে   কৌমার চুম্বন দান বাৎস্যলানুসনে।
পৌগণ্ডে সমতা ভাব সক্ষ্য বলি জান   ছোট বড় মাই জ্ঞান সকল সমান।
কান্ধের উপরে চড়ে কভু কান্ধে করে   খেতে খেতে মুখে দেই না করে বিচারে।
কৈসর বয়েস কহি মধুরসনিধি   মহাপ্রভু জে দেহে উদয় নিরবধী। ২২খ]

২০৯ গান, অজ্ঞাত, কাঙ্গাল অটল (১২৯৭), পত্র ১, আকার ১০½" × ৭½"।

শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ—

জাবে জাও ফিরে চাও প্রাণ বাচাও ঘুচাঔ শামের জন্ত্রণা॥
বলে ও বি[ধু]মুখি সে দি[ন] প্রান বাচালে আজ কি মনেঔ মান রাখবে না

এক দিন কলংখভঞ্জনে জানেন সর্ব্বজনে সে দিন নন্দালয়ে সে দিন মনে পড়ে না।
ছিদ্রকুম্ভে ঢালে বারি প্রাণ বাচালে ও কৃশ[রী] সে দিন ঘুছাইলেম
সেদিন প্রাণ বাচালে আজ কি মানে মান রাখবে না ॥১॥
কানাই হে চিনেচি বলতে নারি।
ছিলে ত্রিভঙ্গ হলে গোরাঙ্গ রাধার ভাবে অনুরাগে হয়েচ ডণ্ডধারি।
জেখন কেশিঘাটার বংশিবটে রাখতে ধেনু জাবটে
জাইতাম জমুনার ঘাটে গোচারণ করি।
জেখন সিংহাশন বনক[দ]ম্বতলে বাজত বাশি রাধা বলে
এখন মুখে কৈই রাধার নাম নয়নে বহে বারি।
...হরি জাবে নদেঅ: এসে কাঁঙ্গাঁল বেশে হরি হয়ে চলেচ হরি
কার ভাবে এমন স্বভাব ধরেচ ভাব তাও কিছু বুঝিতে নারি।
কোথা তোর সেই ধেনুর পাল দ্বাদশ রাখাল কথায় রে নবিন বাছুরি।
এখন তোর মা জসদা রইল কথা সন্ন করে ব্রেজপুর
কথায় তোর শখি শখা সেই বিষখা কথায় রে তোর রাইক্কিশরি।
কথায় তোর গুঞ্জমালা সিকেয় তলা কথায় রে কচুম্বজরি
[ঘর] জাবে মুড়িয়ে মাথা ছেড়া কেথা নদেঅ হলে ডণ্ডধারি।
কাঙ্গাল অটলে বলে রামচন্দ্রের জুগল চরণ সাধন করি॥

ওহে তোমার তালুকে বশে দিতে নারলাম মালগুজারি
সময়ে বিন্দু হল না অশময়ে বরসা ভারি।
তার ন দিগে নটা ঘাই ছুটেচে কি কোরে তায় আবাদ করি।
সবস্ব ধন বিচে কিনে নেউ হে আমায় গোউর হরি।
আমি চাই না কিছু পরেশমনি ওই চরনের ভরসা করি।
আর এক বিপদ চোরের জালা বণবাণ করিতে নারি
তারা নিশিতে এসে সিঁদ লাগায়ে কপাট ভেঙ্গে করে গো চুরি॥

২১০ **পদাবলী**, রাধাদাস, অজ্ঞাত (১৩০০), পত্র ১, আকার ৯৪″×৩″

পদসূচী,

১. শরদ নির্ম্মল চান্দ ঝলমল (রাধাদাস)
২. কানু রাধার ধিয়ানে (রাধাদাস)

৩. তোমার বাঁশীর স্বরে (রাধাদাস)
৪. শুনিয়া কাঁনুর কথা কাতরে কামিনি (অজ্ঞাত)
৫. আজ হোরি খেলিব (অজ্ঞাত)

ইতি সন ১২৪৩ সাল—

২১১ **ললিতমাধবগ্রন্থ (খলকৃত—ভাষা)**, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীস্বরূপচরণ গোস্বামী (১৩০৬), পত্র ১, আকার ১২½" × ৬¾" ।

আরম্ভ,

৭শ্রীশ্রীহরিঃ—চরণং শ্মোরণং—

শ্রীশ্রী৺ললিতমাধবগ্রন্থ খলকৃত ।—

শ্রীরূপগোস্বামীম ভাশাকৃত শ্রীস্বরূপচরণ গোস্বামী নিত্যানন্দকশ তস্য তর্জ্জমা সন ১২৫৯ সাল—সকলং ১০ দশ অঙ্ক—

খল নান্দীস্লোক ॥—

শুত্রধার নায়েক গোপেশ্বরের আদেশে রাধাকৃষ্ণলীলারশ ললিতমাধব ভক্তে প্রচারকারণ সপ্তদৃষ্টে প্রবন্ধ অনুবাদ—রঙ্গস্থলে গমন—

নটী শুত্রধারকে কহিল গোকুলে কলানিধি কৃষ্ণ ও রাধা তস্য সম্বন্ধনানী এবং নাট্যদর্শন নিমন্তন ছলে কংশ কলানিধিকে পরাভব করিবে···

২১২ **আর্যা**, শ্রীকবি ভুবন, ভৃগুরাম দাস (১৩০৭), পত্র ১, আকার ৯½" × ৩½" ।

ভনিতা,

আনা প্রতি সেরেতে পড়িল দুই কড়া শ্রীকবি ভুবন কহে নহে টুকা বাড়া ॥

আনা প্রতি কড়া দুই গণ্ডায় আট তিল ভৃগুরামদাশ কহে বুঝহ সুসিল ॥
এক [ক]ড়া এক দস্তি আনা প্রতি হয় বুঝিবে তোলার লেখা ভৃগুরাম কয় ॥

২১৩ **মহাভারত (বিরাট)**, কাশীরাম দাস (১৩০৮), পত্র ৩০ (৩, ৬-৭, ১৬, ১৮-২২, ২৭-২৯, ৪১-৪২, ৪৪-৪৫, ৪৭-৫০, ৫২, ৫৪, ৫৭-৫৮, ৬৮, ৭২-৭৫, ৮০), আকার ১৩½" × ৪¾" ।

[৮০ক মহাভারথের কথা অমৃতসমান কাসিরামদাসে কহে সুনে পুন্যবান ॥ ইতি ॥

ইতি শ্রীমহাভারথ অজ্ঞাতবাস বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত। লিখিতং মদুসুদন দেঘুরা—পাঠক শ্রীসদু সুত্রধর—ইতি—সন ১২৩৮ সাল—তাঃ ২৪ আসাড়—বিরাটপর্ব্ব আসি পাতে সংপুর্ন—৮০ক]

২১৪ **সত্যনারায়ণপাঁচালী**, অযোধ্যারাম (১৩১৬), পত্র ১৭ (১-১৭), আকার ১১"×৪২" ।

ভনিতা,

[৫পৃ সাধু আইল নিজ দেশ পুরী করিল প্রবেশ সুকবি অযোধ্যারাম গায় ॥

যাত্রাপথ,

[৬পৃ...হীরে মণি রজত কাঞ্চন পলা আর চামর চন্দন শঙ্খ লইল অপার ।
করনাল দমক মটক বাজে শিঙ্গে শুভমনে দুই জনে আরোহিল ডিঙ্গে ।
পলিতে করিয়া দিল কামানে আগুণ আষাঢ়িয়া মেঘ যেন গর্জ্জিল দারুণ ।
বাহ বাহ বলিয়ে ডাকেন সওদাগর এড়াইল নিজ রাজ্য বাগীশ নগর ।
বেণীপুর রহে বামে ডাহিনে জিরাট উজনী পশ্চাৎ করি চলে বায়ুবত ।
বড় সাজাপুর ত্যাজি আইল শাখাই কাটোয়া এন্দোনী বেয়ে পাটুলী ছাড়াই ।
ত্যজিয়ে কুজাপুর সাধু [৭পৃ গুণনিধি নবদ্বীপ রহে পাছে আর খড়ে নদী ।
গুপ্তীপাড়া ডাহিনে রহিল বহু দূর বামেতে রহিল গ্রাম নাম শান্তিপুর ।
জিরাট করিয়ে পাছে সাধুর সন্ততি ত্রিবেণীতে ত্রিধারা যথায় ভাগিরথী ।
মুহূর্ত্তেকে এড়াইল হুগলী সহর চুঁচড়ায় পূজিল ঠাকুর ষাঁড়েশ্বর ।
দ্বিগঙ্গে আইল তরী বায়ু অনুকূল যথায় নীমের গাছে ফোটে জবাফুল ।
চানকে পূজিয়ে হর হরিষ বিশেষ জগন্নাথে পূজা কৈল আখনে মহেশ ।
ভদ্রকালী বালি বামে বরাহনগর ডিহি কলিকাতা বেয়ে চলে সওদাগর ।
বারাগুা রহিল বামে ডাহিনে জিরাট ত্যজিয়ে ভবানীপুর গেল কালীঘাট ।
বিধির স্থাপিত কালী পুজিলেক তায় তরণীতে উঠিল অযোধ্যারাম গায় ॥

কালীঘাট পরিহরি বেয়ে চলে দ্রুত তরী মহা আনন্দিতে সওদাগর
বাজে দানা দড়মাসা বামে রহে গ্রাম রসা গাত গায় গেটের [৮পৃ গাবড় ।
সাকু বাহুসার ভাঁটা বাইল বৈষ্ণবঘাটা করে সব হরি হরি রব ।
বারুইপুরের পর রত্নাকর সওদাগর সাধুঘাটা করিল পশ্চাৎ
বারাশত গ্রাম গিয়ে নানা উপচার দিয়ে পূজা কৈল অনাদি বিশ্বনাথ ।
অবলিঙ্গ হাতিয়াঘর এড়াইল দড়বড় করে সব হরি হরি রব
তারগঙ্গা পরশিয়ে কপিলেরে প্রণমিয়ে পুজে গঙ্গাসাগর মাধব ।
বন্দিয়ে দক্ষিণে রায় সিন্ধুমাঝে তরী যায় বিষম তরঙ্গে কূল নাই
বেনীতরণের পুর এড়াইল বহু দূর নীলগিরি দরশন পাই ।

উড়িষ্যায় জগন্নাথে সুভদ্রা বলাই সাতে দরশন কৈল সওদাগর
যেবা দেখে একবার পুনঃজন্ম নাহি তার মহিমে মহেশ অগোচর।
স্থানের নাহিক মূল্য কেবল বৈকুণ্ঠতুল্য যেবা সেই পুরে ত্যজে প্রাণ
চতুর্ভুজ তেজঃময় বিষ্ণুর সমান হয় স্বর্গে যায় চাপিয়ে বিমান।
সওদাগর শিরমনি [৯পৃ প্রসাদ খাইল কিনি তরণীতে উঠিল তৎকাল
নানা দেশ এড়াইয়ে অপরূপ দেখে গিয়ে সিন্ধুমাঝে রামের জাঙ্গাল।
ডাহিনে মলিকাপুর কালীদহ রহে দুর সিংহল পাটন করি বামে
ছয় মাস জলে ভাসি হিরণ্যপাটনে আসি কহে কবি শ্রীঅযোধ্যারামে॥

রচনাকাল,
[১৭পৃ বসু বেদ ঋতু শশী শকের গণনা বুঝহ পণ্ডিত ভাই করিয়ে ভাবনা।
রচিল অযোধ্যারাম শ্রীগোবিন্দ স্মরি সত্যনারায়ণ নামে বল হরি হরি॥

২১৫ মনঃশিক্ষা, *রঘুনাথ দাস, *হরিরাম দাস (১৩১৯), পত্র ১ (৬), আকার ১০"×৫১/৪"।

[৬ক মন [৬খ শীক্ষা স্তববরে আছেন সর্ব্বার্থসারে পঠ ইহায় জতন হইয়া
শ্রীরঘুনাথদাস রাধাকুণ্ডে জার বাস বলিলেন পদ্য করিয়া॥৩॥
জদি দুরহ অর্থ অতি বুঝিতে নাহিক শক্তি তথাপি হইল অভিলাস
তাঁর পদে নমস্কার কহিল এই সর্ব্বসার প্রকাসিল হরিরামদাস॥৪॥
ইতি শ্রীমনশিক্ষাদেকাদশক সংপুন্ন ঃ। ৬খ]

২১৬ মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব), কাশীরাম দাস (১৩২০), পত্র ৪৯ (১, ৭-২৮, ৬০-৬৩, ৬৬-৮৭), আকার ১৫"×৫১/৪"।

[৮৭ক কাসিরাম দাসের প্রনাম সাধুণয়ে অস্বমেদ সাঙ্গকথা হৈল এত দুরে॥

অস্বমেদ পর্ব্ব সমাপ্তং॥ জথাদৃষ্টং তথা লিখিতঃ লিক্ষোকং দোস নাস্তি ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিণাঞ্চ মতিভ্রম। হস্তি টলতি পদেণ ভুভা টলতি পণ্ডিত। ইতি রস্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত হইল। বেলা চারি দণ্ড আমলে সমাপ্ত হইল। শ্রীকোমলাকান্ত রায়ের পুর্ব্বদারি ঘরের দারজায় বসিয়া লিখিলং স্বরক্ষর শ্রীদারিকানাথ রায় সাং চক পকাণণ পরগণে সমরসাহী—সন ১২৫৫ সাল—ইতি তারিখ—৬ কাত্তিক। ৮৭ বীঃ সাতাসী পাত মাত্র। ৭৪। ৮৭ক]

২১৭ ক্রিয়াযোগসার, অনন্তরাম দত্ত (১৩২৭), পত্র ৫১ (১-৫১), আকার ১৭¾"×৭"।

[১খ পরাসরসুত ব্যাস বিষ্ণু যবতার শ্লোকবন্ধে রচিলেক ক্রিয়াজোগসার।
সেই শ্লোক বাখান করিআ পদবন্ধে কহিল অনন্তরাম হরিগুনানন্দে॥
[১৪খ কহেন অনন্ত দর্গ্রে লোক না ভাবির চির্ত্তে স্থির হৈয়া কর অন্তাসন॥
[৪৩ক কহিল অনন্ত দর্থে হরিগুনানন্দে॥
[৫০খ কহিল অনন্ত দর্থে হরিগুনানন্দে॥
বিসারদপদে সেই রেহু অভিপ্রাএ পদবন্ধে রচিলেক অষ্টদস অধ্যাএ॥

ইতি ক্রয়াজোগে অষ্টদসম অধ্যা সমাপ্ত॥ শ্রীগুরবে নম। স্বআক্ষরমিদং শ্রীরামদুর্ল্ল ভ দাস সাং—। পরগনে চৌর্দ্ধগাও—। কিসম নরহরিপুর—। ইতি সন ১২০৬ সন মাহে ২৯ ফাল্গুন রাত্রি এক প্রহর কালে মোকাম গকুলপুর শ্রীশ্রীকীক সাহার গোলাতে সমাপ্ত হইয়াছে পুস্তক শ্রীরামদুর্ল্ল ভ দাব—৫০ক]

২১৮ মহাভারত (স্ত্রীপর্ব), কাশীরামদাস (১৩৪০), পত্র ৪৩ (১-৪৩), আকার ১৩½"×৪¾"।

[৪৩ক সকলেতে রচিলেন মহামুনি ব্যাস পয়ার করিআ বিরচিল কাসিদাস॥

জথা দিষ্টঃ তথা লিখীতঃ লিক্ষকো দোস নাস্তিকঃ ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিণাঞ্চ মতিভ্রমঃ। লিখিতং শ্রীজদ্ধেশ্বর দেবসর্ম্মাঃণ সাং কলাগ্রামঃ। পরগনে মেদনিপুরঃ। পাঠার্থ শ্রীধনঞ্জয় দেবসর্ম্মাঃন। সন ১২৩৭ সাল তারিথ ৩০ বৈসাখ রোজ মঙ্গলবার বেলা তিন ঘড়ির মোর্দ্ধে সমাপ্ত ঃ। ৪৩ক]

২১৯ মহাভারত (শল্যপর্ব), কাশীরাম দাস (১৩৪১), পত্র ১২ (১-১২), আকার ১৪½"×৪¾"।

[১১খ যুন যুন আরে ভাই হয়্যা একমন কাশিরাম দাস কহে ভারথকথন॥

[১২ক ইতি সৈল পর্ব্ব শমাপ্ত ঃ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যকং দোশ নাস্তিকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। এ পুস্তক লি[খি]তং। শ্রীকুবিরচরন সরকার। সাং কলাগ্রাম পরগনে মেদনিপুর সন ১২৪৩ সাল—তারিক—১৪ পোষ রোজ—শনির বেলা চারি দণ্ড॥ ১২ক]

২২০ মহাভারত (জানপর্ব), কাশীরাম দাস (১৩৪৩), পত্র ২৬ (১-২৬), আকার ১৬"×৫"।

[২৬ক কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনার প্রিত বিরচিল কাশারাম দাশ॥
পুস্তকেযু নিএা কথা লিখে মৃত্যুঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে শব পাপ হব ক্ষয়।

ব্রাহ্মনকুলেতে জন্ম চক্রবর্ত্তি প্রধান   নিবাশ করিআছি আমী নাম কলাগ্রাম।
বাঙ্গলাতে জানি আমী কাগজ করিতে   পুস্তকের দোস কেহ না লইবে চির্ত্তে।
ব্রাহ্মনচরণে শদা আমী মাগী ঠাঞী   জাহা হৈতে তরিলেন প্রভু গোবিন্দাই।
অযুদ্ধ আছএ জদি যুর্দ্ধ কর্‌য়া দিবে   পুনপুন কহিনু তার উপায় লেখিবে।
জতনে লিখিল্যাম পুস্তক জে করিবে চুরি   বাপ হয় গর্দ্ধা তার মা হয় কুকুরি॥

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্কোকো দোশ নাস্তীকং ভিমশ্বামী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। অতএব মহাশয়দির্গে বলা জায় জে এহার দোশ জেন না লহ আমী অতি মুর্খ্ কীছুই জানা নাই আর বিষেস জানা নাই আর পাচটি জানা নাইঃ—অতএব কেহ দোশ দিবে নাই। সরকার গোহালপাড়া শাং কলাগ্রাম—ইতী—তাং—২০ আশ্বীন—বেলা দুই ঘটী—২৬ক]

[২৬খ ৭ঁ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।—

মহায়।—

এহা পুস্তক জে চুরি করে—

তাহাকে ঐ ঠাকুরজির দির্ব্ব

২২১ **মহাভারত (সভাপর্ব), কাশীরাম** (১৩৪৭), পত্র ৭৩ (১-৭৩), আকার ১৫″ × ৪½″।

[৭৩খ চতুবর্গ্গ সির্দ্ধ তার ইথে নাহি আন   কাসিরা[ম] কহে সাধু সদা করে পান॥

এতর্দ্ধি সভা[প]র্ব্ব সমা[প]তং। এ পু[স্ত]ক লিখীতং শ্রীমৃত্তঞ্জয় দেবসর্ম্মা—সাং কলাগ্রাম পং মেদনিপুর···ম্বারে। জথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিখে্খা দোস নাস্তিক: ভিমস্তাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি—সকব্দা—১[৮]৪৬ সন ১২৩৫ সাল—তাং—৭ চৈত্রি—রোজ রবিবার—শ্রীমিত্তঞ্জয় চক্রবত্তির—চৌপাড়ির সরকার শ্রীকুবিরচরন সরকার—সাং ঐ গ্রাম—বেলা দু২ই ঘড়ি থাকিতে সমাপ্ত হইল—। এ পুস্তক জে চুরি করে তাহা মাএর উপর তিন সর্ত্ত গর্দ্ধক চড়ে এবং জেখানে জে পায় সেখানে সে করে। এবং সে মাত্রিরি হরন করে। ইতি—তাং—। তাং—১—১—জেষ্ট—৭৩খ]

২২২ **মহাভারত (মুষলপর্ব), কাশীরাম দাস** (১৩৫০), পত্র ৫ (১১-১৫), আকার ১৩″ × ৪½″।

[১৫খ কাসিরাম দাস কহে যুন সর্ব্বজন   ইহলোকে পরলোকে বন্ধু নারায়ন॥
কাসিরাম দাস কহে বন্দি জগন্নাথ   এত দুরে মোসলপর্ব্ব হইল সমাপ্তঃ॥

ইতি শ্রীমহাভারথ মোসলপর্ব্ব সমাপ্ত হইল:॥ জথাদ্রিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তি ভিমস্তাপি রনে ভঙ্গ মুনি নাস্তি মতিভ্রম॥ লিখিতং শ্রীগোসাঞীচরন দাস দেব সাং কলাগ্রাম। পরগনে মেদনিপুর।

সরকার গোআলপাড়া। এ পুস্তক জে হরন করে তাহাকে কোটু দিব্বি আছে। ইতি সন ১১৯৯ সাল তাং—৭ কাত্তিক রোজ বৃষপতিবার বেলা—তিন প্রহরে সমাপ্ত হইল ১৫খ]

২২৩ বৈদ্যক (পাতড়া), অজ্ঞাত (১৩৫৬), পত্র ১, আকার ৫১/২" × ৪১/২" ।

শ্রীরামঃ—

…কের ঔ[ষ]ধ জায় রসুন ১ এক তোলা—আদা এক তোলা—মরীচ ১০ দশটী—

যষ্টীর মূল এই চারি দ্রব্য একত্র করিয়া বাটিয়া এক সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবেক তিন ছটাক জল থাকিতে নাবাবেক প্রথম দিন এক ছটাক খাইবেক জে ঘরে ঢুকিবেক সেই ঘর স্থর্য্য থাকিবেক নাঞি ইতি—

২২৪ খোট্টা অঙ্গদের রায়বার, অজ্ঞাত (১৩৫৭), পত্র ২ (২-৩), আকার ১৪১/২" × ৫" ।

[৩ক খিদমৎগার ৩ক] [৩খ ছব লহু ধুলাওঁ দস্তমে করকে ঝারি
রাঙনকে লোল তোল রোল হুয়া দেখে্র্থ রোএ সর নারি।
ফের সিংহাসনমে বয়টে রাওনা গোফমো দেতা তাওঁ
বহুল পানি মো সির মুড়াঙ জো ফের কধুকো আওঁ।
অঙ্গদ কহে কেঙ রে রাঙনা তেরে ওঁআস্তে নেঞি কিয়া আমদ যুদ
আর প্রভূজিকো বয়ানা তুজ পর মালুম হোগা মরহুদ।
লঙ্কামে ডঙ্কা দেকে অঙ্গদ পলটকো আওঁ
গমন হোকে নাটে অঙ্গদ প্রভুকে দরসন পাঞে।
বিরাসনমে বয়টে প্রভুজি ছামনে গণ্ডি বান
দক্ষিন তরফেমে ভাই লছমন বামে জাম্বুবান।
যুগ্রীব বিভিসন দোন খড়াথে ছাসেন পবনকে পুত
হনুমানকে নাম যুনকে কাঁপে জমকে দুত।
যুমঙ্কে তিরে অঙ্গদ দণ্ড পাঙ পাখালি
প্রভুজিকো প্রদক্ষিন করকে নিআ কদমকে ধুলী।
লঙ্কেশ্বরকে সিরকে মুকুট প্রভুজিকো আগে রাখ্খা
লঙ্কেকা বান ওঁআকা সব প্রভুজিকে দিআ লেখনা।
রঘুবির গম্ভির যুন্‌কে হুআ হাঁস ভকতকো মগৎ রাম পুরাঞে মনকেঁ আস ॥১॥
ইতি।—সন ১২০০ সাল—তারীখ—৩ কার্ত্তিক—রোজ—বৃহস্পতিবার—৩খ]

২২৫ **ভাগবতামৃত, দ্বিজ কবিচন্দ্র** (১৩৭৫), পত্র ২ (১, ৬), আকার ১৬"×৫"।

[৬খ দিজ কবিচন্দ্র গান পুরানপ্রকাস্ এত দুরে সমাপ্ত হইল দিবারাস॥
ইতি দিবারাসের পালা সমাপ্ত॥ সঃ পহলানপুর পরগনে সমরসাহি সন ১২৪৬ সাল।—শ্রীনবিনচাঁদ লাএক ২৪ কাত্তি সনবার সাঙ্গণ শ্রীগোরাচাঁদ নন্দি।—সেবক শ্রী…। ৬খ]

২২৬ **রামায়ণ, কৃত্তিবাস** (১৩৭৮) পত্র ১২ (৩-১৩, ১৫), আকার ১৪½"×৫"।

[৫খ॥ পাহিড়া রাগ॥ [৬ক॥ পঠমঞ্জরি॥ [৭ক॥ পঠমঞ্জরি॥

২২৭ **শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাস** (১৩৮৬), পত্র ৬ (২-৪, ৬, ২৯), আকার ১৪¾×৫"।

[২৯ক শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আস পুরানপ্রমান রচিলেন কৃষ্ণদাস॥
ইতি নারদসংবাদ সংপুর্ন হইল এত দুরে হরিধ্বনি বল ভাই তরিবে সংসারে।
এই পুথি লিখিবেক সে বৈকুণ্ঠ পাইবে এই কথা ষুনে ভাই সগর্গকে জাইবে।
সমাপ্ত হইল। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো দোস নাস্তিকং ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ লিখিতং শ্রীইসানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং কাজোড়া—পরগনে—সেরগড়—সন ১২৬০ বার সও সাটী সাল—১৩ চইতি—২৯ক]

২২৮ **মহাভারত (আশ্রমপর্ব), কাশীরাম** (১৩৮৮), পত্র ২ (২৪, ২৬), আকার ১০"×৪½"।

[২৬খ [কাশীদাস বি]রচিল পাঁচালির মত আশ্রম পর্ব্বক কথা হইল সমাপ্ত॥
ইতি আশ্রমপর্ব্ব…তথা লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তিকং ভিমস্তপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥…
…পণ্ডিত সাং বাতালন পঠনার্থে শ্রীসত্তিরাম [বাগতি] সাং বেঙ্গা বিষ্ণুপুর পঃ [সমর]সাহি…সন ১১৭১ সাল তাং ২৬ মাঘ রোজ—যুক্রবার—তিথী…

২২৯ **মহাভারত (বিরাটপর্ব), কাশীরাম** (১৪১৮), পত্র ৫ (১১-১৩, *, ৪০), আকার ১৩½"×৪¾"।

[৪০ক কাসিরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার অবহেলে সুনে জেন সকল সংসার।
এই কথা কহি আমি পাচালির মত এত দুরে বিরাটপর্ব্ব হইল সমাপ্তঃ॥
লিখিতং শ্রীরাম রাম মজুমদার সাকিম দেয়াড়া—পরগণে রাণিহাটী—চাকলে—বর্দ্ধমান—ইতি—সন ১২২২ সাল—তারিখ—৭ শ্রাবণ—যুক্রবার—মোকাম মেদগাছী রাত্রি দুই প্রহর সময়ে হইল ইতি—৪০ক]

২৩০ **কপিলামঙ্গল**, কবিচন্দ্র (১৪২০), পত্র ১ (১১), আকার ১৪" × ৪৪⁄৮"।

[১১ক অন্তকালে হঅ সেই নারায়ন ধৰ্ম্মাত্রিগনে যুনে পরানকথন।
কবিচন্দ বলে ভাই যুন সর্ব্বজন ॥

কপিলামঙ্গল পুথি ঃ হইল সমাপ্ত ঃ। জথাদৃষ্ট তথা লিখিতং শ্রীনআন বারিক সাং লোহাই ইতি সন ১১৮৫ সাল—তারিখ—৩০ শ্রাবন—রোজ—ভোগ করহ—ইতি—তাং—১৫ পোনরক্রি—শ্রাবন— ১১ক]

২৩১ **রাধিকামঙ্গল**, দ্বিজ কবিচন্দ্র (১৪২২), পত্র ৩ (৯-১০, ১৩), আকার ১৩½" × ৫"।

[১৩ক রাধিকামঙ্গল দিজ কবিচন্দ্রে গায় হরি হরি বল সর্ব্বে পালা হইল সায় ॥

ইতি। শ্রীরাধিকামঙ্গল কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষুকো দোসকং ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গো মনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ লিখিতং শ্রীয়ক্রুর সরকার—সাঃ পহলানপুর বমোকাম পহলানপুর এ পুস্তকের মালিকি শ্রীয়ক্রুর সরকার সাঃ পহলানপুর সন ১২০২ সাল ২০ আসাড়— ১৩ক]

২৩২ **কপিলামঙ্গল**, কবিচন্দ্র (১৪২৪), পত্র ৬ (১৪-১৭, ১৯, ২০), আকার ৯" × ৩½"।

[২০ক ধৰ্ম্ম প্রয়োজন যুনে পুরানকর্থন কবিশ্চন্দ্রে বলে এই কপিলাকির্ত্তন ॥

এ পুস্তক কপিলামঙ্গল সমাপ্ত হইল॥ পঠনার্থে শ্রীসিতারাম বারিক নিবাস খাঁহার গাম—সন ১২৩৯ বার সও উনচল্লিস সাল তাং ২০ বৈসাখ হরিবোল হরিবোল॥ এ পুস্তকের দাম ৶০ দুই আনা ইতি—লিখিতং শ্রীসেবকরাম সরকার—২০ক]

২৩৩ **ভাগবতামৃত**, কবিচন্দ্র (১৪৩৩), পত্র ১ (৭), আকার ১৪" × ৪½"।

[৭খ দসম ব্যাসের ভাস কবিচন্দ্র গায় নন্দের বিদায় এত দুরে হইল সায় ॥

ইতি নন্দবিদায় পালা সমাপ্তঃ। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস দর্ত্ত সাং হরিপুর ঃ। ইতি সন ১১৭০ এগার সও সত্তরি সাল বিতারিখ ২৫ ফাগুন রোজ সোমবার। ভিমস্বাপি রনে ভঙ্গ ঃ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ঃঃ ॥৭খ]

২৩৪ **ধর্মমঙ্গল (কানড়া পালা)**, দ্বিজ রূপরাম (১৪৪১), পত্র ৪ (২১, ২৩-২৫), আকার ১৪½" × ৪৪⁄৮"।

[২৫খ প্রাণ পাইল রাজার জতেক সেনাগনে দিজ রূপরামে গান ধৰ্ম্মের চরনে ॥···

জথা দৃষ্টং তথা লিখনং লিখ্যকে দোস নাস্তিকং। সন ১২১৭ সাল তারিখ—২৯ উনতিষা আস্বীণ বেলা আড়াই প্রহর—২৫খ]

২৩৫ **ধর্মমঙ্গল (আখড়া পালা)**, দ্বিজ রূপরাম (১৪৪৩), পত্র ১ (৬), আকার ১৪½"×৫"।

[৬খ রামচন্দ্রে পদবিন্দু ভরসা কেবল দিজ রুপরামে গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥

ইতি—সন ১২৭১ সাল—তা—১৮ জ্যেষ্ঠী বক্তারন্নগরের চোপাড়িতে লেখা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি সাঃ কাজড়া—ত—৬খ]

২৩৬ **ধর্মমঙ্গল (স্থাপনাপালা), বৈষ্ণব-পদাবলী**, রূপরাম, গোবিন্দদাস, যতুনাথ, কবিশেখর, বংশীদাস (১৪৫৫), পত্র ১ (*), আকার ১৩"×৪½"।

ভনিতা.

[*নিরঞ্জনের মাআ কহনে নাই জায় মউরভট্ট বন্দি দ্বিজ রূপরামে গায় ॥

১. গবিন্দ কেমনে পারিব স ঁঙরিঞা রূপ (গোবিন্দদাস)
২. প্রানবন্ধু সদাই থাকিয় আর ঘরে হে (জতুনাথদাস)
৩. য়োহে সাম তু বড় নিদারুন (কবিসিখর)
৪. বড়াই সে ধনি কহ কেহ বটে (বংসিদাস)

২৩৭ **ধর্মমঙ্গল, শ্যামাসঙ্গীত**, রূপরাম, দ্বিজ তারাচরণ (১৪৫৬), পত্র ১ (*), আকার ১৩½"×৪½"।

ভনিতা,

[* রাজা রঘুরাম গুনে য়বদাত রসিক মাজে য়ুজান
তার সোভাসত রচী চারুপদ দ্বিজ রূপরামে গান ॥

৺৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ—
কি সামা মায়েরি ওগো কি বাঁমা মায়ের আগো দলবে বলেই ত লয় মাইরি
রি রি রন কল্যে য়স্তুরপুরি মা গনেস পালাল ডরে দেখে ভয়ংঙ্করি।
রন দেকতে দেবগন বসে গগনপাথ্যে পাথ্যে মা
য়েলাকেশি গো মা য়েলাকেশি নাঙ্গটা কেসি দেখে মরি হেঁসে।
দেক রে জলদবরণ কালি কালি তারা মায়ের রূপে কি দিব তলনা

ঘোররূপে কালি মুণ্ডমালি মায়ের মুখচন্দ্রশশী করেছে উদয় মধুলভে কত ধাইছে অলী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর পুজে নিরন্তর সব দেবে করে কিতানজুলি
সামা তরঙ্গনি য়েলায়েছে বেনি হররিদে চরন দেয় পাগলি
দিজ তারাচরন বলে ঘোর কলিকালে অন্তকালে জায় না ভুলি ॥

২৩৮ **বৈষ্ণব কড়চা (খাতা)**, অজ্ঞাত (১৪৬৪), পত্র ১৪৬ (১-১৪৬), আকার ৮″×৬½″।

নমুনা,
[১৪৫খ গোপীভাবেন জে ভক্তা মামেব সমুপাশতে।
তেস্থ তাস্মে বত্তষ্টোস্মি সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥ ২৬ ॥
ইতি শ্রীআদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্য্যুণসংবাদে শ্রীগোপীপ্রেমামৃতং সমাপ্তং॥ লিখিতং শ্রীনবিনচন্দ্র ঘোষ সাকিম বাতিকারং॥

[১৪৬ক শ্রীসনাতন গোস্মামী জন্ম ১৪১০ সকে অঃ ১৪৮০ সকে তন্মধ্যে গ্রহে ৩৭ বৎসর শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবণে ৩৩ বৎসর প্রকট ৭০ বৎসর নৃভৃতগমন আসাঢ়ী পূর্ন্নিমা ॥
শ্রীরূপ গোস্মামী জন্ম ১৪১৫ সক অঃ ১৪৯০ সকে তন্মধো গ্রহে ৩২ বৎসর নিলাচলে ৮ বৎসর শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবণে ৩৫ বৎসর প্রকট ৭৬ নৃভৃতগমন শ্রাবণীং শুক্ল দ্বাদশী ॥
শ্রীরঘুনাথ গোস্মামি জন্ম ১৪২৮ সক অঃ ১৫০৪ তন্মধ্যে গ্রহে ১৯ বৎসর নিলাচলে ৮ আট বৎসর শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবণে ৪৯ বৎসর প্রঃ ৭৬ নৃভৃতগমন আস্মিনী শুক্লা দ্বাদশী ॥
শ্রীশ্রীজিব গোস্মামী জন্ম ১৪৫৫ সক অঃ ১৫৪০ তন্মধ্যে গ্রহে ২০ বৎসর নিলাচলে ২০ বৎসর শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে ৪৫ বৎসর প্রকট ৮৫ নৃভৃতগমণ পৌষী শুক্লা তৃতীয়া ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্মামী আসাঢ়ী কৃষ্ণ পঞ্চমী নৃভৃতগমণ
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্মামী আস্মিনী শুক্লা দ্বাদশী
শ্রীলোকনাথ গোস্মামী আসাঢ়ী কৃষ্ণাষ্টমী—
শ্রীকাসীশ্বর গোস্মামী রাষপূর্ন্নিমা।—
শ্রীকৃষ্ণদাষ কবিরাজ গোস্মামী—আস্মীণ যুক্লা দ্বাদশী— ১৪৬ক]

২৩৯ **মহাভারত (অরণ্যপর্ব)**, **কাশীরাম** (১৪৭৪), পত্র ১৩৭ (১-১১১, ১১৩-১৩৮), আকার ১৫″×৪½″।

[১৩৮ক ভারতপঙ্কজে রবি মহামুনি ব্যাস পাঁচালিপ্রবন্ধে কহে কাসিরাম দাষ ॥
ভিমষাপী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে দোস নাস্তিক॥ লিখিতং

শ্রীরামলোচনদাস তথা শ্রীব্রজকিশোর দাস তথা শ্রীগয়াচান্দ ব্রহ্ম্মণ তথা শ্রীবিজয়রাম দাষ সাঃ বিষ্ণুপুর তথা শ্রীআমিরচন্দ্র দাস তথা শ্রীঅদৈত্যচরণ দাস সাঃ নানৌর পরগণে বারবকসিংহ সন ১২০০ সাল সকাব্দা ১৭১৫ তা—৯ শ্রাবন রোজ সোমবার তিথি পূর্ন্নমাশী রাত্র এক প্রহরের সমএ শ্রীবল রায়ের বাটীতে লেখা সমাপ্ত হইল ॥ ১৩৮ক]

২৪০ **ভক্তিরসামৃতসিন্ধু**, অজ্ঞাত (১৪৭৯), পত্র ১১৯ (১-৩৪, ১-৮৫), আকার ১৪″ × ৫″, ১৩″ × ৪½″।

[৮৫খ গোপালরূপশোভাং দধদপি রঘুনাথ ভাববিস্তারী
তুষ্যতু সনাতনোস্মিন্নুত্তর বিভাগে রসামৃতাম্ভোধেঃ ॥

ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ গৌণ ভক্তিরসাদিনিরূপণং নাম চতুর্থো বিভাগঃ॥ সমাপ্তোহয়ং ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুরিতি ॥ ১৪৬৩ সাকে গোকুলেমধিতিষ্টিতে নায়ং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্ব্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ ॥ সংখ্যাশ্লোকানাং ৬৯৬৯ ॥ মূলং। ৩৩২৫ ॥ টীকা ৩৬৪৪ ॥ লিখিতং শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর সর্ম্মণেতি ॥ শাকে ১৬৪৬ ॥ নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় ॥ ৮৫খ]

২৪১ **রায়মঙ্গল**, হরিদেব (১৪৮১ ক), পত্র ১ (৫), আকার ১৪″ × ৫¼″।

[৫ক …হইল নমস্ক্কার বসিবারে দিল আগে আসন ভ্রজরাজ।
আসনে বসিয়া দ্বিজ পাকালে চরন নৃপতির শনে হৈল কথপকথন।
হরিদেববিরচিত রাএর ভারতি বানেস্বর রায় বলে গন বার তিথি ॥

॥ ত্রিপদি ॥

রাজার আরতি পাইয়া ব্রহ্মন হরিশ হৈয়া সুভদিন করেন গনন
দ্বিজ হরশিতমনে খড়ি ত পাতিল ভূমে করে দ্বিজ লগ্ন নিরূপোন।
অশ্বীনি ভরনী আদি কীত্তিকা রূহিনি বিধি পুস্য মঘা আদি মৃগশীরা
যুন রতা সাবধানে জোগীনী রহীনি বামে সুমেরু পব্বতে জন হিরা।
মনে নাভ্রিত্ত ভিন শনিবার যুভ দিন প্রীতিপদ তিথি সুভক্ষনে
আমী কহিলাঙ জত কিছু নয় য়সঙ্গত যুভলগ্নে করহ গমনে।
গনক গনিল যুভতিথি
গনক বলেন রতা অপরুপ তথা লগ্নে বৃহস্পতি কৈল স্থিতি।
স্থনিঞা লগ্নের কথা নৃপতি হরিস তথা শকলে শন্তোশ হৈল মনে
বানেস্বর হিষ্টমন বিদায়া হৈল ব্রহ্মান গেল দ্বিজ আপন ভবনে।

রত্নাকর হিষ্ট হৈয়া নিজ নিকেতন গিয়া জননিরে সকলি কহিল ৫ক]
[৫খ যুনিঞা রতা মাতো সিরে হানে করাঘ[া]ত [লোচন]জলে বিস্তর কান্দিল।
তুমি পুত্র জাও বন অভাগী মরিব পন হাপুতি করিয়া জাবে মোরে
জেন কৃষ্ণন হারাইয়া জসদা কাতর হৈয়া রোদন করয় উর্চ্চস্বরে।
রাজা দসরথ পুত্রশোকে লর্জ্জা পায়্য লোকমুখে অভিমানে তেজিল জিবন
হরিচন্দ্র মহারাজা সোকেতে পাইল লর্জ্জা বোনে গেল পুত্রের কারন।
সুনিঞা মায়ের কথা প্রবোধিয়া কহে রতা ক্রন্দনেতে খেমা দেহ মনে
অঙ্গিক্রত তপ সনে অবস্য জাইব বনে গুনর্কার স্বপিল রাজনে।
গুনর্কার সঙ্গে লৈইয়া রত্নাকর হিষ্ট হৈয়া সমর্পিলা নৃপতিসদন
মায়ের বচন সার এ ইহা বিনা নাঞি আর দ্বিজ হরিদেব যুরচন॥

॥ পয়ার ॥

রত্নাকর বলে রাজা সুনহ বচন নোকার তোমার প্রিতি কৈল সমর্পন।
রতা বলে যুন রাজা আমার উর্ত্তর সাজন করিয়া দেও সত মধুকর।
রতার বচন যুনি কোটালেরে বলে সত মধুকর আন সুন রে কোটালে।
রাজার আদে[শ] পা ৫খ]...

২৪২ **শীতলামঙ্গল**, হরিদেব (১৪৮১খ), পত্র ১ (*), অসমাপ্ত, আকার ১৪″ × ৪½″।

[* বিরসিংহের মসানেতে রক্ষিলে যুন্দরে সেইমতো গুনর্ল্লব স্তবন জে করে।
হরিদেববিরচিত ভাবিআ সিতলা রক্ষিবে করুনামই প্রলএর বেলা॥

ভাবিআ সিতোলা গুনর্ল্লব বালা কারাগারে প্রান জায়
মা দর্ক্ষিন মসানে তুজ্জয় রাজনে অবিচারে প্রান লয়।
স্বগুরন রায় সিতোলা জে মায় রক্ষ্যা কর নারায়নি
তোমার ঠাঞি মাগিলাম বিদাই লই তর্প্পনের পানি।
স্তব করে বালা অমঙ্গল সিতোলা দেখি মলয়াভুবনে
সিংহাসোন টলে চর্ক্ষে জল পড়ে মুখের তাম্বল খস্যে ততক্ষনে।
অলক্ষন দেখি কহ হিতি সখি কি লাগিয়ে হেন হইল
মোর নাম করি যুন লো যুন্দরি ভকতো কোথায় মলো।
হিতি বলে মাই কহি সিতোলাই যুন মাতা মনো দিএ

মুল্লুকর পাটনে   রাজার নন্দনে   গেছে ব্রনগন লয্য।
যুনি দামার ধ্বনি   মুড় নৃপমনি   বন্দি কৈল কারাগারে
তোমার তরে   ডাকে উচ্চ স্বরে   রাখ গিয়্যা তার তরে।
যুনি নারায়নি   সাজিল তখনি   অরুন হইল আখি
দুরন্তো রাজোনে   বধিব পরানে   কার বাপে আজি রাখি।
ক্রুধিতো দেখিএ   করোজোড় হএ   বলিচে হিতিকা দাসি
সপনের কথা   কহ গিয়্যা তত্তা   তবে জেন ভালোবাসি।
হিতিকাবচনে   ভাবিচেন মোনে   কহিবে উপায় মোরে
কোন য়বতারে   জাবো সে নগরে   কবো দুরন্ত রাজারে।
দাসি বলে মাতা   যুন কহি কথা   ব্রহ্মনির বেশে জাবে
কবে যুন নরপতি   আমার ভারতি   অর্দ্ধরার্জ্য ভূম দিবে।
জদি শে রাজনে   তব নাগ্রি মানে   দাহন করিবে পুরি
তোমার চরনে   কৈনু নিবেদনে   যুন রাজরাজেস্বরি।
সখিবাক্য যুনি   বসন্ত জননি   আনন্দিত হইল মনে
ব্রহ্মনির বেসে   জান রাজদেসে   হরিদেব রসো ভনে ॥

ভক্তের কারন হেতু বসন্তোজননি   ব্রহ্মনির বেস ম[া]তা হইল তখনি।
স্বর্ন্নভরে রাজপুরি প্রেবেসি তখন··· *]

২৪৩ ধর্মপুরাণ, যাদুনাথ, কৃষ্ণদাস (১৪৮৪), পত্র ১ (২০), আকার ১০৪/৫" × ৫"।

[২০ক ৭] শ্রীরামঃ ॥
দেবির ক্রপায় রাজা সম্বিত পাইয়া   আড় নআনে পুত্র দেখিল চাহিয়া।
দেখিল ঘটের উপরে ব্র[হ্ম] ঠাকুরানি   হরিস হইয়া রাজা পুজে নারায়নি।
কাটিয়া অঙ্গের মাংস করিল নৈবির্দ্য   নয়ন[স্থ]ালে অর্ঘ্য করিল প্রসিদ্ধ।
ধুপ কন্ধ ধুনা কৈল ভাঙ্গিয়া দসন   মস্তকের [ঘৃ]তে দিপ জ্বালিল রাজন।
বলি প্রদান কৈল অঙ্গের রুধিরে   মদনা দুই স্তন কাটি রাখিলা খর্পরে।
নানারূপে অঙ্গছেদ করিলেন রাজা   পতি পত্নি একভাবে কৈল [দে]বিপুজা।
যুন হে ভকতলোক হইয়া একমতি   যুরথ সমাধি জেমত পুজিল পার্ব্বতি।
দিয়াছিল দুই জন অঙ্গ বলিদান   তেমতি পুজিল রাজা রানি দুই জন।

হুহার কঠুর সেবা পাইয়া নারায়নি   নৃপতির অঙ্গ পুত্র জোড়িলা আপনি।
পুত্রুরূপী মদনার জোড়াইলা স্তন   নৃপতির চক্ষুদান দিলা ততক্ষন।
চক্ষুদান পুত্রুরূপি পাইল নরপতি   দেবির চরন ধরি কৈল নানা স্তুতি।
কহে মুর্খ জাতুনাথ ধর্ম্ম ভাবিয়া   জারে ক্রপা কৈলে প্রভু সিরয়ে বসিয়া॥

॥ ত্রপদি ॥

হরিচন্দ্র করে স্তুতি   ক্রপা কর ভগবতি   ভবের ভাবিনি ভ[ল্ল]বা
সংস্করি সংস্করজাআ   সেবকেরে কর দয়া   সান্তি তুষ্টি মহামাআ ॥৪॥ ২০ক]
[২০খ শ্রর্দ্ধা ন্নিদা সিধ্যা আগ্যা   বাকবানি বুদ্ধি বিদ্যা   ব্রসববাহিনি ব্রকদরি
চণ্ডি[কা] চামুণ্ডা চণ্ডা   চণ্ডমুণ্ড রনে খণ্ডা   চারি দয লোকের ইশ্বরি।
অপুর্ন্ন্য়ম্বিকা উমা   য়পার গুনের সিমা   আগম নিগম নগমুতা
বিস্বেস্বরি বিস্বজয়া   বারেক করহ দয়া   বিপাখে উর্দ্ধার বেদমাতা।
জপ জার্প্য জোগজাআ   জগতজননি ভআ   জসদাজঠরে কৈলে স্থিথি
যুর অইরি দুষ্ট কংস   ইযতে করিলে ধংস   তোমা বিনে কেবা আছে গতি।
নারায়নি নরর্ত্তমা   নগের নন্দীনি উমা   নরমুণ্ড হৃদএ লম্বিতা
দসুজদলনি সতি   দআমই পার্ব্বতি   দক্ষের নন্দিনি নগমুতা।
তুমি রাত্রি তুমি দিবা   ত্রিগুন মহিমা সিবা   খেনে মুক্তি প্রলয় সংহার
দআমই দযভুজা   দেবতা করিয়া পুজা   প্রলএতে পাইল উর্দ্ধার।
তোমার অতুল পদ   যুখে ব্যাস নারদ   যোগেন্দ্র যুরেন্দ্র অগোচর
দেখিয়া পাতক জানি   ক্রপা কর নারায়নি   ক্ষাতি রাখ অবনিমণ্ডলে।
শ্রীষ্টি স্তিতি চরাচর   কিবা তুয়া অগোচর   কি য়ার বলিব তুয়া পায়
পুত্র বিনে বনবাষ   কহে জোগি কৃষ্ণদাষ   ক্রপা করি রাখ রাঙ্গা পায়॥

॥ পয়ার ॥

স্তুতি নথি [ভ]কতি [আর] পাইয়া পিরিতি ২০খ]

২৪৪ **উপাসনাপটল,** নরোত্তম দাস (১৪৮৮), পত্র ৬ (১-৬), আকার ১৩″ × ৪½″।

[৬খ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরন   দন্তে তৃন ধরি মাগোঙ দেহ স্বরন।
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদ চিন্তো অভিলাষ   উপাসনাপট্টল কহে নরোর্ত্তম দাষ॥

ইতি উপাখনাপটল সংপ্রন্ন ॥ লিখিতং শ্রীগোপীচরণ দাষ সাকীম বাত্তিকার—সন ১১৫৯ এগার সও উনসাটী সাল তারিখ—২৬ ছব্বিষা বৈষ্ঠী—৬খ]

২৪৫ **গৌরীমঙ্গল**, কবিচন্দ্র (১৪৯০), পত্র ২ (১৩-১৪), আকার ১৩২ $^{\prime\prime}\times$৫$^{\prime\prime}$।

[১৩ক ... ... রির চরনে ॥
তোমার বাপের জত অবিনয় আমা বিনে তাহা কেবা আর সহে।
জজ্ঞে জানাইল সকল লোক কহি মুখে না জানাইল মোকে।
না জাইহ আল গৌরী বাপের জজ্ঞ সদনে
বারে বারে রৌ মোরে বলো অপিরিতি তাহা কি পাসরিলে মনে।
জে আমা নিন্দে করে উপহা[স] তুমি জাইতে চাহ তাহা[র] নিবাস।
সর্ব্ব কুটুম্বে তুমি হইলা এক আমি সে হইলাঙ তিনী পাইল পরাতক।
জজ্ঞভাগ নাহিক আদর জাইতে চাহ দেবি তর্ভু বাপঘর।
আতি অহঙ্কারি তোমার বাপ তথা গেলে পাইবে পরিতাপ।
সিবের বচনে দেবি না পাতিলা মন চলিল দেবি বাপের সদন।
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র পুরুক মনের আস চরনে স্থল দেবে এই অভিলাস॥

॥ পঠমঞ্জরি ॥

আতি সতন্তরি দেবি বোল নাহি ধরে জজ্ঞসভা দেখিবারে চলিলা সর্ত্তরে।
একেশ্বরি জাহ দেবী পাছু নাহি চাহে করজোড়ে বলে নন্দ সঙ্করের পাএ।
একেশ্বরী জাএ দেবি পাছু নাহি গনে আমি এথা থাকি কি করিব তোমার বিগুমানে।
মাগিল বিদা[য়] গোসাঞি কর তবে গতি আজি আমি জাব দেবির সংহতি।
আসন ভূষন দিল রত্নবিভূসিত সর্তরে চলিলা নন্দি হইআ হরসিত।
হাথে যুলে ধাইয়া জাএ প্রমথের গন জাহার বিক্রমে কাপে এ তিন ভুবন।
নন্দি আনিঞা দিল দিব্যগতি জান সিংহ সব বহে বি[স্ব]কর্ম্মার নির্ম্মান।
রথের উপরে বৈসে তীনলোকের মা সিদ্ধা নারিগন দেই শ্বেতচামরের বা।
ঘণ্টা উরুমান বাজে বাজে ত ঘাঘর সিঘ্রগতি গেল দেবি দক্ষের নগর।
নানাবিধি বাদ্য বাজে যুনিতে স্থযার দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাজে নানা পরকার।
রথে চড়ি ১৩ক] [১৩খ আ চাহে চারিভীত মালা পরিছন্দ নর নারি হরসিত।
দুআরে দুআরে সোভে পুর্ন্নিত কলসি মঙ্গল সঙ্গতি নাছে পরম রূপষি।
মুনিগন বেদ পঠে দুরে থাকিআ যুনি পবিত্র যুগন্ধি ঘৃতে [জ]লন্তি আগুনি।

উঠিল পবিত্র ধুম চলিল আকাসে   পর্ব্বত উঠিল জেন ইন্দ্রের তরাসে।
দেক্ষিতে যুনিতে দেবি গেলা জজ্ঞস্থান   দাণ্ডাইল গিআ দেবি বাপের বিগুমান।
দেবিরে দেখিআ দক্ষ হেট করিল মাথা   আদরে না পুছিল কুসল বারতা।
জজ্ঞভূমি বসিবারে না দিল আসন   সেই অপমানে দেবির দগধ হইল মন।
দেবগন দেখিআ দেবিরে কিছু নাহি বলে   সেই অপমানে গেলা মাএর ঘরে।
সম্ভ্রমে মাতা দেবি করিল কোলে   কুসলবার্ত্তা পুছি কিছু নাহি বলে।
কাঞ্চন আসন দিলা আপনি জননি   বেড়িআ দাণ্ডাইল সতেক ভগীনি।
আসন ছাড়িআ ভূমি বসিলা ভবানি   দিঘল নিস্বাষ ছাড়ে চক্ষে পড়ে পানি।
অন্তরে ভাবেন দেবী জতেক উর্ত্তর   নিষদিল আসিতে মোরে দেব গঙ্গাধর।
ঝোরে দক্ষসুতা জেন নাহি বলে হর   ছাড়িব সরির আজি নাহি জাব ঘর।
ধ্যান করিআ ব্রহ্মপদে করিল স্থির   সিবের উর্দ্দেসে দেবি ছাড়িল সরীর।
দেবীর আকার দেখি সভার তরাস   তুলা দিয়া বাহি সভে নাকের নিস্বাষ।
মাআএ বসিআ সব বন্ধুজন কান্দে   মা ভগিনি কান্দে বুক নাহি বান্ধে।
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে   ভকতি রহুক হরগৌরি চরনে ॥১৩খ]
[১৪ক হেন জন নিন্দি সব দেবতাসমাজে   ···   ।
মহাদেব নিন্দিয়া পাইবে বড় দুঃখ   ভুঞ্জিবে ইহার ফল হইবে পস্নমুখ।
দক্ষেরে সাঁপিল নন্দি সেই জজ্ঞস্থলে   ভ্রগুরিসি রূসিল আগুন হে[ন] জলে।
কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল   যুনিলে আপদ খণ্ডে পাহি ইষ্টফল ॥

॥ জমক ছন্দ ॥

ভ্রগুরিসি রূসিল আগু[ন] হেন জলে   নন্দি আক্ষেপিয়া অহঙ্কার কিছু বলে।
আরে আরে নন্দি পিসাচ পাসণ্ড মহাপাপ   ত্রিভূবনের গুরু দক্ষ তারে দিস সাপ।
ব্রহ্মার শ্রজনা লোকপাল প্রজাপত্তি   ইন্দ্র আদি দিকপাল জাহার সন্তথি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর নাগ বিগ্যাধর   পষু পক্ষ আদি শ্রষ্টি দক্ষের সকল।
শ্রষ্টির প্রধান দক্ষ গুনের সাগর   হেন দক্ষে আক্ষেপসি সভার ভিতর।
পাগলের সেবা কর পিসাচ য়াপনি   জজ্ঞকালে কে কোথায় ডাক দিয়া আনি।
লাঙ্গট উন্মত সিব সসানে নিবাস   ভিক্ষ্যা না মাগিলে হএ দিন উপবাস।
গলাএ হাড়ের মালা অতি অমঙ্গল   সর্প্যে জরিত গা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
কে বা জানে কুল সিল কোথায় উগ্তত্তি   দক্ষ দয়া করিয়া বিভা দিল সতি।
বিস খাহিয়া ঢলিয়াছিল অমৃতমথনে   সভে মিলি জিয়াইল দক্ষের কারনে।১৪ক]

[১৪খ বামদেব নাম নিসিত আচার   তার অনুরূপ নন্দি তোর বেবহার।
শিবলোক নিন্দিআ করিলি বড় পাপ   জিবিকা জঙ্গাইয় দিল তোরে সাঁপ।
দুহাকার ক্রোধ বাড়ে বচনে বচন   ব্রহ্মা আসিয়া করিলা দুহে নিবারন।
অন্তরে ক্রোধ বড় দেব মহেস্বর   সমুদ্রসলিলে জেন বাড়ব আনল।
ক্রোধ সম্বরিয়া তথা দেব মহেস্বর   যজ্ঞ সমর্পিয়া গেলা কৈলাসসিখর।
জজ্ঞস্থলে উপজিল জতেক উর্ত্তর   একে একে কহিলেন দেবিরে সকল।
গৌরিমঙ্গল গিত কবিচন্দ্র ভনে   ভকতি রহুক হরগৌরির চরনে॥

॥ পঠমঞ্জরি ॥

একত্র অমর সুনর নাগ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব সিদ্ধা মুনি
যজ্ঞ অনুবন্ধ করিয়া কমলাসন আমা আসি নিলেন আপনি।
করএ যজ্ঞ চতুর চতুরানন আমায় পুজিল বিধিমতে
তোমার বাপ তথি আমা দেখি অপিরিতি ভর্চ্চিল কুবচন সতে সতে।
সুন সুন দক্ষের কুমারি জত মন্দ বৈল তোর বাপে
দেবতাসমাজ মাঝে মুখ নাই তুলি লাজে হৃদয় জলিল পরিতাপ।
উদ্ধত বাচা বড়ু এক ভ্রগু নামে অতি অহঙ্কারি
সদাসিব লোক নিন্দিয়া নন্দিরে বলে আনাচারি।১৪খ]···

২৪৬ **নরবিক্রয়পত্র** (১৪৯৩ক), পত্র ১, আকার ১৬১/৪"×৬"।

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ—

শ্রীমাহাম্মদ কাজী—

অঙ্কলী প্রমান—
শ্রীমতী তারনী কৈবর্ত্তানি
শ্রীরাম কৈবর্ত্ত্য
সাকীন ব্রাহ্মন [ভিটা]

৭স্বস্তি সকল মঙ্গলালিঙ্গীত—

কলিত কলেবর নিজকুল কমল প্রকাশর্ণেক ভাস্কর সরদিন্দু সুন্দর সুধাকর অশ্বপতী গজপতী নরর্ণৌকাধিপত। গোব্রাহ্মনপ্রতিপালকঃ দিল্লিশ্বরপতী সাহিসঙ্কবর ধরনি টলমল বসুধানৃপগনসেবিত শ্রীশ্রীযুত মাহাম্মদ সাহা জীও বাদশাহা তশ্যধীকারে বঙ্গাধীষু শ্রীশ্রীযুত মিরকাশীম খা জীও তশ্যধীকারে কালগোহী শ্রীযুত লক্ষীনারায়ণ রায় জীও তশ্যধীকারে চকলে বিজ্ঞাণপরের জামীদার শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় জীও তশ্যধীকারে পরগনে সুরপুরের চৌধুরী শ্রীযুত রূপনারায়ণ সীংহ মৌজে সতোগা

পরগনে মুরপুর সরকার পাস্করা মৌজে মজকুরের এহতমামদার শ্রীযুত মিত্তঞ্জয় সর্ম্মঃ নরবিক্রয়পত্রমিদং সন ১১৬৮ এগারহ সও আটসট্টী সাল লিখণং কার্য্যঞ্চাগে বিক্রীদার শ্রীরাধু দাষ—আমার কন্যা শ্রীমতী তারণী কৈবর্ত্ততানী বয়´ গৌর বএক্রম ১১ এগারহ বৎস্বর আত্মমনুমানে সেচ্ছা´পুর্ব্বক শ্রীযুত নন্দ পঞ্চাণণ ঠাকুর স্থানে মবলক ৫৲ পাচ রূপেয়া লইয়া বিক্রয় করিলাঙ জীবনাবধী তোমার নফরী করিবেক কথন হিল্লাসাজী করিয়া লইয়া পলাইয়া জাই সজাত্তর করিয়া লইয়া আনাঞা বিহিত প্রতিকার করিবেণ এতদর্থে নরবিক্রয়পত্র দিল´—ইতি তারিখ—২১ একইষা ফাল্গুণ—

ইসাদ—

শ্রীআত্মারাম সর্ম্মণঃ।—১ সাং সতোগা—
শ্রীরাজবল্লভ সর্ম্ম´ণ— ১ সাং তথা—
শ্রীগৌরচন্দ্র মিত্র— ১ সাং তথা—

৩

শ্রীহরিরাম— ১ সাং বে[ড়]গাও—
শ্রীবরা মুদী—১ সাং তথা
শ্রীসহবত— ১ সাং তথা
শ্রীতি চাচা—১ সাং তথা

৪

২৬৭ **ভোগপ্রমাণ ভুমিদান পত্র** (১৪৯৩খ), পত্র ১, আকার ১১$\frac{১}{৪}$" × ৭"।

শ্রীকৃষ্ণ—

[স্বরণং]—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—
দেবস্য—

শ্রীলালচাঁদ বাড়জ্যা—

সুচরিতেষু নমস্কারঃ প্রয়োজনঞ্চ।—বিশেষঃ বাগোয়ান পরগণার মাপ জব্দিতে—
তোমার ভোগপ্রমাণ বৃত্তি সমেত পতিত ভূমি ৪৩৴ তেতাল্লিশ বিঘা বিতং—

মৌজে রাখালগাছি—
১৭৴ সতর বিঘা—

বামুনপাড়া—
২১॥ একইশ বিঘা দশ কাঠা—
বিতং—

চুপিপোতা ৪॥০ চারি বিঘা—
দশ কাঠা—

ভূমি ১৯॥০ উনিশ বিঘা
দশ কাঠা—

বসত বাস্তু—
২৴ দুই বিঘা—

বৃক্ষা বামুনপাড়ায়—
৪ চারি বিতং— আম্র ২ দুই কাঠাল ২ দুই—

অধিকারে তোমার আর বৃত্তি নাহি সনদত্ত নাহি—অতএব ভোগপ্রমাণ বৃত্তি বহাল রাখিলাম বাস্তুতে—বসতিপূর্ব্বক বৃক্ষায় দখল রাখিয়া ভূমি নিজজোতে ভোগ [করহ] ইতি সন ১১৬৩ এগার সও তিষট্টি ত—১৩ মাঘ: সহী—

২৪৮ **আনন্দলহরি,** বৃন্দাবনদাস (১৪৯৫), পত্র ৪ (১-৪), আকার ১১½"×৪½"।

ভনিতা,

[৪ক চৈতন্যচরণারবৃন্দে দৃঢ় অভিলাস আনন্দলহরি গান বৃন্দাবন দাষ ॥

২৪৯ **মদনমোহনবন্দনা,** দ্বিজ রামচন্দ্র (১৪৯৭), পত্র ১ (৪), আকার ১২"×৪"।

[৪ক আইল সব জামাদার লআ বহু আসআর ভাস্করেরে করেন জোহার।
ভাস্কর কহে জামাদার যুন ভাই সমাচার আজিকার নিসির সপন
কহিতে পিযুস অঙ্গ জেম[ন] দেখাচি রঙ্গ ভএ মোর কাপিছে জিবন।
ভাস্কর তখন কঅ বএস বং[স]র নঅ ফিরা সিধু গড়েড় উপর একা
সনালি কাড়েড় থামা গাএ দেখি নিল জামা মাথার পগড়ি দেখি বাকা।
স্রবনে কণ্ডল ঢুলে বনমালা আছে গলে পদে দেখি রতন নপুর
জলধ জিনিআ তনু দক্ষিন করেতে বেনু কটিবেড়া সনার ঘুগুর।
সনার কাটার টেড়ি তাহে লাল পাগ বেড়ি তাহে বাদা ঢুলে পিত লাল
গোরক কামান হাথে সনা বাদা মুট তাতে পিঠে ঢুলে সনাবাদা ঢাল।
বাহন তুরগি ঘড়া গলেতে পদক ছড়া জেন দেখি অরুন বরন
ঘড়াটি বান্দিআ গাছে দাণ্ডাইল মোর কাছে বলে কিছু কর্ক্স বচন।
যুন রে ভাস্কর তুমি পরিচঅ দিব আমি মদনমোহন মোর নাম
আমারে দেখিআ খাট আমার বিলাত লুট বিধাতা হইল তোরে বাম।৪ক]
[৪খ পাপি বলা বেচা গেলি মুণ্ড হতে আমি ছলি অতেব রহিল তোর প্রান
আমার মহিমা পাবি বাগনাতে মারা জাবি এত বলি হৈল্য অন্তধ্যান।
এত যুনি সমাচার সব্দ হৈর্ল্য জমাদার ভাস্করে সবে বলেন উত্তর
এইক্ষেনে চল জাব একদণ্ড না রহিব জানা গেল ঠাকুরের গড়।
আর্জ্যা দিল ভাস্কর কমর বাদে লসস্কর ভোর ভোর বিলাত হৈল্য পার
এমনি প্রভুর রঙ্গে বাইস জামাদার সংঙ্গে নবাবের হাথে গেল মার।
মল্লরাজার সর্ব্ব ধন কেবল মদনমোহন নজরে রাখেন নিতি নিতি
ঠেকিলে প্রভুর ঠাই পারাপার হতে নাই দিজ রামচন্দ বিরচিত ॥

ইতি মদনমোহনের বন্দনা সমাপন ইতি—সন ১২৫১ সাল—তারিক—১৭ জ্যেষ্টী—পঃ সিমলাপাল—সাঃ সাইতি—শ্রী—৪খ]

২৫০ **পঞ্চাননমঙ্গল,** বল্লভ, দ্বিজ রামেশ্বর, শঙ্কর, কঙ্কণ (১৪৯৮), পত্র ৯, (১-৯), অসমাপ্ত, আকার ১১"×৪"।

[১খ শ্রীশ্রীহরি শ্রীশ্রীদুর্গা—

পঞ্চনন্দ্রের পালা লিখতে ॥

প্রথমে গণেসঘটে প্রণতি অঞ্জ[লি]পুটে অবতির্ন্ন নায়েকের আসররে
গায়েণ বন্দ্রিয়ে উর প্রভু গণরায় গভির গম্ভিরে কিছু বলে।
বাম অঙ্গে জোগপাটা ললাট্টে সিন্দুরে ফটা প্রভাতকালের জেণ্য রৌবি
চরণে পঙ্কজ সাজে র্‌তন নপুর বাজে অঙ্গ তুংল্য কিবা দিব ছোবি।
জোপিএ পরম নিধি ধেনেতে না পায় বিধি আগু অন্ত দেবতা বিরাজে।
মোহিমাতে মত্ত হএ আতুল চরণ পেএ সকল দেবতা আগে পূজা
মুসকবাহণধারি।১খ]
[২ক দেবতা গন্ধব্ব ণরে তমারে স্বরণ করে তব তুল্য বলিতে না পারি।
তেজ প্রভু অমর নগর
কাতর কিঙ্কর ডরে তমারে স্বরণ করে বৈস্ব পুভু ঘটের উপর।
তুমি দেব দেবেস্বর তমা পুজে নাগ নর কে জানিতে পারে তব মায়া
তোমার চরণে আসে শ্রীযুৎ বল্লবে ভাসে নাএকেরে দিয় পদছায়া ॥

জয় গজানন প্রভু জয় গজান[ন] সবু শর্ব্ব লোক আনন্দ্রে বন্ধন।
নাএকে গাএনে ষুকে রাখ ঔহে নাথ দিজ রামেস্বর বলে কৈরি প্রিনিপাত ॥

একদিন পঞ্চানন্দ্র বসে সিংহাসনে পুজার কারণে জুক্তি করে মনে মনে।২ক]
[২খ সকল দেসেতে মোর করিএছে পুজা অহংকারে নাহী পুজে জয়পালের রাজা।
হেনকালে পঞ্চনন্দ্র ভাবিতে লাগীউ[ল] দেবর্‌াস নারদমনি উপনিত হলো।
নারদ বলেন প্রভু করি নিবেদন এক এক বেধীগণে করহ স্বরণ।
নারদের কথা ষুণে আনন্দ্র হইল এক এক বেধগণে ডাকিতে লাগিলো।
জার তেজে নাহী আটে ষমুন্দ্রের জল প্রথমে আইল গর্ভপেচ মহাবল।
তমার আজ্ঞায় আমি এ তেজ ধরি তিন দিনে সংহারণ করিবারে পারি।
আমার প্রতাপে জেবা বাচএ সংসারে পুনবার [জন্ম] তার জননীর উদরে।
ধনুকেটংকারে বলে বলীগৈ তোমারে আমি গেলে পুজা তোমার হবে ঘরে ঘরে।
তাহার প্রশ্চাতে গৌমৌ আইল ধায়াধাই আজ্ঞা কর ঠাকুর তমার সংঙ্গে জাই।২খ]

[৩ক বাতুর্বল সন্নিপ্রোতি আইল তিন জনা আমারা থাকিতে তোমার পুজার ভাবনা।
আনন্ত্রে বাগ বলি প্রভু ডাকেন তখন   হেনকালে আনন্ত্রে আসি দিল দরসন।
বেধগণে দেখি প্রভু আনন্দ হইল   তাহার প্রচ্ছাতে প্রাচু গমন কৈরিল।
জানী রে জানী রে প্রেঁচু জানি তোর অন্ত   তোর বাপ জে কন্দকাটা মুল প্রারা দন্ত।
গাই গরু সিংহে ঠাকুর এড়ের গুরু পায়   নর জিব ধরে খাস থাকিশ উপর বাটয়।
মুক কর তার আকা বাঁকা চৌকু তার কপালে ধনুক চড়া দিয়ে তুমি খেচ নাবিশতলে।
এইরূপে বেধগণ সকলে আইল   পঞ্চানন্ত্রের পদ সেবি সংকর রোচিল ॥৩ক]

[৩খ নারদ নারদ বোল ডাকিতে নাগিল   দেবরিসি নারদমুনি উপনিত হৈল।
এক এক বেধগণে ডাকিলাম আমি   অতপর আপনার সজা কর তুমী।
মনিবর আপনার করেণ সাজান   বিসদ বরণে কইলো বিভুতিভুষণ।
ছেড়া কানি একখানি পেএছিল পথে   কন্ধে ছিল কটিন কপিন করিল তাকে।
বান্ধিল রুদ্রাখ্যা মালা মস্তকের জটা   নাসা অগ্রে কেস মোধে ছিদ্র ছিদ্র ফটা।
দাদস তিলক তৈলু সাজল যুন্দ্রর   রজত পর্ব্বতে জেন শভে দিবাকর।
গলে দুলে লোলিলাক্ষা তুলসির দাম   মোস্ছন্দ্র মগণঃ মুখে মুখে হরিনাম।
সংক চক্র গদা পদ্র ধরে বাহুমুলে ৩খ]   [৪ক হরিনাম লিখন নাসিকার গণ্ডুলে।
বিনাধারি ব্রহ্মাচারি ব্রহ্মার নন্দ্রন   কোতুকে ফল না পিএ কাজ্যর কারন।
বাম চোকু বাম হস্ত মুদিএ তখন   বিরধিনি বোলিএ বাহনে আরহন।
ঢক ঢক কোরে ঢেকি উটাইল বার   চলে জেতে চৌদিক চালের উড়ে খড়।
ডুকাঠাটি বাজাএ মোনি বলে লাগ লাগ···
পাড়াগ্রামে পড়ে গেল কোন্দুলের গুড়   নগরের ভিতরে ভাঙ্গিএ দিল হুড়।
ঝটপট ঝকড়ে পোড়িএ গেল ঝড়   চলে জেতে চৌদিক চালের উড়ে খড়।
গুনবান পুরুশ প্রবেশে জেই পাড়া   বাপে পোএ গণ্ডগোল শ্রী পুরুশে ছাড়া।
বেনাগাচে বান্ধি জট করায় কোন্দল   নখে নখে বাস্ত করে হাশে খল খল।
দোক্ষশ াপে দু দণ্ড থাকিতে নারে বোশে কৈলাশে গোউরির কাছে উত্তরিল এশে ।৪ক]
[৪খ বিশদ বরন বাম বাহুমুলে বিনে   গৌরি উটে বলে আয় গুনের ভাগিনে।
বেথিত বন্দনা করে বশাইল কাচে   হেশে বলে আগ মামি মামা কথা গেচে।
পেটে পেড়ে পার্ব্বতি কহেন পুবকেথা   নারদ নিস্বাশ ছাড়ে হেট কৈল মাথা।
কোহিবার কথা নয় কি কোহিব মামি   মামার চরিত্র বুনে মগ্ন হবে তুমি।
মামা হোল পাগল কুচনি হোল কাল   চাশ চোশিবারে মামি পাঠাএচ ভাল।

চিত কোরে ফেলে মামার বুকে দেয় পা   মিত্তপায় পোড়ে থাকে মুখে নাই রা।
ধন্য মামি তুমি জোদি অন্য মেএ হোতে   খাড়ু মুড় মেরে তারে দুর কোরে দিতে।
নারদের নিবেদনে লোগিন্দনন্দিনি   কাস্তে কহেন কথা কাকু বেদবানি।
কি কোহিব নারদ মু উগে নাই কিছু   বল বুধ্যি শব গেছে শংকরের পাছু।৪খ]
[৫ক কেমন প্রকারে হরে ঘরে আনি ছলে   বুধেরে ভাগিনে ভাল বুদ্ধি দে রে বোলে।
দেবরিশি বলে মামি কোরি নিবেদন   ব্রেস্ত হএ উগ্র জায় আশিবে সদন।
এইরূপে নারদ মুনি মামিরে বুজায়   পঞ্চানন্দপদ সেবি শংকরেতে গায়॥

দেবরিশি মনির হইল আগমন   উত্তরদিগেতে পোভু বশাইল তখন।
আইল অযুর জত শংকে নাহি তার   তমগুণ আকার বিকট সবাকার।
পোশ্চিমদিগেতে আশি বোশিল শকলে   আযুন বোধুন বোলি দেবরিশি বলে।
পুর্বদিগে অপ সর অপ শরি নাচে গায়   কিন্নর কিন্নরি তারা জন্ত বাজায়।
সভামোধ্য পঞ্চানন রজত আশনে   বোশিএ রহিল প্রভু হরশিতমনে।
শহরের মোধ্য শব উতপাত করে ৫ক] [৫খ হেনকালে দুত গিএ জানায় রাজারে।
রাজা বলে সে বেটাকে চিনি নাই আমি   মহলের বাহির করিয়া দেও তুমি।
রাজআজ্ঞা পেয়ে দুত গমন করিল   উভয়ের দুত মিলী বিবাদ হইল।
দুতের তাড়না দেখে ভাবে পঞ্চানন   কেমনেতে বল্লভা সহিত হবে দরশন।
অন্তরজামিনী দেব মনে মনে ভাবে   হেতায় বল্লভাদেবী পুজয় কেশবে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেব করিল গমন   জথায় ভল্লভা দেবি দিল দরশন।
জোগীবেশ দেখিয়া রানি বন্দীলা চরণ   জিজ্ঞাশিল কেবা তুমী কোন মহাজন।
কি মানশে আইলে ৫খ]···   [৬ক তেজিব জিবন।
এত যুনি পঞ্চানন নিজমুক্তি ধরে   দাণ্ডাইল পঞ্চশির কুমণ্ডলু করে।
দেখিএ প্রভুর মুর্ত্তি রানি পুন্যবতি   করজোড়ে প্রনমিএ করে বোহু স্তুঁতি।
পঞ্চানন্দ্রে পদ সেবি শংকরেতে কয়   হরি হরি বল সবে হগ পাপ ক্ষয়॥

মুত্তি দেখে মহারানি   ভক্তিচিত্তে জুড়ি পানি   স্তুতি করে অনেক প্রকার
তুমি ব্রহ্ম তুমি সীব   তুমি দেহ তুমি জিব   তমা হইতে এ তিন সংসার।
শ্বাবর জঙ্গম জল   তুমি সন্য তুমি স্থল   চরাচর ভুচর খেচর
তুমি চন্দ্র তুমি যুয্য   শব দেব মধ্যে পুজ্য ৬ক] [৬খ নেজপুজ্য সকলি তমার।
তুমি অগতির গোতি   গোতিহিনের কর গোতি   ত্রান কর এ ভবসংসার

তুমি সব্য সারাতসার ব্রহ্মময় পরাৎপর পার কর এ ভবসংসার।
আমি ওতি দুভাগিনি পুত্রধন কাঙ্গালিনি দেয় পুত্র হএে কৃপাবান
অধর্ম্মি পামরী আমি তুমি সব্য অন্তজামি কৃপা কর দেব পঞ্চানন।
যুনিএ রানির কথা দেব পঞ্চানন সন্তুষ্ঠ হইএ বর দিল ততক্ষন।
জায় রানি নিজ গ্রেহে হইবে নন্দ্রন সপ্তম মাসের হইলে পুজ পঞ্চানন।
সোড়োশপোচারে পুজা কোরিবে আমার অনাআসে পাপ্ত হবে উত্তম কুমার।
বলিতে বলিতে দেব হইল অন্তধ্যান বর দিএ নিজস্থানে কোরিল গমন। ৬খ]
[৭ক রানি বলে কথা গেলে দেব পঞ্চানন দেখিতে দেখিতে হায় হইল অদরসন।
সাত পাঁচ ভাবে রানি আপনার মনে ভ্রঁমে শান্ত হএ রানি দেখএ সপনে।
রাজার নিকটে রানি কহে সব কথা মোরে কৃপা কোরিলেন দেবের দেবতা।
পুত্রবর দিল মোরে দেব পঞ্চানন পুজিতে হইবে মর হইলে নন্দ্রন।
সোড়শপোচারে পুজা কোরিলে দেবেরে হইবে বাসনা পুন্ন পাইব কুমারে।
যুনিএ রানির বানি রুশিল রাজন কপালে জা লেখা আছে না হয় খণ্ডন।
অদষ্টে থাকিলে পুত্র হইবে আমার না হইলে দেয় পুত্র সাধ্য আছে কার।
রানি বলে সত্ত সত্ত বোলি তব কাছে দয়া কোরে পুত্রবর পঞ্চানন দিএছে। ৭ক]
[৭খ রাজা বলে জগ্যপি না হয় তব পুত্র অগ্যবদি পঞ্চাননের সঙ্গে বাদযুত্র।
হইলে আমার পুত্র পুজিব নিশ্চয় নতুব তুলিএ দিব ঠাকুরআলয়।
জেখানে জেখানে থাকিবেক পঞ্চানন ভাঙ্গিএ আবাস আমি কোরিব কানন।
পঞ্চানন নাম মাত্র না লব বদনে দেশে দেশে দিব চর তল্লাস কারনে।
জত জত রাজা আছে গোউড় শহরে পালিবে আমার আজ্ঞা না পুজিবে তারে।
বলিতে বলিতে হইল দিবা অবশান আগত হইল নিশি শশি দিপ্তমান।
পক্ষিগন ঘনে ঘন করে সব ধনি রত্ন্যময় সিংহাশনে শভে রাজারানি।৭খ]
[৮ক কৌতুকে সজ্যতে দোহে করেন অলসে আবেসে অবশ তনু মৃদু মৃদু হাসে।
হাস্য পরিহাস্যে দোহে পোহায় রজনি শশি গেল নিজস্থানে উদয় দিনমনি।
পঞ্চাননের পদ সেবি শঙ্করেতে গায় অন্তিমেতে দিয় দেখা ওহে দয়াময়॥

রাজার যুবতি হয়ে রিতুবতি আনন্দিত মনে
রিতুর লক্ষন হইল যখন যু[ভ]দিন যুভক্ষনে।
তাহাতে যুবতি হইল গর্ভবতি আনন্দিত রাজা যুনে
করে বহু দান অনেক কাঞ্চণ ডাকি যত দিজগনে।

দিনে দিনে মতি পাণ্ডর আকৃতি হইতেছে অতিশয়
স্তন অশ্রুদয় কৃষ্টব[র্ণ] হয় দুঃখা[দ] শদা মুখে রয়।
শুশজ্জি তেজিয়ে ভুমিতে শুইয়ে শদা থ[া]কে বস্ত্র পাতি
সেইকালে আসি রাজাকাছে বসি জিজ্ঞাসেন শুন সতি।
কহ প্রাণপি[য়] লজ্জা ঘুচাই[য়] ৮ক] [৮খ খাইতে কি সাদ তব
এখনি যাইয়ে তথায় খুজয়ে তব স্থানে আনাইব।
হেটমাথা করে কহে মৃদুস্বরে ভুপতির বরাবর
মিষ্টান্ন মিষ্টক আর নানা টক পড়ামাটি আদি করি।
এই দিব খাইতে ইচ্ছে হয় চিতে কহিলাম তব পি[ি]ত
শু[ে]ন নৃপবর প্রফুল্ল অন্তর আনাইল শিঘ্রগতি।
রানির কাছেতে রাখে চারি ভিতে সদাই সারি সারি
দেখি দি[ব্] নানা জা ইতে বাসনা তাই খায় পেট ভরি।
খাইলেন সাদ গেল অবসাদ অলসে সর্ব্বদা থাকে
চলিতে না পারে উদরের ভরে হাই সদা উঠে মুখে।
শুক্লপক্ষ ৮খ][৯ক নিশি অন্ধকার নাসি [শেষ বেলা] ক্রমে বাড়ে
রানির উদর বাড়ে নিরন্তর দশ মাস হইল পরে।
দেব পঞ্চানন হয়ে কৃপাবান ত্রান কর এ জনায়
প্রভুর চরনে কঙ্কনে ভনে আনন্দিত অতি রিদয়॥…

২৫১ **অষ্টশব্দী,** অজ্ঞাত (১৪৯৯), পত্র ১ (৮), আকার ৯½"×৩"।

[৮ক ইতি অষ্টসন্ধি সমাপ্তং॥

পঠনাথে। শ্রীবৈকুন্ট পতদার পঃ বিষ্ণুপুর। নিজ সহর॥ বিষ্টুপুর॥ সাংজ্ঞতগঞ্জ॥ ইতি॥ সন ১২৭২ সাল॥ তারিখ॥ ২৭ ভাদ্র॥ রোজ॥ সমবার॥ তিথি॥ সপ্তমি॥ বেলা আন্দাজি ২॥ প্রহর সময়॥ সাজ হইল॥ ৮ক]

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

॥ ক্রমিকসংখ্যা ॥

(বামদিকে তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির পরিচয় **প্রস্তুত খণ্ডে** দেওয়া হইল এবং মুদ্রিত অজ্ঞাতনামা পুঁথির মৎপ্রদত্ত সম্ভাবিত নামসমূহ দক্ষিণ পার্শ্বে তারকাচিহ্নিত করা গেল)

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১০৪৩	মনসামঙ্গল
১০৪৪	যোগীর গান
১০৪৫	*শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার্ণব
১০৪৬	শিবায়ন
১০৪৭	*রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড)
১০৪৮	*মহাভারত
১০৪৯	পাতড়া (মহাভারত)
১০৫০	বৈষ্ণব পাতড়া (মঞ্জরীনির্ণয়)
১০৫১	*পদামৃতসমুদ্র
১০৫২	রামরসায়ণ
১০৫৩	ঐ
১০৫৪	*শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
১০৫৫	মহাভারত
১০৫৬	ঐ
১০৫৭	ঐ (অশ্বমেধ)
১০৫৮	ঐ
১০৫৯	চৈতন্যমঙ্গল
১০৬০	রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)
১০৬১	অশৌচ (ভাষা)
১০৬২	*সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা (পীরের কীর্তন)
১০৬৩	মহাভারত (আদিপর্ব)
১০৬৪	মোহমোচন
১০৬৫	গোবিন্দমঙ্গল
১০৬৬	মহাভারত (সভাপর্ব)
১০৬৭	ঐ (স্ত্রীপর্ব)
১০৬৮	ঐ
১০৬৯	*জগন্নাথমঙ্গল (লীলাখণ্ড)
১০৭০	মহাভারত (স্বর্গারোহণ)

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১০৭১	*ঐ (গদাপর্ব)
১০৭২	*ঐ (জানপর্ব)
১০৭৩	*অষ্টোত্তর শতনাম
১০৭৪	ভাগবতামৃত
১০৭৫	*গিরিসংবাদ
১০৭৬	*রামায়ণ (শক্তিশেল)
১০৭৭	*অঙ্গদের রায়বার
১০৭৮	*নারদসংবাদ
১০৭৯	*মহাভারত (দ্রোণপর্ব)
১০৮০	*ভাগবতামৃত
১০৮১	মহাভারত (উদ্যোগপর্ব)
১০৮২	*মনসামঙ্গল (ধন্বন্তরি পালা)
১০৮৩	নারদসংবাদ
১০৮৪	*রামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ)
১০৮৫	*নিগমসার
১০৮৬	*মহাভারত (শল্যপর্ব)
১০৮৭	*সত্যপীরের পাঁচালী
১০৮৮	*পদাবলী (প্রার্থনা)
১০৮৯	*মনসামঙ্গল
১০৯০	*প্রার্থনার পদাবলী
১০৯১	*মহাভারত (ঐশিক পর্ব)
১০৯২	*শীতলামঙ্গল (চন্দ্রকেতুর পালা)
১০৯৩	*ঐ (বিরাটরাজার পালা)
১০৯৪	*মনসামঙ্গল
১০৯৫	*গোবিন্দমঙ্গল, পদাবলী
১০৯৬	*রামায়ণ (জৈমিনি ভারত)
১০৯৭	*শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
১০৯৮	*গঙ্গাবন্দনা
১০৯৯	*বাঙ্গালা মন্ত্র

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১১০০	রামায়ণ
১১০১	পাতড়া
১১০২	*ধর্মমঙ্গল (সুরিক্ষার পালা)
১১০৩	অঙ্গদের রায়বার
১১০৪	*পীরের পালা
১১০৫	বৈষ্ণব চৌত্রিশা
১১০৬	*গান
১১০৭	*রামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ)
১১০৮	বৈষ্ণব কড়চা (সেবানির্ণয়)
১১০৯	*মনসামঙ্গলাদির পাতড়া
১১১০	পাতড়া (রামায়ণ)
১১১১	মহাভারত
১১১২	*পদাবলী
১১১৩	*মহাভারত (মুষল পর্ব)
১১১৪	*ঐ (সৌপ্তিক পর্ব)
১১১৫	রসমঞ্জরী
১১১৬	রামায়ণ
১১১৭	*অশ্লীল সঙ্গীতাদি (খেউর)*
১১১৮	মহাভারত
১১১৯	ঐ
১১২০	*যোগচিন্তামণি
১১২১	*অষ্টোত্তর শতনাম
১১২২	মহাভারত
১১২৩	ঐ
১১২৪	*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ*
১১২৫	বৈষ্ণব কড়চা (সেবানির্ণয়)
১১২৬	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
১১২৭	*শিবরামের যুদ্ধ
১১২৮	*বাঙ্গালা মন্ত্র

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১১২৯	মহাভারত
১১৩০	*পদাবলী
১১৩১	সত্যপীর-পাঁচালী
১১৩২	*পদাবলী
১১৩৩	*বন্দনা
১১৩৪	*পদাবলী (শ্রীরসকল্পলতিকা)
১১৩৫	*সত্যপীর-পাঁচালী
১১৩৬	মহাভারত
১১৩৭	ছড়া (অশ্লীল)
১১৩৮	শিবায়ন
১১৩৯	*পদাবলী
১১৪০	*গান, বাঙ্গালা মন্ত্র
১১৪১	*আত্মকাহিনী*
১১৪২	কৃষ্ণের শতনাম
১১৪৩	সত্যনারায়ণ-পাঁচালী
১১৪৪	সত্যনারায়ণ-পাঁচালী
১১৪৫	*গান
১১৪৬	চণ্ডীমঙ্গল (পাতড়া)
১১৪৭	পাতড়া
১১৪৮	*মদনমোহন-বন্দনা, গান
১১৪৯	*পদাবলী
১১৫০	*মহাপ্রভুমঙ্গল
১১৫১	পাতড়া
১১৫২	রামায়ণ
১১৫৩	বাঙ্গালা মন্ত্র
১১৫৪	*ভাগবতামৃত (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ)
১১৫৫	*গান
১১৫৬	শিবায়ন

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১১৫৭	মহাভারত
১১৫৮	কথকতার পুঁথি
১১৫৯	চৈতন্যচরিতামৃত
১১৬০	জ্যোতিষের গ্রন্থ
১১৬১	*বাঙ্গালা মন্ত্র
১১৬২	সত্যপীর-পাঁচালী
১১৬৩	সন্ধ্যাবিধি
১১৬৪	*দেহতত্ত্ব*
১১৬৫	*বাঙ্গালা মন্ত্র
১১৬৬	মহাভারত
১১৬৭	পাতড়া (বৈদ্যক)
১১৬৮	ঐ
১১৬৯	*গান
১১৭০	*গণেশবন্দনা
১১৭১	রসকদম্ব
১১৭২	*শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মপুস্তক
১১৭৩	*গান
১১৭৪	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
১১৭৫	*তৈলের হিসাব, বৈদ্যকের পাতড়া
১১৭৬	*পদাবলী (ভাবউল্লাস, মাথুর)
১১৭৭	কবিরাজী পাতড়া
১১৭৮	রাধিকামঙ্গল
১১৭৯	*নক্ষত্র জরাবলি
১১৮০	*সারদাবন্দনা
১১৮১	*বৈষ্ণব অভিধান
১১৮২	*মহাভারত (ব্রত শান্তি)
১১৮৩	প্রহ্লাদচরিত্র
১১৮৪	*অশ্লীল ছড়া*

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১১৮৫	পাতড়া
১১৮৬	জন্মাষ্টমী-পালা
১১৮৭	*বাঙ্গালা মন্ত্র
১১৮৮	বৈদ্যক
১১৮৯	*গান
১১৯০	বৈদ্যক
১১৯১	নারদসংবাদ
১১৯২	*গান
১১৯৩	প্রসাদচরিত্র
১১৯৪	*মহাভারত (বিরাট পর্ব)
১১৯৫	*ঐ (ভীষ্মপর্ব)
১১৯৬	*মনসামঙ্গল
১১৯৭	*গঙ্গাবন্দনা
১১৯৮	*বাঙ্গালা মন্ত্র
১১৯৯	রসকদম্ব
১২০০	গোবিন্দমঙ্গল
১২০১	*মহিম্নঃস্তব (ভাষা)
১২০২	*বাঙ্গালা মন্ত্র (এক তাড়া)
১২০৩	বৈদ্যক
১২০৪	পাতড়া
১২০৫	*রামায়ণ
১২০৬	*সত্যপীরের পালা, লক্ষ্মীর ব্রতকথা
১২০৭	*মহাভারত
১২০৮	*গান
১২০৯	*বাঙ্গালা মন্ত্র
১২১০	*পুরাতন গদ্য
১২১১	*বাঙ্গালা মন্ত্র
১২১২	সত্যপীর-পাঁচালী

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১২১৩	*মোহমোচন
১২১৪	মহাভারত
১২১৫	ঐ
১২১৬	*রামায়ণ (সুন্দরাকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা)
১২১৭	জ্যোতিষের পাতড়া
১২১৮	*রামায়ণ (রাম-বনবাস)
১২১৯	পাতড়া
১২২০	*গুরুদক্ষিণা
১২২১	রামায়ণ
১২২২	*গোবিন্দচরিতামৃত
১২২৩	*গোবিন্দলীলামৃত
১২২৪	*চৈতন্যচরিতামৃত
১২২৫	*সরস্বতীবন্দনা
১২২৬	*চৈতন্যচরিতামৃত
১২২৭	*জন্মাষ্টমীব্রতকথা
১২২৮	গুরুদক্ষিণা
১২২৯	*নানা বিষয়ের সারসংগ্রহ বহী
১২৩০	পাতড়া
১২৩১	রামায়ণ
১২৩২	*বিবাহব্যবস্থা (জ্যোতিষের পাতড়া)
১২৩৩	*মহাভারত (শান্তিপর্ব)
১২৩৪	পাতড়া
১২৩৫	*পদাবলী
১২৩৬	মহাভারত
১২৩৭	পাতড়া (দাতাকর্ণ-পালা)
১২৩৮	*গান
১২৩৯	পাতড়া

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১২৪০	জন্মপত্রিকা
১২৪১	*গান
১২৪২	*কড়চা*
১২৪৩	দাতাকর্ণ-পালা, পাতড়া
১২৪৪	পাতড়া
১২৪৫	*গান
১২৪৬	*ঐ
১২৪৭	সত্যনারায়ণ-পাঁচালী
১২৪৮	ঐ
১২৪৯	পাতড়া
১২৫০	*ঐ
১২৫১	*পদাবলী
১২৫২	*রামায়ণ (আদিকাণ্ড, মিথিলা খণ্ড)
১২৫৩	অঙ্গদের রায়বার
১২৫৪	মহাভারত
১২৫৫	*খনার বচন
১২৫৬	স্বরূপবর্ণন
১২৫৭	*হনুমানচরিত্র
১২৫৮	*শীতলামঙ্গল (রঘুদত্ত-পালা)
১২৫৯	*মহাভারত
১২৬০	বৈষ্ণব পাতড়া
১২৬১	*গঙ্গাচরিত্র
১২৬২	বৈষ্ণব কড়চা
১২৬৩	গোবিন্দমঙ্গল
১২৬৪	মনঃশিক্ষা
১২৬৫	*পদাবলী
১২৬৬	*চৈতন্যভাগবত (অন্ত্যখণ্ড)
১২৬৭	শিবায়ন

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১২৬৮	*রামায়ণ
১২৬৯	মহাভারত
১২৭০	চৈতন্যভাগবত
১২৭১	*ক্ষণদাগীতচিন্তামণি
১২৭২	*প্রেমবিলাস
১২৭৩	*প্রেমরসকথা (শ্রীরসমঙ্গল)
১২৭৪	সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়
১২৭৫	প্রেমবিলাস
১২৭৬	*রাগানুগাবোধক তত্ত্বজিজ্ঞাসা -পত্র
১২৭৭	*লঘুশিক্ষা (বাঙ্গালা সাধু গদ্যভাষা)
১২৭৮	রামায়ণ
১২৭৯	*ঐ (উত্তরাকাণ্ড)
১২৮০	পাতড়া
১২৮১	*গোবিন্দমঙ্গল (কর্ণমুনির পালা)
১২৮২	গুরুদক্ষিণা
১২৮৩	*রামায়ণ (পাতড়া)
১২৮৪	*রঘুনাথবন্দনা, অশোকবন-নির্মাণ
১২৮৫	*রামজন্ম, প্রহেলিকা পদ*, শিবের রূপবর্ণিমা
১২৮৬	জন্মাষ্টমী-ব্রতকথা
১২৮৭	*শ্রাদ্ধমঞ্জরী—স্মৃতিকল্প-প্রমাখ্যান গ্রন্থ (ভাষা)
১২৮৮	*পদাবলী
১২৮৯	পাতড়া
১২৯০	*পদাবলী
১২৯১	*ঐ
১২৯২	*কবিরাজী পাতড়া
১২৯৩	*শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন*
১২৯৪	*স্বরূপকল্পতরু
১২৯৫	পাতড়া
১২৯৬	মহাভারত
১২৯৭	*গান
১২৯৮	*পদাবলী, দোহাবলী
১২৯৯	*পদাবলী
১৩০০	*ঐ
১৩০১	সত্যনারায়ণ-পাঁচালী
১৩০২	*পদাবলী
১৩০৩	*সত্যনারায়ণ-পাঁচালী (সত্যদেব সংহিতা)
১৩০৪	*পদাবলী
১৩০৫	*বৈষ্ণবচৌত্রিশা, বৈষ্ণববন্দনা সঙ্কেত, প্রহেলিকা*
১৩০৬	*ললিতমাধব গ্রন্থ (খলকৃত —ভাষা)
১৩০৭	*আর্যা
১৩০৮	*মহাভারত (বিরাট)
১৩০৯	ঐ (অশ্বমেধ)
১৩১০	বৈষ্ণব পাতড়া
১৩১১	ভাগবতামৃত
১৩১২	*পীরমঙ্গল
১৩১৩	রসকদম্ব
১৩১৪	শরীরনির্মাণকথা
১৩১৫	*গুরুতত্ত্বসার
১৩১৬	*সত্যনারায়ণ-পাঁচালী
১৩১৭	*শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৩১৮	*আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা
১৩১৯	*মনঃশিক্ষা
১৩২০	*মহাভারত (অশ্বমেধপর্ব)
১৩২১	ঐ
১৩২২	রামায়ণ
১৩২৩	ঐ
১৩২৪	স্বরূপনির্ণয়
১৩২৫	মহাভারত
১৩২৬	ঐ
১৩২৭	*ক্রিয়াযোগসার
১৩২৮	রামায়ণ
১৩২৯	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
১৩৩০	মহাভারত
১৩৩১	পাতড়া
১৩৩২	মহাভারত
১৩৩৩	রামায়ণ
১৩৩৪	মহাভারত
১৩৩৫	ঐ
১৩৩৬	রামায়ণ
১৩৩৭	মহাভারত (কর্ণপর্ব)
১৩৩৮	ঐ (স্ত্রীপর্ব)
১৩৩৯	ঐ (সভাপর্ব)
১৩৪০	*ঐ (স্ত্রীপর্ব)
১৩৪১	*ঐ (শল্যপর্ব)
১৩৪২	ঐ
১৩৪৩	*ঐ (জ্ঞানপর্ব)
১৩৪৪	ঐ (বিরাটপর্ব)
১৩৪৫	ঐ (ঐ)
১৩৪৬	ঐ (ঐ)

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৩৪৭	*ঐ (সভাপর্ব)
১৩৪৮	ঐ (স্ত্রীপর্ব)
১৩৪৯	ঐ (আশ্রমপর্ব)
১৩৫০	*ঐ (মুষলপর্ব)
১৩৫১	ঐ (আশ্রমপর্ব)
১৩৫২	ঐ (আদিপর্ব)
১৩৫৩	*চণ্ডীমঙ্গল
১৩৫৪	*ঐ
১৩৫৫	গুরুদক্ষিণা
১৩৫৬	*বৈদ্যক (পাতড়া)
১৩৫৭	*খোট্টা অঙ্গদের রায়বার
১৩৫৮	পাতড়া (মহাভারত)
১৩৫৯	*মহাভারত (ব্রতশাস্তি)
১৩৬০	ভাগবতামৃত
১৩৬১	চৈতন্যভাগবত
১৩৬২	*মোহমোচন
১৩৬৩	অন্ত্যলীলার প্রলাপ
১৩৬৪	*বৃন্দাবনজ্ঞান
১৩৬৫	উপাসনা পটল
১৩৬৬	বৈষ্ণব কড়চা (পাতড়া)
১৩৬৭	ঐ (ঐ)
১৩৬৮	ঐ (ঐ)
১৩৬৯	মহাভারত
১৩৭০	সত্যপীর পাঁচালী
১৩৭১	*যোগাত্মার বন্দনা
১৩৭২	*দেবীর শঙ্খপরা
১৩৭৩	*ঐ
১৩৭৪	ভাগবতামৃত
১৩৭৫	*ঐ

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৩৭৬	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব
১৩৭৭	পাতড়া (রামায়ণ)
১৩৭৮	*রামায়ণ
১৩৭৯	ঐ
১৩৮০	ঐ
১৩৮১	চৈতন্যচরিতামৃত
১৩৮২	ঐ
১৩৮৩	নারদসংবাদ
১৩৮৪	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
১৩৮৫	ঐ
১৩৮৬	*ঐ
১৩৮৭	পাতড়া
১৩৮৮	*মহাভারত (আশ্রমপর্ব)
১৩৮৯	ঐ
১৩৯০	ঐ
১৩৯১	ঐ
১৩৯২	ঐ
১৩৯৩	ঐ
১৩৯৪	ঐ (অশ্বমেধ)
১৩৯৫	ঐ (ঐ)
১৩৯৬	ঐ
১৩৯৭	ঐ
১৩৯৮	ঐ
১৩৯৯	*ঐ (শান্তিপর্ব)
১৪০০	*ঐ (শান্তিপর্ব*)
১৪০১	*ঐ (ঐ*)
১৪০২	*ঐ (ঐ)
১৪০৩	*ঐ (ঐ*)
১৪০৪	ঐ

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৪০৫	ঐ
১৪০৬	ঐ
১৪০৭	ঐ
১৪০৮	ঐ
১৪০৯	ঐ
১৪১০	ঐ
১৪১১	ঐ
১৪১২	ঐ
১৪১৩	ঐ
১৪১৪	ঐ
১৪১৫	ঐ
১৪১৬	ঐ
১৪১৭	ঐ
১৪১৮	*ঐ (বিরাটপর্ব)
১৪১৯	ঐ
১৪২০	*কপিলামঙ্গল
১৪২১	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
১৪২২	*রাধিকামঙ্গল
১৪২৩	ভাগবতামৃত
১৪২৪	*কপিলামঙ্গল
১৪২৫	রাধার কলঙ্কভঞ্জন
১৪২৬	ভাগবতামৃত
১৪২৭	প্রসাদচরিত্র
১৪২৮	*মহাভারত
১৪২৯	প্রসাদচরিত্র
১৪৩০	ভাগবতামৃত
১৪৩১	গুরুদক্ষিণা
১৪৩২	ভাগবতামৃত
১৪৩৩	*ঐ

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৪৩৪	ধর্মমঙ্গল (গোলাহাট পালা)
১৪৩৫	ঐ (গণ্ডাবধ পালা)
১৪৩৬	ঐ (কানড়ার বিবাহ)
১৪৩৭	ঐ (ফলানির্মাণ)
১৪৩৮	ঐ (ইছাই যুদ্ধ)
১৪৩৯	ঐ (পশ্চিমোদয়)
১৪৪০	ঐ (কলিঙ্গা পালা)
১৪৪১	*ঐ (কানড়া পালা)
১৪৪২	ঐ (বাড়ই পালা)
১৪৪৩	*ঐ (আখড়া পালা)
১৪৪৪	ঐ (স্বর্গারোহণ পালা)
১৪৪৫	ঐ (শালেভর পালা)
১৪৪৬	*ঐ (জাগরণ পালা)
১৪৪৭	*ঐ (দিগ্‌বন্দনা)
১৪৪৮	ঐ (লাউসেন চুরি)
১৪৪৯	ঐ (শালেভর)
১৪৫০	ঐ (রঞ্জার বিবাহ)
১৪৫১	ঐ (হরিচন্দ্রের পালা)
১৪৫২	ঐ (লাউসেনজন্ম পালা)
১৪৫৩	ঐ (ঐ)
১৪৫৪	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
১৪৫৫	*ধর্মমঙ্গল (স্থাপনা পালা, বৈষ্ণব পদাবলী)
১৪৫৬	*ঐ, শ্যামাসঙ্গীত
১৪৫৭	গোবিন্দমঙ্গল
১৪৫৮	*বানের কবিতা
৪৪৫৯	গুরুদক্ষিণা
১৪৬০	পাতড়া
১৪৬১	*গোবিন্দলীলামৃত (ভাষা)

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৪৬২	*হরিনামকবচ, *কুঞ্জসেবানির্ণয়*
১৪৬৩	উদ্ধব সন্দেশ
১৪৬৪	*বৈষ্ণব কড়চা (খাতা)
১৪৬৫	*গোবিন্দরতিমঞ্জরী
১৪৬৬	গণেশবন্দনা
১৪৬৭	*চৈতন্যমঙ্গল
১৪৬৮	*পদাবলী
১৪৬৯	বাক্যাবলী
১৪৭০	*স্মরণমঙ্গল (ভাষা), মনঃশিক্ষা (ভাষা)
১৪৭১	চৈতন্যভাগবত
১৪৭২	*দুর্লভসার
১৪৭৩	মহাভারত
১৪৭৪	*ঐ (অরণ্যপর্ব)
১৪৭৫	চৈতন্যচরিতামৃত
১৪৭৬	গীতগোবিন্দ
১৪৭৭	চৈতন্যচরিতামৃত
১৪৭৮	ঐ
১৪৭৯	*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
১৪৮০	*গোবিন্দলীলামৃত (মূল)
১৪৮১	*(ক) রায়মঙ্গল, *(খ) শীতলামঙ্গল
১৪৮২	*শ্রীরূপসনাতন-সংবাদে স্মরণটীকা
১৪৮৩	পাতড়া
১৪৮৪	*ধর্মপুরাণ
১৪৮৫	*স্বরূপবর্ণন

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম
১৪৮৬	*মনঃশিক্ষা
১৪৮৭	*দুর্লভসার
১৪৮৮	*উপাসনা পটল
১৪৮৯	*বৈষ্ণবমাহাত্ম্য
১৪৯০	*গৌরীমঙ্গল
১৪৯১	*বৈষ্ণবামৃত
১৪৯২	*সূচক (শোচক)
১৪৯৩	*(ক) নরবিক্রয় পত্র,
	*(খ) ভোগপ্রমাণ ভূমিদান-পত্র
১৪৯৪	*শ্রীরঘুনাথদাসগুণলেশসূচক
১৪৯৫	*আনন্দলহরী
১৪৯৬	*প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
১৪৯৭	*মদনমোহনবন্দনা
১৪৯৮	*পঞ্চাননমঙ্গল
১৪৯৯	*অষ্টশব্দী
১৫০০	পাতড়া

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থনাম ॥

(বর্ণানুক্রমিক)

(তারকাচিহ্নিত পুঁথিগুলির পরিচয় **প্রস্তুত গ্রন্থের** এই পৃষ্ঠাঙ্কে দ্রষ্টব্য)

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৩৬৫	উপাসনা পটল	অজ্ঞাত	৪		
১৪৮৮	*ঐ				৪০৮
১০৪১	*একাম্র পীঠের তত্ত্ব				১৭
১২৪২	*কড়চা*				৬
১১৫৮	কথকতার পুঁথি	ঐ	২		
১৪২০	*কপিলামঙ্গল				৪০২
১৪২৪	*ঐ				৪০২
১১৭৭	কবিরাজী পাতড়া	ঐ	১		
১২৯২	*ঐ (নাড়ীপ্রকাশ)				৩৮৫
১০০২	*কালিকামঙ্গল				৩৩৫
১৪৬২	*কুঞ্জসেবানির্ণয়*				৩২৫
১০০১	কুলজী	রামধন ঘটক	২		
১১৪২	কৃষ্ণের শতনাম	অজ্ঞাত	১		
১৩২৭	*ক্রিয়াযোগসার				৩৯৮
১২৭১	*ক্ষণদাগীতচিন্তামণি				৭
১২৫৫	*খনার বচন				১৩
১১১৭	*খেউর*				৩৬০
১৩৫৭	*খোট্টা অঙ্গদের রায়বার				৪০০
১২৬১	*গঙ্গাচরিত্র				১৩
১০৯৮	*গঙ্গাবন্দনা				৩৫৪
১১৯৭	*ঐ				৩৭১
১০১২	*গণেশবন্দনা				৩৩৯
১১৭০	*ঐ				১৫
১৪৬৬	ঐ	রামেশ্বর	১		
১০১০	*গান				১৬
১০১৩	*ঐ				১৬
১০২৭	*ঐ				৩৪১
১০৩৮	*ঐ				৩৪৩
১০৪১	*ঐ				১৭

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১২৬৩	গোবিন্দমঙ্গল	দ্বিজ কবিচন্দ্র	১		
১২৮১	*ঐ (কর্ণমুনির পালা)				৩৮৪
১৪৫৭	ঐ	ঐ	৪		
১৪৬৫	*গোবিন্দরতিমঞ্জরী				৪৫
১২২৩	*গোবিন্দলীলামৃত				৩৭৪
১৪৬১	*ঐ (ভাষা)				৪৬
১৪৮০	*ঐ (মূল)				৪৭
১০২৮	*গৌরীমঙ্গল				৪৭
১৪৯০	*ঐ				৪০৯
১০৪০	চণ্ডীমঙ্গল (পাতড়া)	মুকুন্দরাম	২		
১১৪৬	ঐ (ঐ)	ঐ	১		
১৩৫৩	*ঐ				৭৫
১৩৫৪	*ঐ				৭৬
১০২৫	*চাণক্যশ্লোক (ভাষা)				৩৪০
১০৩১	*চিকিৎসার্ণব				৭৮
১১৫৯	চৈতন্যচরিতামৃত	কৃষ্ণদাস	৬		
১২২৪	*ঐ				৩৭৪
১২২৬	*ঐ				৩৭৫
১৩৮১	ঐ	অজ্ঞাত	৩		
১৩৮২	ঐ	কৃষ্ণদাস	৮৩		
১৪৭৫	ঐ	অজ্ঞাত	৩২		
১৪৭৭	ঐ	কৃষ্ণদাস	৭১		
১৪৭৮	ঐ	ঐ	১৭০	১৭০৩,১৭০৬ শকাব্দা	
১২৬৬	*চৈতন্যভাগবত (অন্ত্যখণ্ড)				৩৮২
১২৭০	ঐ	বৃন্দাবনদাস	৮৩		
১০৬১	ঐ	ঐ	২৫		
১৪৭১	ঐ	ঐ	৯৮		
১০৫৯	চৈতন্যমঙ্গল	লোচনদাস	১৫		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৪৩৬	ধর্মমঙ্গল (কানড়ার বিবাহ)	দ্বিজ রূপরাম	৯		
১৪৩৭	ঐ (ফলানির্মাণ)	ঐ	১১		
১৪৩৮	ঐ (ইছাই যুদ্ধ)	ঐ	৫		
১৪৩৯	ঐ (পশ্চিমোদয়)	ঐ	৫		
১৪৪০	ঐ (কলিঙ্গা)	ঐ	১		
১৪৪১	*ঐ (কানড়া পালা)				৪০২
১৪৪২	ঐ (বাড়ুই পালা)	ঐ	২		
১৪৪৩	*ঐ (আখড়া পালা)				৪০৩
১৪৪৪	ঐ (স্বর্গারোহণ পালা)	ঐ	১		
১৪৪৫	ঐ (শালেভর পালা)	ঐ	১		
১৪৪৬	*ঐ (জাগরণ পালা)				৯৬
১৪৪৭	*ঐ (দিগ্‌বন্দনা)				১০০
১৪৪৮	ঐ (লাউসেনচুরি পালা)	ঐ	৮		
১৪৪৯	ঐ (শালেভর পালা)	ঐ	৫		
১৪৫০	ঐ (রঞ্জার বিবাহ পালা)	ঐ	৭		
১৪৫১	ঐ (হরিচন্দ্রের পালা)	ঐ	৫		
১৪৫২	ঐ (লাউসেনজন্ম পালা)	ঐ	১১		
১৪৫৩	ঐ (ঐ)	ঐ	৭		
১৪৫৫	*ঐ (স্থাপনা পালা)				৪০৩
১৪৫৬	*ঐ				৪০৩
১১৭৯	*নক্ষত্রজরাবলী				৩৬৯
১০২২	নন্দবিদায়	কবিচন্দ্র	১৪	সন ১২৩৬ সাল	
১৪৯৩	*নরবিক্রয় পত্র				৪১১
১০০৯	নাড়ীজ্ঞান	অজ্ঞাত	১	সন ১২২৯ সাল	
১২২৯	*নানা বিষয়ের সারসংগ্রহ বহী				৩৭৬
১০৭৮	*নারদসংবাদ				৩৪৯
১০৮৩	ঐ	কৃষ্ণদাস	১৭		
১১৯১	ঐ	অজ্ঞাত	২		
১৩৮৩	ঐ	ঐ	৮		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১১১০	পাতড়া (রামায়ণ)	অজ্ঞাত	৩		
১১৪৭	ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	১		
১১৫১	ঐ	অজ্ঞাত	১		
১১৬৭	ঐ (বৈদ্যক)	ঐ	১৭		
১১৬৮	ঐ	ঐ	৩৬		
১১৮৫	ঐ	ঐ	১		
১২০৪	ঐ	ঐ	১		
১২০৭	*ঐ				৩৭১
১২১৯	ঐ	ঐ	৩৬		
১২৩০	ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	১১		
১২৩৪	ঐ	অজ্ঞাত	৩		
১২৩৭	ঐ	ঐ	১		
১২৩৯	ঐ	কৃত্তিবাস	১৮		
১২৪৩	ঐ	অজ্ঞাত	২		
১২৪৪	ঐ	কাশীরাম, লোচনদাস	২৮		
১২৪৯	ঐ	অজ্ঞাত	১৬		
১২৫০	*ঐ				৩৮০
১২৮০	ঐ	কবিচন্দ্র, অজ্ঞাত	৪		
১২৮৯	ঐ	অজ্ঞাত	১		
১২৯৫	ঐ	কবিচন্দ্র	১৫		
১৩৩১	ঐ	অজ্ঞাত	৫		
১৩৫৮	ঐ (মহাভারত)	কাশীরাম দাস	৮		
১৩৭৭	ঐ	অজ্ঞাত	২		
১৩৮৭	ঐ	ঐ	৪		
১৪৬০	ঐ	কাশীরাম দাস, ঐ	১০		
১৪৮৩	ঐ	অজ্ঞাত	৫		
১৫০০	ঐ	ঐ	৪		
১৩১২	*পীরমঙ্গল				১৪১
১১০৪	*পীরের পালা				১৫১

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৩৬৪	*বৃন্দাবনজ্ঞান				১৭৭
১১৮৮	বৈদ্যক	অজ্ঞাত	১		
১১৯০	ঐ	ঐ	২		
১২০৩	ঐ (পাতড়া)	ঐ	৯		
১০১৪	ঐ ঐ	ঐ	৯		
১০৪২	*ঐ				৩৪৪
১১৭৫	*ঐ				৩৬৭
১৩৫৬	*ঐ				৪০০
১১৮১	*বৈষ্ণব-অভিধান				১৭৯
১০৩৪	বৈষ্ণব (কড়চা)	ঐ	২		
১১০৮	ঐ (সেবানির্ণয়)	ঐ	১		
১১২৫	ঐ (ঐ)	ঐ	১		
১২৬২	ঐ (পাতড়া)	ঐ	২		
১৩৬৬	ঐ (ঐ)	ঐ	৩		
১৩৬৭	ঐ (ঐ)	ঐ	৩		
১৩৬৮	ঐ (ঐ)	ঐ	৩		
১৪৬৪	*ঐ (কড়চা, খাতা)				৪০৪
১১০৫	ঐ চৌত্রিশা	ঐ	১		
১৩০৫	*ঐ				১৮০
১৪৫৫	*ঐ পদাবলী				৪০৩
১০৫০	বৈষ্ণব পাতড়া (মঞ্জরীনির্ণয়)	ঐ	১		
১২৬০	ঐ	দ্বিজ পীতাম্বর	২		
১৩১০	ঐ	অজ্ঞাত	৮		
১৩০৫	*বৈষ্ণববন্দনা সঙ্কেত				১৮০
১৪৮৯	*বৈষ্ণবমাহাত্ম্য				১৮২
১৪৯১	*বৈষ্ণবামৃত				১৮৫
১৪৭৯	*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু				৪০৫
১০২৪	ভাগবতামৃত	ঐ	৮		
১০৭৪	ঐ	শঙ্কর	২		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১০৫৬	মহাভারত	কাশীরাম দাস	৭		
১০৫৭	ঐ (অশ্বমেধ)	দ্বিজ কবিচন্দ্র	৯		
১০৫৮	ঐ	কবিচন্দ্র	১		
১০৬৩	ঐ (আদিপর্ব)	কাশীরাম দাস	৩৬		
১০৬৬	ঐ (সভাপর্ব)	ঐ	৭৮		
১০৬৭	ঐ (স্ত্রীপর্ব)	ঐ	২		
১০৬৮	ঐ	ঐ	২২		
১০৭০	ঐ (স্বর্গারোহণ)	ঐ	২১		৩৪৮
১০৭১	*ঐ (গদাপর্ব)				৩৪৯
১০৭২	*ঐ (জ্ঞানপর্ব)				৩৫০
১০৭৯	*ঐ (দ্রোণপর্ব)				
১০৮১	ঐ (উদ্যোগপর্ব)	ঐ	৮		৩৫১
১০৮৬	*ঐ (শল্যপর্ব)				৩৫২
১০৯১	*ঐ (ঐশিকপর্ব)				
১১১১	ঐ	কাশীরাম দাস	৫		৩৬০
১১১৩	*ঐ (মুষলপর্ব)				৩৬০
১১১৪	*ঐ (সৌপ্তিকপর্ব)				
১১১৮	ঐ	ঐ	১২		
১১১৯	ঐ	ঐ	৮		
১১২২	ঐ	ঐ	৩২		
১১২৩	ঐ	ঐ	৭০		
১১২৯	ঐ	ঐ	৩		
১১৩৬	ঐ	ঐ	৪		
১১৫৭	ঐ	ঐ	১২৫		
১১৬৬	ঐ	অজ্ঞাত	১		১৯৯
১১৮২	*ঐ (ব্রত শান্তি)				৩৭০
১১৯৪	*ঐ (বিরাটপর্ব)				৩৭১
১১৯৫	*ঐ (ভীষ্মপর্ব)				

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১২০৭	*মহাভারত				৩৭১
১২১৪	ঐ	কাশীরাম দাস	৩০		
১২১৫	ঐ	ঐ	২০		
১২৩৩	*ঐ (শান্তিপর্ব)				১৯৯
১২৩৬	ঐ	ঐ	৭		
১২৫৪	ঐ	ঐ	২		
১২৫৯	*ঐ				৩৮২
১২৬৯	ঐ	অজ্ঞাত	২		
১২৯৬	ঐ	কাশীরাম দাস	১২		
১৩০৮	*ঐ (বিরাট)				৩৯৫
১৩০৯	ঐ (অশ্বমেধ)	ঐ	৭		
১৩২০	*ঐ (ঐ)				৩৯৭
১৩২১	ঐ	কাশীরাম দাস	১৩		
১৩২৫	ঐ	ঐ	১৫		
১৩২৬	ঐ	ঐ	১৬		
১৩৩০	ঐ	ঐ	৪৫		
১৩৩২	ঐ	অজ্ঞাত	৬		
১৩৩৪	ঐ	কাশীরাম দাস	৮৮		
১৩৩৫	ঐ	ঐ	৬		
১৩৩৭	ঐ (কর্ণপর্ব)	ঐ	৪		
১৩৩৮	ঐ (স্ত্রীপর্ব)	ঐ	২৯		
১৩৩৯	ঐ (সভাপর্ব)	ঐ	২৪		
১৩৪০	*ঐ (স্ত্রীপর্ব)				৩৯৮
১৩৪১	*ঐ (শল্যপর্ব)				৩৯৮
১৩৪২	ঐ	ঐ	১৯		
১৩৪৩	*ঐ (জ্ঞানপর্ব)				৩৯৮
১৩৪৪	ঐ (বিরাটপর্ব)	ঐ	৩৩		
১৩৪৫	ঐ (ঐ)	ঐ	১১		
১৩৪৬	ঐ (ঐ)	ঐ	৪১		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৩৪৭	*মহাভারত (সভাপর্ব)				৩৯৯
১৩৪৮	ঐ (স্ত্রীপর্ব)	কাশীরাম দাস	১২		
১৩৪৯	ঐ (আশ্রমপর্ব)	ঐ	৭		
১৩৫০	*ঐ (মুষলপর্ব)				৩৯৯
১৩৫১	ঐ (আশ্রমপর্ব)	ঐ	৩		
১৩৫২	ঐ (আদিপর্ব)	ঐ	২৬৮		
১৩৫৯	*ঐ (ব্রত শাস্তি)				১৯৯
১৩৬৯	ঐ	ঐ	৪		
১৩৮৮	*ঐ (আশ্রমপর্ব)				৪০১
১৩৮৯	ঐ	ঐ	৫		
১৩৯০	ঐ	ঐ	২		
১৩৯১	ঐ	ঐ	২		
১৩৯২	ঐ	অজ্ঞাত	১		
১৩৯৩	ঐ	কাশীরাম দাস	৪		
১৩৯৪	ঐ (অশ্বমেধ)	ঐ	৮		
১৩৯৫	ঐ (ঐ)	অজ্ঞাত	১		
১৩৯৬	ঐ	ঐ	১		
১৩৯৭	ঐ	কাশীরাম দাস	৩		
১৩৯৮	ঐ	ঐ	৪		
১৩৯৯	*ঐ (শান্তিপর্ব)				২০৩
১৪০০	*ঐ (ঐ*)				২০৪
১৪০১	*ঐ (ঐ*)				২০৬
১৪০২	*ঐ (ঐ)				২০৬
১৪০৩	*ঐ (ঐ*)				২১৩
১৪০৪	ঐ	ঐ	৬		
১৪০৫	ঐ	ঐ	৪		
১৪০৬	ঐ	ঐ	৭		
১৪০৭	ঐ	ঐ	১		
১৪০৮	ঐ	ঐ	৩		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৩৭৬	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব	যদুনন্দনদাস	২৪		
১৪২৫	রাধার কলঙ্কভঞ্জন	কবিচন্দ্র	২		
১১৭৮	রাধিকামঙ্গল	ঐ	১		
১৪২২	*ঐ				৪০২
১২৮৫	*রামজন্ম				২২০
১০৫২	রামরসায়ণ	রঘুনন্দন	২৮৬		
১০৫৩	ঐ	ঐ	১৪৭		
১০৩৩	রামায়ণ	কৃত্তিবাস	৪৫		
১০৪৭	*ঐ (লঙ্কাকাণ্ড)				৩৪৭
১০৬০	ঐ (উত্তরাকাণ্ড)	ঐ	১৫৩		
১০৭৬	*ঐ (শক্তিশেল)				৩৪৯
১০৮৪	*ঐ (শিবরামের যুদ্ধ)				৩৫০
১০৯৬	*ঐ (জৈমিনি ভারত)				২২১
১১০০	ঐ	কৃত্তিবাস	৪১		
১১০৭	*ঐ (শিবরামের যুদ্ধ)				২৩৯
১১১৬	ঐ	ঐ	৬		
১১৫২	ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	৭		
১২০৫	*ঐ				২৪৮
১২১৬	*ঐ (সুন্দরাকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা)				৩৭৩
১২১৮	*ঐ (রাম-বনবাস)				৩৭৪
১২২১	ঐ (লঙ্কাকাণ্ড)	কৃত্তিবাস	৬		
১২৩১	ঐ	কবিচন্দ্র	৮		
১২৫২	*ঐ (আদিকাণ্ড, মিথিলাকাণ্ড)				২৪৯
১২৬৮	*ঐ				৩৮২
১২৭৮	ঐ	কৃত্তিবাস	৬০		
১২৭৯	*ঐ (উত্তরাকাণ্ড)				৩৮৩
১২৮৩	*ঐ (পাতড়া)				৩৮৪
১৩২২	ঐ	ঐ	১০		
১৩২৩	ঐ	ঐ	৮৩		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার	পত্র	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৩৮৫	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	কৃষ্ণদাস	৬		
১৩৮৬	*ঐ				৪০১
১৪২১	ঐ	ঐ	২৭		
১২৯৩	*শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন *				৩৮৫
১০১৭	*শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি				২৮১
১০৯৭	*শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা				৩৫৪
১১২৪	*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ*				২৮৪
১৪৯৪	*শ্রীরঘুনাথদাস-গুণলেশ সূচক				২৮৭
১১৩৪	*শ্রীরসকল্পলতিকা				১০৯
১২৭৩	*শ্রীরসমঙ্গল (প্রেমরসকথা)				১৫৩
১০৪৫	*শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার্ণব				৩৪৪
১৪৮২	*শ্রীরূপসনাতন-সংবাদে স্মরণটীকা				২৯০
১১৭২	*শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মপুস্তক				৩৬৬
১০২৯	*সত্যদেব-সঙ্গীত				৩৪২
১০২০	*সত্যনারায়ণ-পাঁচালী				৩৪০
১১৪৩	ঐ	অজ্ঞাত	১		
১১৪৪	ঐ	ঐ	১		
১২৪৭	ঐ	ঐ	৬		
১২৪৮	ঐ	ঐ	১১		
১৩০১	ঐ	ঐ	১		
১০৬২	*ঐ ব্রতকথা (পীরের কীর্তন)				৩৪৮
১৩০৩	*ঐ (সত্যদেব-সংহিতা)				৩০৩
১৩১৬	*ঐ				৩৯৬
১১৩১	সত্যপীর-পাঁচালী	ঐ	১		
১১৩৫	*ঐ				৩০৪
১১৬২	ঐ	ঐ	১		
১২১২	ঐ	রাম	২		
১৩৭০	ঐ	রামেশ্বর	১১		
১০৮৭	*সত্যপীরের পাঁচালী				৩৫১

নির্ঘণ্ট

॥ গ্রন্থকার ॥

(বর্ণানুক্রমিক)

(সংখ্যাসমূহ প্রস্তুত গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্কজ্ঞাপক)

॥ সংযোজন-সংশোধন ॥

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
২৩	৯	সাম্প্রতিক	সাম্প্রতিক
৫১	১৫	পঠে	গঠে
৬৪	১৩	পল্লু বলি স্বাষে	পল্লব নিস্বাষে
৮৭	১	ছড়া	*ছড়া
১০৪	২২	একভু	এ কভু
১৫১	২২	-পলায়ন	-পরায়ন
ঐ	২৪	সেফকির-	সে ফকির-
ঐ	২৫	দিবে	দিব
ঐ	২৬	লব	সব
১৫৩	২৫	তরি	তার
১৭৫	২০	কাঙ্কচরে	কাঙ্ক চরে
১৮০	৮	সংক্কেত	সঙ্কেত
১৮৮	২১	পুন্নভারে	পুর্ন্নভারে
১৮৯	১০	১১৮৬	১১৮৫
১৯০	১	শচীশূনং	শচীসূনুং
২৫৬	১৮	জা[পূ]	পূ[জা]
৩০৩	১৫	কল্ক	কল্প
৩৫০	১৮	বৈক্রীতলাহারি	বৈঞীতল···
৩৫১	১৭	দিগুার	দিস্তার
৪০৭	১৮	কৃষ্ণদাস	যোগী কৃষ্ণদাস
৪৩১	১৯	৪১৯	৪১৮

॥ পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড ॥ (ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় কৃত শুদ্ধি)

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	শুদ্ধি
৩৫, ৩৬	২৫, ৭	বাখড়	নাম নহে
৩৯	২২	কৃষ্ণের বাল্যলীলা	ইহা 'হাপুগান'
৭৫	৫	গান	বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান
৮৮	১৪	দৈত্য	দৈক্ষ্য
১০৩	২২	ছড়া	macaronic
১০৪	১৫-১৬	ছড়া (কড়চা), অজ্ঞাত	চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস
১৫৪	২	১২২২	১২০২
২৩২	৫-৬	পাতড়া (প্রাকৃত), অজ্ঞাত	সংক্ষিপ্তসার, ক্রমদীশ্বর
ঐ	১৯	বহুবতী	বহুবড়ী
২৩৩	৬	চিড়াঘৃত	চেলা যত
৩৪৭	২৩	পলল	পটল